কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক

১ম খণ্ড। তারিখ ৮ই আশ্বিন সোমবার ১৩০৭ সাল। [১ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
সূচনা	১
বিবিধ সংবাদ	২
কলিকাতা সহরে বসন্ত	৪
গাছের নাম নিরূপণ	৫
কৃষি সংবাদ	৫
কলিকাতা গেজেট-	৬
কলিকাতা	৭
মফঃস্বল সংবাদ	৮
বঙ্গ সংবাদ	
মৃত্তিকা তত্ত্ব	
প্রকৃত ঘটনা	
বাজার	
পত্রাদি	
ইক্ষুরোগ;	
বাগানের মাসিক কার্য্য	

সূচনা।

আজ কাল আমাদের দেশে জনসাধারণের মন কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে ইহাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। অবশ্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে যেরূপ উৎসাহ এবং আগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এতদ্দেশে তাহার সহস্রাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, তাহা আশা করাও অন্যায়। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও যে সামান্য উৎসাহ শিখা দেখা দিয়াছে তাহা নিবাইতে দেওয়া উচিত নহে। হয়ত সময়োচিত ইন্ধন পাইলেই তাহা কালক্রমে উজ্জ্বল আলোকে পরিণত হইতে পারে।

কৃষি—ব্যবসায়ের একটী প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষের লোককে ইহা বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে না কারণ কৃষিজীবির সংখ্যা ভারতবর্ষের ন্যায় অপর কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কৃষিজীবির সংখ্যা অত্যধিক হইলেও কৃষিকার্য্যে উন্নতির অন্তরায় এত অধিক

দের দেশের [illegible] বিদেশীয় কৃষকের সহিত প্রতি-তা করা দূরে থাকুক, তাহারা নিজের অন্ন সংস্থান তে পারে না। কৃষিকার্য্যের অন্তরায় [illegible]হের করণ করা সকল সময়ে কৃষকের সাধ্যায়ত্ত । কিন্তু দেশের জন সাধারণ সকলে মিলিয়া চেষ্টা লে, বোধ হয়, এই সমস্ত অন্তরায়ের কিয়দংশ দূরী-হইতে পারে। অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি দের কৃষিকার্য্যের দোষগুণাবলী, তৎসমূহ নিরা-ের উপায়, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এবং কাল অবস্থা অনুসারে তাহা প্রবর্ত্তনের যুক্তি ন্তা সরলরূপে আলোচনা করেন, তাহা হইলে ষিকার্য্যের কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হওয়া সম্ভব। রা উক্ত আশা প্রণোদিত হইয়াই এই পত্রিকা াশ করিলাম। এই নভেল-নাটক-প্লাবিত বঙ্গ-শে কেবল কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা যে কতদূর তৃত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভূতপূর্ব্ব একটী কৃষি-পত্রিকার অদৃষ্ট ইহার বিশেষ পরি-। আমরা তজ্জন্যই কৃষি প্রবন্ধাদি ভিন্ন অপরাপর পাঠ্য প্রবন্ধ ও সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। লে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অনেক ভদ্র মহোদয়-পত্রিকা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই গ্রাহক হইয়া াদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা াদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। অনেক পরি-ণে তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং আমা-র এসোসিয়েসনের নিকট যে সমস্ত ইংরাজী অভি-ব্যক্তিগণ উপদেশ, যুক্তি প্রভৃতির জন্য পত্রাদি খিয়া থাকেন, তাঁহাদের সুবিধার্থ আমরা এই া প্রচার করিলাম।

সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা যে কত ব্যয় ও ক্ত-সাধ্য তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। বলা বাহুল্য যে, এই পত্রিকার জীবন দেশ-হিতৈষী মহোদয়গণের সহানুভূতির নির্ভর করিতেছে। পত্রিকা যাহাতে সর্ব্বতো-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে, এবং ষি-ব্যবসায়ীগণের সর্ব্ববিধ প্রকারে সদুপায় সাধন পারে—ইহার প্রচারিকগণ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন, এবং আশা করা যায় যে জনসাধারণও ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইবেন না। সর্ব্বশেষে আরও দুই একটী কথা না বলিলে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বনামখ্যাত, দেশ-হিতৈষী, কৃষি ও বাণিজ্যবিৎ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা সর্ব্ববিধ বিষয়ে ঋণী। তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও দেশে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে যেরূপ অকাতরে চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাহা সকলের অনুকরণ যোগ্য। এবং কৃষিবিৎ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে সহাশয়ও এই পত্রিকা প্রচার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। ইঁহারা উভয়েই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বিবিধ সংবাদ।

চৈতন্য লাইব্রেরী।—"লাইফ এণ্ড টাইমস্ অফ আকবর" (Life and Times of Akbar) বিষয়ে ইংরাজিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে "উডবর্ণ সুবর্ণপদক" (The Woodburn Gold Medal) পুরস্কার পাইবেন। ছোটলাট এই প্রবন্ধটি পছন্দ করিয়া দিয়াছেন। এবং "দুর্ভিক্ষ, তাহার কারণ ও নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটি রচনার জন্য দুইটি রৌপ্য পদকও উক্ত লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মজুরের অভাব। আজ কাল পঞ্জাবে আবাদের সময়, এজন্য কুলি মজুরের পূর্ব অভাব দাঁড়াইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

জীবন সংগ্রাম। পৃথিবী জুড়িয়া জীবন-সংগ্রামের আর্ত্তরোল ধ্বনিত হইতেছে। এই আর্ত্তরোলের ক্ষীণ আভাস দিতেছি। ঘটনা খাস বিলাতের। লণ্ডনের পুলিস আদালতে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বেহ্লা এক সুপণ্ডিত বলেন "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আত্মীয়; কিন্তু অন্নের

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

কৃ. স ১ খ

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা, ১৮১, অপার সারকুলার রোডস্থিত
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১৸০।

১১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমধুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

অ

লমিশ্রির ৬৭
অত্যাচার, তোর অর্থ কি ? ১৪০
অর্থকরী বিদ ২৬৮
অন্নকষ্ট ১৬৬, ৩১৪, ৩৭৮
অর্কিড ৩৪৪
অর্কিড সো

আ

না (পদ্য) ৭২
আর ঘুমাও ১১৮, ১৩৬
আলু ১১৯
আম ১৮৪
আঁপ, রিয়া নিবারণ ৫, ২৬১
আলুর পচ ২৮১
আকন্দ য়ের ফলের চাষ ৩২১
আমেরিকার নূতন প্রণালী ৩৬১, ৩৬৩
আলু চাষে ৩৭৪
আহার ৫
আনারস ৬
আখের হইতে পাট ২১
আনারস ষ—আসামে ৪৬
আলুর চচ্চ ও আলু ৪৯
আগ্লো ইণ্ডিয়ান—বিলাতে ৬৬
আঁত্র মৌজে—অনিষ্ট ৬৬
আলুর আপানে ২২৬
আফিং বিভাগ হইতে ২৪২
ক্ত বিক্রয়ের মেলা ২৪২
আনাতে বিক্রয় ২৪৩
আড়িয়াখা নিবারণের উপায় ২৮১
আড়িত

ই

ইক্ষুরোগ
ইক্ষু, মন্ত্রিসভীপ্রকাশ
ইক্ষুর চাষ
ইংলণ্ডের নূতন বাণী
ইক্ষু আবাদ
ইক্ষু
ইক্ষু গুহস্ত

উ

উই, ক্ষেত্রে
উত্তর প্রবাসীর পত্র
উই
উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ—মাদ্রাজের
উদ্ভিদের সঙ্গীতপ্রিয়তা
উদ্ভিদ বিদ্যার—এম. এ পাশ
উদ্যান—ভিক্টোরিয়া হল

এ

এক বিন্দু জলের প্রতি (পদ্য) ২৮৪
একটি নূতন উপায় ২৬৮, ৩৪৪
এড়ি
এঁকি স্বপ্ন না যোগমায়া
এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী—কলিকাতা

ও

ঔষধি ও সম্রাট
কীটতত্ত্ববিদ

কৃষিক্ষেত্র —নাগপুর আদর্শ ১১৮
কোদালী নূতন
কৃষি ব্যাঙ্ক
কৃষ্ণন
কর্ক বৃক্ষ
কৃষি ডারউইন
কফি ও রেমান রসের
কফি —মাদ্রাজে
কৃষি সম্বন্ধে সংপ্রস্তাব
কৃষি সমালোচনা
কন্দকার রামচরণ
কৃষি রীতি, আর্য্য
কাফের, বাঙ্গালুরে ৩৫৬
কৃষিকথা, "হিতবাদী" ৩৬১
কত, বিলাতী বা গোবর ৫
কৃষি—ব্রহ্মদেশে ১৭৮
কার্পাস সংবাদ ২১৮
কৃষি অবস্থা ২৫৮
কৃষি সংবাদ—৪, ২১, ৪৯, ৪৯, ৬৫, ৮১, ৯৭, ১১৩, ১২৯, ১৪৫, ১৬১, ১৭৭, ১৯৩, ২০৯, ২২৫, ২৪১, ২৫৭, ২৮১, ২৯৭, ৩১৩, ৩১৪, ৩৬০, ৩৭৭
কলিকাতা গেজেট ৬, ২১, ৩১, ৫৫
কলিকাতা সংবাদ—৭, ২১, ৩৫, ৫৫, ৭০, ৮৫, ১০২, ১১৫, ১৩৩, ১৪৯, ১৬৫, ১৮১, ১৯৪, ২১১, ২৩৩, ২৬৫, ২৭৩, ২৮৯, ৩০৫, ২১, ৩৩৭
কলিকাতার বাজার দর ৫৬, ১১৬
কৃষি বিদ্যালয় ৫৭
কৃষি পত্র ৬০
কৃষক পত্রীকার বাৎসরিক রিপোর্ট (আদা- ৬৩
রণীয় ৭৬
কৃষি বিভাগের বঙ্গীয় বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮১, ৭৯, ১০৬,
"কৃষক" সম্বন্ধে কথা
"কৃষক" প্রতিবাদ
কাপাস তুলা
কুলি বেতন
কৃষি ও কৃষক
কাটরী পোকা
কবলী
কৃষি সমিতি
কৃষিকার্য্য —মধ্য প্রদেশে
কুপেস্কুল (Orchids)
কৃষি প্রস্তাব
কৃষি কর্ম্মে তুলা
কেশব আশ্রম
কলিকাতা ফুলের মেলা

খোয়াড় সংস্কার ৬২
খাল খনন শিকারপুরে ৬৯

গ

গাছে জল দিবার ব্যবস্থা ৪৭
গোরার অত্যাচার ১৮২
গোজাতি ২৮৪, ৩১৬, ৩৩১
গোলাপ চাষ (তুর্কীর) ৫
গোলাপ—নূতন ২১
গোধূম চাষের কথা
গোলাপ চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী
গুটি পোকার চাষ
গাছ পালার কীট—সৈন্যের খাদ্য
গাছ— বৈদ্যুতিক
গোলাপ ফুলের মেলা—কলিকাতা

গাল আলু বিলাতে বিক্রয় ১৪৩
গো-রোগ ১৮১

ঘৃত চুরিক পীড়িতের প্রাণ

চ

চৈত্র বা চুঁয়ে শস্য
চূণ সার
চা কর, আসামের
চা-বিক্রয়
চা ভারতীয় ৬৬
চুণ ৮২
চীনের বাদাম ২৪০
চিনি ৩৬১

ছাঁয়ায় ফসলের হানি
ছাই ও কাঠের কয়লা

জ

জাব পোকা
জুতাতত্ত্ব
জাতীয় মহাসমিতি
জরীপ রাণাডে
জমী হস্তান্তর বিল—পঞ্জাবের
জমীদান—গভর্ণমেণ্টের

ট

টমেটো
টবে টমেটো

ত

তরল সার ও তাহার কার্য্য ২৫
তামাকের চাষ ৮৬, ১৭৬, ১৬১
তাড়িত সংবাদ—বিনা তারে ১৫৯
তাড়িত শক্তি—দিদি ও ৪

তুলা—উচ্চ-মাটে
তুলা
তরু

তুলোপাত্র
দধ
দুগ্ধ

হেল্পটনকোট

ধ

ধৈর্য্যের আদর্শ (গল্প)
ধুনুরুক

ন

নারিকেল
নীতিকথা
নীলের চাষ
নারিকেল—কোচিনের

প

প্রকৃত ঘটনা ১২
প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস ১৭
পূজা দুই দিন না তিন দিন ? ২০
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা ৩৮
পত্রাদি ১০, ৭৫, ৫৭, ৭১, ৮৭, ১০৭, ১৫২ ১৬৭, ১৮৩, ২০০
পানের কথা ৫৮, ৮৯
পোকা, বেগুণ গাছে ৫০, ৭১,
পোকা, বেগুণের ২১
পেয়ারা
প্রদর্শনী, বাণীগ্রাড়া সারস্বত ১৫১, ২
পোকা—জাব
পঞ্চপাল
প্রজাপতির উক্তি
পোকা—দিমে

পেয়ারা
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কেন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয় ? ১৮৮
প্রশ্ন—দুইটি
প্রণয়িনী (পদ্য) ২০৭
পোকা—ধানে ১৯৩
পত্র—উত্তর প্রবাসীর
প্রদর্শনী—কৃষিপুষ্প
প্রশ্ন একটি
পুষ্প প্রদর্শনী
পেঁপে
প্রয়াস সমালোচনা
পাতাসার প্রস্তুত করিবার অতিসহজ উপায়
প্রদর্শনী—মহিশুর
পান

ফলের চাষ
ফজলী আমে পোকা
ফুল—গ্রহণে
ফুল বিলাতী মরসুমী
ফল খাইতে নাই—না খুইয়া

ভ

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি ?
ভারতের নূতন মহারাজা
ভারতে অন্ন কষ্ট
ভুঁয়ে শসা
ভিক্টোরিয়া হল
ভিক্টোরিয়া নর্সরী

ম

মূল্য ৩
মানবজীবন
মধু মক্ষিকার উক্তি (পদ্য)
মধ্য প্রদেশে সরকারি বাগান
মোহন মেলা
মরিসাস দ্বীপজাত ইক্ষু
মহারাণীর মৃত্যু
মানব জীবনের দারিদ্র
মহারাণীর প্রসঙ্গ
মানব চরিত্র
মধুপুর ফুলের মেলা
মেলা—কলিকাতা ফুলের
মদ
মসলার চাষ
মসিনা
মৃত্তিকা

যবনিকা (সম্পূর্ণ গল্প)

রিয়া আঁশ
রামচরণ কর্ম্মকার
রাস্না (Orchid)
রবারের চাষ
রেড়ির বৈল ও উই

লাঙ্গল, নূতন
লাহার চাষ
লাঙ্গল (হাত) নূতন
লিলি ও তাড়িত শক্তি
লেবুর গুণ

অন্ধ্র,

আদেশ

আমানের নাসিক কার্য্য

ঋতুনাবলী, চীন দেশের

ঋতুলিকার উক্তি (পদ্য)

কিতয়া

কেশগুচ্ছ গাছে পোকা

কিমাতা (প্রকৃত ঘটনা মূলক চিত্র)

১৬২, ১৭১, ২০৭, ২২৩, ২৫৯, ২৭৯, ২৯৫, ৩২৭, ৩৭৮

বালকবিধি (পদ্য) ১০৮

কেশগুচ্ছের পোকা

বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবার একটি সহজ উপায়

বাঁশবেড়িয়া সারস্বত প্রদর্শনী মেলা ১৫১

বাগান মধ্য প্রদেশে সরকারি

বনবিভাগ

বাঙ্গালীর অকিঞ্চিৎকর জীবন

বিংশ শতাব্দী

বালিকা ও ফুল (পদ্য)

বীজ [illegible]ন

বাঁশের ঝাড়

বটবৃক্ষ অঙ্কুর

বীজ অঙ্কুরিত করিবার সহজ প্রণালী

বালা বিবাহ

বাহাদুরে কায়েত

বীজ বিধি

ভ

ভিক্ষার উপকারিতা ৫১

ভিজনাশে সর্ব্বনাশ ১২০

ভদ্রা—চুনে

ভিন্ন—ফেঁপে

ভস্ত ধান

সূচনা

সংবাদ—বিবিধ ২, ৩৩, ৫২, ৬৮, ৮৩, ৯৮, ১১৪, ৪৭, ১৬২, ১৭৯, ১৯৭, ২১১, ২৩৩, ২৭৪, ২৯০, ৩০৭ ৩২২, ৩৩৮, ৩৫৩, ৩৬৯

সংবাদ—মফঃস্বল ৮, ২৪, ৪০ ৪৭, ১১৭, ১৪০, ১৫৮, ১৮৩, ১৯

সংবাদ—যুক্ত ২৩ ৩৯, ৫৪

সমালোচনা ২৪৬, ৩৭

সবজী, দেশী ৪০, ১৪

সবজীর বাগান ১২৩, ১২৯

সংবাদ বিনা তারে টেলিগ্রাফ ১৪৯

সবজী ও ফল বপ্তায় বিলাতে ১৬১

সুবীজ সঞ্চয় ১১৫

সার ও তাহার কার্য্য

সারের সমালোচনা

সার ও বীজ বিধি

সুপারি বৃক্ষ—অঙ্কুর

সিমে—পোকা

সার

স্কুল টেক্‌নিকাল

সৎকার্য্য

সুপারির চাষ

হলকর্ষণ

হিতবাদীর কৃষিকথা

হাত লাঙ্গল—নূতন

ক্ষ

ক্ষেতের উই

বিলাতী সবজী বীজ

ও

অন্যান্য সকল প্রকার বীজ, চারা, কলম প্রভৃতি

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৮১ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

হইতে

সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

মেম্বর বা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার

নিয়মাবলীসহ বিস্তৃত তালিকা পুস্তক

ম্যানেজারের নামে

পত্র লিখিলেই পাইবেন।

সংস্থান নাই। আমার রচনাশক্তি আছে। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারগণ এই কথাটা যদি স্ব স্ব পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ঘোর বিপদ হইতে হয় ত উদ্ধার হইতে পারি। ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্টারগণকে সংবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। কাজেকর্ম্ম কিন্তু জুটে নাই! লর্ড রসিসবারির আত্মীয়েরও এই দুর্দ্দশা! অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি!

মৃত্যু। নদীয়ার সবজজ হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পণ্ডিতবর ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পুত্র। প্রথমতঃ শিক্ষাবিভাগে ইনি প্রবেশ করেন, পরে উকীল ও অবশেষে মুন্সেফী হন। সম্প্রতি ইঁহার দুইটী পুত্রের মৃত্যু ঘটে। শোকে সন্তাপে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ইনি লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পার্শী ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। পেন্সন লইয়া পার্শী গ্রন্থাদি অবলম্বনে ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস রচনার ইঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কালের কঠোর কবলে সকল ইচ্ছাই নির্ম্মূল হইল!

দেশীয় রাজন্যবর্গ। দেশীয় রাজন্যবর্গ পুরা সাহেব বনিতে চলিলেন। ইহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, সুখ্যাতির কি অখ্যাতির কথা—সে বিচারে কাজ নাই। তবে বরোদার গুইকুমার সম্বন্ধে ইংরাজী সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশ, তাহারই একটু চুম্বক দিতেছি। গুই-কুমার বিলাতে গিয়া অবধি বড়ই নাকি ব্যস্ত ছিলেন; খাস লণ্ডন সহরেই অবস্থান করিতেছিলেন; সম্প্রতি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে গিয়াছেন। মহারাণীর বিলাতী জলবায়ু সহ্য হয় নাই, পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এক্ষণে পূর্ব্ববল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুইকুমার পুত্রগণকে বিলাতী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কন্যাগণকেও গার্টনে পাঠাইবেন কি না অপ্রকাশ। যাউক, মহারাজা বিলাত গিয়া স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে কি শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন; আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

শিরস্তাণ।—৮৫৫০ টাকা মূল্যের শিরস্তাণ অদ্য সন্ধ্যেই বম্বিন আফ্রিকায় প্রেরিত হইবে।

চর্ব্বিক-ভাণ্ডারে সংযোগ। মিঃ বার্কলিমার ব্রাদার্সের কার্য্যাধ্যক্ষ একসহস্র টীকা চর্ব্বিক তহবিলে দান করিয়াছেন।

ফলে বিদ্রোহ।—বস্তুতঃ পাটের কলে কুলি-দিগের সহিত সর্দ্দারদিগের যে মারামারি হয় তাহাতে ৯ জন আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আলি-পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে চারি জনের ৩ই সপ্তাহের হিসাবে কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ২০৲ টাকা হিঃ অর্থদণ্ড হইয়াছে, অধিকন্তু তাহারা যথাক্রমে ছয় মাস কাল কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছে।

গোরা ও ধোপা।—সে দিন দিনাপুরের একটা গোরা একজন ধোপার কাচাকাপড়ের মোটের উপর বসিয়াছিল বলিয়া ধোপা তাহাকে তিরস্কার করে। গোরা যষ্টি দ্বারা ধোপাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেয়। প্রহারের যাতনায় ধোপা রিপোর্ট করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া গোরা তাহাকে সঙ্গিনের দ্বারা খোঁচা মারিয়াছে। ধোপা এখন হাঁসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে। এই কাণ্ডটা নাকি দৈব ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

রেলে চুরি।—উত্তর পশ্চিম রেলগাড়ীতে অনেক কাল চোরের উপদ্রব অধিক হইয়াছে। সহরাণের অধনা ও পেশোয়ারের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহে প্রায়ই দস্যুবৃত্তির সংবাদ পাওয়া যায়।

চীনে সৈন্য প্রেরণ।—ইতিমধ্যে অপোয়ার সাই-ফেন বল বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। এক্ষণে আর ওলাউঠা নাই। তাহারা হংকঙ্গে যাত্রার কলিকাতায় আসিয়াছে।

পদত্যাগ।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্কেলেট প্রকাশ যে, গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্থানীয় মিউনিসি-প্যাল কমিশনরগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

দায়রা।—আগামী ১৯ই নভেম্বর হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাদরা মোকদ্দমার দায়রা আরম্ভ হইবে।

মৃত্যু।—পুনার বহু দিনের প্রবীণ অধিবাসী ডাঃ বিশ্রাম রানডী খোনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।

বজ্রাঘাত। লক্ষ্ণৌ সহরে সম্প্রতি জল, ঝড় বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে। তিন জন লোক বজ্রাঘাতে মরিয়াছে। সহরের থানায় বজ্রাঘাত পড়িয়া একটা ঘরের প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ব্যবসায়ীর বঞ্চনা।—চন্দ্রকান্ত নজুমদার নামক এক ব্যক্তি আপনাকে চাউলের মহাজন বলিয়া পরিচয় দিয়া সুন্দরবনে যাইয়া কয়েক জন চাউল ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মাল গদিতে পৌঁছিলেই টাকা দিব বলিয়া শত শত মণ চাউল আত্মসাৎ করিয়াছিল। পরিশেষে পুলিশ কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে; বিচারে তাহার দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

মৃত্যু।—ঢাকা দিবালয়ের বাবু রাধা মোহন গোস্বামীর গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯২ বৎসর হইয়াছিল। যখন তিনি আয়োদের অতিরিক্ত সাহায্যকারী কমিশনার ছিলেন। সেই সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠাক্রমে ৩০ বৎসর কাল পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন।

কলিকাতা সহরে বন্যা!

(রিপোর্টারের পত্র—বৃহস্পতিবার।)

গত মঙ্গলবার হইতে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে। সহরের প্রায় অধিকাংশ জলে নিমগ্ন, চারিদিকে জলে জলময়। অলি গলিরত কথাই নাই। বড় রাস্তাগুলি প্রায় সমস্ত জলময়। স্থানে স্থানে রাস্তা সামান্য জাগিয়া আছে মাত্র। ডোবা তালাও, পুকুর দীঘি, গোল দীঘি জলপ্লাবিত হইয়া রাস্তার সহিত একাকার হইয়াছে। রাস্তাগুলি স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে খরস্রোত চলিতেছে। রাস্তায় মৎস্যকুল ক্রীড়া করিতেছে, বিস্তর লোক মাছ ধরিতেছে। বিজন স্কোয়ার, ঠনঠনে কালিতলা, হাটখোলা, জোড়াসাঁকোস্থ সানান্য বৃষ্টিতেই ডুবিয়া যায়। এবার সারকুলার রোডের ফুটপাথ পর্য্যন্ত ডুবিয়াছে। ব্যাপার নিতান্ত গুরুতর বলিতে হইবে। এ দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে ১ বৎসর রাস্তায় পানি চলিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু এমনটী হয় নাই—দৃশ্য চমৎকার। ট্রাম বন্ধ হইয়াছে। রাস্তায় যান বাহনাদি কিছুই নাই। বাটীর দ্বারদেশ ধৌত করিয়া কল কল শব্দে স্রোত বহিতেছে। দৃশ্য অপূর্ব্ব হইলেও ভয়ানক। বস্তিগুলি একেবারে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গরীব প্রজা সকলের উঠানে এক হাঁটু জল, রন্ধনশালা হইতে হাঁড়ি ভাসিয়া গিয়াছে। শয়ন ঘরের মেজেতেও জল উঠিয়াছে। কেহ কেহ সামান্য তৈজস পত্রাদি লইয়া উচ্চাপোষ আশ্রয় করিয়াছে—কাহাকেও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন গৃহস্থের রোয়াক বা গাড়ীবারাণ্ডার নীচে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বৃষ্টিতে কেরাণীকুলকে আকুল করিয়াছে। অনেকে লোক পাঠাইয়া বা নিজে যাইয়া ট্রাম ছাড়িবে কি না খোঁজ লইতেছেন—অনেকেরই আজ mail day (মেলের দিন) কেহ বা বাজারে, কেহ বা বড় বাবু কামাই করেন কি সাধ্য!—কেহ বা কি জানি কিসে কি হয় ভাবিয়া বাহির হইতে পারা হইয়াছেন—অন্ন চিন্তা চমৎকারা! দুই এক জন বা অতিকষ্টে অনেক যোগাড় যন্ত্র করিয়া সন্তরণশীল অশ্বযোজিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক সুবিস্তীর্ণ জলরাশিকে তরঙ্গাকুল করিয়া চিত্রবৈচিত্রে দৃশ্যটীকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া অফিস যাইতেছেন। আমাদের মিউনিসিপালিটীর অনুগ্রহে পরিণামে আমরা আরো ও কত কি দেখিতে পাইব!

বৃষ্টির এখনও বিশ্রাম নাই, জলও কমিতেছে না। অধিকক্ষণ এরূপ অবস্থা থাকিলে অনেক গরীব লোক গৃহশূন্য হইতে হইবে।

কেহ ভাবিতেছেন যে খোকা কৈলাস হইতে বহির্গত হইয়া যতই বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছেন ততই আর্দ্রের আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইতেছে। তিনি ধরাতল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে করিতে আসিতেছেন তাই ঐ অকাল বারিধারা!—ইহাতে সুফল ফলিবে কি?

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটি ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। সঙ্গেসঙ্গে খানিটি খুটং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া সাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

কৃষি সংবাদ।

আনারস।—জলপাইগুড়ির হেল্‌প্‌স্ সাহেব আট সে। একটা আনারস উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

রপ্তানি। সাতাইশ হাজার মণ শস্য শীঘ্রই কলিকাতা হইতে চীনে প্রেরিত হইবে। চীনে যে আগুন লাগিয়াছে।

চার চালান।—সিংহল হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ৯৪০৯২৪৯৬ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে।

লিলি ও তাড়িৎ-শক্তি।—প্রোফেসর বেলী বৈদ্যুতিক আলোক সহায়তায় লিলি পদ্ম দুই সপ্তাহ জলদি প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। মটরের পক্ষে বিদ্যুতালোক হানিকারক।

তুর্কীর গোলাপ চাষ।—স্বদেশে গোলাপচাষে ও আতরপ্রস্তুতকরণে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত, তুর্কীর কৃষিবিভাগের কর্ত্তা সুলতান উৎকৃষ্ট জাতীয় একলক্ষ গোলাপ গাছ চাষীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। আতরাদি প্রস্তুতের জন্য নূতন যন্ত্রাদি আবশ্যক হইলে, স্বল্পমূল্যে যোগাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ফসলের অবস্থা। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে চাষবাসের অবস্থা ভাল। কিন্তু স্থানে স্থানে আরও বৃষ্টি জলের আবশ্যক। বঙ্গদেশেও বৃষ্টি হওয়া প্রার্থনীয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সম্প্রতি দুই এক ভায় কৃষির অবস্থা শুভসূচক। রাজপুতানায়ও ভাল ফসল হইবার সম্ভাবনা। কেবল বেরার ও কোটস্ হইতে কিছু হানি করিয়াছে।

হোয়াস বা বিলাতী কচু।—বিলাতী কচু বা লাউ চারা এক প্রকার পোকায় দুই পাঁচ দিনের মধ্যে পাতা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। এই কীটসকল হোয়াসের চারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বাগানের কোন স্থানে দৃষ্ট না হইলেও, চারা উৎপন্ন মাত্রই দলে দলে আসিয়া পাতা খাইয়া গাছ নষ্ট করে। হোয়াসের বীজ তারপিন তৈলে ভিজাইয়া বপন করিলে, ছোট চারায় তারপিনের গন্ধ থাকে এবং উক্ত কীট সকল উহার পাতা নষ্ট করিতে পারে না। কথিত প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

আলুর পচন-নিবারণের উপায়।—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে, আলুর অকালপচন নিবারণ করা যাইতে পারে। দুই ভাগ সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid 2 parts) এক শত ভাগ জলে মিশ্রিত করিতে হয়। সেই মিশ্রিত জলে বড় বস্তাকার আলু নিমগ্ন রাখিতে হইবে। পরে তুলিয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছিয়া যথারীতি তুলিয়া রাখিলেই হইল। [illegible] মিশ্রিত এসিড-জল আলুগাত্রে দ্বিত ধূলিতে [illegible] অবধি কার্য্যক্ষম থাকিবে। এপ্রকারে [illegible] আলু বীজ-রূপে ব্যবহৃত হয় না।

পাতাসার প্রস্তুত করিবার অভিনব উপায়।—পাতা সংগ্রহ করিয়া, রৌদ্রতাপে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। ইষ্ট আঘাতে চূর্ণ করিয়া নাইলন্ চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া পাতা চূর্ণ সকল একটি বাক্সে রাখিয়া—জল দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। পর দিবস পাতা চূর্ণ সকল এত উত্তপ্ত হইবে যে বাক্সে হাত দিতে পারা যাইবে না। সাতদিনে শীতল হইয়া ব্যবহারোপযোগী পাতা সার প্রস্তুত হইবে। এই অভিনব উপায় কিষণগঞ্জের রোণ্ট সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। এরূপ সহজ-সাধ্য-প্রণালী অনুসারে সকলেরই পাতাসার তৈয়ার করা উচিত।

রবারের চাষ।—জঙ্গল বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টার জেনেরাল রিবেণ্ট্রপ সাহেবের অনুমোদনে মান্দ্রাজের টেনাসেরিম উপকূলে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্রেজিলিয়ান রবারের চাষ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এতদর্থে প্রায় ত্রিশ হাজার বিঘা জমিতে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া রবর গাছের আবাদ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, বার বৎসরের শেষে, সমস্ত খরচা উঠিয়া যাইবে। তৎপরে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা আয় হইবে। রবার গাছ চিরস্থায়ী বলিয়া, এই আয়ও চিরস্থায়ী হইবে। তবে যদি এক্ষণে রবারের যে বাজার দর আছে, সে সময় তাহার হ্রাস হয়, তাহা হইলেই আয়ও কম হইয়া যাইবে।

আখের বীজ।—আখের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া আখ-চাষ করার প্রথা প্রচলিত নাই। আখের বীজ হয়, কিন্তু এদেশে জন্মিতে প্রায় দেখা যায় না। বীজ হইলেও কেহ তাহার খবর রাখে না, বা চারা উৎপন্ন হইতে পারে কি না তাহাও পরীক্ষা করেন না। কিন্তু জাভা, মরিসস্, কিউ প্রভৃতি স্থানে আখ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া চাষ করা যাইতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষা সফল হইয়াছে। ডগা কাটিয়া যেরূপ চারা প্রাপ্ত হওয়া যায়—বীজ হইতেও সেইরূপ পুষ্ট ও সতেজ চারা জন্মিতে পারে। ইক্ষু চাষীদিগকে ইহা যে সুখবর তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা বীজোৎপন্ন চারা "ডগার" গাছের ন্যায় রোগপ্রবণ হয় না, এবং দুই জাতি ইক্ষু হইতে নূতন-জাতি ইক্ষু উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এমন জাতি ইক্ষুও সৃষ্টি করা যাইতে পারে—যাহা হইতে অধিক পরিমাণে চিনি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জাভার সামারাঙ্গের মেসার্স এণ্ডমান এণ্ড সিলকেন কোম্পানির (Messrs. Endmann and Seilcken, of Samarang—Java) নিকট হইতে আখের বীজ ও চারা উৎপন্ন করিবার প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতা গেজেট।

১২শে সেপ্টেম্বর ১৯০০।

সাধারণ।—বাবু জ্ঞানলাল ধর চট্টগ্রামের ডিঃ ও সেঃ জজ হইলেন। রাঁচির ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মৌলবী মহম্মদ হবিবর রহমান চাম্পারণ জেলার সদরে বদলি হইলেন। ময়মনসিংএর ডিঃ ও সেঃ জজ মিষ্টার অম্বিকাচরণ সেন নিজের কার্য্য ব্যতিরেকে হুগলীর অতিরিক্ত সেসন জজের কার্য্য করিবেন। ছুটীপ্রাপ্ত ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু মন্মোহন চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের সদরে নিযুক্ত হইলেন। মালদহের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু নগেন্দ্র নাথ সেন দেড় মাসের ছুটী পাইলেন। পাটনার ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু আনন্দ চরণ গুপ্ত ময়মনসিংহের সদরে বদলি হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ আখরীবক্স সেবনারায়ন সিং পাটনার সদরে নিযুক্ত হইলেন। মালদহের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মৌলবী নাজিমুদ্দিন আহাম্মদ মেদিনীপুরের সদরে বদলি হইলেন। বর্দ্ধমানের ডিঃ ও সেঃ জজ কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব নিজের কার্য্য ব্যতিরেকে বীরভূমের অতিরিক্ত সেসন জজের কার্য্য করিবেন। সারণের ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ আর, এচ, এণ্ডারসন নিজের কার্য্য ছাড়া সাহারাদে অতিরিক্ত সেঃ জজের কার্য্য করিবেন।

পুলিস।—ডিঃ সুঃ মিঃ জি, বি, হাডিলক মেডিকেল সার্টিফিকিটে আরও দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন। পাবনা জেলা পুলিসের ভারযুক্ত হইলে, আঃ সুঃ মিঃ গ্রডিস ময়মনসিংহে নিযুক্ত হইবেন।

রেজিষ্ট্রেসন।—বাগরগঞ্জের স্পেঃ সব রেঃ মৌঃ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন দুই মাসের ছুটী পাইলেন। বাগরগঞ্জ আলকাটীর ক্লার্ক সব রেঃ বাবু রজনীনাথ বসু মৌলবী মহম্মদ হোসেনের অনুপস্থিতিকালে বাগরগঞ্জের স্পেঃ সব রেঃ হইলেন।

শিক্ষা।—মুর্শিদাবাদ নবাবের মাদ্রাসার হেড মাষ্টার মিঃ ই, আর, টি উইলী লোকান্তরিত বাবু চন্দ্রমোহন বসুমদারের স্থানে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের

আঃ ইঃ হইলেন। উক্ত হেড মাষ্টারের পদে ভাগলপুর বিভাগের আঃ ইঃ মিঃ জে, এচ, ডিআব্রিউ নিযুক্ত হইলেন। ভাগলপুরের আঃ ইঃর পদে হেয়ার স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হইলেন। হেয়ার স্কুলের হেঃ মাঃ পদে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেঃ মাঃ বাবু চরিচরণ রায় নিযুক্ত হইলেন।

প্রঃ এঃ সার্ভিসের ষষ্ঠ শ্রেণীতে মিঃ এস, সি, মহলানবিস প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা।

সদস্য পদত্যাগ।—নবাব সৈয়দ খাদেম হোসেন বাহাদুর বড়লাট সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়টে চুরি।—বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়ট অফিসের ছাপাখানা বিভাগে এক ব্যক্তি দশ সের অরুণ চুরি করিয়াছিল, বিচারে তাহার ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

হঠাৎ পাগল।—মানুষের কখন কি হয় কে বলিতে পারে। বরাহনগর পালপাড়া থানার একজন পাহারাওয়ালা হঠাৎ খেপিয়া অন্যান্য প্রহরীদিগের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে। তন্মধ্যে ২ জন হাসপাতালে। হঠাৎ পাগল এখন পাগলা গারদে।

তৈল চিত্র।—রাণাঘাটের বাবু নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র হাওড়ার টাউনহলে রক্ষিত হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক্ষণে আলিপুরে বদলী হইয়া গিয়াছেন।

বড়লাট।—বড়লাট ২২ শে অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া কাংরাচি, দুরু, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজ হইয়া আগামী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। প্রায় দুই মাস কাল ভারতের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যটনে ও পরিদর্শনে অতিবাহিত হইবে।

কবিবরের সাহায্য।—ভবানীপুরস্থ ঁাঁরকছুরিওয়ালী নাট্য-সম্প্রদায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে সম্প্রতি সাধারণে একটী অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কবিবরকে এক শত টাকা বার আনা সাহায্য করিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।—প্রেসিডেন্সি বিভাগভুক্ত যে সকল ছাত্র কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করেনা, কিম্বা যাহারা শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নির্ব্বাচন পরীক্ষা ১৯০১ সালের ৭ই ও ৮ই জানুয়ারিতে কলিকাতা ৪নং ডালহাউসি স্কোয়ার ইন্‌স্পেক্টার অফ স্কুল অফিসে গৃহীত হইবে।

নূতন ষ্টেশনের প্রস্তাব।—উল্টাডিঙ্গির রাস্তার যেখানে রেলওয়ে আছে, সেই স্থানে একটী ষ্টেশন সংস্থাপনের জন্য বহু লোকের স্বাক্ষরিত একখানি দরখাস্ত ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ সমীপে দাখিল করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ষ্টেশন সংস্থাপিত হইলে অনেকের বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে।

প্রবঞ্চনা।—কৈলাসচন্দ্র বসু নামে এক ব্যক্তি জনৈক বৃদ্ধার নিকট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুড়ি টাকা ধার চাহিয়াছে বলিয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে উক্ত টাকা লইয়া আত্মসাৎ করে। বৃদ্ধা কৈলাসচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে। কলিকাতার পুলিশ আদালতের বিচারে আসামীর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতা।—বজবজের নিবাসী মানবচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে জনৈক প্রতিবাসীর নিকট হইতে ছয় শত টাকার অলঙ্কার হাওলাত লইয়া সেই গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বিচার হয়। সে ব্যক্তি সম্প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কলিযুগে আরও কত বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিবে বলা যায় না।

মৃত্যু সংখ্যা।—৮ই সেপ্টেম্বর নাগাইদ সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৪ জন মরিয়াছে। গত পূর্ব্ব সপ্তাহের অপেক্ষায় সংখ্যায় কম। ১০ জন ওলাউঠায় ২৭ জন প্লেগে, ৯ জন বসন্তে, ৩ জন ধনুষ্টঙ্কারে, বাকী জ্বরে ও অন্যান্য কারণে মরিয়াছে। সহরতলীতে ঐ সপ্তাহে ১২৮ জন মরিয়াছে। ৪ জন ওলাউঠায়, ২৪ জন প্লেগে মরিয়াছে, ১ জন ধনুষ্টঙ্কারে বাকী অন্যান্য কারণে মরিয়াছে।

মফঃস্বল সংবাদ।

মুর্শিদাবাদ।—মুর্শিদাবাদ নবাবের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার আসিফ কাদের সৈয়দ ওয়াসিফ আলি মির্জা "নিজামত" রাজপ্রাসাদে রেসিডেন্ট সাহেব কর্ম্মচারিগণকে একটী ভোজ দিয়াছিলেন।—নদী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।—নিকটবর্ত্তী স্থানে ভীষণ কলেরা রোগে লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। সহরেও দুই একটী ঐ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত তিন চারি দিবস অত্যন্ত গরম গিয়াছে। ১২ সেপ্টেম্বর।

হাঁচি।—তাহের খাঁ নামক কুলি কণ্ট্রাক্টর প্রতারণা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগে প্রকাশ এইরূপ প্রকাশ—ইয়ার আলি নামে এক ব্যক্তি তাহের খাঁর বাটী হইতে কোন স্ত্রীলোককে পুরুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য কতিপয় কুলি নিযুক্ত করে। কুলিদিগকে কিছু অর্থও দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী লইয়া পুরুলিয়ায় পৌঁছিলে পূর্ব্বোক্ত ইয়ার আলি তাহাদিগকে একটী সাহেবের বাঙ্গলায় লইয়া গিয়াছিল। তথায় বলপূর্ব্বক কণ্ট্রাক্ট কাগজে সহি করাইয়া কুলিরূপে তাহাদিগকে আসামে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বিচারে তাহের খাঁর একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। আপীল করায় জামিনে খালাস আছে। পুনরায় বিচার হইবে। বিচারের তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর।

দিল্লী। সম্প্রতি দিল্লী সহরের চাঁদনী চক বৃষ্টির জলে প্লাবিত হইয়াছিল। জল একহাট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কতিপয় কাঁচা ইমারৎ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই জল ফসলের পক্ষে ভাল নহে। তুলা চাষের পক্ষে ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

যুদ্ধ সংবাদ।

চীন যুদ্ধ।—সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতে সাহেব বিবির প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইয়াছিল, চীনদেশে খৃষ্টানগণকে নাকি ততোধিক নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছে। গত জুলাই মাসে নাকি ১৪৮ জন পাদরীকে হত্যা করা হইয়াছে, ৯৮ জনের কোন সন্ধানই মিলে নাই এবং বিশ হাজার দেশীয় খৃষ্টভক্ত খুন হইয়াছে। কথাটা অতিরঞ্জিত, সন্দেহ নাই—তবে ভিত্তিহীন নহে নিশ্চিত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাও চলিতেছে না। যত 'বক্সার' দলপতিরই প্রাণদণ্ড হউক—প্রিন্স চিং ও পিকিনস্থ মন্ত্রীগণ এই সিদ্ধান্তই করিতেছেন। সন্ধি প্রকৃতপ্রস্তাবে ঘটিয়া উঠিবে কি না, বলা কঠিন। সন্ধির প্রস্তাবও পুরা দমে চলিতেছে। শক্তিপুঞ্জও অথচ চীনে তাহাদের তাহাদের সৈন্য প্রেরণ করিতেও ত্রুটী করিতেছেন না।

বুয়র সমর।—প্রেসিডেন্ট ক্রুগার স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপে আসিয়াছেন। নানালোকে নানাকথাই বলিতেছে। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, ক্রুগার অগাধ ধনের অধিকারী, অর্থের লোভ দেখাইয়া শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কাহাকেও তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সম্মত করাইতেও পারেন। লর্ড রবার্টস্ ঘোষণা করিতেছেন—আর আশা নাই বেধিয়াই ক্রুগার স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছেন; অতএব বিপক্ষগণ এখনও আত্মসমর্পণ কর—১৪ হাজার বুয়র আমার হস্তে বন্দী। আত্মসমর্পণ না করিলে কাহাকেও মুক্তি দান করা হইবে না।" বুয়রগণ এ ঘোষণা যে গ্রাহ্য করিবে তাহা বোধ হয় না। মোট কথা যুদ্ধ মিটিতে এখনও অনেক বিলম্ব। আরও খবর পাওয়া গিয়াছে যে ইংরাজ-সেনাপতি জেঃ বুলারের ডাক গাড়ী বুয়রেরা লুট করিয়াছে।

মৃত্তিকা তত্ত্ব।

মাটি তিন প্রকার, ভিটে, আবাদী ও আচট্। যে ভূমি খণ্ডের উপরে মানুষ বাস করে, অথবা গৃহপালিত পশ্বাদি রক্ষিত হয়, তাহাকে ভিটে মাটি কহে। আর যে জমিতে চাষ আবাদ হয়, বা যাহাতে বাগান-বাগিচা থাকে, তাহাই আবাদী নামে আখ্যাত। তৃতীয়, আচট্ জমি অর্থাৎ যাহা আবহমান কাল বা বহুকাল পতিত আছে, এবংপ্রকার জমির নাম virgin soil।

পার বাঙ্গালা দেশে ভিটে ও আবাদী, এই দুই প্রকারের জমিই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাদেশে এতই লোকের বাস, এতই চাষ আবাদ যে তৃতীয় প্রকারের জমি প্রায় দেখা যায় না, আর যাহাও দেখা যায়, তাহা হয় অকর্ষণ্য মরু সদৃশ অথবা ঘোর জঙ্গল পরিবৃত। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে উহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া বহু ব্যয় সাপেক্ষ, ফলতঃ অসম্ভব।

অবস্থিত ভদ্রাসন ভিটা ভাঙ্গিয়া যে কেহ চাষ আবাদ করে না, তাহা আর পাঠকবিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। অনেক পাষানে-সহর আছে, তাহার ভাবৎ ঘর-বাড়ী কালের কুটিল গতিতে ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—বন জঙ্গলাবৃত হইয়া গিয়াছে—এইরূপ স্থানকে ভিটা মাটি বলা যায়। ম্যালেরিয়া ও ওলা-উঠার প্রবল প্রকোপে অনেক গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। রাজবিপ্লবে, রাজধানী পরিবর্ত্তনেও অনেক সহর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের অপরপারস্থিত ঘন-জনপূর্ণ উলা [illegible] কাননা, কলিকাতার পর পার বেলুড় গ্রাম প্রভৃতি অনেক সহর গ্রাম এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীরূপে পরিণত হইয়াছে। আবার মুরসিদাবাদ সহর ও সহরতলি হইতে বহরমপুর যাইতে ৩।৪ ক্রোশ পথের উভয় পার্শ্ব মুসলমান রাজাকালে মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু রাজদণ্ড ও রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেই সকল স্থান এক্ষণে জঙ্গলময় এবং শার্দ্দূল ব্যাঘ্রের আবাস স্থান! এইরূপ স্থানকেই আমরা ভিটামাটি বলিয়া উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালা দেশে আচট্ জমি অতি বিরল, কিন্তু এ প্রকার জমি আসাম প্রদেশের একটা লক্ষণের মধ্যে। রঙ্গপুর জেলা অতিক্রম করিয়া আসাম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মপুত্রের দুই পার্শ্বে কেবল বন আর জঙ্গল, যতদূর যাওয়া যায় 'কাকস্য পরিবেদনা',—একখানি গ্রাম নাই, একটী কুটির নাই, ভূমিতে মানুষ নাই, আকাশে পাখী নাই! রঙ্গপুরের শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ও মধ্যে ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ একদিকে, আর অন্য দিকে পশু, পক্ষী মানব বিহীন ধূ ধূ মাঠ অথবা সহস্র সহস্র বিঘা বিস্তৃত জঙ্গল (forests) অথবা অবিচ্ছিন্ন গিরিশ্রেণী! এই সকল আচট জমি আবহমান কাল পতিত থাকিয়া স্বভাব রোপিত নানাবিধ বৃক্ষলতাদি লালন পালন করিতেছে, আবার কাল শেষ হইলে উহারাই স্ব স্ব অঙ্গ মৃত্তিকায় ঢালিয়া দিয়া তাহার গুণ পরিশোধ করিতেছে, সুতরাং এই সকল আচট জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইতে পায় না। বরং যতবার বৃক্ষলতা জন্মে ও মরে, ততই জমি সারবান হয়, ততই উহার প্রসবিনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ধুবড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের শেষ,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমার শেষ নাগাপাহাড় পর্য্যন্ত দেখিলাম—মৃত্তিকা সুবর্ণপ্রসূ, কিন্তু তা' হ'লে কি হয়, লোক কোথায়? চাষ আবাদ করে কে? মধ্যে মধ্যে যে সকল স্থানে দুই চারি ঘর লোকের বাস আছে তাহারই সন্নিকটে দুই চারি দশ বিঘার আবাদ দেখিলাম। সেই সকল জমিতে স্থানীয় লোকেরা যে সামান্য মাত্র পরিশ্রম করে তাহাতেই জমিতে সোনা ফলে। বাঙ্গালা দেশের পরিশ্রমী ও কৃষিকুশল চাষীগণ এই জমী পাইলে যে কতগুণ শস্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহা বলিতে পারি না।

সাধারণ ক্ষেতের জমি অপেক্ষা ভিটা জমি অনেক পরিমাণে উর্ব্বরা হয়, তাহার কারণ এই যে উহাতে জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকে, অতি বৃষ্টি বা অল্প বন্যাতে সহজে প্লাবিত হইতে পায় না। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থালীর পরিত্যক্ত নানাবিধ উচ্ছিষ্টাদি অনেক দিবস হইতে সঞ্চিত থাকায়, জমিটা অনেক পরিমাণে উর্ব্বরা হইয়া থাকে, অনেক দিন আবাদ না হওয়ায় মাটির সার মাটিতেই বর্ত্তমান থাকে, অধিকন্তু যে নিয়মে জঙ্গলসমূহ আপনা হইতে উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তদনুসারে ইহারও উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নাবাল বা নিচু ভিটে জমিতে আনারি মেটো কসল অপেক্ষা তরি তরকারী ভালরূপ জন্মে, সর্ষপ খুব ভাল জন্মে। ভিটানাটিতে সরিষা ভাল জন্মে বলিয়াই বোধ হয় 'ভিটায় সরিষা বুনিয়া দেওয়া' কথাটার প্রচলন হইয়াছে। ভিটা জমিতে বৃক্ষলতাদি বারম্বার বিগলিত হওয়ায় উহাতে ক্ষার জল, সোরা জল প্রভৃতি অনেক সারাংশই নিহিত থাকে এবং এতদ্ভাবহেই উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী, সুতরাং এ প্রকার জমিতে ভাল কসলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবাদী জমিতে প্রথমাবস্থায় যে পরিমাণে সার পদার্থ সঞ্চিত থাকে, ক্রমান্বয়ে কসল জন্মিতে জন্মিতে উহা অনেক অংশে হ্রাস হইয়া আসে, এবং সেই অংশ পূর্ত্তিকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই ক্ষেত্রে সার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জমিতে আমরা কেবল বীজ বপন করি, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে লইয়া থাকি কত অধিক পরিমাণ ছিলিব! ফল, বীজ, পত্র, কাণ্ড শিকড় প্রভৃতি রাশিকৃত পদার্থ যে আমরা উৎপন্ন করি —উহা কি? ভূগর্ভস্থিত খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। এক বিঘা জমি হইতে যদি ধান ও খড় কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা হইতে কত সারাংশ চলিয়া যায়! এবং সেই সার জমিতে পুনরায় স্থাপন করিতে হইলে, কত পরিমাণ সার দেওয়া আবশ্যক। আবাদী জমি সকল যে বহুকাল হইতে ক্রমান্বয়ে কসল উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, তাহার সেই অক্ষুণ্ণ উর্ব্বরতা, ও শক্তি কোথা হইতে সঞ্চিত হয়, তাহা জানা হওয়া আবশ্যক। ক্ষেত্রে আবাদ হইলে একদিকে যেমন ভূমিনিহিত নানাবিধ পদার্থ রোপিত কসল দ্বারা আহরিত ও শোষিত হইয়া থাকে, অন্যদিকে তাহারই দ্বারা আবার অনেক পদার্থ ভূগর্ভের নিম্নস্তর হইতে উপরিস্তরে আকর্ষিত হইয়া পরবর্ত্তী কসলের জন্য অবস্থান করে তাহা ব্যতীত বায়ুমণ্ডল হইতেও অনেক পদার্থ মৃত্তিকাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডল হইতে যে সকল পদার্থ মৃত্তিকায় সঞ্চারিত হয়, মৃত্তিকা মধ্যে যে ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহার কর্ত্তা কে? মৃত্তিকাভ্যন্তরে যে কিছু ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহার মূলে আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য ও বায়ুর কার্য্যকারিতা, ফলতঃ এতদুভয়ের কার্য্য ব্যতীত মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সংগৃহীত বা সঞ্চিত হওয়া কোন ক্রমে সম্ভব নহে। সামান্য পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে মাটি কঠিন হইয়া আছে, তাহাকে কোদাল দ্বারা উল্টাইয়া দিলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই উহাতে কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, টব বা গামলাস্থিত মৃত্তিকা যদি চাপিয়া যায়, তাহার মধ্যস্থিত গাছটীও ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন গাছটীকে যদি সত্বর সহকারে নিড়াইয়া দেওয়া যায়, এবং টবের মাটি আল্গা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষণকাল পর হইতেই সেই গাছটীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যেন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হইতে থাকে। যে গাছটী দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হীনতেজ ও ক্ষীণ দেখা যাইতেছিল, তাহা এই অল্পক্ষণ মধ্যে, সরল ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে! এই সকল বিষয়ে লোকের দৃষ্টি বড় অল্প বা নাই বলিয়াই অনেক সময় কৃষি ও উদ্যান কার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হয়।

সাধারণ লোকের ধারণা ও বিশ্বাস যে গাছে জলের অভাব হইলেই গাছ মরিয়া যায় এবং প্রচুর জলসেচন করিলেই তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও গাছ অমর হয়। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বিনা জলে গাছ সহজে মরে না,—গাছ কিলাইয়া মাটিতে পড়ে। যে মৃত্তিকার ক্রিয়া নাই, তাহাতে সমূহ পরিমাণ জলসেচন করিলেও উদ্ভিদের কোন উপকার না হইয়া অপকার হয়।

মানুষ বা অপর জীব জন্তুর গলা টিপিয়া ধরিলে যেমন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া ফলতঃ মৃত্যু সংঘটিত হয়, মাটি কঠিন থাকিলে উদ্ভিদেরও তাহাই হয়। মাটি আল্গা থাকিলে উহার মধ্যে বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া উহার নির্জ্জীবতা বিনাশ করে,—মৃত্তিকাভ্যন্তরীণ তাবৎ পদার্থকে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী করিয়া থাকে, এবং উদ্ভিদের ভূমি মধ্যস্থিত অবস্থানকেও কার্য্যকরী করিয়া থাকে। এই সকল কারণে মৃত্তিকার কার্য্যকারিতা যাহাতে রক্ষিত হয়, কৃষকের পক্ষে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মৃত্তিকার এইরূপ নিরন্তর পাট থাকিলে, অনেক সময়ে জমিতে সার দিবার আবশ্যক হয় না, তাহার কারণ এই যে প্রধানতঃ সূর্য্যের আকর্ষণে মৃত্তিকার রস নিম্নস্তর (subsoil) হইতে উপরিভাগে সঞ্চিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, মৃত্তিকার সহিত বর্ষার সংযোগ হইয়া বায়ু মণ্ডলীর অনেক অনেক পদার্থ মৃত্তিকায় আকর্ষিত হয়; তৃতীয়তঃ, মৃত্তিকার উপরিভাগে পোষণোপযোগী পদার্থসমূহ নিজ আয়ত্ত মধ্যে পাইয়া উদ্ভিদগণও গভীর মৃত্তিকা মধ্যে শিকড় চালনা করিতে বিরত হয়। উপরিভাগের (surface soil) রস বা সারের অভাব হইলে উদ্ভিদগণ বাধ্য হইয়া নিরুপায় হইতে রস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। উপরিভাগের মৃত্তিকা যে অবস্থাকৃত সারবান ও পুষ্টিকর তাহা ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইবে।

অনাবাদী জমি যে দিন দিন বীর্য্য হইয়া পড়ে তাহার কারণ, সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে। ক্ষেত্রকে অবিশ্রান্তভাবে খাটাইলে, যে সহজেই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, ইহা বড় বেশী কথা নহে, এবং এ কথাটা সামান্য বুদ্ধি থাকিলে বুঝিতে পারা যায়। যে জমি হইতে যত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যায়, সেই পরিমাণ সার যদি আবার উহাতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে মাটি আর জীর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশের লোকে তাহা বড় কম বুঝে। সাহেবেরা যে সকল জমিতে আবাদ করে, তাহার শক্তি সহজে হ্রাস হয় না, তাহার কারণ সাহেবেরা জমিতে সর্ব্বাধিক পরিমাণে সার দিয়া থাকে। দুই একটী দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। নীল কাটা হইবার পরে গাছসমূহ গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া কারখানায় চলিয়া যায়, এবং যথানিয়মে তাহা হইতে নীল প্রস্তুত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্টাংশ থাকে তাহা পুনরায় গাড়ী বোঝাই হইয়া নীলের ক্ষেতে চলিয়া যায়। চা-ক্ষেত্রে গাছের পাতা করিয়া মাটিতেই পড়ে, আবার যখন শীতকালে গাছছাঁটা যায়, তখন সেই কর্ত্তিত অংশকে কিছু দিন ক্ষেতেই ফেলিয়া রাখা হয়, তাহার কারণ এই যে পাতা ও কচি ডগাগুলি ক্রমে করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তাহাই সারের কার্য্য করে। যে জমি হইতে যে ফসল লওয়া যায়, সে ফসলই উহার প্রধান সার তাহার কারণ এই যে, ফসলের দেহ ধারণ করিবার জন্য যে সামগ্রীর আবশ্যক ছিল, তৎসমুদায় উহাতে অন্বিত, কতক মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত, কতক বায়ুমণ্ডল হইতে সঞ্চিত। আসাম অঞ্চলে যে ধানের চাষ হয়, তাহার ফসল পাকিয়া উঠিলে কৃষকগণ কেবল ধান কাটিয়া লয়, খড় বা উদ্ভিদাংশ জমিতে থাকিয়া জমিতেই পচিয়া যায়, এই জন্য এ দেশের ধানক্ষেত বড় উর্ব্বরা। বরিশালে দেখিয়াছি, ফসল অধিকাবধরং কৃষকগণ ধানের গোড়া রেখাইয়া কাটিতে না পারিয়া কেবল

ধান্যের শীষ কাটিয়া আনিয়া থাকে, ইহাতে ক্ষেতের বিশেষ কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু অপরাপর স্থানে ধান মাত্র তাহার গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া আনিবার প্রথা আছে—পরিবর্ত্তে কিছু সার দেওয়া দূরের কথা,—জমিকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া দূরের কথা, কয়েক দিন অন্তরই আবার তাহাতে হাল পরিচালনা করিয়া নূতন ফসলের আবাদ করিয়া থাকে। এক সম্প্রদায় বলেন এই প্রণালীর দ্বারা জমির উপকার হইয়া থাকে, এটা নিতান্ত গরুর ভোবের কথা এবং নিজের ভিন বছার রাখিবার কথা। পর্য্যায় চাষের (rotation) উপকারিতা আছে স্বীকার করি,—কিন্তু জমিকে একবারে নিঃস্ব করিয়া নহে। মৃত্তিকা হইতে যাহা লইলাম, অগ্রে তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, পরে পর্য্যায় নিয়মানুসারে যে ফসলের পর যে ফসল দেওয়া উচিত তাহা দাও—তত ক্ষতি নাই। এক বিঘা জমিতে ভাদুই ধান্যের আবাদ করিয়া ভাদ্র মাসে ২০।২৫ মণ খড় ও ধান,—মাল ঘরে তুলিয়া আনিলাম, বাকী রহিল কেবল গাছের শিকড়গুলা এবং তাহাও পুনরায় লাঙ্গল-মই দিয়া বাহিয়া ফেলিয়া দিলাম। অতঃপর আবার কার্ত্তিক মাসে তাহাতে গম, যৈ, সরিষা প্রভৃতি ফসল বুনিলাম এবং যথাক্রমে তুলিয়া আনিলাম। একণে বিবেচনা করুন, এই পর্য্যায় চাষের উপকারিতা কি? মৃত্তিকাকে শোষণ করিতেছি, কিন্তু প্রত্যর্পণ করিলাম কি? আমাদের গাভীগণকে দুই বেলা দোহন করিবার নিয়মটা বেশ চলিত আছে, কিন্তু বিনাস্তে একটা 'জাব' দিবার ব্যবস্থা নাই!—সুতরাং,—গল্প কথা নহে,—গাভীতে এক পোয়া আধ পোয়া দুগ্ধ প্রদান করে!! কথায় কথায় বলিতে হইল, আমার একটী ছাগল ছিল, সে প্রতিদিন /১ (সেড় সের) দুগ্ধ প্রদান করিত। মৃত্তিকার সহিত সারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মিঃ বেনসন* সাহেব বলেন "a field without manure is as useless as a cow without her calf"। বাস্তবিকই সারবিহীন জমি, আর বৎসবিহীন গাভী একই। কথাটা একটু গভীরভাবে বুঝা উচিত। বৎস সম্মুখে না থাকিলে গাভীতে দুগ্ধ দিতে চাহে না—সেইরূপ ক্ষেত্রে সার না দিলে, উহা হইতে ইচ্ছানুরূপ ফসলের প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

প্রকৃত ঘটনা।

জেলা মেদিনীপুরে, নিশ্চিন্তপুর মহকুমায়, ধর্ম্মদাস বাবু মুনসেফী করেন। মৌলিক কায়স্থ, পিতার এক মাত্র পুত্র। পিতা বৃদ্ধ বয়সে, একমাত্র পিতৃভক্ত পুত্রের উপার্জ্জনে বিশিষ্টরূপে সংসারক্ষেত্রে সদাস্তভাবে দিনপাত করেন। প্রতি মাসে বেতনের সমস্ত টাকা ধর্ম্মদাস পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেন। পিতাও মাসে মাসে পুত্রের আবশ্যক মত সমস্ত খরচ পত্র দেন। আজ ২ মাস হইল পুত্র আর পিতাকে টাকাও পাঠান না, পত্রও লিখেন না। অবশ্য বধূমাতা পুত্রের নিকটে আছেন। বৃদ্ধ পিতা মনস্তাপে, অভিমানে আজ তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত। পরস্পর প্রণামালিঙ্গনের ও কুশলসংপ্রশ্নের পর, টাকা না পাঠাইবার কারণ পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুত্র কহিল—পিতা বন্ধকী সম্পত্তি যতদিন দায় মুক্ত না হয় ততদিন সত্বাধিকারীর ত কোন অধিকার থাকে না।

পিতা উত্তর দিলেন,—বাপু বন্ধকী সম্পত্তি কি?—আমি ত বুঝিলাম না।

পুত্র। পিতা, বুঝিলে বোধ হয় এ সর্ব্বনাশ ঘটিত

---

* Mr. C. Benson, Asstt. Director of Agriculture, Madras.

না। স্মরণ আছে কি আমাকে বন্ধক দিয়া আপনি এক দিন ৩০০০ টাকা লইয়াছিলেন। যতদিন সুদসমেত সেই ৩০০০৲ টাকা পরিশোধ না করিতে পারি, ততদিন আমার অর্থ আপনার নহে। ততদিন আমি আপনার পুত্র নহি।

পিতা। স্থির হও ধর্ম্মদাস, স্থির হও। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ছুটী লইয়া বাটী চল; আমি তথায় বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইব।

পুত্র। চিকিৎসা পরে করাইবেন। আপাততঃ যাহা করিয়াছি শুনুন:—স্মরণ আছে কি ১১ বৎসর পূর্ব্বে এই নিশ্চিন্তপুরে এক নিরীহ ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালমাহাত্ম্যে আপনার ন্যায় সদাশয়েরও মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়াছিল। নগদ ৩০০০৲ টাকা লইয়া আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আপনি জানিলেন—বিবাহ দিলেন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিল—বিবাহ দিলেন, আমিও তখন তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার ভদ্রাসন জমাজমী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধক দিয়া সেই ৩০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায় কিছুই না পাইয়া, উত্তমর্ণের কটূক্তি অসহ্য বোধে, উদ্বন্ধনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিধবা অল্প দিন পরে উত্তমর্ণের তাড়নায় সামান্য কুটীর আশ্রয় করিয়া, কোন দিন অনশনে কোন দিন অর্দ্ধাসনে দিনপাত করিতেছিলেন। আমি সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভদ্রাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। স্বয়ং সেই উত্তমর্ণদিগের নিকটে ভিক্ষা বন্দোবস্ত করিয়া ভদ্রাসন তাঁহার নামে করিয়া দিয়াছি। আমার সামান্য খরচ ও সপত্নী বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় করিয়া আমার বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, গত দুই মাস সেই সমস্ত উত্তমর্ণকে দিয়াছি। ভবিষ্যতে যত দিন ঋণ পরিশোধ না হইবে, এই নিয়মে টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।

পিতা। আঃ! আমাদের বেটা! বলিস্ কি?

পুত্র। আর বলাবলি কি? প্রথমেইত বলিয়াছি যে আমি আপনার বন্ধকী সম্পত্তি। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, এবং বিধবার সেই অপোগণ্ড সন্তানের কোন একটী বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আমি আপনার পুত্র নহি, এবং আপনি আমার পিতা নহেন? নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে আপনার পুত্র আপনারই থাকিবে।

পিতা অধোমুখে নিরুত্তরে, ভগ্নহৃদয়ে, ম্লানবদনে, মর্ম্মপীড়নে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য ধর্ম্মদাস প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হন নাই।

বঙ্গীয় যুবক, সাবধান! উন্মত্ত ধনলিপ্সা, পিতার লোভে বশীভূত হইয়া চিরজীবন ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইও না। পিতার পুত্র পিতারই পুত্র হইয়া থাক। দশের মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতাকে রক্ষিত করিও না। এই ঘোর দুঃসময়ে তোমরাই একমাত্র উপায়। পিতা মহাশয়েরা আজ কন্যাদায়ে জড়িত হইয়া সভা করিতে যান, পুত্রের বিবাহ কালে কিন্তু সে কথা ভুলিয়া যান। এখন একমাত্র উপায় তোমরা। ৮০০ শত বৎসর পরের জুতা মাথায় করিয়া বহিতেছি,—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন আমাদের এই অবস্থাই থাকিবে। কেন আর আপনাআপনি ঝগড়া করিয়া মর। আত্মবিরোধের প্রথম সোপান বিবাহ। বিবাহ প্রথা সংশোধিত হইলে, প্রজাপতি তোমাদের মঙ্গল করিবেন। শাস্ত্রে বলে, বিবাহ কালে প্রজাপতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এরূপ অর্থ সংগ্রহ না করিয়া, এরূপ ব্যবসায় না করিয়া প্রকৃত মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানে পুত্র কন্যার বিবাহ দিলে ইহকাল পরকালে মঙ্গল হইবে।

বাবলা।

অস্মদ্দেশীয় কৃষিকার্য্যের জন্য যে সকল কাষ্ঠের ব্যবহৃত হয় সেগুলি প্রায়ই সারবান বাবলা কাষ্ঠ নির্ম্মিত। লাঙ্গল প্রভৃতি ভূমিকর্ষণী যন্ত্র সাধারণতঃ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, সেই জন্য বাবলা কাষ্ঠই উহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লাঙ্গলের ঈশ হইতে কলা-ধার পর্য্যন্ত সমস্ত অংশেরই উপাদান প্রায়ই বাবলা কাষ্ঠ। তদ্ভিন্ন উক্ত কাষ্ঠে ধান্য কাটিবার জন্য চেঁকি প্রস্তুত হয়। চেঁকি যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ বাবলা কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইলে যন্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয়, এবং সহজে উই প্রভৃতিতে নষ্ট করিতে পারে না। বাবলার সার-বান গুঁড়িতে সচরাচর গাড়ির চাকা প্রস্তুত হয়। গো-শকট কৃষিকার্য্যে প্রধান সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক বাবলা গাছ কৃষি কার্য্যের প্রত্যেক যন্ত্রের কোন না কোন অংশে বিশেষ উপযোগী উপাদান। কোদালি, কুঠার, দা বা কাটারী নিড়ানি, ছোড় প্রভৃতি যন্ত্রগুলিতে বাবলা কাষ্ঠের হাতল বা বাঁট পরাইলে বিশেষ মজবুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই কাষ্ঠের আঁসগুলি অত্যন্ত তন সংবদ্ধ বলিয়া উহা সহজে কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না।

আমাদের দেশে নবপ্রসূত সন্তান ও প্রসূতিকে সেঁক দিবার ব্যবস্থা আছে। উহার জন্য বাবলা কাষ্ঠের আগুণই প্রশস্ত। কারণ উহার উত্তাপে সহজে সূতিকা গৃহ উত্তপ্ত হয় না, অথচ সেক দিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তেঁতুলাদি অন্যান্য আঁসালি কাষ্ঠের আগুণেও সেক দেওয়া চলে, কিন্তু বাবলা কাষ্ঠের আগুণই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বলিয়া, সদ্যো-জাত শিশু ও প্রসূতির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বাবলা কাষ্ঠ আঁসালি কাষ্ঠের প্রধান উপাদান। তদ্ভিন্ন উহার পাতার রস বেদনা নিবারক এবং বাবলার কচি পাতার অগ্রভাগ সিদ্ধ করিয়া খাইলে অর্শঃ কাথ করিয়া খাইলে রক্তামাশয় রোগ আরোগ্য হয়। উহার ছাল হইতে যে কষ প্রস্তুত হয়, তাহাতে দ্রব্যাদি রং করা হয়। বিশেষতঃ জাল প্রভৃতির সূতা জলে ভিজিবার সম্ভাবনা—এরূপ দ্রব্য মাত্রেই বাবলার কষ দেওয়া হয়। বাবলার কষে চামড়া ভিজাইয়া চামড়াগুলি কর্ষণোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাবলা বৃক্ষ আমাদের বিশেষ উপকারে আইসে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাবলার কষ দুর্গন্ধহারক, এজন্য উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলিতে দন্তধাবন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। আমানি কাষ্ঠের মধ্যে প্রধান হওয়ায় মৃত্যুর পরও ইহা আমা-দিগের অনুগমন করে।

এরূপ উপকারী বৃক্ষের চাষে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। বাবলা বৃক্ষ তৈয়ার করিতে বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। যে কোন স্থানে বর্ষার পূর্ব্বে কিছু বীজ ছিটাইয়া দিলে, সপ্ত বৎসর ৩।৬ হাত লম্বা গাছ হয়। বিশেষতঃ যদি ছাগলের মুখনিঃসৃত বীজ হয় তবে আরও শীঘ্র বড় হয়—ছাগলেরা উহার ফল খাইয়া বীজগুলি বাহির করিয়া ফেলে। উহার অপর কোন পাট করিতে হয় না; কেবল মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কেকড়াগুলি কাটিয়া দিতে হয়। উক্ত বৃক্ষের পক্ষে বেলে-মাটীই উপযুক্ত; কিন্তু বালি ও আঁটাল মাটীতেও যথেষ্ট বাবলা গাছ জন্মে।

বাবলা বহু জাতীয়। তন্মধ্যে এই কয় প্রকারের সচরাচর দেখা যায়;—কাল বাবলা, সোণা বাবলা, বড় বাবলা ও নাঁই বাবলা। তন্মধ্যে কাল বাবলাই কৃষি কার্য্যের উপযোগী। অন্যান্য বাবলা কোন না কোন ঔষধার্থে ও আঁসালি কাষ্ঠ রূপে ব্যবহৃত হয়। ২৪-পরগণা, হুগলী, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পুষ্করিণীর পাড়ে ও পতিত জমির নয়ানে আপনা আপনি বাবলা গাছ জন্মে।

পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে উহার কাষ্ঠ কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এক একটী বৃক্ষ হইতে আয়ও বড় কম হয় না। এক একটী বৃক্ষের ৭।৮ টাকা হইতে ১০।১২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে পারে। চাকা তৈয়ারী হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে লাঙ্গলের মুড়া প্রস্তুত হয়, এবং লাঙ্গলের ঈশ ও কোদাল কুঠার প্রভৃতির বাঁট তৈয়ারী হইয়া অবশিষ্ট অংশ জ্বালানী কাষ্ঠ হয়। পতিত ময়দানে বাবলা বৃক্ষের আবাদ করিলে ২।৩ বৎসরের পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ সকল গাছের ছোট ছোট ডেকড়া কাটিয়া যথেষ্ট জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করা যাইতে পারে, অথচ বৃক্ষ গুলি নষ্ট না হইয়া বরং সহজে সতেজে পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ প্রদান করে। বাবলার পাতা জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, সুতরাং কোন পতিত জমিতে বাবলার আবাদ উঠাইয়া লইয়া ধান্যাদি রোপণ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বাবলার নির্য্যাস হইতে সুন্দর গঁদ প্রস্তুত হয়, তাহাও মন্দ লাভজনক নয়। সচরাচর বাজারে ।০ চারি আনা হইতে ৸০ আট আনা পর্য্যন্ত গঁদের সের বিক্রয় হইতে দেখা যায়। বাবলার গঁদ চূর্ণ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষতস্থানে দিবামাত্র রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। উহার কাঁচা বা অর্দ্ধ পক্ক ফলগুলি গবাদিকে খাওয়াইলে, উহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে। বড় বাবলাতে তক্তা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। উহা দ্বারা জানালা ও বরগা প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতে পারে। বাবলার মোটা মূলে অত্যন্ত মজবুত টেঁকির গড় কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

বাবলা বৃক্ষ জলের নিকটেও জন্মে এবং সেখানে বৃক্ষগুলি সতেজেও হইয়া থাকে। উহার শিকড় মাটী আবদ্ধ করিয়া রাখে সুতরাং মাটী সহজে ধুইয়া যায় না। এজন্য অনেকে বাঁধের উপর ও পুষ্করিণী, খাল ও বিলের পাড়ে বাবলার আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাবলার ফল পাকিয়া জলে পড়িলে, জল নষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া পানকির দিগ জন্মাইতে পারে, অতএব পাকিবার পূর্ব্বে পল্লীস্থ জলাশয়ের পাড়স্থিত বাবলা গাছ সকলের ফলগুলি যত্নপূর্ব্বক পাড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

পত্রাদি।

পাঠকবিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

ইক্ষুরোগ।

আসামের বড় পাথরে শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামীর একটী ইক্ষু ক্ষেত্র আছে। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি আখের চাষ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার ক্ষেত্রস্থ আখে একপ্রকার রোগ দৃষ্ট হওয়ায় তিনি আমাদিগকে পত্র লেখেন। তদুত্তরে তাঁহাকে আমরা রোগদুষ্ট দুই বাণ্ডিল আখ পাঠাইতে বলি। তিনি তদনুযায়ী এই পত্র সহ একটী পার্শ্বেলে দুই বাণ্ডিল আখ পাঠাইয়াছেন।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া আদেশ মত অদ্য পার্শেল পোষ্ট করিয়া ২ গাছি রোগাক্রান্ত ইক্ষু পাঠাইলাম। বেলগ বেলগ (পৃথক) দুই বাণ্ডিল বান্ধিয়া দিয়াছি।

১নং বাণ্ডিল, রোগাক্রান্ত হইয়া একবারে নষ্ট হইয়াছে।

২নং বাণ্ডিল, অল্পদিনে রোগ ধরিয়াছে এখনও নষ্ট হয় নাই।

কৃপা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং কি উপায়ে এই রোগ নিবারণ হইতে পারে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষরূপে জানাইবেন, আর আমি আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি, ইক্ষুও যখন কোনল থাকে সেই অবস্থায় রোগ ধরিলে গাছ ৪।৫ দিনের মধ্যেই শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

আর ইক্ষুও যখন পাকে (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস হইতে) তখন এই রোগে যে যে গাছ ধরে তাহা তত শীঘ্র শুকাইয়া যায় না। কোন কোন গাছ ২।৩ মাস আধ মরা অবস্থায় থাকে কিন্তু একবারে শুকাইয়া যায় না।

রোগাক্রান্ত ক্ষেতের বীজ (ডগা) নিয়া অন্যত্র বাগাইলে সে স্থানেও এই রোগ ধরে, নিবেদনমিতি।

বশম্বদ

শ্রীবেদেশ্বর গোস্বামী।

উক্ত দুই বাণ্ডিল আখ পরীক্ষা করা হইয়াছে। রিণ্ড ও রুট ফাঙ্গাস (Rind and Root Fungus) নামক রোগের লক্ষণ ও ফল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতেও এই ইক্ষুরোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ট্রাইকসফিরিয়া সাক্কারাই (Trichosphaeria Sacchari) নামক ফাঙ্গাস (Fungus) হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা ইক্ষুর নয় পর্ব্ব আগের প্রায় সাকেথনে অথবা গোড়ার দিকে এই রোগ প্রথম আক্রমণ করে, পরে ক্রমশঃ উপর ও নিম্ন দিকে অগ্রসর হয়।

প্রেরিত ১ নং বাণ্ডিল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২ নং বাণ্ডিলে—রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া রোগ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে আখের ভিতরের রস "গাঁজিয়া" গিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আগামী সপ্তাহে রোগের বিবরণ প্রকৃতি ও নিবারণের উপায় লিখিত হইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন।

সবজী বাগান।—আশ্বিন মাসে সবজী বাগানে অনেক কার্য্য করিতে হয়। বিলাতী সবজী বীজ বপনের এই উপযুক্ত সময়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভাদ্রের প্রথম হইতে বীজ বপন করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু শিক্ষার্থীরা এই সময়ে বিলাতী বীজ বপন করিলে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বিলাতী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, হাতি চোক, ব্রসেলস্ স্প্রাউটস্, সালগম সালাদ, বিলাতী বেগুণ, তামাক, গাজর, করাস বীন বা সীম, ও অন্যান্য সীম সেলিরী, মূলা, নটর ইত্যাদি বপন করা যাইতে পারে। বৃষ্টি ধরিয়া যাইলে নটর, সীম বপন করিলে ভাল হয়। গত মাসে যে সকল বীজ বপন করা হইয়াছে—তাহা রৌদ্রতাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পালম মিষ্ট ও টক, কনকানটে, দেশী মূলা, লাউ, কুমড়া, পটনাই ফুলকপি ও সালগম প্রভৃতি এক্ষণে বপন করা যাইতে পারে। আলু ও পটল পুতিবার সময় আসিয়াছে। আশ্বিনের শেষ হইতে পৌষের মধ্যকাল পর্য্যন্ত আলু ও পটল রোপণ করা চলিতে পারে।

ফুলের বাগান।—আশ্বিনের প্রথমে অল্প স্বল্প, বিলাতী মরসুমী ফুল বীজ টবে বপন করিতে হয়। পরে বৃষ্টি সম্পূর্ণ ধরিয়া যাইলে, ইচ্ছামত বিলাতী ফুলের বীজ ফেলিলে বিফল হইতে হয় না। আষ্টার পার্পল, ভার্বিনা, দোপাটী, জিনিয়া, পিটুনিয়া প্রভৃতি বীজ বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—পূর্ব্বে যে সকল ফল গাছ রোপণ করা হইয়াছে, তাহাদের গোড়ায় বৃষ্টি জল না দাঁড়ায় এরূপ ভাবে গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। যখন বৃষ্টি ধরিয়া যাইবে, চারিধারের আইল দিয়া গাছে জল দিতে হইবে। এখনও গাছাদি রোপণ করা যাইতে পারে।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৫ই আশ্বিন সোমবার ১৩০৭ সাল। [২য় সংখ্যা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস	১৭
চীনদেশের বর্ত্তমানবর্ষী বা	১৮
স্বর্গোৎসব	১৯
পূজা দুইদিন না তিনদিন ?	২০
গাছের নাম নিরূপণ	২১
কৃষি সংবাদ	২১
কলিকাতা মেডেট	২২
কলিকাতা	২২
মফঃস্বল সংবাদ	২৪
যুদ্ধ সংবাদ	২৫
ভরসাদার ও তাহার	
পত্রাদি	২৭
সবনিক্ষা (সম্পূর্ণ)	২৮
ইক্ষুরোগ	২০

অবকাশ।—পূজোপলক্ষে "কৃষক" আগামী দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। ৬ই [illegible] হইতে "কৃষক" পুনঃপ্রকাশিত হইবে।

প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস।

ইউনাইটেরিয়ান পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় নিষ্ঠার রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস ; সি, আই, ই, মহাশয়ের প্রতিকৃতি ও তন্নিম্নে শিক্ষাপ্রদ এবং সারগর্ভ "প্রাচীন ভারতের বিশ্বাস" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, শত সহস্রবর্ষ যাবত প্রতিঘাত সত্ত্বেও বিশাল ভারতবর্ষে যে ধর্ম্মস্রোত একই ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই ধর্ম্মস্রোতসিক্ত হিন্দুজাতির আচার পদ্ধতি সনাক্তরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে বিজাতীয় ছাত্রগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহাদের পদে পদে ত্রুটী লক্ষিত হয়। ভারত বহুকালের রাজ্য। এখানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস ও কিম্বদন্তি বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া বিশৃঙ্খল ঘটে নাই। বরং সেই সমস্ত প্রকৃতই আমাদের শিক্ষাপ্রদ ও হিতকারী। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে সর্ব্ব প্রথমে যে ভাবে পূজার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির অর্চ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপাসকগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির আরাধনা করিলেও সর্ব্বশক্তিময়

ভগবানের রূপান্তর মাত্র সেবা করিয়া থাকে। অধুনা বিজ্ঞানবলে স্রষ্টার যে সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গমভাবে পরীক্ষিত হইতেছে, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সেই সকল তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত জানিয়াই তাহাদের গুণের পরিচয় অনার্য্যদিগকে জানিতে দিতেন না। অন্য পক্ষে অনার্য্যেরা আর্য্যের রীতি নীতির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নগধ ও অন্যান্য প্রদেশে প্রাধান্য পাইয়া আপনাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করিত। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবে এই বিশৃঙ্খলার একটী মীমাংসা হয়। লেখক বুদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, ভারতে সহস্র বৎসর বুদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও হিন্দুধর্ম্ম তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি এক বারে উপেক্ষা করেন নাই। এজন্য আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্য এই সময়ে হ্রাস হইয়া আসিল। কার্য্যতঃ সমগ্র হিন্দু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও সকলেরই একই ধর্ম্ম এবং সকলেই একভাবে দেবার্চ্চনা করিত। এক সময়ে বুদ্ধদেব যেরূপ ভারতবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছেন—ইহা বিশদরূপে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল। তৎপরে ক্রমে সংস্কার হইয়া আসিতেছে। কবীর হিন্দু মুসলমান যাহাতে একত্র মিলিত হইয়া একই ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মধ্য-ভারতে কবীর যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, পাঞ্জাবের নানকও সেই পথের পথিক হইয়াছিলেন। বঙ্গের চৈতন্যদেবও হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া যাহাতে একই দেবতা বিষ্ণুর আরাধনা করে, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী উভয়েই যাহাতে স্বদেশবাসী সকলে একমাত্র ভগবানের উপাসনা করে, তৎসাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতে হইলে, অতীতের ইতিহাস পাঠ না করিলে, কিছুই জানিতে পারা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের এমনই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে যে, আমরা পুরাকালের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাঠে অনেক সময়ে উপেক্ষা করি। নিজের ইতিহাসে যখন নিজের আস্থা বা আগ্রহ নাই, তখন যে, বিদেশীয় ব্যক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিবেন, ইহা কখনও সম্ভাবনা বলিয়া বিবেচিত হয় না।

চীনদেশের বচনাবলী বা উপদেশমালা।

প্রায় প্রতি দেশেই সুধীজনোপদিষ্ট বচনমালা সংগৃহীত এবং প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে চীনদেশের বচনমালা বিবৃত হইল। ঐ 'কথা'গুলি যদিও ধর্ম্মমূলক নহে এবং যদিও উহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই তথাপি উহা বেশ সারগর্ভ।

১। শত্রুজেতা অপেক্ষা আত্মজেতা অধিকতর প্রশংসনীয়।

২। নয়নে এককণা বালুকা পড়িলে যেমন, হৃদয়ে হিংসা জন্মিলে তেমনি বেদনা হয়।

৩। মিষ্টকথা বিষ স্বরূপ, কিন্তু তিক্ত-কথা ঔষধ স্বরূপ।

৪। তৃণ এবং মানব এই উভয়ই অল্পকাল স্থায়ী।

৫। মহাত্মা বা মহানুভব ব্যক্তি সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় সরল থাকেন।

৬। অতি মূঢ়রূপে বক যে ডিম্ব,—তাহা হইতেও অবশেষে পক্ষীশাবক বিনির্গত হয়।

৭। সুখের সময়ে লোকে দেবতার উদ্দেশে ধূপ (৩) জ্বালায় না কিন্তু দুঃখের সময়ে শীঘ্রই তাঁহার চরণে প্রণত হয়।

৮। তৃষ্ণার্ত্ত হইবার পূর্ব্বে জলাশয় খনন করা শ্রেয়ঃ।

৯। অতি বড় (বা সর্ব্বাপেক্ষা বড়) নদীর নিকটে

যাইলেও ইন্দুর অতি অল্প জলই পান করিতে সমর্থ হয়।

১০। একটি পশুর দেহ হইতে দুইটি চর্ম্ম গ্রহণ করা অসাধ্য।

১১। একটি পক্ষী (এক সময়ে) কেবল একই শাখায় বসিতে পারে।

১২। যে লোককন্যা করে, তাহাকে একটি বিড়াল পাইবার জন্য একটী মহিষ দিতে হয়।

১৩। ঘর্ষণ বিনা বহ্নি সমুজ্জ্বল বা তেজোময় হয় না।

১৪। অগাধজলে বিচরণশীল মৎস্যও ধৃত হয় এবং বহুদূর উর্দ্ধে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমও বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়, কিন্তু যে মানব একহস্ত দূরে আছে তাহার মন আমাদের অগম্য। শত চেষ্টাতেও আমরা অপরের সমস্ত মনের কথা বা প্রকৃত মনোগত ভাব জানিতে অক্ষম হই।

দুর্গোৎসব।

বেখিতে বেখিতে বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব—শারদীয়োৎসব আসিয়া পড়িল! ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যখন ঘোর বিপজ্জালে জড়িত, তাঁহার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী দুর্দ্দান্ত রাক্ষসাপহৃতা, দুর্গতিহারিণীর কৃপা ব্যতীত যখন রাবণ দমন সাধ্যাতীত, তখন সেই অকালে অসময়ে রামচন্দ্র উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মর্ম্মভেদী প্রার্থনা মা জগদম্বার হৃদয়ে স্পর্শ করিল। আদ্যাশক্তি, রামচন্দ্রকে পূর্ণ শক্তি প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র বিজয়-লক্ষ্মীর সহিত অস্ত্র-লক্ষ্মী লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। সেই সময় হইতে এই উৎসব কালপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

আজ মায়ের আগমনে বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই আনন্দ। কেবল যাঁহারা হিন্দুর দুর্গাপূজায় কেবলমাত্র প্রতিমা পূজাই দেখেন, তাঁহারাই পৌত্তলিকতার প্রসার ভয়ে নিরানন্দ। তাঁহারা জানেন না অথবা জানিতে চাহেন না যে, হিন্দুরা প্রতিমা গড়িয়া কেবল প্রতিমারই পূজা করেন না। প্রতিমাদি-ছাড়া দেবতারই পূজা করিয়া থাকেন। নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সকলের পক্ষে সহজ নয়। সেই জন্য চিন্ত-শাস্ত্রকারেরা তাঁহার শক্তিবিশেষের বা গুণ-বিশেষের পরিচায়ক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া উহা তাঁহার আধার স্বরূপ জ্ঞানে পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রতিমাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। উহাকে আধার জ্ঞানে কেবল মাত্র উপলক্ষ করিয়া ভগবদ্ পূজাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিতে হয়।

আজ এই শ্মশানময় বঙ্গদেশের চিরনিদ্রিত বঙ্গ-বাসীর যেন চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে এবং সকলেই যেন নূতন জীবন পাইয়াছে। সকলেই যথাসাধ্য মায়ের পূজা সুসম্পন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃতি দেবীও যেন মায়ের পূজার জন্য বিবিধ পূজোপহার লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; চারিদিকে শুভ্রকলি কুসুম বিক-সিত হইয়াছে, উপবন মালতীপুষ্পে শুভ্রীকৃত হইয়াছে। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী ভারতে ভগবতী আসি-বার এইত উপযুক্ত সময়।

মা আসিয়াছেন, সকলের চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে আসিয়াছেন। এ সৌন্দর্য্যের উৎস, বঙ্গবাসী, দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর। মা অনন্তরূপশালিনী। তিনি

জটাজূটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা,
লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দু সদৃশাননা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা
নবযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সুচারুদশনা দেবী পীনোন্নত পয়োধরা।
ত্রিভঙ্গ-স্থান সংস্থানা মহিষাসুরমর্দ্দিনী
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহু-সমন্বিতা।

তিনি বিল্বকুসুমতুষ্টা, পণ্ডরীকোপবিষ্টা, ধবলবসনদেশ, মালতীবদ্ধকেশা। তিনি দশটী ভুজে খড়্গ সপ্তাদি দশ প্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, সত্তসিংহবাহিনী ভয়ঙ্করা, তথাপি বরাভয়কর স্নিগ্ধকরুণাধরা অভয়া। তিনি ত্রিকালপ্রসবিনী, মুণ্ডমালিনী তথাপি শতচন্দ্র সমুজ্জ্বলা শুভাননা সুন্দরী।

একমাস, দুইমাস পূর্ব্ব হইতে কত আশা আনন্দ, কত আয়োজন আড়ম্বর, পূজার সময় কত উৎসব, আনন্দ কিন্তু বিজয়লাভ আমাদের কিসে হয়। শরীর ত নানা বসনভূষণে অলঙ্কৃত হয়, মন ত নব উদ্যমে উৎসাহিত হয় না। মানসিক নিকৃষ্ট বৃত্তির তৃপ্তিসাধন ও তামসিক উৎসবে যথেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজয় সাধন কখন হয়? ত্রেতায় অকাল-বোধনে বিজয়লাভ হইলে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর বিজয়ীদল আনন্দে বিজয়লিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাক্ষসাপহৃতা সীতার উদ্ধার ত আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। বাঙ্গালীর এমন উৎসব আর নাই। কিন্তু ইহা এক্ষণে বড়ো বা তমোগুণাবলম্বী। সাত্ত্বিক আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত নিত্যানন্দ লাভের আশা সুদূরপরাহত,—যে আনন্দ ব্যতিরেকে মানব চিরানন্দের অধিকারী হয় না।

মা মা কোথা না? মা কুসুমকল্পায় শতদল সুটিয়াছে, কমলদলে কোমল চরণ রাখিয়া পদ্মাসনা বেশ দাও মা! মা, তোমারই কৃপায় রাবণ বধ হইয়াছিল; সীতার উদ্ধার হইয়াছিল। অসংখ্য অসুর প্রভৃতি আমরা নিশ্চয়ই শক্তিহীন। মহাশক্তি! তোমার কৃপা-কটাক্ষ ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর কি? ত্রেতায় রাবণ সংহার হইয়াছিল, সে যে মা সাধনার গুণে—আমরা যে সাধনাহীন অপদার্থ। তবে তুমি নাকি পতিতপাবনী শক্তিময়ী সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ইহাই আমাদের ভরসা। ডাকিতে শিখাইয়া দে মা। মা, তোর এই মা নামটী ত্রিভুবনে অমৃতময় মা নামের উপমা নাই। মা তোর একটী নাম কল্যাণেশ্বরী, বাস্তবিক তুই ত্রিভুবনের কল্যাণকারিণী ঈশ্বরী। তোমার আগমনে বঙ্গে শরৎকাল সুশোভিত, জগৎ আনন্দিত, আর্য্যসন্তানেরা পরমানন্দে প্রেম-পুলকিত। মা তুই দীন-শরণময়ী জগজ্জননী—তোর আগমনে আজ আমাদের জীবন পবিত্র হইল। মা তুই জগৎকর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী, জগৎহর্ত্রী, মা তোর ভক্তবৃন্দকে সুমতি প্রদান কর; মা ভক্তবৎসলে! তুই তোর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস্ মা! কিন্তু তোর এই সাধনহীন অধম সন্তানদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবি না? মা, পুত্র যতই কেন দুষ্ট হউক্ না, মা হয়ে ছেলের কান্না কে সহ্য করিতে পারে? শান্তিময়ি মাগো! জগতে শান্তি প্রদান কর; জগৎ শান্ত হউক। মা তোর মধুনাথ মা নামে শত সহস্র প্রণিপাত!

পূজা—দুইদিন না তিনদিন?

শৈলশিখরে খাস কৈলাসে এবার বড় গোলযোগ উপস্থিত। দেবাদিদেব মহাদেবের বয়স কত তাহা কেহ নির্ণয় করিতে না পারিলেও তিনি যে অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। গৌরী কিন্তু স্থির-যৌবনা—সদা লীলাময়ী—নিত্যই নূতন—তিনি জগজ্জননী হইলেও ষোড়শী—এখন বুঝিতেই পারিতেছেন যে, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" আর বলিতে হইবে কি? গৌরী নিয়মিত প্রথানুসারে তিনদিনের মত পিত্রালয়ে আসিতে চান, শঙ্করের কিন্তু একদিনও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে ইচ্ছা নাই, বলিলেন, এবার আর তোমার পিত্রালয়ে যাইয়া কাজ নাই—নানারূপ ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন—সেখানে গেলে তোমার ছেলেপিলের প্লেগ হইতে পারে। আবার ইংরাজেরাজের সেনাপতির অভাব হইলে কার্ত্তিকেয়কে ইংরাজরাজ চীনদেশে পাঠাইতে পারেন। সেখানে যাইয়া অন্য কোন অনিষ্ট হউক না হউক ছেলেটা অহিফেন সেবন করিতে শিখিতে পারে। তাহা হইলেই ছেলেটা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। আমি গাঁজাটা ভাংটা খাই বটে—কিন্তু কাজ ভুলি না। অহিফেনের নেশা কত পাজি নেশা! অত বড় চীনরাজ্যটা একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। আরও শুনা যাইতেছে যে তোমার বাপের দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অন্নাভাবে কত লোক মরিতেছে। অনেকেই দৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কেন আর এ বৎসর তুমি যাইয়া তাহাদিগকে বিব্রত করিবে।

গৌরী ঐ সমস্ত কোন কথায় কাণ দিলেন না—বাপ দুঃখী হইলে কি মেয়ে বাপের বাড়ীতে যায় না—সব যুক্তি তর্ক তাঁহার নিকট ভাসিয়া গেল। তিনি হাঁ বলিলে আর শিবের না বলিবার ক্ষমতা নাই—যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু রফা হইল যে দুই দিনের বেশী তিন দিন থাকিবেন না। দুর্গা বলিলেন, আচ্ছা দেখি দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিব। দুর্গা আসিতেছেন স্থির—কিন্তু তিনি এবার পিত্রালয়ে দুই দিন থাকিবেন কি তিন দিন থাকিবেন তাহার স্থিরতা নাই।

P29405

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটি ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফলসহ শাখাটি বটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চ্যাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া সাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

কৃষি সংবাদ।

নূতন গোলাপ।—একটী নূতন গোলাপ সৃষ্ট হইয়াছে। নাম টেনিসন। রং পিঙ্কলাল। সৃষ্টিকর্ত্তা বিলাতের পল সাহেব।

আসামের চা-কর।—আসামের চা-করেরা দক্ষিণ আফ্রিকার সেনা হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য ২০০০ পাউণ্ড চা-দান করিয়াছে।

বেণী শিল্প।—বোম্বাইয়ের টেলেরী সাহেব বেণী শিল্পের উন্নতি সাধনার্থে নানি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। উন্নতি হইবে কি?

নূতন লাঙ্গল।—গবাদির সাহায্য ব্যতিরেকে চালাইতে পারা যায়, এরূপ লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা মনুষ্যসাহায্যে চালিত হয়। দুর্ভিক্ষবিরাজিত দেশে ইহার প্রচলনে বিশেষ সুবিধা।

ভাদুই ফসলের অবস্থা।—এই বারিপাতের পূর্ব্বে ভাদুই ফসল সাড়ে চৌদ্দ আনা রকম হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এক্ষণে কিরূপ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

রেড়ির খৈল ও উই।—ইক্ষু, গোলাপ, গোলাপ্ প্রভৃতিতে চূর্ণ-রেড়ির খৈল সারস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রেড়ির খৈলের সঙ্গে একটী মহৎ গুণ এই থাকায় ব্যবহার করিলে উইয়ের উৎপাত নিবারিত হয়।

পাট চাষের শেষ সংবাদ।—২০,৬৩,৪০০ একর জমীতে পাটের আবাদ হইয়াছে এবং আবাদ হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হইতে পারে; ইহাতেই অনুমান করা যায় যে পাট প্রায় পনের আনা রকম জন্মিয়াছে।

ঘৃত—দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের পাক্ষ।—কোন পাদরী সাহেব দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অন্নাহারের পরিবর্ত্তে প্রথম প্রথম ঘৃত খাইতে দিতে বলেন। যাহারা বহু দিবস ধরিয়া অনাহারজনিত ক্লেশভোগ করিতেছে তাহারা হঠাৎ কোন দ্রব্য খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের মৃত্যু সংখ্যা আহারপ্রাপ্তির পরেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় ঘৃতাহার পাইলে মৃত্যু প্রায় ঘটে না।

গোধূম চাষের কথা।—নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া গোধূম চাষ করিলে, প্রচুর শস্য পাওয়া যাইতে পারে। (১) উৎকৃষ্ট জাতি গোধূম বপন করা উচিত। (২) জমি ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিতে হইবে। (৩) নাইট্রোজেনযুক্ত সার (গোবর প্রভৃতি) ব্যবহার্য্য। (৪) ক্ষেত্রে একটীও আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়। (৫) ক্ষেত্রে কোন কারণে জল না জমে। (৬) বেশী গভীর ভাবে বীজ উপ্ত না হয়। (৭) তেজশালী চারা জন্মিতে পারে এরূপ পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার করা উচিত।

আনারস হইতে পাট।—আনারস গাছের পাতা হইতে এক প্রকার দৃঢ় শ্বেতবর্ণ পাট প্রস্তুত হয়। এক্ষণে এই পাট বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় না। যৎসামান্য যাহা হয় তাহাতে ঘড়ি ও জাল প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। এই পাট বিলাতের বাজারে প্রতি মণ, ১০ হইতে ১৪ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। ইহার বহুল চাষ প্রার্থনীয়। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ডাঃ ওয়াট, রিপোর্টার অফ ইকনমিক প্রডাক্টস্ (Dr Watt, Reporter of Economic Products) কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলে পাইবেন।

ছায়ায় ফসলের হানি।—বড় বড় গাছের ছায়ায় কোন সব্জী প্রভৃতি চাষ করিলে প্রায়ই বিফল মনো-

রথ চইতে হয়। অনেকে মনে করেন—ছায়াই এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ। কিন্তু সর্ব্ব সময়ে ছায়া কারণ নহে। বাবুল, তেঁতুল প্রভৃতির ছায়া ফসলের পক্ষে হানিজনক। নিম, ঘোড়ানিম, আম প্রভৃতির ছায়া তত ক্ষতি করে না। আবার তিসি, সোয়ম প্রভৃতির ছায়া অন্য ফসলের পক্ষে হানিজনক। গাছের উপরিস্থিত শিকড় মাটীর রস ও সার টানিয়া লয় বলিয়া, তাহার নিকটবর্ত্তী ফসল ভালরূপ জন্মিতে পারে না। কিন্তু যদি অন্ততঃ ২ ফুট প্রস্থ ও ২ হাত গভীর একটি নালা গাছের চতুর্দ্দিকে বা পার্শ্বে খনন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ফসলের কোন হানি হয় না।

কলিকাতা গেজেট।

১২শে সেপ্টেম্বর ১৯০০।

সাধারণ।—পুর্ণিয়ার ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিষ্টার অতুলকৃষ্ণ রায় ১ বৎসরের কার্য্যে পাইলেন। সারণের অঃ জঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিঃ এ, এচ ডার্ণেড গয়া জেলার সাহাবাদ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত—ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সবডিভিজনে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটি প্রাপ্ত—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মজঃফরপুর জেলার সদরে নিযুক্ত হইল।

ছুটি প্রাপ্ত - ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বশোহর জেলার সদরে নিযুক্ত হইলেন। জঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিঃ এফ্ এফ্ লায়াল্ ২৪ পরগণার অঃ মাঃ ও কলেক্টারের কার্য্যভার হইতে মুক্ত হইলে ঐ জেলার সদরে নিযুক্ত হইবেন। ছুটিপ্রাপ্ত অঃ জঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিঃ ডবলিউ, এ, সার, মেদিনীপুরের সদরে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত—অঃ জঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিঃ আর, সি, হামিল্টন চট্টগ্রামের সদরে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত—মাঃ ও কঃ মিষ্টার এফ, এল, ফিসার কুমিল্লার সাব্‌ডিভিজনে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার নিযুক্ত হইলেন। মাঃ ও ডেপুটি কঃ মিঃ সি, এচ, বোমপাশ ছুটিপ্রাপ্ত—মিঃ আর, কারষ্টেয়ার্সের অনুপস্থিতি কালে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত—জঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ মিষ্টার সি, এ, বেল দার্জ্জিলিং জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু শশীভূষণ বসু এক মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন। ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ বাবু অক্ষয়কুমার সেন ছুটিপ্রাপ্ত বাবু শশীভূষণ বসুর স্থানে তাহার অনুপস্থিতিকালে কার্য্য করিবেন

কলিকাতা।

ছোট আদালত।—২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছোট আদালত পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে।

পোষ্টাফিসে পূজার ছুটি।—পূজার ৩ দিবস কলিকাতার রবিবারের ন্যায় দুইবারমাত্র পত্রাদি বিলি হইবে। কিন্তু রেজেষ্টারী চিঠি, মণিঅর্ডার, পার্সেলাদি অন্যান্য দিবসের ন্যায় গৃহীত ও বিলি হইবে।

নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ ও পতন।—একজন টীনেম্যান সে দিন নিদ্রিতাবস্থায় শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ১২ ফিট উচ্চ হইতে পড়িয়া যায়। এক্ষণে মরণাপন্ন অবস্থায় হাঁসপাতালে রহিয়াছে।

গঙ্গার বিপদ।—কয়েকদিন যাবৎ গঙ্গার খর স্রোত বহিতেছে। গত সোমবার—একটি বোঝাই নৌকার দুইজন ধাঁড়ি স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।—২৮০ বস্তা চাউলের গুড়া (সার) বোঝাই করা একখানি নৌকা স্রোতের টানে হুগলী সেতুর সম্মুখে আঘাত লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে; দুই জন ধাঁড়ি প্রাণ হারাইয়াছে। আর একটী চাল বোঝাই নৌকা জল-নিমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যু তিসাব।—১৫ই সেপ্টেম্বর সপ্তাহে সহরে ৩৪৩ জন মরিয়াছে। ৩ জন কলেরায়, ২৫ জন প্লেগে, ৬ জন বসন্তে, ৩ জন ধনুষ্টঙ্কারে, বাকী জ্বরে, পেটের পীড়ায় ও অন্যান্য কারণে। সহরতলিতে

সর্ব্বশুদ্ধ ২১১ জন মরিয়াছে। ২ জন কলেরায়, ২৪ জন প্লেগে, ২ জন বসন্তে, ৩ জন ধনুষ্টঙ্কারে, বাকী অন্যান্য কারণে।

বঙ্গ-মহিলার প্রতিভা।—সম্প্রতি লণ্ডন ট্রিনিটি কলেজের যে সঙ্গীত পরীক্ষা কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনটি স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিস্ বি: ঘোষ ১০০ নম্বর পাইয়াছেন; মিস্ গুপ্ত দ্বিতীয় এবং মিস্ ডি: ঘোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে যথাক্রমে ৯৬, ও ৯৩ নম্বর পাইয়াছেন। ইহারা বোধ হয় দেশীয় খৃষ্টান বা ব্রাহ্মসমভুক্ত—যাহাই হউক, মহিলাকুলের গৌরব বলিতে হইবে।

বাঙ্গালী ধীবরের সাহসিকতা ও মহত্ব।—একজন ছেলে বি, সি, রেলওয়ের লাইনের ধারে মংস্য ধরিতেছিল। সে তৎকালে জলনল লাইনের খানিকটা ধসিয়া গিয়াছে দেখিতে পায়। তৎপরে রেলগাড়ী আসিতেছে দেখিতে পাইয়া আকার ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করে। তাহাতে গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারায় এবং গাড়ীর অগ্রসরে সমূহ বিপদ ভাবিয়া রেলওয়ে লাইনের উপর যাইয়া পরিধেয় বস্ত্র সঞ্চালনে অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত লাইনের কয়েক ফুট বাকি থাকিতে থাকিতে গাড়ী থামাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ধীবর পুরস্কারের পাত্র সন্দেহ নাই।

হত্যা।—পদ্মপুকুর থানার অন্তর্গত সাপারীটোলায় একটী স্ত্রীলোক হত্যা হইয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে প্রকাশ—নিদ্রিতাবস্থায় কোন ব্যক্তি তাহাকে খুন করিয়াছে। হত্যাকারী স্ত্রীলোকটার অলঙ্কারাদি থাকিলেও লয় নাই বা লইতে অবসর পায় নাই। হত্যাকাণ্ড গতপূর্ব্ব রবিবার প্রত্যূষে জানিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকটী কুটীয়াবাসিনী। বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। উত্তরদিকের বেওয়ালে গর্ত্ত করিয়া হত্যাকারী প্রবেশ করিয়াছিল। কলেবরে ও শরীরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টা অস্ত্রাঘাত দৃষ্ট হইয়াছিল। রাত্রি ২টার সময় বুড়ীর ঘরে গোলমালের শব্দে প্রতিবেশিগণ জাগরিত হয়। পরে বুড়ীর ঘরে যাইয়া হত্যা ব্যাপার দেখে ও থানায় খবর দেয়।

কলিকাতায় বারিপাত।—গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার হইতে কলিকাতায় ক্রমাগত পাঁচ দিবস অজস্র বারিপাতে সহর ভাসিয়া গিয়াছিল। এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বারিপাতের বিশেষ বিবরণ দিবার স্থান "কৃষকে" নাই। সাধারণের বিপদ যে চূড়ান্ত অপেক্ষাও বেশী হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র এই বারিপাত হেতু গত সোমবার পর্য্যন্ত সহরে কত লোক মরিয়াছে ও কত ঘর-বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝুন—ব্যাপার কিরূপ গুরুতর—অবস্থা কত শোচনীয়। কলিকাতার উত্তরাংশে মৃত ১ জন, আহত ১ জন, ৪৩টী পাকাবাড়ী ও ৭৩টী খোলার ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। সহরের মধ্যাংশে ১ জন মৃত, ৪ জন আহত, ৫৪টী বাড়ী এবং ৪৭টী খোলার ঘর পড়িয়াছে। দক্ষিণাংশে ২ জন মৃত, ৭ জন আহত, ১৫টী পাকা বাড়ী, ২টী বাজার, এবং ২৩টী খোলার ঘর পড়িয়াছে। উত্তর সহরতলীতে ৭ জন মৃত, ৩ জন আহত, ২১টী পাকাবাড়ী, ৭৯টী খোলার ঘর পড়িয়াছে। দক্ষিণ সহরতলীতে ১ জন মৃত, ১ জন আহত, ৩৫টী পাকা বাড়ী, এবং ১৮টী খোলার ঘর পড়িয়াছে। আরও কত লোক হতাহত হইবে, কত ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হইবে তাহার ঠিক নাই। এই সামান্য বিবরণ পাঠেই বুঝুন—কত লোক গৃহশূন্য ও সহায়শূন্য হইয়া কষ্টে অর্দ্ধাশনে অনশনে কালাতিপাত করিতেছে। ভগবান বিমুখ হইলে সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইবে। বারিপাত হেতু নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্য সভাসমিতি করিয়া চাঁদা সংগ্রহে দেশের গণ্যমান্য মহোদয়গণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সাহায্যও হইতেছে। গত মঙ্গলবার হইতে বারিধারা আপাততঃ কমিয়াছে।

কলিকাতায় ওলাউঠা।—অজস্র বারিপাতের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। গতপূর্ব্ব শনিবার হইতে সহরে ওলাউঠার হঠাৎ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভবানীপুর অঞ্চলে ও সহরের দক্ষিণাংশেই বেশী প্রকোপ। উত্তরাঞ্চলে এ রোগ এখনও দেখা দেয় নাই। প্রত্যহ ৫টা, ১০টা হইতে একদিন ২৮টা পর্য্যন্ত ঐ রোগে

লোক মরিয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতেছে। একটী বিবি এই রোগে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তারা প্রতি-কারপরায়ণ হইয়াছেন।

মহাপ্লাবনে চাঁদা।—কলিকাতার প্লাবনক্লিষ্ট লোক দিগের সাহায্যার্থে ২৮,০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ৬০০০ খরচ হইয়াছে। "প্লাবন" ফণ্ডে এখনও অনেকে টাকা দিতেছেন। এবং দেওয়াও উচিত।

রেলে বিপদ।—কোন রেলযাত্রী রেলগাড়ীতে জানালার বাহিরে চরণ বাড়াইয়া দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় বিপরীত দিক হইতে একখানা রেলগাড়ী আসিয়া পড়ে। ঐ রেলগাড়ীর কামরার দরজা খোলা ছিল। সেই খোলা দরজা পায়ে লাগিয়া উক্ত ব্যক্তির গুই পদই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা বালির নিকট ঘটিয়াছে। আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের নির্ব্বাচনের জন্য পরীক্ষা—বঙ্গদেশে পুলিশ বিভাগে সব্ ইন্‌স্পেক্টার বাহাল করি-বার জন্য প্রেসিডেন্সি, রাজসাহি ও বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে কলিকাতা সেনেটে, পাটনা, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর ডিভিসনের মধ্যে বাঁকিপুরে; ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ডিভিসনের মধ্যে ঢাকাতে: এবং উড়িষ্যা ডিভিসনে কটকে আগামী ৫ই এবং ৬ই নভেম্বরে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

মফঃস্বল সংবাদ।

নিম্না—হুগলী।—অচল বারিপাত হইতেছে। ইহাতে ফসলের অনিষ্ট হইবে। ঘরবাড়ী পড়িতেছে। জ্বরাদি দুর্ম্মূল্য। আলানী কাষ্ঠ ও সব্জী দুষ্প্রাপ্য।

রাধাঘাট।—ক্রমাগত ৪ দিবস ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। অধিবাসীদিগের কষ্টের একশেষ। ঘরবাড়ী পড়িয়াছে। জীবনহানি হয় নাই।

বর্দ্ধমান।—ফসলের অবস্থা ভাল নহে। সময়ে বৃষ্টি না হইয়া এক্ষণে অসময়ে বৃষ্টি হইতেছে। গত ৪ দিবস সূর্য্যদেব দেখা দেন নাই। রাস্তাঘাটে চলাচল একরূপ বন্ধ। নদী জলে পরিপূর্ণ।

ধারভাঙ্গা।—অবিরত বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে।—একজন গণৎকার বলিয়াছেন—আগামী বৎসর প্রচুর আন্ন ফলিবে।—গুজব, একজন মুসলমান রমণী বিষ-পানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পুলিশ সন্ধান করি-তেছেন।

কাশারগাছী।—অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে। ক্ষেত্রাদি জলনিমগ্ন। ফসলের অবস্থা শোচনীয় হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

কটক।—কটকেও বৃষ্টিপাতে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ক্রমাগত দশ দিবস বৃষ্টি হওয়ায় ঘর বাড়ী পড়িতেছে ও গবাদি পশু বিনষ্ট হইতেছে। নদী সকল খরস্রোতা ও জলপরিপূর্ণ। ধান্যাদি ফসলের অনেক ক্ষতি হইবে।

যুদ্ধ সংবাদ।

চীন-সমর।—সন্ধির প্রস্তাবও হইতেছে, যুদ্ধও হইতেছে। পিটাংএর যুদ্ধে চীন সৈন্য বেশী হত হয় নাই। পিকিনস্থ চীনেরা বলিতেছেন যে, বর্ব্বরের (শত্রু) দ্বারা কলঙ্কিত রাজপ্রাসাদে চীন সম্রাট ও তৎপত্নী আর পুনরাগমন করিবেন না। দেশী ক্রিশ্চিয়ান স্ত্রীলোক দিগকে চীনেরা অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে। রুষিয়া কোরিয়া রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টায় আছে। এই সূত্রে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছে।

বুয়র-যুদ্ধ।—বুয়রেরা যুদ্ধে ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজেরা ক্রমশঃ জয়লাভ করিতেছে: লর্ড ডান্ ডোনাল্ড ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। ৩০০০ বুয়র পর্ত্তুগীজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এবং যুদ্ধ শেষ হইতেছে বোধিয়া আনন্দিত হইয়াছে। বুয়রদিগের গবাদি পশু, খামার প্রভৃতি ইংরাজদিগের হস্তগত হইতেছে। বুয়র সেনাপতি ডি, ওয়েট, সম্মুখ-সমরে হত হইয়াছে।

তরল সার ও তাহার কার্য্য।

গোবর, খোল প্রভৃতি পদার্থকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষ লতাদিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই তরলীয় পদার্থকে তরল সার কহে। তরল সারের কার্য্য অতি দ্রুত, এমন কি বৃক্ষ লতাদিতে উহা প্রয়োগ করিবার পর ৮।১০ দিবসের মধ্যে উদ্ভিদ শরীরে উহার কার্য্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি, অনেকে তরল সার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল পান নাই, এবং এরূপ অভিযোগও অনেক শুনিয়া থাকি। কথা হইতেছে, মূল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিলে কোন বিষয়েরই সংক্ষেপ্রহ করিতে পারা যায় না। পুস্তক পড়িয়া দিতে হয় না বা কাহাকেও বিদ্যা দেওয়া যায় না। শিক্ষার মর্ম্ম কি, তাহার গূঢ়তত্ত্ব কি, তাহা যতক্ষণ না আয়ত্ত করিতে পারা যায়, ততক্ষণ তাহার কার্য্য—ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ; কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিতে পারা যায় এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়।

তরল সার কি, তাহা প্রারম্ভেই বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার কার্য্যের কথা বলিব, তাহার পরে উহার তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিগত পঞ্চদশ বৎসর কাল কার্য্যক্ষেত্রে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া নানা বিষয় পরীক্ষা করিতে ত্রুটী করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষায় পিপাসা এখনও মিটিল না, বোধ হয় মিটিবে না। যাহা হউক এই দীর্ঘকাল মধ্যে সময়ে, অসময়ে নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে তরল সার ব্যবহার করিয়াছি, কোথাও সফল হইবার জন্য, কোথাও বিফল হইবার জন্য, আবার কখন কুতূহল চরিতার্থের জন্য। বিফল হইবার জন্য শুনিয়া পাঠক হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন, কেননা সময়ক্ষেপণ করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, ও অর্থব্যয় করিয়া কে কবে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিফলমনোরথ হইতে চেষ্টা করে? বিফল হওয়ায় একটা সুখ আছে, নিষ্ফলতার একটা মূল্য আছে, সে মূল্যটাকে আমি সফলতার মূল্য অপেক্ষা অধিক মনে করি ও বিশ্বাস করি। যা'ক্—

গত বৎসর বাড়ীতে চারিটী লাউগাছ প্রস্তুত। যথাক্রমে কয়েক দিন পরে দুইটী চারা জন্মিল, দুইটীর জন্মিল না। যে দুইটী জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটীর নিতান্ত মরণাপন্ন অবস্থা, অপরটী তাহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ। বীজ কয়টী ভাদ্র মাসে পোতা যায়। গাছ দুইটী যথানিয়মে প্রতিদিন জল পাইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে গাছের মাদাটীও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। গাছ দুইটী ২।৩ হাত বাড়িল, তখন তাহাদের উপর হইতে মাচা কুলাইয়া দেওয়া গেল। সরল গাছটী মাচায় তুলিয়া রহিল, ১৫।২০ দিনে ২ ইঞ্চিও বাড়িল না। রুগ্ন গাছটী 'তথৈব চ' দেখিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া গেল। এক্ষণে একমাত্র গাছটীর উপর লক্ষ্য রহিল। গাছ আর বাড়ে না; ক্রমে ছোট হইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণে গাছটীর নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কি উপায়ে গাছটীকে বাঁচাইয়া ফলাইতে পারি? মনটা তখন লাউগাছগত হইয়াছে। মনে হইল যে, এই লাউগাছটাকে যদি ফলাইতে না পারিলাম, তবে পনর বৎসর কি করিলাম। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দেখি, উনুনভাঙ্গা মাটী পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ সেই মাটী খানিকটা আনিয়া চূর্ণ করিয়া মাদার মাটীর সহিত বিমিশ্রিত করিয়া দেওয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বড়া জলও তাহাতে ঢালিয়া দেওয়া গেল। ৪।৬ দিন মধ্যে তিন দিন ঐরূপ জল দেওয়া হইলে, দেখি গাছটীর কাণ্ড হইতে ৩।৪টী পত্র-মুকুল (leaf bud) বাহির হইয়াছে,—মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে তাহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া একতলা ছাদ পর্য্যন্ত উঠিল। ৮।১০ দিবস অন্তর সেই

উদ্বৃত্তভাগ অবশিষ্ট মাটী অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ দিতে লাগিলাম। গাছ খুব জোর করিয়া উঠিল এবং প্রথম মাটী দিবার এক মাস মধ্যে শাখা প্রশাখা সমেত গাছটী দোতলার ছাদে গিয়া পড়িল। কার্ত্তিক মাস পড়িল গাছের বৃদ্ধির হ্রাস নাই, গাছে ফুলের নাম গন্ধ নাই। নিজবাটীর ৩।৪টী ডগা পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে হেলাইয়া দিলাম,—সে ছাদও ছেয়িয়া লইল। অসাক্ষাতে গাছের শাখা প্রশাখার প্রতি গৃহিণীর বিলক্ষণ নজর পড়িয়াছে। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা ছাদের উপর হইতে বিস্তর ডগা কাটিয়া, এ বাড়ী, ও বাড়ী, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী প্রভৃতিকে বিতরণ করিয়া উদারতার পরিচয় দিতেছেন। সাক্ষাতে দুই একদিন এ প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া আমি বারি হইতে পারিলাম না, কাজেই চুপি চুপি কার্য্য সারা হইতেছে। আর এ বুড়া বয়সে বেয়াল বলিয়া কি করিয়া ছাদে উঠি—শেষে কি লাউ গাছের জন্য পৈতৃক প্রাণটা খোয়াইব? আর লোকে বলিবে কি? তারপর ভাবিলাম এত শাখা প্রশাখা কাটা হইয়াছে, অথচ গাছের তেজ মরিতেছে না। সুতরাং ফলনের উপায় করিতে হইবে। স্থির করিলাম—

গাছকে একটা নৈমর্গিক (sudden start) দিতে হইবে। আর অন্যমত না করিয়া তরল সার দেওয়া স্থির করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দুই এক সের খোল (সরিষার) আনাইয়া একটা গামলায় ভিজাইতে দিলাম এবং গামলার মুখ ঢাকিয়া দিলাম। তৃতীয় দিবসে দেখি খোল পচিয়াছে অন্ততঃ আমার কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। তখন জলটা ফেলাইয়া আর এক কলসী জল দিয়া সারটা পাতলা করিয়া লওয়া গেল। ক্ষণকাল পরে জল বিতাইলে, সেই জল মাথায় ঢালিয়া দিলাম,—যতক্ষণ মাটী রস টানিতে লাগিল, ততক্ষণ ঐ সার দেওয়া হইল, এবং পরেও দুইত। এইরূপে জল দিবার পরে মাথার ঘর্ম্ম ছাই ছড়াইয়া দিতাম। গাছে অন্য জল দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম, যখনই জল দিবার আবশ্যক হইত, তখনই ঐ তরল সার দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম সপ্তাহে দুইবার সার দেওয়া হয় এবং একবার মাটী নিড়াইয়া কুরা করিয়া দিই। একদিন কি দুইদিন রৌদ্র লাগিয়া মাটী বেশ শুষ্ক হইয়া গেলে আবার সার দেওয়া হইত এবং ছাই চাপা দেওয়া হইত। গামলায় যে খোল ভিজান হইয়াছিল গাছে সার দিবার পরে, আবার তাহাতে অন্য জল মিশাইয়া রাখিতে হইত। সুতরাং এক সের খোল ভিজাইয়া পাঁচ ছয় দিন গাছে দেওয়া চলিত এবং তাহা ক্রমে নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া গেলে নূতন খোল আনিয়া ভিজান হইত। দশ দিন মধ্যে তিনবার তরল সার দিবার পরে, আমার বেশ স্মরণ হইতেছে,—

গাছে ফুল দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে তরল সার দেওয়া চলিতে লাগিল। গাছের শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির গতি তখন রোধ হইয়া, ফল প্রসবের দিকে গতির সঞ্চার হইয়াছে। তরল সার দ্বারা যেমন ছহু করিয়া গাছে ফল ধরিতে লাগিল, ফলের বৃদ্ধিও তেমনি দ্রুত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য একটী বীজফল ভিন্ন অন্য কোনটীকে অর্দ্ধপক্কও হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহাদিগকে পূর্ণ কাল পর্য্যন্ত গাছে রাখিলে স্বভাবতঃ যত বড় হইত, অল্পকাল মধ্যে অপূর্ণ অবস্থাতেই ফল সকল তত বড় হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই দেখা গেল। কারণ পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে আর একটী লাউ গাছ ছিল, তাহার সমবয়স্কও আমার গাছের সমান ছিল, কিন্তু সেই গাছে ৮।১০টীর অধিক ফল হয় নাই কিন্তু অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাস মধ্যে আমার উক্ত লাউগাছে ৩০টি লাউ অতি উপাদেয়—অতি কোমল লাউ হইয়াছিল। মাঘ মাসের পরন হাওয়া পড়ায় গাছ কাটিয়া দেওয়া গেল নতুবা আরও ২।১০টা ফলিত।

উদাহরণ অনেক দেওয়া যায় তবে লাউয়ের বিষয়টা বলিলাম এই জন্য যে, গরীব গৃহস্থ ও ধনী সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন। এক্ষণে দেখা যাউক, পোড়া বা উনুনভাঙ্গা মাটীর দ্বারা গাছের কি উপকার হইয়াছিল। প্রথমতঃ দেখা যায় উনুন ভাঙ্গা মাটীটা খুব শুষ্ক বলিয়া অধিক রস টানিতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অগ্নির সহিত সংযুক্ত থাকায় উহাতে কার্ব্বণের ভাগ বেশী ছিল, সুতরাং বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বা য়্যামোনিয়া সমধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কার্ব্বণের গুণ এই যে উহা স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ৯৯ গুণ অধিক য়্যামোনিয়া আকর্ষণ ও ধারণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, য়্যামোনিয়া নানক পদার্থটা উদ্ভিজ্জীবন পোষণের বিশেষ উপাদান। তারপর

তরল-সার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদ শরীরে সহসা জোর আনিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট উপকরণ। সারের কার্য্য উদ্ভিদের বল বৃদ্ধি করা। গাছে যে শুষ্ক সার প্রদান করা যায়, তাহার কার্য্য অতি ধীর এবং অপেক্ষাকৃত সময় সাপেক্ষ, সুতরাং উহার অনেক সার ভাগ মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ হইতে এতদূরে গিয়া পড়ে যে উদ্ভিদগণ সম্পূর্ণ রূপে উহার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা ব্যতীত সূর্য্য ও বায়ুর প্রভাবে উহার জলীয় ও বাষ্পীয় অংশের বহুল পরিমাণ পদার্থ বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। এই সকল কারণে শুষ্ক সারের কার্য্য অতি ধীর ও অল্প। কিন্তু তরল সার দ্বারা উপকার এই যে, গাছের গোড়ায় উহা প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত কাল মধ্যেই উদ্ভিদগণ উহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং জলীয় অংশ শুষ্ক হইয়া যাইবার পূর্ব্বে অনেক পরিমাণ সার গ্রহণ করিয়া ফেলে। সহসা এইরূপ জোর পাইলে গাছের বৃদ্ধির গতির বোধ হয় এবং ফল পুষ্প প্রদানে গতি সঞ্চালিত হয়। গাছের বৃদ্ধি যতদিন খুব সতেজ থাকে, ততদিন উহাতে ফল মূল সহজে আসে না, এবং যদিও আসে তবে তাহা সামান্য। তরল সার দ্বারা গাছের বৃদ্ধির গতি যেমন রোধ করিয়া ফল পুষ্পের দিকে চালিত করা যায়, তেমনি সেই তরল সারে যদি কয়লাসের অভাব থাকে, তাঁহা হইলে কিন্তু তেমন ফল হয় না। সরিষার খোল সারে ঐ পদার্থ সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ফলের দিকে গাছের গতি এত শীঘ্র হয়।

গাছে তরল সার দিবার পরে যে উহাতে ছাই দেওয়া হইত, তাহার কারণ এই যে, উক্ত সারান্তর্গত য়্যামোনিয়া কার্ব্বণে বাষ্পটাকে আটক রাখিবে। সার হইতে য়্যামোনিয়া যদি উঠিয়া বা উড়িয়া (escape) না যায়, তবেই যথার্থ সারের কার্য্য হইল। ভাজিত কাঠের ছাই মধ্যে সমধিক পরিমাণে কার্ব্বণ থাকে সুতরাং ঐ ছাইটা য়্যামোনিয়াকে বাহির হইয়া যাইতে দিত না সুতরাং উদ্ভিদ ইচ্ছামত উহা আহরণ করিত, এবং অতিরিক্ত অংশ ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকিত।

প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় সুতরাং অদ্য এইখানে বারান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

পত্রাদি।

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যক স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

যবনিকা।

(সম্পূর্ণ গল্প)

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাবাণী তাহার জাল বিস্তার করিল। ঝিরিঝিরে তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষীণ অরুণালোক আঁখি মুদিল। জাগ্রত জগৎ সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সেই আধ-আলো-আধ-আঁধারে নিশারাত্রির আবাহনে, জীবন-মরণ আশা-নিরাশার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলাম, কে জানে। অবাক্ ভাব, অস্ফুট ভাষা—মর্ম্মোদ্বেল করে, সাধ্য কার? উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী, সম্মুখে মধুরভাষিণী নির্ঝরিণী। স্তব্ধ, বিমূঢ়, বিস্মিতনেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় শূন্য প্রাণে, শূন্য মনে দাঁড়াইয়া কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি—উন্নত ললাট, আয়তলোচন, সুদীর্ঘবাহু এক সুপুরুষ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তেমন মূর্ত্তি আর দেখি নাই। প্রশান্ত, গম্ভীর, অথচ বিষণ্ণ, ব্যথিত। কেমন যেন একটা বিষাদের রেখা সেই স্থির করুণাপূর্ণ নয়নে বিজড়িত, যেন কত বজ্রাঘাত মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, কেশরাশি শুভ্রবর্ণ—বার্দ্ধক্যের অপর লক্ষণ কিন্তু কিছুই নাই। বুঝিলাম—ক্লিষ্ট, ব্যথিত প্রাণই বটে—নহিলে অকালবার্দ্ধক্য আসিবে কেন?

সেই প্রথম সাক্ষাৎ। অপরিচিত মুহূর্ত্তেই অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িল। স্বর মধুর, অথচ নিরাশাপূর্ণ। স্থির করিলাম, অপরিচিতের কাহিনী আছে, ইতিহাস আছে। তোমার আমার মত মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ, বিবাহ, ভার্য্যা-রংশবৃদ্ধি, অর্থচিন্তা, কলহ, বিবাদে তাহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। কিন্তু সে রহস্য কি? অনুসন্ধানে জানিলাম, বৎসরাধিক হইল বিদেশী নদীতীরে নীড় বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে, কি জাতি, কোথাকার লোক, কেন আসিল—কেহ জানে না। সেই রহস্যপূর্ণ জীবনের কোন কথাই কেহ অবগত নহে। মনে কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। কৌতূহল নিবৃত্তির উপায়ও পাইলাম না। তাহার পর কতবার দেখা হইয়াছে। কত কথাই হইয়াছে। কাজের কথা কিছুই হয় নাই। কতবার ভাবি, জিজ্ঞাসা করি। অপরিচিত ভাব বুঝিয়াই যেন সাবধান সতর্ক হয়—ধরা দিতে চাহে না। একদিন বলিলাম "নিকটবর্ত্তী আশাপুরে বেড়াইতে যাইবেন? স্থানটী অতি মনোরম!" অপরিচিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আশাপুরের কথা আর তুলিও না।" বুঝিলাম, আশাপুরেই অপরিচিতের নিরাশা। আর কোন কথাই কহিলাম না।

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আশাপুরে পঁহুছিলাম। সেই নির্জ্জন স্থানে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সহসা পার্শ্ববিক্ষেপের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ভাবিলাম, বুঝি কোন কৃষক চলিয়াছে। চাহিয়া বিস্মিত হইলাম, অপরিচিত ধীরপদে ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। অপরিচিত অবনতবদনে চিন্তামগ্ন হইয়া চলিয়াছে—আমায় দেখিবার অবসর তাহার হইল না। অপরিচিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঝোপের ভিতর সুন্দর কুঞ্জবন। সেই বনের এক প্রান্তে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। বৃক্ষের নিকট পৌঁছিয়াই অপরিচিত দাঁড়াইল, বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া পড়িল।

সেই নিভৃত স্থানের সহিত অপরিচিতের কাহার কি সম্বন্ধ, কিছুই বুঝিলাম না। অদূরেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। দেখিলাম, বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া সেই জলনালিনী তটিনী সমীপে উপস্থিত হইল। শ্মশান-ঘাটের মত একটী স্থান দূর হইতে দেখিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ যেন উন্মাদ বাতুলের ন্যায় উন্মত্তভাবে চতুর্দ্দিকে পদচারণা করিল, পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বসিল। ধর ধর ধারে অশ্রু বহির্গত হইতে

লাগিল অপরিচিত হৃদয়াবেগে একবার অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল—"হা ভগবান! এ বেদনার অবসান কবে হইবে?" তখন বুঝিলাম, ব্যাপার কি? এই শ্মশানেই, এই শ্মশান-ঘাটেই তবে বৃদ্ধের শোক কাহিনী নিহিত। কিন্তু কাহার সৎকার—চিতানলে কাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে—প্রিয়তমা পত্নীর, কি পুত্র কন্যার? একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। দু'এক ফোটা অশ্রু আমারও গণ্ড বহিয়া পড়িল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অসতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছি, সহসা কি একটা শব্দ হইল। অপরিচিত ফিরিয়া চাহিল। দ্রুত আসিয়াই আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ ও যুবা তন্ময় হইয়া গেল। বৃদ্ধকে সান্ত্বনা করিয়া আমি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, অপরিচিতকে আর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অনর্থক প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিব না। অপরিচিত মনের ভাব বুঝিয়া নিবারণ করিল, বলিল—"অনেক দিন তোমার নিকট হইতে গুপ্তকথা গোপন রাখিয়াছি, আজ আর পারিতেছি না। বাধার বাধী না পাইয়া জীবনভার দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।" আমি কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। অবাক্ হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অপরিচিত বলিতে লাগিল—"যুবক—তোমরা অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বিশ্বাস কর কি না, জানি না আমার এক সুহৃদ্ ছিল। ভালবাসা কি, জানিতাম না। সেই ভালবাসা শিখাইল। আত্মহারা, স্বার্থহীন, বন্ধুমত প্রাণ—আমিও ভালবাসিতে শিখিলাম। দুই জনে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। হায়! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, সেই প্রাণের দোসর, জগতে একমাত্র প্রাণ জান, সুখ-গগনের ধ্রুবতারা,—সেই সুহৃদয়কে এই কুলিশকঠোর হস্তে ঐ—ঐ—ঐ বটবৃক্ষতলে——

আমি বলিয়া উঠিলাম—হত্যা। অপরিচিত হস্তদ্বয়ে নয়নজল মুছিতে মুছিতে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল, "হাঁ, হত্যাই করিয়াছি।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। অপরিচিতের জীবনের গভীরতম প্রদেশ হইতে শোক উথলিল। কতক্ষণ পরে আবার কাহিনী আরম্ভ হইল—"তখন উভয়েরই জীবনে যৌবন-জোয়ার। জোয়ারের বাণ ডাকিল, আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতি—স্রোতে ভাসিলাম। সুন্দরী রমণীর মোহনরূপে মজিলাম। মজিলাম, কিন্তু মজাইতে পারিলাম না। সুন্দরী প্রকাণ্ড গণিকা নহে বাটীতে অতি বৃদ্ধ অন্ধ মাতা, আর অতুল রূপরাশি লইয়া সেই রূপসী। সুন্দরী বালবিধবা—যুবতী। সুতরাং যাহা হইবার তাহাই ঘটিল। চরিত্র কলুষিত হইল। বহু দুশ্চরিত্র পাষণ্ড পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল। আমিও তাহার মোহিনী ফাঁদে পড়িলাম। বলিয়াছি ত, মজিয়াছিলাম কিন্তু মজাইতে পারি নাই। সুন্দরী এমন আরও দশ জনকে প্রেম বিলাইত। আমি সে কথায় বিশ্বাস করিতাম না। বন্ধু কত বুঝাইত, অবোধ মন বোধ মানিত না। বরং ভাবিতাম, বন্ধুর বুঝি কোন দুরভিসন্ধি আছে। যত দিন যাইতে লাগিল, আমিও ততই আত্মহারা হইতে লাগিলাম। বন্ধুও ততই সময়ে অসময়ে পরামর্শ উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। বন্ধুর প্রতি অপ্রত্যয় ক্রমশঃ মনে অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহার পর একদিন"

অপরিচিতের কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। অতি কষ্টে অবশেষে বলিতে লাগিল "হায়! সে দিনের কথা মনে হইলে এখনও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়—অন্তরাত্মা আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। একদিন ঐ কুঞ্জবনে সুন্দরীর সহিত প্রেমালাপ করিতে আসিতেছি—প্রত্যহ ঐখানেই সাক্ষাৎ হইত। দূর হইতে দেখিলাম, বন্ধু বটবৃক্ষে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর সুন্দরী কাঁদিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে

বিলম্ব হইল না। মনে পূর্ব্ব হইতেই যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, তাহা প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিল। বুঝিলাম, বন্ধু নিজ স্বার্থ সাধনের জন্যই সুন্দরীকে চশ্চরিত্রা বলিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিত। তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। হস্তে ষষ্টি ছিল। দ্রুত গিয়াই শিরে দারুণ আঘাত। পবিত্র আত্মা দুস্তর সংসার-নরক হইতে উদ্ধার পাইল। সুন্দরী ভীতা, ত্রস্তা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া—তাহাকেও এক আঘাত। তাহারও মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুকালে নিজ দুশ্চরিত্রতার কথা, অপর বহুপরপুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ের কথা স্বীকার করিল। আমি বিস্মিত হইলাম, কিন্তু চমকিত হইলাম না। অবশেষে যাহা শুনিলাম, তাহাতেই আজীবন আত্মগ্লানি হইতেছে। সুন্দরী বলিল 'তোমাকে ছাড়িবার জন্য, ছলে বলে কৌশলে বিবাহ করিবার জন্য ও নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বন্ধু আমাকে উপদেশ দিতে ছিলেন। নিজ পাপের কথা, পরিণাম পরকালের কথা স্মরণ করিয়াই আমি কাঁদিতেছিলাম।' ওঃ! কি গুরুতর পাপেই আমি লিপ্ত হইলাম—ভুল বুঝিয়া কি গুরুতর পাপেই লিপ্ত হইলাম! জীবনে বেদনিকা পড়িল। তাহার পর তাহার পর এই শ্মশানে উভয়ের সৎকার করিয়া ১২ বৎসর কাল দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। এই শ্মশানে আবার আসিয়া অনুতাপানলে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—হইবে কি?"

আমি বহুক্ষণ সাধনা করিলাম। পরে উভয়েই গভীর রাত্রে গৃহে ফিরিলাম।

নৌকাডুবি।—মুন্সের ও রাজমহলের মধ্যবর্ত্তী নদীর পরস্রোতে ৭০ জন আরোহীপূর্ণ একখানা ফেরী বোট জলনিমগ্ন হইয়াছে। কেবলমাত্র ৮ জন ব্যক্তি তীরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই ডুবিয়া মরিয়াছে। কি দুর্দ্দৈব!

ইক্ষুরোগ।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে একটি ইক্ষুরোগ দেখা দিয়াছে। জাভা মৌরিও মরীসস্ দ্বীপ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে বহুলপরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, সে সমস্ত স্থানেই প্রায় এই রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮৯৬ সালে গবর্ণমেণ্টের সাহারাণপুরস্থ বাগানের অধ্যক্ষ মিঃ গোলান উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই রোগ দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে ১৮৯৮ সালে গোদাবরী নদীতীরস্থ ইক্ষুক্ষেত্র সমূহে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার বুরণ্‌কে ইহার তদন্তের ভার অর্পণ করেন। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর কয়েক স্থান হইতেও ইহার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। ফলতঃ, এক্ষণে ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের এসোসিয়েসনের কতিপয় সভ্যের নিকট হইতে ইহার আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি সভ্যের পত্র কৃষকের পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহুল পরিমাণে ইক্ষুর চাষ করিয়া থাকেন। এই রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার ক্ষেত্রের অধিকাংশ ইক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় রোগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহার লক্ষণাদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তথাপি সামান্য চেষ্টায় যে সমস্ত লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তৎসমুদয় এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল।

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৪ সালের মধ্যে কতকগুলি রোগদুষ্ট ইক্ষু লণ্ডনস্থ কিউ-উদ্যানে পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। উক্ত সময়ের কিউ বুলেটিন নামক পত্রিকায় মিঃ মার্শি নিম্নলিখিত রোগের লক্ষণ, পৃথিবীর

কতিপয় স্থানে রোগ আবির্ভাবের বিবরণ ও নিবারণের উপায়াদি প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কয়েক সংখ্যা কিউ বুলেটিন হইতেই নিম্নলিখিত রোগের বিবরণাদি গৃহীত হইল।

এই রোগ অবস্থা ভেদে রিঙ অথবা রুট ফাঙ্গাস্ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত দুইটী রোগ স্বতন্ত্র রোগাণু দ্বারা উৎপাদিত হয় বলিয়া বিবেচিত হইত। যে রোগে প্রধানতঃ ইক্ষুদণ্ড নষ্ট হইয়া যাইত তাহাকে রিঙ ফাঙ্গাস্ এবং যাহাতে প্রধানতঃ ইক্ষুমূল নষ্ট হইত তাহাকে রুট ফাঙ্গাস বলা যাইত। এক্ষণে রোগবিৎ পণ্ডিতেরা বহু অনুসন্ধানের পর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, উভয় স্থলেই এক পরমাণু দ্বারাই রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই রোগাণু আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ বিশেষ এবং ইহা ট্রাইকোস্ফেরিয়া সাকারাই (Trichosphæria Sacchari—Massee) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ইক্ষুদণ্ডের মধ্যস্থলে অথবা গোড়ায় এই রোগ আবির্ভূত হয়। প্রথমাবস্থায় ইক্ষুদণ্ডের বহির্দ্দেশে রোগের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইক্ষুদণ্ডের প্রস্থদিকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দুই একটী রক্তবর্ণ চিহ্ন দেখা যায় এবং তাহার পর আবার দৈর্ঘ্যে ব্যবচ্ছেদ করিলে রক্তবর্ণ রেখার ন্যায় চিহ্ন সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। গাইটের কাছে এই সমস্ত রেখা কতকগুলি রেখায় বিভক্ত হইয়া যায়। দণ্ডগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস রোগাক্রান্ত হইলে দণ্ডের গায়ে রক্ত অথবা ধূসরবর্ণ কতকগুলি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দাগ রৌদ্রের উত্তাপে ইক্ষুদণ্ডের গায়ে যে সকল দাগ হয় তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাদের ধারগুলি অস্পষ্ট অর্থাৎ দাগ মেশিয়া কতখানি স্থান ব্যাপিয়া দাগ হইয়াছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। যে স্থানে দাগ রেখা দিয়াছে ইক্ষুদণ্ড কাটিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার ঠিক নিম্নস্থ অংশ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ একস্থান আক্রান্ত হইলে রোগ উপরে নীচে দুইদিকেই বাড়িতে থাকে। প্রথমতঃ fibre আঁইস রক্তবর্ণ হইয়া উঠে এবং তৎপরে cellular tissue* পচিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় একটী ইক্ষুদণ্ড লৈর্ঘ্যে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে দণ্ড মধ্যস্থ সমস্ত স্থানেই গোলাকার অথবা ঈষৎ লম্বা রক্তবর্ণ দাগ সমূহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত রক্তবর্ণ দাগ সমূহের মধ্যস্থল ক্রমশঃ সাদা হইয়া যায় এবং ঐ স্থান অনেকটা সাদা পশমের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, tissue টিস্যুগুলি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে। ইক্ষুগুলি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার দুই এক দিবস পরেই গাইটের ভিতরে এবং বাহিরে কতকগুলি কাল চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাল চিহ্নগুলি অনেকগুলি রোগ বীজের সমষ্টি। এই চিহ্নগুলি দেখা দিবার সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেই ইক্ষুর কাণ্ড পাতা মূল প্রভৃতি সমস্তই পচিয়া শুকাইয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণবর্ণ রোগবীজগুলি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষেত্রস্থিত অপর ইক্ষুদণ্ডে প্রবেশ করে এবং অল্প দিনের মধ্যে ক্ষেত্রের অধিকাংশ ইক্ষুই এই রোগাক্রান্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগদুষ্ট ইক্ষুদণ্ডগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় কতকগুলি বীজ অথবা কীটের ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ Moth borer (মথ বোরার) নামক এক প্রকার কীট ইক্ষুদণ্ডে ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। ইহারা আখের বিশেষ শত্রু। ইহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে হইলে ইক্ষু ক্ষেত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইন্দুরেরা যে স্থানে ছিদ্র করিয়া ইক্ষুদণ্ডে প্রবেশ করে, সে সমস্ত স্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত

* পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটি আঁইসের মাঝখানে যে পদার্থ থাকে তাহাকে সেলিউলার টিস্যু (cellular tissue) বলে।

Trichosphæria Sacchari রোগের বীজ প্রবেশ করিবার বিশেষ সুযোগ হয়।

এক্ষণে রোগ নিবারণের কতকগুলি উপায় আলোচনা করা যাইবে। যে সময়ে ক্ষেত্রের অধিকাংশ শস্য এই রোগাক্রান্ত হইয়াছে তখন ইহার কোন প্রতীকার নাই। তবে রোগ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া যাহাতে ফসলের ক্ষতি না করিতে পারে তজ্জন্য কতকগুলি উপায় উদ্ভাবিত করা হইয়াছে।

রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ডগুলি ক্ষেত্রেই পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। উক্ত দণ্ডগুলি ক্ষেত্রে পচিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। দণ্ডের গায়ে কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখা দেওয়ার পূর্ব্বেই পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

২য়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ (যেমন বাঁশ, গম, ভুট্টা প্রভৃতি) না রাখিলেই সুবিধা হয়, কারণ ইহাও দেখা গিয়াছে যে উক্ত উদ্ভিদ সমূহে এই রোগবীজ পরিপুষ্ট হইতে পারে।

৩য়। যে জাতীয় আখে এই রোগ দৃষ্ট হইয়াছে, সেই জাতীয় আখ হইতে বীজ না গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশস্থ বোম্বাই আখে কয়েক বৎসর হইতে "ধসা" নামক যে রোগ দেখা গিয়াছে তাহাও কয়েক স্থলে এই রোগ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং বীজ রোপণ করিবার সময়, যে দণ্ড হইতে বীজ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা রোগদুষ্ট কি না তাহা বিশেষ করিয়া দেখা উচিত এবং যে ক্ষেত্রে ঐ আখ জন্মিয়াছিল, সে ক্ষেত্রে রোগ আবির্ভূত হইয়াছিল কি না তাহাও জানা আবশ্যক। কলতঃ, যে আখে রোগ দেখা গিয়াছে, সে জাতীয় আখ চাষ না করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় রোগবিহীন ইক্ষুবীজ রোপণ করাই প্রশস্ত।

৪র্থ। ইক্ষুবীজের রোগহীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইলে বীজ অন্ন সময়ের জন্য তুঁতের জলে ভিজাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই তুঁতের (Copper sulphate) জল প্রস্তুত করিতে হইলে ১০০ ভাগ জলে ১ ভাগ তুঁতে মিশ্রিত করিতে হয়।

৫ম। সর্ব্বশেষে যে ক্ষেত্রে ইক্ষুরোগ দেখা দিয়াছে তাহাতে দুই এক বৎসরের জন্য ইক্ষু চাষ না করিয়া অপর কোন ফসল চাষ করিলে ক্ষেত্রে রোগবীজ একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতে পারে।

যাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ইক্ষু চাষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই রোগ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ জানিয়া রাখা উচিত। তজ্জন্য আমরা এই প্রবন্ধের শেষে যে কয়েকটী পত্রিকায় রোগের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা দিলাম। কিন্তু সকল সময় ইহা নিবারণ করা সহজ নহে; তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও রোগের কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। ইক্ষুদণ্ড বিশেষ পরিপুষ্ট হইবার পর রোগাক্রান্ত হইলে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে চিনি পাওয়া যাইতে পারে, কারণ রোগের লেশাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতেই দণ্ডগুলি কাটিয়া লইয়া রস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত প্রকার দণ্ড হইতে যে চিনি পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ কম এবং চিনিও তত ভাল হয় না। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাঠ করুন—

1. Kew Bulletin July 1893 p. 149.
2. " Dec. " p. 345.
3. " March 1894 p. 81.
4. " May " p. 15.
5. " June " p. 16.
6. " April & May 1895 p. 81.
7. " " May & June 1896 p. 196.
8. Mr. George Massee—Annals of Botany Vol. VII. Dec. 1893 p. 515.
9. Agricultural Ledger No. 8 of 1898.
10. " 13 of "

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড। তারিখ ৬ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩০৭ সাল। ৩য় সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
বিবিধ সংবাদ	৩১
কলিকাতা গেজেট	৩৫
কবিকাতা	৩৫
বালিকার উক্তি (পদ্য) ...	৩৬
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা ...	৩৬
বিজ্ঞাপন	৩৭
যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩৯
মফঃস্বল সংবাদ	৪০
দেশী [illegible]বর্ত্তী	৪১
[illegible]	৪১
গৌ[illegible]কার	৪২
নারিকেল	৪৩
[illegible]	৪৫
কৃষি সংবাদ	৪৬
গাছে [illegible] দিবার [illegible]	৪৭
বাগানের মাসিক কার্য্য	৪৮

পূজার অবকাশের পর আবার আমরা পাঠকগণের নিকট উপনীত হইলাম। চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে আমরা আমাদের পাঠকবর্গ ও উৎসাহদাতাদিগকে বিজয়ার যথারীতি প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও সাদরসম্ভাষণ করি।

বিবিধ সংবাদ।

বিপদ।—গত মহালয়াবসে বিহারে অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। চাঁদা করিয়া সাহায্যের চেষ্টা হইতেছে।

স্মরণ চিহ্ন।—মৃত মহাত্মা জজ গোবিন্দ রেনের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনোদ্দেশে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রেলে মৃত্যু।—বজবজে একটী বালক রেলের লাইনের উপর দিয়া যাইবার সময় ট্রেনে কাটা পড়িয়াছে।

মৃত্যু। ত্রিবাঙ্গুরের রাজকুমার মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা বিগত বুধবারে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তিনি স্বল্প বিরাম জ্বরে ভুগিতেছিলেন।

ভূমিকম্প।—গতপূর্ব্ব রবিবার যোধপুরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। কম্পন ২ মিনিট কালস্থায়ী হইয়াছিল।

বৃষ্টি।—গতপূর্ব্ব শুক্রবার পর্য্যন্ত আসামে বৃষ্টি হয় নাই। তবে ধুবড়ি ও সিবসাগরে যৎকিঞ্চিৎ হইয়াছিল। শিলঙে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

এটর্ণি পরিক্ষা।—বোম্বাই হাইকোর্টে, এটর্ণি হইবার জন্য ১২ জন "আর্টিকেল ক্লার্ক" পরীক্ষা দিয়া ছিলেন। একজন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বরদা রাজের গুইকোয়ার।—পাঁচ বছরের দুর্ভিক্ষ রিলিফ্ কার্য্যে ৪০,০০০০০ চল্লিশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রজা বৎসল রাজার এইরূপই হওয়া উচিত।

বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা।—বিলাতের ব্যবস্থাপক সভার (পার্লামেন্ট সভার) সভ্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। এবারেও রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের পক্ষে কেবল ভাওনাগরি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বড়লাট।—বিলাতের বড় কর্ত্তারা নাকি আমাদিগের বড় লাটকে নবগঠিত পার্লামেন্টে উচ্চপদে সমাসীন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ লোকরঞ্জন শাসনকর্ত্তা অকালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মৃত্যু।—যশোরের মুন্সেফ বাবু ব্রজেন্দ্রলাল দে এম, এ, বি, এল, বিগত ৩০ শে সেপ্টেম্বর মারা গিয়াছেন। ইঁহার ৩৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইনি সুবিচারক, দানশর ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

দান।—মহিশুরের জনৈক ভদ্রলোক মাদ্রাজে একটী পশুচিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা একাউন্টাণ্ট জেনারেলের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এবং এই জন্য আরো অনেক চাঁদা সংগৃহিত হইয়াছে। মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের অনুমতি পাইলেই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইবে।

নূতন রোগের উৎপত্তি।—সভ্যতা যত বাড়িতেছে, ততই নূতন নূতন রোগ দেখা দিতেছে। বৈদ্যুতিক পাখা মাথার উপরে গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা ঘুরিতে থাকে বলিয়া মাথার অনবরত হাওয়া লাগিয়া মাথায় সর্দ্দি জন্মে ও হাঁচি হয়। এই রোগ আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে প্রথম দেখা দিয়াছে। ইহা শীঘ্র না আরোগ্য হইলে ইহা হইতে টনসিলাইটিস্ হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত পীড়া দায়ক এবং অনেকটা সংক্রামক। আমরা ঠেকিয়া শিখিবার অপেক্ষা না করিয়া দেখিয়া শিখিলেই ভাল হয়।

স্ত্রীলোকের ব্যবসায়।—আজকাল চুরুট, চা ও মদ্যশালা প্রভৃতি বিশ্রামাগারে সচরাচর স্ত্রীলোকদিগকে ব্যবসা চালাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এ দৃশ্য যে রুচি সঙ্গত নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে ইংরাজ আমাদের রাজা, তাঁহারা যে বিষয়ের অনুমোদন করেন, সে বিষয়ে হস্তাবলক হইবার আমাদের অধিকার নাই। ইংরাজের রীতি-নীতি সকলই স্বতন্ত্র, আমরা যাহা ভাল বিবেচনা করি, অনেক স্থলে তাহা তাঁহাদের অপ্রিয় হয়, এই হিসাবে আমাদের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রিয় হইয়া থাকে।

বাঘের খেলার বিপদ।—রামগোপালপুরে রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরি বাহাদুরের বাটীতে পূজার সময় এবার বাঘের খেলা দেখান হইয়াছিল। বিখ্যাত প্রফেসার শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেলা দেখাইয়া ছিলেন। তিনি দর্শকবৃন্দকে খেলা দেখাইবার জন্য যখন বাঘের পিঞ্জরার ভিতর প্রবেশ করেন তখন সহসা বাঘটা তাঁহাকে আক্রমণ করে। বাঘের সহিত ১৫ মিনিটকাল যুদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে প্রাণ লইয়া কোন প্রকারে পিঞ্জরা হইতে বহির্গত হন। বাঘটা নাকি সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। এখনও ভাল পোষ মানে নাই। বাঘটার নামকরণ হইয়াছে 'রাজা'। রাজা বলিয়াই বুঝি এই বিক্রম।

আসামে শিক্ষা।—আসামে শিক্ষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গত পূর্ব্ব বৎসর সাধারণ বিদ্যালয় সমূহের বালকদিগের সংখ্যা ৮৮০৪১ ও বালিকাদিগের

সংখ্যা ৭৮২৩ ছিল। গত বৎসর বালকদিগের সংখ্যা ৯২৪৩০ ও বালিকাদের সংখ্যা ৮৫৪২ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অধিবাসিগণের মধ্যে শত-করা ২২·০৩ জন ও স্ত্রী অধিবাসীগণের মধ্যে ২·১৬ জন বিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু ইহা যথাক্রমে ২০·৪৮ ও ১·৯৮ ছিল। সমুদয় বিদ্যার্থীর সংখ্যা ১৮৯৮।৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯৯৮২৩ ছিল; এক্ষণে ঐ সংখ্যা ১০৭৬৮৮। শিক্ষাবিভাগের ব্যয় গত বৎসর সমুদয়ে ৭২১৪২৮ টাকা হইয়াছিল। গত পূর্ব্ববৎসর ব্যয় ৬৬২৪৬৯ টাকা হইয়াছিল। স্থানীয় বোর্ড সমূহ প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করে সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

কলিকাতা গেজেট।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০০।

সাধারণ।—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কঃ বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ১ মাসের ছুটি পাইলেন। ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কঃ এবং পাটনা বিভাগের কমিসনারের অঃ পার্শন্যাল এঃ বাবু বিষিনাথ চাটুজ্জি ২ মাস ১২ দিনের বিদায় পাইলেন। ছুটপ্রাপ্ত ডিঃ ও সেঃ জজ মিঃ ডি কানেরণ হুগলীর ডিঃ সেঃ জজ হইলেন।

কলিকাতা।

চুরি।—একব্যক্তি বিনা অনুমতিতে চণ্ডু প্রস্তুত করিয়াছিল। ১০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

জলমগ্ন।—কলিকাতা গোলদিঘিতে ৬০ বৎসরের একটী বৃদ্ধা জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে। লাসটী জলে ভাসিতেছিল।

নৌকালুট।—গতপূর্ব্ব মঙ্গলবারে ধাপার নিকট বংশপূর্ণ একখানি নৌকা প্রায় ৫০ জন দস্যুতে লুট করিয়াছিল। তিনজন ধরা পড়িয়াছে। আলিপুরে বিচার হইতেছে।

যাদুঘর।—৪৯৪১১ জন লোক গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিল। মাসের মধ্যে ২২ দিন খোলা ছিল। গড়ে প্রত্যহ ২,২৪৫ লোক যাদুঘরে গিয়াছিল।

দণ্ড।—সেদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য পরীক্ষক ডাক্তার লাহিড়ীর চেষ্টায় একজন ঘৃত বিক্রেতার ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের জন্য ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অর্থদণ্ড দিতে অপারগ হইলে তাহাকে দুই সপ্তাহের জন্য কারাগারে যাইতে হইবে।

মৃত্যুসংখ্যা।—২৯ সেপ্টেম্বর সপ্তাহে সহরে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬৯ জন মরিয়াছে। ৫২ জন কলেরায়, ৯ জন প্লেগে, ৯ জন বসন্তে, ৭ জন ধনুষ্টঙ্কারে, বাকী জ্বরে ও অন্যান্য কারণে মরিয়াছে। মহরতলীতে মোট ৬১৩ জন মরিয়াছে। ১৫২ জন উলাউঠায়, ২১ জন প্লেগে, ১ জন বসন্তে, ১ জন ধনুষ্টঙ্কারে, বাকী জ্বরে ও পেটের পীড়ায়। এ সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা বড়-বেশী। অজস্র বারিপাতের পর সপ্তাহে কি না!

কলিকাতা সাধারণ পুস্তকাগার—ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই সাধারণ পুস্তকালয়টী পাস বহলে আনি-বার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহার বর্ত্তমান মালিকগণকে ২১,০০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। একণে কিন্তু প্রত্যেক মালিককে তাঁহা-দের নিজ নিজ প্রত্যেক অংশের জন্য ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে রাজী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবটী আলোচনা করিবার জন্য গত ১৮ই তারিখে মালিকগণ একটী সভা করিয়াছিলেন, সভাতে উপস্থিত মালিকগণ একমত হইতে পারেন নাই—কেহ বলি-তেছেন যে লাইব্রেরীর বর্ত্তমান মূল্য প্রায় ২,৫০,০০০৲ টাকা সুতরাং প্রত্যেক অংশের জন্য কেবলমাত্র ৫০০৲ টাকা লইয়া এই পাঠাগারের স্বত্ব ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কেহবা বলিয়াছেন যে টাকার জন্য বড় একটা আসে যায় না; যদি তাঁহারা এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি লাইব্রেরী হইতে পাঠের জন্য পুস্তকাদি যথারীতি পাইতে থাকেন তাঁহা হইলে তাঁহারা উক্ত

পাঠাগারের সমস্ত স্বত্ব এককালে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হাতে গেলে তাঁহাদের সে সুযোগ থাকিবে না—এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া লাইব্রেরীর মালিকগণ উক্ত লাইব্রেরীর ও মেট্‌কাফহলের উপরতালার লাইব্রেরীর ঘরটীর সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবটী সকলের অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বালিকার উক্তি।

(বালিকা ও মেনীছানা।)

মেনীছানা, তোরে বড় ভাল বাসি।
দেখিলে আমারে নিকটেতে আসি,
লেজটি তুলিয়ে, পায়ে পা ঘসিয়ে,
ডাকিয়ে ডাকিয়ে, কি যেন বলিয়ে,
কত যেন তুই জানাস্ আদর।
এত কিরে আছে ভালবাসা তোর?

খাবার সময়ে, মুখে থাক চেয়ে,
মনে কি কহিস্, তোরে নাহি দিয়ে,
কিরূপে মুখেতে দিলাম খাবার,
তাই কি ভাগের তুইরে আমার?

আমায় বসিতে দেখিস্ যখন;
তুইরে নিকটে আসিতে তখন;
ধীরে ধীরে ধীরে, কোলের উপরে,
উঠিয়া আদরে, ঘড় ঘড় ক'রে
কোলে ঘুমাইতে করিস্ যতন।
এত আকুলতা তোর কি কারণ?

তুই কি আমার যাদুমণি ধন?

ইঁদুরের ছানা কখন ধরিয়া,
ডাকিয়া ডাকিয়া আমারে খুঁজিয়া,
মেটি মুখে ক'রে, এ ঘরে ও ঘরে,
দেখাবার তরে, বাস ফিরে ফিরে,
খুসী করিবার এত কি যতন?
আমি খুসী হ'লে খুসী তোর মন?

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

ত্রিস্রোতা। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত শশিকুমার নিয়োগী এম্, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। অবতরণিকায় "ত্রিস্রোতা" নাম দিবার কারণ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রকটিত। তাহা হইতে জানা যায় যে "ত্রিস্রোতা" উত্তরবঙ্গের একটী প্রসিদ্ধ নদ এবং এই পত্রিকারও নীলাম্বর উত্তরবঙ্গ এই জন্য ইহার "ত্রিস্রোতা" নাম রাখা হইল; ইহার পর আরও একটী কারণ দেখান হইয়াছে তাহা এই দার্শনিকগণের মতে মনোদেবের তিনটী স্রোত—বুদ্ধি, ইচ্ছা ও ভাব। মনের এই তিনটী স্রোত আনন্দের নিকট দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যরূপে দেখা দিতেছে। এই তিনটী বিষয় পত্রিকার আলোচ্য বলিয়া "ত্রিস্রোতা" নাম রাখা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য:—পত্রিকা দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন; কেবল রাজনীতি ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের উপর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। যে সকল বিষয়ের ফল বল হইতে পারে তাহা বিধিবৎ পরিত্যক্ত হইবে। "ত্রিস্রোতা" যেমন উত্তর বঙ্গকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত সেইরূপ এই পত্রিকাখানিও বঙ্গসাহিত্যকে নানা ফল ফুলে সজ্জিত করিতে চেষ্টিত থাকিবেন। "ত্রিস্রোতার" এই উদ্দেশ্যে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা যেন "ত্রিস্রোতা" এই উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করে।

এই সংখ্যার "ত্রিস্রোতা"য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু শশিকুমার নিয়োগী মহাশয়ের "আকাশ" ও "কাব্য" (অসম্পূর্ণ) নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র মোহন সিংহ লিখিত "শরতের প্রকাশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কবিতা গুলিও সুন্দর হইয়াছে।

বিজয়া।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চমৎকারিত্ব, বিচিত্রতা, মনোহারিতা, পরিবর্ত্তনশীলতা সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান্ কালের অমোঘ শক্তিতে সম্পাদিত। কালশক্তিতে জগতের যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আজ যে ক্রোরেপতি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে কষ্টবোধ করিতেছেন, শত শত দাস দাসী যাঁহার আজ্ঞাপেক্ষায় তটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান, কাল সে কালের বিপর্য্যয়ে তরুতলবাসী। কালশক্তিতে যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা চিন্তা করিতে গেলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই কালের পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে কত লোকের যে সৌভাগ্য সূর্য্যেরও উদয়াস্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের এই বঙ্গদেশও কালের কুটীলসম কঠিন হস্তে কত নিগ্রহ না ভোগ করিয়াছে? একদিন বঙ্গদেশের সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিলনা, তখন কত মহাত্মা তাহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন বঙ্গদেশের দুরবস্থার সীমা নাই। আমরাও দুঃখীর সন্তান, অন্ধ, আতুর, অক্ষম হইয়াছি। মাতৃদুঃখ মোচনের শক্তি আমাদের নাই। আমরা যাতনা রাক্ষসীর করাল মুখব্যাদানে সর্ব্বদাই অস্থির।

সেই কালের পরিবর্ত্তনে বর্ষান্তে শরৎ আসিলে প্রকৃতিদেবী নব সাজে সজ্জিতা হইয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দময়ীর আবাহনার্থ অগ্রসর হয়। প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে সঙ্গে মা আসিবে বলিয়া সমস্ত ভারতও আনন্দে ভাসিতে থাকে।

মা আনন্দময়ী আসিলেন আর চলিয়া গেলেন; তিন দিন তিন মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। সুখের সময় দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায় কিন্তু দুঃখের সময় আর যায় না। দেখিতে দেখিতে দশমী আসিল। দশমীর পূজা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে বিসর্জ্জনের সময় সমাগত হইল। সকলে নববস্ত্র পরিধান করিয়া "শ্রীশ্রীদুর্গা" নাম লিখিয়া মায়ের দেবেন্দ্রপূজিত, সম্বরণাঙ্কিত পদে অঞ্জলি দিলেন। তৎপরে পুরোহিত বিসর্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিলেন। মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। "মা" "মা" বলিয়া ভক্তপ্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইল।

সম্বৎসরের আশার ধন, পরপদদলিত বাঙ্গালীর সম্বল আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠানভূমি প্রতিমার বিসর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া ভক্তপ্রাণ মাতৃশোকে অধীর হইয়া উঠিল। তৎপরে অতি কষ্টে চক্ষের জল মুছিয়া সম্বৎসরের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই চিরপরাধীন বঙ্গবাসীর বিদায়বাণী অনেকদিন দূরীভূত হইয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইলে কুলমহিলাগণ সুন্দর বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হইয়া বরদার বরণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। হুলুধ্বনিতে মণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের হৃদয়ও কম্পিত হইল। অপরাহ্নে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে প্রতিমা লইয়া নদীর ধারে গমন করিতে লাগিল। সেই বিষাদ পূর্ণ বাদ্য শুনিয়া প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

আজ নদীতটে লোকে লোকারণ্য। মায়ের বিদায়ে সকলেরই হৃদয় শোকভারাক্রান্ত। ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, সুস্থ, অসুস্থ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই মায়ের আগমনে যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, আজ মায়ের বিদায়ে সকলেরই হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পালা পড়িয়া গেল। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিলে পর মুহূর্ত্তমধ্যে রণ-রঙ্গিণী, মহিষাসুরদর্প-ভঙ্গিণী, সর্ব্বসৌভাগ্য দায়িনী বিশ্বজননীর বাহ্য মৃন্ময়প্রতিমা বারিগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল। বাঙ্গালীর শারদোৎসব বঙ্গের রাজসূয়, কলির অশ্বমেধ এই খানেই শেষ হইল।

এইরূপে বিসর্জ্জন শেষ করিয়া শোকোদ্দীপক বাক্যের সহিত চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপ এখন হতশ্রী। চণ্ডীমণ্ডপের শূন্য বেদিকায় একটী পূর্ণ ঘট বিরাজ করিতেছে। পার্শ্বে একটী ঘৃতপ্রদীপ ক্ষীণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া মণ্ডপের অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত করিতেছে। সকলেই মণ্ডপে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

তৎপরে গুরু লঘু ভেদে অভিবাদন, স্নেহাশীর্ব্বাদ

ও সাদরালিঙ্গনের আদান প্রদানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। নিষ্ঠুর বঙ্গদেশ আজ কিরূপ নবজীবন লাভ করিয়াছে। জগৎবাসি! দেখ, একান্নবর্ত্তী হিন্দু সংসারে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃভাব আছে কি না? আজ হিন্দুর সংসার শান্তির আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই বিজয়ালিঙ্গন কোথা হইতে আসিল?

শাস্ত্রে বলে, শ্রীরামচন্দ্র বিজয়া দশমীতে দশাননকে বধ করিয়া বিদেহলক্ষ্মীর সহিত অঙ্কলক্ষ্মী লাভে কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য ইহা বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ, জগৎসুদ্ধ কপিসৈন্যগণ সেই রক্তাক্ত কলেবরে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর আলিঙ্গন করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, আজি আমরা তাহারই অনুকরণে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি।

কালের কঠোর নিগ্রহে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় ভারতবাসীর জয় পরাজয় উভয়ই সমান। পরপদ প্রহারে ভারতবাসী কঙ্কাল সার, বর্ত্তমান ভাবিয়া ভবিষ্যতের সুখ অতলজলধিগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু যখন বিজয়া দশমীর বিজয় বাদ্য দিক দিগন্ত কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠে, যখন প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে করিতে আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল সিক্ত হয়, তখন শত্রু মিত্র জ্ঞান থাকে না। সর্ব্বত্রই সাম্য, মৈত্রী, সখ্যভাব অবাধে প্রবাহিত হয়। গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, সমবয়স্কের গাঢ়ালিঙ্গনে আশীর্ভাজনের নমস্ক্রিয়ায় সব ভুলিয়া যাই। তখন মনে হয় আমরা পাপতাপপূর্ণপৃথিবী ছাড়িয়া মার সহিত যেন দিব্য লোকে আসিয়াছি। কিন্তু যখন উষার অরুণ কিরণে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ নিরীক্ষণ করি তখন বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারি, তখন মনে হয় সুখ চিরস্থায়ী নয়। তখন দেখি কোথায় বা রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব কোথায় বা সেই সংব্রহ্মণ্যভাবভোলা একান্ন ভাবোদ্দীপক আনন্দালিঙ্গন? তখন মনে হয় সব স্বপ্ন, সমুদয় মরীচিকা। তখন দেখি যে সেই নিস্তব্ধতা, সেই নিস্পন্দতা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। শত্রুর বিকট ভৈরব হাস্য কতগুলা কঙ্কালকে সহস্র করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভারত যায় যায়, কোথা মা আদ্যাশক্তি, এখন একবার দেখা দাও। রামচন্দ্র তোমার পূজা করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি পূজা করিয়া ভারতবাসী কি ফল লাভ করিল? কিছুইত দেখিতেছি না। কেন সেইত যাতনা রাক্ষসী আসিয়া ভীষণ দংশনে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। মা! তবে কি সমস্তই বিফল হইল? মা! পাষাণের কন্যা কি সত্যই পাষাণী হইলে?—উঃ কি নয়! মা, তোমার যে উপযুক্ত পূজা হয় নাই তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিলাম না কেবল তোমারই দোষ দিতেছি। বল দেখি ভাই! এই যে গৃহে গৃহে প্রতিমা, পল্লীতে পল্লীতে উল্লাস কিন্তু কয় জন কপটতা, স্বার্থপরতা, গর্ব্বিত আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নীরব দেবেন্দ্রপূজিত শঙ্কর বাঞ্ছিত পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে? কয়টী গৃহে প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবে পূজা হইয়াছে? প্রায় সর্ব্বত্রই নরমূর্ত্তী বানরগণের রাক্ষসী বিলাস; পাষণ্ডগণের তাণ্ডব নৃত্য; কোথায় সেই এক প্রাণতা? কোথায় সেই অতুলনীয় তন্ময়তা? এখনও আত্মাভিমান পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; নিজের সমৃদ্ধতা দেখাইবার জন্য পূজার আয়োজন; দুই চারিটা ছাগ পশু উৎসর্গ করিয়া তুমি অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়াছ। তোমার আত্মোৎসর্গ কোথায়? যত দিন তুমি আড়ম্বর ত্যাগ করিতে না পারিবে, যত দিন অহঙ্কার না ছাড়িবে, ততদিন রামচন্দ্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মবলি দিতে না পারিবে, ততদিন শারদীয়া পূজা অহঙ্কারের দৃষ্টান্ত, আড়ম্বরের আদর্শ, আতন্ত্রিকতার উদাহরণ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; ততদিন তোমার বিজয়া উৎসব উন্মাদের ভ্রান্তিবিলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; ততদিন তোমার পক্ষে ভারত যে শ্মশান, সেই শ্মশানই থাকিবে।

মা! শেষে তোমাকেও বলি এই যে অহঙ্কার, এই যে আড়ম্বর, এ সকলই মা তোমার দোষ, তুমি যদি সন্তানকে সৎপথে আন তাহা হইলে কি, মা, আমরা কুপথে যাইতে পারি। মা! শেষে এই প্রার্থনা যে যেন ঐ দেবেন্দ্রপূজিত, শঙ্করবাঞ্ছিত পদে চিরসেবকরূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হই।

মনের দুঃখে অনেক কথা বলিয়াছি, যদি তাহাতে কাহারও মনে কষ্টের কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই সহজ শত্রুভাবভোলা একান্নভাবোদ্দীপক আনন্দ আলিঙ্গনের দিনে, সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃভাবের লীলার দিনে সমস্ত শত্রু ভাব ভুলিয়া একবার এস, ভাই, সকলে মিলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হই এবং মার কাছে প্রার্থনা করি, যেন এই মৈত্রীভাব সর্ব্বদার বিদ্যমান থাকে। একবার সকলে মিলিয়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি:—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারকর্ত্রী,
নমস্তস্য দুর্গে প্রসীদ প্রসীদ ত্বমেকা শরণ্যা ত্রিলোকে ত্রাহি দুর্গে।

যুদ্ধ প্রসঙ্গ।

চীন যুদ্ধ।—চীনের নরদিগের অধিনেতাগণের প্রতি রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। কাংই ও চাও-সু-চিয়াও এই দুইটী প্রধান কর্ম্মচারীর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে; কুমার টুয়ানকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে এবং কুমার চি ও ডিউক লানকে যাবজ্জীবন বন্দী করা হইয়াছে।

জাপান সৈন্য পিকিন হইতে ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যে রুষিয়া চীনের ১৪৪টী কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।

চীনের অনেকানেক গণ্যমান্য কর্ম্মচারী হয় শত্রু হস্তে অথবা নরদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন শুনা যায়। ইম্পিরিয়েল একাডেমির সভাপতি ওয়াং-ইং-চুং ও প্রায় আরোও ২০০ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, পিকিনে শক্তিপুঞ্জের আগমন বার্ত্তা পাইয়া, ভয়ে ও অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। পিকিনে অরাজে লুটপাট চলিয়াছিল—রাজকোষাগার হইতে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছে—প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না—পিকিনের প্রায় অর্দ্ধাংশ অগ্নিদ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে।

শক্তি-সমূহের সহিত একণে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। চীন রাজমাতা নাকি কুমার চিংকে শক্তিপুঞ্জের সহিত সন্ধিবন্ধনের ক্ষমতা দিয়াছেন। বৃদ্ধ লি-হাং-চাংও চীনের এই গোলমাল মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বৈদেশিক রাজপুরুষ গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে রাজমাতা কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া নরদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তিনি বলিতেছেন যে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহও চীনরাজ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশাধিকার করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তিনি আশা করেন যে সন্ধিপত্রদ্বারা শীঘ্রই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। এবং চীনে অচিরে শান্তি স্থাপিত হইবে এবং চীনবাসীর অশেষ দুঃখের অবসান হইবে।

জাপান বলিতেছেন যে যদি চীনরাজ্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বিভক্ত হয়, তিনি কোকিন রাজ্য গ্রহণ করিবেন এবং বোধ হয় ইয়াংসি রাজ্য (ইয়াংসি নদীর উভয়কূল) ইংরাজ অধিকার করিবেন। আবার ফ্রান্স ও জারমানির যুদ্ধ জাহাজ উক্ত নদীতে সজ্জিত হইয়াছে। কসিয়া মাঞ্চুরিয়া ত প্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন। চীন ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে!

বুয়ার যুদ্ধ।—বুয়ারেরা সেদিন আবার ইংরাজ দিগের একটী ট্রেন উল্টাইয়া দিয়াছে। সুবিধা পাইলেই কোন প্রকারে দুই দশ জন ইংরাজ সৈন্য মারিয়া, দশ বিশ জনকে বন্দী করিয়া তাহাদের প্রাণের আশা মিটাইতে এখনও ছাড়িতেছে না।

আমরা পূর্ব্বে ডি, ওয়েটের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিলাম—এখন দেখিতেছি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ডি, ওয়েট হত হন নাই। তিনি গত ১৪ই অক্টোবর তারিখে নিজের সৈনিকদিগের উপর হুকুম প্রচার করিয়াছেন যে তিনি যুদ্ধ করিতে বিরত হইবেন তাঁহাকে বন্দী করা হইবে। ডি ওয়েটের সৈন্যদল ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে।

কুমার স্বদেশ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে এখনও কি বুয়েরা কথা কয়, কেন তাহারা এখনও যুদ্ধ করিতেছে? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে তাহারা রাজ্যলাভের জন্য যুদ্ধ করিতেছে না, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে; সুতরাং যতক্ষণ তাহাদের ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিবে ততক্ষণ যুদ্ধ করিবে। যখন তাহারা জানিতেছে যে যুদ্ধাবসানে হয় সেণ্ট হেলেনায় না হয় লঙ্কাদ্বীপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে তখন যুদ্ধ করাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ের। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বিয়োচিত কথা বটে!

প্রিটোরিয়া হইতে লর্ড রবার্টস সংবাদ দিতেছেন যে অনেক বুয়র সৈন্য ইংরাজ হস্তে বন্দী হইয়াছে এবং ১৬,০০০ বুয়র অস্ত্র সমর্পণ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে লর্ড রবার্টস শীঘ্রই স্বদেশে যাইয়া সেখানকার সৈন্যের অধিনায়ক হইবেন। সেডভার বুলারেরও বিলাত যাত্রার স্থির হইয়া গিয়াছে।

মফঃস্বল সংবাদ।

হুগলি।—হুগলি জেলাতেও জল কম নহে। এখনকার প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ৩।৪ দিন ডাক বন্ধ হওয়াতে কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় নাই। শস্যের অবস্থা বড় ভাল নয়, তবে স্থানে স্থানে কিছু ধান্য হইয়াছে। এ জেলায় ম্যালেরিয়ার খুবই উপদ্রব দৃষ্ট হইতেছিল কিন্তু এই সর্ব্বদেশব্যাপী বৃষ্টিতে এ জেলার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহার আলোচনা করিতেছেন। কয়েক দিবস হইতে বৃষ্টির হ্রাস হওয়াতে, সকলেরই আনন্দিত হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে আর কাহাকেও প্লাবন পীড়নে পীড়িত হইতে হইবে না।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

মেদিনীপুর।—মেদিনীপুরের প্রায় অধিকাংশ স্থানই বৃষ্টির জলে প্লাবিত হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থানেই শস্যাদি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কয়েকদিনের মধ্যে কিছু জল শুকাইয়া যাওয়াতে অধিকাংশ স্থান প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী বাদলে একটী সুবিধা দেখা যাইতেছে। অনেক প্রধান প্রধান কৃষকেরা বলিতেছে, পূর্ব্বে বৃষ্টির অনাটনে সূর্য্যোত্তাপে যে সকল হৈমন্তিক ধান্য শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তাহা উক্ত বাদলে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া নির্দ্দোষ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই বাদানুবাদ করিতেছে যে, যদিপি এখন আর বৃষ্টি না হইয়া কার্ত্তিক মাসের ২।৪ দিবসে এক পশলা সামান্যরূপ বৃষ্টি হয় তাহা হইলেও ধান্যের কোন হানি হইবে না। মেদিনীপুর জেলায় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এরূপ মহাপ্লাবনে যে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব ক্রমশ হ্রাস হইবে তাহা অনেকেরই মনে স্থান পায় নাই। কয়েকদিবস রৌদ্রের সমাগমে ভূমি শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে অনেক দরিদ্রলোকের ও কৃষকেদের অনেক উপকার হইয়াছে, কারণ কৃষকগণ পূজার কিস্তীতে খাজনার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল এখন রৌদ্রের সমাগমে তাহারা আউশ ধান্য কাটিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাজনা বিতরণ করিতেছে। বোধ হয় এ জেলাতে আর মহাপ্লাবন সহ্য করিতে হইবে না কারণ কয়েক দিন আকাশ নির্ম্মল দেখা যাইতেছে। শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য।—কলিকাতায় বন্যা পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ প্রায় ৪৮,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহিত হইয়াছে। কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের গৃহে এই চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। এতদঞ্চলের অনেক গরিব প্রজা কিন্তু কোথায় যাইলে বা কাহার নিকট আবেদন করিলে সাহায্য পাইতে পারে তাহা জানে না। বন্যা পীড়িত ঐ সকল সাহায্য প্রার্থী দরিদ্র প্রজা, কি উপায়ে ও কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় সাহায্য পাইবে যাহাতে জানিতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত হইলে আমরা সুখী হইব।

দেশী সবজী।

বঙ্গদেশবাসীর অধিকাংশ অন্নাহারে পরিতৃপ্ত। অন্নাহার ব্যতীত এই গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে শরীরের স্নিগ্ধতা লাভ করা যায় না। এই হেতু—অন্ন—বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য, সুতরাং বাঙ্গালী "ভেতো" বাঙ্গালী। বঙ্গদেশে ধান্যের বহুল পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। কারণ আমাদিগের প্রাণ অন্নগত। "দুটি ভাত" না পাইলে বাঙ্গালীর ক্ষীণ প্রাণে বলসঞ্চার হয় না। ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, দুই চারি দিবস অন্নাহার না পাইলে, আমরা "দুটি ভাতের" জন্য কিরূপ লালায়িত হই। কিন্তু আমরা যে অন্নের জন্য লালায়িত হই—তিনি স্বয়ং স্বাদবিহীন পদার্থ বিশেষ। অন্ন ব্যঞ্জনসংযুক্ত না হইলে, আহারে তৃপ্তি হয় না: সবজী রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সবজী দুই প্রকার—দেশী ও বিলাতী। দেশী সবজীর বিষয় এই প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

দেশী সবজী ভারতবর্ষে বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে চাষ করা হইত, এক্ষণেও সেই নিয়ম প্রচলিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও কৃষির ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অথবা ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই—অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট ফসল হইত বলিয়াই—কৃষির উন্নতির দিকে পূর্ব্বপুরুষদিগের আদৌ দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কৃষিকার্য্যের প্রতি—কৃষিকার্য্যের উন্নতির প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য দেখা যায় না। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কৃষিকার্য্যে উন্নতি হৃদয়ঙ্গম হইলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তদ্দেশবাসীগণ কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন এবং আরও উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ভারতীয় কৃষির উন্নতি ও বিস্তার কল্পে মনোনিবেশ না করিলে, ভারতে কৃষির ও কৃষকের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না।

মৃত্তিকা।—কঠিন এঁটেল মাটী ও বালি মাটী ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার জমিতে দেশী সবজী চাষ করা যাইতে পারে।

সার।—গোবর, খইল প্রভৃতি সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা।—অধিকাংশ সবজী গাছ এক বৎসর কাল স্থায়ী। কোন কোনটা বহুকাল স্থায়ী। পূর্ব্বোক্ত প্রতি গাছ প্রায়ই বীজ হইতে উৎপন্ন এবং শেষোক্ত ডাল বা জড় হইতে জন্মে।

মূলা।

ভারতবর্ষে মূলার চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। মূলা দুই প্রকার। এক প্রকারের বীজ শীতের অনতিপূর্ব্বে বা শীতকালে বপন করা হয়। সেই মূলাই বড় হয়। আর একপ্রকার ছোট মূলার বীজ বর্ষার অনতিপূর্ব্বে বা বর্ষাকালে বপন করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত মূলাকে মূলা-শাক বলিলেও বলা যাইতে পারে। পাহাড়ে দেশেও মূলার চাষ হইয়া থাকে। নানাজাতি মূলা আছে। তন্মধ্যে লম্বা সাদা বা লাল দেশী মূলা ও বর্ষাতি মূলার চাষ বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। চীনের লাল গোল মূলা খুব বড় হয়।

মূলা চাষের জমি বারবার লাঙ্গল দিয়া ধূলির ন্যায় চূর্ণ করা আবশ্যক। কথায় বলে "শত চাষে মূলা" আবার কেহ কেহ বলেন "ষোল চাষে মূলা"। অর্থাৎ জমি যতদূর সাধ্য ধূলির ন্যায় চূর্ণ ও গভীর কর্ষণ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে।

বীজ বর্ষিত ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিয়া "মই" টানিয়া দিতে হয়। বীজ হইতে চারা ঘন হইয়া অঙ্কুরিত হইলে—ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ ঘনাঙ্কুরিত স্থান হইতে চারা তুলিয়া লইয়া অন্যত্র —স্বতন্ত্র স্থানে রোপণ করিতে হয়।

ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকানুযায়ী জলসেচন আবশ্যক।

মূলার বীজ ও মূল হইতে একপ্রকার বর্ণবিহীন বিকৃতগন্ধযুক্ত তৈল পাওয়া যায়। কখন কখন মাখাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্য কোন বিশেষ কাজে লাগে না।

মূলার বীজ ও মূলা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

খোঁয়াড় সংস্কার।

পাউণ্ড বা খোঁয়াড়ের কথা জানেন অনেকেই। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু বুঝেন অল্প লোকেই। খোঁয়াড়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক কৃষকদের, ভদ্রলোকদের সহিত সম্বন্ধ যে একেবারেই নাই তাহা নহে—তবে অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট অল্প। দরিদ্র কৃষকদিগকে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে খোঁয়াড়ের অত্যাচারে কিরূপ উৎপীড়িত হইতে হয়, তাহা মফঃস্বলবাসীর অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সম্যক অবগত আছেন!

খোঁয়াড় হইতে গবরমেণ্টের আয় যথেষ্ট, লাভ প্রচুর। গবরমেণ্ট খোঁয়াড়গুলি ইজারা দিয়া থাকেন। নিলামের ডাকে ইজারা বিলি হয়। ইহাতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা হাঁকে, খোঁয়াড়ের ইজারা তাহাকেই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ইজারাকারীরা নিঃস্বার্থভাবে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করে না—লাভের প্রত্যাশা রাখে। নিলামের ডাকের সময়, প্রতিযোগিতার মহড়ায় যত টাকায় ইজারা হস্তগত হইবে, খোঁয়াড় হইতে সেই টাকা তুলিয়া লাভ করা ইজারাকারীদিগের পক্ষে অনেকস্থলেই দুরূহ হইয়া উঠে। অগত্যা তাহারা খোঁয়াড়ের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া, জোর জবরদস্তিতে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে। গবর্ণমেণ্টও যে ইহা না জানেন এমন নয়। তবে খোঁয়াড়ে নাকি বিস্তর আয় কাজেই প্রতিকারের চেষ্টায় বড় একটা তৎপর হন না।

খোঁয়াড়ে যে ব্যক্তি গরু ধরিয়া লইয়া যায়, সে চারি পয়সা পায়। রাখাল বালকেরা প্রায়ই গৃহস্থের গরু চুপি চুপি খোঁয়াড়ে দিয়া আসে। গরু হয়ত বাঁধা আছে, চারি দিক একবার চাহিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই, আর অমনই তাড়াতাড়ি দড়িগাছি খুলিয়া গরুটী খোঁয়াড়ে দিয়া আসিল—চারি পয়সা সহজেই উপার্জ্জন হইল। এ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। যাহার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে লোকও বিপক্ষের গরু বিনা কারণে খোঁয়াড়ে দিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে, এ ঘটনা বিরল নহে।

তাহার পর ইজারাকারীদিগের অত্যাচার—প্রথম দিন খোঁয়াড়ে থাকিলে গরু লইয়া আসিতে চারি আনা দিতে হয়, তাহার পর প্রতিদিন চারি পয়সা করিয়া অধিক দিতে হয়। যাহার কাছে নিয়ম মত চারি আনা প্রাপ্য, ইজারাকারীরা তাহার নিকট হইতে ছয় আনা আদায় করে। যাহার নিকট ছয় আনা আদায়ের কথা, তাহাকে দশ আনা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। বলিয়াছি কৃষকদিগকে বেশী ভাগ খোঁয়াড়ের সম্পর্কে আসিতে হয়। তাহারা কি করে, ইজারাকারীরা যাহা চাহে, বাধ্য হইয়া অগত্যা তাহাই দিয়া গরু ফিরাইয়া আনে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও কৃষকদিগের অনুসরণ করে। কোথায় লোকাল বোর্ড—কে আবেদন করে, সামান্য দু চারি আনার জন্য হাঙ্গামা বাধায়? আর আবেদন করিলেও সহজে কিছু লোকাল বোর্ডের চৈতন্য হয় না, মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কাজেই খোঁয়াড়ের অত্যাচার দমনের উপায়ও নাই।

আবেদনে সুফলের প্রত্যাশা যে অল্প, তাহার

একটা বিশিষ্ট কারণও আছে। পয়সা দিয়া গরু কিনাইয়া আনা হয়। ইজারাকারীদিগের তাহার রসিদ দিবার নিয়ম প্রচলিত আছে! অধিকাংশ স্থলেই ইহারা কিন্তু রসিদ দিতে চাহে না—পাছে অন্যায় কার্য্যের প্রমাণ উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের হস্তগত হয় ও কর্ত্তৃপক্ষ গোলমাল বাধান! লোকে কি করে, গরুত আর খোঁয়াড়ে রাখিয়া আসিতে পারে না। প্রথমতঃ প্রতিদিন চারি পয়সা করিয়া অধিক দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ গরুর কষ্টও যথেষ্ট হয়,—কাজেই যত যত পয়সায় রাজি করা হয়, লোকে তাহাই দিতে বাধ্য হয়। ব্যাপার কিরূপ ও অত্যাচার প্রতিকারের উপায় কেমন সামান্য বুঝুন।

গবর্ণমেণ্ট যদি খোঁয়াড় ইজারায় বিলি না করেন এবং নিজ হস্তে ইহার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না। অবশ্য নিলামের ডাকে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা পাইতেন, আয় তদপেক্ষা কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধিও গবর্ণমেণ্টের যেমন একটা লক্ষ্য, অত্যাচার উপদ্রবের হ্রাস কি তদ্রূপ—অথবা তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় নহে? যদি হয়, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্ট অল্প বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এ কার্য্য চালাইবেন না কেন? স্বীকার করি, তাহাতে বজাট বাড়িবে, কিন্তু ঝঞ্ঝাটের অছিলায় সাধারণের অসুবিধা দূরীকরণে পরাঙ্মুখ হওয়া কি উচিত কার্য্য? আর যদি এ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট একান্তই অসম্মত হন, তাহা হইলে খোঁয়াড়ে গরু লইয়া যে চারি পয়সা করিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তুলিয়া দিতে আপত্তি কি? সাধারণে ইজারাকারীদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাহাতে সহজে অভিযোগ করিতে পারে এবং সামান্য অভিযোগেরও যাহাতে সবিশেষ তদন্ত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতেই বা গবর্ণমেণ্টের আপত্তি কি? আমরা আশা করি, আমাদের এ আন্দোলন গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

নারিকেল।

নারিকেলের শাঁস উপাদেয়, সুমিষ্ট ও উপকারী। নারিকেল হইতে সংসারের অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার শাঁস পুষ্টিকর ও অম্ল নাশক খাদ্য। অপরিপুষ্ট নারিকেল অর্থাৎ ডাবের জল শীতল ও স্নিগ্ধকারী পানীয়। শাঁস হইতে প্রস্তুত তৈল—রন্ধন কার্য্যে, গাত্রে ও মস্তকে মাখিতে ও আলো জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল তৈল মস্তিষ্ক শীতল রাখে, এবং খাইলে কড লিভারের তৈলের (Cod liver oil) কার্য্য করে। সিলোন (Ceylon) অর্থাৎ লঙ্কার অধিবাসীগণ নারিকেল তৈলে রন্ধন কার্য্য করে। নারিকেল তৈলে রন্ধন কার্য্য হয় শুনিলে আমাদিগের মনে কেমন একপ্রকার ঘৃণা উপস্থিত হয়। কোন কারণে ব্যঞ্জনাদি নারিকেল-তৈল-গন্ধযুক্ত হইলে—আমরা আমরা তাহা খাইতে পারি না। লেখকের সিলোনবাসী কোন ভদ্রলোকের সহিত এতৎসম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি নারিকেল তৈলাহারের গুণব্যাখ্যা বিশেষ প্রকারে করিয়াছিলেন। তিনি বলেন খাঁটি নারিকেল তৈল দুর্গন্ধযুক্ত নহে, অনায়াসেই উক্ত তৈলে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করা যাইতে পারে, এবং একবার অভ্যস্ত হইলে নারিকেলতৈলপ্রস্তুত দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে।

নারিকেল খইল উৎকৃষ্ট সার। গাছ হইতে নিঃসৃত সুমিষ্ট রসে মাদকতা শক্তি আছে এবং উহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। পাতায় ঘর "ছাওয়া" হয়। শুষ্ক নারিকেল শাখা জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করে। শাখায় কাটিতে মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের খোলে হুঁকা এবং সন্ন্যাসী ও ফকিরের পানপাত্র প্রস্তুত হয়। "ছোবড়া"য় দড়ি ও মাদুর প্রস্তুত হয়। অনেকে আবার "ছোবড়া"র গুটি করিয়া

অগ্নিসংযোগে তাড়ক খাইয়া থাকেন। এইরূপ এক নারিকেল গাছ হইতে সংসারের অসংখ্য আবশ্যকীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়।

নারিকেল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরিপক্ক ফল ও তাহার জল তৃষ্ণা নিবারণ করে ও শরীর শীতল রাখে। ফুল—সঙ্কোচক ও বলকারক। তৈল—কত দিগুর তৈলের কার্য্য করে এবং মাখিলে কেশের শ্রী-সম্পাদন হয়। স্ত্রীলোকেরা এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃত্তিকা।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নারিকেল চাষ হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে বহুদূরস্থিত দেশে নারিকেল গাছ ভাল জন্মে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সরস ও সারযুক্ত জমিতে নারিকেল চাষ হইয়া থাকে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী নারিকেলের ক্ষেতে সমুদ্রের জল প্রবেশ করিলে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু গাছের গোড়ায় কোন কারণে জল দাঁড়াইয়া না থাকে এরূপভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সমুদ্র বা বৃষ্টির জল ক্ষেত্রাভ্যন্তর্গত হইলেই নিকাশ হইয়া যাওয়া আবশ্যক। জল নিকাশ না হইয়া মূলদেশে বদ্ধ হইয়া থাকিলে নারিকেল গাছের অনিষ্ট হইবে।

বীজ বপন।

পাকা ঝুনা নারিকেল হইতে নারিকেল-চারা হইয়া থাকে। পুরাতন গাছ হইতে বীজনারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। যে গাছে অনেক নারিকেল ফলে—সেই রূপ গাছ হইতে বীজ লওয়া আবশ্যক। গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া এক মাস বা দেড় মাস বপন না করিয়া গরম ও শুষ্ক স্থানে তুলিয়া রাখিতে হয়। চারা প্রস্তুত করিবার নির্দ্দিষ্ট জমি (হাপর) গভীর ভাবে এক বা দেড় হাত পর্য্যন্ত কোপাইয়া সারসংযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাই, চূর্ণ গোবর সার ও সামান্য লবণ ঐ জমির সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক। হাপরে এক ফুট অন্তর বীজ বসাইতে হয়। বর্ষার অনতিপূর্ব্বেই বপন করা উচিত। সম্মুখে বর্ষা—হাপর অল্প উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বীজ বসাইয়া জলসেচন করিতে হইবে। পরে হাপর শুষ্ক হইয়া না যায় এরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, নবোদ্গত পত্রকোরক দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোপণ প্রণালী।

নারিকেল চারা ছয় মাস কাল হাপরে রাখা হয়। এই ছয়মাস কাল মধ্যে চারা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ক্ষেত্রে ১৪ হাত অন্তর নারিকেল চারা রোপণ করা হইয়া থাকে। অতএব ১৪ হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক গর্ত্ত ২ হাত গভীর ২ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ হওয়া চাই। গর্ত্তের মাটির সহিত ছাই, হাড়ের গুঁড়া ও কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, উক্ত তিন পদার্থের পরিবর্ত্তে গাছের চিটা (যে ধানে শস্য হয় নাই) গর্ত্তের মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে—বেশী উপকার পাওয়া যায়। এবং চারায় উই ধরিতে পারে না।

নারিকেল ক্ষেতে চারা রোপণকালে কলার চাষ করিতে পারিলে ভাল হয়। কলাগাছের ছায়ায় নারিকেল চারা প্রথমাবস্থায় প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পায়। ক্ষেত্রস্থ নারিকেল চারায় যথারীতি মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। বোম্বে প্রদেশে বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। তদ্দেশবাসীরা প্রথম বৎসর প্রতিদিন বা এক দিবস অন্তর নারিকেল ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে দুই বা তিন দিবস অন্তর জল সেচন করে। এবং

চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরও তিন দিবস অন্তর ক্ষেত্রে জল দিয়া থাকে। পরে আর জল সেচন প্রায়ই আবশ্যক হয় না।

সার।

নারিকেল গাছের পক্ষে কি সার উৎকৃষ্ট—এতৎ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বহুদিবস হইতে ছাই ও লবণ সারস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ছাইয়ের সহিত মৎস্য-চূর্ণ গোময় সার ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, নারিকেল গাছে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বর্ষার অনতিপূর্ব্বে গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিতে হয়। পরে বর্ষাগমনে সার দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। নারিকেল গাছে আশুফলদায়ী সারের প্রয়োজন হয় না। নারিকেল গাছ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়—কাজেই যে সার শীঘ্র কার্য্য করে—তাহার আবশ্যক হয় না। এবং অনুর্ব্বরা জমিতে নারিকেল গাছ বেশ জন্মে।

এই সব কারণে হাড়ের গুঁড়া নারিকেল গাছের পক্ষে উপযুক্ত সার। হাড়ের গুঁড়া সারের কার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করে। হাড়ের গুঁড়া শীঘ্র শীঘ্র গাছ বর্দ্ধিত করিয়া বহুফল প্রসব করাইয়া গাছের অকাল বার্দ্ধক্য আনয়ন করে না। সিংহল (Ceylon) হইতে প্রকাশিত "ট্রপিকাল এগ্রিকালচারিষ্ট" (Tropical Agriculturist) নামক পত্রে নারিকেলের উপযুক্ত সার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রের উক্ত বিষয়ের প্রবন্ধ লেখকের মতে ছাই অপেক্ষা পশ্বাদির মল মূত্রাদি নারিকেল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্টতর সার। বর্ষার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় গবাদি পশু বাঁধিয়া দিতে হয়। পরে বর্ষাকালে অ্যামোনিয়া (Ammonia) ক্ষেত্রে পতিতমলমূত্রাদি হইতে ধৌত হইয়া যাইলে—জমি খুঁড়িয়া উহা জমির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রণালী পরীক্ষা সাপেক্ষ। নারিকেল বেশী পরিমাণে চাষ করিলে এ নিয়মে কার্য্য করা সুবিধা হয়। ক্ষুদ্র নারিকেল-ক্ষেত্রে এ প্রণালী পরীক্ষা হইতে পারে।

নারিকেলের ফলন।

একটা নারিকেল গাছ হইতে বৎসরে কত ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সকল বৎসর সমান ফলে না। তবে সাধারণ একটা নারিকেল গাছ হইতে বৎসরে একশত নারিকেল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জমি ও জলবায়ু গাছের উপযোগী হইলে বৎসরে দুই শত পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বড় নারিকেল কম ফলে। ছোট বেশী ফলে।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

মহাশয়,

এই কয়টী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। বলিয়া দিলে বড় সুখী হইব।

১। বসরা দেশে যেমন বড় ও সুগন্ধযুক্ত গোলাপ পাওয়া যায় এদেশে সে রকম গোলাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে কি না?

২। গোলাপের চাষ কি প্রকারে করিতে হয়?

৩। কলম কাটার কোনটী প্রকৃত সময়?

৪। ২৫টী কলম কিনিয়া টবে বসাইলে কত খরচ পড়ে ও তাহা হইতে কতগুলি ফুল পাওয়া যাইতে পারে?

৫। গোলাপ গাছে কি প্রকার সার দিলে ভাল হয়?

৬। রেড়ির খৈল কোথায় পাওয়া যায় ও তাহার দর কত করিয়া? ইতি

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
নবদ্বীপ।

বসোরা দেশের প্রায় উৎকৃষ্ট গোলাপ মধুপুর অঞ্চলে উৎপন্ন হইতে পারে। খাস বাঙ্গালা দেশে সেরূপ গোলাপ হইতে দেখা যায় না।

"কৃষি সংবাদে"র কলমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করুন।

৩। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত।

৪। ঠিক বলা যায় না—ফুলের জাতির উপর নির্ভর করে। ভাল জালি গাছ হইলে, শীতকালে প্রত্যহ ৫০টা হইতে ১০০টা পর্য্যন্ত ফুল পাইতে পারেন।

৫। চূর্ণ রেড়ির খৈল।

৬। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন অফিস হইতে বা অন্যত্র পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য ২।০, ৩।০ টাকা প্রতি মণ।

কৃষি সংবাদ।

শস্যহানি।—সম্প্রতি অতিবৃষ্টিতে বর্দ্ধমান, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা অঞ্চলে শস্যের হানি করিয়াছে এবং অনাবৃষ্টির জন্য কর্ণাটক, পাঁচমহল, নাসিক, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে ফসল ভালরূপ জন্মায় নাই এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ফসলের অবস্থা মন্দ নহে। ঘাস প্রভৃতি গবাদির আহার্য্য স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে ফসলের অবস্থা।—গতমাসে রায়পুরে চারি ইঞ্চি এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। অন্য ফসলের অবস্থা মন্দ ছিল না, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত আকাশ পরিষ্কার না হওয়ায় সাগর ও দামো প্রভৃতি স্থানে তুলা এবং জোয়ারের আবাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। রবি শস্যের আবাদ ভালরূপ চলিতেছিল। তখনকার চাউলের দর ।৩ সের; গম ।০ সের; ছোলা ।২ সের; জোয়ার ।০ সের টাকায়।

গ্রহণে ফুল।—সম্প্রতি স্পেনে সূর্য্যগ্রহণের সময় ম্যাড্রিড বোটানিক গার্ডেনে লজ্জাবতী গাছগুলির পাতা সহসা কম্পিত হইতে দেখা গিয়াছিল। একেশিয়া গাছের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল; পপী ও অন্যান্য গাছের ফুলগুলি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; ক্যালেনড্রিনা বিবর্ণ হইয়াছিল; অন্য দুই এক জাতীয় ফুলের, অন্ধকারে রঙ্গ প্রতিফলিত হইয়াছিল। আবার গ্রহণান্তে পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আসামে আলুর চাষ।—অপার সিলং এক্সপেরিমেন্ট্যাল ফারমে আলুর আবাদ বেশ ভাল হইয়াছিল। ২ একার অর্থাৎ ৭ বিঘা জমিতে আবাদ করা হয়। ৩১৬/মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় ২২/মণ আলু-বীজ লাগিয়াছিল। ফসল ১৪ গুণেরও অধিক হইয়াছে। এক প্রকার বিলাতী জাতীয় বীজ হইতে প্রায় ২০ গুণ ফসল হইয়াছে। এই জাতীয় আলু শীঘ্র মরে না বলিয়া খাসিয়া পাহাড়েও ইহার চাষ হইতে পারে। বিঘা প্রতি ২২/মণ আন্দাজ ফসল হইয়াছে। তৈলের খৈলের সার ব্যবহার করা হইয়াছিল। বোরদো মিক্শ্চার (একপ্রকার আরক) পোকা নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই কারণেই সুফল লাভ হইয়াছে।

বাঁশের আটা।—কোন সহযোগী লিখিতেছেন যে মধ্যপ্রদেশের চণ্ডদেশে যে সকল বাঁশবন—আছে সেই বনের বাঁশ হইতে এক প্রকার আটা নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ প্রকার আটা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতেছে এবং উহা নাকি তত্রস্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। কিঞ্চিৎ আটা এসিয়াটিক সোসাইটীর ইকনমিক বিভাগের রিপোর্টার ডাক্তার ওয়াটের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠান হইয়াছে। ইহা খাইতে স্বাদু ও মিষ্ট। বোধ করি দেবগণ দয়া পরবশ হইয়া অন্নহীন লোকদিগকে সুধাদানে বাঁচাইতেছেন।

আসাম-অঞ্চলে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত-রিপোর্টের অবস্থা।—তখনও পর্য্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন সমতল প্রদেশে বৃষ্টির অভাব ছিল। আশুধান্য কাটা হইয়াছে, পাট কাটাও প্রায় শেষ হইল। হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করা প্রায় শেষ হইয়াছে। আউ ধান্য, পাট ও ইক্ষুর অবস্থা মন্দ নহে। কাছাড় এবং সিলেটের 'চা'র অবস্থা ভাল এবং অন্য স্থানের চা বাগানও মন্দ হয় নাই। কোন কোন স্থানে পশ্বাদির ভিতর রোগ দেখা দিয়াছে। কাছাড়ে এবং নিম্ন আসামে গবাদি পশুর আহার্য্যের অভাব হইয়াছে। মাকারি চাউলের দর, সিলচর ।৹, ।১০ সের; সিলেট ।২৷ সের; ধুবড়ী ।২ সের; গৌহাটী ।৫৷ সের; নওগঙ্গ ।৪ সের; তেজপুর ও শিবসাগর ।৩ সের; দিব্রুগড় ।৵৷ সের টাকায় পাওয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজের চাষ আবাদ সম্বন্ধে সরকারি রিপোর্ট। আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে কোকোনাদা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষ আবাদ ভাল হয় নাই। কিন্তু তৎপরে বৃষ্টি হওয়াতে অন্য প্রদেশে চাষের অবস্থা মন্দ নহে। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমীতে আবাদ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল ও বেলেরি প্রদেশে আবাদ রীতিমত চলিতেছে। মার্কিণরাজ্যে ঝড়ে তূলার আবাদ নষ্ট হওয়ায় তূলার দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের রাইয়তেরা তূলার প্রচুর লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিক পরিমাণ তূলার চাষ করিয়াছে। তূলা চাষের অবস্থা ভাল।

গোলাপ চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী :—

১। গোলাপ চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমীটী ২।৩ বার খুঁড়িয়া (অর্থাৎ কোপাইয়া) মাটী তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। স্থানটী চতুঃপার্শ্বস্থ জমী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া লইলে ভাল হয়—মাটী সরস থাকিবে বটে কিন্তু জমীতে জল না বসে।

২। গোলাপের কলমগুলি উভয়দিকে ৪ হইতে ৬ গজ অন্তর অন্তর বসাইবে।

৩। চারা বসান হইলেই দুপুর বেলায় তীব্র রৌদ্র না লাগে তজ্জন্য দিনকয়েকের নিমিত্ত চারাগুলির উপর কোনপ্রকার আচ্ছাদন দিয়া রাখিবে।

৪। কলমগুলি জোড়নের কিঞ্চিৎ নীচে পর্য্যন্ত মাটী চাপা দেওয়া উচিত, নচেৎ প্রবল বাতাসে জোড়নগুলি আলগা হইয়া চারাগুলি নষ্ট হইতে পারে।

৫। গোলাপের গাছে প্রচুর জলসেচন করিতে হয়। গোলাপের ক্ষেত সময়ে সময়ে জলে ডুবাইয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ক্ষেতে না জল বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।

৬। কোন চারার যদি মাটীর ভিতর হইতে শাখা গজায় তাহা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলা উচিত: কারণ সেটী "এলা" কাটিংএর শাখা মাত্র।

৭। অক্টোবর মাসে গোলাপের ডাল ছাঁটিয়া গোড়া খুলিয়া, গোড়ায় সার দিতে হয়। অন্য সময়েও গোড়ায় সার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু উক্ত সময় ভিন্ন ডাল ছাঁটা উচিত নহে।

৮। রেড়ির খৈল ও পচা গোবর সার গোলাপের পক্ষে মন্দ নহে।

৯। নভেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত গোলাপ পুতিবার প্রকৃষ্ট সময়। বৎসরের যে কোন সময়েই গোলাপ চারা রোপন করা যাইতে পারে কিন্তু পুরা বর্ষায় গোলাপ বসান নিষিদ্ধ।

গাছে জল দিবার ব্যবস্থা।

গাছে সময়মত আবশ্যকানুযায়ী জল সেচন করিতে না পারিলে বৃক্ষাদি উৎপাদনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে গাছে জল দেওয়া সময়ে সময়ে সমস্যায় পরিণত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—গাছে কত পরিমাণ এবং কতবার জলসেচন করিতে হইবে। তাঁহারা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। এতদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে গাছে জল দেওয়া শিক্ষা সহজে—না "ঠেকিয়া" প্রায়ই হয় না। কারণ গাছে জল সেচনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম

হইতে পারে না। দেশের স্থানে স্থানে জল বায়ুর বিভিন্নতা থাকায় জলসেচনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম সকলস্থানে খাটে না। জলবায়ুর তারতম্যতায় এক স্থানে প্রতিদিন জলসেচন আবশ্যক হইতে পারে। আবার অন্যস্থানে সেই গাছে ৩ দিন অন্তর জল দিলে ক্ষতি হয় না। অতএব জলসেচনে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই—নিয়ম হইতে পারে না। জলসেচন কার্য্যে অভিজ্ঞতা বলে শিক্ষা করিতে হইবে। তবে এমন নিয়ম আছে—যদ্দ্বারা জলসেচনাভিজ্ঞতালাভে সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ যে নিয়ম মানিয়া চলিলে—জলসেচন কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বজ্রধনাথ মিত্র প্রণীত—"বিলাতী সবজী-চাষ" নামক পুস্তকে এই নিয়মের কথা লেখা আছে। তাহা হইতেই এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে টবের গাছে জল দিলে টবের মাটি খুঁড়িয়া দিয়া পরে জলসেচন আবশ্যক। এবং ক্ষেত্রাদিতে জল দিতে হইলে মধ্যে মধ্যে মাটি কোপাইয়া জল সেচন বিধেয়। কারণ পুনঃপুনঃ জলসেচনে উপরের মাটি জমাট বাঁধিয়া যায়। তাহার উপর জল দিলে ফলোদয় হয় না।

"ক্ষেত্রে, গাছে, এবং বীজ হইতে চারা প্রস্তুত কালীন তাপরে—জল দিবার সাধারণ নিয়ম আছে। ইহা কৃষিকার্য্যকারীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এ নিয়ম সামান্য ও সহজ সাধ্য অথচ কার্য্যকালে বিশেষতঃ মালীদিগের উপর ভার দিলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বলিয়া উল্লিখিত হইল। মাটি ভিজা (সেঁতসেঁতে) থাকিতে জল দিবার আবশ্যক নাই। খট্‌খটে শুষ্ক হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে জলসিঞ্চন আবশ্যক। মৃত্তিকা ভিজা থাকিতে থাকিতে জলসিঞ্চন করিলে শিকড় বা মূল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা, অপর পক্ষে জলের অভাবে মাটি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যাইলে • • গাছ মরিয়া যায়। "তাত (গরম) সয় ত ভাত সয় না" এই প্রচলিত প্রবাদটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।"

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক।

সবজী বাগান।—বৃষ্টি প্রায় সম্পূর্ণ ধরিয়া গিয়াছে। নূতন আমদানীর সকল প্রকার সবজীবীজবপন-কার্য্য এই মাস মধ্যে শেষ করিতে হইবে। গতমাসে বীজ বপন করিয়া যে সকল চারা উৎপন্ন হইয়াছে—তাহারা যদি গত অজস্র বারিপাতের পরও বাঁচিয়া থাকে—সেই সকল চারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথারীতি জলসেচন করিতে হইবে ও কোন রূপ পোকায় নষ্ট করিয়া না ফেলে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস সবজীচাষীকে সবজী বাগানে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হয়। এ সময়ে পরিদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের ত্রুটি হইলে—পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। নানাবিধ দেশী সবজী এক্ষণে বপন করা যাইতে পারে। যথা লাউ, কুমড়া, চাঁপা-নটে, কনকানটে, মূলা, পালম শাক, পিরিং, ঝুম্‌, মেথী, পিয়াজ ইত্যাদি। পটলের মূল ও আলু রোপণ করা হইয়া থাকে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী নূতন আমদানীর বীজ যথা আষ্টার প্যান্সী প্রভৃতি বপন করিবার এই উপযুক্ত সময়।

ফলের বাগান।—অজস্র বারিপাতে অধিকাংশ বাগান জলনিমগ্ন হইয়াছিল। জল জমিয়া নবরোপিত চারাগাছের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেক গাছ মরিয়া গিয়াছে। গাছের গোড়ার মাটী তুলিয়া দেওয়া উচিত।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড। তারিখ ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩০৭ সাল। ৪র্থ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	৪১
গাছের নাম নিরূপণ	৫১
বিবিধ সংবাদ	৫২
কলিকাতা	৫৪
কলিকাতা গেজেট	৫৫
কৃষি প্রসঙ্গ	৫৬
কলিকাতার বাজার দর	৫৬
পত্রাদি	৫৭
(১) কৃষি বিদ্যালয়	৫৭
(২) দস্ত ও পানের কথা	৫৮
শিক্ষার উপকারিতা	৫৯
কৃষি যন্ত্র	৬০
আমেরিকায় কৃষিবিষয়ক পরীক্ষার বাৎসরিক রিপোর্ট	৬৩

কৃষি সংবাদ।

বৃষ্টি সংবাদ।- ১৩ অক্টোবর নাগাইত সপ্তাহে পাঞ্জাব, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, গুজরাট, সিন্ধ, এবং রাজপুতনায় বিন্দু মাত্র বারি পাত হয় নাই। ভারতের অন্যান্য স্থানে অল্প বিস্তর বৃষ্টি হইয়াছিল।

গুজরাটে তুলা।---১৯ অক্টোবর তারিখে গুজরাট হইতে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে---তাহাতে প্রকাশ এবার তুলা ঐ স্থানে ভাল রূপ জন্মিবে না; জলাভাব বশতঃ তুলা গাছের অবস্থা খারাপ হইতেছে।

আয়র্লণ্ড ও আলু।- বিলাতের আয়র্লণ্ডে এ বৎসর আলুর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শুনা যায় আলু না হওয়ায় দরিদ্র কৃষক শ্রেণীদিগকে সর্ব্বস্থান্ত ও উপবাসী থাকিতে হইবে---কারণ আয়র্লণ্ডবেসবাসীরা অনেকেই কেবল আলু খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

শিকারপুরে খাল খনন।---সিন্ধের শিকারপুর অঞ্চলে ভারত সচীব (Secretary of State) পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে ১০৪০,০০০৲ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা ঋণ

করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে।

চা বিক্রয়।—গত পূর্ব্ব সপ্তাহে চায়ের হাটে ২১, ৩১৩ বাকস চা বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছিল। চায়ের দর সমভাবেই আছে। ডুয়ার্স প্রদেশের 'ব্লাউয়ারি' চার গ্রাহক কিছু বেশী তাহার দামও কিছু চড়া। সম্প্রতি যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অনেক বাগানে চার আবাদ সুন্দর চলিতেছে।

অদ্ভুত বটবৃক্ষ।—ব্রহ্মদেশের আমরাপুর নামক স্থানে একটি বটবৃক্ষ হইতে প্রভূত জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতেছে। গাছের কোন স্থান কাটিলেই অজস্র ধারে ক্ষত স্থান দিয়া জল নিঃসারিত হইতেছে। তদ্দেশ-বাসীগণ বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সেই গাছ দেখিতে আসিতেছে এবং বোতলাদি পাত্র করিয়া সেই জল লইয়া যাইতেছে। এই জলের গুণ—সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করে। এই জলে নাকি অন্ধের অন্ধত্ব সারিয়া যায়। জল বেশ শীতল এবং খাইতে কটু নহে।

বেগুন গাছে পোকা।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চুঁচুড়া হইতে লিখিয়াছেন—"বেগুন গাছে পোকা লাগিলে কি করা উচিত। তামাকের জল, কর্পূর প্রভৃতি দিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।" বোকা তামাকের দুই বা এক পানি পাতা ৫ বা ৭ সের জলে ফুটাইয়া সেই জল সামান্য লবণ সংযুক্ত করিয়া পিচকারী সাহায্যে বেগুন গাছে লাগাইলে লাল পিপীলিকা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পোকা বিনষ্ট হয়। এই প্রণালী অনুসরণে যদি কোন ফলোদয় না হয়, তাহা হইলে ৩।৮টী পোকা ও তৎসহ পোকার খাওয়া একটী ডাল পাঠাইয়া দিবেন, প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করিয়া দেওয়া যাইবে।

উত্তর-পশ্চিমে ইক্ষুর অবস্থা।—আগষ্ট মাসের শেষে এবং সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি হওয়ায়, আখের পক্ষে উপকার হইয়াছে। সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে ঐ প্রদেশের পূর্ব্বাংশে দিন কয়েক যে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে ঐ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে আখের ক্ষতি হইয়াছে। নোটের উপর ধরিলে, এই বৃষ্টি আখের পক্ষে উপকারী হইয়াছে। বিজনর, ও সাজাহানপুরে ১২ আনা রকম, এতেপুর, মোনপুর ও বায় বেরিলীতে কিছু কম তের আনা রকম ফসল হইবে বলিয়া এক্ষণে অনুমিত হয়। অন্যান্য আটটি জেলায় ১৬ আনা রকম, এবং অবশিষ্ট জেলায় ১৪।১৫ আনা রকম ফসল হইবে।

বঙ্গদেশে শস্যের অবস্থা।—ময়মনসিংহ, সারণ চাম্পারণ, পূর্ণিয়া, আঙ্গুল এবং পুরীতে গত সপ্তাহে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রাজসাহি, দিনাজপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামে জলাভাব। প্লাবিত স্থান সমূহ ব্যতীত সর্ব্বত্র ফসলের অবস্থা ভাল। পাট প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছে। পুরীতে প্লাবনের জল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কোন কোন জেলায় গবাদি পশুর মধ্যে রোগ দেখা গিয়াছে। তমলুক এবং বালেশ্বরের প্লাবিত স্থান সমূহে পশুর খাদ্যাভাব হইয়াছে। ১৫টি জেলায় সাধারণ চাউলের দর কমিয়াছে, ১২টি জেলায় বাড়িয়াছে এবং অবশিষ্ট জেলায় চাউলের দর একরূপই আছে।

বম্বে, মাদ্রাজ ও নিম্নব্রহ্মে ধান্যের অবস্থা।—বাঙ্গালায় আউস ও আমন ধান্য গত বৎসর অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণ ভূমিতে আবাদ হইয়াছে। অনাবৃষ্টি এবং সকল স্থানে সমান বৃষ্টি না হওয়ায়, অনেকে ধান্য চাষ করিতে পারে নাই। সেপ্টেম্বরের অতি বৃষ্টিতে আমন ধান্যের হানি হইলেও, ধান্যের পক্ষে জল বায়ু বিশেষ প্রতিকূল ছিল না। চৌদ্দ আনা রকম ফসল হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে ধান্যের অবস্থা খুবই ভাল। বেশ পরিমাণ ভূমিতে ধান্যের আবাদ হইয়াছে। ষোল আনা রকম ফসল হইবে।

ব্রহ্মেও ধান্যের অবস্থা ভাল। সামান্য বেশী পরিমাণ ভূমিতে আবাদ হইয়াছে। ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ।

গুটিপোকার চাষ।—কোলিগালের চতুঃপার্শ্বে যে সমস্ত গ্রাম আছে তাহাতে তুঁতের চাষ হইয়া থাকে। অত্রত্য গ্রামবাসীরা ইহার গুটীর আবাদ করিয়া

থাকে। ঐ সকল গুটী তাহারা কোলিয়াদের ৪।৫ জন মুসলমান মহাজনকে বিক্রয় করে। তাহারা গুটী হইতে রেশমের সুতা তোলে। ইহার জন্য তাহারা যে যন্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহা মোটামুটী ধরণের হইলেও, কার্য্যোপযোগী। ঐ সমস্ত সুতা ধারওয়ার, কলিকাতা ও বাঙ্গালোর হাটে বিক্রিত হয়। কোলিয়ালেও ঐ সকল সুতা হইতে পাগড়ী, রুমাল, স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, এবং এই বস্ত্রাদিও স্থানে বিক্রিত হইতে দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে একজন ইউরোপ-বাসী উক্তকার্য্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এদেশের শিল্প বাণিজ্যের দ্বারাতে এদেশিদিগের দ্বারা উন্নতি হয় তাহা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিমে তিল শস্যের অবস্থা।—বুন্দেলখণ্ড জেলায় গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এবং গত বৎসর ভালরূপে সুবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে বলিয়া অন্যান্য বৎসরা-পেক্ষা এক আনা রকম বেশী পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমের এই জেলাতেই প্রায় তের আনা রকম তিলের চাষ হইয়া থাকে। অন্যান্য জেলায় আগষ্ট মাসে সুবৃষ্টি না হওয়ায়, এবং সকল স্থানে সমানভাবে বারিপাত না হওয়ায়, তিলের চারা বর্দ্ধিত হইতে পায় নাই। সেপ্টেম্বরের শেষে সেই বিখ্যাত বারিপাত বুন্দেলখণ্ড ও অন্যান্য জেলায় তিলের হানি করিয়াছে। ক্ষতি হইলেও তিল ভালরূপ জন্মিবে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। এক্ষণে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক না হইলে—মিরাট, আগ্রা, রোহিলখণ্ড এবং গোরখপুরে ১৩ আনা রকম; আলাহাবাদ, কাশী এবং লক্ষ্ণৌয়ে ১৪ আনা রকম এবং ফৈজাবাদে ১২ আনা রকম ফসল হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

পঞ্জাবে জমী হস্তান্তরের বিল।—পঞ্জাবে জমী হস্তান্তর সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া গত সপ্তাহে সবলাভে বড় লাটসভায় অনেক আলোচনা ও আন্দোলনের পর আইনটী পাস হইয়াছে। পঞ্জাবের ঋণপীড়িত কৃষককুলকে ঋণদাতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই আইনের অবতারণা। ঋণদাতাগণ অপেক্ষা চাষীদিগের আবাদি জমী বেচিয়া বা কিনিয়া খাচাতে কৃষকগণকে তাহাদের জমী হইতে সহজে উচ্ছেদ করিতে না পারেন সেইটীই এই আইনের উদ্দেশ্য। বড় লাট তাঁহার বক্তৃতায় ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। ভারতবর্ষে এই প্রকারের আইন এই নূতন হইলেও পঞ্জাব প্রদেশে ঐরূপ আইনের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে এবং এই আইনে চাষীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা অভি-নব হইলেও, চাষীদিগের দুঃখ নিবারণের জন্য তাহার পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং সেই জন্য তিনি এই আইন প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিয়া-ছেন যে এতদ্দেশের প্রজা সমূহের ও সময় সময় জমীদারদিগের) অর্থের প্রায়ই অভাব সুতরাং তাহা-দিগকে ঋণদাতাদিগের আশ্রয় লইতেই হইবে। অতএব যাহাদের টাকা সুদে খাটান ব্যবসা এরূপ লোক থাকাও চাষীদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু ঋণদাতৃগণ যাহাতে অত্যন্ত অধিক হারে সুদ লইয়া কৃষকগণকে দেনার দায়ে পীড়িত করিয়া তাহা-দিগকে তাহাদের জমাজমী বিক্রয় করিতে বাধ্য না করেন এই তাঁহার এখন লক্ষ্যস্থল। চাষী ব্যতিরেকে বা আবাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কেহ কখন কোন চাষীর জমী খরিদ করিতে পারিবেন না। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই বিলের পাণ্ডুলিপিতে কেহ কেহ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে কৃষকেরা অল্প হারে অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা বা তাহারও কম হারে সুদে টাকা ধার করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হওয়াও উচিত।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, মূল সমেত সেই গাছের ছোট একটি ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। কুলের পাপাই বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে পাকে করিয়া ডাকযোগে পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেওয়ারিস পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

অহিফেন।—"আম্বালা" নামক জাহাজে ৬৬০ বোলা অহিফেন লুক্কায়িত ছিল। রেঙ্গুনের কলেক্টর জানিতে পারিয়া তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, এবং জাহাজের ৫০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

রামপুরহাটের হাঁসপাতাল।—হাওড়া হইতে ১০৬ মাইল দূরে লুপলাইনের উপর রামপুর হাটে সংক্রামক রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য যে হাঁসপাতালটী ছিল সেটী ভাঙ্গিয়া অন্য কোন একটী ভাল জায়গায় আর একটী নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইবে।

সোনপুর মেলা।- আগামী ৩১শে অক্টোবর বুধ বার গোষ্ঠাষ্টমীর দিনে পিঞ্জরাপোলে মেলা হইবে। এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা সিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে সোনপুর পর্য্যন্ত স্পেশল ট্রেন প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকিবে।

সিগন্যালারের কার্য্যকুশলতা।—লেডিস্মিথ অবরোধের সময় একজন ভারতের সিগন্যালার (তাড়িত বার্ত্তা প্রচালক) যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাকে শীঘ্রই যথোচিত সম্মানে ভূষিত করা হইবে। দরবারের সভাতে তাহাকে একটী কোট-অফ-অনার (Coat of honor) প্রদান করা হইবে মনস্থ করা হইয়াছে।

কাশীর "কালিদাসে"র মোকর্দ্দমা।—"কালিদাস" পত্রিকার মোকর্দ্দমার শেষ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহার রায়ে ১ নং আসামী কৃষ্ণজী আরাজী গুরুজীকে ৩,০০০ টাকার মুচলেকা, এবং ৫,০০০ টাকার করিয়া দুই জন জামিন দিতে বাধ্য করিয়াছেন, ২ নং আসামী ব্যঙ্কন রাও কৃষ্ণাজীকে ১,০০০ টাকার মুচলেকা ও ৫০০ টাকা করিয়া দুইটী জামিন দিতে বাধ্য করিয়াছেন।

ছোটলাটের সম্বন্ধ।—নিম্নলিখিত সদেশীয় মহোদয় গণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের সম্বন্ধ নিযুক্ত হইয়াছেন—হাইকোর্টের উকিল—পণ্ডিত শম্ভুনাথ;—লক্ষ্ণৌয়ের রায় প্রীরাম বাহাদুর, মজঃফরপুরের রায় নিহালচাঁদ বাহাদুর, কাশীর অবসর প্রাপ্ত সবজজ মুন্সী মাধোলাল, বুলন্দসহর—পাহাসুর নবাব ফৈয়াজ আলি খাঁ, বরবাঁকি জাহাঙ্গীরাবাদের তালুকদার রাজা তাসাদ্দুক রসুল খাঁ সি, এস, আই।

পিতৃহন্তা পুত্র।- গত ২১ তারিখে প্রাতে বসিরহাট সবডিভিসনে হারোয়া গ্রামে একটী খুন হইয়াছে। একটী যুবক আনন্তপরায়ণতার জন্য তাহার পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিল। পিতা তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বেগাইয়া ছিলেন। এই রাগে উপযুক্ত পুত্র তাঁহাকে লাঠী প্রহারে মারিয়া ফেলে। সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করা হইবে।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।—২৭সেপ্টেম্বর রামনারায়ণ ব্রাহ্মণ নামে এক ব্যক্তিকে, খুচরা ও নম্বরী নোট ২৮,৫০০৲ টাকা ছাদানাল ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য দেওয়া হয়। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া, সে ও তাহার আর তিন জন সহযোগী অন্তর্ধান হইয়াছে। যে তাহাদের ধরিয়া দিতে পারিবে পুলিশ কমিশনর সাহেব তাহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। অধিকন্তু যে পরিমাণ অপহৃত টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে—তাহারও শত করা ৫৲ টাকা হিসাবে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে।

ডাকাইত দলের সহিত পুলিশের দাঙ্গা।—গত ২২ তারিখে রাত্রে একটী পশ্চিমে ডাকাইতের দল বারাকপুরের নিকট নদীধার দিয়া যাইতে ছিল। পুলিশ তাহাদিগের সঙ্গ লয়। ডাকাইতেরা অবশেষে একখানি বোটে করিয়া নদী পার হইতে লাগিল পুলিশ প্রহরীরাও অন্য বোটে তাহাদের পিছে পিছে চলিল। শেষে দুই দলে নদীর মাঝে খুব মারামারি হয়, তাহাতে উভয় দলের অনেকেই আহত হয়। পুলিশ বিশেষ নিপুণতার সহিত ডাকাইত দলটীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ছিল।

বিচার বিভ্রাট।—গালিপুরে একটী নূতন ধরণের মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুই জন বোটের মাঝি

চোরাই মাল গ্রহণাপরাধে অভিযুক্ত হয়। অবশেষে প্রকাশ পায় যে তাহারা চোরাই মাল লয় নাই। যাহারা সেই জিনিষগুলি চুরি করিয়াছিল তাহারা ঐ নাবিদের বোটে পারাপার হইয়াছিল এবং বোটে ঐ মাল ছিল। অতএব আমাদের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নাবি দুইটীকে খালাস দিলেন এবং চোর দুইটীর দণ্ড বিধান করিলেন। অধিকন্তু সেই বোট-খানিতে চোরাই মাল ছিল বলিয়া বোটখানি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবার হুকুম দিলেন। সুন্দর বিচার বটে! ইহার রঙ্গ আপিল হয় তখন জজ আদালতে হাস্য পরিহাসের পরিসীমা ছিল না। সরকারি উকিল কি প্রকারে ডেপুটীর রায়ের পক্ষ সমর্থন করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। স্বনামখ্যাত হইবার ইহাও বুঝি একটা উপায়।

বাঘ শিকার।—গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে সিলোনী বাড়ী চা বাগিচায় অন্যান্য দিনের ন্যায় কতক গুলি কুলিরমণী চা গাছের পাতা তুলিতে ছিল। হঠাৎ সেই সময় একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধীর ভাবে তাহা-দিগকে দেখিতে লাগিল। কুলিরমণীগণ ও তাহাদের সর্দ্দার একপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল যে তাহারা কেহই পলাইতে বা চীৎকার করিতে সাহস করিল না। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঘ্রটা অল্পক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিকটস্থ রাস্তার ৮।১০ হাত তফাতে শয়ন করিল ও ঘুমাইবার উপক্রম করিল। ইতাবসরে সর্দ্দার সাহসে ভর করিয়া বাগানের সাহেবকে সংবাদ দিতে গেল। সাহেব বন্দুক লইয়া বহির্গত হইলেও—হাতি আনিতে প্রায় ১ ঘণ্টা দেরী হইল। ব্যাঘটা ততক্ষণ নিদ্রা যাইতেছিল। পরে সাহেব হাতিতে চাপিয়া গুলি করিয়া বাঘটা মারিয়া ফেলিল।

সমাজ সংস্করণ।—গাজিপুর ও বেহার প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা কয়েকটী সামাজিক অনিষ্ট সংস্করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটী সভা করিয়াছিলেন। এই সভাতে তাঁহারা বাল্য বিবাহের প্রতিকূলাচরণ করিতে ও বিবাহের ব্যয় বাহুল্য নিবারণ করিতে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবে কি? তবে ইহা খাস বাঙ্গালায় নয় এই যা একটু আশা। এ-খানে বিবাহের পণগ্রহণ প্রথা মহানিষ্টকারক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহার জন্য কত সভাসমিতি হইয়াছে কিন্তু অনিষ্ট কিছুমাত্র নিরাকৃত হইয়াছে কি? উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কত প্রতিজ্ঞা কত প্রস্তাবনা কোথায় ভাসিয়া গেল। চক্ষের উপর কত শত লোককে কন্যাদায়ে উৎসন্ন যাইতে দেখিতেছি, কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্ফীত বুকে পণের টাকা কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে বুঝিয়া লইতেছি। আমা-দের এ দেশের এই বিবাহ প্রথার সংস্কার কবে হইবে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি?

গবর্ণমেণ্টের পুরস্কার।—উপেন্দ্র নাথ দাস নামে যে বালক বি, সি, রেলপথের যাত্রীগাড়ি রক্ষা করিয়া সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট না কি ৫০৲ টাকা অর্থ দান করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া-ছেন। বি, সি, রেলের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন না! এরূপ লোকসান নিবারণের জন্য তাঁহা-দের কি কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে? যে দেশে বড় বড় গণ্যমান্য কেরাণী ভদ্রলোকের ৫০৲ টাকা যথেষ্ট মাহিনা বলিয়া বিবেচিত হয়, সেখানে ৫০৲ টাকা পুরস্কার যে একটী ধীবর বালকের পক্ষে সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। গবর্ণমেণ্ট ৫০৲ টাকা অর্থ-পারিতোষিক না দিয়া যদি তাহাকে একটী স্বর্ণপদক দিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। ৫০৲ টাকায় আর তাহার কয় দিনের অন্নসংস্থান হইবে? অন্য দেশ হইলে তাহার ফটোগ্রাফ উঠাইয়া চতুর্দ্দিকে বিলি হইত এবং কাগজে কাগজে তাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইত। এই বালকটীর চরিত্র ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য।

প্লেগে মৃত্যু।—সমগ্র ভারতে গত পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা গত সপ্তাহতে প্লেগে বেশী লোক মরিয়াছে। প্লেগে মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর শীত সমাগমে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। এ সপ্তাহে বঙ্গদেশের জেলা সমূহে ও মহীশুর রাজ্যে প্লেগ রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বে প্রদেশের

জেলা সমূহে গত-পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা অল্প লোক মৃত্যু মুখে পড়িয়াছে। নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—কোথায় কতলোক গত সপ্তাহে প্লেগরোগে মরিয়াছে।

	মৃত্যু সংখ্যা।
বোম্বাই সহরে	৭২ জন
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	১২৮৬ জন
মান্দ্রাজ	১২ জন
কলিকাতা	৪৪ জন
বঙ্গদেশ	১৮৬ জন
পাঞ্জাব	৩ জন
মধ্যভারত	৯০৪ জন

সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০৫ জন। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে মরিয়াছিল—২৩২২ জন।

সাহেবের বিরুদ্ধে কুলি হত্যার অভিযোগ।—অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা বলিতেছেন—রাজমাই চা বাগানের গ্রিং সাহেব উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বিবরণ এইরূপ—অল্প দিবস হইল, বাগানের কতিপয় কুলি কয়েকটী মাটীর কলসী প্রভৃতি ফেলিয়া বাগান হইতে চলিয়া যায়। বাগানের অপরাপর কুলিগণ ঐ পাত্রাদি অধিকার করে। ইহাতে সাহেব আপত্তি করে। কুলিদিগকে সাহেবের নিকট ধরিয়া আনা হয়, এবং সাহেব নাকি তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা উত্তম মধ্যম প্রহার দেয়। প্রকৃত ঘটনা বিচারে প্রকাশ পাইবে। তৎপরে এক জন কুলিকে মৃত দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্রিং সাহেব উক্ত কুলিকে খুন করা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রকাশ—মৃত কুলির ঘাড়ের আঘাত তাহার মৃত্যুর কারণ। ঘাড় হইতে চক্ষুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আঘাতের চিহ্ন ছিল। এবং পৃষ্ঠদেশেও আঘাতের অনেক চিহ্ন ছিল। ২০শে অক্টোবর তারিখে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। গ্রিং সাহেব ডাক বাঙ্গলায় অনেক প্রহরীবেষ্টিত আছেন। বিচার কালে বসিবার জন্য চেয়ার পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা।

নিষ্ঠুর পুত্র।—বিষ্ণুপুরে জনৈক মুসলমান যুবক লগুড়াঘাতে বৃদ্ধা মাতার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আদালতের বিচারে ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে।

আত্মহত্যার চেষ্টায় দণ্ড।—একজন খানিকটা অহিফেণ সেবনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া এক মাসের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।

বিষে মৃত্যু।—মুচিপাড়া নিবাসী একটা কুলি-জাহাজের কম্পাউণ্ডার সে দিন ঔষধ ভ্রমে খানিকটা সেঁকো বিষ খাইয়া ফেলিয়াছিল। হাঁসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

অশ্বের ধাক্কা।—গত সোমবারে বহুবাজার রাস্তায় কোন পলায়মান অশ্বের ধাক্কায় এক ব্যক্তি সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহাকে চিকিৎসার্থে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে।

মৃত্যু তালিকা।—১ সপ্তাহে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ৩৮১ জন। তন্মধ্যে কলেরাতে ২৪, প্লেগে ১৪, ধনুষ্টঙ্কারে ৫, বসন্তে ৭, উদরাময় ও অরে ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অগ্নিদাহে মৃত্যু।—ভবানীপুরের ঘাসী নেথরের দশ বৎসর বয়স্ক একটী পৌত্র গত বুধবার রাত্রে একটী কেরোসিন তৈলের আলো উল্টাইয়া দেয় এবং সেই আলোতে অত্যন্ত পুড়িয়া কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মারা পড়িয়াছে।

ষ্টেসনে প্লেগ পরীক্ষা রহিত।—গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আগামী ১৫ই নভেম্বর হইতে শিয়ালদহ ষ্টেসনে যাত্রীদিগকে প্লেগ নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা করা হইবে না। যাত্রীদিগের একটা বিশেষ কষ্টের অবসান হইবে।

নিষ্ঠুর স্বামী।—চণ্ডীপুরের জনৈক মুসলমান তাহার প্রথমা স্ত্রীকে সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিয়াছিল

মাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইয়াছে।

চুরি।—ব্রজনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি শুক্ল প্রসাদচৌধুরীলেনবাসী কোন ভদ্র লোকের বাটী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুই ভাগ ওরেবেষ্টার ডিক্সনারি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

কোকেন বিক্রয়।—কোকেন ডাক্তারী ঔষধ—কিন্তু খাইলে নেশা হয়, মূল্যও সস্তা। বালক-মহলে বিক্রয় বেশী। পানওয়ালা প্রভৃতিতে বিক্রয় করিত। "নবযুগ" নামক পত্রের আন্দোলনে বিনা লাইসেন্সে কোকেন বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। ভালই হইয়াছে।

প্রতারণা।—রামচন্দ্র কর নামে এক ব্যক্তি জ্যোতিন্দ্রনাথ দত্ত নামক অপর এক ব্যক্তির নামে প্রতারণার অভিযোগ আনিয়াছিল। কিন্তু বিচারের তারিখে উভয়েই অনুপস্থিত থাকায়—উভয়ের নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। কারণ, প্রতারণার অভিযোগ আপোষে মিটিবার নহে। আদালতেই তাহার বিচার হইবে।

দুর্ঘটনা।—এক জন বৃদ্ধ সেদিন ধর্ম্মতলার মোড়ে গাড়ী চাপা পড়িয়াছিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠান হইয়া ছিল। অবস্থা মরণাপন্ন। ঐ দিনেই আর একজন হিন্দু স্ত্রীলোক কালিঘাটের ট্রাম গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর একটু হইলেই বিপরীত দিক হইতে ধাবিত আর একখানি ট্রাম গাড়ীর নীচে পড়িয়া মারা যাইত। তাহাকেও হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ষ্টেসন।—কলিকাতার মধ্যস্থলে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন খুলিবার জল্পনা কল্পনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। সুবিখ্যাত ব্রাডফোর্ড সেক্সলি সাহেব ইহার প্রবর্ত্তক। সম্প্রতি সেণ্ট্রাল রেলওয়ের সিভিকেট, গভর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস বিভাগের এক খানি চিঠির উপর বিস্তারিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে এইরূপ একটী ষ্টেসন হইতে কত আয় হইবে ও যা বণিকদিগের কত সুবিধা হইতে পারে।

কলিকাতা গেজেট।

২৪শে অক্টোবর ১৯০০।

সাধারণ।—২৪ পরগণার ডেঃ মাঃ বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র অস্থায়িরূপে বেঙ্গলেনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারী হইলেন। মিঃ ডবলিউ আর ব্রাইট আই, সি, এস ১ম শ্রেণীর মাঃ হইলেন বলিয়া যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল। ডঃ মাঃ মিঃ ডবলিউ মকলওয়েল অস্থায়িরূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে স্থাপিত হইলেন। পুরীর ডেঃ মাঃ বাবু কৈলাসগোবিন্দ দাস সাওতাল পরগণার সদরে বদলী হইলেন। মিঃ লুসন পুরীর মাঃ নিযুক্ত হইলেন। ছুটী প্রাপ্ত ডঃ মাঃ মিঃ সি, এ, র‍্যাডিস রঙ্গপুরের মাঃ হইলেন। নদীয়ার ডেঃ মাঃ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ অস্থায়িরূপে মেহেরপুর মহকুমার নিযুক্ত হইলেন। পাবনার ডেঃ মাঃ মৌলবী খন্দকার কজলল হক মজঃফরপুর জেলার সদরে বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রোটেম সব ডেঃ কঃ বাবু শ্যামপদ চট্টোপাধ্যায় আরামবাগ মহকুমায় বদলী হইলেন। খুলনার সব ডেঃ কঃ বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী ২ বৎসরের ছুটী পাইলেন।

বিচার।—বাবু জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল, কলিকাতার মুঃ হইলেন। বাবু শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, কুমিল্লার এবং বাবু হেমকুমার মিত্র বি, এল পিরোজপুরের মুঃ হইলেন। বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুঃ হইয়া আপাততঃ কিশোরগঞ্জে কার্য্য করিবেন। বারিষ্টার মিঃ মহম্মদ এরাজিদ্দীন আহমেদ কুড়িগ্রামের মুঃ হইলেন। বাবু কৃষ্ণকুমার সেন বি, এল, লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত মুঃ হইলেন। বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, চিকাণ্ডির মুঃ হইলেন।

যুদ্ধপ্রসঙ্গ।

চীন যুদ্ধ।

পাশ্চাত্য দূতদিগের সহিত লি-হু-চং ও কুমার চিঙের সন্ধিসর্ত্তের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সন্ধিসর্ত্তের স্থির কিছুই হয় নাই। প্রিন্স চিং এবং লি-হু-চং শক্তিপুঞ্জকে শত্রুতাকরণে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। ফরাসি ও আমেরিকানেরা বলিয়াছেন যে বক্সার দলের নেতাগণকে ধরিয়া না দিলে এ বিষয় কিছুতেই মিটিবেনা। চীন গভর্ণমেণ্ট চীনের বক্সার দলের নেতা কুমার তুয়ান ও তাহার সহকারি অপরাপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে যথোচিত দণ্ডিত করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং স্বরাজ্যে তদনুরূপ আদেশও প্রচার করিয়াছেন।

চীনের সহিত সন্ধির যে প্রস্তাব চলিতেছে তাহাতে নাকি জর্ম্মানি ও ইংরাজ একমত হইয়াছেন। জর্ম্মানি ও ইংরাজ সম্প্রতি একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। চীন ব্যাপারে তাঁহারা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন বোধ হইতেছে। রুষিয়া কিন্তু কোন রাজ্যের সহিত একমত হইতেছেন না।

সম্প্রতি পিকিন হইতে রুষ সৈন্য সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। রুষের অভিপ্রায় কি জানা যাইতেছে না। চীন বন্দরে সকল বিদেশী বণিকগণ যাহাতে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারেন ও চীন রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে জার্ম্মনি ও ইংরেজ তাহার যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকাও তাহাদের কার্য্যে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

বুয়র যুদ্ধ।

বুয়র সমরাগ্নি আজিও একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আজিও থাকিয়া থাকিয়া স্থানে স্থানে জ্বলিয়া উঠিতেছে। বুয়রেরা সুবিধা পাইলেই ইংরাজ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছে না। সম্প্রতি বুয়রেরা কতকগুলি বুয়র বন্দীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছে। এই কার্য্যে জেনারেলকনটেনের অধিবাসীরাও যোগ দিয়াছিল।

ক্রুগার য়ুরোপে পৌঁছিয়াছেন। সম্প্রতি বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌সে আছেন। বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্টও ক্রুগারকে অধিক দিন তথায় থাকিতে দিতে রাজি নহে পাছে তাহারা ব্রিটিস্ গভর্ণমেণ্টের কোপে পড়ে।

"লনস্‌ডেল হরস্" নামক যে ভলণ্টিয়ার সৈন্যদল দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছে তাহাদের জন্য সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ আবারের বড় লাটের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ অবসান হইয়াছে, তথাপি গোলযোগ মিটিতে এখনও বিলম্ব আছে এবং ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলকে আরো কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে হইবে। বলিয়াছেন যে, যেন তাহাদের চাকরীগুলি বজায় থাকে। তাহারা ভারতে ফিরিয়া আসিয়া যেন স্ব স্ব চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

কলিকাতার বাজার দর।

৩৯০ টাকা সুদের কোম্পানি কাগজের দর ৯৭৷৷০ টাকা। সোনা—চিনাপাত ভরি ২৫৵০, ইংলিশবার ২৪৲। রূপা—১০০ ভরি ৭৮৶০। পাট—সিরাজগঞ্জ ৪৷৷০—৬৲, নারায়ণগঞ্জ ৪৷৵০—৬৷৵০, দেওড়া ৫৲—৪৷৶০, দেশী ৪৵০—৫৷৶০। চাউল—বালাম ৩৶০—৪৷০, দেশী বাঁকড়ুলসী ৪৷০—৫৷৷০। ময়দা—৪৷৵০—৫৵০। ছোলা—দেশী ২৷৶০—৩৵০, পাটনাই ৩৵০—৩৷৵০। সোনামুগ—নূতন ৩৶৵০—৪৫০। অরহর—নূতন ২৷৶০—৪৷৵০। তৈল—সরিষার গাড়ির দর ১৬৷০—১৬৷০, খুচরা ১৭৲। তৈল—নারিকেল—কলম্বো ১২৷৶০—১৩৲, কোচিন ১৩৵০—১৩৷০, খুচরা ১৩৷০—১৩৷০। তৈল—রেড়ী ২নং ১৩৷০, ৩নং ১৩৲, খুচরা ১৩৷০—১৩৷০। রেড়ী তৈল— ২৷০—২৷৷০।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যক। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

প্রেরিত পত্রাদি লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১) কৃষি-বিদ্যালয়।

ভূমণ্ডলে মানব,—জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কৃষিই তন্মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ইহা বোধ হয় বর্ত্তমান কালে আর বিশদভাবে বুঝাইবার আবশ্যক করে না। শিল্প, বাণিজ্য, চাকরি প্রভৃতি যত প্রকার জীবনোপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোনটী যে এতাদৃশ সহজ সাধ্য জীবিকা নহে, একথা আমরা নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে পারি। শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশে ধনাগমের পন্থা সুগম হয় বটে, কিন্তু কৃষির ন্যায় পবিত্র স্বাধীন সুলভ ব্যবসায় মানুষ যত প্রশস্ত পদে অধিরোহণ করিতে পারে—এত আর কিছুতেই নহে। দেশের রাজা, প্রজা, ধনী, বিজ্ঞ সকলে মিলিয়া শিল্পাদির ন্যায় এই কৃষি-ব্যবসায়টীর সর্ব্বাঙ্গীনতাসম্পাদনে যদি কিঞ্চিৎ চেষ্টা যত্ন করেন, তাহা হইলে হতভাগ্য ভারতের দুর্দ্দশাপনোদনের দিন অপেক্ষাকৃত খানিক নিকট হয় বলিয়া আমাদের বিবেচনা। অবশ্য সন্তান সন্ততিগণের জীবন-বৃত্তিশিক্ষোপযোগী কলেজাদি স্থাপনে, বৈজ্ঞানিক শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষার্থে শিক্ষিত বিদেশপ্রত্যাগত ব্যক্তির দ্বারা কল কারখানা করণে, তাঁহাদিগকে যেরূপ বহুব্যয় ও অর্থভার বহন করিতে হইবে, আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যটী নির্ব্বাহে করিতে তাহার দশমাংশের একাংশ হইলেই যে যথেষ্ট হইবে, ইহার মোটামোটি একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াও আমরা প্রদর্শন করিতে পারি। বর্ত্তমানে যে সকল শিক্ষক-মহাশয়েরা মাসে ৩।৪ টাকা মাহিয়ানায় শিক্ষকপদে ব্রতী আছেন, স্থানে স্থানে কৃষি পাঠশালা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগেরই দ্বারা "কৃষকের" ন্যায় হিতকরী কোন পত্রাদির প্রচার এবং পত্রোল্লিখিত উপদেশাদির দ্বারা ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারিলে নিতান্ত অল্প খরচে প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা যায়। আমাদের জেলার বোর্ড কমিটীগুলি এতৎ সম্বন্ধে একটু মনযোগী হইলে অনুদানটী সুচারু নিয়মে নির্ব্বাহ হওনে আরও সুবিধা হয়। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা কল্পে পারিতোষিক ভাবে যে অর্থটী বিতরণ করিতেছেন, সেই অর্থটীতে আমাদের সঙ্কল্প সাধনে অনেক সহায়তা দাঁড়াইতে পারে। অথচ একই ব্যয়ে বিবিধ শিক্ষা দানের কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না!! এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের দ্বারা সময় সময় জল সেচন ও খননের কার্য্য করাইলে মজুরী খরচা একান্ত-পক্ষে কম হইবারই কথা। বিশেষতঃ এপ্রকার পদ্ধতি ক্রমে ১ম বৎসরে যে আয় হইবেক, দ্বিতীয় বৎসরে তাহা হইতেই সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে। আমি স্বয়ং বহুকাল হইতে কৃষক-পল্লিতে অবস্থান পূর্ব্বক কেবল নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা এতৎবিষয়ে যে সহায়তা পাইয়াছি, তাহার তুলনায় দৈবসিক বিদ্যালয়ের দ্বারাএ প্রকার কার্য্য—২।৩ বিঘা ভূমির রীতিমত চাষাবাদ করা বিশেষ কোন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বরঞ্চ বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা কৃষক-বালকগণের শ্রমশীলতা গুণের হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেক বুদ্ধিমান কৃষক ইহার

প্রতি যীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব, অভিনব রীতির প্রবর্ত্তনে তাঁহাদিগের হইতে বিশেষ সহানুভূতি লাভ করিবার যথেষ্ট আশা আছে। ফলতঃ এমত কালে বিফল বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া এই সামান্য প্রস্তাবটীর প্রতি একটু প্রণিধান করিতে দেশের সমগ্র কৃতী মহোদয়গণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন।

নিঃ—শ্রীমাণিক চক্রবর্ত্তি,
উত্তর কাঁচরাপাড়া—গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

দন্ত ও পানের কথা।

দাঁত ভাল রাখিতে গেলে—(১) খড়িকে খাওয়া অর্থাৎ দাঁত খোঁটা অভ্যাস করিতে নাই। দাঁত খোঁটা অভ্যাস করিলে দাঁতের ভিতর ফাঁক হয় এবং ক্রমে সেই ফাঁক বড় হইয়া অবশেষে দাঁতগুলি পড়িয়া যায়। যাঁহাদের দাঁত ফাঁক হইয়া গিয়াছে তাঁহারা যেন অনাবশ্যক দাঁত না খোঁটেন এবং আঁঠালে মাটি দিয়া দাঁত মাজেন তাহা হইলে বোধ হয় কালে তাঁহাদের দাঁতের ফাঁক বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ছেলে পিলেকে দাঁত খুঁটিতে দেখিলেই না বাপের বারণ করা উচিত।

২। যতবার পান খাওয়া হয় ততবার ভাল করিয়া মুখ ধুইতে হয়—এরূপ না করিলে পানের কুচি পচিয়া দাঁত নষ্ট করে। রাত্রে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে লবণ কিম্বা আঁঠাল মাটি দিয়া উত্তমরূপে মুখ ধুইয়া শুইয়া থাকিলে দাঁতও ভাল থাকে, সকাল বেলা মুখেও দুর্গন্ধ হয় না। একেবারে পান খাওয়া ত্যাগ করিলে আরও ভাল হয়।

(ক) পান না খাইলে দাঁত পরিষ্কার থাকে এবং মুখও ভাল দেখায়। অনেক বাঙ্গালীর ছেলে পান খাইয়া দাঁত এত নয়লা করে যে তাহাদের মুখ দেখিলে ঘৃণা বোধ হয়। তাহারা আপনাদিগকে সুশ্রী দেখাইবার জন্য ভাল কাপড় পরে ও নানারকমে চুল ফেরায়, কিন্তু তাহাদের অপরিষ্কার দাঁত দেখিয়া যে লোকের বমির উদ্রেক হইতেছে তাহা তাহারা মনে করে না। বাঙ্গালীর মেয়েরা কেহ কেহ তামাকের গুঁড়া মুখে দিয়া মুখ ও দাঁত এত বিশ্রী করিয়া রাখে যে নিতান্ত পিশাচ ভিন্ন আর কেহ তাহাদের মুখ দেখিলে থুথু না ফেলিয়া থাকিতে পারে না। যেমন দেবা তেমি দেবী। ফলতঃ দাঁত পরিষ্কার না থাকিলে কোন ছেলে কি মেয়েকে সুশ্রী দেখায় না।

(খ) ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে লোকে পান খায় না। ভারতবর্ষের মধ্যে শিখেরা পান খান না। গুরু নানক পান তামাক খাওয়ার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী অমৃতসর সহরে বেড়াইতে গিয়া পানের দোকানের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক জন শিখ বলিয়াছিল মহাশয় যে দিকে বেশ্যারা আছে সেই দিকে ভাল পানের দোকান পাইবেন। শিখেরদের চক্ষে এই দুইটা জিনিষই সমান হেয়।

(গ) পান খাইলে লালা নিঃসরণ হয় এবং শুষ্ক অন্ন জীর্ণ হয়—এই জন্য যাঁহারা পান ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত যে আচমনের পর দুই একটা লবঙ্গ মুখে রাখিলেই লালা নিঃসরণের কার্য্য হইতে পারে অথচ মুখও পরিষ্কার থাকে দাঁতও খারাপ হয় না। আহারের পর ছরিতকী দ্বারা মুখশুদ্ধি করাও অতি উৎকৃষ্ট প্রণালী।

(ঘ) ভারতবর্ষ হইতে পান খাওয়া উঠিয়া গেলে পান ও সুপারির চাষে যে জমী নষ্ট হইতেছে তাহা হইতে কোন উপকারী শস্য উৎপন্ন হইতে পারে এবং পান বিক্রেতা বারুইজাতি একটা বৃথা ও অপকারজনক ব্যবসায়ে ব্যাপৃত না থাকিয়া সমাজের কোন উপকারজনক কার্য্য করিতে পারেন। ফলতঃ যে দেশের

লোকে বৃথা কাজ যত কম করেন এবং দেশের উপকার জনক কাজ যত বেশী করেন সে দেশের তত উন্নতি। সমাজের বুদ্ধিমান লোকদিগের কর্ত্তব্য যে সমাজের প্রত্যেক কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে বৃথা ও অপকারজনক কাজ গুলি উঠাইয়া দেন।

শ্রীশ্যামলাল দত্ত,
৩৮৷৩ বহুপাড়া লেন।

শিক্ষার উপকারিতা। *

পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরববিধি সাহিত্য সাগরের কহিনুর শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন। "সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য, তৃষ্ণার যাহাতে পরমা তৃপ্তি—মানব প্রাণ চিরদিনই সে অমৃতের জন্য লালায়িত।" মানুষ এই অমৃত লাভের জন্য সংসার সাগর মন্থনে নিরত, অসাধ্য সাধনে তৎপর, শরীরপাত করিতে অকুণ্ঠিত। কিন্তু সকলেই যে সুখলাভের প্রকৃত উপায় জানিয়াছে, সকলেই যে তদনুসারে কার্য্য করিতেছে তাহা নহে। যে যেরূপ বুঝিতেছে সে তাহাই করিতেছে; কেহ বা অমৃত লাভে কৃতার্থ হইতেছে, কাহারও বা অমৃতে হলাহল উঠিতেছে; তবে কেমনে বুঝিব, কেমনে জানিব—অমৃতের উৎপত্তি কোথায়! চিন্তিত হইও না। মানবের শিক্ষার উদ্দেশে ঐ শুন কবি আবার বলিতেছেন—"জ্ঞান—সুখের এক অক্ষয় প্রস্রবণ।" আমরা আবার বলিতে পারি—শিক্ষাই জ্ঞানের জননী। সুতরাং শিক্ষাই সুখের একমাত্র উপায়। বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত অমৃত লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে চিন্তা ও অনুশীলনের ফলে কেমন করিয়া মানব সমাজ অধস্তন স্তর হইতে ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে অধিরোহন করিতেছে পুস্তক পাঠে আমরা তাহা অবগত হই। বিভিন্ন যুগে যে সে মনীষিগণ আবির্ভূত হইয়া আপনাদের আধ্যাত্মিক প্রতিভালোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বিবরণ পুস্তক মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থরাশি যুগযুগান্তরের চিন্তার সমষ্টি মাত্র। বিদ্যাশিক্ষার ফলেই আমরা সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হই। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষ গণের প্রদর্শিত পথে আমাদের চিন্তা শক্তির গতি নিয়মিত করি এবং তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়াই জীবনের পথে, উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।

যে অসাধারণ মনীষিতার জন্য নিউটনের চরণ বন্দিয়া এত গৌরব, যে মহতী আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাকে শত শত বৎসর ধরিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে সেই মাধ্যাকর্ষণ এখন বিদ্যাশিক্ষার ফলে বালকের নিকটও অবিদিত নহে। ইহা কি কেবল বিদ্যাশিক্ষার গৌরববর্দ্ধক নহে? অশান্তিময় সংসারে শোক তাপের অবিরত দংশনে মানব প্রাণ অনুক্ষণ অর্জ্জরিত, গ্রন্থাধ্যয়ন সেই অশান্তিময় প্রাণে অমিয়া ঢালিয়া দেয়—মৃ—দু নরুভূমিতে সুশীতল ছায়া প্রদান করে। তাই মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের অতুলনীয় কাব্য রাশির সৌন্দর্য্যে শিক্ষিত সমাজ এত মুগ্ধ। পুস্তক পাঠে হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। ক্রমাগত অকৃতকার্য্যতায় প্রাণে যখন এক গভীর নিরাশা উপস্থিত হয়, হৃদয় যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কলম্বসের জীবনী পাঠ করিলে নূতন আশার মোহন মন্ত্রে প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাকি?

দুর্বিষহ যাতনানলে জীবন যখন অসহ্য বোধ হয়, তখন রামচন্দ্রের প্রশান্ত চরিত্র পাঠে প্রাণে কেমন শান্তি উপস্থিত হয়। রামের মত অমন উদার আদর্শ চরিত্র জগতে আর কোথায়? তেমন শোক কে পাইয়াছে! কেই বা তেমন শোক নীরবে সুধু নীরবে

নহে—অন্যান্য বলে, প্রবল হৃদয়ে সহ্য করিতে পারিয়াছে। কেবল শিক্ষা দ্বারাই আমরা পিতৃভক্তির তেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, প্রজারঞ্জনের তেমন অকৃত্রিম আগ্রহ দেখিতে পাই। এই জন্যই সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সকল সময়ে পুস্তকই সহচর এবং শিক্ষাই আমাদের অসাধারণ সম্পত্তি। ধর্ম্মে উদ্যমতা শিক্ষার আর একটী অবশ্যম্ভাবী ফল। উহার আগমনে রজনীর তমোরাশি যেমন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে হইতে একেবারে বিলীন হয়—বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃতেও তেমনই হৃদয়ের কুসংস্কার রাশি বিদূরিত হইয়া যায়; কারণ অসত্য সত্যের, কপটতা সরলতার, পাপ পুণ্যের বিশ্বদাহিনী প্রভা সহ্য করিতে অক্ষম। চন্দ্রকিরণবেষ্টিতধরণীর ন্যায় মানব হৃদয় পবিত্রতায় ঢল ঢল করিতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পরমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ করে, পার্থিব শিক্ষা দেয় না।—নিত্য সুখলাভের উপায় শিক্ষা দেয়, নশ্বর সুখে প্রলুব্ধ করে না। হৃদয় বিমল করে, তাহাতে আবিলতা কখনও আনে না; শিক্ষা আমাদিগকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে লইয়া যায়, ভ্রমেও নরকের পথে চালায় না। তবে যে সময়ে সময়ে দেখিতে পাই—একজন বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াও পাপের দাস, নরকের কীট হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত হইলেই একজনের শিক্ষাকে আমরা প্রকৃত বা সম্পূর্ণ বলিতে পারি না। যে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় নাই, অন্তঃকরণ পবিত্র হয় নাই, সেই শিক্ষা সুশিক্ষা নহে, "কুশিক্ষার অপবিত্র ছায়া মাত্র।" শিক্ষার উপকারিতা বিষদরূপে বুঝিতে হইলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জীবনের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কত পার্থক্য আছে, একদিকে হিমাচলের গগনভেদী উচ্চতা—অপর দিকে অতলস্পর্শ ভূগহ্বরের নীচতা—একদিকে মহত্ত্বের ভাবময়ী গরিমা অপর দিকে নীচতার কদর্য্য ভঙ্গিমা—একদিকে পুণ্যের প্রকাণ্ড দৃশ্য, অপর দিকে পৈশাচিকতার বিকট তাণ্ডব দেখিয়া বিস্মিত হইবে! অশিক্ষিত ব্যক্তি সদাই যেন সন্দিহান সদাই যেন সঙ্কুচিত। হৃদয়ের সে প্রসন্নতা সে উদারতা সে বিনম্রতা সেই প্রশান্ততার কিছুই নাই। তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র, উচ্চভাব তাহাতে স্থান পায় না। তাহার মন নীচ সংকীর্ণ, অতি সংকীর্ণ। পরশ্রী দর্শনে তাহার দারুণ বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। এইরূপে সে আপনার সংকীর্ণতায় আপনিই অস্থির হৃদয় তার সহ্য করে; তাহার মলিন হৃদয়ে পুণ্যের পবিত্র ছবি প্রতিফলিত হইতে পারে না; হইলেও তাহা অতি অপরিষ্কার, অতি অস্পষ্ট আবছায়ার মত। সমস্ত সমাজ তাহার পাপে জ্বালাতন হইয়া উঠে। আর শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণবৎ, তুষার ধবল—তাহাতে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের কালিমা নাই। তাহার হৃদয় প্রশান্ত, মন উন্নত, ভাবনা উচ্চতর, কল্পনা নবং ভাবে পরিপূর্ণ। অন্যের সম্পদ দর্শনে তাঁহার আনন্দ হয়, অন্যের সাধুতায় তাঁহার মন সদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। জ্ঞানী স্থির, গম্ভীর, ভোগনিস্পৃহ। তিনি আপন ধ্যানে আপনি মগ্ন, ঈশচিন্তায় আত্মহারা, তন্ময়। তিনি ত্যাগী হইলেও সুখী, কপর্দ্দক হীন হইলেও বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার পবিত্র মুখশ্রী সন্দর্শনে রোগীর রোগ দূর হয়, শোকাক্রান্ত ব্যক্তি শোক ভুলিয়া যায়, পাপীর হৃদয়ও পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার সাধুতায় সমাজ পবিত্র হয়, দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। অতএব প্রকৃত সুখ শান্তি পাইতে হইলে, হৃদয় মরুতে সুশীতল সলীল লাভের বাসনা করিলে শিক্ষা লাভে যত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পার্থিব সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সংসারিক যাতনার ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া অনন্যমনা হইয়া সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করিলে জগতকারণ জগদীশ অবশ্যই আশা পুরাইবেন।

---

* এই প্রবন্ধটী বানীয়াড়া "ডাইনও লাইব্রেরী"র ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ সম্পাদক, (ঢাকা)।

কৃষিযন্ত্র।

যেমন কারিগর, কলম, মন দেখে তিনজন সেইরূপ কৃষক, সারবান জমী, উপযুক্ত চাষবন্ধ ও উৎকৃষ্ট বীজ না পাইলে চাষের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমাদের চাষীরা বড়ই দীন, তাহাদের জমী আছে ত হালের গরু নাই, হালের গরু আছে ত বীজ ধান নাই, বীজধান জোটে ত চাষের যন্ত্র ভাল জোটে না। আমাদের দেশের হাল লাঙ্গল কৃষিকার্য্যের সম্যক উপযুক্ত নহে। আমাদের দেশে এমন সময় ছিল, এখনও ভারতের অনেক স্থানে আছে, কেবল মাত্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত লাঙ্গলে ভূমিকর্ষণ কার্য্য চলিত। এক্ষণে লাঙ্গলের ফলা লৌহ ও ইস্পাতে তৈয়ারি হইতেছে। হইলে কি হইবে—লাঙ্গল আরও ভাল হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশী লাঙ্গল দ্বারা ভূমি গভীর ভাবে কর্ষিত হয় না। আমাদের দেশের মাটী অধিকাংশ স্থানে আলগা ও স্বভাবতঃ উর্ব্বরা বলিয়া পূর্ব্বে অল্প চাষেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণে আমাদের দেশের লোকে কৃষি যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে উদাসীন ছিলেন। এখন কিন্তু আর সে কাল নাই; এক জমীতে বারবার আবাদ হইয়া জমীর উর্ব্বরতা কিছু কমিয়া গিয়াছে: ফসলের দাম এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ৮।১০ গুণ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু কেহ ত আর দাম খাইয়া থাকিবে না। অতএব বলিতে হইবে যে আমাদের খাদ্য পরিধের বড়ই দুর্মূল্য হইয়াছে; তাহার উপর, কৃষি বাণিজ্যে বিলাতের প্রতিযোগিতা আছে, সুতরাং আমাদের আর উদাসীন থাকা কি সাজে? কর্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

'শিবপুর-লাঙ্গল' নামে বিলাতি লাঙ্গলের অনুকরণে এক প্রকার লাঙ্গল উঠিয়াছে, শিবপুরে সরকারি কারখানায় উহার জন্মস্থান বলিয়া উক্ত প্রকার নামকরণ হইয়াছে। উহার বিশেষত্ব এই যে উক্ত লাঙ্গলের মুড়ার দক্ষিণদিকে একখানা লোহা বা ইস্পাতের প্লেট বা পাখা সংলগ্ন আছে—তাহাতে চাষ দিবার সময় মাটী উল্টাইয়া নীচের মাটী উপরে উঠে, এবং এক চাষেই জমী বেশ ভালরূপ কর্ষিত হয়। আমাদের দেশী লাঙ্গল জমী ভেদ করিয়া যায়, নীচের মাটী উপরে তুলিতে পারে না, বা মাটীর ভিতর অধিক-দূর প্রবেশ করিতে পারে না। শিবপুর লাঙ্গল কিন্তু আমাদের কৃষকেরা ব্যবহার করিতে বড় একটা রাজি নহে সে লাঙ্গল চালাইতে হইলে একটু বল প্রয়োগের আবশ্যক করে, সুতরাং স্বভাবতঃ অলস, আমাদের দেশের কৃষক কি অত পরিশ্রম করিতে স্বীকার করে। উপরন্তু এদেশের হালের বলদ মহিষাদির অবস্থাও ভাল নহে—তাহারাও এ লাঙ্গল টানিতে পারে না। আবার নূতন কিছু এদেশে চালানও সহজ নহে—অনেকেই হয় ত বলিবে যে পিতা পিতামহ এই দেশী লাঙ্গলে চাষ করিয়া বয়স কাটাইয়াছেন ত। তা'ত কাটাইয়াছেন, কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল সুবিধা ছিল—তোমার কি তাহা আছে? এরূপ অবস্থায় তুমি ঘরের কড়ি দিয়া বিলাতী লাঙ্গল কিনিয়া যদি কোন চাষীকে তাহার উপকারিতা বুঝাইতে পার, তবে যদি সে ঐ লাঙ্গল ব্যবহার করে। আবার এও বলি যে বিলাতী লাঙ্গল কিনিবার পয়সাও তাহাদের সকল সময় জোটে না।

সাধারণতঃ বিলাতী লাঙ্গলে জমী চষা একটু কষ্টকর হয় বলিয়া বিলাতে এক প্রকার দ্বিচক্রযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। চাকা থাকার দরুণ তাহা সহজে টানা যায়। সহজে সরলভাবে উহা জমীতে চালান যায় বলিয়া ইহার দ্বারা জমীর চাষও সুন্দর হয় এবং যে জমী, বৃষ্টি অভাবে বা অন্য কোনও কারণে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে—তাহাতে চাষ দিবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশে এমন অনেক জমী আছে যে তাহাতে

বহুবার আবার হওয়ায় তাহার উপরের মাটীর উর্ব্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু নীচের মাটী বেশ সতেজ আছে। এই সব জমীতে নূতন ধরণের বিলাতি লাঙ্গল ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রজারা বড়ই গরীব—তাহাদের বিলাত হইতে ভাল ভাল কৃষিযন্ত্র আনাইবার পয়সা নাই। আমাদের দেশের জমীদার মহোদয়েরা যদি তাহাদের অভাব মোচনে যত্নবান্ হন—তবেই তাহাদের ভাল ভাল যন্ত্রে চাষ করার সুবিধা হইতে পারে। যদি কোন জমীদার লাঙ্গল প্রভৃতি কয়েকটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কৃষিযন্ত্র বিলাত হইতে আনাইয়া—তাঁহার প্রজাদিগকে ব্যবহার করিতে দেন এবং বাৎসরিক খাজনার সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ বৎসরে তাহার দাম উসুল করিয়া লন, তাহা-হইলে গরীব প্রজাদের বিশেষ উপকার হয়। শুধু যন্ত্র আনাইয়া ক্ষান্ত থাকিলে হইবে না। এদেশে স্থানে স্থানে সেই সকল যন্ত্র মেরামতের জন্য কারখানা ও লোকের আবশ্যক হইবে। প্রথম কিছু খরচ বেশী হইবে বটে, কিন্তু দেশী লোকে ঐ সকল যন্ত্র মেরামত ও তৈয়ারি করিতে শিখিলে ক্রমেই ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের জমীদারদিগের অর্থ কি এরূপ সাধু উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে? যখন তাঁহারা প্রজাদের কল্যাণ কামনায় এত উদাসীন, তখন এদেশের প্রজাদের দুর্দ্দশা দূর হইবে কি প্রকারে!

আমাদের দেশের ভাল চাষীরা জমীতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে একবার কোদাল দিয়া কোপাইয়া লয়, তাহার পর বারবার লাঙ্গল দিলে জমীর পাট বন্ধ হয় না। কিন্তু জমীর পরিমাণ অধিক হইলে আর উক্ত প্রকার পাট করা চলে না। এই স্থানে কিন্তু এক কথা বলিয়া রাখি যে সকল জমীতে গভীর চাষ দিবার আবশ্যক নাই। গভীর চাষে সময় সময় অনিষ্ট হয়। যে জমীর তলায় বালি বা পাথর আছে বা এই রকম যাহার নীচের মাটী শস্যাদির পক্ষে অনিষ্টকর তাহাতে গভীর চাষ দেওয়া ও নীচের মাটী উল্টাইয়া দেওয়া ভাল নহে। কারণ তাহাতে জল হাওয়া ও রৌদ্র সংযোগে উপরের উর্ব্বর মাটী নীচে পড়িয়া যাওয়ায় ফসলের হানি হয়।

বিলাতে জমীতে লাঙ্গল দিবার পর, মাটী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমীর পাট করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার হয়, তাহাকে তাহারা সাধারণতঃ 'হ্যারো' বা 'কল্টিভেটর' বলে। আমা-দের ঐ প্রকারের কোন যন্ত্র নাই। মৈ দ্বারাই অনেকটা ঐ কার্য্য সাধিত হয় এবং ঐ কার্য্যের জন্য 'মৈ' যথা-ব্যবহার হইয়া থাকে। 'মৈ'এর দুই ধারে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে বলদ যুড়িয়া কৃষক 'মৈ'এর উপর চড়িয়া গরুর লেজ ধরিয়া, মৈখানি ক্ষেতের ইতঃস্ততঃ ঘুরাইয়া লইয়া যায়। বলদের লেজই আমাদের কৃষকদের রুক্ষ স্বরূপ, ইহাতেই যতদূর হয় মাটীর পাট শেষ হইল। যদি কোন শিল্পনিপুণ মিস্ত্রি আমাদের "মৈ" যন্ত্রের, বিলাতের অনুকরণে, কিছু উন্নতি করিতে পারেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতে পারেন। কিন্তু ইহার জন্য প্রথমে পয়সার দরকার—সেই পয়সাই বা কোথায় আর মনই বা কৈ?

বিলাতে কত প্রকারেরই কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে—, বীজ বুনিবার যন্ত্র, সার ছড়াইবার যন্ত্র, নালি খুলিবার জন্য যন্ত্র ইত্যাদি। অতশত যন্ত্রের আমাদের আপাততঃ আবশ্যক নাই। লাঙ্গল, মৈ প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় জমী পাট করিবার যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইলে আমাদের এখন বিশেষ উপকার হয়।

ভারতের বেহার ও বোম্বাই প্রদেশে এক প্রকার লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। তাহাদ্বারা জমী চষিতে চষিতে বীজ ছড়ান যায়। সে লাঙ্গলের হাতলের (মুষ্টির) কাছ হইতে মুড়ী পর্য্যন্ত একটী নল আছে, সেই নলদ্বারা ক্রমান্বয়ে সমান্তরাল নালিতে বীজ আসিয়া

পড়ে। বীজগুলি যথেচ্ছা জমীর উপর ছড়াইয়া না দিয়া যদি ঐরূপ সারবদ্ধভাবে বপন করা হয়—তাহা হইলে বীজও কম লাগে এবং ক্ষেত্র নিড়াইবার ও শস্য কাটিবার সুবিধা হয়। ধান, ঘাসের বীজ প্রভৃতি কিছু আর এরূপভাবে বোনা চলে না। আমাদের দেশে আর একটী কৃষিযন্ত্র আছে, সেটী আঁচড়া। একটী ১০।১২ ফিট কাষ্ঠে ঘন ঘন শুঁচলা পেরেক মারিয়া এই আঁচড়া নির্ম্মিত হয়। ঐ কাষ্ঠ ফলকের দুই ধারে দড়ি বাঁধিয়া—ধান্যাদি ঘন ঘন বোনা হইলে—পাতলা করিবার নিমিত্ত আঁচড়া ক্ষেতের মধ্যস্থল দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। গমের ক্ষেত্র পাতলা করিবার জন্যও এই যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার কোন প্রকার উৎকর্ষের বিষয় যদি কেহ আমাদিগকে জানান তাহা হইলে বাধিত হইব।

আসামের কৃষিবিষয়ক পরীক্ষার বাৎসরিক রিপোর্ট।

১৮৯৯-১৯০০।

আসাম গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ হইতে, সম্প্রতি আসামে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষার বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টপাঠে আসামে কি কি কৃষি কার্য্য বিষয়ক পরীক্ষা গত ১৮৯৯-১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী ফসলের ফলন-পরীক্ষা আসামের ভিন্ন ভিন্ন মেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(ক) নানাজাতীয় ধান্য।

(খ) ইক্ষুদণ্ড বা আখ।

(গ) নানাপ্রকার ফসল।

(ঘ) সর্ষপ—

আসামের নিম্নলিখিত জেলায়—উক্ত ফসলের পরীক্ষা করা হইয়াছিল।—(১) কাছাড়, (২) শ্রীহট্ট, (৩) গোয়ালপাড়া, (৪) কামরূপ, (৫) দারঙ্গ, (৬) নওগাঁ, (৭) শিবসাগর, (৮) লখিমপুর, (৯) খাসিয়া এবং জন্টিয়া পাহাড় এবং (১০) গারো পাহাড়।

উক্ত জেলা সকলে সর্ব্বশুদ্ধ সাত শত ছয়টি পরীক্ষা হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব বৎসর ছয়শত ষোলটি পরীক্ষা হইয়াছিল। উত্তরোত্তর পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ধান্যচাষের পরীক্ষা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভূমিতে বিগত কয়েক বৎসর নানা ধান্যের ৪৬২৫ বার পরীক্ষা হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় উক্ত ধান্য প্রতি একারে অর্থাৎ প্রতি তিন বিঘে পড়ে উনিশ মোণ বশসের ধান্য জন্মিতে পারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিগত বার বৎসর "শালী" ধান্যের "বাও" ও "লাহী" জাতি ধান্যেরও পরীক্ষা করা হইয়াছিল। "বাও" জাতি ধান্য প্রতি তিন বিঘায় একুশ মণ পনর সের, "লাহী" পনর মণ পঁচিশ সের জন্মিয়াছিল। "আহু" নামক আর এক প্রকার আশুধান্য প্রতি একারে ষোল মণ দশ সের হইয়াছিল। "বাও" নামক ধান্য পনর মণ ফলিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রে পরীক্ষিত উক্ত কয়েক প্রকার ধান্যের ফলন প্রতি একারে আঠার মণ হইয়াছিল।

শ্রীহট্টে যে কয়েক প্রকার ধান্যের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।—

ধান্যের নাম।	পরীক্ষার সংখ্যা।	গড়ে ফলন প্রতি একারে মণ
শৈল্ বা শেল	৫৫৪	
শেলবুরা	২৮২	
আউস ও মুরালী	১৪৪	১৫
আমন ও কাটারিয়া	৫৬২	১৬৸০
সকল প্রকারের মোট	১৪৫২	১৭৸০

শ্রীহট্টের "শেল"—ব্রহ্মপুত্রের "শালী" ধান্যের ন্যায়।

"আউস ও মুরালী"—"আহু"র তুল্য। "আমন ? কাটারিয়া" –"বাও"র সমান। এবং "শৈলবুরা" বঙ্গদেশের "বরো" ধান্য সমতুল্য।

কাছাড়ে ধান্য চাষের পরীক্ষা সংখ্যায় বেশীবার করা হয় নাই। যে কয়েক বার পরীক্ষা হইয়াছিল—তাহাতে "শেল" ধান্য প্রতি একারে গড়ে সতর মণ দশ সের, "চুমাই ও মুরালী" সাড়ে চৌদ্দ মণ, "আসরা" সাড়ে ষোল মণ এবং সর্ব্বপ্রকার ধান্যের ফলন সাড়ে ষোল মণ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ধান্য যথাক্রমে ব্রহ্মপুত্রের "শালী" "আহু" এবং "বাও"র সমতুল্য।

খাসিয়া ও জন্‌টিয়া পাহাড়েও ধান্যের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রতি একারে গড়ে দশ মণ দশ সেরের বেশী ধান্য উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। গারো হিল্‌সে সাড়ে তের মণ ধান্য জন্মিয়াছিল।

আখের পরীক্ষা।

গত বৎসর পর্য্যন্ত ১৭৩৭ বার আখ চাষের পরীক্ষা আসামের বিভিন্ন জেলায় সম্পাদিত হইয়া ছিল। প্রতি একারের উৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড হইতে গড়ে বিশ মণ গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল। এক শত মণ ভারী আখ হইতে সাতচল্লিশ মণ ষোল সের রস এবং কিছু কম আট মণ ষোল সের গুড় হইয়াছিল। এক শত মণ রসে সতর মণ সাতাইস সেরের কিছু বেশী গুড় হয়।

আলু ও পাটের পরীক্ষা।

বৎসরের নয়ো বারটী আলু চাষের পরীক্ষা খাসিয়া ও জন্‌টিয়া পর্ব্বতে সম্পন্ন হইয়াছিল। গত বৎসরই উক্ত জেলায় এই প্রথম আলু চাষ করা হইল। শ্রীহট্টে আটটী পাটের পরীক্ষা হইয়াছিল। গোয়ালপাড়ার পাটের পরীক্ষা হয় নাই। রিপাটে ফলাফলের প্রকাশ নাই।

সর্ষপের পরীক্ষা।

ব্রহ্মপুত্রের পরীক্ষায় সর্ষপ প্রতি একারে গড়ে সাড়ে সাত মণ জন্মিয়াছিল। সুরমা উপত্যকার পরীক্ষায় পাঁচ মণ দশ সের সর্ষপ উৎপন্ন হইয়াছিল।

নানাকারণে অসুবিধা হওয়ায় অনেকগুলি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কামরূপ, দারং, শিবসাগর এবং লখিমপুর জেলায় কানুনগো ও মণ্ডল কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা ধান্যাদি চাষের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদিগের দ্বারা ও গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার বিবরণ পৃথক ভাবে দেওয়া গেল। নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের পরীক্ষায় অনেক দোষ ও ভুল ছিল বলিয়া প্রকাশ।

	উচ্চ কর্ম্মচারীর পরীক্ষা		নিম্ন কর্ম্মচারীর পরীক্ষা	
	১৮৯৯-১৯০০ সালের ফলন।	এবং প্রথম হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে ফলন।	১৮৯৯-১৯০০ সালের ফলন।	এবং প্রথম হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত গড়ে ফলন।
	প্রতি একারে		প্রতি একারে	
ফসল।	পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের।	পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের।	পাউণ্ড।	পাউণ্ড।
আউ ধান্য	১,৫৭৭	১,৩৪২	১,৩৯৩	১,৩৪২
বাও ধান্য	১,৭২৮	১,৭৫৮	১,৪৫১	১,৪৭৯
লাঠী ধান্য	১,৫০৯	১,২৮৮	১,১৮৯	১,২৪০
বাও ধান্য	১,১৬২	১,২২৮	১,২৪০	১,২৪০
সর্ষপ	৪৯০	৪১৯	৩৫৫	৩৯৬
আলু কলাই	৫০৯	৪৮৬	২৬৪	২৮৪
ইক্ষু	২,১৮০	১,৬৫২	১,৭৬৯	১,৮৩৪

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

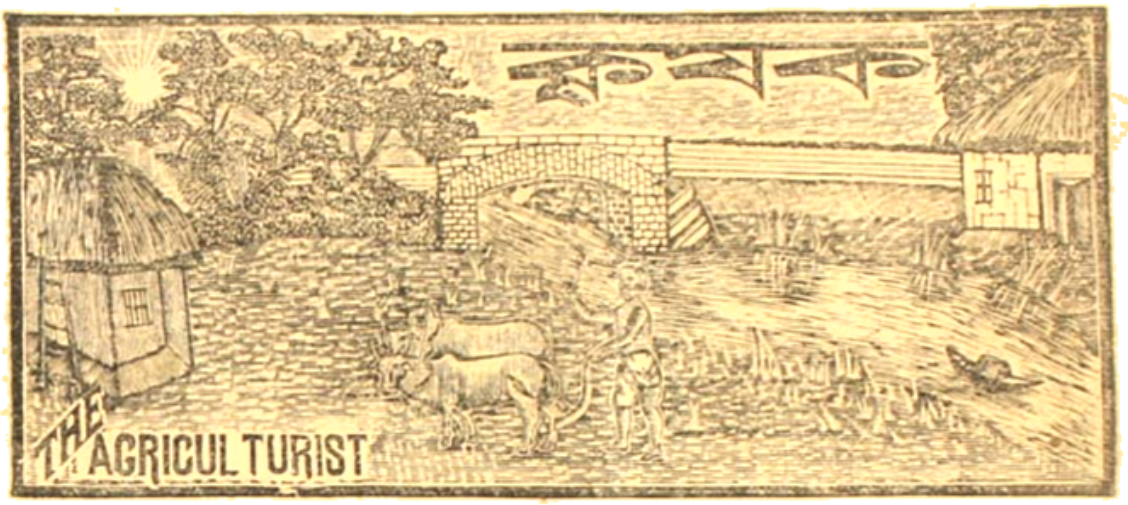

১ম খণ্ড তারিখ ১০ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩০৭ সাল। ৫ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	৬৫
তেল নিষ্কীব অত্যাচার	
গাছের নাম নিরূপণ	
বিবিধ সংবাদ	
কলিকাতা	
পত্রাদি	
বেগুণ গাছে পোকা	
আর ঘুমাও না (পদ্য	
মৃত্তিকাতত্ত্ব	৭৩
বাঙ্গালীর কার্পাসকথা	৭৬
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০	
সারের পরীক্ষা	

কৃষি সংবাদ।

বেগুণ গাছে পোকা।—শিবপুর এগ্রিকালচারাল কলেজ হইতে কৃষিবিভাগের সহকারী প্রোফেসর শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেগুণ গাছে পোকা সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একখানি পত্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রখানি অবিকল প্রকাশিত হইল তিনি লিখিয়াছেন—তামাকের জলে কল হওয়ার সম্ভব নাই। কিন্তু আমরা নিজে তামাকের জল ব্যবহার করিয়া বেগুণক্ষেত পিপীলিকার উপদ্রব নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুইবার—একবার কাশীপুরে এবং একবার শিবপুরে বেগুণ ক্ষেতে তামাকের জল ব্যবহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল। তামাকের জলে পিপীলিকা মরে নাই, উৎপাত নিবারণ হইয়াছিল মাত্র।

—সরকারি কাগজ পত্রে প্রকাশ যে হাবড়া অঞ্চলে এই বৎসর ফসলের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে। ৫/০ আনা রকম ফসল নষ্ট হইয়াছে।

সৈন্ধ দ্বারা নূতন গাছ পাওয়ার কষ্ট।—অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে এক দেশের সৈন্ধ অপর

দেশে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলে তাহাদের জন্ত ও অশ্বাদির জন্ত যে শস্ত তুলানি পাঠাইতে হয় তাহার বীজ হইতে সেই দেশে নূতন নূতন গাছ পালার সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় চা।—পূর্ব্ব চীন হইতেই বেশীর ভাগ চা কষিয়াতে রপ্তানি হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে প্রচুর চা কষিয়াতে রপ্তানি হইতেছে। এখানকার চায়ের যদি কষিয়াতে বিশিষ্ট আদর হয় তাহা হইলে ভারতের চাকরদিগের প্রভূত লাভ হইবে।

চা বিক্রয়।—২৫শে অক্টোবর ডাচের হাটে সর্ব্ব সমেত ২১,০৩৪ বাক্স চা আমদানী হইয়াছিল। দার্জিলিং চা ১,১৩৯ বাক্স, ডুয়ার্স ৪,৩৫৬ বাক্স, তরাই ১,২০৬ বাক্স, আসাম ৫,০৩৭ বাক্স, কাছাড় ৪,৬০৫ বাক্স, সিলেট ২,৭৯০ বাক্স, এবং অন্যান্য স্থান হইতে ১০১ বাক্স সর্ব্বশুদ্ধ ২১,০৩৪ বাক্স। ২রা নভেম্বর আসিয়াছিল ২১,৪২৩ বাক্স।

ইক্ষু আবাদ।—বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে, প্রায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে পরিমাণ জমী আবাদ হয়, এবারেও গড়ে সেই পরিমাণ জমী আবাদ হইয়াছে। চারা বেশ বাড়িতেছে। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে স্থানে স্থানে ফসলের হানি হইয়াছে বটে কিন্তু মোটের উপর আখের আবাদের অবস্থা মন্দ নহে। ফসলও গড়ে প্রায় পূর্ব্বের সমান দাঁড়াইবে। বাঙ্গালা অঞ্চলে পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণ জমী আখ বসান হইয়াছে। এ প্রদেশের আখ তত ভাল নয়।

তুলা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তুলা চাষের অবস্থা ভাল। আশ্বিন মাসের বৃষ্টিতে মোটের উপর তুলার আবাদের উপকারই হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে ও পঞ্জাবে তুলার ফসল অধিক হইবে বোধ হইতেছে। অপেক্ষাকৃত এ বৎসর তুলার দর বৃদ্ধি হওয়ায় মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও মান্দ্রাজে অধিক পরিমাণ তুলা চাষ হইয়াছে। ফসলও মন্দ হইবে না। বোম্বাই প্রদেশে তুলার আবাদ ভাল হয় নাই। গুজরাটে মোটের উপর আট আনা রকম তুলা আবাদ হইয়াছে। এতদঞ্চলে বৃষ্টির অভাব হওয়ায় চাষীরা খোরাকী শস্তের আবাদ অধিক পরিমাণে করিয়াছে।

বোম্বাই-আম বিলাতে।—মেবিরা আম লণ্ডনের অনেক দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখন বোধ হয় ১টার বার আনা বা দেড় টাকা দাম। গত গ্রীষ্মকালে কতকগুলি বোম্বাই আম বণ্ডষ্ট্রীটের একটী দোকানে পাঠান হয় সেগুলি পৌঁছিবামাত্র প্রত্যেকটী ৪৲ টাকা দামে বিকাইয়া যায়। এ বৎসর আমের সনদ পি, এণ্ড ও, কোম্পানি ও তাজা সাহেব ৫০০শত টন আম ও অন্যান্য বোম্বাই ফল বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বাই আমের আদর সর্ব্বত্রই, তাজা অবস্থায় পৌঁছিলে লাভও প্রচুর হইবে সন্দেহ নাই।

আঙ্গুর বীজে অনিষ্ট।—কোন আমেরিকাবাসী বলেন যে আঙ্গুর বীজে শরীরের ঘোর অনিষ্ট হয়। যত কিছু নূতন—তাহার প্রথম উৎপত্তি আমেরিকা হইতে। ডাক্তারেরা কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আঙ্গুর বীজে বিশেষ কোন অনিষ্টপাতের আশঙ্কা নাই। তবে কতকগুলা আঙ্গুরবীজ একেবারে খাইয়া ফেলিলে হয়ত কিছু অনিষ্ট হইতে পারে। দুই একটা বীজ উদরস্থ করিলে কিছুই হয় না। আমেরিকাবাসীর উক্ত কথাটী সত্য হইলে অনেককেই আঙ্গুর খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। আঙ্গুর খাইতেও সুমিষ্ট ও উহা খাইলে স্বাস্থ্যোন্নতিও হয়।

তুলার পরিবর্ত্তে "রিয়া" বা "রামির" আঁশ।—বিলাতের মিঃ এডওয়ার্ড ব্যাডক্লিফ সাহেব লিখিতেছেন "যে এ বৎসর আমেরিকায় তুলার আবাদ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ল্যাঙ্কাসায়ারের বণিক দলে বিশিষ্ট ক্ষতি হইবে। তুলার জন্ত আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকায় এই ফল। তাঁহারা যদি তুলার পরিবর্ত্তে "রিয়া" বা "রামি" ব্যবহার করেন এই অনিষ্টাশঙ্কা অনেকটা ঘুচিয়া যায়। "রিয়া"র আঁশ তুলার আঁশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং ভাল। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশে "রিয়া"র চাষ প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে। যে জমীতে পাট জন্মায় তাহাতেই রিয়াও ভালরূপ হইবে। যাহাতে লাভ হইবে সেই

চাষ করা অবশ্য শ্রেয়ঃ। "রিয়া"তে যদি লাভ হয়, তবে "রিয়া"র চাষে ভারতবর্ষে হইলে ভারতের মঙ্গল বলিতে হইবে।

আসামে জল বায়ু ও ফসলের অবস্থা।—বিগত ৯ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বিবরণ। গ্রীষ্মের এখনও উপশম হয় নাই; সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাতের অত্যন্ত আবশ্যক; হৈমন্তিক ধান্য রোপণ ও আউ ধান্যচ্ছেদন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে; চায়ের পাতা তোলা এখনও চলিতেছে। আউধান্য, পাট ও ইক্ষুর অবস্থা আশাপ্রদ। শ্রীহট্টে হৈমন্তিক ধান্য ও চায়ের অবস্থা ভাল, কিন্তু বৃষ্টি অভাবে অন্যান্য স্থলে উহাদের অবস্থা তত আশাপ্রদ নয়। সর্ষপ বীজের জন্য লাঙ্গল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে গোধূমক দেখা দিয়াছে। কাছাড়ে এবং কামরূপ ও ডারাঙ্গে পশু-বাণ্ডাভাব অনুভূত হইতেছে। সাধারণ ধান্যের দর—শিলচরে টাকায় ১০ বা ১১ সের, শ্রীহট্টে ১২½, ধুবড়িতে ১২, গৌহাটীতে ১৫, তেজপুরে ১২½ নৌগাঁয়ে ১৪ এবং শিবসাগর ও ডিব্রুগড়ে ১৩ সের।

বাগানের কার্য্য। কার্ত্তিক মাস প্রায় গতপ্রায় এই সময় জল ও স্থলের বাগান কোপাইয়া বর্ষার যে আগাছা কুগাছা জন্মিয়াছে সেই সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। জল ও স্থল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আল বাঁধিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আপাততঃ জল দিবার আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু মাটী টানিয়া যাইবার পূর্ব্বে সময় থাকিতে থাকিতে এই সকল কার্য্য সারিয়া রাখা ভাল। গোলাপ গাছ ছাটিবারও এই সময়। গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে রৌদ্র খাওয়াইয়া পরে সার ও মাটি দ্বারা শিকড় চাপা দিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন হইতে গোলাপ, বেল ও জুঁইয়ের পাট করিতে আরম্ভ করিলে, খুব শীঘ্র ফুল ফুটান যায়। মটর, বাট, শালগম, বিলাতী সীম, চৈতেবেগুণ, উচ্ছে, পটোল প্রভৃতি সবজী চাষের এইই প্রকৃষ্ট সময়।

রেল মিস্ত্রীর অত্যাচার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "হিতবাদী" পত্রে লিখিয়াছেন—মার্টিন কোম্পানির রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের দিগনগর গ্রামে একটী ষ্টেসন। ঐ স্থানের কতকগুলি গোয়ালা গরু চরাইবার নিমিত্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী লাইনের দুই ধারের দুই মাইলের ঘাস জমা করিয়া লইয়াছিল। এক্ষণে দিগনগর গ্রামে কোম্পানির যে কয়েকজন উড়িয়া মিস্ত্রী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময়ে সময়ে এই গোয়ালাদিগের নিকট হইতে দুগ্ধ ও কিছু কিছু পয়সা কড়িও আদায় করিয়া লইত। সম্প্রতি একবার গোয়ালারা দুগ্ধ দিতে অস্বীকার হয়। আর একবার পূর্ব্বোক্ত মিস্ত্রী মহাশয়েরা স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে ঐ গোয়ালাদিগের একটী ছাগ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রয়াস হন।

বিগত ১৩ই অক্টোবর তারিখে মিস্ত্রী মহাশয়েরা গোয়ালাদিগের ৬৪টী গরু পাউণ্ডে প্রেরণ করেন। বলেন, গোয়ালারা গরুগুলাকে লাইনের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং গরুগুলা লাইনের খোয়া ছড়াইয়া দিয়াছে। গরু খালাস করিতে গরিব গোয়ালাদিগের তৎক্ষণাৎ ২০৲ টাকা লাগিল।

সেই সন্ধ্যার সময়ই আমি, গ্রামের পঞ্চায়েৎ চৌকীদার এবং আর ২।৪জন লোক সঙ্গে লইয়া লাইন দেখিয়া আসি। কোন স্থানেই খোয়া ছড়ান দেখি নাই। অধিকন্তু উপরিউক্ত দুই মাইল ধরিয়াই লাইন মাটী হইতে প্রায় ৩৪ ফুট উচ্চ। সুতরাং এ স্থলে উহার উপর গরু ধরা যে একরূপ অসম্ভব, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। গরুগুলি যে ফাঁকা ময়দানেই ধৃত হইয়াছিল তাহার সাক্ষীও আছে।

পূর্ব্বে একবার এই মিস্ত্রীদলই পার্শ্ববর্ত্তী চটনা গ্রামের প্রায় ১০০ গরু এইরূপে পাউণ্ডে প্রেরণ করে। ইহাতে মিস্ত্রীদিগের লাভও আছে। পাউণ্ডার ঐ মিস্ত্রীদিগকে গরু পিছু ছয় পয়সা করিয়া পারিতোষিক দিয়া থাকে।

মিস্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার নিমিত্ত গত

কথা গোয়ালন্দিগের রুক্ষনগর যাইবার কথা ছিল। মার্টিন কোম্পানির ম্যানেজার মহাশয়কেও আমি এই বৃত্তান্ত লিখিলাম।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফলসহ পাওয়া বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চ্যাপ্টাভাবে পাক করিয়া সাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

—বড় লাট ৩রা নভেম্বর তারিখে জলপাইগুড়ি একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি এদেশের হিতকর কার্য্যে দৃঢ়ব্রত।

নদীর উপর পুল।—ভারত সচিব, ই, বি, ষ্টেট রেলওয়ে কাউন্সিলের নিকট তিস্তা নদীর উপর একটী প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন। ঐ সেতুটীতে সর্ব্বসমেত ১৩টী কূপক থাকিবে, প্রত্যেক কূপক পার্শ্বে ১৫০ ফুট। ইহাতে আনুমানিক ১৯,৫৮,০৪০৲ ব্যয় হইবে।

মণিপুরের রাজ বংশ।—ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে প্রকাশ যে মণিপুরের রাজবংশ যাহারা সিলেটের জেলে অবরুদ্ধ ছিল তাহারা শীঘ্রই কারামুক্ত হইবে। মহারাজ কুলচন্দ্রের, যুবরাজ টীকেন্দ্রজীতের ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভিলাসিংহের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ সকলেই কারামুক্ত হইবেন কিন্তু ভিলাসিংহ এখনও মুক্তি পাইবেন না। তিনি সেই সম্বন্ধে বড় লাটের নিকট আবেদন করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন।

মৃত্যু।—নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিতেছেন—নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ আর এক রত্ন হারাইলেন। গত ২৮শে অক্টোবর পণ্ডিত সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ২৮ বৎসর বয়সে অরবিকারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ৺ মধুসূদনের মৃত্যুতে নবদ্বীপের যে দুঃখ ক্ষতি হইয়াছিল, আর দিন কতক বাঁচিয়া থাকিলে সর্ব্বেশ্বর সে ক্ষতিপূরণ করিতে পারিতেন, পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা আশা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই শুকাইয়া গেল।

মশা ও ম্যালেরিয়া।—অনেক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে পচা জলে যে মশা জন্মে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া বিষ মনুষ্য দেহে আনীত হয়। মশা কামড়াইলে ঐ বিষ মনুষ্য দেহে সঞ্চারিত হয়। বিলাতের চেম্বরলেন সাহেব ও তদ্রূপ মনের লোসাইটী এই বিষয় পরীক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছেন। তাঁহাদের মতে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অনেক উপনিবেশ হইতে বিলাত মিউজিয়মে ৩,০০০ সহস্র প্রকার মশা সংগৃহীত হইয়াছে। নানা উপায়ে উক্ত তথ্য নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা হইতেছে। ধন্য ইংরেজের উদ্যম ও অধ্যবসায়। তাঁহারা যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন না কেন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন।

তিব্বতে রুষ।—তিব্বতের লামার সহিত রুষের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞানতত্ত্ব সংগ্রহের ছল ধরিয়া রুষিয়ানেরা প্রায়ই তিব্বতে আসিয়া থাকেন। রুষ, তিব্বতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে—ভারত-সাম্রাজ্যের বড় অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। বিলাতের টাইমস্ বলিতেছেন যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের উদাসীন থাকা আর কর্ত্তব্য নহে। তিনি বলেন যে তিব্বতে যাহাতে নেপাল রাজ্যের প্রভুত্ব স্থাপিত হয় ভারত গভর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা এখন করা উচিত। তিব্বত এতদিন চীন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, সেই জন্য নেপাল তিব্বতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে

পারেন নাই। চীনের পতনে এক্ষণে নেপালের সে সুযোগ ঘটিতে পারে। তিব্বতে নেপালের প্রভুত্ব সংস্থাপিত না হইলে উহা রুষ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে।

উত্তর পশ্চিমে শিক্ষা।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী। তত্রত্যবাসীগণ ইংরাজি বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের জন্য সন্তানাদি প্রেরণ করিতে উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সন্তানগণেরও বিদ্যালাভে তদ্রূপ আগ্রহ ছিল না। এক্ষণে উক্ত প্রদেশে উত্তরোত্তর অল্পে অল্পে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে। গত চারি বৎসরের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিম্ন বিদ্যালয়েই বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যালয়ে উপস্থিতের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর শিক্ষা বিষয়ে—৩৭,১৭,৯৫৮ টাকা খরচ হইয়াছিল। গতপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭,৮৭,১৯১ টাকা বেশী। দেশে শিক্ষার বিস্তার একান্ত প্রার্থনীয়। শিক্ষার বিস্তারে দেশে যেমন সহজে শান্তি স্থাপিত হয় তেমনটি আর কিছুতেই হয় না।

ধূমপান।—কিশোরবয়স্কদিগের মধ্যে চুরট, বার্ড-সাই প্রভৃতির ধূমপানের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এডিনবর্গের স্কুল বোর্ড উহার প্রতিবেধকল্পে বালকদিগের অভিভাবকবর্গকে যত্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বোর্ড এজন্য একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া অভিভাবকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। উহাতে এডিনবর্গের একজন সুবিখ্যাত ভিষকের অভিমত প্রকাশিত করা হইয়াছে। উক্ত ভিষক বলিয়াছেন, "ছেলেদের সুস্থ সবলকায় করিতে হইলে অভিভাবকদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত এই দোষের নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছেলেদের বাড়তিমুখে উহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার হইতে থাকিলে উহাতে দস্তুরমত শরীরের বাড় বৃদ্ধি হইবে না। অধিকন্তু ধীশক্তির প্রাখর্য্য কমাইয়া দিবে এবং ছেলেরা ক্রমশঃ দুর্বীত হইয়া উঠিবে।—এঃ মেঃ।

সৈনিকদিগের শিকার।—সৈনিকদিগের শিকার সম্বন্ধে একটী নূতন আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই আদেশমত কার্য্য করিলে, শিকারে মধ্যে মধ্যে গ্রামবাসীদিগের যে বিস্তর বিপত্তি ঘটিত, তাহার অনেকটা প্রশমিত হইবে। আদেশের মর্ম্ম এই যে কোন সেনানী বিনা পাসে অর্থাৎ উপরিতন সেনাপতির অনুমতি ব্যতীত শিকারে যাইতে পারিবেন না। উপরিতন সেনাপতি যাহাকে বন্দুক চালনে দক্ষ বলিয়া প্রশংসাপত্র না দিবেন তিনি শিকার করিতে পাস পাইবেন না। তিনজন সেনানীকে একখানি পাস দেওয়া হইবে। উহাদের মধ্যে একজন দলপতি হইবে এবং একজন সোভারী উহাদের সহিত থাকা আবশ্যক। শিকার করিতে বহির্গত হইয়া খাদ্যাদির একান্ত আবশ্যক হইলে উক্ত সোভারী কর্ত্তৃক খরিদাদি করিতে হইবে। শিকারে বহির্গত সেনানীগণ রেঞ্জর বহির্ভাগের কাহারও সহিত কোন রূপ কথাবার্ত্তা বা ইঙ্গিত ইসারা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা গ্রামস্থ কোনও বাটীতে বা বাগানে, মন্দিরে বা মসজিদে কখনও প্রবেশ করিতে পাইবেন না বা ঐ সকল স্থানের ১০০০ হাতার হাতের মধ্যেও শিকার করিতে পাইবেন না। শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া কেহও গমন করিতে বা গুলি চালাইতে পারিবেন না। পাসে লিখিত ভঙ্গুর যে তালিকা দেওয়া থাকিবে তাহাদের মধ্যে কোনটীকেও কেহ শিকার করিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ কেহ ময়ূর শিকার করিতে পাইবেন না। কেহই হরিণ, কুকুর ও বানর দেখিলেই গুলি করিতে পারিবেন না। সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব কালে সকলের পক্ষেই এই সকল নিয়ম শিরোধার্য্য।

পারিসের গণ্যমান্য খবরের কাগজওয়ালারা ক্রুগারের পক্ষ সমর্থন করিতে চান না।

—জেনারেল ফ্রেঞ্চ রেল লাইনের নিকট হইতে বুয়রদিগকে তাড়াইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

—ইংলণ্ড-জার্ম্মানি কৃত সন্ধিসর্ত্ত দ্বারা মানচুরিয়া ও অন্যত্র রেল বসানর কোন প্রতিবন্ধকতা হইবে না।

—গেলভাষ্টোন নামক এক খানি ডচ্ জাহাজ ক্রুগারকে লইয়া ডেলাগোয়া উপসাগর হইতে রওনা হইয়াছে।

—সম্প্রতি ইংরেজ সেনানী নক্স, ডি ওয়েটের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ডি ওয়েট ধরা পড়েন নাই। পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে যে লর্ড উল্‌সলি ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত, যে দিন না লর্ড রবার্টস্ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসেন, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

—রুসিয়ার অর্থ সচিব, গ্লাসগোর লর্ড প্রোভষ্টকে তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন যে রুসিয়া, গ্লাসগোর প্রণালীতে সহযোগিতা করিবেন এবং তিনি আশা করেন যে এই উপলক্ষে উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হইবে।

একটা গুজব প্রচার হইয়াছিল যে রুষিয়া, পারস্যকে তাহার রেলওয়ের উন্নতিকল্পে ঋণ করিবার জন্য ২৫,০০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্ ঋণ দান করিয়াছেন। টাইম্‌স্ পত্রিকার পিটার্সবর্গের পত্র লেখক ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন।

—জাপান প্রস্তাব করিতেছেন যে শক্তিপুঞ্জের উচিত চীনের সহিত সন্ধিস্থাপনের ভার তাঁহাদের দূতদিগের উপর অর্পণ করা। জার্ম্মনি ও আমেরিকা এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন, ইংরেজেরও বিরুদ্ধ মত হইবে না। গোল কেবল রুসিয়াকে লইয়া।

—ইংলণ্ড ও জার্ম্মনির সন্ধিতে আমেরিকা ও অষ্ট্রীয়া সুখী হইয়াছেন ও অভিনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কোন জর্ম্মাণী খবরের কাগজ কিন্তু বলিতেছেন যে এ সন্ধিতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। এই সন্ধিসর্ত্তের শেষটী যেন রুসিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

কলিকাতা।

সর্পাঘাতে মৃত্যু।—ওয়াটগঞ্জে গত সোমবার একটী হিন্দু রমণীর হস্তে সাপে কামড়ায়। সর্প দংশনেই ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এটর্ণি।—বাবু রাধানাথ গাঙ্গুলি, গত ৩১শে অক্টোবর হাইকোর্টে জষ্টিস্ প্রাট সাহেবের সম্মুখে, উক্ত কোর্টের এটর্ণি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার আবহল রহিম।—কলিকাতার উত্তর ডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট নবাব আমির হোসেন এক মাসের ছুটী লইয়াছেন। ইনি তাঁহার পরিবর্ত্তে কাজ করিতেছেন।

জাহাজে বিপদ।—বিগত বুধবারে একটী জলস্থ জাহাজ এক খানা পাট বোঝাই নৌকার উপর পড়ে। মাঝিদের ঘরে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। বাতীতে বিপদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

গাছ হইতে পতনে আঘাত।—২৪ পরগণার একটী লোক গাছের উপর হইতে পতিত হইয়া এরূপ নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহাকে কলিকাতায় হাসপাতালে আনিতে হইয়াছে।

অহিফেন সেবন।—পদ্মপুকুর হইতে একটী স্ত্রীলোক মেডিকেল কলেজে আসিয়াছে। সেটী অহিফেন বিষে প্রায় মৃতকল্প। অহিফেন নিজে খাইয়াছে কি কেহ খাওয়াইয়াছে সে বিষয় পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

ছোট লাটের দার্জ্জিলিঙ্গের আফিস।—দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ছোট লাটের সমস্ত অফিস ১লা নভেম্বরের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। ছোটলাট বাহাদুর সম্ভবতঃ ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিবেন।

প্লেগ।—বিগত ২৯শে অক্টোবর কলিকাতায় প্লেগের রোগী আদৌ ছিল না। ২৯শে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সকল রকম রোগে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সময়ে ৫ বৎসরের গড়পড়তা মৃত্যু সংখ্যা ৬০ জন মাত্র।

আসামের চিফ কমিসনর কটন সাহেব।—ইনি আগামী শীতকালের জন্য বড় লাট সভার এক জন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত হইয়া আসামের কুলি আইনের আলোচনা করিবেন এবং কলিকাতা হইতে ঐ সময়ের জন্য আসামের শাসন কার্য্য চালাইবেন।

জুয়া-খেলা।—এক জন এ দেশী লোক বিগত ৩০শে অক্টোবর তারিখে জুয়াখেলার আড্ডাধারী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের

বিচারে ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অপর দশজন ছুয়া পেলোয়াড়ের প্রত্যেকের ১৫ দিন করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

সেকরার ছুরাচুরি।—কোন একটী লোক তাহার গহনা গড়িয়া দিবার জন্য একটা সেকরাকে কিছু টাকা দেয়। সেকরা সেই টাকা লইয়া পলায়ন করে। গত কল্য মৌলবী সিরাজুল হাক, পুলিশ মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচারে সেকরার এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রোফেসর মোক্ষমূলারের মৃত্যু।—প্রোফেসর মোক্ষমূলরের মৃত্যু উপলক্ষে সেনট্রাল কলেজ ও স্কুল, সিটি কলেজ ও স্কুল, মুক ও বধির স্কুল ও অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের ছুটী দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও সহৃদয় বন্ধু। ইঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন।

পতির প্রতি বিষ প্রয়োগ—গতকল্য হাবড়া সেসন্স কোর্টে একটী এগার বৎসরের বালিকার বিচার হইয়াছিল। বালিকাটী স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়াছিল এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া উলুবেড়িয়া হইতে চালান হইয়া আসে। সে বলে যে স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়েরা তাহার উপর অত্যাচার করিত বলিয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে। বালিকাটী একটা মুচীর মেয়ে। সে অসুখের জন্য মাঝে মাঝে আরসেনিক (সেঁকো বিষ) পাইত এবং ইহাতে যে লোক মরে তাহা জানিত সে তাহার বাপকে এই বিষের দ্বারা গরু মারিতে দেখিয়াছে। বালিকার বয়স অল্প বলিয়া জজ সাহেব তাহাকে এক মাস সপরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষরে না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

বেগুণ গাছে পোকা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'কৃষক'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—মহাশয়,

১৩ই কার্ত্তিক তারিখের পত্রিকায় 'বেগুণ গাছে পোকা' সম্বন্ধে আপনি যে উপায় বলিয়া দিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হওয়ার সম্ভব নাই। বেগুণ গাছে সাধারণতঃ তিন জাতীয় পোকা হইয়া থাকে। এক জাতীয় পোকা (Achaea Melicerte) দিনের বেলায় মাটীর মধ্যে থাকিয়া রাত্রে বাহির হইয়া গাছের কচি কচি পাতা খায়। ইহাতে গাছের বিশেষ ক্ষতি করে না। ভাল করিয়া চাষ হইলে এ পোকা হওয়ারও সম্ভব নাই। তামাক ও লবণের জলে এই পোকার জন্য কিছু উপকার হইতে পারে। অন্য এক জাতীয় পোকা (Epilachna Vigintiocto-punctata) কীটাবস্থায় বেগুনের পাতা খায়, কিন্তু পতঙ্গাবস্থায় বেগুণ গাছের পোকা খায়। ইহা দ্বারা উপকার অপকার দুইই হয়। প্রথম জাতীয় পোকা (Achaea Melicerta) কীটাবস্থায় দেখিতে প্রায় রেশম কীটের ন্যায়। দ্বিতীয় জাতীয় পোকা কীটাবস্থায় সবুজ বর্ণের, চাকা চাকা ও আপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। পতঙ্গাবস্থায় প্রথম জাতীয় পোকা প্রজাপতিরূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় জাতীয় পোকা পতঙ্গাবস্থায় যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 'লেডো-পোকা' বলি, সেইরূপ আকার ধারণ করে। তামাকের জলে এ পোকারও কতক উপশম হয়। কিন্তু যে পোকাদ্বারা বেগুণ গাছের অধিক ক্ষতি হয় উহা ডালের মধ্যে থাকিয়া গাছের শাঁস খায়। এই পোকার জন্য ডাল বাছিয়া বাছিয়া ভাঙ্গিয়া পোড়ান

ভিন্ন উপায় দেখি না। ডালে ও পাতায় বিষ ছিটা-ইয়াও দেখিয়াছি ঐ পোকার উপদ্রব কমে নাই! এই পোকা (Diatraea Saccharalis) পতঙ্গাবস্থায় কৃষ্ণকায় প্রজাপতির ন্যায়। এই প্রজাপতি গাছের ডালে ডিম দিয়া যায়। এই সকল ডিম প্রস্ফুটিত হইয়া যে কীট হয় উহারা ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ভিতরে চলিয়া যায়। ইতি—

বশম্বদ

শ্রীনিতাগোপাল মুখোপাধ্যায়,

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

৩১শে অক্টোবর ১৯০০।

পুঃ—আর এক কথা।—আপনি পিপীলিকা মারিবার বন্দোবস্ত করিয়া ভাল করেন নাই। পিপীলিকায় কোন ফসলের কোন অনিষ্ট করে না—একথা বলি না, কিন্তু পিপীলিকা দ্বারা উপকারই অধিক হয়। ডালের মধ্যে গিয়া ডাইয়াট্রিয়া পোকা খাইতেছে—এরূপ অবস্থাতেই প্রায় আপনি যেখানে সেখানে পিপীলিকা দেখিতে পাইবেন। নি, গো, ব।

আর ঘুমাও না।

নিস্তব্ধ নিশীথ, নলিনা যামিনী;
অচঞ্চলপক্ষ পাখীরা ঘুমায়;
অলস সমীর পূর্ণে অচেতন;
অলস মানব নিলীন শয্যায়।

(২)

সুপ্তির অলস বিস্তৃত সলিল;
আঁধারে মলিন অলস প্রান্তর;
অলস মেদিনী; অলস আকাশ;
অলস প্রকৃতি ঘুমায় গভীর।

(৩)

নিরলস শ্রান্তি নাশিতে ঘুমায়;
অলস, অভ্যাসে বিহ্বল, ঘুমায়;
"ঘুমাও না আর, দরিদ্র হইবে"
প্রত্যহ দেখিছে তথাপি ঘুমায়।

(৪)

ঘুমাও সকলে, প্রভাতে জাগিও;
রজত-কাঞ্চন-সকলে ঘুমাও;
ঘুমাও অলস চিরকাল তরে,
আলোক, তুমিই জাগ্রত থাকিও।

(৫)

বৎসরের অর্দ্ধ আঁধারে মণ্ডিত,
আলোকবিহীন নেদিনী ঘুমায়;
কত সে ঘুমাবে? আলোক উদিত
হও চিরতরে—বৃথা দিন যায়।

(৬)

নিদ্রিত মানবে ঔদাস্য-কলুষ
করে পরাধীন; করায় পীড়ন।
আলোক উদয়ে হ'ও সচেতন;
আয়ুঃক্ষয়-কর দিবসে স্বপন।

(৭)

আর ঘুমাও না, আঁখি মেলি দেখ,
দিবা প্রকাশিত হইছে প্রভায়;
আসিছে প্রভাত, আর ঘুমাওনা;
ঢের ঘুমায়েছ;—জীবন ফুরায়।

(৮)

যুবা কোন এক, নিশীথের শেষে,
আবেগে এ হেন প্রলাপ বকিয়া,
মনোদুঃখে কাঁদি—পুনঃ রোষে রোষি,
শেষে সব ভোলে—নিদ্রিত হইয়া।

মৃত্তিকাতত্ত্ব।

(২)

মৃত্তিকার গঠনানুসারে উহা নানা প্রকারের হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে নানাবিধ প্রকারভেদ আছে, তাহারই ইতর বিশেষে উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, এবং প্রত্যেক প্রকার মৃত্তিকারই গুণ ও শক্তি স্বতন্ত্র। ক্ষেত্র মধ্যে কোন স্থলে দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকার বর্ণ সকল স্থানে সমান নহে। কোথাও সাধারণ মৃত্তিকা কৃষ্ণ বর্ণ, কোথাও শ্বেতাভ, কোথাও হরিদ্রাভ, আবার কোথাও লালাভ বা পাংশু বর্ণের—ইত্যাদি নানা বর্ণের নানাবিধ মৃত্তিকা অবস্থিত। এই সকল স্তর (Stratum) দেখিয়া ভূমির একটা বয়স নিদ্ধারণ করা যায়,—অর্থাৎ উহা নূতন কি পুরাতন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ নহে। তবে এই সকল স্তরবিষয়ক সুদীর্ঘ আলোচনা করা এস্থলে তত আবশ্যক মনে করি না।

মৃত্তিকায় প্রধানতঃ দুইটা স্থূল জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) আবয়বিক বা দাহ্য ও (২) অনাবয়বিক বা অদাহ্য। মৃত্তিকার যে অবয়ব, তাহা এই দুই পদার্থের সংযোগ মাত্র। দেখিতে পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থ দগ্ধ করিলে হ্রাস হইয়া যায়। যে পদার্থটী হ্রাস হইয়া যায় তাহাই আবয়বিক বা জান্তব। জীব বা উদ্ভিদ-শরীরে দুই পদার্থই আছে, এবং উহা দগ্ধ করিলে দাহ্যাংশ চলিয়া গিয়া কেবল ছাই মাত্র অবশিষ্ট থাকে,—এই ভস্মই অনাবয়বিক পদার্থ,—ইহা আর দগ্ধ হয় না। মনুষ্য, জন্তু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতাদি মরিয়া দগ্ধ বা বিগলিত হইয়া যায়, এবং মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয়, সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠ উভয় পদার্থই লাভ করিয়া দিন দিন কলেবর পুষ্ট করিতে থাকে। আবার সমুদ্র, নদ নদী উচ্ছলিত হইয়া যখন দেশ ভাসাইয়া দেয় এবং যখন সেই জল স্থির হয়, উচ্ছলিত বারিনিধ্যস্থিত যে সমস্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু সকল অবস্থিতি করিতে ছিল, তাহা ভূপৃষ্ঠে গিয়া বিশ্রাম লয়, এই পরমাণুরাশির বিস্তৃত সমষ্টির নাম পলি। ভূপৃষ্ঠে এই সৃষ্ট পদার্থের অবশিষ্টের স্থিতি হয়, এবং পলিতে দিন দিন ভূ-পৃষ্ঠ উচ্চ হইতে থাকে। এইরূপে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত স্তরের উৎপত্তি হয়। স্তর সকল বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে যত দিন যায়, তত ভিন্ন রূপ ধারণ করে; ও রাসায়নিক ক্রিয়াবশে বহু প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, এই জন্যই ভূগর্ভে ভিন্ন ভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল স্থানেই যে মৃত্তিকার এক স্তর সমভাবে বিস্তারিত হইয়া আছে, তাহা নহে। একই ক্ষেত্র মধ্যে স্থানে স্থানে গর্ত্ত খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্তরপ্রণালীর বিভিন্নতা আছে, কোন স্থানে ইহার দুইটা, কোথায় চারিটা, আবার কোথাও বা পাতলা স্তর বিরাজিত, স্তরের ইতর বিশেষে, এবং প্রত্যেক স্তরের গঠন প্রণালী ভেদে উহার গুণাগুণের তারতম্য হইয়া থাকে। এমন দেখা যায় যে হয়ত মৃত্তিকার উপরিভাগ চট্‌চটে এঁটেল মাটী, তন্নিম্নে একবারে স্থূল বালুকা, অথবা বোল,—যাহাকে পাওব-পোড়া মাটী কহে,—আবার কোথাও উপরে বালুকা, নিম্নে এঁটেল বা শিলা কঙ্কর ইত্যাদি। কালবশে রাসায়নিক ও ভৌতিক ক্রিয়া সংযোগে সেই স্তরান্তর্গত মৃত্তিকা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন নামে পরিগণিত হয়, এবং সেই ক্রিয়া বশেই মৃত্তিকা মধ্যে নানাবিধ ধাতব পদার্থ ও নানাবিধ লবণ পাওয়া গিয়া থাকে।

মৃত্তিকার ঈদৃশ গঠনের তারতম্যে উহার প্রকৃতিও বহুমানে পরিবর্ত্তিত হয়,—এই জন্য কোন স্থলের ভূগর্ভে উত্তাপ অধিক, আবার অপর স্থানে শৈত্যের প্রাদু-

— Organic. Inorganic.

ভাব। এইরূপ কোন স্থানের মাটিতে অম্লের প্রাধান্য, কোন স্থানে লবণের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হওয়া উচিত। পরীক্ষা করিতে হইলে, হয় স্থানীয় মৃত্তিকা অথবা তজ্জাত উদ্ভিদ পরীক্ষা করা উচিত। তবে উদ্ভিদ পরীক্ষা দ্বারা মৃত্তিকা নির্দ্দিষ্ট স্তরের কোন বিশেষ ঠিক করা যায় না। কিন্তু মোটামুটী মাটির স্বভাবটা বুঝিতে পারা যায়, কারণ উদ্ভিদ পরীরে যাহা আছে তাহার অধিকাংশই মৃত্তিকাজনিত, অবশিষ্ট বায়ুমণ্ডল (atmosphere) সঞ্চিত।

সাধারণ কৃষিকার্য্যের জন্য ভূগর্ভ মধ্যে ৯।৫ কি ৬।৭ ফুট মাটি খনন করিয়া দেখিলেই আমাদিগের কাজ চলিতে পারে, তবে গভীর নিম্নগামী শিকড়-বিশিষ্ট বৃক্ষাদির জন্য হইলে অবশ্য অপেক্ষাকৃত অধিক গভীর করিয়া মাটি খনন করিতে হয় ও পরীক্ষা করিতে হয়। মৃত্তিকার অভ্যন্তর প্রদেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত না হইয়া, অনেক সময়ে অনেকে মৃত্তিকা-সংস্করণ করিতে গিয়া উহার অবস্থিত স্বভাবকেও নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন। মৃত্তিকার সংস্কার সাধন করা অনেক সময় আবশ্যক হয় বলিয়া, অবিমৃষ্যকারিতার সহিত উহাকে গভীররূপে খনন করিয়া নিম্ন স্তরের মাটি উপরে আনিয়া ভূমিকে নষ্ট করা উচিত নহে। এমন চোরা জমি অনেক আছে, যাহার উপরিস্থিত স্তরটী আবাদোপযোগী, কিন্তু নিম্ন স্তরের মাটি হয় ত উদ্ভিজ্জীবনের পরম অনিষ্টকর, এবং সেই অনিষ্টকর মৃত্তিকারাশিকে উপরিভাগে আনিয়া উপরের মৃত্তিকা নিম্নস্তরে প্রেরণ করিলে, ক্ষেত্র একবারে নষ্ট হইয়া যায়, এবং এইরূপে অনেক জমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার পুনঃসংস্কারের জন্য কত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াও ইচ্ছানুরূপ পুনরুদ্ধার হয় নাই। নিম্ন স্তরের মৃত্তিকার অবস্থা আশাপ্রদ না হইলে, সে স্তরের মৃত্তিকাকে উপরে আনিবার চেষ্টা না করিয়া বরং উপরিভাগের (surface soil) মাটির যাহাতে অন্য প্রকারে অর্থাৎ জল নিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা কিম্বা সার প্রয়োগ করিয়া, উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। মৃত্তিকামধ্যে কত প্রকারের খনিজ ও ধাতব পদার্থ আছে তাহার নির্ণয় এখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই এবং যাহাও হইয়াছে, তৎসমুদয়ই যে উদ্ভিজ্জীবনের উপযোগী তাহা নহে। এই সকল কারণে ভূগর্ভ পরীক্ষা না করিয়া, ভূ-পৃষ্ঠ সংস্কার করিতে যাওয়া কোন মতে উচিত নহে। এই সকল কূট বিষয় সাধারণতঃ লোকে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উল্লিখিত প্রণালীতে মৃত্তিকাসংস্কার করিবার প্রয়াস না করিয়া স্থানান্তরাগীত, সুপরিজ্ঞাত মৃত্তিকা সুবিধাজনক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মৃত্তিকাসংস্কার করা ব্যয়সাধ্য কার্য্য। কোন ক্ষেত্রকে একবারে ২।৩ ফুট খননানন্তর সমুদায় মৃত্তিকা একবারে উল্টাইয়া দেওয়া কত ব্যয় সম্ভব তাহা কৃষি ক্ষেত্রে অবস্থিত ব্যক্তিগণ জ্ঞাত আছেন। তবে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে উল্লিখিত প্রণালীতে মৃত্তিকাকে উল্টাইতে পারিলে আবার অনেক স্থলে সুফল ফলিবার যথেষ্ট আশা করিতে পারা যায়। আজ প্রায় দশ বারো বৎসরের কথা হইল, কলিকাতার উত্তর-সন্নিহিত কাশিপুর হর্টিকালচারল ইনষ্টিটিউশনের উল্টাডিঙ্গির বৃহৎ গোলাপ বাগানে একটী বিল কাটিবার সময় উহার মধ্যে একটী ঘন স্তর বোদ মাটি পাওয়া যায় এবং সেই বোদ মাটি বাগানের অধিকাংশ স্থানে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়। জমীখণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা নীচু ছিল, এই মাটি বিস্তৃত করিয়া দেওয়ায় উহা উচ্চ হইল বটে, কিন্তু স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া উর্ব্বরা হওয়া দূরের কথা, অধিকন্তু উহা এতই নীরস ও শক্তিহীন হইয়া গেল যে, তাহাতে কোন উদ্ভিদই কিছু দিন পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে নাই। সেই মাটি পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে উহা কেবল উদ্ভিদ

পদার্থের সারাংশ নাই এবং উহা একটি জানুকা যে, উহার শুষ্ক ঢেলা জলে ভাসিত, এবং অগ্নিতে প্রয়োগ করিলে জ্বলিতে থাকিত। এই অগ্নিমিশ্রিত আবর্জনিক পদার্থকে ইংরাজি ভাষায় Humus কহে। এই মাটি শুষ্ক করণানন্তর চূর্ণ করিয়া, অপর মৃত্তিকার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করিয়া আমরা ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে দেখিয়াছি যে, এই লোহ-মাটি-সংযুক্ত, এবং লোহ-মাটি-অসংযুক্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রথমোক্ত মাটিতে যে কোন উদ্ভিদই রোপণ করা গিয়াছে, তদ্রূপেই আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া দর্শকের নয়নমন মোহিত করিয়াছে।

মৃত্তিকা মধ্যে প্রধানতঃ চারিটী মূল জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই চারিটীর নাম কর্দ্দম (clay), চূণ (lime), লাহ বা আবর্জনিক পদার্থ (humus or organic ingredients) এবং বালুকা (sand)। এই চারিটী পদার্থের সম্মিশ্রণসম্ভূত মূল জিনিষই মৃত্তিকা; এবং ইহাদিগের পরিমাণের অনুপাত অনুসারে মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। কোন মৃত্তিকায় কর্দ্দমের, কোনটায় চূণ, কোনটায় লাহ-পদার্থ আবার কোনটায় বালুকার ভাগ অধিক বা অল্প থাকায় প্রত্যেক জাতির মৃত্তিকাই স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়া থাকে, এক এক স্থানে এমন জমিও পাওয়া যায় যথায় একের সম্পূর্ণ প্রাধান্য অথবা অভাব ইত্যাদি। এক উপকরণের রাশিতে যেমন কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, তেমনই একটি উপকরণের অভাবে কোন উদ্ভিদ সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে যে, কেবল চূণের রাশিতে, অথবা বালুকারূপে বা কর্দ্দমের স্থানে কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, কিন্তু সেই কারণ পদার্থ একত্র সম্মিলিত হইলে, প্রত্যেক আনুষঙ্গিকের উপরবিশেষে বিভিন্ন স্বভাবের উদ্ভিদ জন্মিবার পক্ষে উপযোগী হয়। ইহার প্রমাণের অধিক আবশ্যকতা দেখা যায় না, কেন না ইহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি যে, মৃত্তিকা নির্ব্বিশেষে একই ফসল আবাদ করা চলে না। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গঠনের মৃত্তিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফসলের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে আমরা যে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহাতে ইচ্ছানুরূপ ফসলের আবাদ করি, সেটা অভ্যাসে এবং নিজের সুবিধার জন্য। অদ্য ছয় বৎসরের কথা হইল, আমি নিজে মুরসিদাবাদে নানবিধ শস্যের আবাদ করি, তাহার মধ্যে বক্সারের ক্লব নং ১ (Buxar Club No. 1) এক খণ্ড জমিতে পরীক্ষা করি, এবং উৎপন্ন শস্যের নমুনা কলিকাতায় এগ্রিহর্টিকালচারেল সোসাইটীতে যাচাই করিবার জন্য প্রেরণ করি। যাচাই-ফল নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"The sample of wheat was good and classed as Buxar No. 2"*। এইরূপ মৃত্তিকার অবস্থান্তর হইলে, তদ্ভাত যে কোন উদ্ভিদই হউক—তাহার অল্পাধিক আকৃতির বা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই, তবে বিচক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাহার অনুধাবন করিতে পারেন, অপরে পারে না। দেশ বিভিন্নতায় উদ্ভিদে একটা পরিবর্ত্তন ঘটে স্বীকার করি, কিন্তু সেটা বীজের অনুরূপে অথবা উদ্ভিদের অবয়বে লক্ষিত হয়। একই প্রদেশ মধ্যে একই জেলার মধ্যে একই উদ্ভিদের মধ্যে যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহার কারণ মৃত্তিকার ইতরবিশেষ। অল্প পরিমাণ স্থান লইয়া একই জাতীয় ঐ চারিটী উদ্ভিদকে যদি বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকায় রোপণ ও যথানিয়মে একই প্রকার পাট করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, সেই সকল উদ্ভিদের স্থিতি-বৃদ্ধি ফলন-ফলন মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চারিটী উপকরণে

* Agri-Horticultural Society's Journal, April-June Number, 1894 (Vol. X.)

মৃত্তিকার অবয়ব গঠিত হয়, তাহার কোনটীর অভাব থাকিলে উদ্ভিদগণ তাহা চাক্ষুষ দেখাইয়া দেয়। দুই এক সের মৃত্তিকা লইয়া যদি উহার মধ্যস্থিত যে কয়টী মূল পদার্থ আছে কয়ল, চূণ, বালুকা ও মাত্তিক বা আবরবিক পদার্থ স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় এবং সেই স্বাতন্ত্রিত প্রত্যেক পদার্থে এক সময়ে, এক জাতির কোন উদ্ভিদ রোপণ করা যায়, তবে দেখিতে পাইব যে উক্ত কয়েকটী পদার্থের একটী অবস্থায়ও কার্য্য করিবার কোন শক্তি নাই। আবার মৃত্তিকার পূর্ণ অবস্থা হইতে যদি কোন একটীর অংশ হটাইয়া দেওয়া যায়, তবে উদ্ভিদশরীরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আবার দুইটীর অংশ বাহির করিয়া লিলে, পরিবর্ত্তনটী আরও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যত স্থিরভাবে ও ধৈর্য্য সহকারে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অনুশীলন করা যায়, ততই তাহার ভিতর হইতে সমূহ পরিমাণ কাজ ও ফল পাওয়া যায়। ভাসা চক্ষে ইহার অনুশীলন হয় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অবিচ্ছিন্ন লক্ষ্য থাকিলে তবে কোন পদার্থের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার জন্মে, এবং তখন হইতে নূতন সংগ্রহ করিবার সুযোগ হয়। যে চারিটী জিনিষের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, এইবার আমরা তাহার প্রত্যেকের বিষয় আলোচনা করিব। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

আপিলে খালাস।—কিছু দিন পূর্ব্বে তাহের খাঁ নামে বাঁটীর এক জন কুলি কণ্ট্রাক্টর বলপূর্ব্বক ৭জন কুলি চালান দিবার অপরাধে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক শত টাকা জরিমানা ও এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইহার জন্য জুডিসিয়াল কমিশনারের নিকট আপীল হইয়াছিল। তাঁহার বিচারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রদ হইয়াছে এবং আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

বাঙ্গালীর কার্য্যকুশলতা।

বাঙ্গালী বলিলেই আমরা সুধু বাঙ্গালা নিবাসী হিন্দু, মুসলমান ও অপর সাধারণ লোক বলিয়া সকল সময়ে বুঝি না। আমরা বুঝি ২৪ পরগণা (যাহার প্রধান নগর কলিকাতা) হুগলী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সমষ্টি, এবং এইখানে বাঙ্গালী বলিলে তাহাই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালী যে বুদ্ধিমান তাহা দেশ বিদেশের লোকে স্বীকার করিয়া থাকেন সুতরাং সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা উচিত নহে। বিচারাসনে বসিয়া বাঙ্গালী সুবিচার করেন, মুন্সেফিগিরি বাঙ্গালীর একচেটে কার্য্য ছিল, এবং বিশেষ সুযশের সহিত অনেকে ঐ কার্য্য করিয়াছেন। হিসাব পত্র রাখিতে বাঙ্গালী অদ্বিতীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ইহাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারেন না, একালতীতে ইহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, টক্কিনিরারিতেও ইহারা পারদর্শী; দর্শন বল, ন্যায় বল, স্মৃতি বল, গণিত সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইহাদিগের বুদ্ধিমত্তার ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাঙ্গালীর মেধা শতদিক প্রসারিণী। কিন্তু বাঙ্গালীর একটু বিশেষত্ব আছে, ইহারা অর্থলোভে পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া প্রভুর কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলে করিতে পারেন, স্বাধীন ভাবে আপনার কার্য্য করিতে হইলেই বা সমকক্ষ অন্য লোকের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে হইলে ইহাদের যত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। স্থূল কথা, বাঙ্গালী নিজের ক্ষমতার উপর নিজে নির্ভর করিতে সাহস করেন না। বাঙ্গালী বড় প্রভুত্ব প্রিয়, অথচ যে সকল গুণ থাকিলে প্রভু হওয়া যায় সে গুণ বাঙ্গালীর নাই। ঘটনা চক্রে পড়িয়া বাঙ্গালী কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন, কিন্তু ইংরাজ বা ইউরোপবাসীরা অধীর না হইয়া অতি সত্বর কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারেন। অধ্যবসায় গুণে ইংরাজ আজ সসা-

করা ধরার অধীশ্বর। আর বাঙ্গালী বীর্যহতঃ বলতঃ আজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। ইংরাজের উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে উষ্ণ ও সাহস অতুলনীয়। তাঁহারা অত্যুচ্চহিমমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনেও পশ্চাৎপদ নহেন, কিন্তু বাঙ্গালী যাহা সহজ সাধ্য, যাহাতে কোন গোলযোগ নাই তাহাই করিতে ভাল বাসেন।

চাকরী করাই যেন বাঙ্গালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু আজ কাল চাকরী মেলা বড়ই কঠিন, সেই জন্যে, এখন অনেকেই মনে করেন তবে না হয় একটা ব্যবসা বাণিজ্য করা যাউক। যেন এটা একটা সহজ সাধ্য কার্য্য, যেন ইহার জন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। অনেকেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, সকলে এক কায করিতে আসেন নাই, ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবে এবং এক বিষয় শিক্ষা দ্বারা তাহাতে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সে বিষয়ে পারদর্শী হইয়া আপনার বিশিষ্ট উন্নতি ও জগতের হিতসাধন করিতে পারেন।

কে কোন্ কার্য্য করিবে, কে কোন্ কার্য্যের জন্য সৃষ্ট, ইহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অথচ আপনার রুচি মত একটা কার্য্য বাছিয়া লইতে না পারিলে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন অশান্তিময় হইবে। সন্তান কি কার্য্যের উপযুক্ত, কিরূপ শিক্ষা তাহাকে দেওয়া উচিত, কোন্ কার্য্যে তাহাকে নিয়োজিত করিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে ইত্যাদি কর্ত্তব্য নিরূপণ করাতে পিতা মাতার কম দায়িত্ব নহে। অনেক পিতা মাতা এবিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস, উদাসীন বলিয়া, কত লোকের জীবন ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির উদ্দীপনার জন্য সকলেরই বিভিন্ন বিষয় একটু একটু শিক্ষা করা উচিত, কিন্তু বিষয় বিশেষকে জীবনের সাধন মন্ত্র স্বরূপ করিয়া লইতে হইবে। সাধিলেই সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; এই জন্যই দেখা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে কেন বর্ণগত বিভাগ। এক একটীবর্ণ, এক একটী বিদ্যার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বিচার করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, জননী জঠর হইতে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয়, সুতরাং বর্ণানুসারে কর্ম্ম বিভাগ যে অতীব কল্যাণকর তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। আমাদের দেশের আধুনিক সম্প্রদায় এই রূপ বর্ণগত পার্থক্য আর রাখিতে চাহেন না, যাহার কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে তিনি নিজের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া হয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, না হয় উকীল, কৌঁসুলী করিতে নিতান্ত তৎপর। যদি ততটাও সঙ্গতিতে না কুলায় তবে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াইয়া কোন অফিসে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট। আজ কাল সেই কেরাণীগিরির অভাব হইয়াছে বলিয়া এত চারিদিকে হাহাকার। লোকে এখন বর্ণ বিচার না করিয়া নিজের রুচি অনুসরণ না করিয়া যথেচ্ছা যাহাই সম্মুখে উপস্থিত তাহাই করিতে অনুধাবিত কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া কে কোথায় সুফল লাভ করিতে পারে?

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন যে "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ, রাজ সেবা কত রস মচ" অর্থাৎ কতই বিরক্তিকর। কিন্তু বাণিজ্য করিবার অবসর আমাদের কোথায়? রাজ সহায়তা ভিন্ন বাণিজ্য হয় না। বর্ণগত বিভিন্নতা থাকিলেও জাতিগত একতা না থাকিলে বাণিজ্য করা সম্ভবে না আমাদের এই দুইটীরই অভাব। আমাদের ইংরেজ-রাজ প্রায়ই বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতীয় প্রজাকে সাহায্য না করিয়া নিজে নিজে বাণিজ্য করেন অথবা আপনার স্বদেশীয়দিগকেও ইউরোপীয়দিগকে সহায়তা করেন। অস্মদ্দেশীয়

লোকেরা যাহারা বাণিজ্য করিতেছেন বলিয়া মনে মনে ধারণা বা অভিমান করেন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বাণিজ্য না করিয়া ইউরোপীয়দিগের তাঁবেদারী করেন অর্থাৎ এই মহান্ বাণিজ্য ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের তাঁবেদার মাত্র। তবে সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজ তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদের লাভের যৎকিঞ্চিৎ অংশ বেতন বা বৃত্তি বলিয়া না দিয়া কমিশন বা লভ্যাংশ বলিয়া দেন। অথাভাবে বাঙ্গালীর বাণিজ্য হয় না। আমাদের মধ্যে যাহাদের পয়সা আছে তাহাদের ইচ্ছা নাই, যাহাদের ইচ্ছা আছে তাহাদের পয়সা নাই।

বাঙ্গালীর পরস্পরের উপর বিশ্বাস নাই তাঁহাদের জাতিগত একতা নাই। সুতরাং দশে মিলে তাঁহারা কোন একটী একচেটে ব্যবসা করিতে পারেন না। যেখানেই দশ জন একত্র হইয়াছেন সকলেই নিজ নিজ প্রভুত্ব পরিচালনে ব্যগ্র। একের সুযশে অন্যের হিংসা হয়, সকলেই মনে করেন দশের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, না শিখিয়া না পড়িয়া সকলেই ভাবেন যে সকলের অপেক্ষা তিনিই কার্য্যদক্ষ, এরূপ স্থলে কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলে ও সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়া বড়ই কঠিন সুতরাং বাণিজ্য দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করা বাঙ্গালীর ভাগ্যে নাই। সামান্য ব্যবসা যাহা একের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে তাহা অনেকেই করিতে পারেন এবং করিতেছেনও কিন্তু এরূপ ব্যবসাও বাঙ্গালী অনেক সময় মিলিয়া মিশিয়া করিতে পারেন না। ইউরোপীয়েরা কেমন মিলিয়া, কেমন Committee করিয়া কার্য্য করেন আমরা সেরূপ করিতে পারি না বা করি না। বরং তদ্বিপরীতে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া পরস্পরের ক্ষতি করি।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে মাড়ওয়ারীদিগের ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তাঁহারা অনেকেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একতা আছে। কার্য্য করিতে জানেন সুতরাং ব্যবসাতেও তাঁহারা বিশেষ লাভবান্ হন। ব্যবসাদারের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত, মিতব্যয়িতাতেও মাড়োয়ারীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শুদ্ধ অংশীদারদিগের মধ্যে পরস্পর মিল ও বিশ্বাস থাকা চাই এমন নহে, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যেও সাধুতা থাকা আবশ্যক। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের স্বভাব এপ্রকার হওয়া উচিত যে উভয়ে উভয়ের কথা ও কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন।

ব্যবসাদারী শিখিবার স্বতন্ত্র স্কুল নাই। ব্যবসাদারের অফিসে শিক্ষানবিশ হইয়া বা চাকরি উপলক্ষ করিয়া থাকিলে ব্যবসাদারী শিখা যায়। যে অফিসে কেরাণী কম বা অল্প লোক জন কম, সেখানে একলা অনেক রকম কার্য্য করিতে হয়, সেই অফিসই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে কোন ব্যবসা হউক তাহার আদ্যোপান্ত শিখা চাই। সকল কার্য্য জানা থাকিলে অধস্তন কর্ম্মচারী কিম্বা ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও নিকট প্রতারিত হইতে হয় না। ভবিষ্যতে কার্য্য যাহা দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে তিনি প্রভু হইলে উত্তমরূপ প্রভুত্ব করিতে পারিবেন।

যে কোন কার্য্যই কর না সেটীকে অগ্রে ভাল রূপে বুঝিতে হইবে ও শিখিতে হইবে। ব্যবসাদারের যেরূপ দ্রব্যজ্ঞান থাকা উচিত—কোন্ দ্রব্য ভাল কোন্‌টী মন্দ, কাহার কি প্রকার মূল্য, কোন্‌টী কোন্ সময়ে কার্য্যোপযোগী হইবে, কেন্ ক্রেতা কোন্‌টীকে পসন্দ করিবে ইত্যাদি, যেরূপ কাজ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়, তেমনই আবার তাঁহাকে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রকৃতি বিচার করিয়াও চলিতে হইবে। কাহার প্রকৃতি কিরূপ, কাহাকে কিপ্রকারে সন্তুষ্ট করা যায়, ইহাতে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই, কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, যে লোকের মন

প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিলে, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইতে পারে এবং বিক্রেতা এইরূপে অনেক ক্রেতা বর্দ্ধিত করিয়া অল্প লাভে বিস্তর লাভবান্ হইতে পারেন। বই পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বহুদর্শিতা না জন্মিলে ব্যবসাদার হওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর মেধা আছে, কার্য্যকুশলতা আছে, নাই কেবল অধ্যবসায়; বাঙ্গালীর দেশ কাল পাত্র বিচারের ক্ষমতা আছে, নাই কেবল একতা, বাঙ্গালী পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত নন, ক্লেশ সহ্য করিতেও পশ্চাৎপদ নন, কিন্তু দুইটী প্রবল শত্রু তাঁহাদের উন্নতি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে দুটী দীর্ঘসূত্রতা ও বিলাসিতা। বাঙ্গালীর ইচ্ছা আছে, দৃঢ়তা আছে, নাই কেবল অর্থ, এবং অর্থ নাই বলিয়া উৎসাহ নাই। আমাদের দেশের যাঁহারা অর্থশালী ব্যক্তি, তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য করিয়া কষ্ট বাড়াইতে চান না। তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অর্থ সরকার বাহাদুরের হস্তে ঋণ স্বরূপ অর্পণ করিয়া কিছু কিছু সুদ পান, আর সন্তুষ্ট চিত্তে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আলবোলায় তামাক পান এবং মনে মনে বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের কল্পনা করেন। সরকার বাহাদুরের পেন্সন বা কুটিভোগী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন একটু একটু অহিফেন সেবন করেন এবং ধূম পান করিতে করিতে পৃথিবীকে শূন্যময় দেখেন ও আত্মভাবে বিভোর হইয়া এক স্থানে বসিয়া দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, কোম্পানি বাহাদুরের অনুকম্পায় এই ধনকুবেরদিগের চরিত্রও তদ্রূপ। বোধ হয় ইহার জন্য কোম্পানি বাহাদুরও কথঞ্চিৎ দায়ী।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০।

আমরা গত সপ্তাহে আমাদের কৃষিবিষয়ক পরীক্ষার বিষয় পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এক্ষণে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের পরীক্ষার বিষয় পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট পাঠে কৃষিবিভাগের কার্য্যকারিতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। আমাদিগের গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ স্থাপন করিয়া এবং তদধীনে কৃষিবিষয়ক নানারূপ পরীক্ষা সম্পাদন করাইয়া দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা করিতে হইলে—খানিকটা জমি সীমাবদ্ধ করিয়া চাষোপযোগী করিয়া লইতে হয়। সেই জমিতে চাষাবাদ করিয়া ফসলের ফলনাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। এই জমির নাম এক্সপেরিমেণ্টাল ফারম (Experimental Farm) অর্থাৎ "পরীক্ষা বা আদর্শ ক্ষেত্র"। এইরূপ ফারম চালনে অনেক অর্থ সাপেক্ষ। কারণ লাভ লোকসানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া—এখানে চাষাবাদ করিতে হয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে কয়েকটী এইরূপ "পরীক্ষা বা আদর্শ ক্ষেত্র" আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটীই প্রধান; এবং ইহাতেই কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা সম্যক রূপে নিষ্পন্ন হয়।

১। বর্দ্ধমান এক্সপেরিমেণ্টাল ফারম; ২। হুমরেওন এক্সপেরিমেণ্টাল ফারম; ৩। শিবপুর এক্সপেরিমেণ্টাল ফারম। এই সকল ফারমে নানারূপ কৃষিপরীক্ষা বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। গত বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বর্দ্ধমান ও হুমরেওন ফারমে পরীক্ষিত হইয়াছিল।—১। সার। ২। নূতন উৎকৃষ্ট কৃষি-বস্তু। ৩। চাষাবাদের বিভিন্ন প্রথা। ৪। নূতন ফসলের নূতন নূতন জাতি।

গত বৎসর বর্দ্ধমান ফারম তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন —মিষ্টার ডি, এল, রায় এবং হুমরেওন ফারমের পরীক্ষার ভার পড়িয়াছিল—মিষ্টার এন, এল, বানার্জ্জির উপর। ইঁহারা উভয়েই গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। বিলাতে গিয়া কৃষি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। কৃষি-বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিবপুরের ফারমটী ছোট। বিলাত প্রত্যাগত কৃষিতত্ত্ববিৎ শিবপুর কৃষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিষ্টার এন, সি, মুখার্জ্জি গত বৎসর শিবপুর ফারমের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ফাল্গুনে কি কি পরীক্ষা হইয়াছিল ও তাহার ফলই বা কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

১। সারের পরীক্ষা।

ধান্য, পাট, ইক্ষু এবং আলুতে বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগে কি পরিমাণ ও কিরূপ ফসল উৎপন্ন হয় তাহারই পরীক্ষা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গত বৎসরও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিরূপ এবং কত পরিমাণ সার প্রয়োগে ধান্যের ফসল অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি করিতে পারা যায়? কোন্ সার ধান্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী? এই সকল বিষয়ে বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক কৃষকের বা তাহার ভাগীদার জমিদারদিগেরও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। এতদর্থে তাহাদিগের ক্ষেত্রে দুই দল কাটা জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। প্রতি বৎসর সেই জমিতে বিভিন্ন প্রকার ও পরিমাণ সার দিয়া ধান্যের ফলন পরীক্ষা করা উচিত। এই সরল সাধ্য উপায় অবলম্বনে ধান্যের ফলন বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে সন্দেহ নাই। বর্দ্ধমান ক্ষেত্রে ধানজমিতে গোবর সার, রেড়ির খইল, হাড়ের গুঁড়া, এবং হাড়ের গুঁড়া ও সোরা (মিশ্রিত) প্রয়োগ করা হইয়াছিল। শেষোক্ত অর্থাৎ সোরা মিশ্রিত হাড়ের গুঁড়া সার দিয়া ধান্যের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। প্রতি একারে বা তিন বিঘায় ৩৪৯৩ পাউণ্ড শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ প্রতি বিঘায় প্রায় ১৫ মণ ধান্য হইয়াছিল এবং প্রতি তিন বিঘায় লাভ দাঁড়াইয়াছিল ৩৮৲ টাকা। গোবর সার দিয়া ধান্যের ফলন কম হইলেও লাভ বেশী হইয়াছিল কারণ হাড়ের গুঁড়া ও সোরার বেশী খরচ পড়িয়াছিল গোবর সারে—প্রতি একারে ৩১৯৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি বিঘায় সাড়ে তের মণ শস্য হইয়াছিল। লাভ হইয়াছিল—প্রতি একারে ৪০৲ টাকা। জমিতে গোবর সার দিতে খরচা কম পড়ে বলিয়া ধান্য কম জন্মিলেও লাভ বেশী দাঁড়ায়। হাড়ের গুঁড়া সারে বেশী খরচ পড়ে এবং গোবর সার অপেক্ষা ফলন সম্বন্ধেও নিকৃষ্ট। রেড়ীর খইল হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

উপরে যে প্রকার সার পরীক্ষার কথা বিবৃত হইল—তদ্ব্যতীত আরও দুই দফায় দুই প্রকার সারের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম দফায় সার প্রয়োগের বিশেষত্ব ছিল। যাহাতে প্রত্যেক প্রকার সার হইতে প্রতি একারে ৫০ পাউণ্ডের অনধিক নাইট্রোজিন (Nitrogen) জমি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এরূপ ভাবে সার প্রয়োগ করিতে হইলে কতটা সারে কি পরিমাণ নাইট্রোজিন আছে তাহা অগ্রে পরীক্ষা করিতে হয়। এবং পরীক্ষাপ্রাপ্ত হিসাব অনুসারে সেই পরীক্ষিত সারের পরিমাণানুযায়ী যতটা ইচ্ছা নাইট্রোজিন জমিতে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশ পাউণ্ড নাইট্রোজিন প্রয়োগ পরীক্ষায়—হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত সোরা দিয়া এক স্থলে ধান্যের ফলন গোবর সারের অপেক্ষা বেশী ও লাভজনক হইয়াছিল। শুদ্ধ হাড়ের গুঁড়াতেও ফলন মন্দ হয় নাই। কিন্তু কেবল সোরা সার ধান্যের পক্ষে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

শেষদফায়—কেবল মাত্র ওই প্রকারের সারের পরীক্ষা হইয়াছিল। গোবর সার ও গ্রিন ম্যানুরিং (Green Manuring) অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সার। শেষোক্ত প্রকার সার প্রয়োগ প্রথা আমাদিগের প্রচলিত নাই। ধান্যরোপণ করিবার পূর্ব্বে জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। এবং সেই পাট গাছ হইতে পাট বাহির না করিয়া—সমস্ত গাছগুলি কাটিয়া জমির সহিত চষিয়া সারের কার্য্য করে। ইহাই হইল "গ্রিন ম্যানিওর" অর্থাৎ উদ্ভিজ্জসার। কেবল যে পাটই উদ্ভিজ্জরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। অন্যান্য ফসলের গাছ উক্তরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রান্তর হইতে উৎপন্ন পাট গাছও গ্রিন ম্যানিওরের কার্য্য করিতে পারে। বর্দ্ধমান ক্ষেত্রের পরীক্ষায় "উদ্ভিজ্জসার" দিয়া ধান্য গোবর সার দেওয়া অপেক্ষা বেশী ফলিয়াছিল—লভ্যাংশও বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

(খ) পাট।—পাটবীজ বপনের পর বৃষ্টিপাতে গাছ না হওয়ায় সারের পরীক্ষা করিতে পারা যায় নাই।

(ক্রমশঃ)

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড। তারিখ ২৭শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩০৭ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কৃষি সংবাদ	
পত্রের নাম নিরূপণ	
বিবিধ সংবাদ	
কলিকাতা	
তামাকের চাষ	
মফঃস্বল সংবাদ	
পত্রাদি ...	
নূতন গ্রাহক	
"কৃষক" সম্বন্ধে কথা	
বস্ত্র ও পান। প্রতিবাদ।	
মানবজীবন	
চুম্বক	
বিমাতা (উপন্যাস)	

কৃষি সংবাদ।

মহিশুর প্রদর্শনী।—মহিশুর গভর্ণমেণ্ট কৃষি শাস্ত্রকে দেখাইবার জন্য সুন্দর দেখিয়া বিলাতের ও বঙ্গদেশ প্রভৃতির একটী প্রদর্শনী খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

পান।—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রকাশ যে বিগত ভূমিকম্পে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের পানের বরজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবন ধারণের আবশ্যকীয় খাদ্যাদি সামগ্রীর পরই বাঙ্গালা আমাদের বিশেষ আদরের—সেই পান অতি দুর্মূল্য হইয়াছে। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা ফিনিষেরই দর চড়া।

—মহিশুর গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের রসায়ন তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার কেমান সাহেব সম্প্রতি মহিশুরে কফির আবাদ দেখিতে গিয়াছিলেন। কফিতে কি সার প্রয়োগ করিতে হয় তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। কফিতে বিভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া কি ফল হইয়াছিল তাহা তুলনা দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে কফি।—মান্দ্রাজে কাফির প্রবেশে কফি ভালরূপ জন্মিবে না বলিয়া প্রথমে আশঙ্কা হইয়াছিল। এক্ষণে কফির অবস্থা ভাল; কোন কোন স্থানে

সুন্দর ফসল হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষার অবসান হইয়াছে, গাছগুলি পাতা ছাড়িয়া অতি সুন্দর হইয়াছে। অদ্যাপি কোথাও পাতায় পোকার উপদ্রব দৃষ্ট হয় নাই।

—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশাদি দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি ফসলে পোকা নিবারণ সম্বন্ধে কৃষক পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতে চেষ্টা করিবেন মানস করিয়াছেন।

চূণ একটী প্রধান সার।—ডক্টর ভাইল বলেন যে উদ্ভিদের পক্ষে চারিটী প্রধান সারের আবশ্যক :—নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাস ও চূণ। অনেক রসায়নবিৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী সারেরূপে ব্যবহার করিতে বলেন কিন্তু চূণ দিবার ব্যবস্থা দেন না। সম্প্রতি স্কটলণ্ডের ডাক্তার হনটন নামে একজন রসায়নবিৎ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে গাছে চূণ সারটও দেওয়া আবশ্যক। তিনি প্রত্যেক শস্যক্ষেত্রে অন্যান্য সারের সহিত ১/এক মণেরও অধিক চূণ দিয়া দেখিয়াছেন যে শস্যের ফলন অত্যন্ত অধিক বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ চূণ মাটিতে আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চূণ ফসলের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় কৃষি।—ভারতে কৃষকের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। যে ভারতে কৃষকের অবস্থা এক সময় অপর সাধারণের স্পৃহনীয় ছিল, সে ভারতে কৃষক আজি চারিটী উদরান্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। ভারতমাতার "সুজলা সুফলা" বলিয়া যে সুনাম ছিল তাহা একপ্রকার ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ, ও দুর্ভিক্ষ সহচরী মহামারী লোকবল ক্ষয় করিতেছে। শিক্ষিত সমাজ পূর্ব্বাপর কৃষিকার্য্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই কৃষির অবস্থার অধোগতি হইতেছে। এক্ষণে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কৃষি বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি উপায়, প্রথা, রীতি প্রভৃতি অবলম্বনে চাষ আবাদ করিলে, ফসলের ফলন বেশী হইতে পারে, কোন্ ফসলাদি চাষ করিলে গোজাতি রক্ষা ও লোক-বলক্ষয় নিবারণ হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বিলাতী মরসুমী ফুল।—পাতাসার না হইলে অধিকাংশ বিলাতী মরসুমী ফুল ভালরূপ উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। পাতাসার প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় "কৃষকে"র পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। উক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত পাতাসার দুই ভাগ, গোবর সার ও কাঠের চূর্ণ কয়লা এক ভাগ ও সাধারণ মৃত্তিকা এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া বিলাতী মরসুমী ফুলের জন্য মাটী প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ ফেলিবার টবে অথবা কেরসিন তৈলের বাক্সে উক্ত মাটি দিয়া—উহাতে বীজ বপন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বীজগুলি লাইনবন্দী করিয়া ২।৩ ইঞ্চি অন্তর বপন করা উচিত। ক্ষুদ্র বীজ ছিটাইয়া দিলেও চলে। কিন্তু বীজ ঘন হইয়া—এক স্থানে বেশী না পড়ে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথারীতি জলসেচনে গাছ পাঁচ সাতটী পত্রযুক্ত হইলে—উপরোক্ত পাতাসারমিশ্রিত মৃত্তিকাপূর্ণ টবে চারা বসাইতে হয়। জমীতেও চারা রোপণ করা চলে।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শক্ত কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া সাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

বিনা তারে তাড়িত বার্ত্তা।—জার্ম্মাণি চীনে পিকিন হইতে টিনসিন পর্য্যন্ত বিনা তারে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করিয়াছেন।

—ইংরেজ রাজ চীনে এখনও কামান ও সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। উলউইচে একখানি কামানপূর্ণ জাহাজ চীনে পাঠাইবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে।

হাতীর শুঁড়ে পেশী।—এক জন শরীর-তত্ত্ববিদ্ বলেন যে হাতীর শুঁড়ে অন্ততঃ ৪,০০০ হাজার পেশী আছে। সমস্ত মনুষ্য দেহে কিন্তু ৪২৭টী পেশীর অধিক দেখা যায় না।

—ফুগার সমুদ্রপথে জাহাজের উপর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। পীড়া কিছু সাংঘাতিক নয় কিন্তু এই অসুখের দরুণ তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে।

—জেনারেল বোথার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তিনি ও প্রেসিডেন্ট ষ্টীন আত্মসমর্পণে প্রস্তুত নহেন। শত্রুরাও তাঁহাদের অদম্য সাহসের প্রশংসা করিবে!

—শুনা যাইতেছে যে চীনের সম্রাজ্ঞী স্বকীয় কার্য্যের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন ও দুঃখে রোদন করিতেছেন। তিনি তাঁহার কুপরামর্শদাতাদিগকে তিরস্কার করিতে ছাড়েন নাই।—চীনে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বড়ই অসুবিধা ঘটিতেছে।

—কুচবিহারের মহারাজা সম্ভবতঃ জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে বিলাত হইতে ফিরিবেন না। জানুয়ারি মাসে আসিয়া শিকারের আয়োজন করিবেন। বসন্তাগমে মহারাণীও তাঁহার ছোট পুত্র দুইটীকে দেখিতে যাইবেন। তাহারা এক্ষণে কারনবরা স্কুলে পড়িতেছে এবং শীঘ্র ইটন কলেজে যাইবে।

জাপানী স্ত্রীলোক।—জাপান রাজ্যে তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগকে ব্যবসাবাণী শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়াছে। জাপানের একটী রেল কোম্পানি বলিতেছেন যে আর কিছুদিন পরে তাঁহাদের কেরাণীর দরকার হইলে স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর কাহাকেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না।

চীনদূত ক্রিনিয়াতে।—চীনদূত ক্রিনিয়ায়। অনেকে অনেক সন্দেহ করিয়াছিলেন। পিটার্সবর্গ হইতে চীন দূতেরা লিখিতেছেন যে পিকিন হইতে রুষ সৈন্য সরাইয়া লওয়ায় তাঁহারা "রুষ জার"কে ধন্যবাদ দিতে ও তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে ক্রিনিয়াতে আসিয়াছেন। অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই।

মহারাজা পাতিয়ালা।—বিগত ৮ই নভেম্বরে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান রাজা, মহারাজা পাতিয়ালা অল্প দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। ইঁহার ক্রিকেট, পোলো প্রভৃতি খেলায় বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইঁহার উত্তরাধিকারী টীকা সাহেব একটী শিশু বলিলেই হয়। মহারাজের অকালমৃত্যুতে আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

বার্ষিক পরীক্ষা।—আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি,—আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে মধ্য [illegible] সম্মিলনীর স্ত্রী শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে পরীক্ষার্থিগণের নাম ধামাদি বিবরণ পত্র সহকারী সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনের ফারম, পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বা অন্য কোন বিষয় জানিতে হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবিনবিহারী মিত্রের নিকট ১৭০ নং আপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ছাত্র।—এক্ষণে উক্ত কলেজে যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে প্রথম বর্ষের ছাত্রদিগকে ২য় বর্ষ ছাত্র শ্রেণীতে উঠিতে হইলে পরীক্ষার বর্ত্তমান সেসন্ আরম্ভ হইবার সময় যে নিয়ম করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক নম্বর রাখিতে হইবে। এই নিয়মে ছাত্রদিগের উপর বড়ই পীড়ন হইয়াছে। তাহারা কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাহারা সিভিল হাঁসপাতালে ডিরেক্টারের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে।

কেরাণীর উন্নতি।—পোষ্ট অফিসের ডিরেক্টর

জেনারেল অফিসে ১৪টী নূতন পদে লোক নিযুক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে ১২টী পদে বাহিরের লোক বাহাল করা হইয়াছে। যে সকল পুরাতন কর্ম্মচারি এই সুযোগে উন্নতির আশা করিয়াছিলেন তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। ইহাতে অনেকেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পরিশ্রমের পারিতোষিক নাই ইহা বড় অক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

—এক সপ্তাহের অধিক হইল কলিকাতায় কোন প্লেগের রোগী নাই। তিনিস্ কনভেন্সনের নিয়মানুসারে 'কলিকাতা প্লেগমুক্ত বলিয়া' কলিকাতা হইতে প্লেগআইন প্রত্যাহার করা উচিত। তথাপিও কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ ২।১ জন রোগী প্লেগযুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিয়া প্লেগ আইন রদ করিতে চান না। আইন রদ হইলে সহর বাসীদের পক্ষে মঙ্গল কিন্তু প্লেগ কর্ম্মচারী-দিগের একটু অসুবিধা হইবে।

শান্তিরক্ষার ব্যয়।—পুলিশের প্রতি বৎসরে কত খরচ পড়ে নিম্নে তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে। ১৮৯৯-১৯০০ শালের আয় ব্যয় তালিকায় কলিকাতা ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়া পুলিশের জন্য ৫২,২৫,০০০ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যেক ৯১৩ জনের একজনকরিয়া পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বাঙ্গালা প্রদেশে ২,৮৩৫ জন লোক সংখ্যার একজন করিয়া পুলিশ প্রহরী এত অধিক খরচ সত্বেও এখনে সেখানে শান্তিভঙ্গ হইতেছে।

—বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ও "অন্তঃপুর"—মাসিক পত্রিকার মহিলা সম্পাদিকা শ্রীমতী বনলতা দেবীর অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিছু দিন হইল তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনে কোন ফল হইল না। তিনি পরিজনবর্গকে শোকে অভিভূত করিয়া ২১ বৎসর বয়সে, অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে।

জুয়াচুরি।—আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ৬ই নভেম্বর তারিখে মহেশচন্দ্র কর নামে এক ব্যক্তি জুয়াচুরি অপরাধে অভিযুক্ত হয়। ঐ ব্যক্তি একদিবস শীতলপুরে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হয়। পত্র খানি যেন তাঁহার পুত্র হুগলি হইতে বিপদে পড়িয়া ৫০০৲ টাকা পত্র পাঠ পত্র বাহকের হস্তে পাঠাইতে লিখিতেছেন। মহেশচন্দ্রকে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হয়। অবশেষে জুয়াচুরি ধরা পড়ে। তাহার ৬ই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

৺ গুরুপ্রসন্ন সেনের শ্রাদ্ধ।—সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেন বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার হইলেও শ্রাদ্ধ হিন্দুমতে হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এত দিন পণ্ডিতগুলী এরূপ লোককে শ্রাদ্ধাধিকারী বলিয়া ব্যবস্থা দিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। এক্ষণে উহার আবশ্যকতা বুঝিয়া এই প্রকার ব্যবস্থা দিতেছেন। এক এক করিয়া ভাল লোক যদি হিন্দু সমাজের বাহির হইয়া যায়—তাহা হইলে হিন্দু আর সমাজ করিবে কাহাকে লইয়া। কুমুদ বাবুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু গোবর খাইতে হয় নাই। এ দেশের পণ্ডিতদিগের মতানতের গুরুত্ব আছে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কায়স্থ সমাজকে চালাইতেছেন। কায়স্থদিগের বিবাহ প্রথা সংস্কারের জন্য যদি তাঁহাদের স্মরণাপন্ন হওয়া যায় তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা একটা না একটা উপায় করিতে পারেন। সকলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

কালিদাস সম্পাদক।—৫,০০০ হাজার টাকার জামিন দিতে না পারায়, 'কালিদাস' সম্পাদককে জেলে যাইতে হইয়াছে। অমৃত বাজার পত্রিকা বলিতেছেন যে "যখন তিনি কাগজ খানা বন্ধ করিয়া দিতেছেন তখন জামিন কি জন্য আবশ্যক বুঝা যায় না"। কাগজ খানি উঠিয়া গেলে আর আবার কি প্রকার কাগজে রোষাবহ বিষয় ছাপাইয়া অপরাধী হওয়া যায়? মাথা না থাকিলেও মাথা ব্যথা। এই পরস্পর বিরোধী ও ন্যায় বিরুদ্ধ কথা মীমাংসা কে করিবে!

কালিদাস সম্পাদকের কথা তুলিয়া নেসন সম্পাদক বলিয়াছেন যে আমরা কংগ্রেস করিতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, বড় বড় বক্তৃতা দিতে ও অতি দুরূহ রাজনৈতিক আলোচনায় সদাই ব্যস্ত। কিন্তু ইহাতে কি ফল হইতেছে? এখনকার শাসন কর্ত্তারাত কংগ্রেসের কোন কথায় কান দেন না। বিলাতের লোকের নিকট কংগ্রেস ভারতের দুঃখ জানাইয়া কি ফল লাভ করিয়াছেন, কয়জন লোক ভারতের পক্ষ হইয়া ভারতের জন্য লড়িয়াছেন! যাহা আমাদের এখন বিশেষ আবশ্যক সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ভারতে এখনে আত্ম-রক্ষার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করা উচিত। অবিচারে বা উকিল মোক্তারের সাহায্যাভাবে যে সকল লোককে দণ্ড পাইতে হয় বা যে সকল দুর্ব্বল লোক প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে রক্ষা করা—তাহাদিগকে সাহায্য করা—এই সভার প্রধান কার্য্য হইবে। এই সভা হইতে রীতিমত আমাদের অশেষ প্রকার অভাব ও পীড়নের রিপোর্ট বাহির করিতে হইবে। আমাদের দুঃখবার্ত্তা বিলাতের গণ্য মান্য লোকদিগকে রিপোর্ট ও আবেদন দ্বারা জানাইতে হইবে। তবে যদি কিছু ফল হয়। আগবিতণ্ডায় কোন কার্য্য সাধিত হইবে না। তাঁহার কথাগুলি সারগর্ভ এবং আলোচ্য বিষয়টী সর্ব্বথা পরীক্ষণীয়।

কলিকাতা।

কলিকাতা মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানের বেতন।—১৮৯৯ সালের মিউনিসিপাল আইনের ৩৫।৪ ধারা অনুসারে ছোট লাট বাহাদুর চেয়ারম্যান সাহেবের মাহিয়ানা ৩,০০০ হাজার টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাটী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ৫০০৲ টাকা পাইবেন।

যাদুঘর।—বিগত অক্টোবর মাসে (১৯০০) ৬৬, ৯৯৯ জন লোক মিউজিয়ম দেখিতে যায়, তন্মধ্যে য়ুরোপীয় পুরুষ ৪৭৩ ও স্ত্রীলোক ১৮৫ জন এবং এ দেশীয় পুরুষ ৫০,১৩৪ এবং স্ত্রীলোক ১৪,৩৮৬ জন। যে ২৩ দিন মিউজিয়ম খোলা ছিল তাহার প্রত্যেক দিন গড়ে ২,৪৭৭ জন লোক দেখিতে গিয়াছিল।

অহিফেন বিষ।— অহিফেনের নেশায় অচৈতন্য এক জন লোককে কলিকাতার বড় হাসপাতালে আনা হইয়াছিল। তাহার পকেটে অনেক কাগজ পত্র পুলিশের হস্তগত হয় এবং ঐ সমস্ত পাঠ করিয়া জানা যায় যে, হতাশ্বাস হইয়া জীবনে বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় সে তাহার মৃত্যু কামনায় এই কার্য্য করিয়াছে।

কোকেন বিক্রয়।—ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বিনোদ কুমার গুপ্ত, বিনা লাইসেন্সে কোকেন বিক্রয় করিবার জন্য ৪ জন লোককে চালান দিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে তিন জনের ইতিপূর্ব্বে উক্ত অপরাধে ৩৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছিল। এবারে পিয়রসন সাহেবের কোর্টে প্রত্যেকের ২০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বর্ণী চোর। কাশীঘাটে বিগত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এক চাউলের গুদামে একটা উড়ে সিঁধ খুঁড়িতেছিল। একটু শব্দ হওয়ায় মহাজন জাগরিত হইয়া দরজা খুলিয়া দেখে যে চোরটা ঘরের ভিতর তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ ঢুকাইয়াছে। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলেন। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব তাহাকে চালান দিয়াছেন।

পুলিশ কোর্টে পাগল।—সে দিন প্রেসিডেন্সি মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। সে আপনাকে মহারাণী ভারতেশ্বরীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। একদিন সে ক্ষেপিয়া এক হাতে এক খানা তীক্ষ্ণধার বড় ছুরি অন্য হাতে চিম্‌টা লইয়া ময়দানে মনুমেণ্টের নিকট ঘোরাইতে থাকে। এক জন খানসামা দৈবক্রমে তাহার নিকট দিয়া যাওয়ায় হঠাৎ সে তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে। ইন্‌স্‌পেক্টর হালটেন তাহাকে নিরীহ পাগল বলিয়া জানিতেন; এবং প্রায়ই তাহাকে দুইটা তিনটা ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়া সাহেব সাজিয়া বেড়াইতে দেখিতেন। এই ব্যক্তি অত্যন্ত গাঁজা খায় এবং মনে করে যে সে মহারাণীর

পুত্র। মেজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার বিরুদ্ধে মারপিটের ধারা ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু উপস্থিত সে পাগল কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক সপ্তাহকাল ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে।

তামাকের চাষ।

গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে তামাক খুব লাভজনক কৃষি। ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তামাক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ইহা উত্তম তামাক বলিয়া গণিত হয় না কিম্বা ইহা চুরটের উপযুক্ত হয় না। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, ভারতীয় তামাকে পটাস্-কার্ব্বনেটের অংশ অত্যন্ত অল্প। ইহার ছাইয়ের একশত ভাগে চারি হইতে পাঁচ ভাগ কার্ব্বনেট্ অব্ পটাস্ আছে; কিন্তু আমেরিকার তামাকে ইহা ২০ হইতে ৪০ ভাগ।

বিলাতে ভারতীয় তামাকের দর ২৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা এবং আমেরিকার সাধারণ তামাকের প্রতি মণ ১২৷৷০ হইতে ১৫ টাকা; কিন্তু তথাকার উৎকৃষ্ট তামাকের মণ ১৫ টাকা হইতে ৩৪ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ভারতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক বিলাতে ১০ টাকার বেশী দরে কোন দিন বিক্রীত হয় নাই। কারণ এ দেশীয় তামাক কিছু মোটা, ইহাতে চুরট জড়ান যায় না কিম্বা ইহা ভালরূপ পোড়ে না—অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়া যায় এবং ইহার ছাইয়ের বর্ণ সাদা না হইয়া কাল হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তামাক চাষ করিলে, আমাদের তামাকের এই অভাব দূরীভূত হইতে পারে। তামাক চাষের সময় জমিতে সোরা সার দিলে তামাকের ঐ অভাব থাকিবে না।

আমেরিকার তামাকের সহিত প্রতিযোগীতায় ভারতীয় তামাক সমকক্ষ হইলে, তামাকের চাষ এদেশীয় আর সকল চাষ হইতে বেশী লাভজনক হইত, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই তামাক জন্মিতে পারে এবং প্রায় সমুদয় জেলাতেই অল্প বিস্তর তামাকের চাষ আছে। তন্মধ্যে রঙ্গপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, ঢাকাবন্দ, ময়মনসিংহ, নদীয়া, যশোহর এবং মানভূমে প্রচুর পরিমাণে তামাক জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল জেলা হইতে নানাস্থানে তামাক রপ্তানি হয়। তামাক চাষের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অধিকাংশ জেলার তামাক অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অধিক সারপূর্ণ উর্ব্বর জমী ভিন্ন উত্তম তামাক জন্মে না। গোবরের সারের জমীতে যে তামাক জন্মে, তাহাতে ভাল চুরট প্রস্তুত হয় না। বলা বাহুল্য, সার ব্যবহার করিলে অনুর্ব্বর জমীও প্রচুর শস্য প্রদান করে।—সারের অভাবেই জমী অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। ফুল বাহির হইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে তামাক গাছের ডগা ভাঙ্গিতে হয়। ডগা ভাঙ্গিবার সময় মাথা হইতে কেবল আটটী পাতা রাখিয়া নীচের পাতাগুলি ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ডগা ভাঙ্গিবার পর ঐ গাছের নানাস্থান হইতে নূতন ডগা বাহির হইয়া থাকে। ৪।৫ দিন অন্তর ঐ সকল ডগা ফেলিয়া না দিলে, তামাকের গুণের ব্যতিক্রম হয়। যখন পাতা স্পর্শ করিতে আঁটালর বলিয়া বোধ হয় এবং উহার গায়ে তাম্র বর্ণের দাগ দেখা যায়, তখন তামাক পাকিয়াছে বুঝিতে হইবে। যে গাছটী পাকিয়াছে, কেবল সেই গাছটী প্রাতে, শিশির শুকাইয়া গেলে কাটিতে হইবে। কাঁচা কিম্বা অতিরিক্ত পাকা গাছ কাটা উচিত নয়। কাটিয়া ঐ গাছ প্রায় ২ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখা আবশ্যক। তাহার পর ঐ গাছ বাড়ীতে আনিয়া বায়ু ও আলোকবিশিষ্ট ঘরে প্রত্যেক গাছ ৬ ইঞ্চি ফাঁক করিয়া টাঙ্গাইতে হয়। এইরূপ ২ মাসের অধিককাল তামাক টাঙ্গান থাকিবে। বর্ষার প্রারম্ভে ঐ তামাক নামাইয়া ডাঁটা হইতে পাতা ভিন্ন করিতে হয়। উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং মন্দ পাতা বাছিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে রাখা উচিত। গাছের মাথার পাতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাতা বাছিবার সময় পাতাগুলির কোঁকড়ান ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক ১৬ পাতায় এক একটী মোঠা বাঁধিতে হইবে। ঐ মোঠাগুলিকে, তাহার পর, বড় বড় স্তূপাকার করিয়া 'ধাত' দিতে হইবে। ৭।৮ দিন অন্তর স্তূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া নূতন স্তূপ গড়িতে

হইবে। তামাকে কখনও ধূলা, বালি না লাগিতে পারে তজ্জন্য সতর্কতা আবশ্যক। বর্ষাবসানে তামাক সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে। তামাক প্রস্তুতের অতি আবশ্যকীয় কয়েকটী নিয়ম অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল। এই নিয়মে তামাক প্রস্তুত করিলে, এতদ্দেশীয় তামাকের মূল্য বিলাতের বাজারে অনেক বাড়িবে, আশা করা যাইতে পারে। সত্য সত্যই তাহা হইলে এদেশীয় কৃষকের অবস্থা ফিরিবে।

জমীদারগণ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে ঐ উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে নানারূপ দেশী এবং ভিন্ন দেশীয় তামাকের বীজ এবং ইহার চাষ সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা বিরচিত হইয়া থাকে। এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাকের কিঞ্চিৎ বেশী) বীজের মূল্য আট আনা। এক আউন্স বীজে তিন চারি বিঘা জমী চাষ করা যাইতে পারে। যত্নের সহিত চাষ করিলে এক বিঘা জমীতে হইতে ১০ মণ তামাক উৎপন্ন হইতে পারে। —সঞ্জীবনী।

মফঃস্বল সংবাদ।

হেমপুর—আসাম।—শীত পড়িয়াছে। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। ধান্যের অবস্থা ভাল নহে। নদীর জল কমিয়া গিয়াছে।

ডিব্রুগড়।—আসামের ডিরেক্টর অফ পবলিক ইন্সট্রাক্সন—বুথ সাহেব বার্ষিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ডিব্রুগড়ে পৌঁছিয়াছেন।

মাদিপুর—ভাগলপুর।—এখানে ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। প্রাতঃকালে শীত করে, কিন্তু দিবা ভাগ এখনও গরম। আকাশ পরিচ্ছন্ন। স্থানটী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভাগলপুরের সিভিল সার্জ্জন স্থানীয় হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহাই কমল উত্তম হইয়াছে। আমন ধান্যও যথেষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। শোনপুর মেলা শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

ভদ্রকালী—হুগলী।—গত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসর ম্যালেরিয়া জ্বর নাই বলিলেই হয়। গত অতিবৃষ্টির জন্যই বোধ হয় এরূপ সুফল ফলিয়াছে। চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। শাক সব্জী দুর্মূল্য—পাওয়া যায় না।

—রাজা জানকী বল্লভ সেন বাহাদুরের প্রাসাদে একটী লোক বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করায় কমিসনর সাহেব সন্দেহ করিয়া রাজাকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সন্দেহের উপর নির্ভর করাকে আমরা সমীচীন মনে করি না। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।

—কাশী বাসী জনৈক মুসলমান বিড়াল বধের জন্য জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে বন্দুক লইয়া ঘরে রাখিয়াছিল, পুলিস ইহার গন্ধ পাইয়াছিল, সুতরাং অস্ত্র আইন অনুসারে ভদ্রলোকটীকে চালান দিল। একজন মুসলমান বিচারকও অমনই চারিমাসের কারাদণ্ড দিলেন। ইহাতে আমরা কিছু বলিতে চাই না। পাঠক বিচার করুন সাহেব বন্দুক নিয়া নরবধ করিলেও ৩ ৪ টাকা জরিমানা হয় না আর এ ভদ্রলোকের বিনা পাসে বন্দুক রাখার জন্যই চারি মাসের কারাবাস আজ্ঞা হইয়াছে। বিচারকের বাহাদুরীই ত এইটুকু। রঃ বাঃ।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

প্রেরিত পত্রাদি লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

নূতন লাঙ্গল।

মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নের কয়টী প্রশ্নের উত্তর দিলে বাধিত হইব।—

নূতন লাঙ্গল কোথায় পাওয়া যায়?

ইহার মূল্য কত?

কয় জন লোকের সাহায্যে চালিত হয়?

এক বিঘা ভূমি চাষ করিতে কত সময় লাগে?

সমতল ভূমি ভিন্ন উচ্চ নীচ ভূমিতে ইহার দ্বারা কার্য্য চলে কি না?

শ্রীগুরুচরণ দাস।

১৬ই কার্ত্তিক ১৩০৭। জলসুকা—শ্রীহট্ট।

১। শিবপুর-লাঙ্গল শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি-অধ্যাপকের নিকট ক্রয় করিতে পারা যায়।

২। মূল্য ৭৲ টাকা, ঈষ সমেত ৮৲।

৩। দেশী লাঙ্গলের ন্যায় এক জন লোকে এক জোড়া বলদে এই লাঙ্গল চালিত হয়।

৮ ঘণ্টায় এক বিঘা জমি চষা হয়।

৪। পাহাড়ের ধারের জমি চাষ করিতে গেলে টার্ণ-রিষ্ট্ (Turn-wrist) প্লাউ নামক বিলাতী লাঙ্গল ব্যবহার করা উচিত। শিবপুর কলেজের কৃষি বিভাগের ছাত্রেরা এই লাঙ্গলও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা বিক্রয়ার্থ রাখা হয় নাই। যেরূপ ভূমিতে দেশী লাঙ্গল চলে শিবপুর লাঙ্গলও সেইরূপ ভূমিতে ব্যবহার করা চলে।

বসুমতী ফুল।—শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, কলিকাতা। কৃষিসংবাদ কলম পাঠ করুন।

"কৃষক" সম্বন্ধে কথা।

মহাশয়,

• • "কৃষক" সম্বন্ধে দু এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি বোধ হয় আপনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

১। "কৃষক" সাপ্তাহিক না হইয়া পাক্ষিক বা মাসিক হইলে আরও ভাল হইত। কৃষিসম্বন্ধীয় কথা প্রতিসপ্তাহে লিখিবার এত কিছু এখনও এদেশে হয় নাই। লোকের মন অতি সংপ্রতি সবজী ও ফল ফুলের চাষে আকৃষ্ট হইয়াছে মাত্র।

২ "কৃষক" নামের সার্থকতা রাখিতে হইলে "কৃষি" সম্বন্ধীয় বিষয় অধিক লেখা উচিত। কিন্তু প্রথম সংখ্যায় দেখিলাম যে অন্যান্য বিষয়ে অধিক লেখা হইয়াছে। কৃষি বিষয়ে তিনটি বা চারিটি কথা আছে মাত্র।

৩। H. St. Jackson সম্পাদিত 'Indian Gardening" নামক পত্রিকা ইংরাজীতে প্রতি সপ্তাহে বাহির হয়। উহা Mainly devoted to Agricultural, Flori and Horticultural Subjects. এবং ইংরাজীতে লেখক কত এবং ইংরাজদের ঐ বিষয়ে রুচি (Taste) কিরূপ!! উহাদের সহিত কি এই অধম জাতির তুলনা হয়। আপনার "Gardening Circular" খানি বরং অনেক উৎকৃষ্ট। "কৃষক" খানি ঠিক ঐরূপ হইলেই ভাল হয়। এবং পাক্ষিক বা মাসিক হইলে ফল, ফুল, সবজী ও অন্যান্য সমস্ত চাষের বিষয় লেখাও হইতে পারে। এবং তাহাই উচিত। তৎসঙ্গে সাময়িক অন্যান্য কথার আলোচনা থাকিলে নিশ্চয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। নচেৎ "কৃষক" সাপ্তাহিক এবং ২।১টী কৃষিতত্ত্বের কথা লিখিয়া বাহির হইলে চলিবে কি না এ বঙ্গদেশে তদ্বিষয়ে সন্দেহ। • • •

যশঙ্কর—শ্রীপ্রবন্ধ নাথ বিশ্বাস।

(২)

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

কৃষক পাঠ করিয়া কিছু হতাশ হইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল কৃষকে কৃষিতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। আমার বিবেচনায় "চীন দেশের উপদেশ" "অর্ণোৎসব" "কলিকাতা গেজেট" প্রভৃতি দিয়া কৃষকের কোন প্রয়োজন নাই। সাধারণ কৃষকের উহা দরকার নাই। • •

সর্ব্বাপেক্ষা আমি হতাশ ও ভীত হইয়াছি—কৃষকে গল্প দেখিয়া। বাঙ্গালাদেশে একটা গল্প লিখিবার ও ছাপাইবার mania হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষকের তাহা avoid করা উচিত ছিল। আমার ভয় হয় এই গল্পগুলি "আগাছার" ন্যায় কৃষকের অনিষ্টসাধন করিবে। আমার মনে হইতেছে যে ক্রমে ক্রমে অপ্রাতসারে গল্প ছাপানটাই কৃষকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে; কৃষিতত্ত্বটা যেন গৌণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমার মনে হয় কৃষিতত্ত্ব ছাড়া আর কোন বিষয়ই কৃষকে স্থান না পাইলেই ভাল। তবে Swiss Family Robinsonর মত গল্পে কৃষিবিস্তার উন্নতিই হইতে পারে। নায়ক, নায়িকা, সন্ন্যাসী, দেবালয় ও আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কৃষিতত্ত্বের উপকার হয় না। বিভিন্ন দেশী ও বিলাতী Farm house হইতে information সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ nursery হইতে notes গ্রহণ করিয়া কৃষকের কলেবর বৃদ্ধি করিলে, কৃষক নামের সার্থকতা হইবে। ইহা ভিন্ন আরো suggest করিতে চাহি যে কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি যতদূর elementary হইতে পারে তাহা করিবেন এবং Latin ও English শব্দের বাঙ্গালা শব্দ দিতে চেষ্টিত থাকিবেন। ইহাতে অশিক্ষিত লোকের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। Educated men যাঁহারা—তাঁহাদের theoretical উপকার হইবে। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই বাস্তবিক প্রকৃত উপকার হইবে।

বিনয়াবনত

আরা, ২৮।১০।০০।　　শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন।

মন্তব্য।—কৃষি সম্বন্ধে সাধারণের মন বেশ আকৃষ্ট করিবার জন্য আমরা কৃষক সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ করিতেছি। কৃষকে অবশ্য কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় অধিক পরিমাণে আলোচিত হইবে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করা যাইবে। কারণ আমাদের দেশে কেবল কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র চালন দুষ্কর। কৃষকে আমরা শাক সবজী ফল মূল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের চাষের বিষয়ও আলোচনা করিব।　　কৃ: স:।

দম্ভ ও পান।

(প্রতিবাদ।)

সম্পাদক মহাশয়—

আপনার কৃষি-পত্রিকায় দম্ভ ও পানের কথা পাঠ করিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। লেখকের নামটী দেখিবার পূর্ব্বে ইহা কোন খৃষ্টান সাহেব বা পাদ্রির লেখা ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু নামটী দেখিয়া প্রতীতি জন্মিল যে ইনি সাহেব নন একজন বাঙ্গালি বটে—বোধ হয় একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, কারণ দম্ভ ও পান সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন সেগুলি বালকের মুখেই শোভা পায়।

"পান না খাইলে দাঁত পরিষ্কার থাকে ও মুখ ভাল দেখায়"। তবে তাঁহার মতে, পান খাইলেই মুখ অপরিষ্কার ও শ্রীবিহীন হয়। এ কথাটা তিনি যেন নিতান্ত জেদের উপর বলিয়াছেন। পান না খাইলেও দিনের

মধ্যে ২।১ বার দন্ত ধাবন না করিলে দাঁতের উপর এক প্রকার হলদে রঙ্গের ছেতলা পড়িতে দেখা যায়। পান খাইলেও দাঁতে এক প্রকার ছোপ ধরে, দন্ত ধাবন করিলে তাহা উঠিয়া যায়। অতএব যে দোষটী তিনি পান খাওয়ার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন সেটী শুধু পান খাওয়ার নয়—দন্ত না ধুইবার দোষ। একটী পান খাইলে এমন ছোপ ধরিতে পারে না, যে তাহাতে মুখ বিশ্রী দেখায় বা তৎক্ষণাৎ মুখ না ধুইলে লোকের নিকট মুখ দেখান ভার হইয়া উঠে। যাঁহারা অত্যন্ত অধিক পান খান, তাঁহাদের মুখই তিনি দেখিয়াছেন। দিনের মধ্যে ৩।৪টী পান খান এরূপ লোকের সহিত বোধ হয় কখন তাঁহার বাক্যালাপ হয় নাই।

যে কোন তক্ষা বস্তুর কণিকা মুখে অধিকক্ষণ থাকিলে তাহাতেই মুখে দুর্গন্ধ হয়। পান ও পানের মসলার কণাতেও মুখে দুর্গন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ২।৪ ঘণ্টায়, যে ঐ প্রকার দুর্গন্ধ হইবে এরূপ আশঙ্কা করা বৃথা। হিন্দু মাত্রেই প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর মুখ ধুইয়া থাকেন।

শ্যামলাল বাবু আমাদের বড়ই বেরসিক। যে তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর কবিদেরও মনমুগ্ধ করে, শ্যামলাল বাবুর চক্ষে তাহা ভাল লাগে না। তাম্বূলরাগরঞ্জিত তাম্রৌষ্ঠের দাস্তকে মহাকবি কালিদাস "প্রবালোপহিত পুষ্পের" সহিত ও "স্ফুটবিদ্রুমস্থ" বন্ধুজীবনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমাদিগের ও কবিকুলের দুরদৃষ্ট বশতঃই বোধহয় শ্যামলাল বাবুর এরূপ রুচি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নোক্তা দিয়া পান খাওয়া অবশ্য খারাপ। কিন্তু কয়জন লোক নোক্তা দিয়া পান খান।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পান খাওয়ার চলন আছে। পাশ্চাত্য দেশের যেমন চা ও চুরুট, আমাদের দেশের তেমনি পান তামাক অতিথি ও অভ্যাগতের প্রতি প্রথম শিষ্টাচার। তবে শুদ্ধ নানকের এ বিষয়ে কোন নিষেধবিধি আছে কি না তাহা আমি জানি নাই।

শ্যামলাল বাবু বলিয়াছেন যে "পান খাইলে লালা নিঃসরণ হয় এবং ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় কিন্তু এই উদ্দেশ্য এক লবঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।" পানের সহিত লালা উদরস্থ হইয়া ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় এ কথা তিনি কোন্ শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিলেন? কোন শরীর-তত্ত্ববিদ্ এরূপ বলিবেন না। চর্ব্বন কালে লালা অন্নের সহিত মিলিত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে, কিন্তু একবার লালা গলাধঃকরণ হইলে আর প্রচুর পরিমাণে লালা গিলিয়া ফেলিলেও সেই উদরস্থ অন্ন-পরিপাকের কোন সহায়তা করে না বরং অপকার করে। শ্যামলাল বাবুর ন্যায় অন্য কাহারও যদি ঐরূপ বিশ্বাস থাকে তবে সে ভুল বিশ্বাস। পান ও সুপারির কুচী দাঁতের মাড়ীর ভিতর ক্ষতস্থানে ঢুকিলে যেমন দাঁত নষ্ট হইতে পারে, তেমনি লবঙ্গ ও হরিতকীর কুচীতেও নষ্ট না হইবে কেন?

পান খাওয়ার দু একটা গুণ আছে—শ্যাম বাবু বোধ হয় জানেন না। যাঁহাদের পিত্তদূষিত ধাতু তাঁহাদের মুখে একটা দুর্গন্ধ সহজেই হয়। দিনের ভিতর ২।১ টা পান মধ্যে মধ্যে খাইলে দুর্গন্ধ অনেকটা প্রশমিত থাকে। অম্লাধিক্য বশতঃ মুখটা যখন টকিয়া যায় তখন পানের দ্বারা (পানে চুণ থাকিবার দরুণ) অনেক পরিমাণে অম্ল দমন হয়। অম্লরসে দাঁত খারাপ হয়, সুতরাং পানের দ্বারা সময়ে সময়ে দন্ত রক্ষা হইতেছে। পানের সহিত সুপারি চর্ব্বণ করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। ঝড়ের সময় গাছগুলি যত দুলিতে থাকে ততই তাহারা দৃঢ়রূপে মৃত্তিকার মধ্যে শিকড় চালায়, দাঁতে সুপারি চিবাইলেও সেই কার্য্য হইয়া থাকে। ধনের চাউল, এলাচ লবঙ্গাদি মসলার পাচকতা গুণ আছে। সুতরাং পান খাইলে পচন কার্য্যের কতকটা সহায়তা হয়।

পান একটা বিলাসের সামগ্রী বটে, কিন্তু সংসারে আরোও অনেক অনেক বিলাসের সামগ্রী আছে। পান চাষের সঙ্গে সঙ্গে তামাক প্রভৃতির চাষ উঠাইতে হয়। সুতরাং চাষেরও কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। শ্যামলাল বাবু কোন দিন বিধাতার সৃষ্টির উপর চটিয়া যাইবেন। কোন একটা বিশেষ বিধির দোষ দেখাইতে যাইয়া সামান্য সূত্রটীর দোষ দেখান শ্যামলাল বাবুর অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক।

শ্রাদ্ধাদিতে, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে ও দেব-সেবায় পান গুপারি একটা উপকরণ, শ্যামলাল বাবু বোধ হয় এ খোঁচটাও রাখেন না। কবিরাজী ব্যবস্থায়ও পানের রস একটা অনুপান তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র,
কলিকাতা।

মানব জীবন।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানবজন্ম লাভ করে। অতএব এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবনে উন্নতি করিতে চেষ্টা করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই দুরতিক্রমা চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অতিক্রম করিয়া, জীবের স্বাধীনতার পূর্ণতম ও উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, কেবল মাত্র সংসারের খুটী নাটী ভাবিয়া জীবন অতিবাহিত করা কখনই উচিত নয়। মানবের জীবন বড়ই মূল্যবান্। বর্ত্তমান কালে, জগতের যতটুকু শ্রীবৃদ্ধি, যতটুকু উন্নতি লক্ষিত হয়, তৎসমুদায়ই মানব কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র মানবের জীবনে যে জগতের কত উপকার সংসাধিত হইয়াছে—ইতিহাস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লৌহ বর্ম্মে লৌহ যান, অগ্নি বক্ষে লইয়া নক্ষত্র বেগে ধাবমান হইতেছে। দুস্তর সাগরের অগাধ জল মথিত, বিক্ষোভিত করিয়া, বাত্যাতাড়িত ও উচ্ছ্বসিত সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ রাশি ভেদ করিয়া অর্ণবপোতে দেশ দেশান্তরের দ্রব্য বাণিজ্যার্থ দেশ-দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে। তমিস্রা রজনীর গাঢ় অন্ধকার লোকলোচনের অন্তরালে অপসৃত করিয়া, বৈদ্যুতিক আলোকের মনোহর জ্যোতিঃ দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে। ঘনানন্দ বিলাসিনী জ্যোতিষ্মতী ক্ষণপ্রভা মুহূর্ত্তমধ্যে আকৃষ্ট হইয়া মানবের আজ্ঞা পালন করিতেছে। এ সকল জগতের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। পরিবর্ত্তনশীল কালের অমোঘ প্রভাবে, বিজ্ঞানবিৎ মানব গণের বিশ্ববিস্ফারিণী দৃষ্টির সাহায্যে, ক্রমে এ জগৎ আরও উন্নত হইবে। ইহা হইতে মানবের বুদ্ধির বিকাশ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। অন্যত্র আবার ব্যাস, বাল্মীকি, পাতঞ্জল, শঙ্করাচার্য্য এরিষ্টটল, কোমত, ডারুইন, বেন, মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে কত উজ্জ্বল জ্ঞানরত্নে সুসজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত রত্নরাজির জ্যোতিঃতে আজ চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত এবং রত্নরাজি ক্রমে মার্জ্জিত ও সুপরিষ্কৃত হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রভা ধারণ করিতেছে। ভাব রাজ্যের দিকেও একবার চাহিয়া দেখ, সেখানেও দেখিতে পাইবে ব্যাস বাল্মিকী কালিদাস ভবভূতি, দান্তি, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সেক্সপিয়র প্রভৃতি ভাবুকগণের প্রতিভায় জগত বিমোহিত। এই শতদিকপ্রসারিণী বাহ্য ও আন্তর্জ্জগতিক উন্নতি কি প্রকারে সংসাধিত হইল! এই বুদ্ধি জ্ঞান ও ভাবের বিকাশ কিরূপে হইল! ইহা কি মনুষ্যের —মনুষ্য ভূমিলে যে কর্ম্ম আরম্ভ হয়, ও মরণান্তে যাহার শেষ হয়—ইহা কি সেই কর্ম্মের ফল নয়? দুঃখাপনোদনপূর্ব্বক সুখভোগেচ্ছাই এই উন্নতির সূত্রপাত। কিন্তু এইরূপে যে সুখ লাভ হয় তাহা ঐহিক সুখ মাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য এক প্রকার

সুখ লাভেও মানুষ অধিকারী—সেটী ভগবৎ ভক্তি জনিত সুখ।

এ জগতে দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁহারা সংসারকে নিত্য জ্ঞান করিয়া সাংসারিক উন্নতি এবং সাংসারিক সুখে ব্যস্ত হইয়া কাল যাপন করেন। অপর এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁহারা সাংসারিক সুখকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া ভবসাগর সমুত্তরণের চেষ্টায় সদাকাল ব্যস্ত থাকেন। বঙ্গ-দর্শনেও লিখিত আছে, "মনুষ্যসমাজে প্রধানতঃ দুই দলের লোক আছে। এক দলের দৃষ্টি সুখের দিকে অন্য দলের দৃষ্টি ধর্ম্মের দিকে। এক দল ইহলোকের ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, অপর দল পারলৌকিক চিন্তায় মগ্ন। এক দল বিষয়ী, অপর দল বৈরাগী। এক দল জড় জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে সমুৎসুক—অপর দল জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকৃতি নিরূপণে যত্নশীল। এক দল প্রত্যক্ষগোচর পদার্থপুঞ্জে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অপ্রত্যক্ষ নিত্য পদার্থের ধ্যানে রত। অন্য দলের বিবেচনা এই, যে আপনাদিগকে অধম জ্ঞান করিয়া পদে পদে দেবানুগ্রহের প্রার্থী। এক দল তার্কিক, অপর দল ভক্ত। এক দল বর্ত্তমান সময় এবং উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে সুখাকর্ষণে প্রবৃত্ত, অপর দল অতীতের উৎকর্ষ এবং ভবিষ্যতের আশায় চিন্তনে বিমুগ্ধ হইয়া সাংসারিক সম্পদকে অবহেলা করেন।" উপরোক্ত এই দুই দলের লোক ভেদে উন্নতিও দুই প্রকার দৃষ্ট হইবে। এক দল ঐহিক বা পার্থিব উন্নতির নিমিত্ত ব্যস্ত। অপর দল পার-লৌকিক উন্নতির নিমিত্ত ব্যস্ত। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐহিক উন্নতি অপেক্ষা পারলৌকিক উন্নতি শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা সকলের স্মরণ থাকা উচিত যে মানবজীবন মোক্ষোপযোগী; শুধু পার্থিব উন্নতি ও পার্থিব সুখে মানব জীবন পর্য্যবসিত হয় না। মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি। নরক হইতে সমুত্তরণই মানবের চেষ্টা সুতরাং এক্ষণে মানব জীবনের গৌণ উদ্দেশ্য পরিহার করিয়া মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—মুক্তি কাহাকে কহে? আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নামই মুক্তি। যে দুঃখ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয় তাহারই নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই দুঃখ দ্বিবিধ;—শারীরিক ও মানসিক। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা রূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগ প্রভৃতি যে দুঃখ উৎপাদন করে তাহাকেই শারীরিক দুঃখ বলে এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ঈর্ষা বিষাদ ও প্রিয়বস্তুর অদর্শন জন্য যে দুঃখ তাহার নাম মানসিক দুঃখ। যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি ও গ্রহাদির আবেশনিবন্ধন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে, এবং মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাকে আধি-ভৌতিক দুঃখ কহে। ইহসংসারে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারপ্রবৃত্তি জীব মাত্রেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার উপায় সাধ্য।

মানব নিজের ও সমাজের বিবিধ প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া, অশেষ প্রকার ভোগসুখলাভেও যখন তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, মানবমনে সুখলালসা বলবতী ও ক্রমবর্দ্ধনশীল বলিয়া যখন পার্থিব সুখে আর আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তখনই পার্থিব সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি হয় এবং মানব নিত্যসুখান্বেষণে তৎপর হইয়া পড়ে। ক্রমেই মনে বিবেকের সঞ্চার হয়, কিন্তু তথাপিও হৃদয়ের আন্দোলন এককালে প্রশমিত হয় না। যখন মানবশক্তি অপেক্ষা অন্য একটী শক্তি জগতে কার্য্যকারিণী বলিয়া উপলব্ধি হয়,

মানব যখন সেই অনন্ত অপরিমেয় অসন্যকজ্ঞাত শক্তির আরাধনায় ব্যগ্র ও বিমোহিত হইয়া পড়ে, যখন অজ্ঞানবিমূঢ় আত্মা আমির পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, যখন ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের ন্যায় মন বলিতে শেখে যে,—

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা প্রযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

জগত এবং জগতের সমুদায় বস্তু মিথ্যা—সেই বিশ্বপালক পরমেশ্বরই সত্য এই জ্ঞানের উদয়ে যখন তাঁহার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়, তখনই জীবের মুক্তিপথ উন্মুক্ত হয়। জ্ঞান ও বিবেক, মনে কত সময় কত বিরোধ ও সংশয় আনিয়া দেয়। অধিক কি, কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ঈশ্বরত্বে সন্দিহান হইয়া জগতে ঘোর নাস্তিকতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদের হৃদয়াকাশ কথঞ্চিৎ আলোকিত হইলেও প্রেমের সুস্নিগ্ধ মনোহর জ্যোতিঃর অভাবে তাঁহাদের জীবন অশান্তিময়। কেবল শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হইতে পারে না। শ্রুতিতে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ধ্যানাদি ভক্তির অঙ্গ সকলেই মোক্ষ বিধায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "ভক্তিই ভক্তকে ভগবৎধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। সচ্চিদানন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবান্ ভক্তি যোগেই অবস্থিত।" স্মৃতিতেও ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমি ভক্তাধীন, ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না। আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্ত সর্ব্বদা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাতে বদ্ধহৃদয়, সাধু ও সমদর্শী—সেই ব্যক্তি যেরূপ সৎ পতিকে বরণ করে—তদ্রূপ আমাকে বরণ করিয়া থাকে।" অতএব এই দুর্লভ মানবজনম লাভ করিয়া যাহাতে ভক্তি বীজ উপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী, আশক্তিশূন্য হইয়া সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান করিয়া ভগবানে আত্মা রাখিয়া কর্ম্ম করিলে মোক্ষও অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি সংস্থাপিত হইয়া যে আনন্দ উদ্ভূত হয়, তাহারই নাম মোক্ষানন্দ। মানব মনে ঐশ শক্তি সম্প্রসারিত আছে। যাহাতে যতটুকু ঈশ্বরত্ব আছে তিনি ততটুকু পরিমাণে ঈশ্বর হইয়াছেন। বাহ্যেন্দ্রিয়াদির উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যুগপৎ মন ও আত্মার চরম উৎকর্ষ লাভ দ্বারা মানব সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

অতএব, মানবগণ, সংসার সাগরে মগ্ন হইয়া যেন আত্মহারা হইও না, সাগর তরঙ্গাকুল ও দুরতিক্রম্য ভাবিয়া যেন সন্তরণে পশ্চাৎপদ হইও না, বা মকর কুম্ভীরাদি দুষ্ট জন্তুগণের ভয়ে ভীত হইয়া হতাশ হইও না। জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।

দুর্ভিক্ষ।

আজ কাল আমাদের দেশে এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবার কারণ কি? এই ত সে দিন লর্ড এলগিনের শাসন কালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ওঃ আমরা যে তাহার বিভীষিকা এখনও ভুলিতে পারি নাই। এখনও যে কৃষককুল মহাজনদিগের দেনা শুধিতে পারে নাই। তাহার উপর আবার গত বৎসর হইতে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কেন এমন হয়?

শাস্ত্রে বলে, রাজার পাপে দুর্ভিক্ষাদি প্রজার কষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ত ওকথা খাটে না।

আমরা যে মহাপুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাস করিতেছি। আর যদি তাঁহার পাপেই হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ইংলণ্ডের কথা দূরে থাকুক সুদূর ক্যানেডা রাজ্যেও দুর্ভিক্ষের ছায়াটী পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তবে কি দুর্ভিক্ষের কারণ—"অতি বৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ"? তাই বা কি করিয়া স্বীকার করি। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ত এই সকল কারণ বিদ্যমান ছিল অথচ তৎকালে দুর্ভিক্ষের বিবরণ কেবল অভিধানেই পাওয়া যাইত। তবে নিশ্চয়ই ভূমির অনুর্ব্বরতা এবং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের কারণ। কিন্তু নিতান্ত বাতুল ব্যতীত অপরে কে একথা বিশ্বাস করিবে? যে ভারতের শস্যে সমুদ্র পারের অধিবাসীগণের প্রাণ রক্ষা হইতেছে—সেই ভারত নিজের সন্তানগণের আহার যোগাইতে অক্ষম! আর জন সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ত অনেক নূতন জমীরও আবাদ হইয়াছে। তাহার উপর আবার ভারতবাসীগণ অত্যন্ত মিতব্যয়ী। দুই আনা মাত্র পয়সা হইলেই একটী লোকের এক দিন চলিয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দুর্ভিক্ষের বৎসর এই দুই আনা পয়সাও যোগাড় করিতে পারে না। যাহারা বলেন অর্থাভাবেই ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়, তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য না থাকিলে অর্থবৃদ্ধির সহিত শস্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। বাজারে শস্য না থাকিলে শুধু রূপার টাকা চিবাইলে পেট ভরিবে কি?

এই যে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে মাসিক ২৫৲ টাকা মাত্র আয়ে সবংসর রাজার হালে কাটাইয়া গেল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাদের বংশধরগণ মাসিক ৫০৲ টাকা আয়েতেও পেটের ভাত যোগাইতে কষ্ট বোধ করেন। এই কলিকাতা সহরে পূর্ব্বে একজন খানসামার বেতন ছিল খোরাকি বাদ আট আনা। এখন খোরাক পোষাক ২৷৷০ টাকা ৲ টাকার কম একটী চাকরাণী মিলে না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে চালের মণ ছিল ১৲ টাকা, এখন হইয়াছে তাহার চতুর্গুণ। ইহাতেও যাঁহারা অর্থাভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ধন্য তাঁহাদের বিদ্যা আর বলিহারী তাঁহাদের বুদ্ধিকে!

আমাদের বোধ হয়—পাটের চাষের প্রাচুর্য্য, রাজকরের অধিকা এবং রপ্তানির বাহুল্যই দুর্ভিক্ষের কারণ। সত্য বটে পাটের চাষে বিস্তর লাভ হয়। সুতরাং কৃষককুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু পাটের চাষের আধিক্য হেতু ধান্যের চাষ অল্প হয়; আর তাহাতেই শস্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। তবেই দেখা যাইতেছে—পাটের চাষ আপাততঃ লাভজনক হইলেও পরিণামে অনিষ্টকর। আর যদি পাটের চাষ বাড়ানই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধান জমিতে পাট না বুনিয়া পতিত কিম্বা নূতন জমিতে পাট এবং ধান জমিতে ধান বুনাই উচিত। ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ বেশে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়; ও দ্বিতীয়তঃ পাটের চাষের দ্বারা দেশ ক্রমে ধনবান্ হইতে পারে।

রাজকরের আধিক্য কমান গবর্ণমেণ্টের হাত। হিসাবে শতকরা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। কিন্তু জানি না কি কারণে দাক্ষিণাত্যে ষষ্ঠাংশের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট কর আদায় করিয়া থাকেন। বজেটে দেখা যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় দুইই সমান। সুতরাং অল্প কর লইয়া, আর কমাইলে গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ের টাকা কোথা হইতে পাইবেন? কেন, গবর্ণমেণ্ট কি সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারেন না? তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্টের যে খরচ হয় সে খরচটাও ত বাঁচিয়া যায়।

রপ্তানির বাহুল্য কমাইতে হইলেও গবর্ণমেণ্টকে

মনোযোগী হইতে হইবে। কারণ যদাপি কৃষক কিম্বা দেশস্থ বণিকদিগকে রপ্তানির জন্য শস্য বিক্রয় করিতে বারণ করা যায়, সে বারণ কে শুনিবে? সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। যেখানে বেশী লাভ পাইবে তাহারা সেইখানেই শস্য বিক্রয় করিবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশে কোন্ বৎসর কত শস্য উৎপন্ন হইল গবর্ণমেণ্ট ও তাহার একটা হিসাব রাখিয়া থাকেন। আর কি পরিমাণে শস্য দেশে রাখিলে দুর্ভিক্ষ না হইয়া দেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে তাহার একটা হিসাব করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি সেই পরিমাণ শস্য দেশে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে আর এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকে না। অবশ্য তাহাতে রপ্তানির অল্পতা হেতু অবার বাণিজ্যে হাত পড়িবে। কিন্তু প্রজা রাজার পুত্র স্বরূপ—পুত্রের হিতের জন্য পিতাকে সকল কার্য্যই করিতে হয়। অতএব আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টেরও এ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নচেৎ দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করা সুকঠিন। কারণ দুর্ভিক্ষে মারা যায় মধ্যবিত্তগণ। ধনীগণের কোন চিন্তাই নাই। তাহারা দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়। মুটে মজুর প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর লোকেরাও রিলিফ ওয়ার্কের আশীর্ব্বাদে কায় ক্লেশে কোন রকমে প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু মধ্যবিত্তগণ নিরুপায়, যত কষ্ট তাহাদেরই। তাহারা মানের দায়ে ভিক্ষা অথবা রিলিফ ওয়ার্কে কার্য্য করিতে পারে না। চাউল কিনিবার পয়সাও ঘরে নাই! ঘটী বাটী বাঁধা দিয়াই বা কয় দিন চলে? তাই বলি প্রজা রক্ষার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই গবর্ণমেণ্টের সাবধান হওয়া উচিত। কথায় বলে "Prevention is better than cure!" অতএব সদাশয় গবর্ণমেণ্ট একবার এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক।

বিমাতা।

১)

অমর বাবুর পূর্ব্বপুরুষদিগের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারির নিকটবর্ত্তী কোন একটী গ্রামে বাস ছিল। সে বহুদিনের কথা। আজকাল সচরাচর অংশপার্থিনাভিলাষী বাঙ্গালীর কপালে যাহা ঘটিয়া থাকে আমাদের অমর বাবুরও তাহাই হইয়াছে। পৈতৃক বাসস্থান, অট্টালিকা ও উদ্যানপ্রভৃতি শৃগাল কুক্কুর, তস্কর ও লম্পট প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অমর বাবু সামান্য বেতনে একটী চাকুরী অবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্যার প্রদেশে বাঁকীপুরের নিকট এখন অবস্থান করিতেছেন। আজকাল আপনার আমার ন্যায় অনেক বাঙ্গালীর প্রায় অন্ন বিস্তর অর্থাভাব, সুতরাং চাকুরী ভিন্ন সহজে গ্রাসাচ্ছাদনোপযুক্ত অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিন্তু অমর বাবুর বোধহয় সেরূপ অভাব ছিল না।

তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অনেকাংশে বিভক্ত হইয়া একণে "চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাংস" রূপে পরিণত হইয়াছে, তথাপি দেখিয়া শুনিয়া সুশৃঙ্খলে চালাইতে পারিলে তাঁহাদের কতকদিন পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতে পারিত। একাদিক্রমে ১০।১২ বৎসর কোন খোঁজ খবর না রাখায়, একণে সেই বংসামান্য সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ এবং তাহার উপর যে অংশীদারগণ পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করেন নাই—তাঁহাদের কবল হইতে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি উদ্ধার করা এখন সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য।

বিদেশে অমর বাবুর প্রথমাবস্থা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু এখন মন্দ নহে। তিনি অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম। এখন তিনি ১৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছেন। যোগার্জ্জিত অর্থে কর্ম্মস্থলে একটী সুন্দর বাসোপযোগী অট্টালিকা করিয়াছেন

এবং প্রায় ৩ বৎসর হইল দ্বিতীয় পক্ষে একটী বিবাহ করিয়াছেন।

প্রথমা স্ত্রী একটী ৬।৭ বৎসরের কন্যা এবং ৪ বৎসরের একটী পুত্র রাখিয়া আমাদের অমর বাবুকে ফাঁকি দিয়া, বালক বালিকা দুটীকে কাঁদাইয়া বেলা থাকিতে থাকিতে পার্থিব লীলা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। রূপ, গুণ, মাধুর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকিলে স্ত্রীলোক আদরণীয়া হন এবং সংসারে সুখ ও শান্তি প্রদান করেন—আমাদের অমর বাবুর প্রথমা স্ত্রীর সেগুলি সমস্তই ছিল। বোধ হয়, অমর বাবুর অদৃষ্টে বিধাতা এত সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ অধিক দিন লিখেন নাই, সেই জন্যই যেন সাধ্বী স্বামীর দুঃখ দেখিতে পারিবেন না বলিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ২ বৎসর ৬ মাস পর্য্যন্ত অমর বাবু নিতান্ত শোকগ্রস্ত ও ম্রিয়মাণ ছিলেন। বালক বালিকা কাছে আসিলেই কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং সেই জন্য অমর বাবু বড় একটা বাড়ী আসিতেন না। বাবুর একটী গ্রাম সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া ভগিনী এখন ছেলে মেয়ের প্রতিপালিকা—নাম 'চন্দি দিদি'। ছেলেরা ডাকিত 'রাঙ্গা পিসী'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—অমরবাবু আজকাল বাড়ী আসা যতদূর সম্ভব কমাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমে বন্ধুবিগের সহিত দাঁতবাদ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে দু এক জনের সহিত অধিক সম্প্রীতি জন্মিল, এবং ধীরে ধীরে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী, অশেষ-কৃষ্টি-প্রদায়িনী, প্রথরা সুরাদেবীর উপাসনাব্রতে ব্রতী হইয়া পড়িলেন। স্মৃতি নাশ করে, দুঃখ হরণ করে, বর্ত্তমান সুখে প্রাণকে নাচাইয়া তুলে ইত্যাদি নানাপ্রকার গুণে সুরা দেবীর এঁরা ভক্ত হইয়া উঠিলেন যে অমর বাবুর বন্ধুদিগের মধ্যে অপর দুই একজন তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন কিসে ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা যায়—তাঁহাদের এই চিন্তা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। পুনরায় বিবাহ দেওয়া শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমর বাবুর নিকট ২।১ বার এই বিষয়ে কথা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন যে জোর বা কোন কৌশলক্রমে বিবাহ না দিলে সহজে ইঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া সম্ভব নহে।

নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে—নাম উল্লেখের প্রয়োজন নাই—অনেকগুলি চাকুরে বাঙ্গালী বাবুর বাস। সেই খানে জনৈক বাবুর একটী বয়স্থা কন্যা ছিল। কন্যাটী দেখিতে অতীব সুন্দরী এবং যৌবন প্রারম্ভে অধিকতর সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছিল। অমর বাবুর দুইটী বন্ধু গোপনে এইখানে বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিনে বেড়াইতে যাইবার উপলক্ষে অমরবাবুকে কন্যাটীর পিত্রালয়ে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৌশলে যথাসময়ে অমর বাবুকে পুনরায় বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিলেন। অমর বাবুর বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে, সুতরাং বলিতে গেলে তাঁহার বিবাহের সময় একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি বিবাহে এতই অসম্মত ছিলেন যে বাসর রাত্রি কেবল বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া গেল—যাহা হইল তাহা আর ফিরাইবার নহে—কিন্তু ইহার পরিণাম কি?—সুখ না দুঃখ—শান্তি না অশান্তি?—অমর বাবু বিবাহ রাত্রে যে জন্য রোদন করিয়াছিলেন তাহার কি কতকটা ফিরিয়া পাইবেন?—সে দগ্ধ প্রাণ কি শীতল হইবে?—সংসারে সে শান্তি সে সুখ কি পুনরায় আসিবে?—আবার কি দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে আসিয়া সেইরূপ এই সুখ দেখিয়া পরিশ্রম জন্য ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারিবেন?—আবার কি হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে সেই প্রথম যৌবনের মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাইবেন?—কে জানে।

ক্রমশঃ।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড ; তারিখ ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭ সাল। [৭ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	৯৭
গাছের নাম নিরূপণ	৯৮
বিবিধ সংবাদ	৯৮
কাপাস তুলা	১০১
কলিকাতা	১০২
পত্রাদি	১০৩
দেশী সবজী	১০৪
কুলিবেগুণ	১০৪
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০	১০৬
অবশিষ্ট সারের পরীক্ষা	১০৬
নূতন কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা	১০৬
বিভিন্নপ্রকার চাষাবাদের পরীক্ষা	১০৭
নূতন জাতি ফসলের পরীক্ষা	১০৭
বালক বিধি (গল্প)	১০৮
গোগুলের পোকা	১১০
বিনামূল্যে	১১০
বাগানের মাসিক কার্য্য	১১২

কৃষি সংবাদ।

অদ্ভুত সুপারী বৃক্ষ।—ইসলামাবাদে একটী বিলাতী বিশিষ্ট সুপারী গাছ আছে। উভয় শাখাতে সুপারী ফলিতেছে।

ছাই ও কাষ্ঠের কয়লা।—সবজী প্রভৃতি গাছে পোকা নাকড় লাগিলে, তাহা দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত গাছে গুঁড়া ছাই ও কাষ্ঠের কয়লা ণ যায়। ঐ ছাই ও কয়লা চূর্ণ পর উপদ্রব নিবারণ করিতে সমর্থ হয় । ঐ। উহা সারের কার্য্য করে এবং গাছের বৃদ্ধি সাধন করে।

কৃষি সম্বন্ধে সংপ্রস্তাব।—মিঃ ই, ইলিয়ট সাহেব ত্রিঙ্কিনমালির সরকারী এজেন্ট। দেশীয়েরা যাহাতে রীতিমত কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী হয় তিনি তাহার জন্য কতকগুলি সৎপ্রস্তাব স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নূতন বীজ ও বৃক্ষাদির পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পরীক্ষার ফল দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

মাদ্রাজের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ।—উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ বাবার সাহেব মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাঁচ বৎসরের জন্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট উক্ত সাহেবের কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সাহেবের পদটী চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজে ইক্ষুরোগ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট বাবার সাহেবকে প্রেসিডেন্সির আয়কর পদার্থের (economic products) অনুসন্ধান ও আলোচনা কার্য্যে বাহাল রাখিতে বলিতেছেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব বোধ হয়, অনুমোদন করিবেন।

বৈদ্যুতিক গাছ।—এক প্রকার গাছে তাড়িত সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। সে গাছের নিকটে গেলে বৈদ্যুতিক শক্তিতে শরীর কাঁপিতে থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা এই বৃক্ষের নাম দিয়াছেন "কিটোলাকা ইলেক্‌ট্রিকা"। ইহার ডাল ভাঙ্গিতে গেলে (Shock) বেগ অনুভূত হয়। ঠিক যেন মনে হয় যে তাড়িচ্ছক্তিপ্রবহনান কোন তারে হাত দেওয়া হইয়াছে। কম্পাস উহার নিকটে লইয়া গেলে উহার কাঁটা সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। পক্ষী পতঙ্গাদিকে এই বৃক্ষের উপর বসিতে দেখা যায় না। রাত্রে অপেক্ষা দিনে তাড়িত শক্তি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কড় বৃষ্টির সময় উক্ত বৃক্ষের তাড়িত শক্তি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। ওয়াটম্যান সাহেব এই বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে সকল জাতীয় বৃক্ষাদিতে তাড়িত শক্তি অল্প বিস্তর বিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কূলে তাড়িত প্রবাহ কম হইলেও ফলে ও গাছের আঁশে প্রবাহ সমধিক পরিমাণে সঞ্চালিত দেখা যায়।

রীয়া ঘাসের আঁশে, পাটের আঁশের মত কাজ হয়। আঁশ সূক্ষ্ম বলিয়া কাজ ভালই হয়। রীয়ার আঁশে সুন্দর সূতা হইয়া থাকে। বিলাতের "কাইবার সিণ্ডিকেট" বা সূত্র সমিতি" বন আনারস, মরগা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিজ্জের সূতা লইয়া কারবার করিতেছেন। রীয়ার আঁশ বা সূতাও ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে লইতে প্রস্তুত আছেন। এখানকার কোন সাহেব রীয়া-চাষে উদ্যোগী হইয়া, বিলাতের ঐ সূত্র-কোম্পানিকে লিখিয়াছিলেন। তাহারা উত্তরে বলিয়াছেন,—"যদি রীয়া ভাল হয়ে, যদি উৎকৃষ্ট রীয়ার আঁশ বা সূতা, আমাদের মনোনত শ্রেষ্ঠীরিকরা নির্দ্দিষ্ট করে বাহির করা হয়, তাহা হইলে ঐ রীয়া-সূত্র আমরা ২০ পাউণ্ড (অর্থাৎ ৩০০ টাকা) টন হিসাবে লইতে প্রস্তুত আছি।" এক টনে ২৮ মণ, ইহার মূল্য ৩০০ টাকা; মণ পড়িল প্রায় ১০৮০ আনা। রীয়ার চাষ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী পত্রে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। রীয়ার চাষে যে, অধিক অর্থ সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় না, তাহাও আমাদিগের পাঠক মহাশয়দিগের বিদিত আছে। কিন্তু রীয়ার আঁশ বাহির করা, কিছু কঠিন ব্যাপার।—বঙ্গবাসী।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া স্যাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

দন্ত পরিষ্কার।—লবণ মিশ্রিত গরম জল দিয়া মুখ ধুইলে দাঁত ভাল থাকে।

ক্ষুদ্রতম ঘড়ী।—বার্লিনে একটী সোণার ঘড়ী আছে, তাহার তুল্য ক্ষুদ্র ঘড়ি আর কস্মিনকালেও নাই। উহার

গোহাটীর নিকট।—নানাস্থানের কোলেরা নামে যে গোরা সৈনিক ভীনার দোকানে সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়াছিল বিচারে তাহার ১৫ দিন নিয়ার হইয়াছে।

—'টাইমস্' পত্রিকার পিকিনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে যে, চীন—সন্ধির অন্যান্য সর্ত মানিয়া লইতে চান কিন্তু রাজকুমার ও রাজকর্মচারিদিগের বধাজ্ঞায় রাজী নন।

কুচবিহারে রেল বিস্তার।—কুচবিহার সহর হইতে সাঁতরাবাড়ী পর্য্যন্ত রেল বসিবে; ১০ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৭৬ টাকা খরচ হইবে। কুচবিহারের রাজকীয় রেলেরই বিস্তার হইবে।

হাতীর দাঁত।—হাতীর দাঁত সংগ্রহের জন্য প্রায় বৎসরে ৮০,০০০ হস্তী বধ করা হয়। হাতীর দাঁতে ও হাড়ে নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অনেক হাতী ধরা হয়।

—'টাইমসের' পিকিনস্থ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে চীনে সন্ধি স্থাপিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিদেশীয় দূতেরা সন্ধিসর্ত সম্বন্ধে স্ব স্ব রাজ্যের মতামতের অপেক্ষা করিতেছেন।

লেবুর রস।—লেবুর রসে হাত ও নখ ধুইলে তাহার সমস্ত কালিমা দূর হয়। হাত কোমল ও কলঙ্ক মুক্ত হয়। লেবু কাটিয়া তদ্দ্বারা মাথা ঘষিলে কয়েক দিনের মধ্যে খুস্কির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

মৃত্যুর কথা।—ফরাসী পণ্ডিত ডাক্তার লিব্রিয়ার বলেন, অর্দ্ধেক মনুষ্য ১৭ বৎসরের পূর্ব্বে মরে। ১০০০ লোকের মধ্যে একটী লোক ১০০ বৎসর বাঁচে। আর সহস্রের মধ্যে একটী লোক ৬০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হয় ৬০ বৎসর পরমায়ুঃ পাওয়া বড় সহজ কথা নহে।

দ্রব্যদান।—আসিনবয়েন অন্তর্গত সেতাবগঞ্জ ষ্টেটের উদারচেতা জমিদার রায় সেতাবচাঁদ নাহর বাহাদুর দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনদেশের যুদ্ধ হাসপাতালের রোগীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত এক সহস্র মাদুর দান করিয়াছেন। এই সৎকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট জমিদার বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিতে ক্ষান্ত হন নাই।

কাশীতে সাধু।—সম্প্রতি কাশীতে জনৈক মুসলমান সাধু ফকির আসিয়াছেন। তিনি অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ কঠিন রোগ সকল আরোগ্য করিতেছেন দেখিয়া স্থানীয় হকিম ডাক্তার সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। প্রতিদিন অসংখ্য রোগী আরোগ্যাশায় ফকিরের নিকট সমাগত হইতেছে।

জলমগ্নে মৃত্যু।—বড়ুতে (২৪ পরগণায়) ৮ বৎসরের একটী বালক ও ৯ বৎসরের একটী বালিকা দুপুর বেলা ভাত খাইয়া বাটীর সন্নিকটে পুষ্করিণীতে মুখ ধুইতে যাইয়া দুই জনেই জলমগ্ন হয়। বহুক্ষণ তাহাদের কোন খোঁজ না পাওয়ায় সকলেই চারিদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মৃত দেহ জলে ভাসিতে দেখা গেল।

কোকেন।—অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে ক্লোরোফরম করিলে অনেক বিপদ ঘটে। আমেরিকার চিকাগো সহরের কোন অস্ত্রচিকিৎসক তাহাদের নেক ও মস্তিষ্কে পিচকারি দিয়া কোকেন প্রবিষ্ট করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতেছেন। কোকেন প্রয়োগে রোগীর যাতনা অনুভূত হয় না এবং ক্লোরোফরম করিলে যে আশঙ্কা আছে, ইহাতে তাহা নাই।

—হিতবাদীতে "সাবিত্রীতত্ত্বের সমালোচনা" লেখকের উদ্দেশ্য ও সমালোচন প্রণালী দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার সমালোচনা বিদ্বেষমূলক। সমালোচক মহাশয় যখন নিরপেক্ষ নন বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তখন তাঁহার সমালোচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া হিতবাদী-সম্পাদক মহাশয় উচিত কার্য্য করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। নিরপেক্ষ সমালোচনা না হইলে তাহাতে সাধারণের কি উপকার হইতে পারে?

—দারভাঙ্গার মহারাজা আসাম যাত্রা করিয়াছেন। এক্ষণে গৌহাটীতে আছেন। তিনি আসামের চিফ কমিশনরের সহিত নওগঙ্গ প্রদেশের লুমডিং ও লুনকা

স্থানগুলি পরিদর্শন করিতে যাইবেন। ঐ সমস্ত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা মহারাজের উদ্দেশ্য। এইরূপে ভারতের পার্ব্বতীয় ও পতিত জমীতে রাজা ও মহারাজারা তাঁহাদের জমিদারী করিয়া যদি সেই সকল স্থানে অন্যত্র হইতে লোক আনাইয়া বাস করান তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতের কল্যাণ হইতে পারে।

বাহাদুর চোর।—ঢাকার মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয় সদর মহকুমা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে নদীবক্ষে নৌকার মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার বাক্স ও বাক্সস্থিত পরিচ্ছদ ও নগদ উনিশ টাকা লইয়া কে চম্পট দিয়াছে। তাঁহার কোরাণখানি নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া কোন বালক উহা তাঁহাকে আনিয়া দেয়। ডেপুটি মহোদয় বালককে এক টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। চোরের কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই।

—বোখারিলি নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের সম্প্রতি একটা ঘোর যুদ্ধ হয়। তাহাতে বুয়র পক্ষে ২৩ জন হত, ৩০ জন আহত ও একশত জন বন্দী হইয়াছে। ৭টা কামান ইংরেজ হস্তগত হয়। ইংরেজ পক্ষে একজন সেনানী ও ৯ জন সেনানায়ক ও ৪ জন সৈনিক নিহত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ষ্টীন ও সেনানী ডিওয়েট উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে দুই জনেই অন্তর্হিত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে মিঃ ষ্টীনের সেক্রেটারি এই যুদ্ধে আহত হইয়া ইংরেজ হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

—গির্ণার পর্ব্বতে অশোক রাজের নামাঙ্কিত যে প্রস্তর আছে তাহাতে ১৪টী উপদেশাবলি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে উহা ২,৩০০ বৎসরের পুরাতন। উহাতে পুরাণ পশুবধ নিষেধ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ধর্ম্ম যাজক নিয়োগের কথা, রাজা শাসনের সুবন্দোবস্তের কথা সন্ন্যাসীদিগের আশ্রয়দানের কথা লিখিত আছে। রাজকর্ম্মের আরোগ প্রমোদার্থে দেশ ভ্রমণ নিষেধ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিত ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মার্থে দান, সুনীতি ও সকল ধর্ম্মে অবিদ্বিষ্ট আত্মস্থাপনের বিষয় উল্লেখ আছে। আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট তাঁহার বক্তৃতায় অশোকের এই উপদেশ সম্বন্ধে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

—রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের সম্পাদককে শাসন করিবার জন্য কোন ধন-কুণ্ডীরের বাড়ী হইতে আয়োজন হইতেছে। মাহিগঞ্জে সম্পাদককে কার্য্যানুরোধে রাত্রিতে যাইতে হয়। সে সময়ে নাকি তাঁহারা তাঁহাদের গুপ্তচর দ্বারা ছুছু দেখাইবেন বাজারে প্রকাশ। চোর ডাকাইত বা গোয়ারের অসাধ্য কিছুই নাই। বলি এমন কি গাত্রজ্বালা উপস্থিত? আইন আদালতের সাহায্যে কিছু হইল না, প্রহার পীড়নে উপশম অনুভব করিবেন। এগুলো কোন জাত? বেটে বেটে খাটো খাটো গোঁ গোঁ করিয়া চলে কি?—জানিলে এ জন্তুগুলাকে জুলোজিকেল গার্ডেনে পশুর বাগানে প্রেরণ করা যাইত। পুরাণ বাজার নামক পুস্তকে অনেকেই বিরক্ত হইয়াছেন। বার্ত্তাবহেও কাহারও অন্যায় প্রশংসা ও কাহার অন্যায় নিন্দা প্রকাশের অনুরোধ উপেক্ষিত হইয়াছে, তাই বুঝি এ ষড়যন্ত্র?—রং বাঃ।

পুলিষ-জুলুম ও উপযুক্ত শাস্তি।—মুঙ্গেরের সেরেস্তাদার বাবু স্ত্রীপুত্র লইয়া নিজ কর্ম্মস্থল মুঙ্গেরে যাইতেছিলেন। তিনি জামালপুর ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে গিয়াছেন, ইত্যবসরে জনৈক পুলিস-হেডকনষ্টেবল দুই জন চৌকীদার সহ সেরেস্তাদার বাবুর স্ত্রীর গাড়িতে প্রবেশ করিতে চাহে। ইহাতে সেরেস্তাদার বাবুর পুত্রের সহিত পুলিষের বচসা ও পরে হাতাহাতী পর্য্যন্ত হয়। পুলিসের দুর্ব্বৃত্তেরা সেরেস্তাদার-পুত্রকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া গাড়ী দখল করিয়া বসে। সৌভাগ্যক্রমে ষ্টেষন প্লাটফরমে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ওয়ালস্ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সেরেস্তাদার মহাশয় সংবাদ পাইয়া মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলেন। ডায়নিষ্ট মাজিষ্ট্রেট মহোদয় তদ্দণ্ডেই পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে চাকরি হইতে বিদায় দেন ও তাহাদের পাগড়ী চাপরাস প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লন।

রাজকোটে বড়লাট।—বড়লাট রাজকোটে রাজকুমার কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইয়া রাজকুমারদিগকে কয়েকটী যুক্তিযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন। বড়লাট সুবক্তা ও বাগ্মী। তাঁহার সকল আলোচনাই সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে রাজকুমারগণকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে যেন সুয়া সাহেব করিয়া না তোলা হয়; তাঁহাদের চাল চলন যেন না একেবারে ইংরেজ-বালকদিগের মত হয়। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা কতকটা সেই রকম হওয়াই সম্ভব। রাজকুমারগণকে ইংরাজী বেশ-ভূষণ কতক কতক শিখিতে হইবে বটে কিন্তু তাই বলিয়া যেন তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয়ত্ব না ভুলিয়া যান। তাহারা যেন তাঁহাদের দেশের আচার ব্যবহার, প্রাচীন প্রথা সকলই কুসংস্কার ও ভ্রম পরিপূর্ণ বলিয়া না মনে করেন। দেশের রাজকুমারগণকে ইংরাজী ভাষা ইংরাজী ভাব, ইংরাজী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইংরেজের শাসন প্রণালী ও আচার ব্যবহার সমস্তই আলোচনা ও শিক্ষা করিতে হইবে কারণ তাঁহাদিগকে সদা সর্ব্বদাই ইংরেজের সাহায্যে ও সংসর্গে আসিতে হইবে কিন্তু তাঁহাদের মনে বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণ বাসনা বলবতী হইয়া যেন তাঁহাদের জাতীয় প্রকৃতি বিলুপ্ত না হয়। তাঁহারা প্রজাবর্গের শাসনপালনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন ইহা যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে তাঁহাদের প্রজা ইংরেজ নয়; এ দেশীয় প্রজাগণের শাসনভার তাঁহাদিগকে লইতে হইবে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের রাজত্বকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে না করেন। তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের কল্যাণের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অর্থ ও সামর্থ্য প্রজার হিতার্থে ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে রাজা প্রজার চক্ষে ঘৃণার্হ তিনি রাজা হইবার উপযুক্ত নন। রাজকুমার কলেজের ছাত্রদিগের এইরূপে চরিত্রগঠন করা উক্ত কলেজের প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। বড় লাটের উপদেশ রাজকুমারগণের প্রতিশাসন করা উচিত। রাজকুমারগণের মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাঁহারাই ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্থানাধিকার করিবেন এবং এই ভাবিয়া যেন তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয়ত্ব ও প্রাচীন মহত্ব বজায় রাখিয়া চলেন এবং ইংরেজের ন্যায় সুশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব রাজ্য চালান

কাপাস তুলা।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রদেশ, ভারতবর্ষ, আফ্রিকার মিসর দেশ, তুর্কিস্থান এবং চীন,—প্রধানতঃ এই কয়েকটী প্রদেশ এবং দেশই কাপাস তুলার জন্মস্থান। ইহার মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাপাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকার কাপাস বহু পরিমাণে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়।

আমেরিকার পরেই ভারতবর্ষ। ভারতের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহে, দক্ষিণ ভাগবর্ত্তী দেশসমূহে এবং নিম্নবঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গাতটবর্ত্তী বহু স্থানেই প্রচুর পরিমাণে কাপাস উৎপন্ন হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলেও কাপাস জন্মে। ভারতবর্ষে যত কাপাস উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ইউরোপে এবং জাপানে রপ্তানী হইয়া থাকে। হিসাবে দেখিতেছি ভারতের কাপাস,—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে তত রপ্তানী হয় না;—কেন না, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কলে কাপাস তুলার যেরূপ সামগ্রী তৈয়ার হয়, ভারতের কাপাস সেরূপ সামগ্রীর উপযোগী নহে। জাপানের কলসমূহে যত কাপাস ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে।

নিজ ভারতবর্ষে এখন কাপড় সূতার কল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯৩-৯৪ সালে সমগ্র ভারতে কাপড় সূতার কল ছিল, ১০৭টী; ১৮৯৮-৯৯ সালে হয় ১৭৬টী। ভারতে কাপড় সূতার কল যেরূপ বাড়িতেছে, সেই পরিমাণ কাপাস তুলার প্রয়োজনও

অধিক হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাপাস তুলা যাহাতে এক্ষণে এ দেশেই প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ভারতের কৃষিকার্য্য বরং কার্পাস-চাষে অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়া উঠিতেছে। সরকারী রিপোর্টেই দেখা যাইতেছে,—১৮৯১-৯২ সালে ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছিল; আর ১৮৯৭-৯৮ সালে প্রায় আড়াই কোটী বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছে। কাপড় সূতার কল বাড়িতেছে, তুলার চাষ কমিতেছে! এ দেশের কাপড় সূতার কলসমূহের প্রয়োজন মত কার্পাস তুলা যদি এ দেশে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, অগত্যা তখন বিদেশ হইতে কার্পাস আমদানী করিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকার কার্পাস,—বোম্বাই প্রদেশস্থ কলসাত বস্ত্রাদির পক্ষে আদৌ উপযোগী হইবে না; ইহা অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই মত। অতএব আমেরিকা হতে কার্পাস বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে, এমন আর কোন দেশ পায়ে না।

এ দেশে যাহাতে কার্পাস-চাষে বিশেষরূপ উন্নতি হয়, সে পক্ষে গবর্ণমেণ্ট নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশজাত এবং কোন কোন দ্বীপজাত উৎকৃষ্টতর কার্পাসের চাষ এ দেশে করিবার নানারূপ উদ্যোগ হইতেছে।—বঙ্গবাসী।

কলিকাতা।

আত্মহত্যা।—এক ব্যক্তি নিজের গলায় ছুরী বসাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আনিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে।

মাতাল গাড়োয়ান।—একখানা ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান মেসার কোকে গাড়ী হাঁকাইয়াছিল বলিয়া বিচারে তাহার ১০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। টাকা দিতে না পারিলে এক সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কলিকাতার অধিবাসী।—কলিকাতায় ৪ লক্ষ ২৮ হাজার হিন্দু, ১ লক্ষ ৮৯ হাজার মুসলমান, ২৬ হাজার খ্রীষ্টিয়ান, ২ হাজার বৌদ্ধ, ৪ শত জৈন, দেড় হাজার সিকলী, দেড় শত পার্শী, ১ শত য়িহুদ, এবং ৭ শত ব্রাহ্ম আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইলেও আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান হয়। ১৮৯৮-৯৯ সালে খরচ হয় ১,৭৬,২৩৮৲ টাকা। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের নিকট হইতে যে 'ফি' লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত খরচ চলিয়াছে।

পেটের দায়ে চুরি।—কক্ষণিয়া নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক হাওড়ার এক চাউলের দোকান হইতে কিছু চাউল অপহরণ করিয়া অভিযুক্ত হয়। দয়ানন্দ মাজিষ্ট্রেট মহোদয় কক্ষণিয়ার অবস্থা কথা বিবেচনা করিয়া উহাকে দুই সপ্তাহ মাত্র কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

অগ্নিদাহে মৃত্যু।—গতপূর্ব্ব রবিবার রায় বদরীদাস বাহাদুরের পৌত্র তাঁহার বড়তলার বাটীতে দেয়াসেলাই লইয়া খেলা করিতে করিতে তাহার পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নি লাগাইয়া ফেলে। ইহাতে তাহার সর্ব্ব শরীর এরূপ দগ্ধ হইয়া যায় যে বালকটী তাহাতেই তাহার পরদিন মারা যায়। বালক বালিকাদিগকে অসাবধানে রাখিবার এই বিষম ফল!

গুপ্তদানে অর্থ দণ্ড।—রামমণি নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক আলিপুর জেলস্থ একজন কয়েদীকে নিষ্টান্নের ভিতর দিয়া পত্র খানি দুয়ানী ও কিছু অফিকেন পাঠাইয়া দেয়। গুপ্ত দানের রহস্য বাহির হইয়া পড়ায় রামমণির দশ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অর্থ না দিতে পারিলে চারি দিবসমাত্র বিনা পরিশ্রম কারাদণ্ড দ্বারাই সে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে।

ছোট লাটের দরবার।—ডিসেম্বর মাসের মাঝা মাঝি ছোট লাটের "বেলভেডিয়ার" প্রাসাদে দরবার বসিবে। এই দরবারে ভারতাভারের মহারাজে রাজাদের

ও গাড়োয়ার মহারাণী, কৈসরি-হিন্দ নামক স্বর্ণপদক পাইবেন এবং বেনিসীর রাজা প্রেমানেন্দ সিং, গণপত পুরের রাজা নরপাল সিং, পাটনার বাবু নারায়ণ প্রসাদ ও মোলভী সৈয়দ ওয়াজীদ হোসেন সাহেব রৌপ্য পদক পাইবেন।

ছুরাডীর দণ্ড।—হাবড়ার অন্তর্গত আড়কাটী বাজারে বিধু কাহারের বাড়ী। বিধুর বাড়ীতে ছুরাডীরা সমবেত হইয়া গোপনে ছুরা খেলিত। ঘটনাক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ায় প্রধান আসামী বিধু কাহারের ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অনিচ্ছায় টাকা না দিতে পারিলে ছই সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। বিধুর সহকারীদের পাঁচ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

উল্টা উৎপত্তি।—মিঃ গ্রিভেন্স পশু ক্লেশনিবারণী সভার একজন এজেন্ট। তিনি একজন ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ানকে খুব ঘোটক খাটাইয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত করেন। আসামী কিন্তু তাহার ঘোটকটীকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রমাণ দেয় যে তাহার ঘোটক খুব নহে। গাড়োয়ানকে বৃথা হায়রাণ করিয়াছে বলিয়া এজেন্ট গ্রিভেন্স সাহেবকে তিন টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইয়াছে।

দেশীয় বস্ত্রাদি।—কলিকাতা বড় বাজারে মনোহর দাসের চকে একখানি দেশীয় বস্ত্রাদির দোকান হইয়াছে। এই দোকানে নাগপুর, আহম্মদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কাপড় বিক্রয়ার্থ থাকে। বিলাতী কাপড়ের ছায় এই সকল কাপড় সুন্দর ও সুলভ। প্রতিযোগিতায় এদেশের দ্রব্যাদি বিলাতী দ্রব্যাদি অপেক্ষা আদৃত হইবে একথা শুনিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। হাতে বোনা কাপড় বিলাতী বস্ত্রাদির সহিত ঘরে কোন ক্রমে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না ইহা স্থির। সুতরাং এদেশের কল কারখানার কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এদেশে যত আদৃত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। কল কারখানা গুলি বিদেশীয় লোকের দ্বারা চালিত না হইয়া এ দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত হইলেই ভাল হয়।

হাবড়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল।—ব্রহ্ম কোম্পানি, জোসেপ কোম্পানি প্রভৃতি ইংরেজদিগের কলকব্জা ও যন্ত্রাদির বড় কারখানায় যে সমস্ত ইউরোপীয় ও ইউরেশিয় শিক্ষানবিস আছে তাহাদের কলকব্জা ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য হাবড়াতে গত সোমবার ৫ই নভেম্বর একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সপ্তাহে ছই দিন সন্ধ্যার পর হাবড়ার সেণ্ট জোসেপ স্কুলঘরে স্কুল বসিবে। ছাত্রদিগের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা। শিক্ষানবিশদিগের মধ্যে অনেক স্থলে যে কারখানায় শিক্ষানবিস সেই কারখানা হইতে বেতন দেওয়া হইবে। ই, আই, রেলের গাড়ির কারখানার মিঃ ইভান ইঞ্জিন সাহেব হেড মাষ্টার হইয়াছেন, এবং শিবপুর কলেজের ব্রিনি সাহেব এখানকারও একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে এদেশীয় ছাত্র এস্কুলে লওয়া হইবে না। এ দেশের লোকের ঐ সমস্ত কার্য্য শিখিবার যদি অন্য সংস্থান হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। এই স্কুলটী বেসরকারি লোকদিগের দ্বারা স্থাপিত হইলেও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং যাহাতে স্কুলের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের উপদেশ মত এই স্কুলের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সাঙ্কেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

দেশী সবজী।

কুলিবেগুণ।

কৃষকেরা জমিতে নানাবিধ তরকারীর গাছের আবাদ করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে তরকারীর আবাদে প্রচুর লাভ হইবার কথা। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় তরকারীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য কুলিবেগুণ উপরোক্ত তরকারীর অন্তর্গত। আমরা অদ্য এই কুলিবেগুণের আবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কুলিবেগুণের গাছের বিশেষ গুণ এই যে এই বৃক্ষ এক বার রোপণ করিলে সমস্ত বৎসর ফল প্রদান করিয়া থাকে। কুলিবেগুণের আকার অন্য বেগুণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার বৃক্ষে অন্য বেগুণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ফল ফলিয়া থাকে। দো-আঁস জমিই কুলিবেগুণ চাষের বিশেষ উপযুক্ত। পৌষ মাসে কুলিবেগুণের বীজ বপন করিতে হয়।

উপরোক্ত কুলিবেগুণের বীজ বপন করিতে হইলে একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া উত্তমরূপে কোদলাইতে হইবে। পরে ঐ জমি হইতে ঘাস মুথা প্রভৃতি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ মাটি পরিষ্কার হইলে কোদলান মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া উত্তম রূপে গুঁড়া করা আবশ্যক। এই গুঁড়া মাটি জমিতে ফেলিয়া উহার উপর বীজ ছড়াইয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণীকৃত স্বতন্ত্র মাটি বীজের উপর ছড়াইয়া হস্ত দিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে মাটি চাপান আবশ্যক যেন বীজ মাটির মধ্যে উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাইতে পারে। উক্তভাবে বীজ ছড়াইবার পর জমির উপর কলার পাতা কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোনও দ্রব্য দিয়া উহা বিশেষরূপে আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপে জমি আবৃত করিয়া রাখা উচিত। সাতদিনের পর জমির আচ্ছাদন উন্মোচন করা কর্ত্তব্য। আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়া ঝাঁঝরি করিয়া জমির উপর অল্প অল্প জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। জল দিবার সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত জল দিতে হইবে। বেশী জল দিয়া একেবারে মাটিকে কাদায় পরিণত করিলে চলিবে না। এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে যেন কেবলমাত্র মাটি কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয় মাত্র। এইরূপে জল দিবার পর জমি পুনরায় পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হয় ততদিন জমি উপরোক্তরূপে আবৃত করিয়া রাখা প্রয়োজন। পরে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইলে জমি আর আবৃত রাখিবার আবশ্যক হইবে না। তখন আচ্ছাদন খুলিয়া দিবে আর কোনও বিশেষ পাইট করিতে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে জমির অবস্থা বুঝিয়া কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ সময়ে প্রায় স্বতন্ত্রভাবে জল দিবার আবশ্যক হয় না। প্রকৃতিপ্রদত্ত রাত্রের শিশিরেই জমি বেশ সরস করিয়া রাখে এবং উহাতেই চারার বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে থাকে। রাত্রের শিশির ও দিবসের সূর্য্যতাপ উভয়ে মিলিত হইয়া চারাগুলিকে সবল করিয়া তুলে। উপরোক্ত প্রকারে বীজ বপন করাকে আমাদের দেশের চাষীরা "তলাকেলা" বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দো-আঁস জমিতেই কুলিবেগুণের চাষ করা কর্ত্তব্য। যে জমিতে চারা রোপণ করিতে হইবে তাহাকে পূর্ব্ব হইতে একবার চাষ দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। উক্ত চাষ দেওয়া জমির উপর বেগুণের চারাগুলি সোজা লাইন করিয়া রোপণ করা আবশ্যক। এক একটি চারা দুই হাত অন্তর রোপণ করিলেই ভাল হয়। কারণ চারাগুলি পরস্পর অতি নিকটে রোপণ করিলে চারার ভাল তেজ থাকে না,; সুতরাং বৃক্ষগুলি সরু হইয়া যায়। এইরূপে সরু বৃক্ষে অধিক ও উত্তম ফল ফলে না। যে গাছ অধিক সবল, বেশ পত্র পল্লবে শোভিত সেই গাছেই প্রচুর পরিমাণ সুফল ফলিয়া থাকে। উপরোক্ত তলাকেলা জমি হইতে মাঘ মাসের ১৫।১৬ দিন নাগাদ চারাগুলি

তুলিয়া চাষ দেওয়া জমিতে রোপণ করিতে হয়। চারা তুলিয়া রোপণ করিবার সময় চারার গোড়া হইতে শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কারণ এইরূপ করিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে সহজেই শিকড় বাহির হয় এবং তাহাতেই চারাগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে। সকল চাষারাই চারা রোপণ করিবার সময় উপরোক্ত প্রকারে শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। চারা রোপণের পর উহাতে তিন দিন মাত্র জলসিঞ্চন করিলেই চলিতে পারে। সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে জলসিঞ্চন করিলেই অধিক ফল লাভ হয়। ইহার প্রায় ১৫ দিন পরে ক্ষেতে একবার ছেঁচ দিলে ভাল হয়। এইরূপে ছেঁচ দিবার পর আর কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে গাছগুলি যেমন বড় হইতে থাকে গাছের গোড়াগুলি খুসিয়া দিলেই চলিতে পারে। ইহার কিছুদিন পরে সমস্ত ক্ষেত্রটা একবার কোদলাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কুলিবেগুণের চাষের নিমিত্ত জমিতে বিশেষ কোনও পাইট করিতে হয় না। তবে জমিতে পুরাতন খোইলের সার দিলে উপকার হইয়া থাকে। নূতন অপেক্ষা পুরাতন খোইলের সার দেওয়াই উচিত। কারণ নূতন খইলের ঝাঁজে চারার অনিষ্ট হইতে পারে। নূতন খইলের ঝাঁজে গাছের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া গাছ জন্মিয়া যায়। প্রতি বিঘায় পাঁচ মণ করিয়া খোইলের সার দিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে গাছ রাখিলে উহা হইতে এক বৎসর ফল পাওয়া যাইতে পারে, তবে ক্ষেত্রে অন্য কোনও আবাদের জন্য বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে স্বতন্ত্র কথা।

যদি ক্ষেত্র হইতে গাছ না কাটা যায় তাহা হইলে উহা হইতে বৎসরের সকল সময়েই প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। কুলিবেগুণ গাছের যে প্রকার ফলন অন্য কোনও গাছের সেরূপ ফলন দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক ক্ষেত্রে এত অধিক ফল ফলিয়া থাকে যে উহা তুলিয়া শেষ করা যায় না। বৈশাখ মাস হইতে বৃক্ষে বেগুণ ফলিতে আরম্ভ হয়। প্রথম দুই এক সপ্তাহ তত বেশী ফল ফলে না, কিন্তু তাহার পর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃষ্টির সময় গাছের ফুল পচিয়া গিয়া ফলনের কিছু ব্যাঘাত হয় এবং সেই জন্য বর্ষার সময় কিছু কম পরিমাণ বেগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য সময় যখন ফলনের অন্য কোনও ব্যাঘাত থাকে না, তখন প্রতি বিঘায় গড়পড়তা প্রায় তিন মণ করিয়া বেগুণ উৎপন্ন হইতে পারে। নিতান্ত ন্যূনকল্পে প্রতি সের বেগুণের মূল্য ২৷৷০ আনা পয়সা ধরিলেও প্রত্যহ প্রতি বিঘা হইতে ৮৷৷০ পনর আনার বেগুণ পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপন্ন বেগুণের মূল্য অনেক অধিক হইতে পারে; সুতরাং বেগুণের চাষে যে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কুলিবেগুণের বীজ রক্ষা করিতে হইলে ভেজাল বৃক্ষের সুপক্ক বেগুণ তুলিয়া উহা লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া বীজগুলি বাহির করিয়া জলে উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া বোতলে রাখা উচিত। বোতলের মধ্যে যাহাতে পিপীলিকা প্রভৃতি কীটাদি প্রবেশ করিয়া বীজ নষ্ট না করে, সেই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত বোতলের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। বোতলে বীজ রক্ষার আর এক গুণ এই যে উহাতে বাহিরের বাতাস লাগিয়া বীজের উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের অজ্ঞ চাষীরা কিন্তু এ কথা অবগত নহে। সেই জন্য তাহারা বোতলে বীজ রক্ষা না করিয়া অনেক সময় কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু এরূপ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। উহাতেই অনেক সময় চাষীদের বীজ হইতে ভাল চারা বাহির হয় না।

বেগুণের ক্ষেত্রে পিপীলিকা ও অন্যান্য কয়েক প্রকার কীট লাগিয়া ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং এই উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গাছে পিপীলিকা হইলে হরিদ্রার জল গাছে দিলেই পিপীলিকা পলাইয়া যায়। কেহ কেহ গাছে পোকা লাগিলে উহাতে ছাই দিয়া থাকে, কিন্তু ছাই সকল সময়ে উপকারী হয় না। বেগুণের পোকা সম্বন্ধে নিত্যগোপাল বাবুর পত্র ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।—উ,না,না।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০।

অবশিষ্ট সারের পরীক্ষা।

(গ) ইক্ষুগুড়।—গতপূর্ব্ব সপ্তাহে ধান্য ও পাটে সারের পরীক্ষার কথা লিখিত হইয়াছিল। আখে ও আলুতেও বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগে ফলন পরীক্ষা হইয়াছিল।

আখ চাষে—(১) হাড়ের গুঁড়া, (২) গোবর সার (৩) গোবর সার ও সুপার ফসফেট অফ লাইম—Superphosphate of lime—(ফস্ফরাস্ ও চূণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত) প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক আখ চাষের নিমিত্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেক সার হইতে ২৫০ পাউণ্ড করিয়া নাইট্রোজিন প্রাপ্ত হয় এরূপ পরিমাণে সার সকল জমীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা গত পাঁচ বৎসর যাবৎ করা হইতেছে। পরীক্ষার ফল সকল বৎসর সমান না হওয়ায়—কোন্ সারটী আখ চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার কিছুই প্রমাণ হয় নাই। গত বৎসর হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফসল হইয়াছিল। লাল পিপীলিকার উপদ্রব ইক্ষুক্ষেত্রে গত বৎসর অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছিল। আরো ও কয়েক বৎসর এই সার পরীক্ষা চালাইলে কোন্ সার আখের উপযোগী তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিবে।

(ঘ) আলু।—দুইপ্রকারে আলুতে সার দিয়া আলুর ফলন পরীক্ষা করা হইয়াছিল। (১) গোবর সার, রেড়ীর খৈল, হাড়ের গুঁড়া, নিমের খৈল, এবং মহুয়া খৈল—এই পাঁচ প্রকার সার আলুতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। রেড়ির খৈলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আলু জন্মিয়াছিল। তদ্ভিন্ন হাড়ের গুঁড়া আলু চাষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু হাড়ের গুঁড়া সারে উৎপন্ন আলু হইতে বেশী লাভ দাঁড়াইয়াছিল। নিম এবং মহুয়া খৈল গত বৎসর প্রথম দেওয়া হইয়াছিল। এবং উক্ত খৈলদ্বয় আলুর পক্ষে উপযোগী নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। রেড়ির খৈলে বিঘা করা প্রায় ৯৩ মণ এবং হাড়ের গুঁড়ায় বিঘা করা প্রায় ৮৬ মণ আলু হইয়াছিল। হাড়ের গুঁড়া সার প্রয়োগে কম খরচ পড়িয়াছিল, কাজেই লাভ দাঁড়াইয়াছিল—অধিক। (২) দ্বিতীয় প্রকার সার পরীক্ষায় —কেবল দুই প্রকার গোবর সার দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রস্তুত গোবর সার ও স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে ক্রীত গোবর সার দিয়া পরীক্ষায় ক্ষেত্রপ্রস্তুত গোবর সারে বেশী আলু জন্মিয়াছিল। ক্ষেত্রে পাকা গর্ত্তে গোবর সার তৈয়ারী হইয়াছিল—কাজেই তাহার গুণ যে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই।

২। নূতন কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা।

বর্ত্তমান আদর্শ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটী কৃষি যন্ত্রের গুণাগুণ পরীক্ষিত হইয়াছিল।—শিবপুর লাঙ্গল আমেরিকান কোদালী, এবং বিহীয়া আখমাড়া কল।

শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত জমী হইতে বেশী লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত ভূমি অপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আমেরিকান কোদালী, এবং বিহীয়া আখনাড়া কল ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল হইয়াছিল।

৩। বিভিন্নপ্রকার চাষাবাদের পরীক্ষা।

বিভিন্নপ্রকার প্রথানুসারে চাষ করিয়া ধান্য, ইক্ষু ও আলুর ফসল পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ধান ঘন করিয়া বুনিলে বেশী ফলিবে অথবা পাতলা করিয়া বুনিলে বেশী ফলিবে—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঘন বুনিয়াই ধান্য বেশী পাওয়া গিয়াছিল। এক স্থানে বিঘা করা ৫ সের ধান্য বপন করা হইয়াছিল। অন্য স্থানে বিঘা করা ১০ সের উপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিঘা করা ১০ সের উপ্ত স্থান হইতে বেশী ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

সাধারণ বীজ ও বাছাই করা বীজ বপন করিয়াও ফলাফল পরীক্ষিত হইয়াছিল। বাছাই করা বীজ হইতে সামান্য বেশী পরিমাণ ধান্য জন্মিয়াছিল। উহা বাছাই করা বীজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ বীজোৎপন্ন ধান্য অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

চারিপ্রকার বিভিন্ন প্রথানুসারে আখ চাষ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জমীতে জল বাধিয়াছিল বলিয়া প্রথম প্রকার পরীক্ষা বিফল হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তিন প্রকারে ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

আখের "পাব" কাটিয়া আখ চাষ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বৎসরের আখের "ডগ" বা গোড়া পুতিয়া কিরূপ আখ উৎপন্ন হয়—তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। "ডগ" পুতিয়া বেশী পরিমাণ গুড় হইয়াছিল এবং লাভও বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

কেবল আখের "ডগা" কাটিয়া পুতিলে এবং সমগ্র আখের "পাব" কাটিয়া পুতিলে কিরূপ ফল লাভ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দুইস্থানে আখ চাষ করা হইয়াছিল। সমগ্র আখটার "পাব" কাটিয়া রোপণেই বেশী পরিমাণ আখ উৎপন্ন হইয়াছিল।

"খারি" আখ ক্ষেত্রে বন্ধিতাবস্থায় পাতা বাঁধিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত নাই। পাতা বাঁধিয়া দিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় কি না—তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। পরীক্ষায় অনেকটা সুফল ফলিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই প্রথার আরো পরীক্ষা করা হইবে।

এক মন আলু এক একটা পুতিয়া ও উহা কাটিয়া পুতিয়া পরীক্ষায়, কাটিয়া বপনে বেশী লাভজনক সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কাটা ও গোটা আলু সমান সংখ্যা বপন করিলে গোটা আলু হইতে বেশী পরিমাণ আলু জন্মে বটে, কিন্তু বীজে অধিক টাকা লাগে বলিয়া গোটা আলু বপনে কাটা আলু চাষের মত লাভ দাঁড়ায় না।

৪। নূতন জাতি ফসলের পরীক্ষা।

নূতন জাতি ধান্যের পরীক্ষা হইয়াছিল। তন্মধ্যে "ধলেশ্বরী" ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মিয়াছিল। "পরমান্নশাল" নামক ধান্য উহা অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। উক্ত দুই প্রকার চাউলই অতি উৎকৃষ্ট। অন্য স্থান হইতে আমদানী করা নূতন ধান্যের পরীক্ষা সফল হয় নাই।

"সামসাড়া" "পুনা" "কাজলী" ও "পুরী"—এই চারি জাতি ইক্ষুর চাষ করা হইয়াছিল। ফসলে ও লাভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সামসাড়া, তদ্বিতীয়—কাজলী। পুরী জাতি আখ এখানকার পক্ষে উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে ফলনে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পুনা জাতি

আর পুরী অপেক্ষা ভাল। বিঘা করা বালেশ্বরে ২৬।০ মণ, কাছলী আথে ২৪ মণ, পুনায় ১৮ মণ এবং পুরী আখে ১৭ মণেরও কম—গুড় হইয়াছিল।

নৈনিতাল, আমড়াগাছি ও দেশী আলু—এই তিন জাতি আলুর ফলন পরীক্ষা হইয়াছিল। আমড়াগাছির ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ ও আনদানী করা বীজ বপন করা হইয়াছিল। আনদানী করা আমড়াগাছি বীজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আলু জন্মিয়াছিল। নৈনিতাল উহা অপেক্ষা কম জন্মিয়াছিল। ক্ষেত্রোৎপন্ন আমড়াগাছি বীজে নৈনিতাল অপেক্ষা কম আলু পাওয়া গিয়াছিল। নিম্নে ফলনের তালিকা দেওয়া গেল।

আলু।	বিঘা করা ফলন।
আনদানী করা আমড়াগাছি	৭০।০ মণ
নৈনিতাল	৬৯।০ মণ
ক্ষেত্রোৎপন্ন আমড়াগাছি	৫২।০ মণ
দেশী আলু	৩০।০ মণ

তুঁতা পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। আমেরিকান ও জোনপুরী তুঁতার পরীক্ষা হইয়াছিল।

"সোরগাম" (জোয়ার জাতি) পরীক্ষায় লাল বীজ অপেক্ষা কাল বীজ উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাল বীজে বেশী সোরগাম পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

বালক বিধি।

বিধি তুমি, হায়, বড়ই বালক,
কিসে লোকে বলে ভুবন পালক,
কিছুই আমি হে বুঝি না তার।
নাহি আছে তব নিয়মের রীতি,
সকলি তোমার অনিয়ম নীতি,
বুকে উঠা ভার—বিষম ভার।
এই দেখ এক কুমারী তোমার
নানা অলঙ্কার পরায়ে তারে।
ললাটে পরা'লে শশী মনোহর,
বসন পরা'লে চারু নীলাম্বর—
খচিত সুন্দর তারকাদলে।
কাঁকালেতে তার, দিলে চমৎকার
শ্যামল সুন্দর বিটপীর হার—
শোভিত সুরভি প্রসূন ফলে।
চরণে নূপুর—নদী কলকনি,
লহরে লহরে বাজিছে আপনি,
শ্রবণ জুড়ায় শুনি সে রব।
বিপুল আনন্দে কুমারী তোমার
মলয় সমীর, সুরভী প্রচার
ছাড়িছে নিশ্বাস—জুড়ায় ভব।
দেখি এ আনন্দ, ধরাবাসী সব
আনন্দে মাতিয়া, করিতেছে রব,
দেয় করতালি—নেচেছে যেই।
চাহিয়াছে সেই সুন্দরীর পানে
অমনি উথলি' উঠিয়াছে প্রাণে
আনন্দ-লহরী—নেচেছে সেই।
ঐ দেখ ঐ কোকিল মাতিয়ে,
কুহু কুহু ধ্বনি সবারে মিশায়ে,
গাহিছে কেমন ললিত গান।
আছে কে মানব, মাতেনা হরষে,
এ আনন্দ দেখি, থাকে কে বিরসে,
হয় না আনন্দে বিহ্বল প্রাণ?
ওই দেখ ওই চাঁদের কিরণে,
চকোর চকোরী পুলকিত মনে,
রঙ্গরসে মাতি করিছে লীলা।
নেচেছে উল্লাসে তোমার তনয়া,
আনন্দ সরসে ঢালিয়াছে কায়া,
অগাধ আনন্দে ভেসেছে বালা।

(২)

হায়, হায়, হায়,—একি অবিচার!
দেখে শুনে তবি হয় রে বিদার!

বালক বালক, ভুবন পালক,
ছিছি, ছিছি, হায়, সব অমূলক,
বালকের মত তোমার খেলা।

(৩)

(আহা) অমন সুন্দর বদনখানি
ললাটে আছিল মনোহর টিপ,
ঝটিতি অমনি খুলে নিলে টানি',
নিবে গেল হায় সুখের প্রদীপ,
আবরিল মুখ গভীর মোহে।
আহা সেই চারু বদন মণ্ডল,
পাণ্ডুর বরণে আচ্ছাদিত হ'ল।
বিষাদ বিষাদ বিষাদ কালিমা!
সব ঘুচে গেল গগন নীলিমা
আঁধারে আঁধারে যাইল ঢেকে।
কোথা গেল সেই উজ্জ্বল সুন্দর,
তারা কোটি কোটি ছিল মনোহর —
আছিল খচিত চমৎকার পারা
নীল মখমলে যেন গাঁথা হীরা,
বড়ই সাধের জগতবাসীর।
হায়, হায়, হায়,—একি অবিচার!
এই কিহে বিধি মমতা তোমার,
এই এত হাসি হাসালে যাহাকে,
অমনি আবার ভাসাইলে শোকে,
বাঁচাইয়া প্রাণ, প্রহার অন্তর?
বালক, বালক, ভুবন পালক
ছিছি, ছিছি, সব—সব অমূলক।
ভাঙ্গা গড়া, হায়, বিধান তোমার,
হাসান কাঁদান তোমার ব্যাভার
ছিছি, বিধি, তুমি অবোধ ছেলে'
সতত চঞ্চল ক্ষণ স্থির নও,
গড়িছ ভাঙ্গিছ, করিতেছ লয়,
ছির স্থানে তালি দিতেছ কোথাও,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা যুড়ি', অপূর্ব্ব সিলাও,
তোমার মতন আর না মেলে!
কত করে, হায়, সাজায়ে সংসার,
কত করে, হায়, পালি' পরিবার,
এটি ওটি করি সংসার আলোয়,
বিবিধ সামগ্রী করি এক ঠায়,
বাসনার মত করিতে বাস।
সে সব তোমার, হায়, কাঁদাবার—
যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা তুমি কর,
আমরা খেলনা—তুমি হে খেলক,
এই খেলা করে তুমিই বালক,
আমরা তোমার ইচ্ছার দাস।

(৪)

এই খেলাঘর, পাতিয়া বসিলে,
অতুল ঐশ্বর্য্য দেখালে ভূতলে,
গরবে মানব উন্মত্ত প্রায়।
কিছুদিন পরে বিপুল বিভব
কোথায় গিয়াছে—ঘুচিয়াছে সব —
ছিন্ন বসনে সে নর বেড়ায়।
হায়, ওই দেখ জননীর কোলে
সুকুমার শিশু আধ আধ বোলে
ডাকিছে মায়েরে, মা, মা, মা বলিয়া
আনন্দে চুমিছে, অধর ধরিয়া,
মায়ের কতই সুখের দিন।
সে সুখের দিন নিদাল অচিরে,
ডুবিল নিধির, গভীর তিমিরে,
মায়ের রতন লইল শমন,
বিধির আদেশ কে করে খণ্ডন —
জননীর আশা হইল লীন।
আহা, দেখ ওই প্রেমেতে ভিজিয়া,
যুগল দম্পতি দিতেছে সাঁতার,
অনন্ত প্রণয়ে রয়েছে মজিয়া,
উথলি' উঠিছে সুখ পারাবার,
জগতের মাঝে ওরাই সুখী!
হা রে, বিধি, শোক-পরিণাম!
কোথা গেল সেই নয়ন আরাম—
যুবতীর ধন সোহাগি রতন;
সেও কি গ্রাসিলি তুই রে শমন,
বিধির আদেশ কেমনে রাখি?

(৪

চারা বাড়ি সব জগৎ সংসার,
সতত বদল, বিবিধ আকার,
ভোর সাঁজি সব সব অভিনব,
এই আছে আর ফুরাইছে সব।
কি হবে কখন সাধা কে বলে—
তিল ও পড়ে আছে কি কপালে ?
রথ-চক্র সম ভাল-চক্র ঘুরে,
নিয়ত ঘুরিছে নিয়তির বলে,
সুখ দুঃখ আছে যাঁরা পলে পলে,
ফলিবে কখন কার কি ভালে ?

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র।

বেগুণের পোকা।

বেগুণ গাছের তিন প্রকার পোকার কথা পূর্ব্বে সোমবারের 'কৃষকে' বাহির হইয়াছে। বেগুণের ফলেও এক প্রকার পোকা লাগিয়া ফলকে 'কাণা' করিয়া দেয়। এই পোকা নিবারণ করাও বড় দুরূহ। গাছের উপর তামাকের জল বা বিষাক্ত কোন পদার্থ ছিটাইলে, ফলের ভিতরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে যে পোকা নিষ্পাত করিয়া থাকে, তাহাকে দমন করা যাইতে পারে না। তবে পোকার পতঙ্গাবস্থা জানা থাকিলে, ইহার নিবারণের উপায় করা যাইতে পারে। এই পতঙ্গ অতি ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার প্রজাপতি। অন্য জাতীয় প্রজাপতি হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার বিশেষ একটী উপায় আছে। বেগুণ ফলের উপর ইহা যখন বসিবে তখন যদি দেখা যায়—ইহার পক্ষ গুটাইয়া না দিয়া বিস্তৃত ভাবেই রহিয়াছে, আর এইরূপ বিস্তারিত-পক্ষ ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি প্রায়ই বেগুণ ক্ষেতে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তখন ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য—এই প্রজাপতির জিম্ব হইতেই বেগুণ ফলের পোকা ফুটিয়া ফলের মধ্যে সিঁদ কাটিয়া থাকে। এই পোকার নাম লেনসিনোডিস্ অরোনেলিস্ (Lencinodes orbonalis)। কিংবা জল বা কেরোসিনের জল পিচকারী করিয়া ছিটাইয়া যেরূপ ক্ষেতে দুর্গন্ধময় করিয়া ফেলিলে এই প্রজাপতি এই ক্ষেতে না বসিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। ভাল করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া চাষ দেওয়া এবং উপর্য্যুপরি এক স্থানে দুই বৎসর ধরিয়া বেগুণ গাছ না লাগান—সকল প্রকার পোকা নিবারণের জন্যই প্রধান উপায়। কিন্তু একবার ডালের মধ্যে বা ফলের মধ্যে পোকা চলিয়া গেলে তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মারা বা বাহির করা, চলিতে পারে না। ডাল ছাটিয়া পুড়াইয়া ফেলা ও বেগুণ 'কাণা' হইলেই ভাঙ্গিয়া ব্যবহার বা বিক্রয় করা, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

পিপীলিকা দ্বারা ডালের ও ফলের ভিতরকার পোকা অনেক নিবারণ হয় বটে, কিন্তু নিতান্ত চারা গাছের নিকট পিপীলিকা দেখিলে এই পিপীলিকা দ্বারা চারার ক্ষতি হইতেছে এইরূপ ধরিয়া লওয়াই ভাল। বীজ হইতে চারা বাহির হইবার সময় চারাগুলি মিষ্ট রসে পূর্ণ থাকে। এই সময়ে পিপীলিকার উপদ্রব নিবারণ করাই কর্ত্তব্য। ছাঁকার জল, ভুষা, তামাক পাতা সিদ্ধ জল, এবং বিশেষতঃ হরিদ্রার গুঁড়া ছিটান, পিপীলিকা নিবারণের পক্ষে উত্তম উপায়।—নি,গো,মু।

বিমাতা।

(২)

"ধনি, হাঁ বৌ, তোমার কি সতীনের উপর একটুও যত্ন কর্‌তে নাই ? আহা, ঠাকুরপোর মত এমন রূপ দেখ দেখি কি হ'য়ে যাচ্চে। তোমাকে ব'লে আর পারি না—আর যে ছেলে মেয়ে হ'য়েছে !—একটু ভাল জিনিষ ত ওদের আমার মুখে তুলতে পার না—

মেয়েটা বেশ ডাকিনী। অমরকে হত বলি যে মেয়েটার বয়স বেশ হ'য়ে পড়ছে, একটা বা হয় ছুটিয়ে দাও—তা ত নয়—তিনি ভাল বর, বড় বর খুঁজছেন, অনেক টাকা খরচ করবেন।—আছে, করবে না কেন বল ?"

অমর বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম মোহিনী—তিনি এখন বালিকা নহেন, সর্ব্বরকমেই উন্নতি লাভ করিয়াছেন। রূপে অমর বাবু মুগ্ধ এবং মোহিনীর বিশ্বাস যে অমর বাবু তাঁহারই এক চেটে। হরিদিদি অমর বাবুর সম্পর্কে ভগিনী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়োগ হইবার পর হইতে হরিদিদি অমর বাবুর সংসারভুক্ত। হরিদিদির পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া মোহিনী তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"কি ? অনেক টাকা খরচ করিবেন ? কার টাকা ? কে খরচ করে ? একটা হাবাতে মেয়ের জন্য টাকা খরচ, আর আমার ছেলে পুলেরা ভেসে যাবে না কি ? দিদি, তা হতে দিচ্চি না।"

"হাঁ, তা ত বলতেই পার, তোমারো ত একটী ছেলে একটী মেয়ে হয়েছে। তাদের ত মুখ চাওয়া দরকার। তা যা কর বৌ—ছেলেটার শুনতে পাই নাকি পড়া শুনায় বেশ আটা আছে—তা—তার পড়া শুনা যাতে হয় সেটা করো।"

"হুঁ" বলিয়া বৌ গৃহান্তরে গমন করিলেন। হরিদিদি বুঝিলেন তাহার শেষ কথাগুলি মোহিনীর মনের মত হইল না, সুতরাং ধীরে ধীরে গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন।

অমর বাবুর প্রথম পক্ষের কন্যাটীর নাম মানদা, এবং পুত্রের নাম বিজয়। এ পক্ষের কন্যাটীর বয়স প্রায় দুই বৎসর এবং পুত্রটী নয় দশ মাস হইল সূতিকাগার পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন সময়ে মোহিনী নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ছেলের নামকরণ বিশেষ ধুমধাম সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

মোহিনী, হরিদিদির সহিত বাক্যালাপের পর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, খোকা ক্ষুদ্র বিছানাটী পরিত্যাগ করিয়া তাহার দুধ খাইবার বাটীটি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মোহিনী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

"তোমার কি বিধে পেয়েছে, খোকা ?—এই না দুধ খাওয়াইয়া গেলাম ? আচ্ছা আজ বাবু ঘরে এলে তোমার জন্যে খাওয়ার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করা যাবে, খোকা। আজ আর একটা নালিশ আছে—তুমি আমার হয়ে বাবুকে দু কথা বলতে পারবে ত ? যদি না পার তবে তোমার একটা কেলে বৌ করে দেব।"

"কেন ?—অপরাধ কি যে কেলে বৌ করে দেবে ?" বলিতে বলিতে অমর বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। অমর বাবুর অভ্যাস—আপিস হইতে আসিয়া বহির্ব্বাটীতে পরিত্যাগ করিয়া—ঠাণ্ডা হইয়া বাড়ীর ভিতর আসা—ব্যবস্থা মন্দ নহে। কারণ অনেক সময়ে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা সময়াসময় বুঝিতে পারেন না। দৈনিক পরিশ্রমের পর গৃহে আসিতে আসিতেই অনেক সময়ে কটু, কষায়, তিক্ত সর্ব্বপ্রকার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করেন।

"জল খাও—খেয়ে শুনবে এখন।"

"আচ্ছা তাই—দাও খোকাকে আমার কাছে দাও। বিজয়, মানি এরা কোথায় ?"—মোহিনী স্বামীর শেষ কথাগুলি শেষ না হইতে হইতেই চলিয়া গিয়াছেন। যথা সময়ে জলখাবার যোগাড় করিয়া মোহিনী অমর বাবুকে ডাকিলেন। জলযোগ সমাধা করিয়া অমর বাবু পুনরায় গৃহে আসিয়া বসিলে, ঝি তামাক দিয়া গেল। "এই—আবার এই ঘরে ভড় ভড় করে ধোঁয়া ছাড়তে আরম্ভ করেছ। ঘরে যে মানুষ গন্ধে দাঁড়াতে পারে না।"

"এযে কি জিনিস তা ত বুঝলে না—এতে অনেক বেয়ারাম ভাল হয়। আমার বোধ হয় তোমারো

ও দলটী বেয়ারাম আছে—একটু আধটু তামাক খেলে সে গুলি সারে।"

"কেন আমার আবার কিসের বেয়ারাম ?"

"না বড় কিছু নয় থাক্ সে কথা পরে হবে, এখন আমি যাই।"

"তোমার কি ঘরে চরণ বসতে নাই আমার যে একটা কথা ছিল।"

"কি কথা ? মানি, বিজয় কিছু করেছে না কি ?"

"তুমি এখন বড় ব্যস্ত দেখছি, থাক্ অন্য সময় কবে কোথায় যাচ্ছ যাও।" অমর বাবু চলিয়া গেলে, মোহিনী ভাবিতে লাগিলেন—"আজ মেজাজটা দেখছি আধ কড়া। নিশ্চয়ই কান ভাঙ্গিয়ে এসেছে, তাই কথা না পড়তে পড়তে মানি, বিজয় কিছু করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা চ'ল। আচ্ছা দেখা যাক্ আমার কাছ আসি করতে পারি কি না ?" হরি বিধি! বোধ হয়, এবার তোমার অন্ন এ বাড়ী থেকে উঠল। (ক্রমশঃ)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ।

সবজী বাগান।—বীট, গাজর, মূলা, মটর, সালাদ প্রভৃতির বীজ বপন করা যাইতে পারে। নাবী জাতি ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি প্রথম সপ্তাহে বপন করা চলে। কিন্তু সবজী অনেক বিলম্বে হইবে। বীজোৎপন্ন চারা সকল ক্ষেত্রে বসাইতে বাকী থাকিলে—অনতিবিলম্বে তথা স্থানে রোপণ করা উচিত। ক্ষেত্রোদ্ভূত আগাছা বা ঘাস উৎপাটন করা আবশ্যক। বীজের চারাতেও ঘাসাদি জন্মিতে দেখা যায়, তাহা না উঠাইয়া ফেলিলে চারা সকল দুর্ব্বল হইবে। যে স্থলে চারা ঘন হইয়া উঠিয়াছে—সেই চারা স্থানান্তরিত করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নানাবিধ দেশী সবজী এক্ষণে বপন করা যাইতে পারে। লাউ, কুমড়া, শসা, ঝুলিবেগুন, উচ্ছে ঢ্যাঁপারটে, কনকা মটে মূলা, পালম শাক, পিরিং, সুরু প্রভৃতি। পটোলের মূল ও আলু রোপণ করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী নূতন আবশ্যকীয় ফুলের বীজ বপন করা যাইতে পারে। গত মাসের বর্দ্ধিত চারা তথা স্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে। সোনাপ গাছের কলম বাঁধা হয়।

ফলের বাগান।—যে সকল ফল বৃক্ষ শীতের শেষে ফুল ধরিবে তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের এই সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকাভিলাষীনহোদয়গণ নিম্ন ঠিকানায় মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

• • এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। • • কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। • • "এডুকেশন গেজেট"।

"কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।"

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭ সাল। [৮ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	১১৩
পাটের নাম নিরূপণ	
বিবিধ সংবাদ	
কলিকাতা	
কলিকাতায় বাজার দর	
মফঃস্বল সংবাদ	
পত্রাদি ...	
আলু	
ক্ষেত্রে উই	
কুলিবেগুণ	
পেয়ারা ও আর	
শ্রমনাশে সর্ব্বনাশ	
সবজীর বাগান	
মৃত্তিকা তত্ত্ব	
বিশেষ দ্রষ্টব্য	

কৃষি সংবাদ।

—মিঃ হানবরী কৃষিসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নীলের চাষ।—জর্ম্মানির অন্তর্গত লুডউইগশাফেন নামক স্থানে প্রতি বৎসর এত কৃত্রিম নীল উৎপন্ন হইতেছে যে তত পরিমাণ নীল চাষ হইতে উৎপন্ন করিতে গেলে ভারতে প্রায় ৭৪০,০০০ বিঘা জমীতে নীলের আবাদ করিতে হয় সুতরাং ভারতীয় নীলকর দিগের নীলের ব্যবসায় ক্রমেই লোকসান দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। নীলকরেরা এখন হইতে অধিক পরিমাণ নীলের আবাদ না করিয়া ইক্ষুর আবাদ করিবেন। অধ্যবসায় গুণে য়ুরোপীয়েরা সর্ব্ববিজয়ী।

সবজীর বাগান।—"প্রতিবাসী"তে প্রকাশিত "সবজীর বাগান" অন্যস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। প্রবন্ধটী বেশ উপদেশপূর্ণ। ঐ উপদেশ মতে চলিলে —সফলতার পথ সরল হইতে পারে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে সবজীর বাগানপ্রস্তুত যেরূপ সহজসাধ্য বলিয়া ধারণা জন্মে—প্রকৃত পক্ষে কার্য্য-কালে সেরূপ সহজে সবজী বাগান তৈয়ারী হইতে পারে না। বাগান প্রস্তুত করণে অনেক বিঘ্ন ব্যাঘাত আছে। অনেক নূতন নূতন খরচ আবশ্যক হইয়া

পড়ে। অন্ততঃ তিন বৎসরের খরচার মূলধন সংগ্রহ না করিয়া সবজীবাগান প্রস্তুত করতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

সিমে পোকা।—কীটদষ্ট সিমের ডাল আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। Aphis জাতীয় এক প্রকার পোকা সিম গাছের অনিষ্টসাধন করিতেছে। কীটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। উক্ত পোকা নিবারণের দুইটি উপায় লিখিত হইল। (১) ক্ষেত্রে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। (২) সারপ্রয়োগে সতেজ চারা প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্র হইতে পোকা নিবারণ করিতে হইলে কীটদষ্ট গাছগুলি পুড়াইয়া ফেলা উচিত। এবং অঙ্গারের (soot) ঝুল দলসের জলে মিশাইয়া গাছে প্রয়োগ করিলে পোকা নিবারণ হইতে পারে।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চ্যাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া স্যাম্পল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

পরীক্ষা।—অদ্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

—কেপ টাউন হইতে কাটালোনিয়া জাহাজে ৬০০ বুয়র বন্দী সিংহলে চালান দেওয়া হইয়াছে।

—গভর্ণমেণ্ট বারমিংহামে সৈনিকদিগের জন্য ১৫০,০০০ হাজার রৌপ্যপদক তৈয়ারি করাইতেছেন।

—কেপ টাউনে কানাডা নামক যুদ্ধ জাহাজ, লর্ড রবার্টসকে স্বদেশে পৌঁছাইবার জন্য সজ্জিত হইতেছে।

—পিকিনে অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে টং-ফু-সাং মানসিতে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহার্থ উত্তেজিত করিবেন।

—ফাদার লাফো ১৮ মাস স্বদেশে থাকিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি আবার নূতন উদ্যমে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবেন।

—পোয়াটংকুয়ে তিনজন কর্ম্মচারিকে প্রাণে ও করিয়া তাহাদের মৃত কাফনদেওর উপর লটকাইয়া দেওয়ায় তত্রস্থ অধিবাসীদিগের মনে ভীতিসঞ্চার হইয়াছে।

—রুসিয়ার জার টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছেন। রাজকার্য্য মন্ত্রিদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা তাঁহার আরোগ্যের অপেক্ষায় রাখা হইয়াছে।

সভ্য নির্ব্বাচন।—উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম বড়লাটের আইন সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই উপযুক্ত নির্ব্বাচনে স্থানীয় সকল ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

—কাউন্টেনওয়ালডারসিয় রিপোর্টে প্রকাশ যে রুষিয়ানদিগের সানহেকওয়ালের উত্তরে ৬০০০ বন্যারের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে রুষিয়ানদিগের ৪ জন হত ও ৬১ জন আহত হয়, অবশেষে তাঁহাদের জয় হয়।

পুলিশ কনষ্টেবলের অত্যাচার।—কোন্নগর থানার দুই জন কনষ্টেবল তত্রত্য এক তাড়ি বিক্রেতার উপর অত্যাচার করিয়া ২২৲ টাকা ঘুষ লয়। এই অপরাধে দুই জনের প্রত্যেক ১৮ মাস সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

সার হেনরী বুলার আলডারসটে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার আদর অভ্যর্থনার সীমা নাই। তাঁহার গাড়ী

হইতে ঘোড়া খুলিয়া সৈনিকেরা তাঁহার গাড়ী টানিয়াছিল। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে তাহাতে লোক জনও মারা পড়িয়াছে।

দন্তমূল।—দন্তমূল অর্থাৎ দাঁতের গোড়ার ব্যথা, টনটনানি প্রভৃতি যন্ত্রণা বোধ হইলে, গরম জলে খানিকটা তূলা ভিজাইয়া, তাহার উপর সোডার গুঁড়া মাখাইয়া, সেই তূলা কীটভুক্ত দাঁতের শূন্যগর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেই তন্মুহূর্ত্তে যন্ত্রণার উপশম হইবে।

কলের মেথরাণী।—আমেরিকায় কলের মেথরাণী হইয়াছে। কল টিপিয়া দিলেই মেথরাণী বাহির হইবে; তাহার এক হাতে ঝাঁটা, অন্য হাতে লেতা; ঘরটী ঝাড়িয়া মুছিয়া দিবে। কার্য্যসমাপ্তি হইলেই কলের দম ফুরাইয়া যাইবে, আর মেথরাণী কলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে। এ কল তাড়িতের, মেথরাণী সৌদামিনী।—বঙ্গবাসী।

—কাউণ্ট অটো ওয়ালষ্টীন নামে অষ্ট্রীয়রাজ্যের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক, যিনি বুয়রদিগের সহিত ইংরেজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভিয়েনার কোন কাগজে লিখিয়াছেন যে বুয়র জেনারেল যুবার্টের ইংরেজের সহিত গোপনে যোগ ছিল। ইংরেজ রাজ তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু কিছু মাহিয়ানা স্বরূপ দিতেন। তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হওয়ায় বুয়রেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

সময় শিক্ষা।—ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ সৈনিকদিগকে বৎসরে ছয় সপ্তাহ মাত্র সময় শিক্ষা প্রদত্ত হইত। শুনিতেছি এখন হইতে বৎসরে দশ মাসকাল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। বন্দুক চালনায় ও বিশেষ দক্ষতার প্রশংসা পত্র দেখাইতে না পারিলে কোন কর্ম্মচারীর নাকি আর পদোন্নতি হইবে না। সম্প্রতি বুয়র যুদ্ধে--ইংরেজ সৈনিকদিগের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হওয়ায় বোধ করি ইংরেজরাজ সাবধান হইয়াছেন।

শোচনীয় পরিণাম।—পাটু দত্ত নামক জনৈক হতভাগ্য ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনই উপায় না দেখিয়া, বিষ প্রয়োগে নিজ জীবন ত্যাগ করিয়াছে। গতপূর্ব্ব রবিবার পাটুর আত্মীয়েরা পাটুর মৃত দেহ হইতে কেনা নির্গত হইতে দেখিয়া উহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে ছিল। পথিমধ্যেই হতভাগ্যের জীবন পক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গিয়াছে। পরিশোধ করিবার উপায় না থাকিলে ঋণকর্ত্তাদের এইরূপ শোচনীয় পরিণামই হইয়া থাকে।

—টাইমস পত্রিকার পিকিনস্থ সংবাদ দাতা বলিতেছেন বিদেশীয় রাজনীতিরা সকলে একমত হইয়া কতকগুলি সন্ধি সর্ত্ত স্থির করিয়াছেন তাহাতে চীনকে ১১জন রাজকুমার ও রাজকর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। প্রাবেশিক পরীক্ষা স্থগিত করিতে হইবে। অন্যায় যুদ্ধের জন্য অর্থদণ্ড দিতে হইবে। বিদেশীয় রাজদূত চীনে রাখিতে হইবে। টাকুতে ও চিংহিয় অন্যান্য স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিতে হইবে। চীন স্থানান্তর হইতে যুদ্ধাস্ত্র আনাইতে পারিবে না। এবং পিকিনে বৈদেশিক রাজ্যের রক্ষী নিয়োগ করিতে হইবে।

যোগ্যের সম্মান।—পণ্ডিত জিওলা প্রসাদ শর্ম্মধর এম, এ, মহাশয়কে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করিয়া বিশেষ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই নিয়োগে যাহার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পণ্ডিত জিওলা প্রসাদ বাল্য কাল হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজে অধ্যয়ন কাল হইতেই তাঁহার গুণের পরিচয় সাধারণে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পরে তাঁহার নিজ গুণে ও বংশমর্য্যাদার গুণে গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহার কার্য্যের ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিমিত্তই আজ এই রাজদত্ত সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কলিকাতা।

—কলিকাতা পোর্টকমিশনর অফিস হইতে ১৫ লক্ষ টাকার ঋণ খোলা হইতেছে, সুদ শতকরা ৪৲ টাকা হারে। ৩০ বৎসরে টাকা শোধ হইবে।

মার্কিন ব্যাঙ্ক।—কলিকাতায় মার্কিন ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথা হইতেছে। ঐ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আমেরিকার অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়ার ধনপতিরা মার্ক সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন।

গ্রেট কেমল সার্কাস।—প্রোফেসর বসুর সার্কাসের খেলা গড়ের মাঠে হইতেছে। বহু ইংরাজ ও বাঙ্গালী ঐ সার্কাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। বীর বাদলচাঁদ ও সুশীলাসুন্দরী ব্যাঘ্রের সহিত খেলা প্রশংসার যোগ্য, এতদ্ব্যতীত অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রোফেসর বসু "বাঙ্গালী—ভীরু" এই অপকলঙ্কের কথঞ্চিৎ অপনোদন করিয়াছেন।

উপযুক্ত পুরোহিত।—আলিপুরের অন্তর্গত প্রতাপপুরের রমানাথ ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের কার্য্য করিত। সম্প্রতি পুরোহিতের কার্য্য করিতে করিতে উহার শিষ্য-পত্নীর উপর নজর পড়ে, শিষ্য-পত্নীও অত্যন্ত পুরোহিত পরায়ণা, সুতরাং দুই জনে গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ করাই সার কার্য্য বলিয়া বুঝিল। শিষ্যের কিন্তু ধর্ম্মে অতিরিক্ত ভক্তি না থাকায় পুরোহিতকে ধরাইয়া দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে পুরোহিতের ছয় মাস মাত্র কঠোর পরিশ্রমের সহিত শ্রীঘর বাসের আদেশ হইয়াছে!

মিউনিসিপালিটীর নামে নালিশ।—ভূতপূর্ব্ব অযোধ্যার নবাবের পুত্রবধূ সুচিখোলার বিখ্যাত ১। বাড় নবাব আমির বেগম সাহেবা অবৈধ গৃহপ্রবেশ ও দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নামে দশ হাজার টাকার দাবীতে হাইকোর্টে নালিশ রুজু করিয়াছেন। ট্যাক্সের জন্য মিউনিসিপালিটী নাকি অন্য বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে বেগম সাহেবার একবালপুর রোডস্থিত ৮ ৭ ১ নং বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ছিল। আমরা মোকদ্দমার বিচারফল জানিবার জন্য উৎগ্রীব রহিলাম।

নিষ্ঠুর ব্যবহার।—সম্প্রতি কলিকাতার কুক্কুরকুলের উপর অকথ্য নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে। কেহ নির্দ্দয়ভাবে খাদ্যের সহিত কেঁকো বিষ (strychnine) মিশ্রিত করিয়া অলক্ষিত ভাবে কুক্কুরদিগকে বিনাশ করা হইতেছে তাহা দেখিলে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই ব্যথিত হইবেন! এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সংবাদদাতা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তিনি বলেন "কুক্কুরদিগকে কেঁকোবিষ দিয়া বিনাশ করা হইতেছে। এইরূপ ভাবে যথাতথা এই ভয়ানক বিষ ছড়াইয়া দেওয়া আইন সঙ্গত কি না আমি জানি না। এইরূপ বিষের দ্বারা মনুষ্যের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিষযুক্ত মিঠাই প্রভৃতি যদি কোন বালকই কুড়াইয়া ভক্ষণ করে তাহা হইলে কি হইবে? আমি চক্ষে দেখিয়াছি কুকুর এবং দরিদ্র ব্যক্তি উভয়েই এইরূপ বিষযুক্ত মিঠাই কুড়াইয়া খাইয়াছে। এইরূপ ব্যবহার নিশ্চয় আইন সঙ্গত নহে। এইরূপ বেআইনি ব্যবহারের জন্য দায়ী কে? পুলিশ কমিশনার সাহেবের অনুমতি অনুসারেই কি এই নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে? ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমরা পত্রপ্রেরক মহাশয়ের সকল কথার সহিতই এক মত হইয়াছি। এক্ষণে শীত কাল, এই সময়ে কুক্কুরদিগের ক্ষিপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই সময় এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে কি চলিত না?

কলিকাতার বাজার দর।

কোম্পানির কাগজ।—শতকরা তিন টাকা সুদের কাগজের দর ৮৮৷০ আনা, সাড়ে তিন টাকা সুদের ৯৭৷০—৯৭৷৵০ আনা।

সোনা।—ইংলিশবার ২৪৵০—২৪৶০, অষ্ট্রেলিয়ান বার ২৪৶৫, কলিকাতা বার ২৩৷৵০, চিনাপাত ২৮৶০।
মিনি ভিক্টোরিয়া ১৫৶০, জুবিলি ১৫৷৫।

রূপা।—১০০ ভরি ৭৯৶০—৭৯৷৵০।

চাউল।—বালাম	৩৷০	৩৷৷০
বাঁকুড়লসী ও অন্যান্য	৩৷০	৪৷০
মসুরা	৪৷০	৪৷৷
মাসকলাই দেশী		২৷৵০

নতুন কলাই			২৸০
ছোলা			৩৷০
সোনামুগ পুরান			৪৷০
অড়হর	,,		৩৷০
ছাতা।	বেণী ২২।২৪ ইঞ্চ ডবল		৮৷০
	ঐ ২০ ইঞ্চ		৭৷০
	রেলি বাঁশের সাট ২২।২৪ ইঞ্চ		১২৲
বেনে বসলা।—সুপারি জাহোজি		৫৸৵০	৬৷০
	বেণ্ড	১১৷০	
	ধনের	১৩৸৵০	
	ধনে	২৷৵০	
	হরিদ্রা	২৸৵০	
	লঙ্কা	১০৲	
চিনি।—বেশী দোবরা		১৩৷০	
	ঐ একবরা	১২৲	
	কাশির চিনি		
	কাশিপুরের চিনি ১ নং		
মিশ্রি।—	কারখানার		
	কাশিপুরের ১নং ১১৷০		
তৈল।—সরিষার কলের		১৬৲	১৭৲
	ঐ ঘানির		১৯৲
	নারিকেল		১৩৲
	কোচিন		১৩৸০
	রেড়ী ওজং		১৩৷০
	২নং ১৪৲		১নং ১৬৷০
	কেরোসিন প্রোকেক		৫৸০
	,, চেষ্টার		৪৫/০
ঘৃত।—বিষ্ণুপুরী মটকী			৪৭৷৷০
	মুঙ্গের		৪৮৲

মফঃস্বল সংবাদ।

নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিতেছেন :—এখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব খুবই হইয়াছে। এখানে সর্ব্বসাই ২।৩টী চিতা জ্বলিতেছে। ইতি পূর্ব্বেই শান্তিপুর, কালনা, পাটুলি প্রভৃতি স্থানে রোগ আরম্ভ হইয়াছে। নবদ্বীপে কেবল বাকি ছিল, তাহাও রাসের মেলার পর আরম্ভ হইল।

নবগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিতেছেন :—এবার আমাদের এখানে ধান্যের অবস্থা খুব খারাপ দেখা যাইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষ হইতে একেবারে বৃষ্টি না হওয়াতে উচ্চ জমির অধিকাংশ ধান্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিম্ন জমির ধান্যেরও খুব ক্ষতি হইয়াছে। উহাও অনেক স্থানে ভালরূপ ফলে নাই, যাহা কিছু ফলিয়াছে তাহাতেও শস্য খুব কম হইবে। এবার এখানে আশু ধান্য বেশ জন্মিয়াছিল, শ্রাবণ মাসে হঠাৎ জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া সমুদয় ক্ষেত্র একেবারে জলমগ্ন হওয়াতে অধিকাংশ ধান্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত জমিতে কেবল আশু ধান্য ছিল তাহা জলের ভিতর হইতে কতক উঠান হইয়াছিল কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে হৈমন্তিক ধান্যের সহিত আশু ধান্য একত্র ছিল (ঐ রূপ ক্ষেত্রই অধিক) তাহা একেবারে উঠান যায় নাই। উহাতে অনেকেরই খুব ক্ষতি হইয়াছে। তখনও লোকের হৈমন্তিক ধান্য হওয়ার আশা ছিল কিন্তু হৈমন্তিক ধান্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকেই হতাশ হইয়াছে।

পাটের চাষে লোকে অধিক মন দেওয়াতে কয়েক বৎসর যাবত সরিষার চাষ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তৈলের দরও ক্রমেই বাড়িতেছিল সেইজন্য অসুবিধায় পড়িয়া অধিকাংশ পাটের জমিতেই এবার সরিষার আবাদ হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পাটের জমিতে উদ্ভিজ্জ সার বৃদ্ধি জন্য শণ আবাদ হইত। শণ গাছ গুলিতে ফুল ধরিলেই উহা জমির মাটির সহিত চাষ দিয়া দেওয়া হইত। এই প্রণালীর সার পাটের পক্ষে খুব উপকারী। পাবনা জেলাতে শণ হইতে সুতা তৈয়ার করা হয় দেখিয়াছি, সেখানে উহার গাছও খুব বড় হয়। এখানে উহা প্রচলিত নাই, গাছও এখানে সেরূপ বড় হয় না, সরিষার চাষ পাটের পক্ষে ক্ষতিজনক।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

নারিকেলে পোকা।—শ্রীআহম্মদ ইদ্রিস খাঁ—বগুড়া—আপনি পোকা পাঠাইবেন।

কলাই ও শুঁয়াপোকা।—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন—দিনাজপুর।—কলাই গাছের অবস্থা না জানিতে পারিলে প্রতিকারের পন্থা নির্ণীত হইতে পারে না।

আলু।

মহাশয়!

এই কয়টী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি। বলিয়া দিলে বড়ই সুখী হইব।—

১। সিলং প্রদেশে যে প্রকার আলু হয়, আপার আসামে ঐ প্রকার আলু হইতে পারে কি না?

২। আলু চাষ করিবার কোনটী প্রকৃত সময়?

৩। আলু কি প্রকারে চাষ করিতে হয় তাহার বিশেষ বিবরণ।

৪। বোরদো মিক্শ্চার কোথায় পাওয়া যায়, এবং তাহার মূল্য কত ও এক একার জমিতে কত পরিমাণে দিতে হয়?

৫। আলু ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সার দেওয়া যাইতে পারে?

৬। এক একার জমিতে কত সার দিলে ভাল আলু হয়?

৭। কোন্ প্রকার মাটিতে ভাল আলু হয়?

৮। আলু ক্ষেতে পাতার সার দেওয়া যাইতে পারে কি না?

বশংবদ

ডাক্তার শ্রীপ্রাণ হরি সান্যাল।

কাছিকোয়া চা-বাগান

পানিহোলা পোষ্ট, ডিব্রুগড়—আসাম।

হইতে পারে, পরীক্ষা সাপেক্ষ।

আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

৩। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

৪। বোরদো মিক্শ্চার (Bordeaux mixture) প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। নিম্নলিখিত দ্রব্যে উক্ত মিক্শ্চার প্রস্তুত হয়।

ক। (Copper Sulphate) তুঁতে ৪ পাউণ্ড।

খ। (Fresh unslaked lime) শুষ্ক পাথর চূণ ৩ পাউণ্ড।

গ। জল ৪০ হইতে ৬০ গ্যালন।

একটী পাত্রে ৬ গ্যালন জল ও ৪ পাউণ্ড চূর্ণীকৃত তুঁতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হয়। অন্য পাত্রে ৩ পাউণ্ড পাথুরে চূণ আবশ্যক মত জলে ফুটাইয়া সমস্ত দ্রব্য অবশিষ্ট জলে মিশাইলেই "বোরদো" মিক্শ্চার প্রস্তুত হইল। প্রস্তুত করণে মৃণ্ময়, কাষ্ঠ, অথবা পিত্তল পাত্রাদি ব্যবহার করা উচিত। পিত্তলের পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে হয়। আবশ্যক মত অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়।

৫। ৬। ৭। ৮। আলু ক্ষেত্রে নানা রূপ সার দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট (কৃষক সপ্তম সংখ্যা ১০৩ পাতা) ও আগামী সপ্তাহের কৃষক পাঠ করিবেন।

ক্ষেত্রে উই।

শ্রীযুক্ত কৃষকসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়!

কয়েক বৎসর যাবত উইয়ের উপদ্রবে আমরা বড় বিব্রত হইতেছি। উইয়ের ভয় জমিতে কুলগাছ বা শাক সবজির গাছ কীতিনত জন্মাইতে পারিতেছি না। উই নিবারণ জন্য সময় সময় নানারূপ উপায়

অবলম্বন করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এবার বেড়ির খৈল ব্যবহার করিতেছি উহাতেও উপদ্রব একেবারে কমে নাই। ক্ষেতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল সেচনে উপদ্রব অনেকটা কম হয় দেখিয়াছি। উহাতে আবার শস্যের ক্ষতি হয়। এসম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় কি? লিখিলে অনুগৃহীত হইব ইতি।

বশংবদ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
নবগ্রাম। পোষ্ট গোপালপুর।
নরসিংহ।

—চারাদি রোপণ করিবার পূর্ব্বে ছাঁইয়ের জলে (৫ ভাগ ছাঁই ও ১০০ ভাগ জল মিশ্রিত) ক্ষেত্র ডুবাইয়া দিলে, উইয়ের উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে।

সারাদি প্রয়োগ কালে, সারে উইয়ের বীজ (ডিম্ব) না থাকে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অতিরিক্ত উই ধরিলে ক্ষেত্র পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

কুলিবেগুণ।

মান্যবর কৃষক সম্পাদক—
মহাশয়!

আপনার গত ৩য় অগ্রহায়ণের কৃষকে কুলিবেগুণের চাষ আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, আপনি লিখিয়াছেন বেগুণের বীজ বুনিয়া তদুপরি কলা পাতা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়, কলা পাতা দ্বারা বীজের তলা ঢাকিয়া রাখিলে বীজ শীঘ্র বাহির হয় না। শীঘ্র বীজ বাহির করিতে হইলে বীজের উপরে আউশ ধানের খড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ঐ খড়ের উপরে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। আউশ ধানের খড় স্বভাবতঃ গরম, গরম (heat) বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়, সুতরাং কুলিবেগুণের বীজ অঙ্কুরিত করিবার পক্ষে আউশ ধানের খড় যে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। খড় চাপা দেওয়ার প্রধানতঃ তিনটী গুণ বা উপকার আছে তাহা এই—১ম, গরমে বা হিটেই শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হয়, ২য়, খড় আচ্ছাদিত বীজের তলা সহজে শুকাইয়া নীরস হইতে পারে না। ৩য়, খড়ের উপরে জল ছড়াইয়া দিলে খড় ভিজিয়া আস্তে আস্তে সেই জলে বীজের তলা ভিজিয়া সরস হয়, সুতরাং অতি সহজে গাছ বাহির হয়। বীজের তলার উপরে খড় আচ্ছাদন না দিয়া জল ছড়াইয়া দিলে জমি কাদা হয়, এবং জমি বসিয়া যায়, ইহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই উপায়ে যেরূপ বীজের স্থায় অঙ্কুরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজেরও চারা প্রস্তুত করা উচিত। কুলি বেগুণ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার ছিল, সময় অভাবে তাহা লিখিতে পারিলাম না।

নিবেদক
শ্রীচরকুমার গুহ।
ট্রাবলিং ওভারসিয়ার, গভর্ণমেণ্ট কুষিবিভাগ।

পেয়ারা ও আম্র।

"কৃষকের" সম্পাদক মহাশয়—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং—

১। প্রায় ৭ বৎসর হইল আমার বাটীর ভিতর একটী পেয়ারার কতকগুলি বিচী পুতিয়াছিলাম, অনেক চারা হয়। তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা তেজাল হইয়াছিল সেইটী রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া ফেলাইয়া দিই। গত পাঁচ বৎসর গাছটী ফল দিতেছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় যতই গাছটী পুরাতন হইতেছে, ফল ততই বেশী ও আকারে ছোট হইতেছে। আমি বেড়ীর খইলের সহিত গোবর, সোরা, সামান্য চূণ ও পায়রার বিষ্ঠা সার বর্ষার পূর্ব্বে দিই, তাহাতে গাছের বেশ তেজ আছে কিন্তু ফল ক্রমশঃ ছোট হইতেছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ফল যাহাতে ছোট না হইয়া পূর্ব্বের মত হয়—এরূপ কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

২। আমার বাটীর উত্তর দিকে একটী বিখ্যাত "গোপালে গোপা" আমের আঁটীর গাছ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর আছে, কিন্তু তাহাতে এপর্য্যন্ত মুকুল বা ফল হইল না। সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আপনি ফলাইবার যদি কোন উপায়

বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে বাঁচিতে হই। গাছটী বেশ সতেজ আছে পাতাগুলি প্রায় এক হাত লম্বা, কোন পোকা ধরে নাই। গাছের গোড়ার মাটির ঢিবিতে জল বাধাইয়াও বা ২ হাত গভীর করিয়া খুঁড়িয়া রাখিয়াও কোন ফল পাই নাই।

১৬।২ জেলেটোলা ষ্ট্রীট বিনয়াবনত
সিমলা পোষ্ট আপিস। শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

১। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ছোট ছোট শিকড় ছাঁটিয়া দিবেন।

অল্প পরিমাণে সার প্রয়োগ করিবেন, পায়রার বিষ্ঠা অতি তেজস্কর এবং পত্রোদ্গমের সহায়তা করে। সর্ষপের তরল সার ব্যবহার করিতে পারেন।

গাছটি বৃদ্ধ হওয়ায় ফল ক্ষুদ্র হইতেছে, ইহাও স্মরণ রাখিবেন।

২। আম গাছটীর চতুর্দিকে ৪।৫ ফুট গভীর ও ২ ফুট প্রস্থ গর্ত্ত বা নালা কাটিয়া ঘোড়ার টাটকা সার, খড় ও অল্প পরিমাণ সোরা সেই নালাতে প্রয়োগ করিয়া মাটী চাপা দিবেন। আম্রের মুকুল ধরিবার সময়ের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে এইরূপ সার প্রয়োগ কার্য্য শেষ করা আবশ্যক।

পত্রাদি।—প্রশ্নসম্বলিত অনেকগুলি পত্র এক কালে হস্তগত হইয়াছে। আমরা তদুত্তর ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

শিল্পনাশে সর্ব্বনাশ।

ব্যক্তিগত অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া জাতিগত অবস্থার কথা স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, যে জাতীয় হিসাবে আমরা দিন দিন ধনহীন হইতেছি। আজ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির যে দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে ভারতবাসী প্রজা আজ দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত। আজ ভারতবাসী এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া হাহা রবে গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। এইরূপ নিদারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়ের অসংখ্য কারণপরম্পরা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্য আমরা আমাদের দারিদ্র্যের অন্য কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ইহার একটী প্রধান কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিব।

দেশীয় কৃষির অবনতি ও দেশীয় শিল্পের ক্রমিক নাশই যে আমাদের ধনহীনতার কারণ তাহা সাধারণকে আর বিশেষ যত্ন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। দেশীয় শিল্প নাশের সর্ব্বপ্রধান কারণ বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী। বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে এবং কাজে কাজেই দেশীয় শিল্পীগণ ক্রমেই বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ম্যানচেষ্টার ও সেফিল্ডের প্রতিযোগিতায় দেশী তন্তুবায় ও কর্ম্মকারের অন্নে ছাই পড়িয়াছে। এইরূপ যে কোন শিল্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহারই ক্রমাবনতি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। দেশীয় শিল্প রক্ষা না করিতে পারিলে দেশ যে ক্রমেই ধনহীন হইয়া পড়িবে সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। জাতীয় শিল্পনাশে জাতীয় দরিদ্রতা অবশ্যম্ভাবী। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির অতীত ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রকৃত দেশ হিতৈষী মাত্রেরই দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে যত্নপরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশীয় শিল্প রক্ষা করিতে হইলে দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ভিন্ন উহা কিছুতেই হইতে পারে না। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট এবং মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। যে সকল বিলাতী দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত হয় না, এবং

যে সকল দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়িয়াছে (যথা ঘড়ি, শিশি, বোতল, পেন্সিল প্রভৃতি) কেবলমাত্রই সেই সকল দ্রব্যই বিদেশ হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে পারি এবং সাহেবিয়ানার বৃথা অনুকরণ করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বিদেশীয় শিল্পীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

কেবলমাত্র দেশের প্রতি অনুরাগবশতঃ স্বার্থত্যাগ করিয়া অধিক মূল্য দিয়া দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিলেই যে দেশের ধনহীনতার নিরাকরণ হইবে তাহা নহে। যাহাতে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সুলভ হয় এবং বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইয়া দেশীয় দ্রব্যকে আপামর সাধারণের ক্রয়তাধীনে আনিতে পারে সে বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এই মহত্উদ্দেশ্য সাধন জন্য দেশে কল কারখানার প্রবর্ত্তন ও প্রচলন প্রয়োজন। স্বদেশীয় ধনকুবেরগণ বিলাসিতার সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া নৈশ কারবারের সৃষ্টি করিয়া ন্যায় ও সত্যের পথ ধরিয়া না চলিলে আর রক্ষা নাই। আমাদের দেশের কৃষক কুল তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশীয় নিকট বিক্রয় করিয়া যতই ধনলাভ করুক না কেন, দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য শিল্পে পরিণত না করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত ও স্থায়ী লাভ নাই। মনে করুন দেশীয় কৃষিজাত তুলা পাট প্রভৃতি বিদেশে লইয়া তথা হইতে সূত্র ও কাপড় রূপে পুনরায় এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে বিদেশী রেলওয়ালা, জাহাজওয়ালা হইতে বিলাতী কুলিমজুরের পর্য্যন্ত অন্ন সংস্থান হয়। কিন্তু ঐ তুলা ও পাট বিলাতে না পাঠাইয়া দেশের কলেই দেশের কুলিমজুর দ্বারা সূত্র ও কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিলে দেশের ধন দেশেই থাকিয়া যায়।

কৃষি কার্য্যের উন্নতির সহিত প্রাণ্ডক্ত প্রকারে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও রক্ষা করিতে যত্ন করা প্রত্যেক দেশ হিতৈষীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষির সহিত শিল্পের উন্নতি না করিতে পারিলে আমরা ভারতীয় হিসাবে চিরদিনই জগতের অতি নিম্নস্তর অধিকার করিয়া থাকিব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

সবজীর বাগান।

অদ্যকাল এই কলিকাতা মহানগরীতে তরকারীর কত কষ্ট, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না বাজারে খরিদদার অনেক কিন্তু জিনিষ অল্প, যখন প্রত্যহই এই প্রকার ঘটিতেছে, তখন কোনও বিচক্ষণ লোকের মাথায় কি এমন ভাবের উদয় হয় নাই যে, কেন মরের পয়সা দিয়া মিষ্ট বোল শুনিয়া তরকারি আনি? চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই নাই, কেনই বা ২।৩ বিঘা জমি লইয়া একটী মালী রাখিয়া তরকারীর বাগান না করি? আর ইহাও যে একটী নূতন বিষয় তাহা নহে; কারণ প্রায়ই দেখিতেছেন, অমুক বাবু অমুক স্থানে বাগান করিয়াছেন ও প্রত্যহ মালী তরকারী, ফলমূলাদি আনিয়া দেয়।

অনেকে টাকা লোহার সিন্দুকে বা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন, বা সুদের লোভে কোন কারবারীর হাতে দিয়াছেন, বা চাকুরি পাইবার সময় ২।৩ হাজার টাকা আমানত রাখিয়া ৪০।৫০ টাকার চাকুরী পাইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। যে টাকা আমানত রাখিয়া চাকুরি পাইয়াছেন, সেই টাকার সিকি দ্বারা যদি বাগান ও চাষ বা অতি সামান্য ব্যবসা

(চাউল, দাল বা বিচালীর) করিতেন, তবে ঐ ৪০৲ টাকা কি স্বাধীনভাবে পাইতে পারিতেন না? যাঁহাদের বেশী টাকা আছে, ও সংসার চালাইবার উপযুক্ত আয় আছে, তাঁহারা তো বাজার খরচের জন্ত তত ব্যস্ত হইবেন না; ৵০ আনার জায়গায় ।০ আনা গেলে তাঁহাদের কি হয়? তাঁহাদের এই সামান্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন বা চিন্তা করিয়া মাথা ব্যথা করা ভাল নয়, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মনে হয় আমরা প্রত্যেকে, আর না হয় ২।৪ বন্ধু মিলিয়া, বা অন্ততঃ ইক্ কোম্পানী খুলিয়া তরকারী, ফল ফুলাদির বাগান করি; তাহা দ্বারা যে কেবল সবজী বা ফল পাইব, এমন নহে; কিন্তু দৈনিক বাজার খরচ বাঁচিয়া যাইবে ও ভবিষ্যতের একটী উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে আমোদও আছে, আর সবজীর জন্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

যাঁহারা একাকী বা ৪।৫ বন্ধু মিলিয়া সবজীর বাগান করিতে চাহেন, তাঁহার ৪।৫ বিঘা জমি হইলেই সকল সময় উৎপন্ন দ্রব্য পাইতে পারিবেন। ইহাতে যে বেশী টাকা ফেলিতে হইবে, তাহাও নহে; প্রতি মাসে তরকারি ক্রয় করিতে যত টাকা লাগে, তাহার ৬ গুণ দিলেও ২।৩ মাস অপেক্ষা করিয়া পরে ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর কাল তরকারির কষ্ট দূর করিয়া ভবিষ্যতের জন্ত একটী বাগান (ফলের) প্রস্তুত করা চলিবে।

জমি পাইতে হইলে, কলিকাতার বাটির ৪।৫ ক্রোশ দূরে বা আরও দূরে চেষ্টা করিলে পাইতে পারেন। কিন্তু একটী বিশেষরূপ দেখিতে হইবে, যেন তাহা রেল বা ষ্টীমারের নিকটবর্ত্তী হয়। তাহা হইলে যখন ইচ্ছা তখনই সত্বাহ্বরে যাইয়া তাহার পরিদর্শন করিতে পারিবেন ও প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারিবে।

যে কয় বিঘা জমি লওয়া হইবে, তাহার চারিদিকে ৩।৪ হাত চওড়া ও ৩ হাত গভীর খাদ খনন করিয়া বাগানরক্ষার উপায়ও করিতে হইবে। খনন করা মৃত্তিকার উপর শাক সবজী যাহা লাগান যাইবে, তাহা অন্ত জমি অপেক্ষা ভাল হইবে। আর ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটী জলাশয় খনন করা আবশ্যক; কারণ গ্রীষ্মকালে শাক সবজীতে জলসেচন করিতে হইবে। পুষ্করিণী গভীর করা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু বড় হওয়া চাই। পুষ্করিণী খনন করিয়া যে মৃত্তিকা পাওয়া যাইবে, তাহাতে অন্যান্য জমি অপেক্ষা বাগান উচ্চ হওয়াতে জলমগ্ন হইবার ভয় থাকিবে না; আর গাছ পালা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে। বাগানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী খাদের ধারে ধারে আতা, লেবু ও পীচের চারা ঘন ঘন করিয়া বসাইলে বেড়ার সাহায্য হইবে ও সময়ে ফলও পাইবেন। খাদের উপরিভাগে উক্ত জমিতে ১০ হাত অন্তর একটী করিয়া কলাগাছ ও প্রত্যেক কলাগাছের মধ্যে ৪টী পেপে গাছ লাগাইলে ও পেপে গাছের মধ্যে ২।১টী ঢেঁড়স গাছ (রাঙ্গা কিস্নে) লাগাইতে পারেন।

খাদের ধারের জমী একটু ঢালু হওয়া আবশ্যক, আর সেই ঢালু জায়গায় লতানে গাছ ২০ হাত লম্বা স্থানে এক এক প্রকার যথা—লাউ, কুমড়া, শীম, বরবটী, পুঁই লাগাইতে হইবে। পুষ্করিণী ও খাদের মধ্যবর্ত্তী জমি সমান করিয়া কেয়ারী করিয়া প্রত্যেক প্রকার শাক সবজীর জন্ত অন্ততঃ ১০ হাত দীর্ঘ ১২ হাত প্রস্থ স্থান রাখিবেন, যখন যে শাক সবজী লাগাইতে হইবে, তাহার অর্দ্ধেক বীজ দুই স্থানে করিবেন। যখন দেখিবেন যে গাছ বাহির হইয়াছে, তখন অবশিষ্ট বীজ আর দুই স্থানে বপন করিবেন। যখন দেখিবেন যে, বীজ হইতেছে, তখন এক কেয়ারী বীজের জন্ত রক্ষা করিয়া অন্ত সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া ২।৩ দিন পরে অন্ত শাকের বীজ বপন করুন।

লভ্য বীজ বালিগঞ্জের ও হৈকখানার হাটে পাওয়া যায়। বিদেশীয় শাক সবজীর বীজ নর্সরী বা যথায় পাওয়া যায়, তথা হইতে আনাইয়া লইবেন। প্রথমেই বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে মালী রাখা আবশ্যক নহে না, কিন্তু কুদি (ধাঙ্গড়) দ্বারা ভূমি খনন করাইলে কম খরচ পড়িবে। পরে ভূমি সমান করা হইলে পর কেবলমাত্র একটী মালী রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সে কেবলমাত্র কেয়ারী প্রস্তুত ও বীজবপন ও বৈকালে অল্প অল্প জলসেচন করিবে। জমী খনন বা সমান করিবার ভার মালীর উপর দিলে ঠিক সময়ে শাক সবজীর বীজ সকল স্থানে বপন করা হইবে না। প্রত্যহ কার্য্যের ভার দিয়া যাইতে হইবে ও তৎপর দিবস সেই কাজ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে ও করাইয়া লইতে হইবে। নতুবা মালী অলস হইয়া বসিয়া বা ঘুমাইয়া বেতন লইলে চলিবে না।

ফলের বাগান করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রত্যেক কলাগাছের এক হাত দূরে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বিলাতী আমড়া, জামরুল, গোলাপজামের চারা বা কলম লাগাইবেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার গাছ ৪।৬টী এক লাইনে লাগাইলে দেখিতে সুন্দর হইবে। পুষ্করিণীর চারিধারে ৪ হাত অন্তর নারিকেল চারা ও তাহাদের মধ্যে মধ্যে সুপারীর চারা লাগাইবেন ও পথের দুই ধারে (২।৩ হাত চওড়া পথ রাখা আবশ্যক) এক হাত অন্তর সুপারীর চারা ও গোলাপ ফুলের ও বেল মল্লিকার কলম লাগাইতে পারেন।

পুষ্করিণীতে বর্ষাকালে মৎস্যের ডিম্ব বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ৫।৬ টাকার ফেলিবেন। যদি পুষ্করিণীতে বার মাস জল থাকে ও চৈত্র বৈশাখে ৩।৪ হাত জল থাকে, তবে চালা মাছ (যেমন ডিম হইতে বড় মাছ ৬ মাস মধ্যে হইয়াছে, সেই প্রকার) ১০।১৫ টাকার ক্রয় করিয়া তাহাতে ছাড়িয়া দিবেন। দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যেকটী প্রায় এক সের ওজনের মাছ হইবে। বাগানের জমির অভাব নাই। যদি ই, বি, এস, (দক্ষিণের) রেলের ধারে, গড়িয়া, সোনারপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চেষ্টা করেন, তবে পাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ গড়িয়ার পালধারে গবর্ণমেণ্টের ও অন্যান্যের অনেক জমী পতিতাবস্থায় আছে; অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলেই পাইতে পারিবেন, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের নিকটেও ৬।৮ ক্রোশ দূরে অনেক জমী পাওয়া যায়।

বাগান প্রস্তুত হইলে (এক বা দেড় বৎসর কাল পরে) আর তত্ত্বাবধারী ও ফলের কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু যখন দেখিবেন যে, ঐ বাগান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জমীর খাজনা, চাকরের বেতন ছাড়া আরও লাভ দাঁড়াইয়াছে, তখন আরও নিকটস্থ জমী লইয়া বাগান বড় করিতে ইচ্ছা হইবে। আপনার বন্ধু বান্ধবেরা সর্ব্বদাই অনুরোধ করিবেন, যেন তাঁহাদের ভাল জমী দেখিয়া বাগান করা হয়। প্রথমে সকলেই এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, ভয় করিবেন, পাছে টাকা মাটী হয় বা ঠকেন। কিন্তু আমার পরামর্শমতে ২।৪ জন কার্য্য আরম্ভ করিলে জমীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে ও সকলেই অল্প দূরে আর বাগান করিতে পারিবেন না। যদি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলিতে চাহেন, তবে অন্ততঃ ২০ জন অংশীদার লইয়া কার্য্যারম্ভ করুন। বর্ত্তমানে ৫০৲ টাকা করিয়া দিউন, ৬ মাস পরে আর ৫০৲ টাকা করিয়া দিবেন অন্ততঃ ৮০ বিঘা জমী এক সঙ্গে লইয়া বাগান করুন। যে প্রকার ছোট ছোট বাগানের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, সেই মত খাত ও তলাশয় খনন করা আবশ্যক। কিন্তু তলাশয় অতি বৃহৎ বা ৪।৫টী ছোট ছোট হওয়া আবশ্যক। আর এই বাগান যদি খালের ধারে হয়, বা যথায় জোয়ারের জল উঠে, তবে, ঐ সকল তলাশয়ের দুই মুখ খোলা রাখিয়া বার বা ঘার বন্ধ করিবার উপায় করিতে হইবে।

ইহাতে বর্ষার জলের মাছ অমনি পাইবেন ও আপনাদের ছাড়া মাছ পলাইবে না, কিন্তু তথায় মাছ বাড়িবে। ৪।৬ বিঘা জমিতে একজন মালী বেশ কাজ করিতে পারিবে। বৃহৎ বাগানের জন্য ২।৩টী ভাল মালী (দেশীয় বা উড়ে) ছাড়া অন্ত ধাঙ্গড় কুলি চাকররূপে রাখিলে ভাল কাজ চলিবে। বাগানের অতি সন্নিকটে বা গ্রামে এক বিঘা জমী লইয়া মালীদের থাকিবার ঘর ও বৈঠকখানা এবং গরু বা মহিষ রাখিবার জন্য গোয়ালঘর করিতে হইবে।

বাগানের জমী প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক প্রকার সবজীর জন্য অন্ততঃ ২।৩ বিঘা জমী পৃথক রাখিতে হইবে ও সপ্তাহ অন্তর ১০ কাঠা জমিতে বীজ বপন ও চারা রোপণ করিলে পরে পরে ও দেরীতে সবজী পাওয়া যাইবে ও ইচ্ছামত দরে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। ৩।৪টী মহিষের গাড়ী রাখিতে হইবে। ঐ গাড়ী রেলওয়ের নাল বহিবার জন্য সুইস এণ্ড কোং যে প্রকার গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, সেই মত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে ২।৩খাক বা সেলফ্ থাকা চাই। ঐ সকল সেলফে বাজার সপ্তাই (তরকারীর ডালা বা চুপড়ি) থাকিবে। ২।৩ প্রকার দরের বাজার রাখা আবশ্যক।+(৵০ আনার, ৶০ আনার ও ।০ আনার. যে সময় যে সবজী উৎপন্ন হইতেছে, সেই মত কিছু কিছু করিয়া প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া ডালাতে রাখিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যেন বাজার অপেক্ষা সস্তা এবং কোন না কোন জিনিষ বেশী দেওয়া হয়। ২।৩ গাড়ীতে ঐ প্রকার বৈকালে ডালা সাজাইয়া গাড়ী মধ্যে বন্ধ করিয়া ১০।১১টী রাত্রে গাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতার অতি প্রাতে আসিবে। তখন এক এক গাড়ী এক এক বড় রাস্তা দিয়া বিউগল বাজাইয়া বা দুইটী লোক (চাকর) প্রত্যেক গৃহস্থকে জানাইয়া দিবে যে, বাজার সপ্তাইয়ের গাড়ী আসিয়াছে। যাহার দরকার তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া লইবেন, বা কত দরের ডালা (তরকারী) আবশ্যক জানাইলে চাকরেরা বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া মূল্য আদায় বা ধারে হইলে ডাউচার স্বাক্ষর করাইয়া গাড়ীতে যে বাবু থাকিবেন, তাঁহার হাতে দিবে। সুপক্ক ফল তরকারীর ফল (লাউ, কুমড়াদি) আবশ্যক হইলে গাড়ীর নিকট আসিয়া দর করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। পুরা পাকার অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদির আবশ্যক থাকিলে পূর্ব্ব দিবস অর্ডার লিখিয়া দিলে, উপযুক্ত সময়ে তাহা দিতে সক্ষম হইবেন। যাঁহারা ধারে বাজার লইবেন, তাঁহাদের নিকট কিছু অগ্রিম লইয়া পরিশেষে প্রত্যেক সপ্তাহের বা মাসের শেষে হিসাব বাকিল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন।

তরকারীর গাড়ি যেন ৭।০ টার পর কলিকাতায় না থাকে; কারণ মহিষ বা বলদ দুই প্রহরের মধ্যে বাগানে ফিরিয়া গিয়া আহারান্তে ২।৩ ঘণ্টা বাগানে চাষ দিতে পারে। শীতকালের বিদেশীয় শাকসবজী ও গোল আলু পুষ্করিণীর ধারে লাগান আবশ্যক, যেন সহজে জলসেচন করা যাইতে পারে।

এই প্রকারে যদি কার্য্যারম্ভ করেন, তখন এক বৎসর পরে দেখিবেন যে, আর ৪০৲ টাকার চাকুরীর জন্য ২।৪ হাজার টাকা জমা রাখিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে গোলামী করিতে যাইতে হইবে না; ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া ঘরে বসিয়া স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিয়া ২০।২৫ টাকা পাইবেন। আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ঐ জমেন্ট ষ্টক্ কোম্পানি আর কিছু মূলধন লইয়া ধান্ত, চাউল, বিচালীর কারবার ঐ স্থানে করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে আরও ১০৲ টাকা নিশ্চয়ই লাভ হইবে। এখন আরম্ভ দেখিলে আনন্দ হইবে ও আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।—প্রতিবাসী।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব।

(৩)

ইংরাজি 'ক্লে' (clay) শব্দ দ্বারা সচরাচর আমরা কর্দ্দম বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কৃষিশাস্ত্রানুসারে clay শব্দের দ্বারা বালা বুঝা উচিত, কর্দ্দম বা এঁটেল শব্দ দ্বারা কিন্তু তাহা অভিধেয় হয় না, সুতরাং আমাদিগের সুবিধার জন্য 'ক্লে' শব্দার্থে "কর্দ্দম" ব্যবহার করিয়াছি এবং তাহাই করিতে হইবে।

য়্যালিউমিনা (alumina) নামক কটুকিরির যে প্রধান ভিত্তি-পদার্থ, তাহাকে 'ক্লে' বা কর্দ্দম কহে। এই জন্য এই 'ক্লে'-শব্দের পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে alumina শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সচরাচর এই পদার্থ নানাবিধ মৃত্তিকার সহিত মিলিতভাবে অবস্থান করে, এবং তাহার মধ্যে বালুকাই প্রধান। মৃত্তিকা মধ্যে এই যে কর্দ্দমাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা খনিজ পদার্থের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশ বা পরমাণুর সমাবেশ মাত্র। এই পরমাণু সকল ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াবশে এত ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, যে ইহার সমষ্টি স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়, এবং উহাতে কোনরূপ বেগ প্রয়োগ করিলে যে আকার প্রাপ্ত হয়, তদবস্থাতেই থাকে। যে মাটিতে এই কর্দ্দমের অংশ থাকে না, তাহাকে কেহ কোন আকারে পরিণত করিতে পারে না, কেন না তাহাতে সঙ্কোচনের বিশেষ অভাব থাকে। কুম্ভকার যে সকল হাড়ী কলসী প্রস্তুত করে, ইষ্টকার যে ইষ্টক নির্ম্মাণ করে, তাহার সেই মৃত্তিকায় যদি এই পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে বালির ন্যায় খসিয়া পড়িত—আদৌ জমাট বাঁধিত না। খাঁটি-বালুকামধ্যে উহা নাই, সুতরাং উহাতে কোন জিনিষ নির্ম্মিত হইতে পারে না, কিন্তু উহার সহিত যখন কর্দ্দম সংযুক্ত করিয়া লওয়া যায়, তখন উহাতে মনোমত সামগ্রী গঠন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কর্দ্দমের পরমাণু অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া জল আকর্ষণের শক্তি উহাতে অতি ক্ষীণ এবং সেই কারণেই উহা এত পিচ্ছিল ও চট্‌চটে। এঁটেল মাটির জলশোষণের শক্তি যেমন অতি ক্ষীণ, অন্য দিকে উহার জল-ধারণের (Power of retention) শক্তি সকল মাটি অপেক্ষা অধিক, তাহার কারণ এই যে, যে সকল প্রণালীর (capillary tubes) দ্বারা মৃত্তিকামধ্যে রস প্রবেশ করে, তৎসমুদায় সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, কাজেই সেই প্রণালীর দ্বারা উপস্থিত রস শীঘ্র শীঘ্র নিম্নদেশে প্রবাহিত হইতে পারে না। এই প্রণালী দিয়া রস নিম্নদেশে চলিয়া যাইতে অথবা সূর্য্যাকর্ষণে উপরে উঠিয়া আসিতে সহজে ও শীঘ্র পারে না, অগত্যা মৃত্তিকা অধিকক্ষণ ভিজা বা সিক্ত থাকে। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে আকর্ষণশক্তিকে (Power of absorption) কারণ এবং প্রণালীসমূহকে উপকরণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে;—প্রণালীসমূহই কারণ এবং আকর্ষণশক্তি তাহার ফল। সেইরূপ উহার যে অপেক্ষাকৃত অধিক ধারণা শক্তি, তাহার কারণ উত্তাপাভাব নহে। প্রণালীর সঙ্কীর্ণতা উহার কারণ, এবং ধারণাশক্তি তাহার ফল।

বালুকার প্রথম অবস্থা কঙ্কর, প্রস্তর ইত্যাদি কঠিন পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া সংযোগে সেই সমুদয় কঠিন পদার্থ ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া বালুকারূপে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি বা বায়ুর স্তরে স্থানান্তরে গিয়া পড়ে। এঁটেল মাটির যে সকল কার্য্য ও গুণ, বালুকার কার্য্য ঠিক তাহার বিপরীত, সুতরাং ফলও স্বতন্ত্র। বালুকার দানা স্থূল, ও কঠিন; সংযোজনা-শক্তিহীন, ফলতঃ উহার মধ্যে যে সকল প্রণালী থাকে তাহাও স্থূল;—এবং এই স্থূলতা হেতু সহজেই তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে এবং অতি দ্রুত গতিতে নিম্নভাগে চলিয়া

গিয়া আর অবয়বকে শুষ্ক করিয়া ফেলে—কিন্তু সেই বালুকার নিহিত স্তরের আর্দ্রতা বলতঃ রস বড় অধিক দূরে নিয়ে চলিয়া যাইতে পারে না, এজন্য রসটা বালুকা মধ্যে আবদ্ধ থাকে. কিন্তু এদিকে সূর্য্যোত্তাপে সেই রস অতি শীঘ্র আকর্ষিত হইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া বালুকাকে নীরস করিয়া দেয়। বালুকাকণার (particles) স্থূলতা বলতঃ একদিকে জল যেমন শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তেমনই আবার সূর্য্যোত্তাপে অনতিকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। পরীক্ষা করিতে হইলে কোন স্থানে বালুকার একটা স্তূপে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালিয়া দাও, দেখিতে পাইবে, জল তাহাতে প্রবেশ করিয়া পার্শ্ব ও নিম্নদেশ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে—বালুকাস্তূপ তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা যাহাকে যথার্থ মৃত্তিকা বলিয়া অভিধান করি—এবং তাহা যে শ্রেণীরই হউক, তত্তাবতেই এঁটেল ও বালুকা অংশ অল্প বা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই—কারণ এই দুইটী পদার্থই সকল প্রকার মৃত্তিকার ভিত্তি (basis)। কোন একটা জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার জন্য যে যে পদার্থ অত্যন্ত আবশ্যক, এবং যাহা না হইলে সে জিনিষ জন্মিতে বা প্রস্তুত হইতে পারিবে না, তাহাকেই ভিত্তি বলে। অনেক সময়ে ভিত্তি শব্দের স্থলে 'জমি' বা 'ক্ষেত্র' শব্দ ব্যবহার হয়। বাটী, ঘর দুয়ার নির্ম্মাণ কালে 'ভিত' আগে দৃঢ় ভাবে গঠন করিয়া তবে তাহার উপর ইমারত নির্ম্মাণ করিতে হয়; অথবা যা ওয়াটার কলার-পেনটিং বা চিত্র লিখিবার পূর্ব্বে চিত্রাধারে একটা প্রথম রং মাখাইতে হয়, তাহার পরে অপরাপর কার্য্য। এবং তাহা না হইলে অপর কোন রং তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। এস্থলে যে রং সর্ব্বাগ্রে লাগান গিয়া থাকে তাহাকে এই ছবির ভিত্তি বা জমি কহে। সেই রূপ মৃত্তিকার ভিত্তি এঁটেল মাটী ও বালুকা; এতদুভয়ের বা একের অভাবে কোন পদার্থকে মৃত্তিকা নামে অভিধান করা যাইতে পারে না। উল্লিখিত দুইটী জিনিষ একত্র সমাবিষ্ট হইলে উহাতে উদ্ভিদ রোপিত হইতে পারে কিন্তু জন্মিতে বা বর্দ্ধিত হইতে সহজে পারে না, কারণ উহাতে আর কোনও পদার্থ নাই যাহাতে উদ্ভিদের শরীর পোষণ হইতে পারে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে উদ্ভিদকে ধারণ করাও মৃত্তিকার একটী প্রধান কার্য্য এবং এই কার্য্যটী মাত্র ইহার দ্বারা এক্ষণে সম্পন্ন হইতে পারে। তবে এইরূপ মৃত্তিকা কিছুদিন পতিত থাকিলে স্বাভাবিক ক্রিয়া কৌশলে উহাতে নানাবিধ দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া দিন দিন উহার উর্ব্বরতার আবির্ভাব হয়, এবং সেই সঙ্গে আপনা হইতে উহাতে মস্ (moss) বা সেওলা এবং ফার্ণ (fern) প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র জাতীয় গুল্মাদি জন্মে ও অতি অল্প দিন পরেই মরিয়া গিয়া মাটিতে মিশিয়া যায়। এইরূপে বারংবার উল্লিখিত প্রকারে উদ্ভিদ জন্মিয়া ও মরিয়া মৃত্তিকার অবয়ব পরিপুষ্ট করিতে থাকে। যত দিন যাইতে থাকে ততই মৃত্তিকা যেমন একদিকে পুষ্ট হইতে থাকে অন্য দিকে আবার তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বড় জাতীয় গুল্মাদি উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। এই যে সকল উদ্ভিদ জন্মিতে থাকে, তাহারাই বায়ুমণ্ডল, হইতে কতকগুলা জিনিষ—বাষ্পীয়—আহরণ করিয়া থাকে। আবার এঁটেল ও বালুকা একত্রে সমাবেশ হইয়া যাওয়ায়, সূর্য্যোত্তাপ ও বায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, এবং তাহারই ক্রিয়াতে এবং জলের সংযোগে সেই এঁটেল ও বালুকা দ্রবীভূত হইয়া বক্ষোপরিস্থিত উদ্ভিদকে আহার যোগাইয়া বাঁচাইয়া রাখে। এক্ষণে আমরা মৃত্তিকাকে যে কোন উপাদান দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারি। কেবল উক্ত দুই পদার্থই যথেষ্ট নহে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সুতরাং উহাতে চূণের অংশ থাকা আবশ্যক। অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়, কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্মভাবে, এবং বিবর্ণ হইয়া থাকে যে চক্ষের দৃষ্টিতে উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। ভূগর্ভমধ্যে

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের স্তরে অনেক পদার্থ পাওয়া গিয়া থাকে যাহা চূণের ভিত্তি বা চূণের প্রকার এবং সেই মূল পদার্থ নানাবিধ প্রস্তর, খড়ি, (chalk), মার্ল (marl), মার্ব্বল (marble), জিপসম্ (gypsum), সমূহকে উঠাইয়া আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে চূণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত সামুক প্রভৃতির খোলা পোড়াইলেও চূণ উৎপন্ন হয়। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা যে চূণ ব্যবহার করি, তাহা হয় পাথর না হয় সামুক পোড়াইয়া প্রস্তুত করি। আবার যাবতীয় জীব শরীর মধ্যে যে অস্থি ও নখদন্তাদিতে যে কাঁটা আছে তাহাও দগ্ধ করিলে সমধিক পরিমাণে চূণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উহার সহিত অপরাপর পদার্থ সম্মিলিত থাকায়, চূণকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে সমধিক ব্যয় হয় বলিয়া আর সে চেষ্টা করা যায় না। দগ্ধ প্রস্তর বা সামুক জলের সংস্পর্শে আসিলে উহার মধ্যে একটা উত্তাপ জন্মে ও তাহার তেজে উহা ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং আপনা হইতে সূক্ষ্ম ধূলা রূপে পরিণত হয়। উল্লিখিত দগ্ধ জিনিষে জলের সংযোগ হইলে তন্মধ্যে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা এত উষ্ণ যে উহাতে হাত দেওয়া যায় না। ফাটিয়া গিয়া বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইলে, উহা হইতে যে ঘন ও উষ্ণ বাষ্প উদ্গীর্ণ হইতে থাকে তাহা জল ও কার্ব্বন ডায়োক্সাইড (carbon dioxide)। এতদবস্থায় উহা এই দুই পদার্থ—জল ও উদ্গিরিত কার্ব্বন পুনরায় আহরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাতে পুনরায় জলসংযোগ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে সেই কার্ব্বন বায়ুমণ্ডল হইতে আসিয়া উহাতে সংক্ষিপ্ত হয়। চূণের বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করিব, এক্ষণে মৃত্তিকামধ্যে চূণ থাকিবার আবশ্যকতা কি তাহাই দেখা যাউক।

এঁটেল মাটি ও বালির গুণাগুণ মধ্যে পরস্পরের যে বৈষম্য ভাব দেখা যায় অর্থাৎ এঁটেল মাটির যেমন শোষণ শক্তি সমধিক ও ধারণাশক্তি কম,—চূণের মধ্যে সেই বৈষম্য না থাকিয়া বরং উহাতে উভয়ের সামঞ্জস্যভাব লক্ষিত হয়। চূণ আবশ্যকমত রস শোষণ করিতেও সক্ষম, ধারণ করিয়া রাখিতেও সক্ষম, এতদ্ব্যতীত উক্ত দুই মূল পদার্থকে একবারে জমাট বাঁধিতে না দিয়া, উভয়কে পরস্পর মধ্যে পৃথক রাখিয়া স্বীয় শক্তি সংযোগে কার্য্য করাইয়া লয়, ও তাহাদিগের মূলতা হ্রাস করিয়া উদ্ভিদ্ শরীরে প্রেরণ করিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কলেবরও ক্ষীণ করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। এজন্য কঠিন ও চট্‌চটে মাটিতে আবশ্যক মত চূণ মিশাইয়া দিলে, তাহার সেই কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়, মাটি আলগা হয়, মাটিতে জল, বায়ু, আলোক ও রৌদ্র প্রবেশের দ্বার মুক্ত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ মাটিতে চূণ থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই জন্য প্রায় সকল মাটিতেই অল্পাধিক পরিমাণে চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। চূণের পরে মৃত্তিকার চতুর্থ উপকরণ বা অঙ্গ—

যান্ত্রিক বা আবয়বিক পদার্থ (humus)। ইহারই সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। এই যান্ত্রিক পদার্থ মৃত্তিকা মধ্যে কিরূপে এবং কোথা হইতে সঞ্চিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের অবশিষ্টাংশ ক্রমান্বয়ে বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার পরিপুষ্টসাধন করে এবং এই পদার্থের অবস্থিতি হেতু মৃত্তিকামধ্যে আরও নানাবিধ পদার্থ পাওয়া গিয়া থাকে,—তন্মধ্যে ধাতবীয় ও বায়বীয় প্রধান মৃত্তিকা মধ্যে যান্ত্রিক পদার্থ না থাকিলে কোন উদ্ভিদই সুচারুরূপে বর্দ্ধিত ও উৎপন্ন হইতে পারে না। কৃষি বিদ্যার দিন দিন যত অনুশীলন বৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই যান্ত্রিক পদার্থের আবশ্যকতা অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে, এবং তৎসঙ্গে উহার যথাস্থিত ভাবং উপকরণের অস্তিত্ব সূক্ষ্মরূপে আবিষ্কৃত হইতেছে।

যান্ত্রিক পদার্থ দাহ্য, সুতরাং উহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিন্যস্ত করিলে উহার তাবৎ দাহ্যাংশ জ্বলিয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, তাহা বায়বীয় পদার্থ (gaseous substance),—অবশিষ্ট যাহা থাকিয়া যায়, অর্থাৎ যে ভস্মটা থাকে তাহাই inorganic বা অযান্ত্রিক সামগ্রী। লবণ, ক্ষার, সোডা, পোটাশ, চুণ, ম্যাগ্নেসিয়া, লৌহ, বালুকা, য়্যালুমিনা, ফস্ফরিক এসিড, কার্ব্বনিক এসিড, সালফিউরিক এসিড ইত্যাদি তাহার অন্তর্গত। এই সকল ধাতবীয় পদার্থ মৃত্তিকা মধ্যে থাকায় উদ্ভিদগণের সমূহ উপকার সাধন করে, কিন্তু তাবৎ অযান্ত্রিক সমষ্টি মধ্যেই যে সকল প্রকার ধাতবীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহা নহে। এই সকল পদার্থের সংখ্যা ও পরিমাণের তারতম্যে মৃত্তিকা বিশেষের ইতরবিশেষ হয় অথবা উদ্ভিদ বিশেষের পক্ষে শুভ বা অশুভকর হইয়া থাকে। এই দাহ্য বা যান্ত্রিক পদার্থ মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকায় মৃত্তিকার উর্ব্বরতার বৃদ্ধি হয়, তাহা যতদিন মৃত্তিকাগর্ভে থাকে, ততদিন নির্জ্জীবভাবে অবস্থান করে, পরে ভূমি কর্ষিত হইলে যখন বায়ু আলোক ও সূর্য্যোত্তাপ তাহাতে প্রবেশ করিতে পায়, সেইক্ষণ হইতে সেই নিষ্ক্রিয় পদার্থে জীবন বা কার্য্য সঞ্চালিত হয়,—তখনই উহাতে রাসায়নিক কার্য্য প্রাদুর্ভূত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া সংযুক্ত না হইলে সেই মূল পদার্থনিচয়ের সমষ্টির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে।

ভূগর্ভ মধ্যে যে humus বা যান্ত্রিক পদার্থের স্তর সময়ে সময়ে বা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া লয়েন। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে, অনেক জলা জমি 'দ' পড়িয়া যায়। এই সকল জলা-ভূমি অল্প গভীর সুতরাং তাহাতে প্রথমাবস্থায় নানাবিধ শেওলা পানা, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জন্মিতে থাকে, এবং আপনা হইতে মরিয়া গিয়া বিগলিত হইয়া সেই স্থানেই সঞ্চিত হয়, আবার ঐ সময়ে অধিকতর সতেজে ও অধিক পরিমাণে জন্মে, এইরূপ বারম্বার জন্মিয়া ও মরিয়া গিয়া জলা ভূমিকে দিন দিন ভরাট করিয়া আনে। অবশেষে সেই ভরাট জমিতে নানাবিধ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, এবং নিম্নে যে উদ্ভিদ পদার্থ জমিয়া গিয়াছে তাহা থাকিয়া যায় এবং উপরের মাটির চাপে চাপ বাঁধিয়া অবস্থান করে। ভূপৃষ্ঠের অনতিনিম্নে যে অংশ থাকে তাহা কতক পরিমাণে উদ্ভিদগণ আপনাপন খাদ্যকারোপযোগী করিয়া লয়, কিন্তু অধিকাংশ ভাগই জমীতে থাকিয়া যায় এবং কালক্রমে উহাই আবার কয়লায় পরিণত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের এই সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকাভিলাষীমহোদয়গণ শীঘ্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

• • এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। • • কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। • • "এডুকেশন গেজেট"।

"কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।"

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭ সাল। ৯ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	১৩৯
গাছের নাম নিরূপণ	
বিবিধ সংবাদ	
কলিকাতা	১৩৩
পত্রাদি	
কৃষক সম্বন্ধে কথার (	
জানু	১৩৬
খাঁচা পাখি অনুবিত করিবার একটী সহজ উপায়	১৩০
অর্থকরী বিদ্যার অর্থ কি ?	
বিমাতা (গল্প)	
কৃষি কথা	
বিশেষ দ্রষ্টব্য	

কৃষি সংবাদ।

ধূনুচক।—সূর্য্যাস্তের পর হইতে জাপান দেশীয় এক প্রকার বৃক্ষ হইতে ধূম নির্গত হইয়া থাকে।

রবিশস্য।—নিজাম রাজ্যের উত্তরপশ্চিমাংশের রবি শস্য একেবারে নষ্ট হয় নাই অন্যান্য স্থানে রবি ফসল সুন্দর হইয়াছে। আশা করা যায় যে আগামী বর্ষে নিজাম রাজ্যে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না।

কল্পবৃক্ষ।—কল্পবৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হইবার প্রায় ছয় বৎসর পরে উহার ফল পরিপক্ক হয়। শূকর, মেষ ও পশু পক্ষিগণ এই ফল আহার করিয়া থাকে। এই ফল হইতে এক প্রকার রং ও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

পেয়ারা।—স্পেনদেশের পেয়ারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ অত্যন্ত বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ইটালিদেশে একপ্রকার এমন সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত পিয়ারা জন্মিয়া থাকে যে, তাহা আপেল ফলের ন্যায় খাইতে খাওয়া যায়।

ধান্য সংবাদ।—দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের চৌকখানি জেলায় প্রায় ৬,২২৫,৬৬৫ একার জমিতে এবার ধান্যের আবাদ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য

আকারের প্রবেশে চৌক আনার বেশী ধান্য উৎপন্ন হইবে বোধ হয় না। বৃষ্টির জন্য প্রোম্ প্রবেশেরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ব্রহ্মের অন্যান্য প্রবেশের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ।

কুঙ্কুম।—কাশ্মীর প্রদেশে কুঙ্কুম বা জাফরাণের প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। জাফরাণ বৃক্ষের এমনই সুগন্ধ যে, যে সকল মেষ বৃক্ষের পত্রাদি ভোজন করে, তাহাদের মাংস পর্য্যন্ত জাফরাণের সুগন্ধবিশিষ্ট হইয়া যায়। যে সকল গাভী এই সুরভি তৃণের আস্বাদন গ্রহণ করে, তাহাদের দুগ্ধও জাফরাণের গন্ধে সুরভি হইয়া থাকে।

টমেটো।—টমেটো একপ্রকার বিলাতী বেগুণ। ইহার আবাদ আজকাল এ দেশেও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বেগুণের অম্ল রন্ধন করিলে অত্যন্ত মুখরোচক হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিলাতী ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, টমেটোর নানাবিধ গুণ আছে। ইহা ভক্ষণ করিলে যকৃতের সমস্ত দোষ নিবারিত হয় ও উদরের অন্যান্য রোগেরও শান্তি হইতে পারে। এ দেশে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

মসলার চাষ।—জয়ত্রী অনেক কার্য্যে লাগিয়া থাকে। মালাবার উপকূলে যে জয়ত্রী জন্মে, তাহার সের ৩৲ টাকা হইতে ৩০ আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু দেশে বন জঙ্গল পরিষ্কার হওয়াতে আর আগেকার ন্যায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। তাই বিদেশে আর ইহা রপ্তানি হয় না, এখন বিদেশ হইতে ভারতে ইহার আমদানি হইয়া থাকে। ১৮৮০-৮১ সালে ৪১৩৫ টাকার আর ১৮৮৭ ৮৮ সালে ২৬,৪৫০, টাকার জয়ত্রী আমদানি হইয়াছিল। দিন দিন এদেশে জয়ত্রীর চাষ কমিতেছে, বিদেশী মালের আমদানি বাড়িতেছে। সিংহল হইতে অনেক টাকার জয়ত্রী ভারতে আমদানি হইয়া থাকে। আসাম এবং ব্রহ্মদেশে ইহার চাষ হইতে পারে। যেখানে চা জন্মে, সেখানেই জয়ত্রীরও চাষ হইতে পারে। আসামে গোলমরীচেরও চাষ হয়। এই দুই মসলার চাষ অধিক ব্যয়সাধ্য কিম্বা কঠিন কার্য্য নহে। জয়ত্রী গাছের শিকড় কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিতে হয়—বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। বীজগুলি রক্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়,—৬ইঞ্চ লম্বা গাছ হইলে তুলিয়া লইয়া ৪।৬ ফুট অন্তর অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। বীজ অপেক্ষা শিকড়েই শীঘ্র ফল জন্মে। ৩ বৎসর পরে গাছে ফল ধরে, এবং এক গাছে অনেক দিন ফল ফলে। কাছাড় এবং শ্রীহট্টের ভূমি গোলমরীচের চাষের বেশ উপযোগী। ইহার গাছ লতার ন্যায় অন্য গাছে জড়াইয়া উঠে। ২ ফুট লম্বা করিয়া গাছ কাটিয়া মাটিতে পুতিতে হয়—কয়েক দিন জল দিলেই শিকড় বাঁধে। কাছাড় ও শ্রীহট্টের লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা আসামে যাইয়া এই দুই মসলার চাষ করিতে পারেন,—আসামে পতিত জমির অভাব নাই। কৃষি,* বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত এদেশের লোকের চাকুরী জীবিতে অধিক দিন চলিবে না।—সঞ্জীবনী।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া ভ্যালুপোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

—সেনসস্ কমিসনর রিজলী সাহেব কলিকাতা হইতে গত মঙ্গলবার রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছেন।

ছোট লাট।—ছোট লাট সাহেব বিগত ২৩শে নভেম্বর তারিখে প্রাইভেট সেক্রেটারি ইটোর সহিত রাণীগঞ্জ যাত্রা করিয়াছিলেন।

বেলজিয়মে কয়েদী।—বেলজিয়মে কয়েদীরা পশ্মি-

শ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, মুক্তির সময়ে তাহা-দিগকে তাহার দশ ভাগের তিন ভাগ দেওয়া হয়।

পিস্তল ছোড়া।—আর্পার এক দোকানদার ১টা টিয়াপাখীকে পিস্তল ছুড়িতে শিখাইয়াছিল। সম্প্রতি একটা পাখা পিস্তল ছুড়িয়া, এক ব্যক্তিকে আহত করিয়াছে।

স্বর্ণ-খনি আবিষ্কার।—কেপ কলোনির অন্তর্গত ট্রান্সভারি নামক ইংরাজাধিকৃত স্থানে একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি ৩ তিন মাইল। প্রত্যহ প্রচুর স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে।

—গোরকপুরের ডেপুটকারী সাহেব তাহার পাখা কুলিকে সমন করিতে পাঠাইয়াছেন। অপরাধ বেতন চাহিয়াছিল। পাখাকুলির শ্রাদ্ধা বড় হইয়া উঠিতে-ছিল তাই সাহেবের মুষ্টিযোগে কুলিকবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।—বং বাং।

প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র।—শ্রীরামপুরের মিশ-নরিগণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে ২৩০ খানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হইতেছে, উহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

তুলার কলে দুর্ঘটনা।—ঘুসড়ি তুলার কলের একটা বালকের গায়ের কাপড় ঘূর্ণায়মান কলের চাকায় আটকাইয়া গিয়া বালকটীশুদ্ধ ঘুরিয়া যায় ও অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়। হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে যাইতেই তাহার মৃত্যু হয়।

—চোর পুলিস-ইন্সপেক্টর।—এক জন পুরাতন পুলিস ইন্সপেক্টর মাউবিনের ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঘরে সিঁধ কাটা ও চুরি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পলাতক ছিল। ২২শে নভেম্বর ঐ ব্যক্তি রেঙ্গুনে ডিটেক্‌টীভ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে এবং পুলিস প্রহরী সঙ্গে মাউবিনে পাঠান হইয়াছে। যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

শোচনীয় হত্যা ও আত্মহত্যা।—রেঙ্গুনের জনৈক হতভাগ্য ব্যক্তি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া একদিন তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা হত্যা করিয়া পরে অস্ত্রটী নিজ উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহা-তেই হতভাগ্যের উদরমণ্ডলের হইতে নাড়ী ভুঁড়ি সকল বাহির হইয়া পড়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

ভৈরবী হত্যা।—মুন্সেফের টেপা থানার অন্তর্গত বিরাস গ্রামে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পর্ব্বদাস সাধু বাস করিত। সাধুর সহিত এক ঠাকুরবাড়ীতেই জনৈক অল্প বয়স্কা ভৈরবীও বাস করিত। কি জানি কি অজ্ঞাত কারণে গত ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে ভৈরবীকে হত্যা করিয়া সাধু চম্পট দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত হত্যা-কারী সাধুর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ডাকাতি।—পুনার নিকট নহোল রেল ষ্টেসনে ভয়ানক ডাকাতি হয়। ষ্টেসনে একদল ডাকাইত পড়ে। তাহারা ষ্টেসন মাষ্টার ও তাঁহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। লুটপাট করিতেছে এমন সময় ঐ দলের তিন জনকে ধৃত করা হয়। উহাদের নিকট সন্ধান পাওয়া যায় যে তাহাদের দলপতি নিজাম মুলুকে আছে। মোগলাই পুলিশ দ্বারা দলপতিকে ধৃত করা হইয়াছে।

—বুয়রেরা, ইংরেজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিতে রাজী নয়। বোম্বাই সহরের এক বিদুষী রমণী সম্প্রতি সিংহলে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "আমার একজন সঙ্গী বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি বুয়রবন্দীকে উদ্দেশ করিয়া বলি-লেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা ইংরেজ রাজ্যই সুখের রাজ্য—ইংরেজ রাজ্যে খুব স্বাধীনতা—সকলেই বেশ স্বাধীন।" এই কথা শুনিয়া বুয়রদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল—"তা হউক, কিন্তু আমরা এমন ইংরেজ রাজ্যও চাহিনা।"

উৎকৃষ্ট ঔষধ।—"খুলনা" বলেন, "খুলনার ভূত-পূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার এশ (Reginald S. Ashe) সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাশয় এবং বিসূচিকা ও অতিসারে কলার পালো অতিশয় উপকারী। কাঁচকলা সূতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা

অতিশয় পাতলা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে উহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই কলায় পালো হইল। ডাক্তার এম বলেন যে, এই পালো দধির সহিত ব্যবহার করিলে, অতিশয় ফলপ্রদ হয়।"

কৃতজ্ঞ সরকার।—বিশ্বনাথপুরের কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি সরকারের কার্য্য করিত। সে এক দিন তাহার প্রভুর অনুপস্থিতিকালে প্রভুপত্নীর নিকট এক খানি পত্র দেখাইয়া বলে যে তাহার প্রভু তাহার হস্তে টাকা ও অলঙ্কার দিতে বলিয়াছেন। সরলা প্রভুপত্নী সরকারের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া উহার হস্তে টাকা ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার টাকা সমর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ঐ টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। দস্যু পড়ায় বিচারে তাহার এক মাস মাত্র কারাদণ্ড হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমান।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মোরাদাবাদে গোমাংস বিক্রয় লইয়া হিন্দু ও মুসলমান দিগের মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। মোরাদাবাদ সহরের সর্ব্বত্রই গোমাংসের দোকান আছে। হিন্দুরা সমস্ত দোকানগুলিকেই সহরের এক অংশে স্থাপিত করিতে চাহেন। এতদর্থে ধনবান হিন্দুরা বহু অর্থ ব্যয় করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। মুসলমানেরা কিন্তু রাজী না হওয়ায় হিন্দুদিগকে বাধ্য হইয়া মিউনিসিপালিটীর স্থানীয় কলেক্টরের এবং স্বায়ত্ত পরিদর্শকদিগের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শীঘ্র ও সহজে বিবাদ মিটিয়া গেলেই আমরা সুখী হইব।

শুভাদৃষ্ট।—ফ্রান্সের প্যারী নগরীর জনৈক স্ত্রীলোক তাহার গৃহস্থিত একটী ইঁদুর পরিবার জন্য তাহার উক্ত গৃহের একখানি ইষ্টক সরাইতে গিয়া দেখে যে তথায় একটী বাক্স রহিয়াছে। বাক্স খুলিয়া রমণী দেখিল যে উহাতে নোট টাকা প্রভৃতিতে প্রায় ৪০,০০০চল্লিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক—প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা রহিয়াছে। রমণী বাক্সটী লইয়া নিকটস্থিত থানায় গচ্ছিত রাখে। যদি এই সম্পত্তির কোনও দাবিক উপস্থিত না হয় তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তিই রমণীর হইবে। ইতি মধ্যেই কিন্তু রমণীর পাণি-গ্রহণের জন্য অনেকেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। টাকার এমনই মহিমা!

উপযুক্ত শাস্তি।—মান্দ্রাজের যে দুইজন যুবক জাল চেক দাখিল করিয়া বোম্বাই সহরের চারিটি ব্যাঙ্ক হইতে ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা আদায় করিয়াছিল সম্প্রতি মান্দ্রাজের সেসন আদালতে উহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম আসামীর ৭ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ও ৭০০০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং দ্বিতীয় আসামীর কেবল মাত্র ৫০০০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অর্থ দণ্ডের টাকা আদায় হইলে ব্যাঙ্ককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ টাকা প্রদত্ত হইবে। যদি যুবকেরা টাকা দিতে না পারে তাহা হইলে প্রত্যেককে উহার জন্য ১ বৎসর করিয়া কারাবাস করিতে হইবে।

ফকিরের কীর্ত্তি।—গোকুল দাস নামক জনৈক সাধু ফকির জামুইএর কোনও স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্র লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করে। এবং উহাকে বুঝাইয়া দেয় যে উহার সম্পত্তি ফকিরের হস্তে দিলে উহা জগন্নাথের প্রসাদে দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। হতভাগিনী অর্থলোভে ফকিরের কথায় বিশ্বাস করিয়া উহার হস্তে নগদ ও অলঙ্কারে মোট ৩৪২৲ টাকা দেয়। সেই রাত্রি হইতেই ফকিরের কিন্তু আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভণ্ড প্রকৃতি পাপিষ্ঠ ও মিথ্যাচারী এই শ্রেণীর ভণ্ড সাধু ফকিরের অপকার্য্যের জন্য প্রকৃত সাধুচরিত্র ব্যক্তির উপরও সাধারণের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে।

—কাপ্তেন গ্রাণ্ট নামক এক জন ইংরেজ সৈনিক সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে ছিলেন—তিনি ক্রফির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে "একটী অনতিউচ্চ শৈল শিখরের ছোট্টো একটী বাটীতে ক্রফির আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনতিদূরে দশী ব্রসৈনিক গণের পট-মণ্ডপাবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রফির ও

ক্রুগারের পৌত্র ইলফের উপর সম্প্রতি নজর পড়িয়াছে। রবিবার ব্যতীত অন্যদিনে ক্রুগার পাঁচটার পরে অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে পান না। রবিবারে তিনি বুয়রদিগের নিকট গমন করিবার ও তাহাদের সহিত একত্রে ভোজনের ভজনা করিবার অনুমতি পান। অন্যান্য বুয়র বন্দীগণের অপেক্ষা গতিবিধির কোন নিষেধ নাই। ক্রুগার তাহার ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণের ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট—তিনি সর্ব্বদাই আনন্দে আছেন।

—ব্রসেলস্ হইতে ডাক্তার লীডস্ ফরাসি ও বেলজিয়ান গভর্মেণ্টকে জানাইতেছেন যে ক্রুগার স্বয়ংই রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তারযোগে সংবাদ পাঠাইবেন। সাধারণ প্রথানুসারে যুদ্ধাবসানের পর বিজিত রাজেরই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব করা উচিত। সেই প্রথাবলম্বন করিয়া বুয়রেরা যে, সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন—এই কথা ভিক্টোরিয়াকে জানাইবেন। বুয়রেরা পরাজয় স্বীকার করিতেছেন, এবং ইংরেজের নিকট লজ্জিত জানিতে চাহিতেছেন। তিনি প্রজাতন্ত্র ট্রান্সভাল ও ওরেঞ্জ রাজ্যের প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ এই সন্ধির প্রস্তাবনা করিতেছেন। যদি ইংরেজ এখনও সন্ধি করিতে সম্মত না হন, তবে ক্রুগার বুঝিবেন যে বুয়রদিগকে শুদ্ধ যুদ্ধে পরাজিত করা ইংরেজের উদ্দেশ্য নহে, বুয়রকুল নির্ম্মূল করাই ইংরেজের মনোগত অভিপ্রায়।

হিতবাদীর মোকর্দ্দমা।—খুলনার ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হিতবাদীর মানহানি অর্থাৎ হিতবাদীকৃত মোক্তারের মানহানি মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। 'হিতবাদী' সম্পাদকের ২০০৲ শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দিতে পারিলে দুই মাস বিনা পরিশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য সম্পাদক মহাশয় তুচ্ছ ২০০৲ শত টাকা জরিমানা দিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে অযথা লোকের সহিত কলহ করিয়া, পরের ঝগড়া ঘরে আনিয়া অনর্থক অর্থ ব্যয় কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের রায়ে প্রকাশ যে,—বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে হিতবাদী সম্পাদক বিদ্বেষপ্রযুক্ত একজন সম্ভ্রান্ত মোক্তারের মানের লাঘব করিয়াছেন। তিনি সম্পাদক মহাশয়কে ভবিষ্যতে সাবধান হইতে ও স্বভাব শোধরাইতে বলিয়াছেন। সকলেই জানিতে উৎসুক যে হিতবাদী সম্পাদক কোন্ সম্পাদকীয় কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া এই মোকর্দ্দমা বাধাইয়াছেন? সম্পাদক মহাশয় ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

কলিকাতা।

অতিসারে মৃত্যু।—টোটস্ লেনে একটী বালক অত্যন্ত পড়িয়া যায়। বালকটীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু পর দিন মারা গেল। বাটীস্থ কর্তৃপক্ষদিগের অনবধানতাবশতঃ এইরূপ বিপদ বাঙ্গালীর বাটীতে প্রায়ই ঘটে।

উপযুক্ত ভাগিনেয়।—টালিগঞ্জের জনৈক দুষ্ট প্রকৃতির বালককে উহার পিতা বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বালক এই সময়ে নিজ মাতুলের টাকা ও অলঙ্কারের বাক্স লইয়া চম্পট দেয়। ধরা পড়ায় ভাগিনেয়ের বাবাজীর চারিমাস কঠোর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মানহানী।—কলিকাতা হাইকোর্টে "বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আলামের এক্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ এফ, এম, হলি সাহেব ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকার দাবিতে মানহানীর নালিশ রুজু করিয়াছেন। প্রতিবাদী পক্ষও জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা মোকর্দ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

পিতা ও পুত্র।—কলিকাতা বেনেপুকুরনিবাসী এক ব্যক্তি তাহার পুত্র, টাকা ও গহনা চুরি করিয়াছিল বলিয়া সিমলেছের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী বজলল্ করিমের কোর্টে ২৩শে নভেম্বর তারিখে তাহার পুত্রের নামে নালিশ করেন। বিচারে ছেলের ১৫ দিনের কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ ও ১৫ ঘা বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে।

প্লেগ।—রিপোর্টে প্রকাশ যে বিগত নভেম্বর

মাসে আবার এক জন প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং এক জনের প্লেগে মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ যতদিন প্লেগকর্ম্মচারীদিগের চাকরি বজায় থাকিবে ততদিন মধ্যে মধ্যে একটা দুইটা প্লেগ রোগীর খবর পাওয়া যাইবে। ঐ সপ্তাহে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ জন লোকের মৃত্যু হয়। গতপূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড়পড়তা মৃত্যুর সংখ্যা ৬৮ জন মাত্র।

বিষাক্ত আহার।—একটী এদেশীয় স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্যের নেসায় অভিভূত অবস্থায় হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ক্রমে ইহা প্রকাশ পায় যে তাহার মেয়ে যে খাদ্যাদি রন্ধন করিয়াছিল—তাহা সে, তাহার মেয়ে ও আরও দুই জন চাকরে খাইয়াছিল। সকলেরই সেই খাবার খাইয়া অসুখ করে, তবে মাতার অসুখটা গুরুতর হয় এবং তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল।

বাইসাইকেল চোর।—সে দিন একটী সাহেব তাহার বাইসাইকেল খানি বাহিরে রাখিয়া ওয়েসেলিয়ান গির্জ্জার ভিতর ঈশ্বরোপাসনা করিতে ছিলেন। ইত্যবসরে কোন লোক ঐ গাড়ীখানি লইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বাইক-গাড়ী চোরকে ধরাও সহজ নহে। বুটে, মজুর, ধনি, দরিদ্র সকলেই আজ কাল বাইক-গাড়ী চড়ে। বাইকগাড়ীর দুই চাকার ভিতর চেন লাগাইয়া দিলে বড় চুরির সম্ভাবনা থাকে না।

আফিমে অর্থ দণ্ড।—কলিকাতার নর্দ্দনাব্রাবন ঠাকুরের ষ্ট্রীটের সৌদামিনী দেবী উহার স্বামীর সহিত কলহ করিয়া অহিফেন সেবন দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। বিচারকালে সৌদামিনী বলে যে তাহার অহিফেন সেবন করা অভ্যাস ছিল কিন্তু ঘটনাক্ষেত্রে মাত্রা বুঝিতে না পারায় অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করাতেই যত অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া সৌদামিনীর ১০ দশ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

বালক চোর।—গত কার্ত্তিক পূজার বিসর্জ্জনের দিন বিডন্ উদ্যানের নিকট জনৈক ভদ্রলোক কার্ত্তিক পূজার বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ বেশের একটী অল্প বয়স্ক বালক তাঁহার জামার পকেটের ভিতর হস্ত দিয়া পকেটস্থিত কিছু পয়সা ও এক খানি ছুরি বাহির করিয়া লইতেছে। বালকটী এমনই চতুর যে উহাকে না ধরিতে ধরিতে সে পয়সা প্রভৃতি অন্য এক বালকের হস্তে চালান করিয়া দেয়। ভদ্রলোকটী কিন্তু উহাদের দুইজনকেই ধরিয়া ফেলেন। বিচারে উভয়েরই দশ ঘা করিয়া বেত্র দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মূক ও বধির বিদ্যালয়।—উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, বিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাও মন্দ নহে। গত বৎসর ৩ জন বালিকা ও ২৪ জন বালক সর্ব্বসমেত ২৭ জন ছাত্র ছিল। বালক বালিকারা জিব ও ঠোঁট নাড়া দেখিয়া কথা বুঝিবার ও কথা বলিবার অত্যাশ্চর্য্য অভ্যাস করিয়াছে। ছাত্রেরা ছবি আঁকা ও কাষ্ঠফলকে খোদাই কার্য্যেও বেশ শিখিতেছে। সম্প্রতি একজন দরজী রাখিয়া তাহাদিগকে সেলাই কার্য্য শিখান হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয়ের একটী বাটী নির্ম্মাণের জন্য ২৪,০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। মূল বাটী নির্ম্মাণে প্রায় ৭০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পল্লি সমিতি।—১নং ওয়ার্ড পল্লীসমিতির ৭ম বার্ষিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করিয়া ইহার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। কলিকাতার ১নং ওয়ার্ডের অধিবাসীগণের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় অথচ যাঁহারা ঘরের বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়োজ্ঞান করেন, সেই শ্রেণীর দীন দুঃখী ও অনাথের দুরবস্থা চক্ষে দেখিয়া তাহা মোচনের চেষ্টা করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৯৮ সালে এই উদ্দেশ্যে ৫৯২টাকা ও ১৮৯৯ সালে ৭৮৮ টাকা, ৩৪ জন দানগ্রাহিগণের সাহায্য কল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল। সভার মোট আয় ১৮৯৮ সালে ৭০৬৲ ও ১৮৯৯ সালে ১১৪৮।১০। সমুদয় খরচ বাদে সমিতির তহবিলে ২৬৮।৮।১১॥ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমে কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের হস্তে মজুত ছিল। রাজা বিনয় কৃষ্ণ প্রমুখ

অনেক সদাশয় ব্যক্তি এক্ষণে সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত এম বি মহাশয় সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকের পদে নিযুক্ত আছেন।

শোচনীয় মৃত্যু।—গত সোমবার পোর্টকমিসনারদিগের ট্রাফিক্ ম্যানেজার মিঃ পি, ডি, বার্কলে সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। গতপূর্ব্ব শুক্রবার সন্ধ্যাকালে গড়ের মাঠে দ্বিচক্র যান চালনা করিতে করিতে পার্কলে সাহেবের গাড়ীর সহিত অন্য এক খানা ঘোড়ার গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। উহাতেই ঘোড়ার গাড়ীর এক অংশ সাহেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। মেডিকেল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চার্লস সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও বার্কলে সাহেবকে বাঁচাইতে পারিলেন না। উদরের আঘাতেই বার্কলে সাহেবকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। সৈনিক বিভাগের কর্ম্ম লইয়া বার্কলে সাহেব এদেশে আগমন করেন। পরে ই, বি, এস রেলে প্রবেশ করিয়া নিজ কার্য্যদক্ষতার গুণে উক্ত রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেডেণ্টের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এবং কিছুদিন পরে পোর্ট কমিসনারগণ তাঁহাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া উঁহাদের ট্রাফিক ম্যানেজারের পদে উন্নীত করেন। এ পর্য্যন্ত বার্কলে সাহেব এই সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে অনেকেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন।

চৈতন্য লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগার।—আমরা চৈতন্য লাইব্রেরীর দশম ও একাদশ বর্ষীয় কার্য্য বিবরণী পাঠে আহ্লাদিত হইয়াছি। সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয় সকলের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরী বিশিষ্ট ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ৪।১ নম্বর বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত। পুস্তকালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৭০৩ খণ্ড বাঙ্গলা ভাষায় রচিত, অবশিষ্ট ইংরাজী ভাষায় রচিত পুস্তক আছে। গত দুই বৎসরে লাইব্রেরী হইতে "The Advantages of Literary Societies in India and the objects to which they can best be directed বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী রচনালেখকদ্বয়কে দুইটী পদক দেওয়া হইয়াছিল। "১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশ" এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনালেখককে একটী পদক দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেহই ঐ পদক পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। আগামী বর্ষে "The Life and Times of Akbar" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী রচনালেখককে "উদ্ভবরেণ স্বর্ণ পদক" প্রদত্ত হইবে। এবং "ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ, তাহার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়" এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গলা রচনালেখকদ্বয়কে "চৈতন্য লাইব্রেরী রৌপ্যপদক" ও "বিশ্বম্ভর সেন রৌপ্য পদক" প্রদত্ত হইবে। বঙ্গের ছোট লাট এক্ষণে এই লাইব্রেরীর প্রতি পোষক। এতদ্ভিন্ন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি লাইব্রেরীর সভ্য। বাবু গৌরহরি সেন ও নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী এক্ষণে লাইব্রেরীর সম্পাদকীয় কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

কৃষক সম্বন্ধে কথা।

(প্রতিবাদ)

সম্পাদক মহাশয়—

আপনার ২৭শে কার্ত্তিক তারিখের কৃষক পত্রিকায় "কৃষক সম্বন্ধে কথা" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। প্রবন্ধ লেখক প্রমথ বাবু, উদ্দেশ্য কৃষক মাসিক বা পাক্ষিক হইলে ভাল হইত,

কিন্তু অপর লেখক পূর্ণ বাবুর উদ্দেশ্য তাহা নহে, তিনি বলেন কৃষকে অপর কোন বিষয় লিখিত না হইয়া শুধু কৃষি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হউক। এখন জিজ্ঞাস্য, এই কৃষক মাসিক কি পাক্ষিক হইলেই যে ভাল চলিবে নতুবা চলিবে না প্রমথ বাবু তাহা কোন জ্যোতিষী গণনায় পাইয়াছেন কি? প্রমথ বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে Jackson সম্পাদিত "Indian Gardening" পত্রিকা যাহা ইংরেজিতে প্রতি সপ্তাহে বাহির হয়, তাহার গ্রাহক যথেষ্ট কারণ ইংরেজদের উহা পাঠে রুচি আছে; বাঙ্গালী কেহ কি Indian Gardening পাঠ করেন না? রুচি ভেদে বাঙ্গালীর যদি তাহা অস্পৃশ্য হয়, তবে প্রমথ বাবুই বা তাহার সংবাদ কি করিয়া লইলেন? কৃষক সম্পাদকের পূর্ব্বেই জানিয়া রাখা কি উচিত ছিলনা যে তিনি বাঙ্গালী সম্পাদক! বিশেষতঃ প্রমথ বাবু যখন লিখিতেছেন বাঙ্গালীর রুচিতে রুচি নাই কাজেই কৃষক চলিবে না। কিন্তু উপরোক্ত উপদেষ্টার মত লইয়া যদি পূর্ব্বেই তিনি কৃষককে মাসিক কিম্বা পাক্ষিক করিতেন, তবে কৃষক অবশ্যই চলিত, অবশ্যই বাঙ্গালীরও রুচি হইত, অবশ্যই কৃষকের ২।১০ জন গ্রাহকও হইত! হা! সিদ্ধান্ত তোমার বাপাই ল'য়ে মরি!!

পূর্ণ বাবু কৃষকে "কলিকাতা মেডেল" "দুর্গোৎসব" "চাঁদদেশের উপদেশ" এবং গল্পের অবতারণা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। নায়ক, নায়িকা, আত্মহত্যা, সন্ন্যাসী বেশ্যালয় প্রভৃতি দেখিতে পূর্ণ বাবুর আরও বেশী ভয়, কি জানি যখন কৃষক পাঠ করিতে করিতে যদি ঐরূপ কেহ আক্রমণ করে, তবেইত মুস্কিল! পূর্ণ বাবুর মতে হিতবাদীকে হিত কথাই শুনাইতে হইবে, জ্যোতি, প্রভা, আলোকে আলো দেখাইতে হইবে আর প্রদীপ তোমার ভাগ্য বড়ই প্রসন্ন, তোমাকে প্রত্যহই সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকের গৃহে গৃহে প্রদীপ দেখাইতে থাকিতে হইবে, অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেই মরণ নিশ্চয়!! পূর্ণ বাবুর প্রথমেই দেখা উচিত ছিল যে কৃষক কি উদ্দেশ্য লইয়া বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে কি কি থাকিবে? না দেখিয়াই একটা মন্তব্য প্রকাশ করা পূর্ণ বাবুর মত লেখকের উচিত হইয়াছে কি? কৃষকের প্রথমেই যে লিখিত রহিয়াছে কৃষক "কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র!" তবে পূর্ণ বাবুর সিদ্ধান্ত মনের ভাল বটে!

আমরা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না, তবে কৃষক সম্পাদকের সহিত একমত হইয়া আমরাও বলিতেছি, কৃষক মাসিক বা পাক্ষিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অবস্থাতেই কৃষি বিষয়ে লোকের মন বেশী আকৃষ্ট করিবে কারণ পুনঃপুনঃ যে বিষয়ে যতই আলোচনা হয় সে বিষয়ে লোকের মন ততই আকৃষ্ট হয়। কৃষি বিষয়ের সঙ্গে অপর সকল বিষয় থাকাতে কৃষক সকলেরই সুখপাঠ্য হইবে। পুরাতন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয়ের আস্বাদ পাইলে কার না আনন্দ হয়!

বশংবদ

শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত।

কেশবাশ্রম—কটক।

আলু।

গোল আলু বিলাতী সবজী। কোন সময় হইতে গোল আলু আমাদিগের দেশে প্রথম চাষ আরম্ভ হইয়াছে—তাহা সঠিক কেহই বলিতে পারেন না। সম্ভবতঃ দুই শত কি আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে আলু প্রথম এদেশে উৎপন্ন করা হইয়াছিল—এরূপ অনুমান অনেকেই করিয়া থাকেন। তদবধি ভারতবর্ষে আলুর চাষ হইয়া আসিতেছে। গত কুড়ি বাইস

দুই পতিত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর আলু বেশী পরিমাণ ভূমিতে চাষ হইতেছে।

আমাদিগের দেশে নানাপ্রকার আলু উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিলাতী আলুর নিকট আস্বাদনে ও পুষ্টিসাধনে সকল প্রকার দেশী আলু নিকৃষ্ট পরিগণিত হইয়াছে। বিলাতী আলুর বিশেষ গুণ—অধিক পরিমাণে ফলে, অধিক দিন স্থায়ী এবং বারমাস বাজারে বিক্রীত হয়। আলু এক্ষণে আমাদিগের প্রধান তরকারী স্বরূপ হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ খাদ্যরূপে পরিণত হইতেছে। ইহার আরও বহুল পরিমাণে চাষ প্রার্থনীয়।

আলুর সায়েন্টিফিক নাম সোলেনম্ টিউবারোসাম্ (Solanum tuberosum), ইংরাজী নাম পটাটো (Potato), হিন্দী ও বাঙ্গালায় "আলু" বলা যায়। বাঙ্গালায় বিলাতী বা গোলালু বলে। কিন্তু কেবল "আলু" বলিলেই যথেষ্ট হয়। এবং এস্থলে আলু বলিলেই বিলাতী বা গোলালু বুঝিতে হইবে।

দোয়াঁস মৃত্তিকা আলুচাষের উপযোগী। মৃত্তিকা গভীর কর্ষিত ও ধূলির ন্যায় চূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এঁটেল মাটীতে আলু চাষ করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। এঁটেল মাটিকে সারসংযোগে ও পুনঃপুনঃ কর্ষণে দোয়াঁস অবস্থায় পরিণত করিয়া আলুচাষের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কোন দোয়াঁস মৃত্তিকার বালির ভাগ কিছু বেশী থাকে, কোনটাতে বালির ভাগ কিছু কম থাকে। এই দুই প্রকারই দোয়াঁস মাটিতে আলুচাষ হইয়া থাকে। হাল্কা দোয়াঁস মাটিই আলুর বিশেষ উপযোগী। কঠিন দোয়াঁস মৃত্তিকাতে সারসংযোগ করিলে হাল্কা দোয়াঁস মাটির প্রায় সমতুল্য হয়। মাটিতে বালির ভাগ অত্যন্ত বেশী হইলে পুকুরের এঁটেল মাটি দিয়া দোয়াঁস করিয়া লইতে হয়।

আলুর জমি বেশী পরিমাণে কর্ষণ করার সার্থকতা এই যে গভীরকর্ষিত জমির রস শীঘ্র অন্তর্হিত হয় না। বীজ আলু বপন করিয়া, ক্ষেতে "হিচ" দিতে হয়। জমি গভীর কর্ষিত থাকিলে, ঘন ঘন জলসেচন করিতে হয় না, কারণ মাটি অনেকক্ষণ রসযুক্ত থাকে। মাটি সরস থাকিলে আলু শীঘ্র শীঘ্র পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। ক্ষেতে জলসেচন আবশ্যক, অতএব তন্নিকটে জলাশয় বা কোনরূপ জলাধার থাকা চাই।

আউস ধান্যের জমিতে আলুচাষ করিতে হইলে, আউস ধান্য উঠিয়া যাইলেই লাঙ্গল দিয়া জমি প্রস্তুত আরম্ভ করিতে হইবে। যে জমি আলু চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, অর্থাৎ প্রতি বৎসরে যাহাতে আলু উৎপন্ন হয়—তাহা আষাঢ় মাস হইতেই লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ আলুর ক্ষেত্রে নীল বা শোণ চাষ করিয়া—সেই নীল বা শোণ গাছ মাটিতে চষিয়া দেয়। ইহাকে গ্রীণ ম্যানিওর (Green manure) বা উদ্ভিজ্জ সার বলে।

আলু ক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। এতদর্থে "শিবপুর লাঙ্গল" ব্যবহার করা উচিত। শিবপুর লাঙ্গলে জমি গভীর কর্ষিত হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রথম বারকতক শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা জমি চষিয়া লইয়া পরে দেশী লাঙ্গল ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্ততঃ আট বার কি দশ বার আলুক্ষেত্র কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। কর্ষণে ও মই চালনে জমি ঢেলাবিহীন করিয়া ফেলিতে হইবে। কর্ষণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা কঠিন থাকিলে, ক্ষেত্র জলসিক্ত করিয়া লাঙ্গল চালাইতে হইবে।

বিশেষ যত্ন সহকারে ও সাবধানতাপূর্ব্বক বীজ আলু সংগ্রহ করিতে হয়। গত বৎসরের আলু বপন করিয়া আলুচাষ হইয়া থাকে। এ দেশে আলুর বীজ উৎপন্ন হয় না। বিলাত প্রভৃতি দেশে আলু গাছের ফুল হইতে বীজ জন্মে বটে, কিন্তু তাহা বপন করিলে প্রথম বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু উৎপন্ন হয়। এবং সেই

ছোট আলু পুনরায় পুতিয়া পর বৎসর বড় আলু পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই আলুর বীজ পুতিয়া কোন ফল লাভ করা যায় না। গত বৎসরের উৎপন্ন আলু বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আলুক্ষেত্রে সচরাচর রেড়ি ও সর্ষপ খৈল প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি দশমণ খৈল যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এরূপও শুনিয়াছি স্থানে স্থানে বিঘা করা বিশ মণ খৈল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। সার অধিক পরিমাণে দিলে আলুও অধিক পরিমাণে ফলে। আলুক্ষেত্রে পাতা সার প্রয়োগ করিয়া কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—এরূপ সংবাদ আমরা জানি না। পাতাসার দিয়া কিরূপ আলু জন্মে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার সার আলু চাষের পক্ষে উপযোগী। এই সকল সার গভর্ণমেণ্টের আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছিল।

	বিঘা করা
১। হাড়ের গুঁড়া ও	২ মণ
রেড়ির খৈল	৬ ,,
২। গোবর সার ও	
রেড়ির খৈল	
৩। গোবর সার ও	
হাড়ের গুঁড়া	২ ,,
৪। গোবর সার,	১০০ ,,
ছাই,	২৫ ,,
হাড়ের গুঁড়া ও	৪ ,,
রেড়ির খৈল	২ ,,

বর্দ্ধমান আদর্শক্ষেত্রে চতুর্থাঙ্ক লিখিত সারসমষ্টি ব্যবহারে আলুর ফলন প্রতি বৎসরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। সারপ্রয়োগে অধিক [illegible]

বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আলুক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী গোবর সার টাটকা হইলে চলিবে না। সম্পূর্ণ রূপে পচিয়া সারে পরিণত হওয়া চাই। অন্যথা আলুক্ষেত্রে কীটাদির উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা। গোবর সার ও হাড়ের গুঁড়া লাঙ্গল দ্বারা জমির সহিত চষিয়া দিতে হয়। রেড়ির খৈল চূর্ণ করিয়া বীজ-আলু বপন করিবার সময় একবার এবং আলু গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিবার সময় আর এক বার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গোবরসার প্রথমে প্রয়োগ করিয়া পরে ছাই দেওয়া হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান আদর্শক্ষেত্রে আলু চাষ বিষয়ে গত বৎসরের ফলাফল এতৎসম্বন্ধে পাঠ করা বাহুনীয়। (কৃষকের ৭ম সংখ্যা ১০৬ পাতা দ্রষ্টব্য।) কেবল মাত্র রেড়ী অথবা সর্ষপ খৈল ব্যবহার করিলে অধিক পরিমাণ জমির সহিত চষিয়া দিতে হয়, এবং অপরাহ্ণে বপন কালে ও গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিবার সময় প্রয়োগ করা হয়।

পুনঃ পুনঃ কর্ষণে ও সই ব্যবহারে আলুক্ষেত্র ঢেলা বিহীন হইলে, জলসেচন করিবার উপযোগী করিয়া নালা কাটিয়া বীজ-আলু বপন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত প্রতিকৃতি অনুযায়ী আলুক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করা হইয়া থাকে। যাহাতে এক স্থানে (জলাশয়ের নিকট) দাঁড়াইয়া জলসেচন করিলে ক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থানে জল সেচন হয় এরূপ ব্যবস্থাও করিয়া লইতে হয়।

আলু ক্ষেত্র।

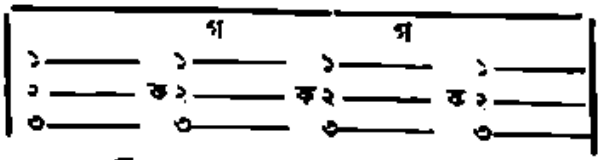

প্রদর্শিত আলু ক্ষেত্র সম্পূর্ণ নহে। আলু ক্ষেত্র চারিদিক আইল বিশিষ্ট। উহাকে চারি ভাগে বিভক্ত [illegible]

বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের মাঝে একটি করিয়া নালা ( ) আছে। ঐ সকল নালার সহিত জলাশয় হইতে জল আসিবার বড় গ নালার যোগাযোগ আছে। গ নালার গোড়ায় জল ঢালিলে গ নালা দিয়া আসিয়া ক নালায় উপস্থিত হয়। একণে ১,২,৩, প্রভৃতি লাইনে ২।৩ ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বপন বালীন লাইনে—অবশিষ্ট সারের অর্দ্ধ ভাগ ছিটাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক নালা অন্তটা হইতে এক হাত বা বিশ ইঞ্চি তফাতে কাটিয়া—উহাতে ৪ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পৃথক প্রত্যেক বীজ-আলু বসাইতে হয়। নৈনিতাল আলু কাটিয়া দুইটা বা একটা চোক রাখিয়া এবং দেশী বীজ-আলু (ক্ষুদ্র—তাহা) গোটা বসাইতে হয়। বীজ বপন করিয়া তাহার উপর পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা সামান্য উচ্চ করিয়া মাটী চাপা দিলেই বীজ বপনের কার্য্য শেষ হইল। একণে ১,২,৩ ইত্যাদি লাইন—যাহাতে গর্ত্ত করিয়া বীজ উপ্ত হইয়াছে—আইলে পরিণত হইল, এবং লাইনের মধ্যবর্ত্তী এক হস্ত বা বিশ ইঞ্চি ব্যবধান যুক্তস্থান নালায় পরিবর্ত্তিত হইল। আলু গাছ যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ঐ মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে কোদালী দ্বারা মাটী উঠাইয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে এবং নালা গভীর হইতে থাকিবে। এই নালা ক চিহ্নিত বড় নালার সহিত যুক্ত থাকায় উহা দ্বারা বড় গ নালা হইতে জল আসিয়া গাছের গোড়ায় লাগিবে। এই রূপে সমস্ত ক্ষেত ইচ্ছা করিলেই জলসিঞ্চন করা যাইতে পারিবে।

আলু আশ্বিন মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যকাল পর্য্যন্ত বপন করা হইয়া থাকে। জলদি ফসলের জন্য কেহ কেহ ভাদ্র মাসের শেষে আলু বপন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিঘ্ন ব্যাঘাত অনেক বেশী। বপনের পর বেশী বৃষ্টিপাত হইলে ক্ষেত্রস্থ বীজ আলু সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় ও ফসল আদৌ হয় না। বীজ আলু বপন কালীন ও পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে—ফসল নিকৃষ্ট হইবে। অতএব যে সময়ে আকাশ মেঘযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা—সেই সময় আলু বপন করিতে হয়। দেশী আলু বিঘা করা ১ বা ১।০ মণ, এবং নৈনিতাল আলু ৪ হইতে ৬ মণ পর্য্যন্ত লাগিতে পারে। বপনের ১০।১২ দিবসের মধ্যে সমস্ত চারা বাহির হইবে। উক্ত দিবসের মধ্যে মাটী বিশেষ শুষ্ক বোধ হইলে এবং চারা সকল উৎপন্ন না হইলে ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করা বিধেয়। এইরূপে চারা বাহির হইয়া, বড় হইতে থাকিলে—মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থিত মাটী কোদালী সাহায্যে উঠাইয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়। দ্বিতীয় বার মাটী দিবার সময় অবশিষ্ট সার গাছের গোড়ায় ছিটাইয়া পরে মাটি চাপা দিতে হয়। আলু ক্ষেতের রস বা "সো" অন্তর্হিত হইবার অনতিপূর্ব্বে প্রত্যেক বার জলসিঞ্চন করিতে হয়।

ক্ষেত্র "সো" বিহীন হইলে, আলু বর্দ্ধিত হইতে পারে না এবং ফসল পরিমাণে অল্প হয়।

ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। আলু গাছে বা তন্মূলে কোনরূপ আঘাত না লাগে এরূপ ভাবে আগাছা অপসারিত করা আবশ্যক। অন্যথা ফসলের হানি হইবে।

আলু গাছ মরিতে আরম্ভ করিলে আলু উঠাইতে হয়। বপন কালের তিন মাসের মধ্যে আলু জন্মে। মাঘ মাসে গাছ মরিতে আরম্ভ হয়। এই সময় ক্ষেত্র হইতে ফসল উঠাইতে হয়।

আলুতে এক প্রকার রোগ ধরে। সেই রোগাক্রান্ত আলু কাটিলে ভিতরে কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আলু পচিতে আরম্ভ হয়। রোগযুক্ত বীজ না হইলে এরূপ রোগ আলুতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাহ্নে বীজ সংগ্রহের সময় সাবধান হওয়া উচিত। এই রোগকে "ধসা" বলে। "ধসা"

রোগ ধরিবার আশঙ্কা থাকিলে, ক্ষেত্রে রোগনিবারক নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগে উক্ত রোগ নিবারণ হইতে পারে।—১০০০ ভাগ জল, ২০ ভাগ তুঁতে ও ১৪ ভাগ চুণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে "ধসা"র হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত ঔষধ কোন ফরাসী তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া সুফল পাইয়াছেন।

বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত করিবার একটী সহজ উপায়।

বার্লিন হইতে ডাক্তার 'ওস্কো ভেম্নার' বিলাতের গার্ডনারস্ ক্রণিকেল্ নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাগানে কোনও এক জাতীয় বৃক্ষে বেশ ফল ধরিয়াছিল; এই গাছের বীজ যে সময় রোপণ করা হইত, তাহার ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত! কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষত্ব এই যে, কেবল মাত্র একটী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী স্থানেই এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইত, কিন্তু একই বীজ অন্যত্র রোপণ করিলে, তত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইত না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া, ডাক্তার সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বিদেশ হইতে যখন ঐ বৃক্ষটী আমদানি করা হইয়াছিল, তখন ঐ বৃক্ষের সহিত একপ্রকার পিপীলিকা আসিয়াছিল। উক্ত পিপীলিকা স্থানান্তর হইতে মাটী সংগ্রহ করিয়া, প্রাগুক্ত বৃক্ষের নিকট জমা করিত। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ঐ মাটীতে এক প্রকার এসিড্ ছিল এবং তাহারই গুণে উক্ত মাটী অদ্ভুত উত্তেজনাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল। এদেশে বেদেরা দশ মিনিটের মধ্যে আমের আঁটী হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে; উক্ত ডাক্তার সাহেব অনুমান করেন যে বেদেরা হয় ত এই প্রকার মাটী ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনি কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি (ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) বেদেদিগকে ঐরূপ মাটী সংগ্রহ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বীজে এক প্রকার এসিড্ মাখাইয়া উহাকে অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়, আমরা সময়ান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে উইয়ের ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঢিপির মাটীতেও একপ্রকার এসিড্ আছে, উহাতে শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত করিবার শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়। যে সকল বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না, সেই সকল বীজ উইয়ের মাটীতে রোপণ করিলে সহজেই অঙ্কুরিত হইতে পারে। যদি বাস্তবিকই উইয়ের মাটী উপরোক্ত অদ্ভুত গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে, অন্ততঃ পল্লিগ্রামে বীজ অঙ্কুরিত করিতে আর ভাবিতে হইবে না।—উ, না, না।

অর্থকরী বিদ্যার অর্থ কি?

আজ কাল "টেক্‌নিক্যাল স্কুল" শিল্প বিদ্যালয়, ব্যবহারিক শিক্ষালয়, প্রভৃতির অভাবের বিষয় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এগুলিতে কি বিদ্যা কি ভাবে শিখান হইবে, তৎসম্বন্ধে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। অর্থকরী বিদ্যা? কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার কি সংখ্যা আছে? কি ভাবে শিখান হইবে?

উত্তর,—হাতে কলমে!

বিষয়টা যত সহজ মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তা নয়। সহজ হইলে ইউরোপের অন্ততঃ বড় বড় উন্নতিশীল দেশে ইহার মীমাংসা হইতে পারিত। ফলে, এই বিষয়টা ঠিক ধরিতে না পারাতেই আমাদের দেশের কোনও বিদ্যালয় হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া

শিখিতে লোকের হুড়াহুড়ি করিবার কথা। কিন্তু দেশের কোনও শিল্প বা ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা অধিক নয়, অনেকগুলি ছাত্রাভাবে উঠিয়া যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। কেন এমন অবস্থা?

ইহার একমাত্র কারণ, আমরা কি চাই, তা ঠিক জানি না। মনে হয় যেন, ঐরূপ একটা বা দশটা স্কুল হইলে অনেকে কাজ শিখিবে, অর্থাগমের পথ করিবে। ইহার অধিক কিছু জানি না, বলিতে পারি না। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, যে জাতি নিজের গন্তব্য স্থির করিতে না পারে, সে জাতির অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় না। স্রোতে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিলে, হয় চড়ায় প্রাণনাশ, না হয় আবর্ত্তে নিমজ্জন লাভ। আমরা দেশের লোকগুলাকে কি করাইতে চাই? কারিগর? শিল্পী? কি উপায়ে করাইতে চাই? স্কুলে পাঠাইয়া? কি স্কুলে পড়াইয়া? টেক্‌নিকাল স্কুলে?

ইহাই যদি উত্তর হয়, তাহা হইলে বুঝিতেছি যে, স্কুলগুলাকে এক একটা জিনিষের কারখানা করিয়া সেই কারখানায় বালকগণকে পাঠাইতে বলা হইতেছে অর্থাৎ যত রকম জিনিষ আমরা নিত্য ব্যবহার করি, আবশ্যক বিবেচনা করি, তত রকমের ব্যবসায় বা কারখানা খুলিতে বলা হইতেছে। আমার দরকার ছুরী, ছুরী কাঁচি প্রভৃতি তৈয়ার করিবার কারখানা চাই। আমার দরকার জুতা, চামড়া কষ করিয়া জুতা তৈয়ার করিতে কারখানা চাই। এইরূপ, অসংখ্য জিনিষ আমার দরকার, সবগুলির অন্ততঃ এক একটা কারখানা চাই।

কেহ বলিবেন, তা কেন? এমন স্কুল কর, যেখানে এমন বিদ্যা শিখান হইবে যে সেই বিদ্যার জোরে আমাদের আবশ্যক সব রকম জিনিষ তৈয়ারি হইতে পারিবে।

এই দুই পক্ষের অভিপ্রায় চিন্তা করিলে দেখা যায় কেহ চাষ ব্যবসায় খুলিতে, কেহ চাষ ব্যবসায়ের মূল মন্ত্রগুলি শিখাইতে চাহেন। আমরা কাপড় চাই প্রথম পক্ষের মতে বোম্বাই নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যেমন কাপড়ের কল আছে, তেমনই একটা কল স্থাপন করিতে হইবে; দ্বিতীয় পক্ষের মতে, কাপাস গাছ, তুলা, তুলার সুতা, সুতার কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বুঝিতে পারে, এমন বিদ্যা শিখান চাই।

উভয় পক্ষের কথামত কাজ করিলে একদিকে বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হাত দিতে হইবে, অন্যদিকে বিদ্যা হাতে কলমে না হওয়াতে অর্থকরী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। উভয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? জেলখানায় গালিচা তৈয়ারি হয়। লোকে বলে, সেখানে গালিচা তৈয়ারি হওয়াতে দেশের লোকের অন্ন গেল। স্কুলে স্কুলে গালিচা তৈয়ারি হইতে থাকিলে, যে সকল লোক গালিচা তৈয়ারি করিয়া দিনপাত করিতেছে, তাহাদের দশা কি হইবে? আবার, স্কুলে যদি গালিচা তৈয়ারি করা হাতে হেতেরে না শিখান হয়, লোকে বলিবে, তোতাপাখী তৈয়ারি করাইয়া কি ফল? বাস্তবিক, উভয়ের সামঞ্জস্য কোথায়?

এই সামঞ্জস্য নির্ণয় করাই চরম। তাই বোধ করি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে "টেক্‌নিকাল স্কুল" থাকিলেও সে সকল দেশের মনীষীরা সকলে একমত হইতে পারেন নাই। কি করিলে স্বাধীন ব্যবসায়ের বিঘ্ন হইবে না, অথচ হাতে হেতেরে ব্যবসায় শিক্ষা হইতে পারিবে, তাহা স্থির হইতে পারে নাই। ইংরাজিতে দুইটা শব্দ আছে, বাঙ্গালা করিতে পারিলাম না। কিন্তু আশা করি, অনেকেই শব্দ দুইটার অর্থের পার্থক্য বুঝেন। শব্দ দুইটা এই, Education and Instruction আমরা কি চাই,—Technical education, না Technical instruction? যত দিন না ইহার ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে, তত দিন দেশে যে দুই পাঁচটা Technical বা Industrial School আছে সেগুলি দ্বারা বড় একটা ফল হইবে না।

কেহ বলিবেন, অত শত কথা বুঝি না। দেখিতেছি, জাপানে কেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তদ্দ্বারা কেমন ইংলণ্ডকে পরাজিত করিয়াছে। এমন ব্যবস্থা চাই, যখন অপর দেশের লোক "Made in India" দেখিবে, আর ব্যবসার গেল বলিয়া কপালে হাত দিয়া বসিবে।

কিন্তু সঙ্কল্প স্থির না হইলে জিনিষের গায়ে "Made in India" লেখা লেখা শত বর্ষেও ঘটিবে না। কি চাই আগে বল; তার পর তদনুযায়ী কর্ম্ম কর।

আমাদের Technical Education যে একেবারেই নাই, এমন ত নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কত রকম বিদ্যাই বিধান হইতেছে। কিন্তু কই, এমন education পাইয়াও ত কাহাকেও কল কারখানা খুলিয়া বসিতে দেখিলাম না। Technical Instruction নাই? তাহারও ব্যবস্থা কোন কোন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড করিয়াছেন। তাঁহারা কল কারখানায় যুবক পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু শুনিতে পাই, তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর সেখানে যাতায়াত করিয়া যুবকেরা শেষে অন্য চাকরীর উমেদারী করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ যদি অন্য দেশে বিষয়টী অন্য রকম হয়; এদেশে —এই ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের দেশে, সহস্র গুণ হয়। ব্রাহ্মণের ছেলে অবশ্য কামারের কাজ করিতে যাইবে না, কামারের ছেলে কুমারের কাজ শিখিতে সহজে রাজী হইবে না। এ সকল চিন্তার বিষয় ছাড়া, ইংরাজি পড়িয়া "মানুষ" হইবার কুহক এড়ান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ছেলেকে যদি স্কুলেই দিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজি স্কুলেই দেওয়া ভাল,—এই প্রকার যুক্তির খণ্ডন কই? ছেলের বাপের ইচ্ছা অবশ্য প্রশংসনীয়। কে ছেলেকে বিদ্বান্ ধনবান্ দেখিতে ইচ্ছা না করে? কিন্তু হায়! সব ছেলে বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয় না। এণ্ট্রান্স পাস করিলেও দশ টাকা বেতনের কাজের জন্য উমেদারী ঘুচে না, অথচ এই কলিকাতা সহরের নিরক্ষর বস্তিগুলা ৩০৲।৪০৲ টাকা রোজগার করে!

কিন্তু ইংরাজী না শিখিয়াই বা করে কি? হাজার জ্ঞানী হও, ইংরাজীর দুটা শব্দ না জানিলে, বলিতে না পারিলে আমরা দশ জনেই হা হুতোস্মি করিতে থাকি। ইহলোকে ইংরাজী নাজানা লোকের নাম নাই, তুমি হাজার কারিগর হও! কাঞ্চন নগরের প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী হাজার ছুরী তৈয়ারী করুক, তবু সে মিস্ত্রী বই ত আর কিছু নয়। আমার ছেলে ইংরাজী স্কুলে পড়িয়াছে, সুতরাং gentleman!

বিষম কুহক, কিন্তু ছেলে করে কি? ইহার উত্তর,—technical education না technical instruction?—সঞ্জীবনী।

বিমাতা।

(৩)

"দিদি! আজ ছোট মা আমাকে অত বক্‌লে কেন? আমিত কিছু করিনি। আমি কেবল খোকাকে আদর করে কোলে নিতে গিছিলুম।"

"তুই কেন নিতে যাস্? আমাদের উপর কেবল রাগ রাগ। তুই আমার সঙ্গে খেলা করবি আর পড়্‌বি—আর বাবা যখন বাহিরে থাক্‌বে বাবার কাছে গিয়ে বসবি।"

"দিদি! আমার পড়া আজ বলে দিবি? মাষ্টার মশায় বলেছেন আজ যদি পড়্‌তে ভুলি ত বাবাকে বলে দেবেন। তা হ'লে বাবা বড় রাগ করবে।"

"দেখ—তোর বই নিয়ে আয়; কি পড়্‌ছিস্।"

"আমি কথামালার সেই কচ্ছপের গল্প পড়্‌ছি। আমি বই আনি তুই বস্।"

বিমল ঘর হইতে বাহির হইবার পরই মাষ্টার মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাষ্টার মহাশয়ের

নাম অনিল বাবু বয়স ২১।২২ বৎসর হইবে। পাটনা কলেজে বি, এ, পড়িতেছেন। মেসে থাকেন এবং অমর বাবুর পুত্র কন্যাকে পড়াইবার জন্য মাসিক ১৫৲ বেতন পান।

"মানদা! তুমি পড়ছনা কেন?"

"বিজয়ের পড়া বলে দেব স্বীকার হয়েছি—সে বই আনতে গেছে তাই ব'সে আছি।"

"বই এখানে থাকে না কেন?"

"এখানেই থাকে—তবে আজ ছোট মা তাকে বড় বকেছেন সে জন্য কোথায় কি ফেলেছে ঠিক নাই।"

"কেন? বকলেন কেন?"

"পোকাকে আদর করে কোলে নিতে গিয়েছিল তাই।"

"ওঃ—এই যে, বিজয়! তোমার বই পেয়েছ? আচ্ছা এখন বই থাক, চল আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। তোমরা কাপড় প'রে এস।"

আজ প্রায় বেড় বৎসর হইল মানদা ও বিজয়ের পড়া শুনার ভার অনিল বাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ধাসঙ্গ, বালিকার সরল ও মধুর ব্যবহারে তিনি তাহাদিগকে নিজ সহোদর সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সেই জন্য তাহাদিগের চরিত্রগঠনের পক্ষে সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন। কিন্তু তিনি যে এত যত্নসহকারে ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন বাড়ীর কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অসদ্ব্যবহারে তাহা নষ্ট হইবে কি না মাষ্টার মহাশয়ের সেই চিন্তা এখন প্রবল। বিজয় আর একটু বড় হইলে কতক কতক বুঝিতে পারিবে এবং বোধ হয় তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সুফল প্রদান করিবে। কিন্তু মানদা বড়ই চপলা, কতকটা একগুঁয়ে এবং যদিও স্বভাব মিষ্ট তথাপি মাষ্টার মহাশয় যেন তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি তাঁহার সদুপদেশের সহিত গৃহে সদ্ব্যবহার এবং সংশিক্ষা পাইত তাহা হইলে তাঁহার সুশিক্ষার ফল ফলিত এবং পরিশ্রমও এতদিনে সার্থক হইত।

মানদা ও বিজয় আসিলে মাষ্টার মহাশয় তাহাদের লইয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন। সদর দরজায় অমর বাবু পড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"মাষ্টার মহাশয়! আমিও আপনাদের সহিত বেড়াইতে যাইব—দাঁড়ান্।"

কতক্ষণ পরে অমর বাবু আসিলেন এবং তাঁহারা কয়জনে গঙ্গার দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। শীতাবসান—গঙ্গায় জল নাই বলিলেও হয়। বালুকা-পূর্ণ চর ধুধু করিতেছে—মধ্যে ক্ষীণ নির্ম্মল জলরেখা তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। পশ্চিম নীলাকাশে অস্তোন্মুখ রবির রক্তিমচ্ছটা প্রকৃতির শোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছে। বিজয় ও মানদা ফাঁকা মাঠে ছুটাছুটি করিতে করিতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে। অমর বাবুর মুখের দিকে মাষ্টার মহাশয় চাহিলেন—দেখিলেন মুখ বিষাদপূর্ণ। দুইজনে নিস্তব্ধ চলিতেছেন। হঠাৎ অমর বাবুর হস্তস্থিত লাঠী গাছটী পড়িয়া গেল—তুলিতে গিয়া অমর বাবু সেইখানে বসিলেন।

"মাষ্টার মহাশয়! বসুন। অনেকটা আসিয়াছি একটু বিশ্রাম করা যাক। দেখুন, আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল আমার প্রথমা স্ত্রীকে এইখানে গঙ্গায় দিয়া যাই। আজ এখানে হঠাৎ আসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিলাম। এই পাঁচ বৎসরে আমার জীবনের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান—আমার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ। আজ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, ঐ ছেলে মেয়ে দুইটীকে দেখিয়া মনে হইতেছে আমি কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমার কোন দোষ নাই—তবে কোন্ পাপে এ শাস্তি?"

মাষ্টার মহাশয় নির্ব্বাক। কি উত্তর দিবেন? এ গভীর শোকের কি সান্ত্বনা আছে?—ভাবিতেছেন,

সুখের সহিত সুখ-স্মৃতি নষ্ট হয় না কেন?—দুঃখের সহিত দুঃখ-স্মৃতি নষ্ট হইলে সুখ কি সুখের হইত?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় ও অমর বাবু ধীরে ধীরে বাটী ফিরিতেছেন। বাটীর নিকট আসিয়া বিজয় ও মানদা অগ্রে বাটীর ভিতর গিয়াছে।

"মাষ্টার মহাশয়! আমার কথা যেন মনে থাকে। আপনাদের কলেজে যদি একটী উপযুক্ত পাত্র পান মানদার জন্য দেখিবেন। আপনি যান আমি একটু পরে যাইব।" (ক্রমশঃ)

নীতি কথা।

অনেকদিন হইতে নীতি বিষয়ে আলোচনা করিবার বাসনা বলবতী রহিয়াছে। পূর্ণ করিবার অবসর পাই নাই। এক্ষণে "কৃষকে" নীতি কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অতীতকাল নীতি চর্চ্চায় কালাতিপাত করিয়াছি যে সামান্য নীতিজ্ঞান ও তদভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি—তদনুসারেই নীতি কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে। নীতি ও ধর্ম্ম এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে সময়ে সময়ে নীতি অনুসরণেই ধর্ম্ম-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। নীতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্য নীতি অনুমোদিত। পৃথিবীতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যদি পৃথিবীতে কেবল মাত্র একটি ধর্ম্ম থাকিত, তাহা হইলে বলিতাম নীতি ও যা', ধর্ম্মও তা' এবং ধর্ম্মও তা', নীতিও তা'। অভ্যাস দোষে বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে, নতুবা বলিতাম—জগতে একটী ধর্ম্ম হওয়াই উচিত। কিন্তু তাহা বলিবার "যো" নাই। অনেকেই খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু নীতি কথা কহিতে হইলেই ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন হইয়া উঠে। অতএব অগ্রেই বলিয়া রাখি—ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ থাকিতে পারে। যে ধর্ম্মনীতি অদ্য সকল ধর্ম্ম বিশেষের শাসন করে, তদুপরি আধিপত্য করে, যে ধর্ম্মনীতি বলে মুসলমানে হিন্দুতে মিলিয়া মিশিয়া চলা যায়—যে ধর্ম্মনীতি বলে ইংরাজরাজ প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন—যে ধর্ম্ম নীতি আছে বলিয়াই জগৎ সংসার অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, আমি সেই হিন্দুমুসলমানরাজাপ্রজা জগৎসংসার শাসনকারী ধর্ম্মনীতির উল্লেখ ও আলোচনা সময়ে সময়ে করিব। পাঠক নিশ্চিন্ত মনে, স্থিরচিত্তে নীতি-কথা পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের এই সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকাভিলাষীমহোদয়গণ শীঘ্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

• • এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। • • কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। • • "এডুকেশন গেজেট"।

• • কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত ইহাতে (কৃষকে) সাহিত্য ও সাধারণ সংবাদাদি আলোচিত হয়। পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "শ্রিস্রোতা"

"কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।"

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

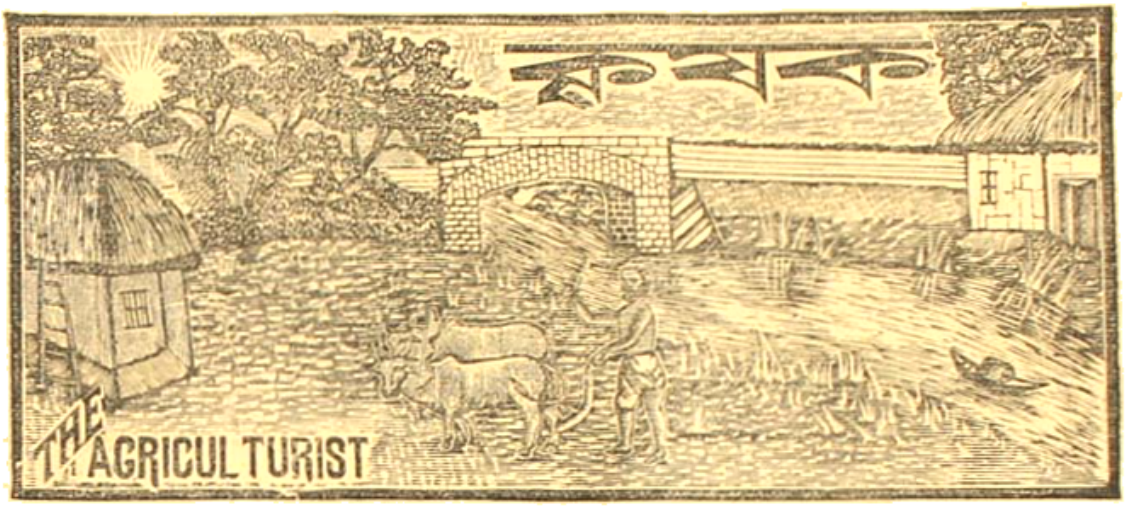

১ম খণ্ড তারিখ ১৫শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩০৭ সাল। [১০ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	১৪৫
গাছের নাম নিরূপণ	১৪৬
বিবিধ সংবাদ	১৪৭
কলিকাতা	১৪৯
মফঃস্বল সংবাদ	১৫০
বালীগাড়া-সারস্বত-প্রদর্শনী মেলা	১৫১
পত্রাদি	১৫২
চাষ পোকা	১৫৫
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০	
১। সার	
২। নূতন কৃষি-যন্ত্র	
৩। চাষাবাদের বিবিধ	
৪। নূতন জাতি ফসল	
অবশিষ্ট কথা	
আর বার	
বিনা তারে তাড়িত সংবাদ	
বিশেষ দ্রষ্টব্য	

কৃষি সংবাদ।

—সিংহলে কফির চাষের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। গাছ একটু বড় হইলেই পাতায় পোকা লাগে। সিংহলের একজন কফি-কর ভারতের দক্ষিণবর্ত্তী অন্নমালী পাহাড়ে কফির চাষের বন্দোবস্ত করিতেছেন। এখানে সম্ভবতঃ লাভের সম্ভাবনা।

উত্তর পশ্চিমে শস্যাদির অবস্থা।—২৮ নভেম্বর নাগাইন সপ্তাহ মধ্যে উত্তর পশ্চিমের কোন স্থানে বৃষ্টিপাত হয় নাই। হৈমন্তিক ধান্য কাটা হইতেছে। রবি শস্যের বপনাদি কার্য্য এখনও চলিতেছে। এবং যে সকল ক্ষেত শুষ্ক পূর্ব্বে রোপিত হইয়াছিল, তাহাতে জলসেচন করা হইতেছে। শস্যাদি ভাল হইবে সংবাদ আসিয়াছে। ২১টি জেলায় আলোড়া হইতেছে। আফিমের চাষ চলিতেছে। গাজিপুরে পূর্ব্বে পোস্তদানার বীজ ফেলা হইয়াছিল—তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গে শস্যাদির অবস্থা।—স্থানে স্থানে জলাভাব অনুভূত হইতেছে। কিন্তু ফসলের অবস্থা সাধারণতঃ ভাল। রবিশস্য বপনের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া

আশিন। ধান কাটা হইতেছে। আখমাড়া কার্য্যও চলিতেছে। পোস্তলনোর বপন কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। কাঁথি ব্যতীত সকল স্থানে গবাদির আহার্য্য যথেষ্ট আছে। গবাদির মধ্যে রোগ স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে। সাধারণ চাউলের দর ২১টি জেলায় কমিয়াছে, ৯টি জেলায় বৃদ্ধি হইয়াছে, অবশিষ্ট ১৩টি জেলায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই।

তামাকের চাষ।—রঙ্গপুর ও কোচবিহার প্রভৃতি স্থান তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চলের তামাকই বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত স্থানে ও রেঙ্গুন-আরাকান প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। ইহাদ্বারা কৃষকের যেমন লাভ হয়, ব্যবসায়ীগণও তেমনি লাভবান্ হইয়া থাকেন। এবার বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ তামাকের বেশ সুবিধা হইয়াছে, চারা গুলি নষ্ট না হইয়া, সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল, কার্ত্তিক মাসেই প্রায় বার আনা জমি রোপিত হইয়াছে। কোন দৈব উপদ্রব না হইলে, তামাক এবার ভাল হইবারই সম্ভাবনা।—রঃ দিক্‌প্রকাশ।

সার।—পশু মল অপেক্ষা মূত্র বরং উৎকৃষ্টতর সারের কার্য্য। মল মূত্র একত্রে মিশাইয়া একস্থানে ঢাকিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। ঢাকিয়া না রাখিলে রৌদ্রোত্তাপে সার জমাট হইয়া যায়। গোশালার মেজে ঢালু করিয়া এক কোণে একটা গর্ত্ত করিলে গৃহের সমুদয় মল মূত্র কাঁটিয়া সেই গর্ত্তে ফেলা যায়। প্রতিদিন সেই গর্ত্ত হইতে তুলিয়া আর একটা বড় গর্ত্তে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। সেই গর্ত্তের পাড় মাটি হইতে অন্ততঃ আধ হাত উঁচু হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে, বৃষ্টির জলে সার ধুইয়া যাইবে না। গর্ত্ত পূর্ণ হইলে তাহার মুখ ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন সারে রৌদ্র বৃষ্টি না পড়ে। ৬ মাস পরে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া সেই সার ক্ষেত্রে দিতে হয়।

আসামে শস্যাদির অবস্থা।—দিবাভাগ গরম, রাত্রিকাল ও প্রাতঃকাল ঠাণ্ডা। অধিকাংশ সমভূমি জেলায় বৃষ্টিপাতের বিশেষ আবশ্যক। চারা পাতা তোলা ও প্রস্তুত করা হইতেছে। সর্ষপ বীজ বুনা হইতেছে। চাউলের আউষ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়াছে। ফসল আট আনা সকল হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য কাটা হইতেছে। অবস্থা ভাল নহে। ইক্ষু ও চায়ে অবস্থা অনেকটা ভাল। কামরূপ ও দারঙ্গের স্থানে স্থানে পশুদিগের মধ্যে রোগ দেখা দিয়াছে। কামরূপের স্থানে স্থানে ও কাছাড়ে গবাদি পশুর খাদ্যাভাব হইয়াছে। সাধারণ চাউলের দর সিলচরে ২৯০ হইতে ১০ সের, শ্রীহট্টে ১১।০ সের, ধুবড়ি, নওগাঁ, এবং দিব্রুগড়ে ১১ সের, এবং গৌহাটী, তেজপুর এবং শিবসাগরে ১৩ সের টাকায়।

কৃষকদিগের হিত সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। মফঃস্বলের স্থানে স্থানে কৃষি বেঞ্চ বসাইবেন স্থির। কমিশন দ্বারা এই বিষয় তদন্ত হইবে। আগামী শীতকালেই কলিকাতায় কমিশন বসিবে। বড় লাটের অর্থ সচিব সার এডোয়ার্ড লা সাহেব এবং স্বরাষ্ট্র সচিব ব্রিজেজ সাহেব উক্ত কমিশনে কমিশনর নিযুক্ত হইবেন। কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা মফঃস্বলবাসীদিগের নিকট সুবিদিত। মফঃস্বলবাসী গণ্যমান্য লোকদিগকে কমিশনে লওয়া উচিত। অনেক জমীদার ও জমীদারের কর্ম্মচারি প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। ঐ সকল জমীদার বা জমীদারদিগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যোগ্য লোক বাছিয়া কমিশনে লওয়া উচিত। বোধ হয় এই প্রকারের লোক কমিশনে নিযুক্ত হইবে।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া ভ্যালুপেবল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

বিগত সোমবার বঙ্গেশ্বর ছোট লাট পরিদর্শন ব্যপদেশে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

—কাউনিয়া ও তিস্তা বেল ষ্টেসনের মধ্যে ত্রিস্রোতা নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে, তাহাতে ১৫০ ফিট দীর্ঘ ১০টি কূর্ম্মর থাকিবে ও প্রায় ১৯,৫৮,০৪০৲ ব্যয় হইবে।

—উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কয়েকটী বন্দুক বোতাম আছে; এই বোতাম গুলির উপর কোরাণের ছুটী বয়াদ অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে অঙ্কিত আছে।

লর্ড রবার্টস্। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে লর্ড রবার্টস দক্ষিণ আফ্রিকার সেনানায়কত্ব নিজ হস্ত হইতে লর্ড কিচেনারের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। লর্ড কিচেনারকে লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

জার্ম্মান সেনাপতির মৃত্যু।—জার্ম্মান সেনাপতি কাউণ্ট ইয়র্ক, যিনি জার্ম্মান সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চীনে গিয়াছিলেন, দূষিত বাষ্প সেবন করিয়া মারা পড়িয়াছেন। তাঁহার শয়ন কক্ষে যে অগ্ন্যাধার (stoves) ছিল তাহা হইতেই ঐ প্রাণনাশকর বাষ্প নির্গত হইয়াছিল।

আয় গণনা।—রুষের জারের ঘণ্টায় ২৫০ পাউণ্ড, তুর্কির সুলতানের ১৫০ পাউণ্ড, অষ্ট্রীয়ার রাজার ১০০ পাউণ্ড, কাইসারের ৯০ পাউণ্ড, ইতালি রাজের ৬৬ পাউণ্ড, কুইন ভিক্টোরিয়ার ৬৬ পাউণ্ড, বেলজিয়ম রাজের ১৩ পাউণ্ড, এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেন্টের ঘণ্টায় বেড় পাউণ্ড আয় আছে।

সাধুরত পত্র বলেন,—নারায়ণগঞ্জে আবালতের একটি পিয়ন ওলাউঠায় আক্রান্ত ও মুমূর্ষুদশাগ্রস্ত হয়। উহার আত্মীয় স্বজন সকলেই ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু উহার রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া কতিপয় বেহারা প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা প্রতিবেশিদিগের অনুমতি লইয়া রুগ্ন ও বিপন্ন পিয়নের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা তাহাদিগের বিলাসী হস্তে উহার মল ও বমন অনায়াসে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। বস্ত্র ও বিছানাদি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। পিয়নটি তাহাদের অপরিচিত। ইহাই বিশেষ প্রশংসার কথা। পিয়নটি অবশেষে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এমন দয়া ও নিঃস্বার্থপরোপকারের রূপ পূণ্যপ্রসূতি দেহাকার অপবিত্র আধারে স্থান পাইলেও উহা শ্রদ্ধার সামগ্রী ও আদরের বস্তু।

দুর্ভাগা স্বামী।—রাধাকৃষ্ণ মণ্ডলের নিবাস মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সৈদাবাদে। তাহার পত্নী সাবিত্রীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। অনেক চেষ্টাতেও সাবিত্রীকে স্বামী ঘর করাইতে পারা যায় নাই। চার বার সে স্বামীর নিকট হইতে পিত্রালয়ে পলাইয়া যায়। এক বার সাবিত্রী আবার স্বামীর ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইহাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ আবাসে লইয়া আসিয়া পরদিন শৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়া রাখে। সাবিত্রীর পিতা এই সংবাদ পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়; রাধাকৃষ্ণ কিন্তু সাক্ষাৎ হইতে দেয় নাই। অতঃপর সাবিত্রীর পিতা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করেন। স্থানীয় সব ইন্‌স্‌পেক্টর সাবিত্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া রাধাকৃষ্ণকে বিচারার্থ বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রিড সাহেবের নিকট চালান দেয়। ইতিমধ্যে রাধাকৃষ্ণ শ্বশুরের সঙ্গে মিট মাট করিয়া ফেলে এবং এতদর্থে মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিবার জন্য আবেদন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিন্তু উক্ত কথায় কর্ণপাত না দিয়া রাধাকৃষ্ণকে ছয় মাসের জন্য শ্রীঘর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

—ব্রাজিলে এক গর্ভে যমজ দুইটি মেয়ের জন্ম হয়। যমজ বলিলে যাহা বুঝা যায়, এ যমজ সে শ্রেণীর নহে। ত্রিবেণীর বা হরিহর সম্মিলনের ন্যায়, মেয়ে দুটির দেহ পরস্পরসংলগ্ন ছিল। দেহ সংলগ্ন থাকিলেও আত্মায় আত্মায় যোড়া দেওয়া নহে। মেয়ে দুটির বয়স হইয়াছিল ৮ বৎসর। একার্দ্ধের নাম রোজোলিনা, অপরার্দ্ধের নাম নেরিয়া। একার্দ্ধের

সময় সময় পীড়া হইয়াছে, অথচ অপরাহ্ণে সুস্থ রহিয়াছে। রোজালিনা পীড়িতা, মেরিয়া সুস্থা। ইহা দেখিয়া ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেন যে, দৈহিকভাবে উহাদের যেরূপ সংযোগ, আত্মাত্মিকভাবে সেরূপ নহে; সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগে উভয়দিগের দেহ পৃথক করা যাইতে পারে। ব্রাজিলের ডাক্তার প্রোডেই অস্ত্রচিকিৎসায় দুই দেহ পৃথক করিয়া দেন। অস্ত্র প্রয়োগে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। অস্ত্রপ্রয়োগের পরে যখন উহাদিগের চৈতন্য হইল, তখন প্রত্যেকেই অপরটি কোথায় আছে, জিজ্ঞাসা করিল। প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করায় উভয়েই বড় খুসী হইয়া মনের আনন্দে ডাক্তারকে ধন্যবাদপ্রদান করিল। কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পরে প্লুরা নামক ফুসফুসের পর্দায় প্রদাহ হওয়াতে মেরিয়া মরিয়া গিয়াছে। রোজালিনা বেশ আছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা আরও কত কি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিব, তাহা এখনও বুদ্ধির অগম্য।

কলির মৃত্যুঞ্জয়। কাপ্তেন জিট্‌ও নামে আমেরিকা-বাসী এক ব্যক্তির বিষ খাইয়া হজম করিবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। যে কোন বিষ হউক না কেন খাইয়া তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট বা কষ্ট হয় না। সম্প্রতি তিনি বার্লিনের কতিপয় ডাক্তার ও সরকারী কর্ম্মচারির সমক্ষে এই বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাকে অন্যান্য খাদ্যাদির সহিত (Verdigris) গ্রীন রঙ্গ এবং শঙ্খক ও সোহাগা খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। হাইড্রোসায়ানিক মিশ্রিত জল ও এক বোতল-সেঁকো (Arsenic) ও ষ্ট্রেক্নিন মিশ্রিত ইক্ষুর রস আরক্ত তাহাকে পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ খাইয়াও কাপ্তেন জিট্‌ও মরেন নাই বা তাঁহার শরীরের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ডাক্তারেরা তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত ও অভ্যাসমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোন সময়ে ঐ ব্যক্তি দৈবক্রমে অল্প কতকগুলি লোকের সহিত আহার করিতে করিতে আহার্য্যের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলে। সকলেই তাহাতে অসুখ করে, কিন্তু তাঁহার কোন অসুখ হয় নাই বিষ হজম করিবার ক্ষমতা আছে জানিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অর্থ রোজগারের অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মারাত্মক প্রাণঘাতিক বিষ সেবন করিতে অভ্যাস করেন। এখন এমন অভ্যাস হইয়াছে যে বিষে আর তাঁহার মৃত্যু নাই। অভ্যাসে কি না হয়? আমরা শুনিয়াছি যে যাঁহারা অত্যন্ত আফিম খান, আফিম বিষে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে না। মাত্রায় অধিক আফিম খাইলে তাহা বমি হইয়া উঠিয়া যাইবে মাত্র। আরও শুনা গিয়াছে যে যাহারা পাহাড়ের গহ্বরে সোণা হুকারি ধরে তাঁহারা সময়ে সময়ে পাহাড়ী-সর্প-শিশুর বিষ দংশন হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বদাই আফিম মুখে রাখে ও আফিম বিষে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে।

—বড় লাট বাহাদুরের কথার ভাবে বা বক্তৃতা পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট বড়লাট সাহেব তাঁহার স্বদেশবাসিদের ও দেশবাসিদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বা বৈষম্য রাখিতে চান না—জাতি ও বর্ণগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতেশ্বরীর সমস্ত প্রজা সমভাবে প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু তিনি সম্প্রতি সরকারি আফিসের জন্য যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে নিম্ন শ্রেণীর কেরাণীরা ৩০৲ হইতে ৬০৲ টাকা এবং উচ্চ শ্রেণীর কেরাণীরা ৬০৲ হইতে ১০০৲ টাকার অধিক বেতন পাইবে না। উচ্চ শ্রেণীর কেরাণীদিগকে অন্ততঃ বি, এ, পাস করিতে হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়দিগের জন্য এরূপ বাধা ধরা কোন নিয়ম নাই। অনেকে আবার সন্দেহ করিতেছেন যে ২০ বৎসরে পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া বড়লাট সাহেব স্বজাতি ও অনুগত আশ্রিত প্রতিপালনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। অনেকে ২০ বৎসরের মধ্যে পেন্সন নিয়া কতকগুলি বড় বড় পদ খালি করিতে পারিলে অনেক আশ্রিত প্রতিপালিত হইতে পারিবে। তাহাতে সরকারী খরচ কিছু বাড়িবে বটে কিন্তু সে জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি কার? স্বজাতি প্রতিপালন ত হইবে। সাধারণের কথায়, সাধারণের আবেদন বা ক্রন্দনে

যে তিনি বড় একটা কর্ণপাত করেন তাহাও ত বোধ হইতেছে না, তাহা হইলে তিনি শত সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়া মিউনিসিপাল বিল পাস করিতেন না, বা সাধারণের মত না লইয়া গ্রাজুয়েটদের হস্ত হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচন ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেন না। আবার Text-book Committeeর বা-পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সভাপতি হইবেন—ডিরেক্টর অব পবলিক ইন্সট্রুক্সন ও সেক্রেটারি হইবেন—স্কুলবিভাগের ইন্‌সপেক্টর। এই কমিটি যে সকল পুস্তক পাঠ্য বলিয়া মনোনীত না করিবেন, তাহা সরকারি বা বে-সরকারি কোন স্কুলে পড়ান হইবে না। সরকারি স্কুলের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা নিয়ম করিতে পারেন, কিন্তু বে-সরকারি স্কুলের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদের স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের এই সামান্য স্বাধীনতা টুকু হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন? তবে কি বুঝিতে হইবে যে যতই বিদ্বান্ বা গণ্য মান্য লোক হউন না কেন পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই! অনারেবল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বা নেসন সম্পাদক মিঃ এন্, এন্ ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তি ছেলেদের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক বাছিয়া লইতে জানেন না! কলেজের উপর ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিপত্য আছেই, আধুনিক এই নিয়ম দ্বারা স্কুলগুলিকেও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীন করা হইল। যে দিকেই যাও চারিদিকে বন্ধন। ইউরোপীয় বা ইউরেসীয় পরিচালিত স্কুলে কিন্তু এ নিয়ম খাটিবে না। তাঁহারা যথেচ্ছা নিজ নিজ স্কুলের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। এখানেও বড় লাটের স্বজাতি ও আশ্রিত বাৎসল্যের বিকাশ পাইতেছে।

কলিকাতা।

কোম্পানির কাগজ।—৪ঠা ডিসেম্বর। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কাগজের দর ৯৬৸০-৯৭৲০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের—৮৭৲০-৮৮৲০ আনা।

সোনার দর।—বিলাতী বার ভরি ২৪৲০-২৫৲০, অষ্ট্রেলিয়ার বার ২৪৲০, চীনাপাস্ত ২৪৲৬১০-৬১০। কলিকাতা বার ২৩৸৵১০; ডিষ্ট্রেরিয়া গিনি ১৫৲০, জুবিলি গিনি ১৫৲৩; রূপা এক শত ভরি ৭৯৲০-৭৯৲০ আনা।

সর্প দংশন।—বিগত রবিবার হাওড়ায় একটী নিদ্রিতা রমণীকে একটা ভীষণ কেউটে সাপ দংশন করে। সর্প ধরিবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু উহা ধৃত হয় নাই। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রমণীর সর্প বিষে মৃত্যু হয়।

ধনুষ্টঙ্কার।—প্রায় দুই মাস হইল হাওড়া নিবাসী এক মুসলমানকে একটা অশ্বপৃষ্ঠে কামড়াইয়াছিল। বিগত শুক্রবার তার জ্বর হওয়ায় ধনুষ্টঙ্কার রোগের লক্ষণ সব দেখা দিয়াছিল। বহু চেষ্টায়ও সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। বিগত রবিবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্নী পীড়কের দণ্ড।—বিগত সোমবার আলিপুরের চেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক মুসলমান পত্নী পীড়নের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল। সে সম্প্রতি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া প্রথমা পত্নীকে অতিশয় নির্য্যাতন করিত। ঘটনার দিবস ঐ পাষণ্ড তাহার স্ত্রীকে মার ধর করিয়া তাহার মস্তক ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বিচারে তাহার নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিশ্বাস ঘাতকতা।—গত সোমবার আলিপুরের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে শ্রীধরপুর নিবাসিনী কামিনী দাসী বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিযুক্তা হয়। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জামাতালয় যাইবার সময় কামিনীর নিকট অলঙ্কার ও নগদ প্রায় ১২০০০ টাকা গচ্ছিত রাখে। প্রত্যাগমন করিয়া ঐ টাকা ও অলঙ্কার চাওয়ায় কামিনী সে কথা একেবারে অস্বীকার করে। বিচারে কামিনীর ৬ ছয় মাস সশ্রম কারাবাসাজ্ঞা হইয়াছে।

ছোট লাটের দরবার।—সে দিন বেলভেডিয়ার প্রাসাদে পারিতোষিক ও পদক বিতরণের জন্য যে

দরবার বসিয়াছিল সেই দরবারে ছোট লাট বাহাদুর কতকগুলি জরুরী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন অদ্য প্রায় এক বৎসর পরে আমরা এই দরবারে সকলে মিলিত হইয়াছি। ইতি মধ্যে ভাল মন্দ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। যদিও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষে দারুণ উৎপীড়িত হইয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা বিভাগে একটী স্থান ব্যতীত কোন খানেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। দুর্ভিক্ষ না হইলেও কলিকাতা ও বিহার অঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রজাগণকে রোগের প্রকোপ সহ্য করিতে হইয়াছে। যদিও এ বৎসর দার্জ্জিলিং ও ভাগলপুর কড়ের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে কিন্তু কলিকাতা ও তাহা নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায় তত্রস্থ অধিবাসীগণের দারুণ কষ্ট ও বিবিধ প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তথাপিও এই চতুর্দ্দিক ব্যাপি দারিদ্র দুঃখের মধ্যে আমাদের একটী সন্তোষের বিষয় আছে। মানব মনে আজ দয়া, দাক্ষিণ্য ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি প্রবৃত্তি সমূহ জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই যেন সাধ্যানুযায়ী পরোপকার সাধনে দৃঢ় সংকল্প! মাহারাণী ভারতেশ্বরী অদ্য তাঁহার সেই দয়ার্দ্রচিত্ত, পরোপকার ব্রতানুরক্ত, আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প বাঙ্গালার প্রজাসমূহের নেতাগণকে ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ন্যায় নিষ্ঠ প্রজার হিতে রত সরকারি কর্ম্মচারিবর্গকে উপাধিভূষণে ভূষিত করিবার জন্য এই আয়োজন করিয়াছেন।

মফঃস্বল সংবাদ।

পাথরকুচি—পোঃ ইলামবাজার—বীরভূম। এই বৎসর এখানে গত আশ্বিন মাসের বৃষ্টিতে ধান্য প্রভৃতি ফসলের বড় অনিষ্ট হইয়াছে। এখন চাউলের দর ৵০, ৶০ সের। আমাদের নিকটবর্ত্তী ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠা রোগ দেখা দিয়াছে। দুই একজন লোকও মরিতেছে। বীরভূম জেলার কেন্দুলি গ্রাম আমাদের এখান হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূর। বর্ত্তমান বর্ষের ৩০ শে পৌষ তারিখে জয়দেবের মেলা ঐ স্থানে হইবে। শ্রীরানধন সূত্রধর।

মকদুমপুর—মালদহ।

আমাদের মহামান্য সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কৃপায় এখানে অনেকগুলি মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ জলের অভাবের জন্য সহরের ঠিক কেন্দ্র স্থলে একটী পাকা টঙ্কারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য ৪টি পাকা ছাত্রনিবাস অর্থাৎ স্কুল বোর্ডিং প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে বৈদেশিক ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। তৃতীয়তঃ এখানে পূর্ব্বে কখনও বিলিয়ার্ড খেলার ঘর ও টেবিল ছিল না। তাঁহার কৃপায় খেলার টেবিল কিছু পূর্ব্বেই আসিয়াছে। খেলার ঘরটি অতি পরিষ্কার ভাবে বহুব্যয়ে সাহেবী ফ্যাশানে পাকা করিয়া তৈয়ারী হইতেছে, এবং এখানে "পাবলিক লাইব্রেরী"র জন্যও ঐ খেলার ঘরেই স্বতন্ত্র একটি কুঠরী তৈয়ারী হইতেছে। ইহাও আমাদের ক্ষুদ্র সহরের উন্নতির ও সুখের বিষয় বটে। চতুর্থ বিষয়টি আরও ভাল যে এখানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য কোনও হাঁসপাতাল আদৌ ভাল ছিল না, কিন্তু উক্ত সাহেব বাহাদুরের কৌশলে তাহাও এবার বাকী রহিল না। বরং পুরুষদিগের হাঁসপাতাল ডাক্তারখানা হইতে নূতন লেডি হাঁসপাতাল বা ডাক্তারখানা আরও পাকা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সহরের স্বাস্থ্য তত ভাল নহে, কারণ বোধ করেন্সার ২।৩টি করিয়া নাবা যাইতেছে, কিন্তু মিউনিসিপালিটী ও সহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। যাহাতে কলেরা না বাড়ে তজ্জন্য রাস্তায় রাস্তায় চুনা গন্ধক ও আলকাতরা জ্বালাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক পাকা ড্রেনে আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়াইয়াছেন। রাস্তার আবর্জ্জনাদি এবং বাড়ী ও সরকারী পায়খানাদিও

প্রীতিলত রোজ পরিষার করাইতেছেন। কিন্তু রক্ষাকালীর পূজা ক্রমশই বাড়িতেছে—কেবল পাঁটার সংকারের জন্য !

কৃষির অবস্থা এ বৎসর এক প্রকার সহজে ভালই দেখা যাইতেছে এবং ধানকাটাও আরম্ভ হইয়াছে। দুই বৎসর হইতে এই জেলায় ভাল আম হয় নাই বলিয়া এবার সকলেই আম বাগানের জমীতে চাষ করাইতেছেন। নদীটার জল শুখাইতেছে কিন্তু রাজসাহীর ষ্টীমার বন্ধ হয় নাই।

শ্রীনবকুমার মজুমদার পণ্ডিত।

বাণীয়াড়া-স্বারস্বত-প্রদর্শনী মেলা।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় বাণীয়াড়া স্বারস্বত মেলা এবং শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী ৩য় বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। বহু বাধাবিঘ্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতানিবন্ধন গত দুই বৎসর অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইলেও প্রদর্শনী মেলা ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এবারও পূর্ব্ববৎ যথারীতি মাঘ মাসে বাণীয়াড়া গ্রামে স্বারস্বত প্রদর্শনী মেলা বসিবে। নানাস্থান হইতে নানা দোকানদারও সমাগত হইবে। প্রদর্শনী মেলা ১২ই মাঘ (ইং ২৪শে জানুয়ারী ১৯০১) শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৬ই মাঘ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত থাকিবে। এই পাঁচদিন ব্যাপী মেলায় নৃত্য গীত, বাদ্য এবং অন্যান্য কৌতুক প্রদর্শন ও প্রদর্শনীর কার্য্য যথানিয়মে সমস্তই মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইবে। মুন্ থিয়েটার কোম্পানী কর্ত্তৃক কোন পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইবে। ইহা ভিন্ন ভাল যাত্রা, পুতুলনাচ, রামায়ণ গান, লাঠী খেলা প্রভৃতিও হইবে। শিল্পী ও কৃষকগণকে উৎকৃষ্টতর অনুসারে যথানিয়মে পূর্ব্বের ন্যায় পুরস্কৃত করা হইবে। গত দুই বৎসর অসময়ে স্থানাভাব বশতঃ বিশেষ দোকানদারগণের জন্য বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সে কারণ নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীগণ ও দোকানদারগণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে যে, তাহারা মেলার মাঠে উক্ত সময় ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন, বিদেশীয় দোকানদার ও ব্যবসায়ীগণ যাহারা প্রদর্শনী মেলায় আসিতে ইচ্ছা করেন তাহারা যেন ১০ই মাঘের পূর্ব্বে মেলার "অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, পোঃ জয়নগর, বাণীয়াড়া স্বারস্বত মেলা কার্য্যালয়, জেলা ঢাকা" এই ঠিকানায় একখানি পত্রদ্বারা জানাইয়া যাবেন; অন্যথা স্থানাভাব হইতে পারে। বাণীয়াড়া গ্রাম মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত, সিঙ্গাইর কিম্বা ঢাকেশ্বরী লাইনের ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে গরুর গাড়ীতে মালপত্র লওয়ার বিশেষ সুবিধা। ঐ স্থানদ্বয় হইতে মেলাস্থান অতি নিকটবর্ত্তী। সকল সময়ই গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ীগণের বিশেষ সুবিধা এই যে কাহাকেও কোন প্রকারের কর দিতে হইবে না। শিল্পী ও কৃষকগণকে উৎসাহ দানই মেলার প্রধানতম কার্য্য। মেলা স্থলে যাহাতে কোন প্রকার গোলযোগ না হয়, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা লওয়া হইবে। ১৩ই তারিখ ৺মাঘ সরস্বতী দেবীর মহাপূজা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইবে। মায়ের চরণ দর্শনার্থে অনেক ভক্তবৃন্দ সেই সময় আগমন করিয়া থাকেন। পাঁচদিন কাল ব্যাপীই মেলাস্থলে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। মেলার নিকটেই বিস্তীর্ণ জলাশয় আছে সুতরাং জলাভাবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না। ১৬ই তারিখ ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নৌকাদৌড় ক্রীড়া প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও হইবে। মহোদয় দাতাগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ পূর্ব্ব লিখিত ঠিকানায় সুস্পাদক

মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত ও উৎসাহিত করেন।

শ্রীকালীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ম্যানেজার,
বাঘিয়াড়া স্থায়ী প্রদর্শনী মেলা, (ঢাকা)।

পত্রাদি।

পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

বোরণে নিকশার।—শ্রীচন্দ্র কমল বেজবরুয়া। অষ্টম সংখ্যা "কৃষকের" ১১৮ পাতা পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞেন।—শ্রীমতি নলিনী সুন্দরী দেবী, হাতি বাগান।—রচনা তত ভাল নহে। রচনার উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করিবেন।

ইক্ষুরোগের পুস্তক।—শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী। দ্বিতীয় সংখ্যক "কৃষকের" ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ইক্ষু-রোগের বিবরণি পুস্তক নিম্ন প্রদত্ত দুই ঠিকানায় লিখিলে পাওয়া যাইবে।

(১) Sir William Thiselton Dyer
Director, Royal Gardens.
Kew, London.

(২) Dr. George Watts. C. I. E.
Reporter on Economic Products
Calcutta.

প্রথমোক্ত ঠিকানায় প্রথম আটখানি পুস্তক পাইবেন। দ্বিতীয় ঠিকানায় অবশিষ্ট দুইখানি পাইবেন।

আম্রার রোগ।—শ্রীসৈয়দ রহমান তালুকদার, পলাশবাড়ী রঙ্গপুর—লিখিতেছেন—"এ বৎসর আম্রার আবাদ যথেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ফল ধরিবামাত্রই গাছে এক রকম রোগ হইয়া গাছের ঠিক মধ্যস্থলে পচন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পাতাগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়"। বৃটিং কাগজে পনাক করিয়া দুইটী কি তিনটী রোগগ্রস্ত আম্রা গাছ পাঠাইবেন।

ধানের মক্ষিকা।

মহাশয়,

মানভূম জেলায় অনতি উচ্চ অনেকগুলি পাহাড় আছে, এখানকার ভূপৃষ্ঠ বায়ুবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সিন্ধু-পৃষ্ঠের ন্যায় উচ্চনিম্নভাবাপন্ন, নিম্নভূমিগুলিতে সুচারুরূপে ধান জন্মে কিন্তু ইহার পরিমাণ অধিক নহে, উচ্চভূমিতে মৃত্তিকা নিতান্ত কঙ্করময় না হইলে আহারীয় সংকুলান জন্য ধান্য রোপণ করিতে হয়। এ জেলায় আশুধান্য হয় না, হৈমন্তিক বা শালি ধান্যই উৎপন্ন হয়, তবে উচ্চ বা বার জমিতে যে ধান হয় সে গুলি নিম্নক্ষেত্র জাত ধান অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বে পাকে, বার জমিতে যে ধান হয় তাহাকে বেদান বা নোহান ধান বলে, এই বেদান ধান নানাজাতীয় আছে, যে গুলি সর্ব্বাগ্রে পাকে ও আশ্বিন মাসের শেষে সুবৃষ্টি না হইলেও একেবারে বিনষ্ট হয় না, সেই গুলিই দরিদ্র কৃষকেরা আদর করিয়া রোপণ করে কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, মক্ষিকার দৌরাত্ম্যে আর এই অগ্রতর (আগেত্তরা) ধানগুলি কেহই ঘরে আনিতে পারি-তেছে না। ভাদ্রমাসের শেষে যখন এই জাতীয় ধানে ফুল হইতে আরম্ভ হয় সেই সময় হইতে এক জাতীয় মক্ষিকা আসিয়া প্রায় সমস্ত শীষ খাইয়া ফেলে। ইহাদের দুর্গন্ধ এত অধিক যে যদি কোন অর্দ্ধপক্ক শীষ ঘরে আনিতে চাউল করা যায়; কাহার সাধ্য যে সেই চিক্ক ও দুর্গন্ধ তণ্ডুল সলাধঃকরণ করে, আপনি বা আপনার কোন পাঠক যদি এই মক্ষিকাকৃত দৌরাত্ম্য নিবারণের পন্থা বলিয়া দিতে পারেন, বিস্তর উপকার হয়।—বশম্বদ "মানভূম"।

টমাটো

মান্যবর শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি প্রতি বৎসর অল্প জমিতে বিলাতী সবজীর চাষ করিয়া থাকি। আজ দুই বৎসর যাবৎ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টমেটোর চারা রোপণ করি, সময়ে কিন্তু তাহার চতুর্থাংশের একাংশও ফল ভোগ করিতে পাই না। চারা রীতি মত চাষের ৮।৯ ইঞ্চি দীর্ঘ হইলে চাষের জমিতে রোপণ করা হয়, জল সেচনাদিও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করাইয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ গাছই ১৷৷০ ফুট ২ ফুট দীর্ঘ হইলে হঠাৎ পাতা গুলি ঝলসিয়া পড়ে, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন পোকাতে গাছের মূলদেশ কাটিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এই ভাবে ২।৩ দিন থাকিয়া শাখাসহ শুকাইয়া যায়। জল সেচনের দোষে এরূপ হয় কি না—পরীক্ষার্থ আমি টমেটো ক্ষেত্রকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রথম খণ্ডে দিনে দুই বেলা ও দ্বিতীয় খণ্ডে দিনে এক বেলা এবং তৃতীয় খণ্ডে এক দিবস অন্তর জল দিবার ব্যবস্থা করি; চতুর্থ খণ্ডে জল দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিই। কিন্তু এক এক সপ্তাহ পরে দেখা যায় যে চারি খণ্ডেই সমান ভাবে গাছ মরিয়াছে, অতএব আশা করি, মহাশয় ইহার প্রকৃত কারণ ও তাহার নিবারণোপযোগী উপায় জানাইলে সবিশেষ উপকৃত হইব।

নিবেদক
শ্রীবন্ধবিহারী ধর—ডাক্তার।
ভেড়গাউ চা বাগান। পোঃ চাটগাড়ি।
২৮।১১।১৯০০। নঙ্গলবই আসাম।

—আপনি রোগগ্রস্থ টমাটো গাছ দুইটী পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

কপি

মহাশয়!

আমাদের এখানে ডুমহেড বাঁধা কপির প্রায় সমস্ত গুলিতেই পোকা লাগিয়াছে—পোকা প্রায় ১ ইঞ্চি দীর্ঘ নরম, গোল, গায়ে একটী একটী রেখার দাগ। এই ভীষণ পোকা নিবারণের যদি কোন উপায় বলিতে পারেন, বিশেষ বাধিত হইব।

আপনার পুস্তকে (বিলাতী-সবজী চাষ) অনেক বিষয় লিখিত আছে কিন্তু বাঁধা কপি অল্প বাঁধিতে আরম্ভ করিলে বাহির হইতে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া উচিত কি না তাহা লেখা নাই। অনেকেই এরূপ বাঁধিয়া দেন বটে, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন যে এই প্রকার বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহার আভ্যন্তরিক বাঁধার কোন সাহায্য হয় কি, কেবলমাত্র মনের আবেগেই তদ্রূপ করা হয়। ইতি,

বশম্বদ
শ্রীবিনোদ বিহারী মজুমদার, ডাক্তার, সাহাজানপুর।

১। পোকা পাঠাইবেন।

২। উক্ত পুস্তকের ৩০ পাতা দ্রষ্টব্য।

বাঁধা কপি রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দিবার আবশ্যক করে না। আপনিই বাঁধে। মনের আবেগ বশতঃই অনেকে বাঁধা কপি বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দেন।

---

(২)

মহাশয়

কপির চারা উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া প্রশ্ন করা গেল, অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দিবেন।—

১। কপির চারা সাধারণতঃ ৩।৪ অথবা ৫ পত্র বিশিষ্ট হইলেই স্থানান্তরিত করিতে হয়। যদি ইহার পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করা যায়, তবে কোনও রূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে কি না লিখিবেন।

২। কপির চারা প্রথমতঃই খুব লম্বা হইয়া উঠে। এই সময়ে যদি ইহার গোড়ায় মাটী না দেওয়া যায়, তবে ইহা নিতান্ত দীর্ঘ হয় ও হেলিয়া পড়িয়া পড়ে। এতদবস্থায় ইহার গোড়ায় মাটী দেওয়া অথবা ইহার গোড়া খুসিয়া মাটী আল্‌গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না লিখিবেন।

৩। ফুলকপি ও বাধা কপির চারা কতবার স্থানান্তরিত করিলে ভাল হয় এবং কোন্ কোন্ সময়ে স্থানান্তরিত করিয়া কত দিন পর্য্যন্ত রাখিতে হয় এবং স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিবার সময়ে চারার কাণ্ড কতদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিতে হয়, তাহা লিখিবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীঅমূল্য চরণ রায়—বরিশাল।

১। ৪।৫টি পত্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কপি চারা আবশ্যক হইলে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। অভ্যস্ত না থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। হাপরে জল সেচন করিয়া, ৩।৪ ঘণ্টা পরে ক্রমশঃ সুক্ষ্ম একটি কাটির সরু অগ্রভাগ দিয়া অনায়াসে অতি ক্ষুদ্র চারা বিনা আপত্তায় স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

২। কপি চারা খুব লম্বা হইয়া বাহির হয় না। ঐরূপ হইলে, বুঝিবেন—বীজের হাপর হয় ছায়াযুক্ত স্থানে হইয়াছে অথবা হাপর সদাসর্ব্বদা ঢাকা দেওয়া থাকে। চারার গোড়া খুসিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। ফুলকপি অন্ততঃ তিনবার স্থানান্তরিত করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। প্রথমবার বীজ বপনের একমাস পরে, ২য় ও ৩য়বার ১৫ দিবস অন্তর ফুল কপি চারা নাড়িয়া পুতিতে হয়। তৎপরে ক্ষেত্রে লাগাইলে ভাল হয়। বাঁধাকপি হাপরে ঘন হইয়া চারা বাহির না হইলে, একবারে ক্ষেত্রে রোপিত হয়। ক্ষেত্রে রোপণকালে চারার কাণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা যাইতে পারে।

লজ্জাবতী লতাদি, খেজুর, নারিকেল, আতা, পেয়ারা ও আলু।

মহাশয়!

এমন কি গুণ আছে যে :—

স্পর্শ মাত্র লজ্জাবতী লতা এবং সন্ধ্যাসমাগমে মান্দার গাছের পাতা সঙ্কুচিত হয়?

শীতকালে সাধারণতঃ সকল গাছই রসহীন হয়, কিন্তু খেজুর গাছের এবম্বিধ রসাধিক্যের কারণ কি যে, প্রতি রাত্রিতেই ৭।৮ সের পরিমাণ রস নির্গত হয়?

৩। নারিকেল গাছের সার কি? আমাদের এখানকার নারিকেল গাছ উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রদান করে না কেন এবং অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয় কেন?

আতা ও পেয়ারার কলম করিতে পারা যায় কি না? পারিলে কিরূপ কলম কাটা উচিত?

কিরূপ মাটিতে এবং কোন সময়ে গোল আলুর চাষ হওয়া উচিত?

বলা বাহুল্য :—তৃতীয় প্রশ্নটী, বর্দ্ধমান অনুষ্ঠান হইতে প্রকাশিত "ভারতশ্রী" নামক মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলাম। উহা হইতে যে উত্তর পাইয়াছি সেরূপ নিয়ম পালন করিয়াও কোন ফল পাই নাই।

নিঃ শ্রীজ্ঞানাকান্ত গুহ,

চারিগাঁ, ঢাকা।

১। লজ্জাবতী লতার পত্র বৃন্ত এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে উহার কোষগুলি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে। কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত

হইলে অথবা বৃক্ষে উত্তাপ লাগিলে বৃক্ষের উপরিভাগের কোষসমূহ হইতে জল নির্গত হইয়া পত্রের কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে বৃক্ষের আয়তন সঙ্কুচিত হয় এবং এই সঙ্কোচনের জন্যই সমস্ত পাতাটি পড়িয়া যায় ও ছোট পাতাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। আবার উত্তাপ হ্রাস হইলে, কিম্বা উদ্ভিদের স্বীয় ধর্ম্মে উক্ত জল নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলে পাতা প্রসারিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আকার ধারণ করে।

শালিতা মাদার প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বিবীজপত্রীয় বৃক্ষের (Leguminosae) পত্র সন্ধ্যা সমাগমে মুদ্রিত হইয়া থাকে। তেঁতুল, শিম, মুগ প্রভৃতি এই সমস্ত বৃক্ষের পত্রবৃন্তের সহিত আলোকের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে আলোকের আধিক্য হইলে পত্রবৃন্তের বক্রদেশ অংশ পত্রসমূহকে বিস্তার করিয়া দেয়, আবার আলোকাল্পতা হইলে, উক্ত অংশ এরূপভাবে বাঁকিয়া যায় যে পত্র সকল মুদ্রিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় আলোক কমিয়া যাওয়ার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আপনার ১নং প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর এইরূপ। এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে বৃক্ষের অবয়ব প্রভৃতির নির্ম্মাণ প্রণালী এবং তাহাদের সহিত বাহ্য বস্তুসমূহের সম্বন্ধ, এ সকল বিষয় বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত দুইটি পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

Sach's Text book of Botany

English Edition translated by

S H Venis F. R. S.

Darwin's Movements of Plants,

২। বসন্তকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৃক্ষের নূতন পত্রোদ্গম হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক বৃক্ষে রস সঞ্চিত হয়। যে সমস্ত বৃক্ষ শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যেমন সাধারণ শস্য প্রভৃতি তাহাদের কাণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে তাল খেজুর প্রভৃতি দীর্ঘজীবনশীল বৃক্ষ সমূহের কাণ্ডে অধিক পরিমাণ রস সঞ্চিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে খেজুর বৃক্ষের যখন রস লওয়া হয় তখন বৃক্ষের নিম্নস্থিত পত্রসমূহ ছাঁটিয়া ফেলা হয়। পত্র দ্বারা যে পরিমাণ রস শোষিত হইয়া থাকে, পত্রের সংখ্যা কমাইয়া ফেলায় তাহার মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথচ বৃক্ষের সঞ্চিত রস এবং মূল দ্বারা আকর্ষিত রসের পরিমাণ প্রায় একই প্রকার থাকে। এই সমস্ত কারণে খেজুর তাল প্রভৃতি বৃক্ষে অধিক পরিমাণে এবং অন্যান্য বহুবিধ উদ্ভিদে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে রস বহির্গত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের কাণ্ডের উর্দ্ধতম প্রদেশে রস বহন করিবার শক্তির পরিমাণ এবং রস সঞ্চারণের নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতদিগের মতদ্বৈধ হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অনেক উদ্ভিদের শীতকালে পুষ্পদণ্ড কর্ত্তন করিলে রস বহির্গত হয়। এই রস বহির্গমন প্রণালী এবং বহির্গত রসের রাসায়নিক প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বৃক্ষের স্বভাবগত ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে।

৩। ৩য় সংখ্যা "কৃষকের" ৬৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

পেয়ারার গুল কলম হয়। আতার কলম হয় না।

৫। ৯ম সংখ্যা "কৃষকের" ১৩৭ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

জাব পোকা।

সীম গাছের পোকা সম্বন্ধে ১১ই অগ্রহায়ণের 'কৃষকে' কয়েকটী কথা লেখা হইয়াছে। এই জাতীয়

পোকার বিষয় কিছু বিশেষ রূপে বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সর্ষপ গাছ এই জাতীয় পোকা দ্বারা প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। সর্ষপ গাছে যে পোকা লাগে উহাকে সাধারণতঃ জাব-পোকা বলে বলিয়া আমরা এই জাতীয় পোকার নাম জাব-পোকা দিলাম। সর্ষপ গাছের এক প্রকার জাব-পোকা (Aphis brassicæ), আমু, মূল-কপি, বাঁধা-কপি, তামাক, অড়হর, সালগাম, মূলা, প্রভৃতি গাছকেও নষ্ট করে। যে জাব-পোকার দ্বারা কোন কোন বৎসরে সর্ষপ রাই ও বেন্টী-সর্ষপের বিশেষ ক্ষতি হয় উহার নাম রোপালোসাইফম্ ডাইএন্থাই (Rhopalosipohum dianthi). এই দুই জাতীয় জাব-পোকা ছাড়া আরও অনেক প্রকার জাব-পোকা ফসলের সমূহ ক্ষতি করে। কাইলাফেরা নামক এক জাতীয় জাব-পোকা আঙ্গুর ফলের গাছের শিকড়ে, ডালে ও পাতায় সর্ব্বত্র চড়িয়া পড়িয়া আঙ্গুরের চাষের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। চা-বাগানে কৃষ্ণ-বর্ণের এক জাতীয় জাব-পোকা (Ceylonia thaicola) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চা-গাছের কচি পাতার রস খাইয়া গাছের অনেক ক্ষতি করে।

সীম-গাছের অড়হর গাছের বা সর্ষপ গাছের জাব-পোকা (Aphis brassicæ) যদি কেহ চাকিয়া রাখেন তবে দেখিতে পাইবেন উহারা মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। মধুর ন্যায় এক প্রকার সুমিষ্ট পদার্থ উহাদের গাত্র হইতে বাহির হয়। এই পদার্থ আহরণ করিবার জন্য পিপীলিকা সার বাঁধিয়া জাব-পোকাযুক্ত গাছের দিকে ধাবিত হয়। পিপীলিকার আক্রমণ জাব-পোকা নাশের একটী প্রধান উপায়।

আর একটী স্বাভাবিক উপায় দ্বারা জাব-পোকার নাশ হয়। কিলোমেনিস্ সেক্সমাকুলাটা (Chilomenes Sexmacalata) প্রভৃতি অনেক জাতীয় লেডোপোকা জাব-পোকা খাইয়া ফেলে।

কেহ কেহ মনে করে পুবে হাওয়া দ্বারা বা কোয়াশা দ্বারা জাব-পোকা আসিয়া থাকে। এ একটা কথার কথা। ইংলণ্ডেও চাষাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস এককালে ছিল, এখনও স্থানে স্থানে আছে। এই পোকার বৃদ্ধি এত অদ্ভুত প্রকারে ও এত সত্বর হইয়া থাকে, যে সূক্ষ্মদৃষ্টিবিহীন কৃষকগণ যে ইহার উৎপত্তির কোন কাল্পনিক কারণ দেখাইবে তাহার আর বিচিত্র কি? স্ত্রী-পতঙ্গ প্রায় পক্ষবিহীন অতি ক্ষুদ্রকায় ও সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। ইহারা অণ্ড প্রসব না করিয়া এক কালীন কীট প্রসব করে। এই কীটের ক্ষুধা অন্যান্য কীটাপেক্ষা কিছু অধিক। অতি ক্ষুদ্রকায় হইলেও কচি কচি ডালের ও পাতার অনেক রস খাইয়া ফেলে ও গাছকে বাড়িতে দেয় না। ইহাদের মধ্যে পুংজাতীয় কীট প্রায় থাকে না। পুং কীটের সাহায্য ব্যতীত স্ত্রী-কীটগুলি অণ্ড কীট প্রসবে সক্ষম হয়। কয়েক পুরুষ অন্তর পুংকীটের আবশ্যক করে না। এইরূপ গর্ভাধানের নাম পার্থিনোজেনেসিস্। প্রথমে কীটগুলি না পুরুষ না স্ত্রী প্রায় এই অবস্থায় থাকে, ক্রমশঃ প্রায় সকলগুলিই পক্ষ-বিহীন স্ত্রী-পতঙ্গ (Agamogenetic females) হইয়া দাঁড়ায়, দুই একটা পক্ষবিশিষ্ট পুং-পতঙ্গ হয়। প্রথমাবধিই যে সকল কীট লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়া জন্মে, সেগুলি কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই পক্ষবিশিষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এইরূপ স্ত্রী-পতঙ্গ পুং সংস্রবের পরে, অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ড ৪।৫ মাস কাল অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে।

এখন মনে করুন অণ্ড হইতে প্রস্ফুটিত একটী স্ত্রী-পতঙ্গ পুং-সংস্রবের পরে উড়িয়া আসিয়া সীমের কোরকের উপর বসিয়া ১০টী ছানা পাড়িল। এই ১০টীর প্রত্যেকটীই প্রায় স্ত্রীজাতীয় দেখা যাইবে। কয়েক দিবসের মধ্যেই এই দশটির প্রত্যেকটী দশ দশটী করিয়া ছানা পাড়িল, ৪।৫ দিবস অন্তর

তাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত এইরূপে এক একটী স্ত্রী পুং সংস্রব না হইলেও বংশটী করিয়া ছানা প্রসব করিয়া যাইবে। যদি সীম-লতায় পিপীলিকা লাগিয়া যায় অথবা অন্য কোন কীট আসিয়া যদি জাব-পোকাগুলিকে নষ্ট করিয়া যায়, তবেই বৃদ্ধির রোধ হয়, নতুবা দুই মাসের মধ্যে একটী পতঙ্গ হইতে কোটি কোটি জাব-পোকা সীম গাছে ছাইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এক একটী জাব-পোকা ১০টী করিয়া বাচ্চা না পাড়িয়া প্রায় ১০০টী করিয়া পাড়িয়া থাকে, এবং ১০০টীর হিসাবে ধরিয়া দেখিলে দুই মাসের মধ্যে একটী হইতে অগণন পোকা জন্মিতে পারে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। পুং ও স্ত্রী জাতীয় পতঙ্গ সর্ব্বশেষের পুরুষেই জন্মে, তাহার পর কয়েক মাস অণ্ডাবস্থায় থাকিবার কারণ এই পোকা কেহ দেখিতে পায় না। অণ্ড হইতেও পুং ও স্ত্রী উভয় জাতীয় কীট জন্মিয়া থাকে।

এখন প্রতিকারের ব্যবস্থা কি? জাব-পোকা মারিবার জন্য যত প্রকার পদার্থ ব্যবহার হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গন্ধকের গুঁড়া ও চুণ শ্রেষ্ঠ। এই দুই পদার্থের মিশ্রণে জাব-পোকা-নাশক একটী বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এই :—১৮ সের পোড়া পাথুরে চুণ (unslaked lime), ৯ সের গন্ধকের গুড়া এবং লবণ ৭ সের সংগ্রহ করিতে হইবে। ৪॥০ সের চুণ জল দিয়া ঠাণ্ডা (slake) করিয়া লইয়া ৯ সের গন্ধকের সহিত ২৫ সের জলে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে অবশিষ্ট চুণ ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া, লবণের সহিত, উক্ত সিদ্ধ জলের মধ্যে ফেলিয়া, আরও অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা কাল ফুটাইয়া লইতে হয়। পরে নামাইয়া ১০ মণ জলের সহিত ঐ সিদ্ধ পদার্থগুলি মিশাইয়া, কিছু উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পিচ্‌কারি বা সেচন-কল (Vaporiser বা spraying machine) দ্বারা গাছে প্রয়োগ করিতে হয়। তবে আঙ্গুর ফলের গাছ বা চা-বাগানের রক্ষার জন্য এত কাণ্ড করা যাইতে পারে। সীম বা অন্যান্য গাছের জাব-পোকাকে পিপীলিকার হাতে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকাই ভাল। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যদি পিপীলিকা না থাকিত, তাহা হইলে আলু, পটল, কপি প্রভৃতি সকল ফসল মানুষের পেটে না গিয়া জাব-পোকার পেটেই যাইত।

শিবপুর
১৮।১১।১৯০০ } শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট ১৮৯৯-১৯০০।

বর্দ্ধমান আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য বিবরণ আমরা "কৃষকে" বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে তদন্যেওন আবর্দ কৃষিক্ষেত্রে কি কি কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

এখানেও (১) সার, (২) নূতন উৎকৃষ্ট কৃষিযন্ত্র, (৩) চাষাবাদের বিভিন্ন প্রথা এবং (৪) নূতন নূতন জাতি ফসল—এই কয় প্রকার বিষয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

১। সার।

ধান্যক্ষেত্রে গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খইল, গোবরের ছাই, গোবরের ছাই ও সোরা (মিশ্রিত), গোবর সার ও রেড়ির খইল (মিশ্রিত) এবং হাড়ের গুঁড়া ও সোরা (মিশ্রিত) ব্যবহার করা হইয়াছিল। রেড়ির খইল সার প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান্য জন্মিয়াছিল। হাড়ের গুঁড়া ধান্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সার প্রতিপন্ন হইয়াছে!

বিলাতে মারকণী নামে একজন সাহেব অনেক আলোচনা ও পরীক্ষার পর স্থল হইতে জল মধ্যস্থিত জাহাজে এই অভিনব উপায়ে তাড়িত সঞ্চালনের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐরূপে তাড়িতসঞ্চালন সিস্‌টেমের নাম মারকণী সিস্‌টেম নাম দিয়াছেন। ১৫ বৎসরের জন্য তাঁহার পেটেণ্ট থাকিবে। যিনি তাঁহার উপায় অবলম্বন করিয়া তাড়িত সংবাদ পাঠাইবেন, তাঁহাকে ১০০ পাউণ্ড প্রায় ১৪০০ হাজার টাকা দিতে হইবে। ক্যাপ্টেন ডাকসন সাহেবও উক্তরূপ তাড়িত সঞ্চালনে অন্য প্রকার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু ৫০ মাইলের অধিক দূর সংবাদ প্রেরণে সক্ষম হন নাই। মারকণী সিস্‌টেমে ১০০ মাইলের উপর সংবাদ পাঠান যায়।

ষ্টেট টেলিগ্রাফ বিভাগের ইনিস্‌পেক্টর এম, উইলট উক্ত বিষয়ের অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, যদিও ভূপৃষ্ঠে বড় বড় তার প্রোথিত করিয়া ও তদুপরি তাড়িত যন্ত্রাদি সন্নিবেশিত করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংবাদ পাঠান হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এস্থলে তাড়িত প্রবাহ বায়ু মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয় না। একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ, তিনি বলেন যে, তাহা হইলে পৃথিবী গোলাকার বলিয়া ৪০ মাইলের অধিক দূরে সংবাদ পাঠাইবার অসুবিধা হইত। কিম্বা কুজ্ঝটিকা বা ঝড় বৃষ্টির সময়ে তাড়িত সংবাদ পাঠান যাইত না। ভূপৃষ্ঠের এক একটী ভিন্ন স্তর অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্থানের তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে সংবাদ বিনা বাধা ব্যতিক্রমে সঞ্চালিত হইবে। কলিকাতা হইতে পোর্ট ক্যানিং যে স্তরে তাড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হইবে, কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে অন্য একটী স্তর অবলম্বন করিয়া তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালন করিতে হইবে।

মিঃ ওয়াকার মোস্‌লী বিনা তারে টেলিফোন বসাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। টেলিগ্রাফের মত ইহাতেও দণ্ডের উপর টেলিফোন যন্ত্রাদি বসাইতে হয় এবং ব্যাটারির অপরাংশ ভূমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তিনি বলেন যে তার দীর্ঘে যতদূর ভূমধ্যে সন্নিবেশিত হইবে, তত অধিক দূর তাড়িত শক্তি সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই সংখ্যা নমুনাস্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকাভিলাষীমহোদয়গণ শীঘ্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

• • এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। • • কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। • • "এডুকেশন গেজেট"।

• • কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত ইহাতে (কৃষকে) সাহিত্য ও সাধারণ সংবাদাদি আলোচিত হয়। পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "প্রিয়ম্বদা"

"কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।"

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীবসন্তকুমার মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৫ পৌষ সোমবার ১৩০৭ সাল। [১১শ সংখ্যা

সূচী।

	পৃষ্ঠাঙ্কে।
কৃষি সংবাদ	১৬১
গাছের নাম নিরূপণ	
বিবিধ সংবাদ	
কলিকাতা	
নবনেক্ষিকার উক্তি	
প্রজাপতির উক্তি	
বাগানের মাসিক কার্য্য...	
পত্রাদি	
মফস্বল সংবাদ	
লাহার চাষ	
বিলাতী...	
মৃত্তিকা তত্ত্ব	
বিশেষ দ্রষ্টব্য	

কৃষি সংবাদ।

চা-রপ্তানি।—১৭ই জানুয়ারি হইতে ১৯শে নভেম্বর ১৯০০) পর্য্যন্ত সিংহল হইতে সর্ব্ব সমেত ১২৬, ৯৯০,৭৫০ পাউণ্ড চা-রপ্তানি হইয়াছে।

কৃষি ব্যাঙ্ক।—কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনোদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় যে কমিটি বসিবে মাননীয় রায় বাহাদুর বি. কে বসু সি, আই, ই তাহার অন্যতম মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্ম্মার বিলাতী সবজী ও ফল।—বর্ম্মার বিলাতী সবজী ও ফল চাষে বিশেষরূপ সফলতা লাভ হয় নাই। বর্ম্মার জল বায়ু বিলাতী ফলাদি উৎপাদনে বিশেষ অনোপযোগী না হইলেও তত্রত্য চাষীদিগের চাষাদির প্রণালীর অজ্ঞতা হেতু অদ্যে সুফলপ্রাপ্তি ঘটে নাই।

তামাক চাষ।—ভাড়া রাজ্যের তামাক চাষীরা তামাক চাষের সঙ্গে সঙ্গে কফির চাষ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তামাকের আবাদ ভাল না হইলে কফির চাষে ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। কিন্তু কফির আদর ক্রমে কমিতেছে দেখিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেছেন তামাকের সঙ্গে ইক্ষুর চাষ করা ভাল। ইক্ষু চাষের

জমীতে প্রচুর পরিমাণে সার দিতে। হয় ইক্ষু আবাদের পর ঐ সারবান জমীতেই তামাক চাষ ভালরূপ হইতে পারে।

বোম্বাই প্রদেশে ফসলের অবস্থা—বম্বে গভর্ণমেণ্ট। খারওয়াবের স্থানে স্থানে সামান্য দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল, কানাড়া অঞ্চলে আদৌ হয় নাই। নাবি খুষ্টারি হৈমন্তিক শস্যের বড়ই অনিষ্ট হইতেছে। রবি শস্য বপনের সময় প্রায় কাটিয়া গেল। ছোটা জল ভিন্ন আর উপায় নাই। মোটের উপর ৮০ আনা আনা রকম জমীতে আবাদ হইয়াছে। দক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে যে যেখানে জল সেচনের সুবিধা আছে সেখানকার রবি শস্যের অবস্থা মন্দ নহে।

উদ্ভিদের সঙ্গীত প্রিয়তা।—নিউ ইয়র্ক নগরের বিখ্যাত সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ প্রোফেসর হান্স টাট-গলি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মনুষ্য-পশু-পক্ষির ন্যায় বৃক্ষলতাদিও সঙ্গীত প্রিয়। তিনি বলেন যে, যেখানে সঙ্গীত-চর্চ্চা হয় তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদি শীঘ্র সতেজে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঐ সকল বৃক্ষ লতাদি খোসময়ের পূর্ব্বেই মুকুলিত ও পুষ্পিত হইতে দেখা যায়। বোষ্টনের সঙ্গীত বেত্তা বলেন যে, তিনি যখন—তান লয় সুদ-ক্ষত সঙ্গীতালাপ করিতে থাকেন তখন তাহার নিকটবর্ত্তী লজ্জাবতী গাছটী পাতা বিস্তৃত করিয়া, শাখা প্রসারণপূর্ব্বক যেন সেই সঙ্গীত সুধা পান করিতে থাকে। কিন্তু যখন সঙ্গীত তান লয় সঙ্গত না হয়, তখন গাছটীর পাতাগুলি মুড়িয়া যায়; ও গাছটী কাঁপিতে থাকে।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চ্যাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া ভ্যালুপোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

সোণা রূপা।—বিগত ৭ই তারিখে গবর্ণমেণ্ট কোষাগারে ৭ কোটি টাকার উপর রৌপ্য ও ১১০ কোটির সোণা মজুত ছিল।

—ক্রুগার প্যারিস্ হইতে কলোন যাত্রা করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ এবং বেলজিয়ান রেল ষ্টেশনের লোকেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মাননা করিয়াছিল।

—লণ্ডনে প্রত্যহ ৯০,০০০ পাউণ্ড প্রায় ১০০০ মণেরও অধিক চা, এবং ২,২০৩,৪০০ বোতল 'বিয়র' মদ খরচ হইয়া থাকে।

—গত বৃহস্পতিবার ডিমলার রাজবাড়ীর হত্যা সম্বন্ধে হেডকনেষ্টবলের বিচার চলিতেছে। এই হেডকনেষ্টবল দারোগা ছিলেন। বিচার ফল অবগতি পর ক্রমে ইহার অধোগমনের কারণ উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইব।

—ডিমলার রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুর উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ করেন নাই। বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তাঁহার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইবে, তত-দিন তিনি কুঠিতে দেখা করিবেন না। সুবিচারকের উপযুক্ত কথা বটে। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্য-বাদ দি।

—শুক্রবার সন্ধ্যার বার্ত্তাবহ ছাপা হইতেছে এমন সময় জানিতে পারিলাম, ডিমলার রাজা বাহাদুর অব্যাহতি পাইয়াছেন। হেডকনেষ্টবল রাজনাথ বাবুর নাকি চাকুরি থাকিবে না। কেন?—হুং বাঃ।

পাতিয়ালা মহারাজকুমারের শিক্ষা।—পাতিয়ালার শিশু মহারাজের শিক্ষার ভার একটী বিলাতী সাহেবের হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইল। অম্বালার ডাক্তার জেমস্ সাহেব তাঁহার অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বদা সাহেব সহবাসে মহারাজ-কুমার জাতীয়ত্ব ভুলিয়া যাবে পুরা সাহেব হন এইটুকু ভয়!

—রিলিফ কার্য্যে সোলাপুর, সাতারা প্রভৃতি স্থানে পুনরায় লোক সংখ্যা বাড়িতেছে। বড় বড় পূর্ত্তকার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ১০ লক্ষ টাকার পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয় হইবে। দানগ্রহীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে।

—জার্ম্মাণি জানাইতেছেন যে লোহিত সাগরের যে দ্বীপটী এখন অধিকার করিয়াছেন সেটী চিরকাল অধিকার করিয়া থাকিবেন না। চীনের এই গোল-যোগের ভগ্ন সেইখান হইতে করলা লইবার একটী আড্ডা করিতে চাহেন।

আদামে স্ত্রীশিক্ষা।—সুদূর আদামেও স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে সর্ব্বসমেত ৮,৫৪২ জন ছাত্রী স্কুলে লেখা পড়া শিখিতেছে তন্মধ্যে শতকরা ৬৫ জন হিন্দু বালিকা। মুসলমানেরাও স্কুলে কন্যা পাঠাইয়া তাহাদের পড়াইতেছেন। স্কুলে ক্রমে মুসলমান বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

—জাপানে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একটী বৃক্ষ রোপিত হয়। যতদিন না সেই শিশুর বিবাহ কাল উপস্থিত হয় ততদিন সেই গাছটী পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিবাহের সময় সেই বৃক্ষটী ছেদন করিয়া তাহার কাষ্ঠে গৃহসজ্জার উপযোগী নানা প্রকার আসবাব তৈয়ারি করা হয়। জাপানি যুবক যুবতী অন্যান্য গৃহ সজ্জা অপেক্ষা সেইগুলির অধিক আদর করিয়া থাকে।

বিলাতী জ্যোতির্ব্বিদ।—বিখ্যাত বিলাতী জ্যোতির্ব্বিদ সার নরমান্ লেকিয়ার অনাবৃষ্টি ও আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সম্প্রতি এক অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে সূর্য্য এবং শনি প্রভৃতি গ্রহগণের বিভিন্ন ভাবে সমাবেশই অনাবৃষ্টির একমাত্র কারণ। আমাদের পূজনীয় হিন্দু ঋষিগণ কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে এই কথা বুঝিয়া গ্রহগণকেই অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবী বিপদের কারণ বলিয়া তাহাদের শান্তির নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ভয়ানক প্রতারণা।—মংপো নামক জনৈক ব্রহ্মদেশবাসী গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগে রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অত্যন্ত লোভপরবশ হইয়া মংপো গভর্ণমেণ্টের পাশ ও রসিদ জাল করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া নিজ উদর পূর্ত্তি করিত। সম্প্রতি ধরা পড়ায় মংপো সাহেবকে বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে।

অদ্ভুত সম্মান।—আসাম প্রদেশে ১২৭ বৎসর বয়সে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল বলিয়া উহার মৃতদেহের প্রতি নানা বিধ সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত উহার মৃতদেহের সৎকার করা হয় নাই। অতি অদ্ভুত সম্মান প্রদর্শন তাহার আর সন্দেহ নাই!

একত্রে পাঁচ সন্তান।—মান্দ্রাজের কোনও নায়ার জাতীয় স্ত্রীলোক কয়েক দিন পূর্ব্বে একত্রে পাঁচটী শিশু প্রসব করিয়াছিল। শিশুদিগের মধ্যে দুইটী পুরুষ, দুইটী স্ত্রী এক একটী নপুংসক ছিল। শিশুদিগের মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রসূতিও জীবিতা নাই।

—সম্রাট উইলিয়াম ক্রুগারের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু করাসী ও বার্লিনের খবরের কাগজ ওয়ালারা তাঁহার মতের পোষকতা করিতেছেন না। তাঁহারা বলেন যে বুয়র কর্ত্তৃক বুয়র রাজ্য পুনরুদ্ধারের আর প্রত্যাশা নাই তবে কেন আর ক্রুগারকে বৃথা আশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া অযথা রক্তপাত বৃদ্ধি করা।

কাশির "কালিদাস" সম্পাদক।—এলাহাবাদ হাইকোর্টে কালিদাস সম্পাদকের মোকদ্দমার আপীল হইয়াছিল। আপীলের দরখাস্তে লেখান হইয়াছিল যে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল তাঁহার ঐ মোকদ্দমা বিচারের অধিকার নাই এবং তিনি অযথা অত্যন্ত অধিক টাকার জামিন চাহিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়কে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। তিনি আপীলের নিষ্পত্তি অপেক্ষা করিতেছেন।

কাবাসি ও জাপানেরা ফিল্ড মারসালকাউন্ট টম ওয়ালজয়সীর মত হইয়া পিকিনের দর্শনমন্দির (Pekin Observatory) হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শনোপযোগী যন্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিতেছেন। তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন।

—কেপটাউনে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ লর্ড রবার্টসকে তাঁহার সম্মাননার জন্য একখানি তরবারি উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই উপলক্ষে লর্ড রবার্টস তাঁহার সৈনিকদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইংরাজ ও বুয়রদিগের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব স্থাপনের কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না হয় ইহাও তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত।

অদ্ভুত সন্তান।—ভুনভুনা (আসাম) হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে ভুনভুনা চা-বাগিচার একজন কুলী রমণী একটী অত্যদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছে। সদ্যজাত শিশু কন্যার দুইটি মাথা, চারিটি হাত, তিনটী পা ও দুইটী জননেন্দ্রিয়। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই যেন একটী দেহে যথানিয়মে সংশ্লিষ্ট; কেবল তৃতীয় পা খানি নেরুদণ্ডের নিম্নদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। শিশুটী কয়েক ঘণ্টা কাল বাঁচিয়াছিল। শিশুদেহটী বাগানের হাঁসপাতালে আরোকে রেখিয়া রাখা হইয়াছে।

কুবুদ্ধির ফল।—সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ভদ্র সন্তান। সঙ্গ দোষে সুরেন্দ্র নাথ খারাপ হইয়া গিয়াছিল। চরিত্রদোষ হইলে অর্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে হয়, সুতরাং সুরেন্দ্র নাথকেও অর্থের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এক দিন সুরেন্দ্রনাথ তাহার জনৈক সঙ্গীকে লইয়া সুরেন্দ্রের কোনও ধনী আত্মীয়ের বাটীতে লুকাইয়া প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া আত্মীয়ের ক্যাস বাক্সটী লইয়া উভয়ে সরিয়া পড়ে। ক্যাস বাক্সে নগদ টাকার ও অলঙ্কারে প্রায় ৮০০৲ আট শত টাকা ছিল। উভয়ে বাক্সটী রাখিবার স্থান না পাইয়া একটী পুষ্করিণীর মধ্যে লুকাইয়া রাখে। সুরেন্দ্রের সঙ্গীকে পুলিশে দেওয়ায় সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয় ও ক্যাস বাক্স পুষ্করিণী হইতে বাহির করে। বিচারে সুরেন্দ্রনাথের এক শত টাকা ও উহার সঙ্গীর পঞ্চাশ টাকা মাত্র অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

অতি লাভের পরিণাম।—রানাপুরের জনৈক স্বর্ণকারের নিকট একদিন এক জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সে তাড়াতাড়ি সমস্তই নয়ের প্রভাবে দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারে বলিয়া স্বর্ণকারের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। দ্বিগুণ হইবার আশায় স্বর্ণকার সাধুর নিকট প্রায় আট শত টাকার মোহর আনিয়া উপস্থিত করে। এবং সাধুর আদেশ মত উহা একটী মাটির পিণ্ডের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। পরে সাধু উহাকে দেয়াশালাই আনিবার জন্য আদেশ করে। স্বর্ণকার দেয়াশালাই আনিতে গেলে সাধু নিজের ঝুলি হইতে একটি মাটির পিণ্ড বাহির করিয়া স্বর্ণকারের পিণ্ডটী তোলার মধ্যে পুরিয়া ফেলে। স্বর্ণকার ফিরিয়া আসিলে উহাকে ঐ পিণ্ডটী একটী গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিতে বলে, ও পর দিবস উহা তুলিলেই উহার মধ্যস্থিত মোহরগুলি দ্বিগুণ হইবে বলিয়া চলিয়া যায়। পর দিন প্রাতঃকালে স্বর্ণকার পিণ্ডটী ভাঙ্গিয়া সাধুর কার্য্য বুঝিতে পারে ও পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ সাধুর অনুসন্ধান করিতেছে।

আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।—উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় নূতন নিয়ম করিয়াছেন, কোন ছাত্রের বয়স ১৬ বৎসরের কম হইলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। এ নিয়ম অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। এই নিয়মের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া আলাহাবাদের অনেকগুলি স্কুল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। গত বৎসরের ২০০ ছাত্র ১৬ বৎসরের কম বয়সে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বয়সের জন্য উপযুক্ত ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে না দেওয়ার কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির স্থলে সপ্রমাণ হইতেছে। এ বিষয়ে আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় একটু বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবেন।

সমুদ্রের গুণ।—যে সকল বৃক্ষ সমুদ্রের তীরে জন্মায়, তাহাদের পত্র সকল অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। সমুদ্রের লবণই এই স্থলেই প্রধান কারণ। আমরাও দেখিয়াছি, লবণাক্ত ভূমিতে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মায় তাহাদের পত্র সকলও অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে।

রেলে মৃত্যু।—অসাবধান হইয়া রেলপথ অতিক্রম করিতে যাইয়া মৃত্যুর কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। সম্প্রতি মাদ্রাজের নিকট কোনও রেলপথে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একখানি গতিশীল এঞ্জিনের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এঞ্জিনচালক অনেক চেষ্টা করিয়াও এঞ্জিনের প্রতি বৃদ্ধার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মস্তকে বস্ত্র আবৃত থাকায় বৃদ্ধা কিছুই শুনিতে পায় নাই। এঞ্জিনখানি ক্রমে বৃদ্ধার উপর আসিয়া পড়ায় অত্যন্ত আঘাত প্রযুক্ত বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে। নিয়তির লিখন খণ্ডন করিতে কাহারই সাধ্য নাই!

—ডিনাজপুর রাজা জানকী বল্লভ সেন বাহাদুরের প্রাসাদে যে আত্মহত্যা নামক একটী ভীষণ নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই অভিযোগটী এখনও বিচারাধীন। অথচ সহযোগী রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ বলিতেছেন যে, রাজা বাহাদুরের কোন দোষ নাই। দোষ থাকুক না থাকুক সে কথা এখন কিছুই বলিবার উপায় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বলিতে চাই না। বিচার ফল জানিয়া আমরা সত্য তথ্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। রাজা বলিয়া আমরা দোষ দেখিতে বা দেখাইতে অথবা গরীব বলিয়া গুণ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না।—বঃ বাঃ।

ফ্রান্সের লোক সংখ্যা।—জন্ম মৃত্যু তালিকা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে নানা কারণে ফ্রান্সের লোক সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এইরূপ ভাবে লোক সংখ্যা কমিতে থাকিলে ফরাসী রাজ্য শীঘ্রই জনশূন্য হইতে পারে। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য এমপিরিট সাহেব সেনেট সভা সন্নিধানে প্রস্তাব করিয়াছেন—যে স্ত্রী বা পুরুষ ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও বিবাহ না করিবে বিবাহের ৫ বৎসরের মধ্যেও যাহাদের সন্তান হইয়া অন্ততঃ একটীও জীবিত না থাকিবে তাহাদের উপর কর ধার্য্য হইবে। অন্য পক্ষেও যাহাদের চারিটীর অধিক সন্তান হইয়া জীবিত থাকিবে তাহাদিগকে সরকারী তহবিল হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইবে।

কলিকাতা।

আগামী ১১শে ডিসেম্বর শুক্রবারে লাট-ভবনের দরবার ঘরে বেলা ১১টার সময় লাট সাহেবের দরবার বসিবে।

বড় লাটের আগমন।—অদ্য বড় লাট বাহাদুর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় হাবড়া ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। তাঁহার যথা-রীতি অভ্যর্থনা হইবে।

নূতন আদেশ।—ভারতবর্ষের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় আদেশ দিয়াছেন যে, হাই-কোর্টের জজদিগকে ৬০ বৎসর বয়স হইলেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

ভেজাল ঘৃত। জোড়াবাগানের জনৈক মুদি ভেজাল ঘৃত বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া পুলিশে অভিযুক্ত হয়। চতুর মুদি বলে যে সে ঐ ঘৃত কাহাকেও খাইবার জন্য বিক্রয় করিত না। যাহারা ঐ ঘৃত লইয়া পূজা প্রভৃতির সময় প্রদীপ জ্বালে কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ঐ ঘৃত বিক্রয় করিত। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কিন্তু উহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া উহার দশ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

জাপানি সারকাস্। গড়ের মাঠে এক দল জাপানি সারকাসওয়ালা আসিয়া খেলা দেখাইতেছে। তাঁহারা দু একটী খেলা বেশ সুন্দর দেখাইলেও বন্দুর সারকাস ফেলিয়া বড় একটা লোক জাপানি সারকাস দেখিতে যায় নাই এবং ঐ সারকাসে বেশী লোক হয়

নাই। আমরা আশা করি এই সারকাসে যদি কিছু নূতন খেলা থাকে—প্রোফেসার বসুও সময়ে সেই সকল খেলা আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন।

দিনে ডাকাতী। শ্রীনাথ সেনের বাস ভবানীপুরে। শ্রীনাথ এক জন অবিদ্যার প্রেমে মজিয়া উহাকে অনেক টাকার গহনাপত্র দিয়াছিল। কালক্রমে শ্রীনাথের প্রেমের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায় ও শ্রীনাথ অবিদ্যাকে ত্যাগ করে। এক দিন ঐ অবিদ্যা তাহার গহনা পরিয়া দিবসে বসারোড্ দিয়া যাইতেছিল। শ্রীনাথ উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে ও বল প্রয়োগে অবিদ্যার গহনাপত্র কাড়িয়া লয়। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীনাথের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ম্যানেজারের বড়। ডায়মণ্ড হারবারের জনৈক জমিদারের ম্যানেজার অন্য এক বিপক্ষ জমিদারের সহিত এক খণ্ডজমি দখল উপলক্ষে বিবাদ করিয়া লোক জন ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বিপক্ষ পক্ষের সহিত যুদ্ধিত দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হয়। এই দাঙ্গার ফলে বিপক্ষ-পক্ষের অনেকেই গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। আলিপুরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ ষ্টার্ট সাহেব বিচার করিয়া ম্যানেজারকে ছয় মাসের জন্য শ্রীঘর বাসের আদেশ দিয়াছেন ও উহার ১০০০, এক হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে ম্যানেজারকে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মধুমক্ষিকার উক্তি।

প্রভাতে উঠিয়া, আলস ছাড়িয়া,
মধু অন্বেষণে, কাননে কাননে,
এ ফুলে ও ফুলে, মধু লয়ে তুলে,
ক্ষণেক সময়, না করিয়া ক্ষয়,
মধু আহরণ, করি সযতন।
চক্র নিরমিয়া, সঞ্চিত করিয়া
মধু রাখি তাতে, অসময়ে যাতে,
খাদ্য অনাটন, হবে না কখন।
হয়ে নিরলস, দিবস দিবস,
কিছু কিছু করি, যদি কোষ ভরি,
আসিলে দুর্দিন, হবে পরাধীন
হবে না হইতে, অন্যে মাগিতে,
না থাকিব আর কিম্বা অনাহার।
গৃহ নিরমিয়া, তাহাতে থাকিয়া
জলে তাতে শীতে, না হবে দুখিতে।
ক্ষমতা পাইয়া, আলস্য করিয়া,
পরের উপর কেন কর ভর?
পর অনুগ্রহ কিরূপেতে রহ?

আবেদ

প্রজাপতির উক্তি।

কতদিন ধরি, আরাধনা করি,
পাইনু এহেন বিচিত্র কায়।
পক্ষের শরণে, বিহরি গগনে,
নাচিয়া আমোদে দিবস যায়।
কুসুম ভবনে, নিত্য নিমন্ত্রণে,
মধুপানে তুষি রসনা মম।
আসে যায় দিন, চির চিন্তাহীন,
কেবা আছে হেন আমার সম?
উঠিলে তপন, উজ্জ্বল বরণ,
হাসিয়া ধরণী বদন খুলে।
পরিয়া তখন, মহার্হ বসন,
হাসি হাসি বসি বিবিধ ফুলে।
পেয়েছি জীবন, হবে আয়োজন
আহারের তাতে ভাবনা কেন?
ক্ষণতরে তরে, দেহে প্রাণ ধরে,
না হও সুখেতে বঞ্চিত যেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ।

সবজী বাগান।—বাঁধাকপি বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে বা বাঁধিয়াছে। ফুল কপিতে ফুল ধরিয়াছে। অন্যান্য সবজীও ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধা কপি অর্দ্ধেক বাঁধিয়া উঠিলে, প্রত্যেক গাছের গোড়া অল্পাধিক খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া শিকড় বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছ না পড়িয়া যায়—এরূপভাবে গর্ত্ত করিতে হইবে। তিন বা চারি দিবস এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া গাছের গোড়ায় বাতাস লাগাইয়া—চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিবসে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক বা দুই মুঠা "ভেড়ার" সার বা চূর্ণ সর্ষপ খৈল দিয়া—পূর্ব্ববৎ মাটি চাপা দিতে হয়, এবং ক্ষেত জল সেচনের দ্বারা ভুবাইয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে বাঁধাকপির আকার যাহা হইত—তাহা অপেক্ষা আশাতীত বৃহৎ হয়। যে সকল সবজীতে ফসল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে—তাহা ঘন হইয়া বুনা থাকিলে পাতলা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বীট, গাজর, শালগাম, মূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘন হইয়া উঠিয়াছে কিনা—বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে যে স্থানে ঘন হইয়াছে বোধ হইবে—তৎক্ষণাৎ চারা উঠাইয়া লইয়া পাতলা করিয়া দিবেন। নচেৎ কেবল পাতা বর্দ্ধিত হইবে এবং ফসল আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র হইবে। ক্ষেত্রে আগাছা না জন্মে বা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ উত্তোলন করা একান্ত আবশ্যক। যথাআবশ্যক ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে হইবে। দেশী সবজী পালম মূলা প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মিতেছে। এক্ষণে টেঁড়স, ভিণ্ডিবুড় কাঁকুড় প্রভৃতি বীজ বপনের সময় আসিয়াছে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমী ফুল ধরিতে বেশী বিলম্ব নাই অথবা আরম্ভ করিয়াছে। দেশী নানা ফুল সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জমিতে উপ্ত বিলাতী ফুলের চারা পাতলা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পাতলা করিয়া না দিলে—ফুল ভাল হইবে না। যে সকল চারা টবে বা গামলায় বসাইতে হইবে—আর বিলম্ব না করিয়া তাহা গামলায় পাতাসার মিশ্রিত মাটিতে রোপণ করা কর্ত্তব্য। এখনও গোলাপ ফুল গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া চলে। গোলাপ ফুলের এক্ষণে কলম তৈয়ারী হইতেছে। গোলাপ গাছ এক্ষণে রোপণ করা যাইতে পারে।

ফলের বাগান।—আম গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। এক মাস কাল ঐরূপ গোড়া আলগা রাখিয়া গোবর প্রভৃতি সার দিয়া আবৃত করিয়া জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। এরূপ করিলে আম গাছে বেশী পরিমাণ ফল ধরিবে।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

কোন গাছ বা ফসলাদি কীটাদির উপদ্রবে, অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, কেবল পত্র লিখিয়া জানাইলে চলিবে না। কীটাদির উপদ্রবের অথবা রোগের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ পোকা, এবং পোকায় খাওয়া গাছ অথবা পোকা দেখিতে না পাইলে—রোগগ্রস্ত গাছ বা তাহার ডাল (অন্ততঃ দুইটি) আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাহা না পাঠাইলে, আমরা রোগ নির্ণয় বা তাহার নিরাকরণের উপায় বলিয়া দিতে পারিব না।

শ্রীভৈরব চন্দ্র চৌধুরী—বদনগঞ্জ—হুগলী।—আপনি স্থানীয় সাধারণ ও কৃষি বিষয়ক সংবাদ সহজ ভাষায় লিখিয়া পাঠাইবেন।

সংবাদদাতাগণ।—স্থানীয় সাধারণ ও চাষাবাদের সংবাদ পাঠাইবেন।

মফঃস্বল সংবাদ।

বাণীয়াড়া।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত "বাণীয়াড়া" একটি ক্ষুদ্র পল্লী; এই ক্ষুদ্র পল্লীতে অনেক ভদ্রলোকের বাস। বহুকাল হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বর্ত্তমান teacher বা শিক্ষককে সরকার আখ্যা দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐরূপ বলার নিয়ম বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। এখন মাষ্টার মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয় ইত্যাদিরূপ প্রয়োগই সরকার মহাশয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সরকার মহাশয়ের পরে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের প্রারম্ভেই বাণীয়াড়া স্কুল স্থাপিত হয়, কিন্তু এই স্কুল ক্রমে পরিবর্ত্তনে নিম্ন প্রাইমারী হইতে মধ্য-ইংরেজিতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গের গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে একটী সার্কেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু জানি না তাহা কি কারণে উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে সময় উক্ত মাইনার স্কুলের তিরোধানে পুনরায় একটী সার্কেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সার্কেল পণ্ডিত বাবু গৌরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বিশেষ যত্নে স্কুলটীর ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষকের সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত ছেলেদিগের শিক্ষার কতকটা ব্যাঘাত ঘটিত। বর্ত্তমানে সেই অভাব দূরীকরণ মানসে গ্রামীয় ভদ্র মহোদয়গণের সাহায্যে স্কুলের আবশ্যকীয় জিনিসাদি ও নূতন একটী স্কুল ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং বাবু সতীশ চন্দ্র পাল হেড্‌মাষ্টার, বাবু সাধুচরণ সরকার সেকেণ্ড মাষ্টার ও বাবু পূর্ণচন্দ্র নন্দী থার্ড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রামীয় ভদ্র মহোদয়গণের ও সার্কেল পণ্ডিত গৌরচন্দ্র বাবুর যত্নেই স্কুলটীর এরূপ উন্নতি হইয়াছে। আশা করি গ্রামীয় ভদ্র মহোদয়গণের যত্ন স্কুলটীর প্রতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ভারতেশ্বরীর ডায়মণ্ড জুবিলির সময় তাহার স্মরণ চিহ্ন স্থাপন মানসে স্থানীয় যুবকবৃন্দ "diamond" নামক একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া পরিচালনা করিয়াছেন। গত তিন বৎসর যাবত এখানে সারস্বত মেলা ও শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে।

এস্, সি দত্ত, বাণীয়াড়া স্কুল।
পোঃ জয়নগুপ (ঢাকা)

পাইকপাড়া—নলহাটী—বীরভূম।

এতদ্দেশে এবৎসর ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। এখানকার কৃষকগণ জমী হইতে ধান্য লইয়া ক্ষান্ত থাকে, ব্যেসারী প্রভৃতি কতক কতক জমীতে বপন মাত্র। পল্ল সামান্য সামান্য বপন করা হয়,কিন্তু এদেশে পলের চাষের পাট ভালরূপ জানে না, সেই জন্য ফলন (যাহা হয়) খুব কম। চাউলের দর টাকায় কাঁচি /৪০ অষ্ট সের। ইহার মধ্যে চাউলের অনেক মহাজন আসিয়াছেন। সেই জন্যই কার্ত্তিক মাহা অপেক্ষা এখন দর চড়িয়াছে।

পাইকপাড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ১০ই অগ্রহায়ণ নবান্ন হইয়া গিয়াছে। পাইকপাড়া গ্রামে নবান্নের সময়ে বারয়ারী পূজা হয়, উহা খুব ধুম ধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত গ্রামের বিপিন দাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের একটী পুত্রের কাপড়ে আগুণ লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে, এখনও জীবিত আছে। সকল গৃহস্থের সাবধান হওয়া আবশ্যক। নলহাটী থানায় এবার নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার একটী কেন্দ্র হইয়াছে। ৺পার্ব্বতী মাতার মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী আম্র বাগানের ছাত্রগণের বসিবার স্থান হইয়াছিল। নলহাটীতে থাকিবার স্থান না থাকায় এবং আহারের

সুবিধা না থাকায় ছাত্রগণের ও শিক্ষকগণের যে কি কষ্টই হইয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। আশা করি আগামী বর্ষে কর্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।—শ্রীগোপেশ্বর সিংহ।

মালদহ।

এখানকার জিলা স্কুল বোর্ডিং আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে খোলা হইবে।

স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে কলেরায় ২।১ টি করিয়া রোজই মরিতেছে। এবং জ্বর এক রকম নাই বলিলেই হয়। সহরতলিতে ধান্যের অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে, এমন কি ধান্য আনা রূপ ধান্য হইয়াছে এবং ধান্য কাটাও আরম্ভ হইয়াছে।

এখানে একটি গবর্ণমেণ্টের বালিকা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাহার সাহায্যের টাকা কয়টি কোন মহাশয় লিখিয়া ১ বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কল কথা সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটির অবনতিও দেখা যাইতেছে। তবে আমাদের মহামান্য গুপ্ত সাহেব যদি একটু কৃপা দৃষ্টি করেন তবে সকলেই সুখী হন।—শ্রীনবকুমার মজুমদার পণ্ডিত।

লাহার চাষ।

রঙ্গপুর-কাকিনা হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথ রঞ্জন চৌধুরী প্রতিবাসী পত্রে লিখিয়াছেন :—

১। লাহা কৃষি -বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই লাহার চাষ চলিতে পারে। মুরশিদাবাদের ন্যায় বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই বিলময় ও নদীবহুল। পলী, দোয়াশ এবং বেলের মাটী সকল প্রদেশেই আছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু যে দেশে সমভাবে আবির্ভূত হয়, ভূমির অবস্থাও যে দেশে একরূপ, একই শস্যের বীজ সকল দেশে উৎপন্ন হইলে, কৃষকগণ চেষ্টা করিলে লাহা জন্মাইতে পারিবে না কেন?

লাহা বীজ—কুল গাছ হইতে লাহা উৎপন্ন হয়। সকল দেশেই "কুলের" আদর আছে, কিন্তু "কুলগাছের" আদর কেহই জানেন না। সচরাচর কুল গাছের শাখা প্রশাখায় অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অতি সুন্দর রক্তবর্ণের এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই "লাহা কীট।"

বৎসরে দুইবার কুল ফলে। কুল হইবার পূর্ব্বে যখন গাছটী নূতন শাখা পল্লবে সুশোভিত হয়, তখন লাহা কীট সকল তাহাদের পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নূতন শাখায় যাইয়া নূতন আবাস প্রস্তুত করে। এবং রক্তবর্ণ সুন্দর বাসার উপর সাদা ও কালে শেহালা (ছেবলা) বিস্তার করিয়া, মনুষ্যের অক্ষি চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। তাই উহাতে লাহা আছে বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারেন না। ছেবলাটী চাছিয়া দেখুন, তাহার নীচে রক্তবর্ণ আঠালয় লাহা। কুল ফলিয়া গেলে যখন শাখাগুলি স্থানে স্থানে বক্রত্ব এবং শেহালাপূর্ণ হইয়া যায়, তখন চেষ্টা করিলে সকল কুলগাছ হইতেই লাহা এবং লাহা-বীজ সংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু যিনি কখনও এ বিষয়ে ব্রতী হয়েন নাই, আমোদজনক হইলেও, তাঁহার পক্ষে জীবিত কীটের আবাসস্থান এবং ঠিক লাহা অনুসন্ধান করিয়া লওয়া দুরূহ।

এই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে, বীজপরীক্ষা এবং লাহা প্রস্তুত কৌশল মুরশিদাবাদ, ভাগলপুর, আরঙ্গাবাদ অঞ্চলে যাইয়া উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ শিক্ষা করিতে পারেন। উক্ত প্রদেশ হইতে লাহা-বীজ বাঁশের চোঙ্গায় করিয়া ১৫।২০ দিনের জন্য অন্যান্য স্থানে লইলেও তাহাতে বীজ নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। ছয় মাস কি এক বৎসরের জন্য একজন লাহা-কৃষিজ্ঞ মুন্সি ১৫৲ টাকা বেতন স্বীকার করিলেই

পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই কৃষির প্রচলন নিতান্ত সহজসাধ্য। উক্ত প্রদেশে লাহাবীজ বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই কৃষিপ্রণালী অতি সহজ এবং যথেষ্ট লাভজনক; এই জন্য, ঐ জেলার কৃষকবর্গ পতী জোয়ার খানী জমির আইলে এবং মধ্যে, ১০।১৫ হাত অন্তর এক একটি কুলগাছ যত্ন সহকারে জন্মাইয়া থাকে। জমিদারগণও প্রত্যেক কুলগাছ ডাকসূত্রে পত্তন করিয়া বিশেষ আয় করিয়া থাকেন। কঠিন পেয়ার মাটিতেও ঐ দেশে যেখানে কুলগাছ সেই স্থানেই লাহা জন্মিয়া থাকে।

৩। কৃষি-প্রণালী—ভাদ্র কুল ফলিয়া গেলে, লাহা কর্ত্তিত গাছটী আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে যখন নূতন শাখা পল্লবে শোভিত হয়, তখন কৃষকবর্গ বীজশাখা তাহাতে বাঁধিয়া দেয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসের মধ্যেই লাহা-কাঁটের বাসা-নির্ম্মাণ শেষ হইয়া যায়। এই কালে কৃষকগণ সতর্কতার সহিত কোন গাছের বীজ কম হইল, কি মরিয়া গেল তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বীজ কম হইলে বা মরিয়া গেলে আবার বীজ-শাখা বাঁধিয়া দিতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিন মাসের মধ্যেই লাহা উঠান শেষ হইয়া যায়। যখন শীতকালের কুল ফলিয়া যায়, এবং যখন কৃষকেরা উহাদের লাহা-পূর্ণ বাসা উত্তমরূপ হইয়াছে জানিতে পারে, তখন গাছ ও শাখা হইতে লাহা কর্ত্তন করিয়া উপরের সোণালী মিশ্রিত লাহা মধ্যম ও নীচের বিমিশ্র লালবর্ণের লাহা উত্তম করিয়া রাখে। তরল ও গাঢ় লাহা একত্র মিশ্রিত করিলেই লাহার দোষ দূর হয়। এইরূপে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্যারম্ভ করিয়া, অতি বর্ষণের পূর্ব্বেই, পুনরায় লাহার কার্য্য শেষ হইয়া থাকে।

কৃষকগণ লাহা-বীজের জন্য পৃথক্ কুলগাছ রাখিয়া, লাহা জন্মাইবার জন্য কুলগাছগুলি (বৎসরে দুইবার লাহা উঠাইবার সময়) উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেয়। কারণ, গাছটী বদ্ধা রাখিতে পারিলে তাহাতে নূতন শীষ শাখা পল্লব জন্মে, এবং লাহা কচি কচি কুলপাতা খাইয়া পুষ্ট হয়,—ও সরস গাছ হইতে প্রচুর রস (আঠা) সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের অধিকতর পুরু বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে।

৪। আয়-ব্যয়—প্রত্যেক কুলগাছে অতি কম ।০ দশ সের হইতে উর্দ্ধ ৩৲ সাড়ে তিন মণ পর্য্যন্ত লাহা প্রতি বৎসর জন্মিয়া থাকে। প্রতিমণ লাহা ১০৲ দশ টাকার কম কখনই বিক্রীত হয় না। বাজার অনুসারে ২৪।২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেও দেখা যায়। ১৫।১৬৲ টাকা দরেই লাহা প্রায়শঃ বিক্রীত হয়।

যদি অনায়াসে ।০ দশ সের লাহাও জন্মে, তাহা হইলে, অতিকম মূল্যেও, প্রত্যেক গাছে বৎসরে ৫৲ টাকা লাভ হয়। অন্তত ৫০ পঞ্চাশটি গাছে লাহা জন্মাইতে পারিলে, অতিকম লাহা হইলেও, ২৫০৲ টাকার লাহা পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ হইতে এক জন লাহাকৃষিবিজ্ঞ কৃষক চাকর আনাইয়া রাখিলে, তাহার বেতন ৫৲ টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকা, এবং লাহা-বীজ ৫০টী গাছের উপযুক্ত আনাইলে তাহার মূল্য ১০৲ দশ টাকার বেশী লাগে না। অন্যান্য খরচ আরও ৩০৲ ত্রিশ টাকা ধরা নিলেও, ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ থাকে। এরূপ লাভজনক কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে কেহ প্রয়াসী হইয়াছেন কি?

যিনি এই কৃষিকার্য্যে বিশেষমনোরথ হইয়াছেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অহতকার্য্যতার বিবরণ প্রতিবাসীতে প্রকাশ জন্য জানাইবেন।

যদি কেহ এই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে চাহেন, আমার নিকট লিখিতে পারেন, আমি কৃষক ও বীজ

আনাইবার উপায় করিয়া দিতে ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

বিমাতা।

(৪)

সংসার দুঃখপূর্ণ। কিন্তু কেন যে দুঃখপূর্ণ সে চিন্তা আমাদের মনে কদাচ উদয় হয় কি না সন্দেহ। দুঃখের তীব্র আঘাত ঈশ্বরই মূল বিবেচনায় তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। তখন স্মরণ হয় না যে বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বাহ্যিক নিজ স্কন্ধে আরোপ করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন অদৃষ্ট দোষেই দুঃখভোগ হইয়া থাকে। তাহা হইলে কর্ম্মফল ও অদৃষ্ট ফলে বিভিন্নতা কি? যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, যখন অদৃষ্টবলে অশেষ প্রকার সুখভোগ হইতেছে তখন কুকর্ম্মে কি কুফল সৃষ্টি হয় না? যদি না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখ বা দুঃখ কর্ম্মজনিত নহে—অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। কিন্তু এ কথায় মন বুঝে না—মন যেন ভাবিতে চায়, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুকর্ম্মে সুফল এবং কুকর্ম্মে কুফল ভোগ করিতেই হয়।

অমর বাবুরও তাহাই হইয়াছে। অনিচ্ছায় দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। বিপত্নীক, অমর বাবু বিজয় ও মানদাকে উপলক্ষ করিয়া হয়ত আবার সংসারে ফুল ফুটাইতে পারিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তাঁহার সে আশা নষ্ট হইয়াছে। এখন তিনি স্ত্রীর ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাধিত। সংসারে অশান্তি হৃদয়ে বিষাদ, জীবনে মমতা শূন্য। সে গৃহ যেন তাঁহার নহে। স্বামী স্ত্রীর নিকট যাহা কিছু প্রত্যাশা করেন, অমর বাবুর আজ কাল তাহার প্রত্যেকটীরই অভাব। স্ত্রীর মনঃপূত কার্য্য না হইলে, তাঁহার কোন একটী ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিলে সে দিন অমরবাবুর বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার। অন্য কোথায় বসিয়া দাঁড়াইয়া যে একটু নিস্তার পাইবেন তাহারও উপায় নাই। প্রায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই "মাজী, আপ্‌কো বোলাওতা হ্যায়" সংবাদ আসিতেছে। যতদিন মুগ্ধ ছিলেন কিছুতেই দোষ দেখিতে পাইতেন না। এখন মোহ ঘুচিয়াছে; বুঝিতে পারিয়াছেন যে গৃহে গৃহলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে চণ্ডিকার আবির্ভাব হইয়াছে। এক সময়ে সংসার কতই সুখের ছিল। তখন নিজে হাসিতেন, সংসারও হাসিত। সে মধুর হাস্য এখন অট্টহাস্যে পরিণত হইয়াছে। গত সুখ স্মৃতি কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। স্মৃতি ঘন অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎরেখার ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে এবং অন্ধকার যেন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। সময়ে সময়ে সেই পতিপ্রাণা প্রমদা স্ত্রীর প্রীতি সংসারের পারে সুক্ষ্ম জ্যোতিঃ রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয় কিন্তু সে সুখ চিন্তা যেন—আন্দোলন করিতেও ভয় হয়—পাছে মোহিনী জানিতে পারে। মোহিনীর সপত্নী-জাত পুত্র কন্যার উপর কি যে বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। যতদিন নিজের সন্তানাদি হয় নাই, ততদিন বিজয় ও মানদা একপ্রকার সুখে ছিল। এমন কি বিমাতার নিকট হইতে সময়ে সময়ে তাহারা যেন কতটা আদরও পাইত। কিন্তু অমর বাবুর এ পক্ষের একটী কন্যা হওয়ার পর হইতে বিজয় ও মানদার অসুখের সূচনা হইয়াছে এবং মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। প্রথমে একলা অমর বাবুর গোচরে বড় একটা আসিত না বা আসিলেও ততটা গ্রাহ্য করিতেন না—কুব্যবহার বলিয়া ধারণা হইত না। আবার দ্বিতীয় পক্ষে একটী পুত্র হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ও মানদার উপর বিমাতার অত্যাচারের মাত্রাও সমাক্ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বালকস্বভাবসুলভ চাপল্য, যাহা পিতা মাতার নিকট সদাই প্রীতিকর, বিজয় ও মানদার সে সব খেলা ধূলা মোহিনীর চক্ষে ভাল

লাগিত না, বরং তাহা ক্রোধের কারণ হইত। বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে বালক বালিকার স্বভাব পরিস্ফুট না হইয়া বরং উত্তরোত্তর কোরকেই নীরস হইতে লাগিল।

মানদার বিবাহ হইয়া গেলে বিলয়ের যাহা হয় একটা সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু মানদার বিবাহে গোল পড়িতে লাগিল। অনর বাবু যে পাত্র মাষ্টার মহাশয়ের সাহায্যে স্থির করিলেন তাহাতে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সঞ্চিত অর্থ মোহিনীর হস্তগত। হরিদিদির নিকট মানদার জন্য বড় ঘর ভাল বর অন্বেষণ হইতেছে খবর পাওয়া অবধি মোহিনী বিশেষ যত্ন ও বুদ্ধি ব্যয় করিয়া তাঁহার নামে কাগজ করাইয়া লইয়াছেন। তাহার উপর মোহিনী তাঁহার সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রভূষণের সহিত ঘটকালী করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়ায় চন্দ্রভূষণের দ্বিতীয় পক্ষে মোট ২৫০৲ টাকা দক্ষিণা সমেত মানদার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এত সস্তায় এরূপ পাত্র, তাহাতে মোহিনীর আত্মীয়, সুতরাং অনর বাবুর আর কোন কথাই খাটিতেছে না। এখন কন্যাটীর অবস্থা দেখিয়া বিবাহ দিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। ক্রমাগত মোহিনীর আগ্রহ, অনুরোধ, বিরোধ প্রভৃতি নানা প্রকার চক্রে অনর বাবুর বুদ্ধি, বিবেচনা লোপ পাইয়াছে। এখন মোহিনীকে দেখিলেই তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবের উদয় হয়, মনে হয় "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এবং কাজে করিতেও হয় তাহাই।

কিন্তু একি! স্বামী স্ত্রীকে শাসনে রাখিতে পারে না। নিশ্চয়ই সে দোষ স্বামীর—তবে দোষটী ঘটে প্রথমাবস্থায় এবং ঘটিলে আর কিছুতে যায় না। গুণগ্রাহী পুরুষ চাঁদমুখ দেখিয়াই যে লুটিয়া পড়েন, ক্রমে নিজের অস্তিত্ব লোপ পায়। হালবিহীন তরণীখানি তরঙ্গাকুল সমুদ্রে যথেচ্ছা ভাসিয়া যাইতে থাকে, আর অনবধান নাবিক তরঙ্গের তালে তালে গাহিতে থাকে।—

"শ্বশুরের ওড়নী পিন্ধা, শিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিন্ধা, দরিয়ায় না॥"

মৃত্তিকা তত্ত্ব।

(৪)

যে যে মূল চারিটী পদার্থের সংযোগে মৃত্তিকার উৎপত্তি তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে বলিয়া, উহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণের তারতম্যে, মৃত্তিকার গুণাগুণের যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, এইবার আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। বেলে-মাটি, এঁটেল-মাটি, দোয়াশ-মাটি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকার নাম পাঠকবর্গ শ্রুত আছেন, এবং অনেকেই মৃত্তিকার আকার অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, কোন্ মাটি কোন্ কোন্ জাতীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালি, চূণ, দাহ্য পদার্থ ও এঁটেলের পরিমাণের তারতম্যে মৃত্তিকার অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। উক্ত চারিটি পদার্থের যে কোনটীর পরিমাণ কম হইলে অপর একটী দুইটী বা তিনটীরই পরিমাণ সমধিক হইবে। এই যে অধিচ্ছিন্ন ফলরাশি ইহাকে ইংরাজি কৃষি শাস্ত্রানুসারে Law of minimum বলা যায়। ইহা ধ্রুব সত্য ও গণিত শাস্ত্রানুমোদিত। মৃত্তিকা মধ্যে আবশ্যকীয় যে কয়টী পদার্থ যথা-পরিমাণ থাকা আবশ্যক, তাহা যদি উহাতে না পাওয়া যায়, তবে উহার অবয়বের পূর্ণতা হেতু অবশিষ্ট কয়েকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকল জমিতেই এক বা ততোধিক পদার্থের যেমন আধিক্য লক্ষিত হয়, অন্যদিকে আবার উহার সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এক বা ততোধিক পদার্থের ন্যূনত্ব থাকা অবশ্যম্ভাবী। এই ন্যূনত্বেই তাবৎ ফসল নির্ণয়িত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে যে ফসল উৎপন্ন

করিতে হইলে তাহার পুষ্টি ও পালনের জন্য যে পদার্থ মাটিতে থাকা আবশ্যক, মৃত্তিকা মধ্যে যদি তদ্বৎ পদার্থের অসদ্ভাব থাকে, তাহা হইলে সেই সেই পদার্থের ন্যূনাংশ পরিপূরণের জন্য স্থানান্তর হইতে আনিত মৃত্তিকা, সার প্রভৃতি উহাতে সংযোগ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মান কৃষি-রাসায়নিক লিবিক (Baron Justus Von Liebig) সাহেব এই ন্যূনাধিক্যের উপর ভিত্তি করিয়া Law of minimum প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্তিকার গঠন ভেদে উদ্ভিদ শরীরে উহার ক্রিয়ার বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে। গঠনের বিভিন্নতা-বশতঃ কোন জমি রসহীন ও উত্তাপযুক্ত, আবার কোন জমি নিতান্ত আর্দ্র ও ক্ষীণোত্তাপ বা উত্তাপ হীন হইয়া থাকে, কোন জমি সামান্য রস বা বারি অভাবে নিতান্ত শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া যায়, কোদাল, লাঙ্গল চলিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া যায়। আবার কোন জমি, বারো মাসই যথা পরিমাণ রস ধারণ করিবার শক্তি থাকা বশতঃ, সুন্দর ফসল উৎপন্ন করে। আবার এমনও মাটি আছে, যথায়, সামান্য বারিপাত হইলে এমনই পিচ্ছিল ও আটাবৎ হইয়া যায় যে তাহাতে কিছু দিনের জন্য, —যাবৎ উহা উত্তম রূপ শুষ্ক হইয়া না যায়, একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কোন কোন জমি বর্ষার পরেও অনেক দিন এমনই ভিজিয়া থাকে যে, ঐ রস শুকাইবার পূর্ব্বেই আব-হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, অগত্যা পরবর্ত্তী ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়, কিন্তু জমির যদি এমন স্বভাব হইত যে বৃষ্টির অব্যবহিত অর্থাৎ দুই একদিনের মধ্যে মাটির রস টানিয়া গিয়া, কোদাল বা হাল চলিবার উপযোগী হয়, তাহা হইলে কৃষক তাহাতে বিশেষ উপকার পায়। লেখকের ভাগ্যে এমন অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে যে, মাটির জল শুষ্ক হইবার জন্য পাঁচ সাত কি দশ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। কৃষি কার্য্যাদিতে এই পাঁচ সাত দিন সময় নষ্ট করা বড় কম ক্ষতির ব্যাপার নহে। ভূগর্ভ মধ্যস্থিত যে স্তরের stratum, কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার তারতম্যেও জমির স্বভাবের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটী মূল পদার্থের পরিমাণানুসারে মাটির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও উপবিভাগ হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধানতঃ আটটী শ্রেণী দেখা যায়, এবং প্রত্যেক শ্রেণীই পুনরায় দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অনন্তর প্রত্যেক বিভাগ তিন উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া মোটের উপর অষ্টচত্বারিংশৎ প্রকারের মৃত্তিকার এ পর্য্যন্ত নির্ণয় হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান কৃষিতত্ত্ব-বিদ্ ষুবলার সাহেবের শ্রেণী বিভাগানুসারে আমরা তাহার প্রত্যেকটীর সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রেণী নির্দ্দেশে আটটী শ্রেণীর নাম দেখা যায়,—১ এঁটেল মাটি, (২) দোয়াঁশ, (৩) বেলে-দোয়াঁশ, (৪) এঁশে-বালি, (৫) বেলে মাটি, (৬) চুণ মাকাল, (৭) কঙ্কর; এবং (৮) যান্ত্রিক। এই যে আট প্রকার মৃত্তিকা, ইহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে যে দ্রব্যের পরিমাণ সর্ব্বাধিক তাহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

যাহাতে এঁটেল মাটির (alumina) অংশেরই প্রাধান্য তাহার নাম এঁটেল মাটি ইহাতে ৫০ ভাগের অধিক চিকণ মাটি থাকে (argillacious soil) এই মাটিতে চূণের অংশের পরিমাণানুসারে, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত. ১ম, শতভাগ মাটির মধ্যে —৫ হইতে ৫ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে। এই অংশের উত্তর বিশেষে এক এক বিভাগকে অধম, মধ্যম ও উত্তম

Loamy soil ;
Loamy sand ;
(৭) Calcari-

উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে শতকরা । ভাগ চূণ আছে, তাহা উত্তম, যাহাতে হইতে ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে, তাহা মধ্যম আর যাহাতে ॥০ হইতে ॥০ অষ্ট ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে তাহাকে অধম বলিয়া জানিতে হইবে। আবার যে এঁটেল মাটিতে আদৌ চূণের অংশ না পাওয়া যায়, তাহা এঁটেল মাটির দ্বিতীয় বিভাগ এবং ইহাও প্রথম বিভাগের ন্যায় উত্তম, মধ্যম ও অধম বিশেষে তিন প্রকার অর্থাৎ তিন উপবিভাগে বিভক্ত। ইহা যখন যেরূপ মাটির অন্তর্গত তখন ইহা মনে রাখিতে হইবে

ইহাতেও ৫০ ভাগের অধিক চিকণ মাটির ভাগ বর্ত্তিত, চূণের অংশ একবারে নাই, এবং শূন্য হইতে ৯ ভাগ অর্থাৎ এক শত ভাগের এক ভাগের অষ্ট ভাগ পর্য্যন্ত বাহ্য পদার্থ সংযুক্ত। অবশিষ্ট অংশ বালুকা।

দ্বিতীয় শ্রেণী– দোয়াঁশ মাটি (Loamy soil)। ইহাতে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ চিকণ মাটি, পাঁচ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ, পাঁচ ভাগ পর্য্যন্ত বাহ্যিক পদার্থ এবং অবশিষ্টাংশ বালুকা। আবার ইহা প্রধানতঃ চূণের অংশের ইতর বিশেষে দুই ভাগে—চূণ সম্বন্ধ ও চূণ সম্বন্ধ—বিভক্ত হইয়াছে। অতঃপর ইহাদিগের মধ্যে ই চূণের পরিমাণের অল্পাধিক তারতম্যে উত্তম, মধ্যম, অধম হইয়া ছয় প্রকারের দোয়াঁশ মাটির ন্ন নাম হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী—বেলে-দোয়াঁশ। ইহাতে ২০ হইতে ৩০ ভাগ চিকণ মাটি থাকে। ইহার মধ্যে যাহাতে চূণ আছে, এবং যাহাতে চূণ নাই এইরূপে ইহাও দ্বিবিভক্ত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আবার ইহার চূণের অনুপাতানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপ তিন তিন উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ বালি।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম এঁটেল-বালি। ইহাতে ১০ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত চিকণ মাটি পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে ইহাও আবার ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহাতে বালির অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে।

পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ বেলে মাটি। ইহাতে দশ ভাগ পর্য্যন্ত চিকণ মাটি থাকে এবং এঁটেল বালি নামক মাটি অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে বালুকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে চূণের অংশের তারতম্যানুসারে ২×৩ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ শ্রেণী অর্থাৎ চূণ-মাকারি মাটি। যে মাটিতে পাঁচ হইতে বিশ ভাগ পর্য্যন্ত চূণের অংশ দেখা যায় তাহাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার মাটী এঁটেল, দোয়াঁশ, বেলে-দোয়াঁশ প্রভৃতির অন্তর্গত হইতে পারে।

সপ্তম শ্রেণী অর্থাৎ কঙ্কা-মাটিতে ২০ ভাগের অধিক চূণ পাওয়া যায়। ইহা উল্লিখিত এঁটেল, বেলে, দোয়াঁশ প্রভৃতির অন্তর্গত হইতে পারে, এবং প্রত্যেকে ২×৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খড়ি-কঙ্কা মাটিও পাওয়া যায় এবং তাহাতে শতকরা প্রায় ৯৪ হইতে ১৮ ভাগই চূণ।

অষ্টম শ্রেণী অর্থাৎ বাহ্যিক মৃত্তিকা। ইহাতে বাহ্যিক (organic) পদার্থেরই প্রাধান্য দেখা যায়। অপরাপর অনেক প্রকার মৃত্তিকাতেই উহার অংশ থাকিতে দেখা যায় এবং তাহা অতি সামান্য দেড় ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু এই মৃত্তিকা মধ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ থাকে বলিয়া ইহাতেও স্বতন্ত্রস্থান ও শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই যে আটত্রিশ প্রকারের মৃত্তিকার নাম আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে সেই চারিটী স্বতন্ত্র পদার্থ—ধাতবীয় পরমাণু বালুকা sand), চূণ (lime) এবং ganic matter or humus

গুলির উৎপত্তি। ইহার প্রত্যেকের অংশেরই কেবল তারতম্যে উহাদিগের নামের বিভিন্নতা, স্বভাবের বিভিন্নতা এবং কার্য্যেরও বা হয় হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক, জমিতে এই কয়টী পদার্থ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সকল জমিতে প্রত্যেক পদার্থের পরিমাণ আবশ্যক মত দেখা যায় না। সুতরাং জমিতে কোন না কোন পদার্থের অভাব দেখা যায়, তাহার নানাবিধ কারণ আছে। বৃষ্টিতে অনেক সময়ে জমি হইতে অনেক পদার্থ ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, কোন সময়ে আবার জলপ্লাবনে কোন বিশেষ পদার্থ আসিয়া জমির উপরিভাগে সঞ্চিত হয়, ইত্যাদি নানা কারণে জমির অন্তর্গত পদার্থ – হয় নষ্ট হইয়া যায়, না হয়, চাপা পড়িয়া গিয়া মানবের কোন কাজে আসে না। স্বীকার করি, পলিতে জমির উপকার হয়, কিন্তু এমনও ত দেখা গিয়াছে যে, উর্ব্বরা জমি পলিসংযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পরে আবার দেখা যায়—বহুকাল হইতে অবিরাম, বিনা সারসংযোগে আবাদ করিলে, ক্ষেত্রে অবস্থিত বহু পরিমাণ এই সকল মূল পদার্থ চলিয়া গিয়া, উহা অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও ফসলের স্বতন্ত্র অভাব আছে এবং যাহার যে অভাব অথবা যাহা শরীর ধারণ প্রভৃতি কার্য্যে যে যে সামগ্রীর আবশ্যক তাহা প্রত্যেকই সেই মৃত্তিকা হইতে আহরণ করিয়া থাকে, কাজেই ক্রমশঃ মৃত্তিকার অঙ্গ ক্ষয় হইয়া পড়ে। যখন দেখা গেল যে, উদ্ভিদগণও জমির সামগ্রী গ্রহণ করে এবং লইয়া তখন হইতেই ক্ষেত্রের সেই অভাব বা ক্ষতি পুনঃপুনঃ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া লোকের উপলব্ধি হইল, এবং সেই সময় হইতেই জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। জমি যতই উর্ব্বরা হউক, যতই উর্ব্বরা হউক, যত বার উহাতে ফসল হইবে, তত বার উহার কোন না কোন পদার্থের ক্ষয় হইবে। প্রতি বৎসরেই ক্ষেত্র হইতে ফল, শস্য, উদ্ভিদ প্রভৃতি নানা আকারে যে রাশি রাশি পদার্থ চলিয়া যাইতেছে তাহা কি? বাষ্পীয় ও ধাতবীয় পদার্থে জমি নহে, এবং সেই সকল উৎপন্ন দ্রব্য পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা দিন দিন জমিকে কিরূপে খাটাইয়া লইতেছি, কিরূপ খোরাকে খাটাইয়া লইতেছি। সঞ্চিত জিনিসের একটা সীমা আছে—নির্দ্দেশ আছে, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা নিতান্তই অনৈতিক। সঞ্চিত অর্থ খরচ করিতে করিতে উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু এক দিকে যেমন ব্যয় হইতে থাকে, অন্য দিকে যদি সেই ভাণ্ডারকে পুনরায় পূরণ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে আর অভাবে পড়িতে হয় না। প্রতি বৎসর রাশি রাশি ফসল উঠিয়া গেলেও জমির অবস্থানকে হ্রাস হইতে দেখা যায় না বলিয়া, ইহা মনে করা বড়ই ভুল যে, উহার গর্ভ হইতে সঞ্চিত পদার্থ সকল চলিয়া যাইতেছে না। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর একই জমিতে একই ফসলের আবাদ করিলে কোন একটী বা তাহারও বিশেষ পদার্থের বিশেষ অভাব উপলব্ধি হইবে, এবং এইরূপ অভাব হয় বলিয়া আউট বা অকৃত জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, ব্যবহৃত ক্ষেত্রে তত হয় না। আবার সেই ব্যবহৃত জমিতে সারবান্ মাটির অথবা সার প্রদান করিলে উহাতে সবিশেষ সুপুষ্ট গাছ জন্মিবে, ফসলের আকার, গুণ ও পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে।

মৃত্তিকাবিশ্লেষণে সকল জমিতে যে সকল প্রকার ফসল চলে না, অথবা জন্মিবার, অথবা জন্মিয়া সম ফল প্রদান করে না, তাহার কারণ মৃত্তিকাবিভিন্নতা। এই বিভিন্নতা বড়ই অল্প হউক, তাহাতে যে বড় আসিয়া যায় না, তাহা নহে। সেই সামান্য পার্থক্য বশতঃ ফলাফলের তারতম্য হয়। আমরা আবাদ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রকে যদি পরীক্ষা করিয়া লই তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে সেই মাটির মধ্যে

কোন কোন পদার্থ আছে নাই, এবং যাহা আছে তাহা ভাবী ফসলের উপযোগী কি না, অথবা যাহা নাই তাহার অভাবে ভাবী ফসল জন্মিতে পারে কি না? মাটির বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ভাবী ফসলের সম্বন্ধটা নির্ণয় করিয়া লইয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই ফসলের বিষয় তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া আমরা দেখি না বলিয়া, আমরা উহার কার্য্যকারিতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি না: যে জমিতে ধান্য জন্মে, তাহাতেই যে গোম জন্মিতে পারে না তাহা নহে, তবে —ধান্যের যাহা আবশ্যক, গোমেরও যদি ঠিক তাহাই হইত তাহা হইলে জমির গঠন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার কোন আবশ্যক হইত না। আলুর জমিতে যাহা আবশ্যক তাহা যদি ধান্যের জমিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতে আলু না জন্মিবে কেন? লোক ত আর অপরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ক্ষেত্র সংস্থাপন করিতে পারে না, যে তাহার মধ্যে দুইেক রকম ফসলের উপযোগী দুইেক রকম জমি মজুত রাখিবে, অতএব মানুষকে সারের আশ্রয় লইতে হয় এবং সার সংযোগ দ্বারা জমিকে ফসলের উপযোগী করিয়া কাজ নির্ব্বাহ করিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকে জমির অবস্থা ও ফসলের অভাবের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, যে কোন সার ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু দেখিতে হইবে — ফসল যাহা চাহে, জমিতে তাহা আছে কি না, যদি তাহা না থাকে তবে এমন সার দিতে হইবে, যদ্দ্বারা উহার সে অভাব মোচন হয়। অবিমৃষ্যকারিতার সহিত কার্য্য করিলে হয় ত সার প্রয়োগে ফসলের উপকার হইতে পারে, না হয় ত, অনুপকার হইতে পারে —অথবা কিছুই না হইতে পারে। জমিতে যদি আবশ্যক মত চুণ থাকে, তবে আবার তাহাতে চুণ দিলে জমির ক্ষতি হইবে। যে জমির মাটি বেলে উহাতে আবার বালি বা ছাই সংযোগ করিলে উহার ধারণাশক্তি প্রভৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অপরন্তু, যে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে পদার্থ সমুচ্চপরিমাণে অবস্থিত, তাহাতে যদি আবার ঐ জাতীয় মাটি বা সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে হয় ত উহা অম্লময় হইয়া যাইবে এবং ফসলের ক্ষতি করিবে। অবিবেচনার সহিত কার্য্য করার এরূপ অনেক বিঘ্ন আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই সংখ্যা নমুনাস্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক মহোদয়গণ শীঘ্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

* * এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। * * কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। * * "এডুকেশন গেজেট"।

* * কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত ইহাতে (কৃষকে) সাহিত্য ও সাধারণ সংবাদাদি আলোচিত হয়। পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "প্রিয়প্রোতা"

"কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।"

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ৯ই পৌষ সোমবার ১৩০৭ সাল। [১২শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	১৭৭
গাছের নাম নিরূপণ	১৭৮
বিবিধ সংবাদ	১৭৯
কলিকাতা	১৮১
গোবরার অত্যাচার	১৮২
জুতাতত্ত্ব	১৮২
মফঃস্বল সংবাদ	১৮৩
পত্রাদি	১৮৩
রিয়া আঁশ	১৮৫
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কেন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়	
মধ্য প্রদেশে সরকারী বাগান	
বাঙ্গালির অকিঞ্চিৎকর জীবন	
কৃষি ও কৃষক	
বিশেষ দ্রষ্টব্য	

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা আগামী বড় দিন উপলক্ষে এক সপ্তাহ ছুটী লইতে ইচ্ছা করি এক সপ্তাহ কৃষক আফিস ও ছাপখানা বন্ধ থাকিবে। বৎসরে ৪৮ খানা কৃষক প্রকাশিত হইবে। কৃষকের পূজার সময় দুই সপ্তাহ, বড়দিনে এক সপ্তাহ এবং চৈত্র সংক্রান্তি ও নব বর্ষারম্ভে এক সপ্তাহ ছুটী থাকিবে। কৃষকের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ বৎসরে তিনবার কৃষককে ছুটী দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

কৃষি সংবাদ।

দাক্ষিণাত্যে এবং বোম্বাই প্রদেশে শস্যের অবস্থা বিশেষ আশানুরূপ নয়। হয়ত আগামী গ্রীষ্মকালে কৃষকদিগকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

ত্রিপুরা এবং মুঙ্গের অঞ্চলে কীটের উপদ্রবে ফসলের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। ১৬টী জেলায় চাউলের দর কমিয়াছে এবং ১০টী জেলায় বাড়িয়াছে।

কৃষি-পুষ্প-প্রদর্শিনী।—আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি

শনিবার মান্দ্রাজে কৃষি সমিতির পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শিনী আরম্ভ হইবে। উক্ত সমিতি পুষ্প ও কৃষিজাত অনেকগুলি দ্রব্য প্রদর্শন করিতে পারিলে পুরস্কার দিবেন।

শস্যের অবস্থা।—২৪ পরগণা, নদীয়া ও চট্টগ্রামে কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ হইলেও বৃষ্টির অভাবে অনেক ক্ষতি হইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে। রবিশস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। স্থানে স্থানে আশনাড়া ও ধান কাটা কার্য্য চলিতেছে।

বোম্বাই অঞ্চলে গুজরাট বিভাগে শস্যাদির অবস্থা দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি তাহার প্রাপ্য রাজস্বের কতকাংশ ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে প্রজাদিগকে পুনর্ব্বার অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইবে। খাদ্য সামগ্রীর দর ক্রমেই চড়িতেছে।

পুষ্প-প্রদর্শিনী।—আগামী ২৬শে জানুয়ারি তারিখে Agri-horticultural Society নামক কৃষি সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের বাগানে পুষ্প-প্রদর্শিনী (Rose Show) হইবে। উক্ত সমিতির সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিলে পুরস্কার তালিকা (Prize List) পাওয়া যাইবে।

হেম্পটন্ কোর্ট দ্রাক্ষা বৃক্ষ।—এই বিখ্যাত দ্রাক্ষা বৃক্ষের বয়স কিঞ্চিদধিক ১৫০ বৎসর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ ফীট। ইহার কাণ্ডের পরিধি ৩২ ইঞ্চি। কোন কোন ঋতুতে এই বৃক্ষে বিংশতাধিক দ্রাক্ষা গুচ্ছ জন্মে, প্রত্যেক গুচ্ছের পরিমাণ পড়ে ১৭ আউন্স অথবা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক টন। এই সকল ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্ল্যাক্ হ্যামবার্গ জাতীয় এবং প্রধানতঃ ব্রিটনেশ্বরীর ব্যবহারার্থ ই রক্ষিত হইয়া থাকে।

লেবুর গুণ।—কয়েক জন পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, লেবুর রসে কলেরা বীজ নষ্ট করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। কলেরার বীজ ইহাদ্বারা ১৫ মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সচরাচর পল্লিগ্রামে জল ফিল্টার অথবা উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জলে লেবুর রস দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। পল্লীগ্রামের যে সকল স্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বা যেখানে মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয় সেই সকল স্থানে জলের সহিত লেবুর রস দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

নাগপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।—গত বৎসর মধ্যপ্রদেশে অনাবৃষ্টি হেতু নাগপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কোনরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারা যায় নাই। বর্ষার প্রারম্ভে দিন কতক সুবৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে মধ্যে মধ্যে যে যৎসামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে মৃত্তিকা আদৌ বীজাদি বপনোপযোগী রসযুক্ত হয় নাই। সুতরাং কোন রবিশস্য জন্মাইতে পারা যায় নাই। কিন্তু এতাধিক জলাভাব সত্ত্বেও তূলা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সমপরিমাণে জন্মিয়াছিল, তবে তূলা কিছু অপকৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা তূলার জলাভাব সহনশক্তি বিশেষরূপ আছে তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে কৃষি।—ভারতবাসীর ন্যায় ব্রহ্মদেশ বাসীরাও কৃষিবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহারা বিজ্ঞান সঙ্গত কৃষিপ্রণালী শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি যে আবশ্যক তাহা তাহারা বেশ বুঝে। এবং কেহ কেহ নূতন যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, কাজেই অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে চাউল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের পর্ব্বতময় প্রদেশে জল সেচনের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, এবং পিপীলিকাদি পোকার উপদ্রবের বাহুল্য থাকায় চাষাবাদের বিঘ্ন হইতেছে। তিন হইতে চারিশত বর্গমাইল চা আবাদের উপযোগী জমিতে চা হইতেছে। গত বৎসর তূলাও বেশ জন্মিয়াছিল।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মুলসহ শাখাটী বৃটীং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই দিকে দুই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া ভ্যালুপেবল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেশী ভারি পদার্থ গৃহীত হইবে না।

বিবিধ সংবাদ।

লর্ড রবার্টস্ কেপ টাউন হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য রওনা হইয়াছেন।

অনেকেই অনুমান করেন যে লোকে বাম কান অপেক্ষা দক্ষিণ কানে ভাল শুনিতে পায়।

সৈন্যধ্যক্ষ লুই বোথা ষ্টাণ্ডারটনের ৫০ মাইল দক্ষিণে ১৫০০ শত বুয়ার লইয়া কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য একটী সভা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আবার নাকি ইংরেজ সেনাপতি নক্সের সহিত বুয়র সেনাপতি ডিওয়েটের রীতিমত সংগ্রাম চলিতেছে।

জেনারেল নক্স খাবাকুর দিকে ডিওয়েটের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিওয়েটকে ধরা বড় সহজ নহে। ডিওয়েটের রণ-চাতুর্য্যে ইংরেজ সেনানীরাও মুগ্ধ।

আবষ্টার্ডেম নগরের অধ্যাপক কেম্পহাসন এক প্রকার গোলা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ফাটিলে চতুর্দ্দিকস্থ ১০০ গজের মধ্যে লোকের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কঠিন কিংবা অসম্ভব হইবে।

উৎকোচের অভিযোগ।—আরা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সব্ ইন্‌স্পেক্টার বাবু বালগোবিন্দ মহাশয়ের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তদন্ত করিয়া সব্ ইন্‌স্পেক্টরের নামে সমন বাহির করিবার আদেশ দিয়াছেন।

প্রিটোরিয়া হইতে লর্ড কিচেনার সংবাদ দিতেছেন যে ইংরেজ সেনানী ক্লিমেন্ট, নভিগেডাতে বুয়র সেনানী ডিলারে ও বেয়ারস্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। প্রথমে বুয়রেরা একটু হটিয়া যায়, কিন্তু পরিশেষে তাহারা ৪ জন ইংরেজ সেনাকে হটাইয়া ম্যামিলবর্ণ পর্য্যন্ত চূড়া অধিকার করে। ঐ যুদ্ধে ৪ জন ইংরেজ সেনানী ও অনেক সৈন্য হত হইয়াছে।

মহারাজা গোয়ালিয়র চীন হইতে তাঁহার হস্তিশাবক জাহাজে করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে সোমবার হংকং হইতে রওনা হইয়াছেন; মহারাজা বিকানীরও সসৈন্যে চীনে যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনিও উক্ত দিবস রওনা হইয়াছেন। তিনি ওয়াধা নামক জাহাজে আসিতেছেন। ১৬ই কিম্বা ১৭ই তারিখে ঐ জাহাজ দুখানি কলিকাতায় পৌঁছিতে পারে।

পিপীলিকা তত্ত্ব।—পিপীলিকাদিগের শ্রবণশক্তি আছে কি না এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইতেছে। পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে যতদূর শব্দ করিলে মনুষ্যেরা শুনিতে পায়, সেই শব্দ মোটেই পিপীলিকাদিগের কর্ণগোচর হয় না। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ ওংল্ড সাহেব নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে পিপীলিকাদিগেরও মনুষ্যের ন্যায় শ্রবণশক্তি আছে।

সর্প দংশন।—বোম্বাই সহরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জি, ল্যাম্ব সাহেব একটী গোখুরা সাপ লইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছিলেন। সর্প কিন্তু বিজ্ঞানের কোনই ধার ধারে না, সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া সাহেবের অনুষ্ঠের উপর দংশন করিয়া দিয়াছিল। সাহেব নিজ আবিষ্কৃত সর্পদংশনের নূতন প্রথা দ্বারা নিজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। চিকিৎসার গুণে প্রাণরক্ষা হইয়াছে বটে কিন্তু সাহেবের অনুষ্ঠের কিয়দংশ একবারে কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

জাপানে টকিও ইউনিভারসিটীতে শিল্প শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় আছে তাহাতে ভারতবাসী ছাত্রেরা যাহাতে শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পঞ্জাব অঞ্চল হইতে যুবকেরা যাহাতে উক্ত জাপানি বিদ্যালয়ে যাইয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন সেই জন্য লাহোরের দয়ানন্দ-এঙ্গলো-বেদিক কলেজে একটী

ছাত্র-বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে একটী করিয়া ছাত্র জাপান প্রেরিত হইবে।

সাত জনের ফাঁসি। বিগত ১১ই এপ্রিল তারিখে কানপুরে যে সাত জন বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল সেই সাত জনেরই ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাহারা ক্রমান্বয়ে হাইকোর্টে, উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট বাহাদুরের নিকট ও বড় লাটের নিকট আপীল করিয়াছিল কিন্তু আবেদনে কোন ফলোদয় হয় নাই। সকলেই দৃঢ়তার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল কেবল তাহাদের দলের নেতা করিম এলাহি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কিছু অস্থির হইয়াছিল। করিমের মৃত দেহটী দেখে মসজিদে লইয়া মৌলভি দ্বারা তাহার মৃত দেহের কলমা পঠিত হইয়াছিল।

হোম চার্জ।—ভারতের তহবিল হইতে ইংলণ্ডের তহবিলে ভারতের জন্য ইংলণ্ডের খরচার দরুণ ভারতকে বৎসর বৎসর কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে হয়। প্রতি বৎসর ভারতকে ২৮ কোটী টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। এই খরচা (হোম চার্জ) কিছু কমাইবার জন্য ওয়েলবী কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ভারতের জন্য হোম চার্জ কিছু কমিয়াছে—বৎসরে ৩৮ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। প্রকাণ্ড সমুদ্র হইতে এক বিন্দু জল তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রকাণ্ড জল রাশির এক কণাও ত কমিল। ইহাতেও চন্দ্রিতের ন্যায় চিরমেঘাবৃত ভারতাকাশে ক্ষণপ্রভা আশার সঞ্চার হয়।

মাদ্রাজ মেলের কোন সংবাদদাতা লিখিতেছেন—ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক বলিতে হইবে যে বড়লাট লর্ড কর্জ্জন যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, মেঘকুলও যেন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেই সেই স্থানে বারিবর্ষণ করিয়াছে। মাদ্রাজের পূর্ব্ব উপকূলেও বড় লাটের শুভাগমনে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজদর্শন বহুমঙ্গলময়। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণে পূর্ব্বে সেই মঙ্গলের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইলে শস্যের বিশেষ উপকার হইবে। মাদ্রাজের মহাজন সভার অভিনন্দন পত্রের উত্তরে বড়লাট তাঁহার স্বভাব-সরল মিষ্ট ভাষায় মহাজনসভার সভ্যগণকে একটু তিরস্কার করিয়াছেন। মহাজন সভা তাঁহাদের অভিনন্দন পত্রে দুর্ভিক্ষের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক্ করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাদের মতেই সমস্ত ভারতবাসীর মত বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিতে খুব বড় কিন্তু সার আছে কি না বড়লাট বিশ্বাস করিতে চান না। তিনি বলেন যে মুসলমান বাদে ভারতে ২৪ কোটী লোকের বাস; মুসলমান লইয়া ৩০ কোটী লোকের বাস! মহাজন সভার সভ্য সংখ্যা ২০০ শত মাত্র। এই সভার অধিবেশনের সময় সচরাচর ১৫।১৬ জন মাত্র উপস্থিত থাকেন। তাঁহাদের কথা মাদ্রাজের কতকগুলি গণ্যমান্য লোকের কথা হইতে পারে, সমগ্র ভারতবাসীর কথা নহে। বড়লাটের এই ভর্ৎসনা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে আমরা অনুমান করিতে পারি না। তাঁহারা সকল বিষয়ে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি হইতে চান না—কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্ত ভারতবাসীর মনোগত কথা ইহা তাঁহারা জানেন ও বিশ্বাস করেন এই কথাই তাঁহারা বড়লাট সাহেব বাহাদুরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাজন সভায় অবশ্য বিভিন্ন লোক আছেন। সেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মত ভারতের সম্প্রদায় বিশেষের মতের ঐক্য আছে। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে সমগ্র ভারতের মনোগত অভিপ্রায় জানা যাইবে তাহার বিচিত্র কি? দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন সেই সকল কথা সমগ্র ভারতবাসীর মনে সদাই আন্দোলন হইতেছে এবং শাসন কর্ত্তাদের হস্ত হইতে যাহাতে বিচার ভার বিচার কর্ত্তাদের হস্তে যায় ইহা সমগ্র ভারতবাসীর একান্ত প্রার্থনীয়। কারণ শাসন কর্ত্তাদের হাতে বিচার ভার থাকায় নানা প্রকার বিচার বিভ্রাট ঘটে। এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে মহাজন সভা আপনাদিগকে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি করিতে চান নাই—ভারতবাসী প্রজাসমূহের সাধারণ দুঃখবার্ত্তা বড়লাটকে জানাইয়াছেন মাত্র।

বোম্বে প্রদেশে স্ত্রীলোক ও সন্তানাদি শিশুদিগের মধ্যে অনেক অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। মিউনিসিপালিটী এইরূপ অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক বা ততোধিক ধাত্রী নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইঁহারা প্রসবকালে নিজ স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপস্থিত থাকিবেন ও তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

প্রেম-পরিণাম।—ব্রহ্মদেশের কাথা প্রদেশের এক অষ্টাদশ বয়স্ক যুবক এক ষোড়শী যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়। যুবক যুবতীর মিলনে কিন্তু উহাদিগের পিতামাতার ইচ্ছা ছিল না। প্রণয়ীযুগল কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া দুই জনেই এককালে জীবন-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করে। এতদর্থে উহারা এক নিকৃত প্রান্তরে যাইয়া প্রথমে যুবক একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র লইয়া যুবতীর মস্তকে আঘাত করে। ইহাতেই যুবতীর চৈতন্য লোপ হয়। যুবক পরে ঐ অস্ত্র নিজ মস্তকেও প্রয়োগ করে। যুবকের নিজের উপর আঘাত তত গুরুতর হয় নাই বলিয়া শুশ্রূষায় যুবকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যুবতীকে কিন্তু আঘাতের সঙ্গেই প্রাণ দিয়া প্রণয়ব্যাপারের উপসংহার করিতে হইয়াছে। এক্ষণে যুবক নরহত্যা অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে। যুবকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

লাহোরে কংগ্রেস। লাহোরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবার আর বিলম্ব নাই। নানাস্থান হইতে প্রতিনিধিগণ তথায় সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় লোকের সেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য স্থানের কথা আমরা সঠিক বলিতে পারি না কিন্তু বাঙ্গালার অধিবাসীরা কিছু ভগ্নোদ্যম ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকের মনে কংগ্রেস দ্বারা, কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবে কি না কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ঠিক কি না, এইরূপ নানা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কত শত গণ্যমান্য লোক কনগ্রেস সভায় উপস্থিত হইবেন। ভারতের পক্ষে কি মঙ্গল-জনক বা কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে সকলে যত্নবান্ হইবেন সন্দেহ নাই। অনেকেই মনে করেন যে, আমাদের কি দুঃখ, আমাদের কি অভাব, আমরা কি চাই—শুধু এইটুকু রাজাকে বা রাজ-জাতি ইংরাজকে জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। ভারতবাসী যে অনেক সভ্য জাতির সহিত তুলনায় সভ্যতায় তাঁহাদের সমকক্ষ কিম্বা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ একথা সমগ্র ইংরেজ জাতিকে বুঝাইতে হইবে। হিন্দু, বৌদ্ধ শিখ, মুসলমান লইয়াই ভারত, ইহারা সকলেই সুসভ্য, ইহাদের সকলেরই জাতীয় মহত্ত্ব আছে, ইহাদের অন্ত বল থাকুক আর নাই থাকুক ইহাদের ধর্ম্মবল আছে, ধর্ম্মের বন্ধন আছে। এই সকল তথ্য ইংরেজকে বিশদ রূপে বুঝাইতে হইবে। তবেত তাঁহারা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন—আমাদিগকে ভাল বাসিবেন। এই ধর্ম্ম বলে এক দিন স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধা হিন্দুর উপর, বাঙ্গালীর উপর টানিয়া আনিয়াছেন।

কলিকাতা।

মিঃ এইচ, ই, এ, কটন সাহেব কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিসনর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নূতন রেল।—হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যে নূতন কর্ডলাইনের প্রস্তাব হইতেছে, খুব সম্ভবতঃ আগামী বৎসর হইতেই উহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

মোহন মেলা।—আগামী ২৯শে তারিখে নিঁথি কুলবাগানে মোহন মেলা বসিবে। মোহন মেলার এবারে আয়োজন ভাল। উক্ত মেলাতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে।

কলিকাতা দলিল-দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রী আফিসের রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ পেনসন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। ইহার মত সুযোগ্য কর্ম্মচারী বড় একটা দেখা যায় না। ইহার স্থানে কলিকাতার সব-রেজিষ্ট্রার মিঃ বি, এস, চন্দ্র রেজি-

ষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন ফরিদপুরের স্পেশাল সব-রেজিষ্ট্রার বাবু রাধানাথ রায় কলিকাতার সব-রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বড় লাট বাহাদুর নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি সিমলা হইতে বেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৫,৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন বড় লাটই এত অধিক দূর বেড়ান নাই। ইনি এমন অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন যেখানে ইতিপূর্ব্বে কোন বড় লাট পদার্পণ করেন নাই। প্রজারঞ্জন হইতে গেলে প্রজার দুঃখ স্বচক্ষে দেখিতে হয়। আশা করি আমাদের সদাশয় বড় লাট দীন প্রজাবর্গের অভাব ও দুঃখ মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না। ভারতবাসী স্বভাবতই রাজ ভক্ত। রাজ সমক্ষে না হউক রাজ প্রতিনিধির সাক্ষাতে আপনাদের অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তৎপ্রতিকারের আশায় আশ্বস্ত হইয়া দিনপাত করিতেছে।

গোরার অত্যাচার!

আবার একি শুনিতেছি? দিন দিন একি হইতেছে? গোরার হস্তে রমণীনিগ্রহ যে আমাদের দেশের একটী নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া পড়িতেছে। রেঙ্গুনের সেই মগরমণীর প্রতি সৈনিকনিগের পাশবিক অত্যাচারের কথা আমাদের স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই আর এক নূতন অত্যাচারের সংবাদ পাইতেছি। গোরার অত্যাচার দমনের জন্য মহামতি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরকে সচেষ্ট দেখিয়া সকলেই ভাবিয়াছিলেন বুঝি আর গোরার অত্যাচারের ভয় নাই। ভাবিয়াছিলাম লোকে অতঃপর জননী, কন্যা, পত্নী ও ভগ্নী লইয়া সুখে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পাইবে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টাই করুননা কেন, দোষীকে ধরাইয়া দিবার জন্য আমাদের বড়লাট বাহাদুর ১০০০ টাকা পারিতোষিকের ঘোষণাই করুন, আর মোকদ্দমা পুনর্বিচারের আদেশ প্রদানই করুন, কিছুতেই এ উপদ্রবের শান্তি হইবে না। যেমন উৎকট ব্যাধি সেইরূপ তিক্ত ঔষধ আবশ্যক। পাঠক উপস্থিত একটী ঘটনার কথা শুনুন।

বোলারাম নামক গ্রামে জনৈক ঘেসেড়া সুন্দরী যুবতী স্ত্রী লইয়া বাস করিত। একদিন রাত্রে দৈবক্রমে ঘেসেড়া বাড়িতে উপস্থিত ছিল না। এই সুযোগে নাকি হসার সৈনিক দলের ৬ জন গোরা ঘেসেড়ার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার পত্নীকে আক্রমণ করে। একাকিনী অসহায়া রমণী ৬ জন নরপশু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। যুবতীর অমূল্য রত্ন অপহৃত হইল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় পাষণ্ডেরা পলায়ন করিতে সক্ষম হয় নাই। সকলেই ধরা পড়িয়াছে। যাহা হউক আশা করি সুযোগ্য বিচারক যথারীতি বিচার করিয়া দোষী ব্যক্তির যথোচিত কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন।

জুতাতঙ্ক।

অনুসন্ধান করিলে করিমগঞ্জের সালকেল্ড, মেদিনিপুরের জারবো, বেগুসরাইয়ের গেব্রিয়েল প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় হাকিমের ন্যায় আরও দুই একজন মহাগুণবান হাকিমের নাম পাওয়া যায়। তবে সকলের ব্যাধি সমান নহে; কেহবা আদালতে উচ্চৈঃস্বরে কথা কওয়া সহ্য করিতে পারেন না, কেহবা এজলাসে কাহাকে জুতা পায়ে দিয়া আসিতে দেখিলে শিহরিয়া উঠেন। শুনা যাইতেছে বহরমপুরের নব নিয়োজিত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগাক্রান্ত। সে

দিন জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জুতা পায়ে দিয়া সাহেবের এজলাসে আসিয়াছিলেন। কালা আদমি হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের ভিতর জুতা পায়ে আসেন! এ বেয়াদবি নরকস্থল হুজুরের অসহ্য হইল। তিনি ভদ্রলোকটীকে সুমধুর "শালা" সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি পিতার সম্মুখে জুতা পায়ে যাইতে সাহস করেন কি না? বোধ হয় অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিবার আশায় এই হাকিম পুঙ্গব এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই সকল উচ্চবস্তিক হাকিমদিগের উপর জেলার ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত আছেন তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

মফঃস্বল সংবাদ।

বর্দ্ধমান—বনকাটী পোঃ—আড়জুড়ি।—এই অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয় কৃষকগণ অনেক কষ্টে অনেক খরচ পত্র করিয়া যে সকল জমি আবাদ করিয়াছিল, তাহার কতক অতিবৃষ্টিতে হারিয়া গিয়াছে। যাহা ছিল তাহার অধিকাংশ অনাবৃষ্টিতে শুকাইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ধান্য কাটা প্রায় শেষ হইল। কোন স্থানে ।৵০ রকম, কোন স্থানে ।০ রকম ধান্য হইবেক। পল্লীগ্রামের কৃষকদের ধান্যই একমাত্র উদরান্নের সম্বল। আগামী বর্ষে লোক সাধারণের যে কি দশা ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন। এ বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরের বড়ই প্রাদুর্ভাব। শতকরা ৯৫ পঁচা নব্বই জন জ্বর রোগে কষ্ট পাইতেছে। স্থানে স্থানে ওলাউঠা রোগে অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

সম্পাদক মহাশয়—বেগুনগাছে পিঁপড়া ধরা নিবারণের কোন উপায় থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন।—শ্রীসত্যকিঙ্কর পাঠক।

[এতৎসম্বন্ধে "কৃষকে"র প্রকাশিত কয়েক সংখ্যায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে।]

মালদহ।—"মালদহ টাউন ইংরেজ বাঙ্গালি" এখানকার ছাত্রনিবাস অর্থাৎ স্কুল বোর্ডিং ১লা ডিসেম্বর হইতে খোলা হইয়াছে, বিলিয়ার্ড খেলাও আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। সহরের স্বাস্থ্য এক প্রকার ভালই আছে, এবং কলেরার ও জ্বরের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। এখানে যে সকল সাহায্য ফণ্ড ছিল সবগুলিই ফেল হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী এবার কৃষি কার্য্যেও মনযোগ দিয়াছেন, কারণ নদীর ধারে একটা মাঠে আলুর চাষ করাইয়াছেন এবং যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে আলু খুব ভাল রকমই হইবে। এবং ঐ আলুর ক্ষেত্রে কল দিয়া জল দেওয়া হইয়া থাকে।

এখানে একজন ভাল ইউরোপিয়ান সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার আসিয়াছেন এবং এখানকার গবর্ণমেণ্ট বালিকা স্কুলটির নাসিক সাহায্যের টাকাটী ডিপুটি ইনস্পেক্টর বাহাদুর লিখিয়া ১ বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। এই স্কুলটির আশু উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইল এবং বিদ্যালয়ের জন্য যে কিছু জমা আছে তাহা দ্বারা শীঘ্রই একটী ঘর তৈয়ারী হইবে।—শ্রীনবকুমার নন্দনবার।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

কোন গাছ বা ফসলাদি কীটাদির উপদ্রবে, অথবা রোগগ্রস্থ হইয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, কেবল পত্র লিখিয়া জানাইলে চলিবে না। কীটাদির উপ-

দেবের অথবা রোগের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ পোকা, এবং পোকায় খাওয়া গাছ অথবা পোকা দেখিতে না পাইলে—রোগগ্রস্ত গাছ বা তাহার ডাল (অন্ততঃ দুইটি) আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাহা না পাঠাইলে, আমরা রোগ নির্ণয় বা তাহার নিরাকরণের উপায় বলিয়া দিতে পারিব না।

বহুমান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক

মহাশয়েষু

মহাশয়,

অমৃতবাজার পত্রিকায় মরিসস দ্বীপে যে জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে এ দেশে সেই ইক্ষু রোপণের বিধান দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্রে জলসেচনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং চাষে অধিক ব্যয় পড়িবে না। পরামর্শ উত্তম বটে।

মানভূম জেলায় "বাঁসতা" নামক এক জাতীয় ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে। ইহার চাষের প্রণালী মরিসস আখেরই মত। ভাদ্র মাসে উত্তমরূপে লাঙ্গল দিয়া জমির রস বাহির করিয়া রাখিতে হয়, তৎপরে প্রতি মাসে দুই কি তিন বার লাঙ্গল ও কখন কখন নই দিয়া মৃত্তিকা ঘুলিবৎ করিতে হয়। পরে ফাল্গুন মাসে আখ পুতিয়া পর বৎসর ফাল্গুনে কাটে। ক্ষেত্রে জল সেচন করে না। তবে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি আদৌ বৃষ্টি না হয়, তাহা জন্মায় না। এই বাঁসতা আখ দীর্ঘে দশ বারো ফুট হয়; ইক্ষুদণ্ডগুলি বড় শক্ত, দন্ত নিতান্ত দৃঢ় না হইলে চর্ব্বণে রস পান করা যায় না। ফলনও মন্দ নহে। প্রতি কাঠায় এক মন গুড় হয়। এ দেশে গোবর ভিন্ন অন্য সারের চলন নাই, তাহাও প্রকৃষ্টরূপে দেয় না।

মরিসস দ্বীপজাত ইক্ষু আবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিলে, আপনার অনেক পাঠক উপকৃত হইবেন। উহার বীজ কোথা পাওয়া যাইবে?—পাঠক।

[নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে মরিসস দ্বীপজাত ইক্ষুর বিশেষ বিবরণ পাইবেন।—The Director to the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, Calcutta.]

সসম্মান নিবেদন—

ডাকযোগে the Gardening Circular Vol No I পাইয়া প্রীত হইলাম। কৃষি সম্বন্ধে ইংরেজিতে অনেক মাসিক পত্রিকা থাকিলেও কোন খানির মূল্য এত সুলভ নহে। কিন্তু ইংরেজি অপেক্ষা বাঙ্গলা কৃষক পত্র খানি সময়োপযোগী হইয়াছে। কৃষককে প্রকৃতরূপে কৃষকের বন্ধু করিতে হইলে, আপনাকে এই কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১ দেশীয় শস্যগুলির উৎকর্ষ সাধন ও প্রচুর ফলন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে।

২ উদ্ভিদের উপদ্রবকারক কীট বা রোগাদির প্রতীকারের ব্যবস্থা স্থলে এদেশে সহজ প্রাপ্য ভৈষজ্য নির্ণয় করিতে হইবে। Soda, Sulphuric acid প্রভৃতি দ্রব্যগুলি সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে না। ক্ষার, গন্ধকাম্ল প্রভৃতির দেশীয় উপাদানগুলি বলিয়া দিতে হইবে।

৩। ইংরেজি পাউণ্ড বুশেল প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া এ দেশের চলিত পরিমাণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ না ধরিয়া কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। আপনি যে উৎসাহ দিয়াছেন, উৎসাহের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া খাঁটি কৃষকগণের অভিজ্ঞতা জনিত কথাগুলি নির্ঘর্ষণ করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইবেন।

কৃষক পত্র খানির বিস্তৃত প্রচার জন্য আপনাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে। কৃষির বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলেই আপনার শুভ উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইবে না। ইতি—ভবদীয় বশম্বদ—গ্রাহক।

রিয়া আঁশ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

রিয়া নামক এক প্রকার ছোট গাছ আছে। আমাদের দেশে যে বিছুটি হয়, ইহা সেই জাতীয় উদ্ভিদ। চীনদেশের লোক ইহার ছাল হইতে অতি সুন্দর পাট প্রস্তুত করে। সেই পাটে যে সূতা হয়, তাহাতে ঠিক রেশমের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হয়। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার রিয়া আছে। তাহার পাট হইতে লোকে মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করে। কিন্তু সে পাট হইতে রেশমের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হয় না।

চীন দেশে যে রিয়া হইতে রেশমের মত পাট হয়, উদ্ভিদ-শাস্ত্রে তাহাকে Bohmeria nivea বলে। ইহার আঁশ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। বিলাতে ইহার মূল্য কুড়ি টাকা মণ। যাহাতে ভারতবর্ষে এই রিয়ার চাষ হয়, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। এই রিয়া সম্বন্ধে কিছু কাল রীতিমত এক হুজুগ উঠিয়াছিল। শিবপুর ও সাহারাণপুরের কোম্পানির বাগানে ইহার চাষ হইয়াছিল। তাহা ব্যতীত অনেক জেল-খানায় পরীক্ষা স্বরূপ ইহার চাষ করিয়া দেখা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও স্থানেই রিয়ার চাষ করিয়া লাভ হয় নাই। যে সময় রিয়ার হুজুগ উঠিয়াছিল, সে সময় কয়েক জন সাহেব ও দেশীয় লোকও ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছিল।

রিয়া গাছ যে এ দেশে হয় না, তাহা নহে। অনেক স্থানে আমি সবল, সতেজ গাছ-পূর্ণ রিয়া ক্ষেত্র দেখিয়াছি। রিয়ার চাষ করিয়া তবে কেন এ দেশে লাভ হয় না? যাঁহারা এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা স্বহস্তে এই কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, রিয়া গাছের ছাল হইতে পরিষ্কার আঁশ বাহির করা বড় কঠিন, সে জন্য ভারতবর্ষে ইহার চাষ করিয়া লাভ হয় না। পাট কি শণ গাছ জলে ডিজাইয়া দিলাম। পাঁচ ছয় দিন পরে উপরের ছাল পচিয়া গেল, ভিতরের শুভ্র আঁশ বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাহার কাটিগুলি ভাঙ্গিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিলাম। শুভ্র আঁশ ধুইয়া শুষ্ক করিলেই পাট কি শণ প্রস্তুত হইল। রিয়া গাছ হইতে কিন্তু সেরূপে আঁশ বাহির করিতে পারা যায় না। রিয়া গাছের কাঠি দৃঢ়; হাত দিয়া সহজে ভাঙ্গিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত আর একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। রিয়া গাছের ছালের ভিতর এক প্রকার আটা আছে। সেই আটার প্রভাবে শুভ্র আঁশ ছালের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। সে জন্য ছাল হইতে শুভ্র আঁশকে সহজে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। জলে পচাইয়া সে আটাকে দূর করিতে গেলে, সেই সঙ্গে যেটী প্রয়োজনীয় বস্তু, অর্থাৎ শুভ্র আঁশ, সেটীও পচিয়া যায়। এই কারণে পাট ও শণ গাছের ন্যায় রিয়া গাছকে পচাইয়া, রিয়া আঁশ বাহির করিতে পারা যায় না। চীন দেশে লোকে কাঁচা অবস্থায় রিয়া গাছকে কর্ত্তন করে। তাহার পর, ছুরি দিয়া গাছের উপর হইতে ছাল গুলি তুলিয়া লয়। অবশেষে ভোঁতা ছুরি দিয়া ছালের উপর ও নিম্ন দিক হইতে আটা ও শাঁস তাঁহারা চাঁচিয়া ফেলে। এইরূপ করিলে, ভিতর হইতে শুভ্র আঁশ বাহির হইয়া পড়ে।

এক এক গাছি ছাল লইয়া, ভোঁতা ছুরি দিয়া, আঁশ বাহির করিতে অনেক পরিশ্রম হয়। সে জন্য খরচও অধিক পড়ে। এত খরচ পড়ে যে, রিয়ার চাষ করিলে এ দেশে লাভ হয় না। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন যে, কোনরূপে আঁশ বাহির করিবার খরচা যদি কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে এ দেশে এই

মূল্যবান দ্রব্যের চাষ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এক মণ রিয়া আঁশ প্রস্তুত করিতে যদি কুড়ি টাকার অধিক খরচা না পড়ে, তবেই এদেশে ইহার চাষ হইতে পারিবে; কুড়ি টাকার অধিক খরচা পড়িলে এ ব্যবসায় চলিবে না। এই কুড়ি টাকা হইতে চাষের খরচা, পরিষ্কার শুভ্র আঁশ বাহির করিবার খরচা, কলিকাতায় আঁশ পাঠাইবার খরচা, কলিকাতা হইতে জাহাজে বিলাত পাঠাইবার খরচা, এই সমুদয় খরচা দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন যে, ভাল কলের সহায়তায় কুড়ি টাকায় একমণ করিয়া আঁশ প্রস্তুত হইতে পারিবে ও বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাইবার খরচাও তাহা হইতে দিতে পারা যাইবে, আর চাষীদিগের লাভও থাকিবে। এইরূপ মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে,—"যদি কেহ এরূপ কল প্রস্তুত করিতে পারে, অথবা এরূপ উপায় আবিষ্কার করিতে পারে, যাহার সহায়তায় কুড়ি টাকায় একমণ করিয়া আঁশ প্রস্তুত হইতে পারিবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।"

ইহার পূর্ব্বে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষা ভালরূপে হয় নাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার নিমিত্ত যে পরীক্ষা হইয়াছিল, সেই পরীক্ষায় আমি উপস্থিত ছিলাম। এই পরীক্ষা ১৮৭৭ সালে সাহারাণপুরে হইয়াছিল। পরীক্ষা দিতে চারি পাঁচটার অধিক কল উপস্থিত হয় নাই। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এই কয়টী কল আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে যব দ্বীপ হইতে যে কলটী আসিয়াছিল, তাহার কারিগরি দেখিয়া আমি বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আথার্টন সাহেব নামক এক ব্যক্তি এই কলটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই কলটীর উপরিভাগে সামান্য একটু গর্ত্ত ছিল। আখ-মাড়া কলে যেরূপ ইক্ষু যোগাইয়া দিতে হয়, এই গর্ত্তপথে সেইরূপ শুষ্ক করিয়া গাছ যোগাইতে হয়। কলে সেই গাছগুলি ভিতরে টানিয়া লয়। কলের ভিতরে গাছের কাষ্ঠ বা কাটগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, ও ছাল হইতে শুভ্র আঁশ পৃথক্ হইয়া পড়ে। অবশেষে সেই পরিষ্কৃত শুভ্র রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল আঁশ কলের নিম্নদেশস্থিত আর একটী গর্ত্তপথে আপনা আপনি বাহির হইতে থাকে। পরীক্ষার পূর্ব্বদিন কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমি এই কলের কার্য্য দেখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই কলনির্ম্মাতা বোধ হয়, পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরদিন পরীক্ষার পূর্ব্বে কলটী বিকল হইয়া গেল। কলের সহিত আথার্টন সাহেব যে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, কল মেরামত করিবার নিমিত্ত সে কত চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। সে নিমিত্ত এ কলটীর আর পরীক্ষা হইল না। পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আর আর যে কল আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনটীই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। সুতরাং কেহই সে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইল না। সে পুরস্কারের অঙ্গীকার গবর্ণমেণ্ট তাহার পর তুলিয়া লইলেন।

১৮৮৩ সালে যখন কলিকাতায় মহাপ্রদর্শনী হয়, তখন আলিপুরের বাগানের নিকট আমি অনেকগুলি এইরূপ কল পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে ডি-সোজা সাহেব যে কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। কলের চারি ধারে গোল করিয়া একটী দড়ি বাঁধা ছিল। পাট গাছ হউক, রিয়াগাছ হউক, মুরগা পাতা হউক, এই দড়ির গায়ে লাগাইয়া দিতে হয়। যেমন কল ঘুরিতে থাকে, সেই সঙ্গে গাছ সহিত সেই দড়িও ঘুরিতে থাকে। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার চক্ষুর সম্মুখেই একস্থানে গাছের কাটগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, আর একস্থানে ছালের একপিঠ চাঁচিয়া

যায়। দড়ি যখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার গায়ে আর সে গাছ কি পাতা থাকে না, পরিষ্কৃত শুভ্র আঁশে পরিণত হইয়া তাহাই তখন দড়িতে ঝুলিতে থাকে। কিন্তু এই কলে অনেক ক্ষতি হয়। গাছের যে অংশে ভাল আঁশ থাকে, কলের দারুণ আঘাতে তাহাও ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। চীনদেশের ন্যায় হাতে রিয়া আঁশ বাহির করিবার নিমিত্তও অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কলিকাতার কৃষি-সভার সম্পাদক বেলচিণ্ডেন সাহেব সাহারাণপুরে এই উপায়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত মজুর-গণ রিয়া গাছ হইতে ছুরি দিয়া ছাল বাহির করিয়া, তাহার পর সেই ছাল চাঁচিয়া শুভ্র আঁশ প্রস্তুত করিয়া ছিল। কিন্তু সে আঁশ চীনের আঁশের ন্যায় পরিষ্কার হয় নাই। খরচও বোধ হয়, অধিক পড়িয়া থাকিবে। বেলচিণ্ডেন সাহেবকে সে নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন নাই। কলিকাতায় আমার সম্মুখে আসামের একটী ভদ্রলোক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হাতি বড়ুয়া। ইনি জাতিতে আহম, অর্থাৎ আসামের রাজার জাতি। ইহার কলের বিশেষত্ব কিছু ছিল না। আক-মড়া কলে রিয়া গাছ ও ছাল বার বার মাড়িয়া ইনি আঁশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে আঁশ ভাল হয় নাই।

রিয়া ব্যবসায়ের সম্প্রতি অনেকটা সুবিধা হইয়াছে সে জন্য আজ আমি এ প্রবন্ধ লিখিলাম। শুভ্র পরি-ষ্কৃত আঁশ এখন আর বিলাতে পাঠাইতে হইবে না। এখন গাছ হইতে ছাল তুলিয়া, সেই ছাল শুষ্ক করিয়া পাঠাইলেই চলিবে। ছুরি দিয়া গাছ হইতে ছাল উত্তোলন নিতান্ত সহজ কাজ, অতি অল্প পরিশ্রমে তাহা হইতে পারে। ছাল তুলিবার একপ্রকার কলও আছে। সে কলের মূল্য ছয়শত টাকা। তাহার সহায়তায় এক দিনে তের চৌদ্দ মণ ছাল তুলিতে পারা যায়। কিন্তু ছাল তুলিতে কলের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, হস্ত দিয়া অনায়াসে সে কাজ হইতে পারে। লণ্ডন নগরে থিরোডোর কোম্পানি নামক বণিকের কারখানা আছে তাঁহারা বলিয়াছেন যে—"যত ইচ্ছা শুষ্ক ছাল আমাদের নিকট প্রেরণ কর, সে সমুদয় আনিয়া ক্রয় করিব।" লণ্ডন নগরে উপস্থিত করিয়া দিলে, তাঁহারা প্রতি মণ আট টাকা হিসাবে মূল্য দিবেন। এ অপরিষ্কৃত শুষ্ক ছালের দর, পরিষ্কৃত আঁশের দর নহে। যে স্থানে ভূমি কিছু আর্দ্র, এরূপ সকল স্থানেই রিয়া গাছের চাষ হইতে পারে। নুরুলকরপুর, হারতাঙ্গা, পূর্ণিয়া, বালদা, হুগলী, দিনাজপুর প্রভৃতি তরাই প্রদেশ ও আসাম ইহার জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমার বোধ হয়। এই সমুদয় স্থান হইতে কলিকাতা ও কলিকাতা হইতে বিলাত পাঠাইতে মণকরা বোধ হয় দুই কি তিন টাকা খরচ পড়িবে। সুতরাং যিনি ইহার চাষ করিবেন, ঘরে বসিয়া তিনি প্রতি মণে পাঁচ কি ছয় টাকা মূল্য পাইবেন। এক্ষণে কথা এই যে, পাঁচ কি ছয় টাকা মূল্য পাইলে এ বস্তুর চাষ করিয়া লোকের লাভ হইতে পারে কি না? পাঁচ ছয় টাকা মূল্য পাইলে যদি লাভ না হয়, কিংবা পাট অথবা অন্য কোন দ্রব্যে যদি অধিক লাভ হয়, তাহা হইলে রিয়ার চাষ এদেশে প্রচলিত হইবে না। এক বিঘা ভূমিতে কত মণ রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, আর চাষ করিতে ও ছাল তুলিতে, শুকা ইতে ও বাঁধিতে কত খরচ হয়, এ সমুদয় কথা এক মাত্র পরীক্ষা দ্বারাই স্থির হইতে পারে। যদি কেহ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পশ্চাল্লিখিত ঠিকা-নায় আবেদন করিবেন,—

To the Reporter of Economic Products
to the Government of India.
1, Sudder Street, Calcutta.

যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা পশ্চাল্লিখিত নামে আবেদন প্রেরণ করিতে পারেন—"ডাক্তার

শ্রীযুক্ত ওয়াট সাহেব মহোদয় বরাবরেষু,—১ নং সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।" আর্যপুরের উদ্ভিদ ও কৃষি-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও রিয়া সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মচারিগণও এ সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিতে পারেন। হেম বাবুর ঠিকানা—আহিরীটোলা, কলিকাতা।—বঙ্গবাসী।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়।

পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা যে অধিক দিন বাঁচে একথা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়াও করেন নাই। কিন্তু মৃত্যুর তালিকা দেখিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, যে কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ভৈষজ্যবিৎগণ, চিকিৎসকগণ যদিও এমন কথা বলেন না যে স্ত্রীলোকের গঠন প্রণালী যেরূপ, তদনুসারে স্ত্রীলোকের অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবারই কথা; বরং তাহারা স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী বলিয়া, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহ সহজে উত্তেজিত হয় বলিয়া, তাহাদের শিরা ও ধমনীতে রক্ত দ্রুত প্রবাহিত বলিয়া, তাহাদের অল্পায়ুঃ হইবারই সম্ভাবনা। সেক্সপীয়র কোমলপ্রাণা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে (weaker vessel) উইকার ভেসেল্ এই নাম দিয়াছেন। পুরুষের গঠন সুদৃঢ় হইলেও এবং শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও সংযত হইলেও ঐ উইকার ভেসেলই—ঐ ক্ষণভঙ্গুর দেহই অধিক দিন টিকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে পুরুষকে অনেক অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাতায়াত করিতে হয়, অনেক অস্বাস্থ্যকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় সেই জন্য পুরুষ অল্প বয়সে মারা যায়। তাহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে স্ত্রীলোককে কি অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয় না, না স্বাস্থ্যহানিকর কার্য্য করিতে হয় না? যেখানে অবরোধ প্রথা প্রচলিত, সেখানকার স্ত্রীলোকের গৃহের বাহিরে গতিবিধি নাই, কারাবাসের ন্যায় অধিক দিন একস্থানে বাস করিয়া, বাহিরে বিশুদ্ধ ও অব্যাহত বায়ুসেবনের অভাবে কি সেই সকল স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা নয়? যে দেশে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা আছে সেই সমস্ত দেশের স্ত্রীলোকদিগের কথাও ধর—রোগের শুশ্রূষা করিবার ভার প্রায় স্ত্রীলোকের উপর। সংক্রামক রোগাক্রান্ত স্থানে বাস করিয়াও, সংক্রামিত রোগীদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও কয়জন স্ত্রীলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়? এতদ্বারাও পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মৃত্যুর অনুপাত অনেক কম। পুরুষেরা চূণের গুদামে, নূনের গোলাতে, কয়লার খনিতে কার্য্য করে বটে কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কি পাটের কলে, চটের কলে তামাকের গোলাতে কাজ করে না?

স্ত্রীজাতি যে দীর্ঘায়ুঃ হয় তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় তাহাদের স্বাভাবিক প্রসন্নতা। স্ত্রীজাতি যে সদা প্রফুল্ল তাহা তাহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। স্ত্রীজাতির হাসিমাখা মুখ কবির উপন্যাস্থল; পুরুষজাতি সদাই গম্ভীর। গম্ভীরভাবে বিভোর না থাকিলে আর গাম্ভীর্য্য আসে না। ভাবনাই কিন্তু আয়ুঃক্ষয়কর। স্ত্রীজাতির কার্য্যকলাপ, আহার বিহার, শয়ন উপবেশন সমস্তই নিয়মিত। নিয়মে যে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় একথা পুরুষ সকল সময় বুঝে না, অথবা বুঝিয়া উপেক্ষা করে। স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় তাহাদের জীবনটা একঘেয়ে রকম মনে করেন, তাহাদের একদিনের জীবনের ঘটনা আর ১০ দিনেরও তাই—নূতনত্ব কিছুই নাই—এইজন্য তাঁহারা অনেক সময় আক্ষেপ করেন। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাহারা নিয়মের

বশবর্ত্তিনী বলিয়া তাহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং এটাও মনে রাখিবেন যে, ধারাবাহিক কার্য্যের ভিতরও নূতনত্ব আছে। তাহারা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া, নির্দ্ধারিত কার্য্য করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করেন। পুরুষ অধিকাংশ সময় নিজেই অনিয়ম করেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদের বাহিরের লোকের সহিত কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বাঁধাধরা নিয়ম খাটে না। এ ছাড়া তাহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক দুরূহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং সেই জন্য তাহাদের নানা দুর্ভাবনাও আসিয়া জুটে। কাহাকেও বা পরিবার পোষণের জন্য হা অর্থ হা অর্থ করিয়া ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগের একেবারে দুর্ভাবনা নাই এমন নহে, আজ ছেলের অসুখ হইয়াছে, কাল বাটীতে দুইজন কুটুম্ব খাইল, পরশ্ব চাকর চাকরাণী বা রাঁধুনী ছাড়িয়া গিয়াছে বা ঘরে খাদ্যদ্রব্যের কিঞ্চিৎ অভাব হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে উৎকণ্ঠা স্ত্রীলোকের আছে বটে কিন্তু তাহারা এই সকল বিষয় তাহাদের স্বামী বা অন্য পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া সহজে কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। পুরুষের এইরূপ কেহ নাই যে নির্ভর করিবেন ?

চিন্তা দহতি নির্জ্জীবং
চিন্তা দহতি জীবিনং।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভাবনা মাত্রেই অনিষ্টকর। দুর্ভাবনা বা উৎকণ্ঠার ত কথাই নাই। আমাদের দেশের স্ত্রী সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য দেশের স্ত্রীলোকেরাও প্রায় সকল বিষয়েই তাহাদের পুরুষ কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিয়া চলেন। যাহাদিগকে নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেকেই স্বাধীন ভাবে থাকিতে হয় তাহাদেরও পুরুষ অপেক্ষা ভাবনা কম। তাহাদের পুরুষের মত উচ্চাভিলাষ বা দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা অল্প রোজগারেই সন্তুষ্ট এবং তাহাতেই অল্পে স্বল্পে দিনাতিপাত করেন এবং অল্প রোজগার করিতে গেলে বড় অধিক পরিশ্রম বা মস্তিষ্ক চালনার দরকার হয় না। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক উদ্যমশীল। ব্যারাম, অসুখে স্ত্রীলোক শান্তভাবে থাকিয়া চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করেন এবং সহজেই আরোগ্য হইয়া উঠেন, কিন্তু পুরুষে অধীর হইয়া উঠে এবং উত্তেজনায় রোগ বাড়িয়া যায়। কোন আত্মীয়ের অপমৃত্যুতে স্ত্রীলোকে অধীরা হন ও আত্মধিক্কার জ্ঞাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন; এরূপ অবস্থায় পুরুষ আত্মভাব সংযত করিয়া রাখেন, কিন্তু অন্তর্দাহ সমানই হইতে থাকে। স্ত্রীলোক কাঁদিয়া বিলাপ করিয়া সুস্থ হন, পুরুষের শোকে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইয়া, শরীরের ক্ষতি হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয় সংযম দীর্ঘজীবনের অন্যতম প্রধান কারণ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি বহুবিধ প্রকারে সংযতেন্দ্রিয়। আমাদের দেশের হিন্দু বিধবারা এই ইন্দ্রিয়সংযম জন্য পুরুষ কেন, অন্য স্ত্রী অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ।

মধ্যপ্রদেশের সরকারী বাগান।

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত বাগান সমূহের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী বা রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জলাভাব বশতঃ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে। গতবৎসর জলাভাব হেতু বাগানের কার্য্যে সফলতা লাভ হয় নাই। গত বৎসর যেরূপ জলাভাব হইয়াছিল, সেরূপ অনাবৃষ্টি আর কখন হইতে দেখা যায় নাই। কাজেই অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা গত বৎসর বাগানের কার্য্যে আয় কম হইয়াছিল এবং গবাদির আহার্য্য অভাবে তৎপালনে খরচা ও বেশী পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র দুইটি

বাগানে জলসেচনের সুবিধা থাকায়—আয় হ্রাস হয় নাই।

মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত বাগান হইতে বিনা মূল্যে বৎসর বৎসর চারাদি বিতরণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট দেশেরবাসীগণের বাগানের কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু গতবৎসর বাগানের কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন না হওয়ায়—অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অল্প সংখ্যক গাছ বিতরিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বিতরণের ন্যূনাধিক্য হইলেও বিতরণকারী যে ধন্যবাদ ও প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল বাগান খাস গভর্ণমেণ্টেরই হউক অথবা স্থানীয় মহারাজা, জমিদারগণেরই হউক, উহা গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৃষিকার্য্যে ও বাগানাদি প্রস্তুতকরণে দেশস্থ লোকগণের মন আকৃষ্ট করিয়া প্রভূত কল্যাণসাধন করিতেছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই সকল বাগানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশস্থ লোকেরা ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যাদি বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইয়া দেশের দুঃখ দূরীকরণে সতত যত্ন ও চেষ্টা করিবে। বারান্তরে রিপোর্টের বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

বাঙ্গালির অকিঞ্চিৎকর জীবন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের জীবনকে অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া থাকেন। এই অকিঞ্চিৎকর জীবনটাকে যে কয়দিন হয় সুখে দুঃখে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহাদের দায়িত্ব ফুরাইয়া যায়। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ঈশ্বর কি জন্য তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ অবশ্য পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহারা সকলে নিজের, ক্ষুদ্র পরিবারের, ক্ষুদ্র সংসারের ভাবনা ভাবিতেই এই মনুষ্য জীবনটাকে কাটাইয়া দিয়া যান। তাহাদের সমাজের ভাবনা—জাতির ভাবনা তাঁহাদের নিকট পরের ভাবনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কাজেই ঈদৃশ মনুষ্য দ্বারা সমাজের কোন আশা করা যায় না। যতদিন না আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল দেশহিতৈষীর প্রাদুর্ভাব হইতেছে ততদিন আমাদের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

ইংরাজ চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই মহান্। প্রত্যেকেই স্বীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। কেহই সামান্য চিন্তা বা কাজে ব্যস্ত থাকেন না। কি কাজ করিলে বড় হইব, কি কাজ করিলে সমাজের জাতীয় উন্নতি হইবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! উন্নতিরও সীমা নাই। আর আমরা বাঙ্গালি! কেবল ভাবি, কি করিয়া কোন আফিসে একটা ১০।১৫ টাকার চাকরী যোগাড় করি। আর ইচ্ছাই বা হইবে না কেন! চাকরি যে "দিল্লিকা লাড্ডু।"

লোকে বলে যে ঠেকে শেখা আর দেখে শেখা অনেক তফাৎ; যে ঠেকে শেখে সে বোকা আর যে দেখে শেখে সে একটু চালাক। কিন্তু হায়! আমরাত দেখিতেছি যে প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গাধা খাটুনির পর মাসান্তে বাবুরা ১০।১৫ টাকা হাতে লইয়া বাড়িতে যাইতেছেন। আবার তাহারই মধ্যে যাঁহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাঁহাদের অর্দ্ধেক জমিদারী দিতেই যায়। কিন্তু কৈ আমরাও ত একটা চাকরির জন্য উমেদারি করিতে ছাড়িতেছি না।

ছোট বড় সকলকেই চাকরি প্রার্থী দেখিয়া বড় লাটকেও চিন্তিত হইতে হইয়াছে। বড় লাট লাক্ষিণাত্যে কোন একটী স্কুলে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহা সকলেরই শুনা উচিত। আইনও করিতে হইয়াছে, বি, এ, পাস না করিলে গভর্ণমেণ্ট আফিসে কেরাণি-

গিরিতে নিযুক্ত করা হইবে না। এরূপ আইন করায় যে যাহাই বলুক কিন্তু আমার বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহাতে আমাদের পক্ষে একটু মঙ্গল হইলেও হইতে পারে।

আজ কাল যে রকম সময় পড়িয়াছে তাহাতে সকলেরই এই একবার ভাবা উচিত। এখন শিক্ষিত লোকের ত অভাব নাই। যাঁহারা চাকরির আশায় বসিয়া আছেন, তাহারা যদি সে আশা পরিত্যাগ করিয়া এসব বিষয়ে মনোযোগ দেন তাহা হইলে তাঁহাদের ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে। ইতি

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

কৃষি ও কৃষক।

সুসভ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রদেশে কৃষিকার্য্য ও কৃষক কুলের যেরূপ সমাদর ও সম্মান দৃষ্ট গোচর হয়, আমাদের দেশের কৃষককুল ও কৃষিকার্য্যের উপর দেশের শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গকে সেরূপ সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। কৃষকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ত দূরের কথা, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য ও কৃষককুলের প্রতি পক্ষান্তরে বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। সমাজের প্রাণ ও মেরুদণ্ডস্বরূপ পরম উপকারী নিরীহ কৃষককুলকে "চাষা" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বাহাদুরী লইতেও অনেকে পশ্চাৎপদ হয়েন না। পরপদলেহন করিয়া পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের দাসত্ব করিব, তথাপি স্বাধীনবৃত্তি কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিব না। আফিসের সাহেবের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইব, এমন কি আফিসের সাহেবের সুপুষ্ট হস্তদ্বারা কর্ণমর্দ্দিত হইলেও স্থির হইয়া থাকিব, তথাপি কোন প্রকার স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিব না। আমার যতই কেন অল্প বেতন হউক না, আমি আফিসে যাইয়া যে কোনও আর্য্য করি না কেন, আমি কিন্তু তথাপি আফিসের "বাবু"। আর তুমি স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া কিম্বা অন্য কোনও লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবে—তুমি কিন্তু হবে "অসভ্য চাষা" নয় "অসভ্য গোঁয়ার"! দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রাতৃভক্তভাবের প্রবল বৃদ্ধি প্রকৃতই জাতীয় অধঃপতনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশের পুণ্যময় প্রাচীনকালের পরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বে আমাদের দেশের এরূপ ভাব ছিল না। প্রাচীনকালে কৃষককুল বিশেষ আদর ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। কৃষিকার্য্য অতি পবিত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। আমাদের দেশে বশিষ্ঠ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কৃষিকার্য্য করিতে মহাগৌরব জ্ঞান করিতেন। আর আজ আমরা সামান্য দুইপাতা ইংরাজি উল্টাইয়া একবারে "বাবু" হইয়া উঠিয়া মহা গৌরবের বস্তু কৃষককুলকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি। ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভারতেতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উদরান্নের জন্য কেবলমাত্র রাজা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদেশী বণিকদিগের কৃপাকণার উপর নির্ভর না করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও উদরান্নের সংস্থান হয় এবং দেশের কৃষিকার্য্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। কৃষিসম্বন্ধে কৃষকদিগের জ্ঞানের অভাবেই যে এ দেশে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কৃষি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব অধিক, সেই জন্য তথায় কৃষিকার্য্য ও কৃষককুলের উন্নতি। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও যদি কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন তাহা হইলে আমাদের দেশেও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। দেশের কতকগুলি সুসন্তান স্বদেশ হইতে বহু অর্থব্যয় করিয়া ও নানাবিধ ক্লেশস্বীকার করিয়া ইংলণ্ড যাইয়া কৃষি-বিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসেন। আমরা তাঁহাদের নিকট দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে বলিয়া কতই আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে।

বিখ্যাত সিরেন্সেষ্টার কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়া ইঁহারা অনেকেই সরকারের চাকুরি করিতে বাধ্য হয়েন। ধনকুবেরদিগের, বিলাতপ্রত্যাগত কৃষিবিদ্যানিপুণ ভারত-সন্তানগণকে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিতে আদৌ প্রবৃত্তি হইল না। ইহা বাস্তবিকই দেশের দুর্ভাগ্য। যতদিন না দেশের ধনকুবেরদিগের, দেশের কৃষককুলের অবনতি দেখিয়া ও তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের হা হা রব শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে এবং যতদিন না তাঁহারা অর্থ সাহায্য দ্বারা দেশের কৃষিকার্য্যের অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তত দিন দেশের কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় যখন ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন এদেশের কৃষককুলের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষরূপ যত্ন করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়াও এতদ্দেশীয় কৃষককুলকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি স্বয়ং এগ্রিকল্চারল সোসাইটিতে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে কৃষক ও মালীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর যে কৃষিকার্য্যকে আন্তরিক ভালবাসিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আপনাকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না, পক্ষান্তরে কৃষক বলিয়া পরিচিত হওয়াকে তিনি বিশেষ গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত তাঁহার কৃষিবিষয়ে অনেক কথা হইত। তিনি তাঁহার একখানি পত্রে রণজিৎসিংহ তাঁকে লিখিয়াছিলেন "মহারাজ অবশ্যই জানেন যে ভাবৎসম্পত্তির মূলই হইল ভূমি। সুতরাং যাহাতে ভূমোৎপন্ন দ্রব্যের ও তাহার গুণের বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে সাহায্য ও পোষকতা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।"

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করা এবং ঐরূপ আলোচনার ফল যাহাতে সাধারণ কৃষকে বুঝিতে পারে তদ্রূপ ভাবে প্রকাশ করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অনুর্ব্বরা ভূখণ্ডকেও শস্য-শ্যামলা ভূখণ্ডে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ফলতঃ কি করিলে দেশের নিরন্ন কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি হয় এবং দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ দাসবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে রত হন, সকলেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।—শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদিগের নিকট এই সংখ্যা নমুনাস্বরূপ প্রেরিত হইল তাঁহাদিগের মধ্যে "কৃষকের" গ্রাহকশ্রেণীভুক্তদিগের নিম্ন অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। এখনও "কৃষক" প্রথম সংখ্যা হইতে পাওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে।

• • এই নূতন পত্রখানির স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনীয়। • • কৃষকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ গুলি উৎকৃষ্ট। • • "এডুকেশন গেজেট"।

• • কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত ইহাতে (কৃষকে) সাহিত্য ও সাধারণ সংবাদাদি আলোচিত হয়। পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। "পত্রিস্রোতা"

কৃষি কার্য্যানুরাগী ও স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই কৃষকের গ্রাহক হওয়া উচিত।

টাকা ও পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীনবধনাথ মিত্র বি, এ,
"কৃষক" কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৮১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কৃষি, সাহিত, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৩ই পৌষ সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৩শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	
গাছের নাম নিরূপণ	
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ	
জাতীয় মহাসমিতি	
মোহন মেলা	
ঊষংস্থল সংবাদ	
পত্রাদি	
চইটী প্রশ্ন	
মৃত্তিকা তত্ত্ব	২০১
এক বিন্দু জলের প্রতি	২০৪
কাট্‌রী-পোকা ...	২০৫
বিনাতা	২০৭

কৃষি সংবাদ।

এখান হইতে অনেক চাউল রপ্তানী হইতেছে। অধিকাংশ চাউল কলিকাতা ও বদরপুর অঞ্চলে রপ্তানী হইতেছে। চাউলের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এইক্ষণ চাপলাদ চাউল ৩।০ ৩।৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।—ত্রিপুরা হিতৈষী।

তুলার চাষ। এ বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। এ বৎসর মোট ২১৫,০৩৭ গাইট তুলা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি গাইটে ৪০০ চারি শত পাউণ্ড করিয়া তুলা আছে। অনিক লোকে তুলার আবাদ করায় এবং ফসলও নির্দ্দিষ্টে উৎপন্ন হওয়াতেই এ বৎসর তুলার চাষে সুফল ফলিয়াছে।

ধানে পোকা।—শ্রীকালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য:—আপনি "কাট্‌রি পোকা" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

গাছের নাম নিরূপণ।

"কৃষকের" পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও কোন গাছের নাম জানিতে হইলে, ফুল সমেত সেই গাছের ছোট একটী ডাল সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ফুলসহ শাখাটী বুটিং কাগজের মধ্যে রাখিয়া দুই পিঠে

ওই খানি শক্ত পিসবোর্ড দ্বারা চাপ্টাভাবে প্যাক করিয়া ফ্রান্সল পোষ্টে পাঠাইতে হইবে। বেয়ারিং পত্রাদি গৃহীত হইবে না।

কলিকাতা।

শোক সংবাদ।—গত ১৩ই পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যার পর রায় যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

হেড অফিস।—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অডিট্ অফিসের কিয়দংশ জামালপুর হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল।

প্রতিমূর্ত্তি।—গড়ের মাঠে পূর্ব্বে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্য বেলা সাড়ে চারি ঘটিকার সময় তাহার প্রতিষ্ঠা উৎসব হইবে।

কলিকাতার কালেক্টর রায় দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন। শুনা যাইতেছে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্র নারায়ণ সিংহ উক্তপদে নিযুক্ত হইবেন।

উপাধি।—পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল, সম্প্রতি বিলাতের রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটীর সভ্য পদে বরিত হইয়াছেন। আমরা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

দণ্ড। কলিকাতার জনৈক দেশীলোক ছুরিকা আঘাতে নিজের গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। বিচারে হতভাগ্যের একপক্ষ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। শাস্ত্রী মহাশয়ের পদে ঢাকা কলেজের পণ্ডিত কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

অদ্ভুত সাহস। ব্রহ্মদেশের কোনও নিভৃত পল্লির জনৈক গৃহস্থের গৃহে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের পত্নীকে হত্যা করে। গৃহস্থ ইহাতেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একখানি দার সাহায্যে ব্যাঘ্রটীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যাঘ্রটী ইহার পূর্ব্বে অনেক মনুষ্যের প্রাণসংহার করিয়াছিল।

নৃশংস ব্যবহার। কমিল্লা জেলার কনকপুরের রঙ্গ কাজী নামক জনৈক দুর্বৃত্ত তাহার আটজন সঙ্গীর সাহায্যে স্থানীয় জনৈক স্ত্রীলোকের একটী চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইয়াছিল। সেসন জজের বিচারে রঙ্গের তিন বৎসর ও তাহার সঙ্গীদেরও সকলের কিছুকালের জন্য কঠোর শ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ভারতে রুষ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের এক একজন প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু রুষ রাজ্যের এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিনিধি ভারতবর্ষে ছিলেন না। সম্প্রতি মনসেয়ার ডবলিউ, ডি ক্লেমি (Monsieur W. De klemme) রুষরাজ্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া বোম্বাই সহরে অবস্থিতি করিতেছেন।

আহমি বংশের রাজত্বকালে আসামে গজদন্তের কারুকার্য্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। গজদন্তের কারুশিল্পীদের 'খনকর' বলিত। রাজারা খনকরদের উৎসাহবর্দ্ধন ও প্রতিপালনের জন্য পুরস্কারস্বরূপ জায়গীর দিতেন। তখন আসামী সমাজের উচ্চ স্তরে গজদন্তগঠিত শিল্পজাতের প্রচুর ব্যবহার ছিল। সেই পুরাতন শিল্প এখন লুপ্তপ্রায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা যায়, সে সময়ে সমগ্র আসামে চারিজন খনকর ছিল। এই কয়েক বৎসরে তিনজন গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আসামের ছোটহাটে এখন এক জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। ডেপুটী কমিশনরের রিপোর্টে এই সংবাদ প্রকাশিত।—প্রবাসী।

বিষম ডাকাইতি।—নবীগঞ্জ পোড়াদহ ষ্টেশনের নিকট ডাবল গ্রামের শ্রীযুক্ত মণ্ডলের বাটীতে বিগত ১২ই ডিসেম্বরের রাত্রিতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় নগদ টাকা এবং গহনাদিতে তাহার সাত হাজার টাকা গিয়াছে। এক্ষণে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে। কিন্তু ডাকাইতগণ ধরা পড়ে নাই। স্থানীয় সমস্ত কৃষি সংবাদ অতি মন্দ; কারণ বৃষ্টির জল নাই তজ্জন্য এ বৎসর কৃষকগণ ভালরূপ শস্যাদি বপন করিতে পারি নাই এবং যাহা অতি কষ্টে বপন করিয়াছিল তাহাও বৃষ্টির অভাবে হইবার আশা নাই। এদেশে ভাদ্র মাস হইতে জ্বরের প্রকোপে দেশের লোকগণ অস্থাবধি ভুগিতেছে। তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে ওলাউঠার ও আবির্ভাব।

বিগত ফেব্রুয়ারি হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকান মিসনারিরা আমেদনগরের তাঁতিদিগকে সাহায্যদান করিয়া দুর্ভিক্ষের উৎপাড়ন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই তাঁতিদের দ্বারা বোনা অনেক শাটী মিসনরিদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ আছে। শাটীগুলি ৮ হাত হইতে ১০ হাতী, নানা রঙ্গের ও ভাল। দাম ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ এক খানা। কেবল খরচা পোষায় এইরূপভাবে দর ধার্য্য হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য বা স্কুলের ছাত্রীদের পরিধের জন্য যদি কাহারও আবশ্যক হয় তাহা হইলে ঐ শাটী আমেদ নগরে মিঃ এ, এম স্যাঙ্গলে নিকট পাওয়া যাইতে পারে। মিসনরিদের কার্য্য অনুকরণযোগ্য। ইহাতে দয়া দাক্ষিণ্য দেখান হইল—শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইল এবং ব্যবসায়ের পথও উন্মুক্ত হইল। আমাদের দেশের লোক চিরনিদ্রিত।

জাতীয় মহাসমিতি।

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর ১২টার সময় লাহোরের নূতন নির্ম্মিত "ব্রাডলা হলে" জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এবারে পটমণ্ডপাবাস বা তৃণাবাসে মহাসমিতির অধিবেশন হয় নাই। এবার সভার জন্য একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। মণ্ডপ গৃহটী ৬০ ফিট দীর্ঘ, ৬০ ফিট প্রশস্ত এবং ৪০ ফিট উচ্চ। এই গৃহে পাছে ৪।৫ হাজার লোকের উপবেশনের স্থান না হয় এই জন্য মণ্ডপের পশ্চাতেও একটী ৬০ ফিট দীর্ঘ ও ৬০ ফিট প্রশস্ত দারু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইষ্টক নির্ম্মিত মণ্ডপের তিন দিকে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বিতল উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

মণ্ডপের সন্নিকটেই ডাকঘর ও তারঘর স্থাপিত হইয়াছিল। মণ্ডপপ্রাঙ্গনে ন্যাসানেল ব্যাঙ্কের একটী শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছিল ও একটী মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দোকান বসিয়াছিল। মোট কথা পঞ্জাববাসীরা মাতৃপূজার উপযোগী প্রচুর আয়োজন করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই। যদি ত্রিশকোটী ভারত সন্তান এইরূপে মাতৃপূজার সম্মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মায়ের দুঃখমোচনের জন্য একাগ্রচিত্ত ও ঐক্যমত হইতে পারেন, যদি ত্রিশকোটী কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারেন, তবে হয়ত ভারতাকাশ আশার কিরণে উজ্জ্বল হইতে পারে। কিন্তু সে আশা যেন সুদূরপরাহত। পরাধীন ভারতমাতা সে আশাটুকু হৃদয়কন্দরে লুকাইয়া রাখিতেও যেন সঙ্কুচিতা হন।

এই মহাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অনারেবল নারায়ণ গণেশচন্দ্র বরাকর। ইনি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতে এখন প্রকৃত অবস্থা কিরূপ এবং কি প্রকারে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, সভাপতি মহাশয় তাহার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যদিও ভারতের দুঃখদারিদ্র্য মোচনের দু এক কথায় কতকগুলি উপায় বলিয়া দেন নাই কিন্তু কি কি কারণে ভারতকে এই দারিদ্র্যভোগ করিতে হইতেছে তাহা বুঝাইতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে অনেকানেক মতামত খণ্ডন করিয়া দুর্ভিক্ষভয় প্রশমিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহা

বহুবিধ সদ্যুক্তি দ্বারা সকলকে বুঝাইবার ত্রুটি করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্য বড়লাট লর্ড কর্জ্জন ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া নিজমুখেই পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি মহাসমিতির সভাপতির এই হিতকর কথায় একবার কর্ণপাত করিবেন কি? ভারত যে তাঁহার নিকট অনেক আশা করে।

আমরা সভাপতির বক্তৃতার দুই একটী কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন যে, 'ভারতের দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে যে দুই তিনটী কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। ভাল রূপ বৃষ্টি না হইলে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এ কথা কেহ অস্বীকার করে না; আমেরিকা ও মিসরেও ত অনেক বৎসর বৃষ্টি হয় না, কিন্তু সেখানে এমন অন্নকষ্টজনিত হাহারব শ্রুত হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি না যে দুর্ভিক্ষ কেন হয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কঠোরতা কেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কেন প্রজাবর্গের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সহ্য করিবার ক্ষমতা একেবারে অন্তর্হিত হইতেছে? ইহার কারণ অবশ্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, এখন আর কেহ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা তুলিয়া উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইবেন না; পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অত্যধিক হারে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে, কৈ সেখানে ত এমন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য বাড়িতেছে না?' কেহ বলেন যে ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বড় অমিতব্যয়ী; সভাপতি মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ভারতের কৃষিজীবিগণের প্রত্যেকের গড়ে বাৎসরিক আয় কমবেশী ২০৲ টাকা, ইহা হইতে জমীর খাজনা ও নানারকম সেস্ ও ট্যাক্সে প্রায় তিন টাকা খরচ হয়। বাকী প্রায় সতের টাকায় কি এক জন লোকের এক বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান হয়? এ অবস্থায় তাহারা কি প্রকারে অমিতব্যয়ী হইবে বুঝা যায় না।

মাদ্রাজ মহাজন সভার অভিনন্দনের উত্তরে আমাদের মাননীয় বড় লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা করিয়া রায়তগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। তাহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে আর গরীব মানুষ দশ পাঁচ টাকার জন্য মামলা করিতে যায় না। রাজ দ্বারে উপস্থিত না হইলে কিছুরই মীমাংসা হয় না। মফঃস্বলে পঞ্চায়েত দ্বারা সালিসী বিচারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এ অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। মাদ্রাজ মহাজন সভায় বড় লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন —অনেকেই মনে করে অত্যধিক করভারই দুঃখ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন যে সমস্ত ভারতের রাজস্ব শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমাইয়া দিলে—আর এ দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে না—দারিদ্র্য দুঃখ থাকিবে না—আপনাদের এমন কেহ আছেন যে একথা শপথ করিয়া স্বীকার করিতে পারেন। এ কথার একটা সোজা উত্তর সভাপতি মহাশয় এই দিয়াছেন যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের রাজস্বের হার প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে; সেই সমস্ত প্রদেশে যদি শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে রাজস্ব কমে, দেশের লোকের কষ্ট অনেকটা কমিবে তাহার আর সন্দেহ কি? দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের যে টাকা খরচ হয়, রাজস্ব কমাইলে আয় কমিবে বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষের খরচা সঙ্কোচ হইয়া আসিবে। হিসাব করিয়া দেখিলে বোধ হয় ব্যয় অপেক্ষা আয় কমিবে না।

এবার কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল—

১। কংগ্রেস কমিটি—বিলাতের সভা প্রভৃতি। ২। দুর্ভিক্ষ। ৩। দেশীয় লোকের সৈনিক বিভাগে প্রবেশাধিকার। ৪। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথককরণ। ৫। দেশীয়গণের উচ্চপদে নিয়োগ। ৬। দুর্ভিক্ষ নিবারণ চেষ্টার জন্য বড় লাটকে ধন্যবাদ। ৭। শিল্পশিক্ষা। ৮। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক প্রস্তাব হইয়াছিল যথা অস্ত্র আইন, বাটা বিভ্রাট, লবণের ট্যাক্স ইত্যাদি।

আগামী বর্ষে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

মোহন মেলা।

গত ১৪ই, ১৫ই এবং ১৬ই পৌষ, শনি, রবি এবং সোমবার দিবসত্রয় সিঁথি, ফুলবাগানে মহাসমারোহের সহিত মোহন মেলার সপ্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে সকল আমোদ প্রমোদের উদ্‌যোগ হইয়া থাকে এ বৎসরও সে সকলের কিছু মাত্র অভাব ছিল না। যাত্রা, থিয়েটার, বলনাচ, ম্যাজিক, ব্যায়ান, বায়োস্কোপ্, বাইসিকেল দৌড়, কনসার্ট প্রভৃতির রীতিমত বন্দোবস্ত ছিল। এ বৎসরের নূতন আমোদ ঢাকার "মিছিল।" ঢাকা হইতে কারিগর আনাইয়া এই "মিছিল" প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। মিছিল দেখিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

মেলার সহিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীরও সমাবেশ ছিল। কৃষিও পুষ্প প্রদর্শনীতে অতি সামান্য মাত্র দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এরূপ প্রদর্শনীকে কৃষি ও পুষ্প প্রদর্শনী বলিলে একবারে অত্যুক্তি হইয়া পড়ে।

শিল্প প্রদর্শনী স্থলে নানাবিধ দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুড্‌ম্যানের চা; অধরচন্দ্র সরকারের দেশী প্রস্তুত ঠিক বিলাতী মাষ্টার্ডের ন্যায় মাষ্টার্ড বা সর্ষপ চূর্ণ; অতুল মুখোপাধ্যায়ের গোলাপ জল, তাম্বুল বিহার, দন্তরঞ্জন, তরুণ আলতা; যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পারিজাত কুন্তল তৈল, সতী শোভনা, সিন্দুর; বেঙ্গল গ্লোর মিলের আটা ময়দা প্রভৃতি; বিখ্যাত কারিকর ব্রজবিহারী দাসের ঘড়ির বাক্স; চর্ম্মী বস্তুর বিবিধ দ্রব্যাদি, মাটীর প্রস্তুত নানাবিধ দেশী ফল মূল; রুমালের উপর ফটোগ্রাফ্; ধোঁড়োসের সূত্র; আগ্রার গুড়গুড়ী; কুঞ্জবিহারী সেনের প্রদর্শিত দেশী বস্ত্র প্রভৃতি; দেশী প্রস্তুত ধারোয়াসের আলোয়ান প্রভৃতি; ধূম বিহীন কেরোসিন ল্যাম্প এবং মুর্শিদাবাদের রেসমী কাপড় প্রভৃতি।

মেলা স্থলে কুম্ভকার মাটীর কটরা প্রস্তুত করিয়া পোয়ান করিয়া ঐ স্থানেই কটরাগুলিকে পুড়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়াছিল। ঘুটি পোকা হইতে রেসম সূত্র প্রস্তুত প্রণালীও বেশ সুন্দর হইয়াছিল।

প্রদর্শকদিগের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ প্রস্তুত দ্রব্যের কিছু কিছু নমুনা দর্শকদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। এই জন্য এক এক স্থলে অধিক জনতা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বি, কে, দাস কোম্পানির ষ্টল্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই পুরাতন বিখ্যাত কোম্পানির প্রদর্শিত নবাবিষ্কৃত বেঙ্গল সুগন্ধী দ্রব্য, কদলী সিরাপ প্রভৃতি প্রাণ মনোরম দ্রব্যাদি দেখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জনতা লক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ নাগ মহাশয়ের অমায়িক ব্যবহারে সকলেই যারপর নাই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। এই কোম্পানির আবিষ্কৃত প্রাণমজান অভিনব এসেন্স সমূহের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বিলাতী বিবিরা পর্য্যন্ত ইহাঁদের ষ্টল ঘেরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মেলার শেষ দিন প্রদর্শকদিগকে তাঁহাদের প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া দ্রব্যাদির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইয়াছিল এবং কিরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিরাই বা বিচার করিয়াছিলেন প্রদর্শকদিগকে তাহা জানিতে দেওয়া হয় নাই। এরূপ স্থলে নিজ ইচ্ছামত প্রদত্ত পারিতোষিক প্রদর্শকেরা সন্তুষ্ট হইবেন কি না বলা যায় না। মোট কথা প্রদর্শকেরা সন্তুষ্ট হইলেই এবং তাহাদের দ্রব্যাদির উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হইলেই সকল দিকে ভাল হয়।

মফঃস্বল সংবাদ।

গত বৈশাখ মাসে "বাণীয়াড়া উত্তর পাড়া অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়া সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিক্ষা নৈপুণ্যে চালিত হইয়া আসিতেছে। এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হওয়াতে গ্রামস্থ বালিকাগণের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়টীও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরু গোবিন্দ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে স্থাপিত। আমরা আশা করি পণ্ডিত মহাশয়ের যত্নে বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতি হইবে।—অখিলচন্দ্র পাল।

ঘাটাল, গড়বেতা ও জাহানাবাদ মহকুমার অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কৃষকগণ বহু কষ্টে বহু অর্থব্যয় করিয়া যাহা আবাদ করিয়াছিল অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় সমুদয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বশতঃ এখনও সকল কৃষকের ধান্য কাটা হয় নাই। এ বৎসর এ অঞ্চলে কোন স্থানে ।৵০ রকম, কোন স্থানে ॥০ রকম, কোন স্থানে ৸০ রকম (উচ্চসংখ্যা) শস্য হইয়াছে। আগামী বর্ষে লোক সাধারণের কি কষ্ট হইবে তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন। রবি শস্যের অবস্থা বড় মন্দ নয়। ঈশ্বরেচ্ছায় ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইয়া রবিশস্যের খুবই সুবিধা হইয়াছে। ইক্ষুর অবস্থা সকল স্থানেই ভাল। ধান্যের দর টাকায় ১১।১২ মান।

শ্রীহ, চ, চৌ,—বদনগঞ্জ।

"হালদহ টাউন ইংরেজ বাজার"

এখানে কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষ—এবার সরিষার তৈলের উপর দিয়া যাইতেছে কারণ দুর্ভিক্ষের সময়ও ৵১॥০ সের করিয়া টাকায় তেল ছাড়া হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় এ বৎসর তাহাও ঘটিতে বাকি রহিল না। কেবল পয়সাওয়ালাদিগের মরণ। ধান যথেষ্টরূপই হইয়াছিল, কিন্তু নানা স্থানের বেপারীরা আসিয়া ধানের বাজার চড়া করিয়া দিয়াছে। পুরাণো মোটা চাউল টাকায় ১২ সের পাওয়া যায়। আমে কাঠের মোটা চেলা টাকায় ৩/ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

সহরে রাজসাহীর টীনার বরাবরই আসিতেছে। দোকানদারদিগের মাল চুরি কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একটু মনোযোগ দিলে আশার কারণ হয়।

দিনাজপুরে।

দিনাজপুরের মত উর্ব্বরা ভূমি খুব কমই আছে। এখানে এত ধান উৎপন্ন হয় যে, ঐ ধান হইতে চাউল প্রস্তুত হইয়া সেই চাউল বহুদূর দেশেও প্রেরিত হয়। অধিকাংশ চাউলই এখান হইতে চলিয়া যায়। তথাপি এখানে অন্যান্য বহু দেশাপেক্ষা চাউল সস্তায় পাওয়া যায়। আলুর চাষও মন্দ হয় না। শস্যাদি উৎপন্নের পক্ষে যেরূপ ভূমি উর্ব্বরা চাই, আবার তাহার উপযুক্ত কৃষকও চাই। দিনাজপুরের কৃষক সমাজও অত্যন্ত কর্ম্মঠ। তাই ভূমি এত সুফল প্রদান করে।

শস্যের অবস্থা।—দিনাজপুরের আমন ধান্যের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মধ্যম রকম ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশের সমস্ত ফসল কেবল বৃষ্টি উপর নির্ভর করে, যে বৎসর দয়াময় ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত সময়ে নিয়মিত রূপে বৃষ্টিধারা পতিত হয় সে বৎসর অন্নপূর্ণার অতুল-ভাণ্ডার খুলিয়া যায়, কৃষকগণ অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া বেড়ায় এবং সুখের হিল্লোলে দোলায়মান হইয়া স্বর্গীয় শান্তি-সুখ উপভোগ করিতে থাকে। কিন্তু সময়ানুযায়ী বৃষ্টিপাত না হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ করাল বদন ব্যাদানপূর্ব্বক সমস্ত দেশ গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়, ও দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হয়। এবার পূর্ব্বের ন্যায় আশানুযায়ী বৃষ্টিপাত না হওয়াতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ধান্যের শিষ উদ্গম কাল হইতেই বৃষ্টি হয় নাই। এই জন্যই, আশানুরূপ ফসল ফলিতে পারে নাই।

হোমিওপ্যাথি দাতব্য-চিকিৎসালয়—দিনাজপুরের

হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়টী আজ বহুদিন হইতে প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবন মোহন ভদ্র মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ অন্যূন ২৫০ আড়াই শত চিকিৎসার্থী রোগী উপস্থিত হইয়া ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি অবস্থা বিশেষে পথ্যাদির উপায় বিধানও করিয়া দেওয়া হয়। ভুবনমোহন বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার অমিত পরিশ্রম অসাধারণ অধ্যবসায় ও সমাগত রোগীদিগের প্রতি প্রাণপণ যত্ন এবং অযাচিত চিকিৎসায় সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ দয়াপরায়ণ, গরীব দুঃখীর বন্ধু ও সাধারণের হিতৈষী লোক ভারতে অতি বিরল।

টিউটী—চেমতা বাজার পোঃ—দিনাজপুর।

এ অঞ্চলে বেশ শীত পড়িয়াছে, কোন কোন দিবস কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এ বৎসর এ দিকে হৈমন্তিক ধান্য ইক্ষু, লঙ্কা মরিচ, তামাক ও সরিষার অবস্থাও মন্দ দেখা যাইতেছে না, তবে ভবিষ্যতে কোন রূপ "ঈতি" না হইলেই মঙ্গল। এই সময় এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক রবি শস্যের উপকার দর্শিত, কোন কোন দিবস আকাশে মেঘ দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা কুজ্ঝটিকাতেই পর্য্যবসিত হয়। যব, গম, খেসারি, মসুর, মুগ, বাজরা, ভুট্টাদি শস্য এদেশে উৎপন্ন হয় না। এ দেশের প্রধান কৃষি ধান্য লঙ্কা মরিচ, ও ইক্ষু। হৈমন্তিক ধান্য কাটা চলিতেছে, লঙ্কা এখনও পাকে নাই, ইক্ষু মাড়াইও এখন সম্পূর্ণ আরম্ভ হয় নাই, তবে সামান্য রূপ নূতন গুড় পাওয়া যায়, চাউল ১০৫ সিক্কার ওজনে ২৸৵০ মণ, সর্ষপ তৈল ১৩২ সিক্কার ওজন টাকায় /১ সের বিক্রী হইতেছে, এদেশের জল বায়ুর অবস্থা নিতান্তই খারাপ, নিকটে কুলীক নদী আছে বটে কিন্তু তাহারও জল বড় তার। মৎস্য সময় সময় পাওয়া যায় ও বড়ই দুর্ম্মূল্য।

এ অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে "পলী" জাতির সংখ্যাই অধিক, স্থানে স্থানে কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ ও ব্রাহ্মণাদির বাস আছে বটে, কিন্তু সংখ্যার দিকি অপেক্ষাও ন্যূন বলিতে হইবেক। এই "পলী" জাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আমার কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। এদিকে পালবংশীয় রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি মুকুন্দপুরে "রাজা দিঘী" ভেহচিতে "কেশারায়" ও বালিয়াতে "বালিয়া দিঘী" নামক তিনটী অতি বৃহদ্জলাশয় আছে। কিন্তু এক্ষণে সংস্কার অভাবে ঐ সকল জলাশয় পঙ্কিল ও জঙ্গলময় হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ অঞ্চলের সকল জাতির স্ত্রীলোক কি সধবা কি বিধবা সকলেই বুকের উপর একখানি মোটা বস্ত্রখণ্ড "বোকনা" বাঁধিয়া পরিধান করে। এদিকে ডাক্তার কবিরাজাদি কিছুই নাই ও ঐ সমস্ত ঔষধের উপর এ দেশের লোক বিশ্বাসও করে না, কেবল ওঝা দ্বারা "নাহাতি" করাইয়াই জ্বরাদি আরোগ্য করিয়া থাকে, সান্নিপাত বিকারাদিতেও ঐরূপ "নাহাতিই" হইয়া থাকে অনেক স্থলে আরোগ্যও হইতে দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় যে "বিশ্বাসই আরোগ্যের মূল।"

আগামী ১৯০১ সালের লোক গণনার সময় কৈবর্ত্ত জাতিকে "মাহিষ্য" বলিয়া লিখিবার জন্য কৈবর্ত্ত সমাজ হইতে মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামেও পত্র আসিতেছে। স্থান বিশেষের নিরক্ষর কৈবর্ত্তেরা উহা যে কি তাহা বুঝিয়াই উঠিতেছে না। ইহার জন্য এ জেলার স্থানে স্থানে উহাদিগের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে, এবং সভা সমিতি করিয়া সেই সমিতি হইতে সভাপতি কর্ত্তৃক ঘোষণা পত্রাদি গ্রামে গ্রামে বিলি হইতেছে। কৈবর্ত্ত জাতির দেখাদেখি "পলী" জাতিরাও আপনাদিগকে "ভঙ্গ ক্ষত্রিয়" বলিয়া লিখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। ফলে, শেষ কিরূপ দাঁড়ায় বলা যায় না। এই দুই জাতি সম্বন্ধে "সময়ে" অনেক বার প্রতিবাদাদি চলিয়াছে, পূর্ব্বে "প্রকৃতি"-তেও বিস্তর কৈবর্ত্তজাতি সম্বন্ধে লেখালেখি হইয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে আমাদের এ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত নাই, গণনা শেষ হইলেই সবিস্তার জানিতে পারা যাইবেক।—শ্রীগুরু চরণ সরকার।

পত্রাদি।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে, পত্রাদি সম্পাদকের নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবেন।

প্রত্যেক পত্রে নাম ও ঠিকানা থাকা চাই। পত্রাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সংক্ষেপে লিখিবেন। নাম ও ঠিকানাযুক্ত না থাকিলে এবং স্পষ্টাক্ষর না হইলে, পত্র পাঠ করা হইবে না।

কোন গাছ বা ফসলাদি কীটাদির উপদ্রবে, অথবা রোগগ্রস্থ হইয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, কেবল পত্র লিখিয়া জানাইলে চলিবে না। কীটাদির উপদ্রবের অথবা রোগের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ পোকা, এবং পোকায় খাওয়া গাছ অথবা পোকা দেখিতে না পাইলে—রোগদুষ্ট গাছ বা তাহার ডাল (অন্ততঃ দুইটি) আমাদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাহা না পাঠাইলে, আমরা রোগ নির্ণয় বা তাহার নিবারণের উপায় বলিয়া দিতে পারিব না।

মহাশয়!

কৃষকের ৮ম সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠায় "কলিকাতা বাজার দর" তালিকায় বালাম বাঁকড়ুলসী চাউলের বিষয় লিখা আছে। এই দুই প্রকার চাউল কোথা হইতে আমদানী হয়। এই দুই ধান্যের বীজ কলিকাতায় পাওয়া যায় কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—বঃ, শ্রীদেবনাথ বে।

[বালাম প্রভৃতি চাউল বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে চাষ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বীজাদির বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পাইবেন।—The Director to the Department of Land Records and Agriculture, Bengal, Calcutta.]

"দুটী প্রশ্ন।"

(১)

এক দ্রব্য তব জানা, তাই মম প্রার্থনা,
নিবেদন জানাই তোমারে।
অষ্টমীতে একাদশী, বিধবা বসেন বসি,
পূর্ণ শশী আকাশ উপরে॥
খাইলে পাতক হয়, না খাইলে গর্ভ ক্ষয়,
সে নারীর দুদিকে সঙ্কট।
চিন্তায় আকুল নারী, না খাইল সে শর্ব্বরী,
ক্রমে গর্ভ হইল প্রকট॥
গর্ভের হইল সূত্র, প্রসবিল দুই পুত্র,
এক পুত্র এক হইল স্থানী।
ইহাতে যে দ্রব্য হবে, অল্পের মধ্যে পাবে,
তত্ত্ব করি পাঠাইবে তুমি॥

(২)

সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার মন।
কুতূহলে লিখি পত্র ত্যজি তার ফল॥
ষড়াক্ষর সমাক্ষর অন্ত অভিধান।
নেত্র গুণ বেদ বর্ণ তার পরিমাণ॥
একাক্ষর ত্যজিলে যুবতী যুবা হয়।
তাহে শশী মিশাইলে নন্দের তনয়॥
একত্র করিলে হয় ঈশ্বরের লীলে।
বহু উপকার হয় ইহা পাঠাইলে॥

এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর যিনি জানেন ও উহা কি রূপে সিদ্ধ হইল অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশদ ব্যাখ্যা সহ "কৃষকে" লিখিলে অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

শ্রীগুরুচরণ সরকার।

মৃত্তিকা তত্ত্ব।

(৫)

যে চারিটী প্রধান উপাদানে মৃত্তিকার উৎপত্তি, অথবা যে কয়টী পদার্থ মৃত্তিকায় থাকিলে উহাকে কৃষিকার্য্যের উপযোগী বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, সেই বালুকা-কণা, চূণ প্রভৃতি ছাড়া মৃত্তিকা ও উদ্ভিদে পাওয়া যায় সুতরাং সেগুলিও উপেক্ষা করিবার নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থূল পদার্থের সমষ্টি মধ্যে সেই সমুদায় ধাতবীয় ও বাষ্পীয় পদার্থ সন্নিহিত থাকে, সুতরাং রাসায়নিক ক্রিয়া সাহায্যে পৃথক্ না করিলে তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কার্ব্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি মৃত্তিকাভ্যন্তরে যান্ত্রিক পদার্থের সহিত বদ্ধভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, এবং যখন উহাতে উত্তাপ ও জলের সম্মিলিত বা যৌথ ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখনই সেই সকল পদার্থের কার্য্যকারীতা উদ্ভিদ শরীরে লক্ষিত হয়। আবার ক্ষার, সোডা, চূণ, ম্যাগ্নেসিয়া, ফস্‌ফরস, ক্লোরাইন প্রভৃতি অযান্ত্রিক পদার্থও মৃত্তিকা মধ্যে নানা আকারে নানা অবস্থায় এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত রাসায়নিক পদার্থ সমূহও হয় যান্ত্রিক, না হয় অযান্ত্রিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। মাটিতে যে পরিমাণে জল ও উত্তাপের কার্য্য হইতে থাকে সেই পরিমাণে উহারাও দ্রবীভূত বা বিশ্লেষিত হইয়া রসের সহিত উদ্ভিদ শরীরে গৃহীত হয়। জমিতে এই সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, জল ও উত্তাপের যদি শক্তি উহাতে না কার্য্য করে তাহা হইলে তত্তাবৎই মৃত বা ক্রিয়াহীন হইয়া অবস্থান করে। কোন সারজনক মাটিকে যদি জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া বাক্স বা সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আবদ্ধ মৃত্তিকায় কোনকালে কোন গাছই জন্মিবে না, কিন্তু আবার সেই মাটী বাহিরে আনিয়া বীজ বপন করিলে উহাতে গাছ জন্মিবে, বর্দ্ধিত হইবে, ইত্যাদি। অনেক সময়ে দেখা যায় বটে যে বাগানের নানাবিধ মূল বালুকা মধ্যে ঢাকিয়া গৃহের ভিতরে রাখিলেও তাহার কল্ বাহির হয় অথবা উহার অঙ্কুর জন্মে, যাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, মাটী ঐ প্রকারে আবদ্ধ থাকিয়াও যে, মূলকে অঙ্কুরিত হইতে দেয়, তাহার কারণ এই যে মূলের মধ্যে যে রস থাকে এবং সেই মাটিতে যে যৎসামান্য উত্তাপ থাকে বা বহির্দ্দেশ হইতে কোনরূপে সামান্য উত্তাপ তাহাতে সংযুক্ত হইয়া সেই রক্ষিত মূলকে ফুটিতে দেয়, কিন্তু এতদবস্থায় উহা অধিক দিন বাঁচিতে পারে না এবং যে কয়দিন জীবিত থাকে তাহাও অতি কষ্টে ও শীর্ণভাবে। পতিত জমিতে যত দিন না হল চালনা করা যায়, ততদিন উহা এক ভাবে—অতি নির্জ্জীবভাবে—পড়িয়া থাকে এবং তাহাতে যে তৃণাদি জন্মে, তাহারও তাদৃশ সৌন্দর্য্য দেখা যায় না কিন্তু যে দিন সেই পতিত—বহুকালের পরিত্যক্ত—জমিতে চাষ দেওয়া যায় বা কোপ দেওয়া যায় সেইক্ষণ হইতেই উহার সেই নির্জ্জীব স্বভাব বিদূরিত হইয়া, তাহাতে জীবন আসে এবং কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া মনে হয় যেন উহাতে কোন দৈব বল হেতু নবযৌবনের সঞ্চার হইয়াছে। এই যে সঞ্জীবনী শক্তি ইহার মূল———

বায়ু, অগ্নি ও বাতাস। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির জীবন ধারণের জন্য এই তিনটী পদার্থের যেমন আবশ্যক, ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য সেই সকল পদার্থ তদনুরূপ প্রয়োজন। জীবিত প্রাণীর ন্যায় মৃত্তিকার হস্ত পদ নাসিকা নাই বটে;—জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা নাই বটে, কিন্তু উহার কার্য্য আছে, সুতরাং তাহাকে জীবিত বা মৃত—অবস্থাভেদে—বলা

যাইতে পারে। আবাদী জমিতে হল চালনা হয়, মাটি উলট-পালট হয়, তাহাতেই উহাতে উল্লিখিত তিনটী পদার্থের আধার হইয়া থাকে। ইহার একের অভাবে অপর দুইটীর, অথবা দুইটীর অভাবে একটীর কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তিনটী জিনিসই আবশ্যক মত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। এই তিনটী পদার্থের মধ্যে যে জিনিসটী আবশ্যক মত পরিমাণ অপেক্ষা কম থাকে তাহারই উপর মৃত্তিকার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এক ফুট পরিমিত স্থানকে যদি জলসিক্ত করিয়া লই, এবং মৃত্তিকার ২।৩ ইঞ্চ নিম্নে উত্তাপ সঞ্চারের জন্য বিচালী বা উক্ত সার বিস্তৃত করিয়া দিই, তাহা হইলে, উহাতে আমরা দুইটী জিনিস—বায়ু ও অগ্নি—পাইলাম। মাটিকে আলগা রাখায় উহাতে বাতাসও পাইলাম, কিন্তু যদি সেই বিচালী বা সার বিস্তৃত সিক্তমাটিকে উত্তমরূপে চাপিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আর কোন কাজই হইবে না, কারণ মাটি চাপিয়া দেওয়ায় উহার মধ্যস্থিত বায়ু গমনাগমনে যে পথ ছিল, অথবা বায়ু থাকিবার যে স্থান ছিল, তাহা একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে মাটীর কার্য্য করিবার আর শক্তি নাই। আবার সেই মাটিখণ্ড যদি চালিয়া না দিয়া উহাতে বীজ পুতিয়া দিই এবং তাহার উপরে একটী বেল-গেলাস (Bell-glass)* চাপা দিয়া রাখি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বীজটী যথা সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে, কিন্তু সেই আবদ্ধ স্থানে উহা অধিক দিন থাকিতে পারিবে না বরং দিন দিন কৃশ হইয়া পড়িবে। তবে যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহা কেবল সেই বেল-গেলাস মধ্যে আবদ্ধ বাতাসের জন্য। বেল গেলাসের মধ্যস্থিত বাতাসকে যদি চুলিয়া (Pump) বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই অঙ্কুরিত উদ্ভিদ তন্মধ্যে অধিককাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। উদ্ভিদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইলে বেল গেলাসের সবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে বেল গেলাসের পরিবর্ত্তে একটী কাচের গেলাস (tumbler) চাপা দিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।—সেই গেলাসটী যদি আর সময়ে সময়ে না উঠান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে শিশির বিন্দু জন্মিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উত্তাপ সংযোগে জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু কঠিন আবরণ বশতঃ তাহা না পারিয়া, শিশিররূপে গেলাসে লাগিয়া যায়। এইরূপে মাটির উত্তাপ জমিতে না যাইতে পাইয়া এবং গর্ভস্থিত উত্তাপও ব্যয়িত হওয়ায় মৃত্তিকা একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, বাতাসের বিষয় যেমন বলিলাম, তেমনি—

মৃত্তিকা মধ্যে জলের প্রাধান্যও যথেষ্ট। মাটিতে রস না থাকিলে, তন্মধ্যে বায়ু বা উত্তাপ স্থান প্রাপ্ত হয় না। যে মাটিতে রসের লেশ মাত্রও নাই, তাহা যদি মূল্যবান সার পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলেও কোন লাভ নাই। বর্ষাকালের জলে ভূগর্ভ পরিপূর্ণ থাকে, এবং সেই জল পরে রস নামে অভিহিত হয়। এই রস অপর ঋতুতে উদ্ভিদের অভাব মোচন করে। স্বাভাবিক হউক বা কৃত্রিম হউক, মৃত্তিকার অবস্থা ভেদে উহার মধ্যে অল্পাধিক জল প্রবেশ করে এবং মৃত্তিকার ধারণাশক্তির পরিমাণ-

* বেল-গেলাসের আকার প্রায় বেল-লণ্ঠনের ধরণের। কৃষ্ণ চারাগিগকে রক্ষা করিবার জন্য, অথবা নানাবিধ গাছের কটিং তৈয়ার করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই উদ্দেশ্যেই উহা নির্ম্মিত হইয়া এ দেশে আমদানী হয়। সচরাচর উহা এ দেশে থাকে না, যাহাদিগের আবশ্যক হয়, তাঁহারা আনাইয়া লয়েন।

সুসারে জলও তন্মধ্যে অবস্থান করে। যে মাটির ধারণাশক্তি অধিক সে মাটি অধিকতর রসা হইয়া থাকে, আর যাহাতে ধারণাশক্তি নাই, তাহাতে জল সঞ্চিত হইলে কতক পরিমাণ উপরিভাগ বহিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, অবশিষ্ট মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম স্তরে চলিয়া যায় এবং সেখানে গিয়া যদি কঠিন বা এটেল মাটির স্তর পায়, তবে তাহাতে কতক পরিমাণে থাকিতে পারে অথবা ভূগর্ভের ভিতর প্রবাহিত হইয়া কোন ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—যে দেশের মাটি বড় শুষ্ক, তাহাতে বড়ই উত্তাপের অভাব। উপরিভাগের মাটি রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু সেই উত্তাপ মৃত্তিকাভ্যন্তরে অধিক দূর যাইতে পারে না। জমিকে সিক্ত করিয়া, তাহার কিছুক্ষণ পরে—অবশ্য সূর্য্যোত্তাপ পাইলে—যদি সেই স্থানের ঈষৎ খোদিত করিয়া তাপমান যন্ত্র (thermometer) দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মৃত্তিকাভ্যন্তরে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকা গর্ভে স্বভাবতঃ যে উত্তাপ থাকে তাহাও রসাভাবে কার্য্য করিতে না পারিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। মাটিতে রস থাকিলে সেই উত্তাপ চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। ইহাকে Circulation of heat বলে; এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে—সুতরাং এস্থলে আমরা আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। যাহা হউক মাটিতে রস না থাকিলে, বায়ুর দ্বারাও উহার কোন উপকার হওয়া সম্ভাবনা নহে, সুতরাং বায়ু মণ্ডলীর যে সমুদায় বায়বীয় পদার্থ, তাহাও মৃত্তিকায় সঞ্চিত হইতে পারে না। মৃত্তিকা শুষ্ক থাকিলে, বায়ুকে উহা আকর্ষণ করিতে পারে না, এই কারণে ক্ষেত্রের মাটি, মধ্যে মধ্যে উলট পালট—করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাটি উলট্ পালট হইলে শুষ্ক মাটি ভিতরে যায়, এবং ভিতরের সিক্ত বা রসা মাটি উপরিভাগে আসিয়া উত্তাপ ও বায়ুর ক্রিয়াধীন হয়। মাটির মধ্যে যদি কোন রূপে রস না প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে উহা যেরূপ নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ যদি আবার উহাকে জলময় করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলেও উত্তাপ বা বাতাসে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, এই কারণে রসা জমির উত্তাপ কম, উর্ব্বরতাও কম। অনন্তর, মৃত্তিকা মধ্যে যে———

অগ্নি আছে অথবা মৃত্তিকায় যে অগ্নি সঞ্চিত হয়, তাহাও মৃত্তিকার কার্য্যকারীতার জন্য সবিশেষ আবশ্যক। মৃত্তিকা গর্ভে স্বভাবতঃ যে উত্তাপ আছে, তাহা নিম্নস্থ উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত উপর হইতেও সূর্য্যের উত্তাপ মৃত্তিকায় প্রবেশ করে বলিয়া উহার কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। বর্ষাকালে মাটিতে জল সঞ্চিত হয় এবং সূর্য্য হইতে অতি অল্প পরিমাণ উত্তাপই মৃত্তিকা তখন আহরণ করিবার সুযোগ পায়, এই সকল কারণে সে সময়ে, ভূমিতে আবশ্যকীয় পরিমাণ উত্তাপের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় জমিকে ভাঙ্গিয়া দিবার অব্যবহিত পরেই তাহাতে মই দেওয়া হয়। ইহাতে মাটির বিশেষ উপকার হয় না, কারণ এক দিকে যেমন মাটিকে উল্টাইয়া দেওয়া গেল, অন্যদিকে আবার শীঘ্রই তাহাকে চাপিয়া দেওয়া হইল। ক্ষেত্রে মই দিলে মাটির ঢেলা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং জমির মধ্যে আলোক, উত্তাপ বা বায়ু প্রবেশের পথ সকল রুদ্ধ হইয়া যায়। কোদাল বা লাঙ্গল দ্বারা মাটিকে যে উল্টাইয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ কি, একথা যদি সাধারণ লোকে জ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে আর ঈষৎ মাটিকে চাপিয়া দিতে লোকে রাজি হইবে না। মাটিকে উল্টাইয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ এই যে,

উপরিভাগের মাটি, যাহা ইতি পূর্ব্বে ফসল উৎপন্ন করিয়া ক্ষীণতেজ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহাকে কিছু দিনের জন্য বিরাম দেওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে নিম্নস্থ মৃত্তিকাকে উপরে আনিয়া আলোক, বায়ু ও উত্তাপের দ্বারা সংশোধন করিয়া কার্য্যোপযোগী করা। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রতিবার লাঙ্গল দিবার পরে অন্ততঃ ৪।৭ দিন তদবস্থায় জমিকে থাকিতে দিয়া আবার তাহাতে লাঙ্গল দিলে ভাল হয়। কারণ লাঙ্গল দিলে জমি অসমতল থাকে, নানা স্থানে উঁচু নীচু থাকে, এই সকল কারণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে বায়ুবারি অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং কার্য্যও সমধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। মাটি উত্তমরূপে উলট্-পালট হইবার পরে, মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমতল করা উচিত। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা বিচলিত হইলে উহার মধ্যে যে——

অপ্রীতিকর গন্ধ থাকে, তাহা বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবার হেতু বিদূরিত হইয়া যায়, এবং মৃত্তিকার রস সংযুক্ত থাকায়, বায়ু মণ্ডলের নানা পদার্থ আপনা হইতে আসিয়া তাহাতে আশ্রয় লয়, মৃত্তিকার বলবৃদ্ধি হয়, মৃত্তিকা সারবান হয়, সুতরাং উদ্ভিদও বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা মধ্যে যে একটা দুর্গন্ধ জন্মে, তাহার কারণ উহার অধাস্থিত রস ও দ্রবনীয় পদার্থ নিচয়ের একত্র সমাবেশ হেতু ক্রিয়া বিশেষ, এবং সেই ক্রিয়া হেতু সেই সকল পদার্থ ক্রমশঃ গলিত হইতে থাকে। বিগলিত পদার্থের ভিতর যে বাষ্পীয় পদার্থ নিহিত থাকে তাহা উত্তপ্ত হয় সুতরাং সেই দুর্গন্ধের উৎপত্তি হয়। এই দূষিত বাষ্প বায়ুবাদি বহু পদার্থের সংযোগে নষ্ট হয় এবং তাহাতেই মৃত্তিকা উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়। জমিতে সার দিলেও দুর্গন্ধ উঠে বটে কিন্তু, সময়ে সময়ে মাটিকে বিচলিত করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া উহার সে দুর্গন্ধ বা উত্তাপ উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে না, বায়ুমণ্ডলের পদার্থ সমূহ আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দেয়।—(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

এক বিন্দু জলের প্রতি।

দুঃখীর নয়নে তুমি নয়ন আসার ;—
শোক-তপ্ত ফল।
সুখীর পরাণে তুমি আনন্দের নীর ;—
অতি নিরমল !
উষার শ্যামল মুখে তুমিহে শিশির ;—
শ্যাম চরাচর !
চাতকের প্রাণ তুমি নিদাঘ সময়ে ;—
শুষ্ক তৃষাহর !
নীরদের অংশ তুমি বরষার জল ;—
অতি সুশীতল !
হিমাদ্রি শিখরে তুমি নিশার তুষার ;—
অমল-ধবল !
বিম্বোষ্ঠে ধরহে তুমি প্রেমের মূরতি ;—
অতি চারু ভায় !
শিশুর সম্বল তুমি দুঃখ প্রকাশিতে ;—
পবিত্র ধরায় !
দাতার হৃদয়ে তুমি দয়ার মূরতি ;—
দুঃখ বিনাশন !
কবি-কল্পনায় তুমি মধুরতার ফল ;—
অমূল্য রতন !
কি বলিব তোমা' আর ?—অনন্ত আকার !
অপূর্ব্ব গঠন !
আমারি নয়নে তুমি বিষাদ আসার ;—
চির জাগরণ !

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ—ঝাঁঝি।

কাট্‌রি-পোকা।

প্রজাপতি জাতীয় যতপ্রকার পোকা আছে তন্মধ্যে কাট্‌রি-পোকা কীটাবস্থায় কৃষিজাত ফসলের অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে। এই পোকা নানাজাতীয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কয়েকটী সামান্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পতঙ্গ সন্ধ্যার পরই উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের কীটগুলি দেখিতে কতকটা রেশম কীটের ন্যায়। ইহারা দিবাভাগে মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া রাত্রিকালে গাছে উঠিয়া পাতা খাইতে থাকে, অথবা এককালীন গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া গাছকে নষ্ট করে। আলুর ক্ষেতে কখন কখন কাটা ডাল, পাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে হয় নিড়ানি করিতে গিয়া মালিই বুঝি গাছ অনেক কাটিয়া ফেলিয়াছে। দুই একদিন যাইতে না যাইতে এত কাটা ডাল দেখা যায় যে তখন কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে, কাট্‌রি-পোকা বাহির হইয়া পড়ে। কেবল আলু গাছ কাটা কাট্‌রি-পোকার কাজ নহে। কোন না কোন কাট্‌রি-পোকা 'সর্ব্বঘটেই' দেখিতে পাওয়া যায়। (১) আকিয়া মেলিসার্টে (Achaea melicerte) ধান গাছের পাতা, অরহরের পাতা, ভেরাণ্ডা গাছের পাতা, ইত্যাদির শ্রাদ্ধ নিশিযোগে সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃকালে ভাল মানুষের মত, চোরের মত, ছুঁচোর মত, বাইয়া মাটীর নীচে লুকাইয়া থাকে। (২) হেলিয়োথেস্ আর্মিজেরা (Heliothes armigera) যাহাকে লেদা-পোকা, কাছুয়া পোকা, এবং বিহার অঞ্চলে লুড়কা বলা হয়, সেও কাট্‌রি-পোকার জাত। এই পোকা ধান গাছ, গাঁজা গাছ, আকিম গাছ, হেসারি গাছ, লিম গাছ ও অন্যান্য রবি শস্যের গাছ কাটিয়া দেয় ও কাঁচা কার্পাসের বীজ-কোষ অধিকার করিয়া থাকে। (৩) লিউকেনিয়া হোরেয়ি (Leucania loreyi) ধান গাছের প্রধান কাট্‌রি পোকা। লিউকেনিয়া এক্‌ষ্ট্রেনিয়া প্রভৃতি আর কয়েকটী লিউকেনিয়া কীটও ধান গাছ, ভুট্টা গাছ, মটর গাছ, কাটিয়া দেয়। (৪) মুসুর গাছের কাট্‌রি-পোকার নাম লাফিগ্মা এক্সিগিউয়া (Laphygma Exigua) (৫) আকিম গাছের প্রধান কাট্‌রি-পোকার নাম অক্রোপ্লিউরা ফ্লামেট্রা (Ochropleura flammatra)। (৬) সর্ব্বপ্রধান কাট্‌রি-পোকা বা চোরা-পোকার নাম অগ্রোটিস্ সাফিউসা (Agrotis suffusa)। ইনিই আলু গাছ মাটি করেন, অর্থাৎ কাটিয়া কাটিয়া মাটির মধ্যে আপনার গর্ত্তে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কাটেন যত, মাটি-সাৎ তত করিয়া উঠিতে পারেন না। এই পোকার পাতা খাওয়া অপেক্ষা গাছ কাটা অভ্যাস অধিক বলিয়া ইহাকেই প্রধানতঃ কাট্‌রি-পোকা বলে। আলু গাছ ছাড়া ইনি আরও কয়খানি তরি-তরকারি ভাল বাসেন, অর্থাৎ চারা ধান গাছ, গম গাছ, কপি গাছ, সাল-গম গাছ, আকিম গাছ, সর্ষপ গাছ, মসিনা গাছ, গুড়-বেগুণের গাছ, তামাকের গাছ, কার্পাস গাছ। আলু ও আকিম গাছ শেষ পর্য্যন্ত নরম থাকে বলিয়া ইহাদের কেবল চারা অবস্থায় কাটিয়া কাট্‌রি-পোকার মন উঠে না। এই দুই গাছে শেষ পর্য্যন্ত জোঁকের মত লাগিয়া থাকে এবং কোন পদার্থ থাকিতে উহাদের ছাড়ে না।

পুত্তলিকাবস্থায় (pupal stage) এই পোকা মাটির মধ্যে ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি নিম্নে নিশ্চল অবস্থায় থাকে ফসল শেষ হইবার সময় এই অবস্থাপন্ন থাকে বলিয়া কাট্‌রি-পোকা নাশিবার প্রধান উপায় ফসল উঠাইবার পরেই জমিতে অনবরতঃ গভীর ভাবে চাষ দিয়া, পক্ষী ও পিপীলিকার সমতার উপর উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া। কিংএ, সালিক, কাক, ইহারা পুত্তলিকাবস্থাগত কাট্‌রি-পোকা পাইয়া বড় খুসি হয় বোধ হয় বিবাহ করিয়াও উহারা এত খুসি হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস

পর্যন্ত সন্ধ্যার পরে বাড়ির নিকট রেশম-কীটের পতঙ্গের (চোকড়ির) ন্যায় যে পতঙ্গ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় উহাই কাটুরি-পোকার পতঙ্গ। রেশম-কীটের যে পতঙ্গ, উহার সোঁয়া দুইটী (antennæ) চিরুণির ন্যায় কাটা কাটা, কাটুরি-পোকার পতঙ্গের মস্তকের সম্মুখে যে সোঁয়া দুইটী আছে উহা কাটা কাটা নহে, কেবল দুইটী সূত্রের ন্যায়। পুত্তলিকা অবস্থায় এক মাস কাল মৃত্তিকামধ্যে থাকিয়া পতঙ্গ অবস্থায় নিশি-যোগে বাহির হইয়া পত্রের উপর ডিমের উপর ডিম থোকা থোকা ভাবে পাড়িয়া আপনাদের গায়ের লোম দ্বারা ডিমগুলি ঢাকিয়া, উড়িয়া চলিয়া যায়। ডিম ফুটিয়া যে পোকা নির্গত হয় সেগুলি অতি দ্রুত চলিয়া থাকে। ক্রমশঃ মোটা হইয়া মন্দগতি হইয়া পড়ে। আকারে যখন শেষ অবস্থাগত রেশম কীটগুলির ন্যায় হইয়া উঠে, তখন ইহাদের খোরাক নিতান্ত বাড়িয়া যায়। খোরাক অপেক্ষা নষ্টামি বুদ্ধি আরও বাড়ে। তাই যত না খায় তত নষ্ট করে। একটী কাটুরি-পোকা এক রাত্রে ৫০টী হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত আলু কিম্বা আকি গাছ কাটিয়া সারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খুলনা জেলে আলু ক্ষেতে যে কাটুরি পোকা লাগিয়াছিল উহার দমনের জন্য প্রত্যেক আলু গাছের নিম্নে পিচকারি দ্বারা কেরোসিন্ তৈল মিশ্রিত জলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। এই জল প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই :—একটী বড় বোতলে অর্দ্ধেক কেরোসিন্ তৈল ও অর্দ্ধেক ঘোল লইয়া ১০।১৫ মিনিট্ ধরিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে ৫০ বোতল আন্দাজ জলে এই কেরোসিন্ তৈলে ও ঘোলে যে পদার্থ হইল উহা মিশ্রিত করিয়া দিয়া, পিচ্‌কারি দ্বারা মধ্যে মধ্যে মিশ্রিত করিতে করিতে এই জল ক্রমশঃ ব্যবহার করিয়া যাইতে হইবে।

বহরমপুরের জেলখানার বাগানেও উপর্য্যুপরি দুই বৎসর আলু ক্ষেতে কাটুরি পোকা লাগিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে। তৃতীয় বৎসরে আলু লাগাইবার সময় এই কয়েকটী পদার্থ গুঁড়া করিয়া বীজের আলুর সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া পরে বীজ লাগান হয়—সর্ষপ-খৈল, ক্ষার, লবণ, চূণ, এবং সামান্য পরিমাণ, অর্থাৎ অন্যান্য সামগ্রী কয়েকটীর সমষ্টির ৮০০ ভাগের এক ভাগ শেঁকো বিষ। এই কৃমি-নাশক সারের (insecticidal manure) ব্যবহার কাটুরি-পোকার পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই পোকা দেখা দিবার পরে পোকার দমন চেষ্টা অপেক্ষা ইহার নিবারণ করাই শ্রেয়ঃ। বাগানে অল্প জমীতে পিচ্‌কারি করিয়া প্রত্যেক গাছের নিম্নে কেরোসিনের আরক প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা কপির মধ্যে যে কাটুরি পোকা হয় (Mamestra brassicæ) তাহার মধ্যে কেরোসিন্ তৈল বা শেঁকো বিষ প্রয়োগ কখনই চলিতে পারে না। যাহাতে এ পোকা না হয় সেই চেষ্টাই ভাল। এই চেষ্টা বিবিধ—(১) ভাল করিয়া অনেকবার গভীর ভাবে চাষ দেওয়া, এবং (২) কৃমি-নাশক সারের ব্যবহার। এই সার প্রস্তুত করিতে গেলে শেঁকো বিষ ব্যতীত আর কোন পদার্থের পরিমাণের সূক্ষ্মতা দেখিতে হইবে না। সর্ষপ খৈল যদি এক মণ, ক্ষার যদি পাঁচ সের, লবণ এক সের, চূণ এক সের ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে শেঁকো বিষ এক ছটাক মাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্ষার ৫ সেরের স্থানে ১০, লবণ এক সেরের স্থানে দুই তিন সের, চূণ এক সেরের স্থানে দুই তিন সের হইলে ক্ষতি নাই। যে জমিতে লবণ বা চূণের ভাগ অধিক না থাকাই সম্ভব সে জমিতে এই দুই পদার্থের পরিমাণ কিছু অধিক হইলে সর্ষপ খৈল বা ক্ষারের ন্যায় ইহারা উত্তেজক সারের কার্য্য করে। কৃমি-নাশক সারের ব্যবহার দ্বারা যুগপৎ কীট-নিবারণ ও ফসলের পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

জমি চুবাইয়া জল সেচন করাতেও কাট্‌রি পোকা নষ্ট হয়। অল্প অল্প করিয়া ৫ বার জল দেওয়া অপেক্ষা জমি ভরিয়া তিন বার জল দেওয়াতে অনেক দিকে সুবিধা আছে। উই চিংড়ি দ্বারাও চারা গাছের অনেক ক্ষতি হয়। উই চিংড়ির উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবারও প্রধান উপায় জমিতে ভাল করিয়া জল সেচন করা। বর্ষাকালে কাট্‌রি পোকা বিশেষ ক্ষতি না করিয়া যে শীতকালেই করিয়া থাকে ইহার এক প্রধান কারণ বর্ষার সময় জমিতে জল ভরিয়া থাকায় কারণ মাটির মধ্যস্থ কাট্‌রি পোকার কীট মরিয়া যায়। এই কীট জলের মধ্যে থাকিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না। কোন কোন কীটের এ ক্ষমতা আছে কিন্তু কাট্‌রি পোকার এ ক্ষমতা নাই।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।
শিবপুর ২০শে ডিসেম্বর। ১৯০৩।

বিমাতা।

(৫)

"কি, অমর দা! শেষে মেয়েটাকে সতীন যন্ত্র করালে? আর মাথা নীচু কর কেন?—যা হ'বার তা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে আমাদের সঙ্গে বাস্তার রাস্তায় মাতলামী করা ছিল ভাল। ছিলে ভাজনা খোলায় এখন বুঝছ ত ছুটো হোঁড়ায় তোমাকে উননে ফেলেছে? যাক্ চল একবার বরযাত্রীকে দেখে আসি।"

"দেখ্ হরেন! ওখানে মাতলামী করিস্‌নে একটু সামলে কথা ক'স্।

"আচ্ছা, চল—তোমাকে আর শেখাতে হ'বে না।"

আজ মানদার বিবাহ। বর আসিয়াছেন। সচরাচর লোকে জীবনের একদিন এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রভূষণের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন—তাঁহার ছই-বার হইল। বিবাহ ক্ষেত্রেই চন্দ্রভূষণের একটু পরিচয় দিলে ভাল হয়। জাতি, কুলের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই—কারণ তিনি মোহিনীর আত্মীয়। রূপ,—অপরূপ! যেন দীনবন্ধু বাবুর নবের চাঁদ! বিদ্যায় নিতান্ত মন্দ নহেন, কারণ তিনি মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে দ্বারভাঙ্গার একটী নীল কুটীতে চাকুরি করেন। মোহিনীর মতে অনেকে ছুটো পাস করিয়াও এরূপ কর্ম্ম জুটাইতে পারে না। চরিত্র? মোহিনী বলেন চরিত্র লইয়া কি ধুইয়া খাইবে? সুতরাং আমাদের আর সে কথা আন্দোলন করিয়া কাজ নাই।

"হরেন! আলাপ করলে?"

"হাঁ, দাদা! হ'ল। দেখ্‌ছি আমার দলে। নূতন বৌ দিদির নামটা খুব উজ্জ্বল হ'ল। যা'ক্ আমি এখন চল্লুম—যদি তোমার জানাইএর কোন কিছুর দরকার হয় আমাকে খবর দিও। নিজেকে বাঁচাতে মেয়েটাকে মারলে—ছেলেটারও যে কি করবে তা ত এখনও বুঝ্‌তে পারছি না।"

"দেখ্, হরেন! আর এ কাটা ঘায়ে নুন দিস্ না" বলিতে বলিতে অমর বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"দাদা! পায়ে ধরি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার দুঃখ বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝেও না ব'লে থাকতে পারলেম না। আমাকে মাপ কর। এখন যাই—একটু পরে আসব।"

এক এক করিয়া প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাহের সমস্ত কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আজ মোহিনীর অপরূপ রূপে মনোহর বেশ বিন্যাস লক্ষ্য করিয়া অমর বাবু চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সুবঙ্কিম ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণাভ ভ্রূযুগল, চঞ্চলচকিতদৃষ্টি, গোলাপরাগরঞ্জিত গণ্ডস্থল, বিম্ব ফল জাদ ওষ্ঠাধর দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? কিন্তু অমর বাবুর এ মোহ ক্ষণস্থায়ী। নাগিনীর বিচিত্র শরীর নয়ন তৃপ্তিকর।

কিন্তু তাহার মুখাভ্যন্তরস্থিত বিষাধারের কথা স্মরণে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন আতঙ্কে অভিভূত হয়। কলিনীর বিষে শরীর জর্জ্জরিত হয়—সেবে প্রাণনাশ হয়। রমণীগণের মধ্যে যাহারা কলিনী, তাহাদের বিষে মন কলুষিত হয়, সেবে আত্ম বলিদান! মোহিনী,—নাগিনী!

অমর বাবুর বন্ধুদিগের স্ত্রী, কন্যা সকলেই মানদার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তন্মধ্যে, মানদা হরেন বাবুর কন্যা নলিনীর বড়ই প্রিয়। নলিনীর বিবাহ হইয়াছে। মানদা নলিনীকে দিদি ব'লে এবং নলিনীও মানদাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসে। চারিদিকে সকলেই ব্যস্ত। এই অবসরে নলিনী নিভৃতে মানদাকে কতই বুঝাইল।

"মানদা! কাঁদিস কেন? কি হয়েছে আমাকে বল্।'

"দিদি! আর কি ছোট মা আমাকে আনতে দেবে!"

"আনবে বই কি।

"আমার যে মা নাই—মা থাকলে কি এমন হত? সকলে যে কি বলছে।

"ও সব কথা শুনিস্ কেন? তুই কাঁদিস না। তোকে কাঁদতে দেখলে আমারও কান্না আসে। তোর কোন কষ্ট হলে আমাকে চিঠী লিখিস; আমি বাবাকে ব'লে তোকে আনাব। ঐ তোর ছোট মা ডাকছে—এই দিকেই আসছে বুঝি—চ'খ মুছে ফেল।"

"নেয়েটা কোথায় গেল? এই যে, এখানে কি হচ্ছে? আর কি রঙ্গ করবার সময় পাওনা—তাই এখানে এসে ব'সে আছ—আবার কান্না হচ্ছে দেখছি যে—তোর ত বয়স হয়েছে, নলিনী! আর মেয়েও ত এঁচড়ে পাকা। আজকার দিনে কেঁদে আমার ভূষণের অমঙ্গল করা বুঝি?"

"না, রাঙ্গা পিসী ওকে বড় ভাল বাসতেন—তিনি থাকলে কত আহ্লাদ করতেন—তাই কাঁদছে।"

"কেন? রাঙ্গা পিসী আদর করত আর কেউ কি করে না নাকি? তা বলবেই ত—গোড়া থেকে আমার উপর ওর বিদ্বেষ! এই যে এমন যে হল। এ দিলে কে? আর ক'জনের বা এমন বর হয়? তবে একটু যা কাল। তাতে আর কি? তোর বরও ত নলিনী, একেবারে সাহেব নয়। যাও, এখন চল। নলিনী! বাসর ঘরে—যা'বি ত আয়।"

প্রবাসী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বাসর ঘরে আমোদ প্রমোদ সহজে ঘটিয়া উঠে না। এ ক্ষেত্রে সে জন্য আমোদ প্রমোদের অভাব হইল না। মোহিনী সময়ে সময়ে তাঁহার ভূষণের খবর লইতে লাগিলেন—পাছে কোমল হস্তের কর্ণ পীড়নে ভূষণের কাণ লাল হইয়া উঠে। ক্রমশঃ বাসর রাত্রি প্রভাত হইল। জাগরণের পর রঙ্গিনী কুলাঙ্গনাগণ সুখের রজনী অবসান করিয়া কুমনে একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। কাল হইলে কি হয়? ভূষণ রসিক চূড়ামণি!

প্রাতে ৮ টার ট্রেণে বর কন্যা বিদায় করিতে হইবে, সুতরাং সকলেই ব্যস্ত ব্যস্ত সেই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যথা সময়ে অমর বাবু বর কন্যাকে আশির্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় দিয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল। দু'একজন করিয়া অনেকে অমর বাবুকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কোনই ফল হইল না। মোহিনী আসিলেন এবং অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন এবং পরিশেষে উদ্বন্ধন, অহিফেন সেবন প্রভৃতি ভয় প্রদর্শন করিয়াও দরজা খোলাইতে পারিলেন না। অমর বাবু উত্তর করিলেন তাঁহার শরীর ও মন অসুস্থ তাঁহাকে কেহ যেন বিরক্ত না করে। ক্রমশঃ।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

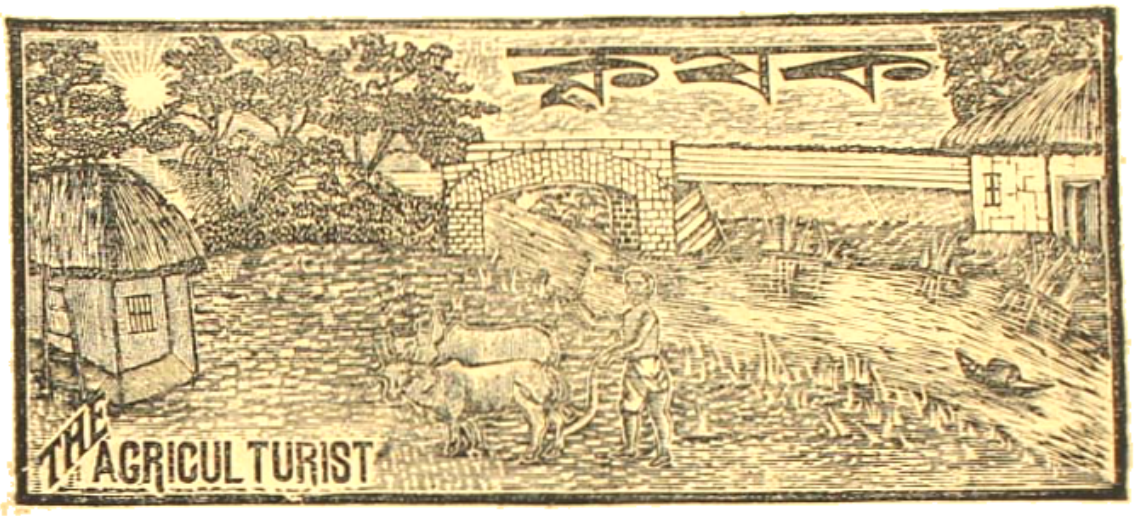

১ম খণ্ড তারিখ ১লা মাঘ সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৪শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ	
সুবীজ সকল	
বিংশ শতাব্দী	
প্রণয়িনী	
মরিসস্ দ্বীপজাত ইক্ষু	
কৃষি সমিতি	
নবাপ্রদেশে কৃষিকার্য্য	
বালিকা ও ফুল	
কবিতা	
বিনামূল্য	

কৃষি সংবাদ।

কলিকাতা।—বিগত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯০০) কলিকাতা হইতে লণ্ডনে ২৩,১৫৫,৭০৯ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে ঐ মাসে ২৩,৪১২,৮২৩ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়।

ইক্ষুর চাষ।—বাঙ্গালায়, উত্তর পশ্চিমে ও পাঞ্জাবে ইক্ষু বেশ জন্মিয়াছে। পাঞ্জাবে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার একার (তিন বিঘা = একর) ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইক্ষু অধিক পরিমাণে চাষ হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে শস্যাদির অবস্থা।—গতপূর্ব্ব সপ্তাহে বোম্বাই প্রদেশের কোন স্থানে বিন্দুমাত্র বারিপাত হয় নাই। পাঁচমহল, আমেদনগর, পুনা জেলায় শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় মূল্যের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। আমেদ-নগর, বিজাপুর, সাতারা, ও পাঁচমহল জেলায় দুর্ভিক্ষ রিলিফ কার্য্যে লোক বাড়িয়াছে।

গোধূমের অবস্থা।—উত্তর ভারতে গোধূমের অবস্থা মন্দ নহে। মধ্যপ্রদেশে, বেরারে, বোম্বাই প্রদেশে গোধূমের অবস্থা বড় ভাল নহে। উত্তর ভারতে জল বায়ুর সুবিধা হওয়ায় অধিক পরিমাণে ভূমিতে গোধূমের চাষ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে জল বায়ু বিশেষ অনুকূল না থাকায় বেশী পরিমাণ চাষ হয় নাই এবং ফসলের অবস্থাও তত সন্তোষ জনক নহে।

মান্দ্রাজ ফসলের অবস্থা।—মান্দ্রাজ অঞ্চলে বারিপাত সাধারণ রূপ হইয়াছিল। একণে জলাভাব অনুভূত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেখানে জল সেচন কার্য্যের সুবিধা আছে ফসলের অবস্থাও সেখানে আশাপ্রদ। গবাদির আহার্য্য দুর্মূল্য। আউ ফসল মোটামুটি রকম হইয়াছে এবং তাহা সংগৃহীত হইতেছে। অন্যান্য ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক না হইলেও, নিতান্ত মন্দ নহে।

বাখরগঞ্জ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের জন্য প্রসিদ্ধ। এ জেলায় তণ্ডুল যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে বাখরগঞ্জের বালামের খুব আদর। বাখরগঞ্জ বঙ্গদেশের শস্যভাণ্ডার, কিন্তু বিধাতা এবার বাখরগঞ্জের প্রতি বিমুখ। আজ যাহা জন্মিয়াছিল, তাহা যদি পাওয়া যাইত, তবে আর বেশী ভাবনার কথা ছিল না; কিন্তু প্রায় সাত আনা শস্য কীটে নষ্ট করিয়াছে। এবার অদৃষ্টে কি আছে, ভগবানই জানেন!

মা খুইয়া ফল খাইতে নাই।—"মেডিকেল রেকর্ডে" প্রকাশ অধ্যাপক ফিনার একদিন লেবরেটরীতে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি আঙ্গুর ফল আনাইয়াছিলেন। ফলগুলি লেবরেটরীর বাহিরে একটা ঝুড়িতে ছিল। ফলগুলিতে ধূলি পড়িয়াছিল, যে জলে ফলগুলি ধৌত করা হইয়াছিল, সেই জল কাল হইয়া গিয়াছিল। রাস্তা দিয়া ফরকাশ সোপিয়া গমনাগমন করিয়াছিল, ডাক্তারের সন্দেহ হইল যে এই জলে ফরকাশের বীজাণু আছে! তিনটা কপোতের মেচে সেই জল প্রবেশ করাইয়া দিলেন,—অল্পেক দিন মধ্যেই পাখী গুলি ফয়রোগে মারা পড়িল।

কোচিনের নারিকেল।—কোচিন—নারিকেলের জন্মস্থান। তথায় ৩।৪ লক্ষ লোক কেবল নারিকেল খাইয়া জীবন ধারণ করে। কোচিনের কৃষি বড়ই উর্ব্বরা। অন্যান্য ফসলও তথায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তথায় নারিকেলের কৃষি ও উহার ব্যবসায় এত লাভজনক যে, কোন কোচিন-বাসীই ব্যবসায়ের জন্য অন্য কোনও প্রকার চাষ করে না। কোচিনে ইংরেজদিগের অধিকৃত যে বন্দর আছে, তাহাতে কেবল নারিকেলেরই ব্যবসায় হইয়া থাকে। তথা হইতে প্রতি সপ্তাহেই জাহাজ পূর্ণ করিয়া নারিকেল তৈল, নারিকেলের খইল, নারিকেল ছোবড়ার দড়ি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানবর্ষে আমাদের দেশে হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা গত বৎসর অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট হইলেও দেশের অভাব হিসাবে ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। গত এপ্রিল ও মে মাসে বঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হয় নাই, তাহার পর জুন ও জুলাই মাসে যথেষ্ট বৃষ্টি হইলেও সে বৃষ্টি চাষের অনুকূল হয় নাই। এক সেপ্টেম্বর মাস ভিন্ন অন্য কোন মাসে সুবৃষ্টি লাভ না হওয়াই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অল্প হইবার প্রধান কারণ। এবার মান্দ্রাজ বিভাগে শস্যের অবস্থা আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল। মান্দ্রাজে এবার বার আনা রকম ফসল জন্মিয়াছে। ব্রহ্মদেশে চতুর্দ্দশটী জেলায় ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সেখানে এবার অধিক পরিমাণে ধান্যের আবাদ হইয়াছিল।

বেগুণ।—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F.R.H.S., রাজনগর হইতে লিখিতেছেন:—এ বৎসর প্রায় এক বিঘা জমিতে বেগুণের আবাদ করিয়াছি। প্রথমাবস্থায় গাছে বড় পোকার উপদ্রব করিয়াছিল—নূতন ডগা বাহির হইলেই, তাহাতে ছিদ্র করিয়া পোকা প্রবেশ করিত এবং তাহাতে ডগার উপরিভাগ শুকাইয়া পড়িত। এজন্য প্রতিদিন প্রত্যূষে যত কিনান ডগা দেখিতাম, তাহা কাটিয়া একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিতাম, এক

সন্ধ্যাকালে ক্ষেতের পার্শ্বদেশে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ধোঁয়া এমন স্থানে দিতে হয় যে বাতাসে তাহা লইয়া যাইতে পারে। আর সন্ধ্যাকালে দিলে সুবিধা এই যে, ধোঁয়া অধিক উপরে উঠিতে পারে না, কাজেই ভূপৃষ্ঠের উপরেই বিচরণ করে, ফলতঃ ক্ষেতের মধ্যে ঘুম প্রবেশ করিত। এইরূপে অনেকটা অব্যাহতি পাই, পরে শীত পড়িলে আর বড় একটা উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গদেশের সকল পল্লীগ্রামের একটা জিনিস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তাহার আবাদ, সে জিনিষটী মসিনা,—সাধারণে তাহাকে তিসি বলিয়া জানে। তিসির কারবার একটা খুব বড় কারবার। এই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে কত লক্ষ মণ মসিনা ইউরোপে চালান যায়, তাহা চক্ষু নিতান্ত মুদ্রিত না রাখিলে সহজেই নজরে পড়ে; মসিনার তৈল নানারকম যন্ত্রে নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের বানিতে আমাদের দেশের মসিনা পিষিয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহাই আবার আমাদের দেশে আমাদের বিবিধ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্য হইতে জাহাজ ভাড়া আর বানির খরচ বাবদ ইউরোপ বৎসর বৎসর লাখ লাখ টাকা আমাদের নিকট হইতে পকেটস্থ করিতেছে। এই তৈল তৈয়ারি করিবার জন্য যদি আমাদের দেশে দুই পাঁচটা কল স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের নিরন্ন শ্রমজীবিগণের মধ্যে অন্ততঃ কতক গুলি লোক ও গুজিকের আলায় কাতর দৃষ্টিতে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে না।—কিন্তু তাহাতে যে ঝঞ্ঝাট অনেক; সুতরাং বাক্যে যতটুকু কাজ হয়, ততটুকু করিয়াই আমরা স্ব স্ব উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হই। পাঠক মহাশয় নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, আমাদের দেশে কমিশ্নিটিউদনাল এজিটেসনের অর্থ রাজদ্বারে আবেদনপত্র প্রেরণ, পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা; এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবার পূর্ব্বে ভিক্ষা না করিয়া যতটুকু কাজ করা যায় তাহা আমরা করিতে চেষ্টা না করি কেন?

কলিকাতা।

আসামের চিফ্ কমিসনর কটন সাহেব কলিকাতা আসিয়াছেন।

রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর নোল্যান সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কনভোকেসন্।—আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের সভা হইবে। লর্ডলাট উপস্থিত থাকিবেন।

ই, আই, রেলওয়ে।—উক্ত রেলওয়ের ভড়ুস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এফ, ফ্রম সাহেব উক্ত রেলওয়ের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। ইনি পূর্ব্বে ঐ রেলওয়ের গার্ডের কাজ করিতেন।

শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন যে কলিকাতা মুকবধির বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণার্থ বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ১০০০৲ টাকা, দোনবর্ষার মহারাজা ৫০০৲, ডিমলার রাজা জানকী বল্লভ সেন ৫০০৲ ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

প্যারিস নগরে এক ভিক্ষুক রমণীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার গৃহে ৮ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে! এই স্ত্রীলোক গির্জ্জাঘরের দ্বারেতেই প্রায় ভিক্ষা করিত।

বিলাতের এক কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবসায়ীগণ গণনা দ্বারা ঠিক করিয়াছে, বিলাতের ৮ লক্ষ লোকের কাহারও এক পা, কাহারও বা দুই পা কাটা গিয়াছে। তাহারা কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে চলা ফেরা করে।

লণ্ডনের হাস্পাতালে এক বালিকার চিকিৎসা হইতেছে,—৮ মাসকাল সে নখ, ছুঁচ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহার পেট চিরিয়া শতাধিক নখ, এবং টিন ও পিতল খণ্ড বাহির করা হইয়াছে।

লণ্ডনের ধনকুবের ওয়ালটার রথস্‌চাইল্ড্ পৃথি-

ইনি নানা স্থান হইতে ৮৬টী সামুদ্রিক কচ্ছপ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার একটীর ওজন ৪ শত পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩ মণ। ইহার বয়স ১৫০ বৎসর অনুমান করা হয়।

ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর অনেক টাকার কদমদানী জুতা (বুট ও সু) ইংলিষ্টে রপ্তানি হয়। ১৮৯৯।১৯০০ সালে জুতার রপ্তানি অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু বিলাতে হইতে ভারতে কদমদানী জুতার আমদানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

চোর জমিদার। কৃষ্ণনগরের জনৈক জমিদার প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় হয় নাই বলিয়া তিন জন ভৃত্যের সাহায্যে প্রজার একটী ছাগল লইয়া চলিয়া যায়। প্রজা কিন্তু জমিদারকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেওয়ায় জমিদারের পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

রেলে চুরি। রেল পার্শেলে দ্রব্যাদি পাঠাইলে তাহা হইতে দ্রব্যাদি প্রায় চুরি গিয়া থাকে। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের কোনও ট্রেন্ হইতে ঐ ট্রেনের গার্ড সাহেব দুইজন দেশীয়ের সাহায্যে একটী ৩,০৬৫৲ টাকার পার্শেল চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে। বিচারে গার্ডের দেড় বৎসর ও দেশীয় দুইজনের তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

গতিশীল ট্রেন হইতে লম্ফপ্রদান।—দুইজন পাহারাওয়ালা দুইজন কয়েদীকে লইয়া পাটুয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছিল। উভয় কয়েদীরই হাতে হাতকড়ি বাঁধা ছিল। তন্মধ্যে একজন রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। একজন পাহারাওয়ালাও তাহার পশ্চাতে ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে। উভয়েই সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বুয়ারেরা নবোৎসাহে রণরঙ্গে মাতিয়াছে। চারি দিকেই খণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্রীষ্মকাল—প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে ধরাতল দগ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে—নদ নদী ভাসিয়া যাইতেছে—পথ ঘাট জলে ডুবিয়া যাইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া বুয়ার সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে—ইংরেজ সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। লর্ড কিচেনার বুয়ারদমনের জন্য আফ্রিকায় আছেন—বুয়ারদমনের জন্য তাঁহার কঠোরতার একশেষ হইতেছে।

শিকারে বিপত্তি। সুন্দর বনে দুইজন শিকারী একই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। দুই জনেরই গুলির আঘাতে মৃগটী ধরাশায়ী হইল। ইহার পর কাহার গুলিতে মৃগটী মরিয়াছে এবং কে ঐ মৃত মৃগের অধিকারী এই বিষয় লইয়া শিকারীদ্বয়ের মধ্যে ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ক্রোধ পরবশ হইয়া একজন অপরকে গুলির আঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। এরূপ ক্রোধ পরবশ ব্যক্তির হস্তে গুলি গোলা না থাকাই ভাল।

ব্যভিচারে অব্যাহতি। শ্রীরামপুরের অন্তর্গত মাহেশ থানার পুলিশ কর্ম্মচারী নবকুমার ঘোষের নামে জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র নামক জনৈক দেশী খৃষ্টান্ তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। মোকদ্দমার বিচার শেষ হয় এমন সময় খৃষ্টান স্বামী মহাশয় আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া লইব বলিয়া আবেদন করে। বিচারক মহাশয় বাধ্য হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, তাহা তিনি স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

জালিয়াৎ সাধু। দিনাজপুরে জনৈক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী একখানি রৌপ্য অলঙ্কার বিক্রয় করিতে যান। এক জন পুলিশ কনেষ্টবলের উহাতে সন্দেহ হওয়ায় সন্ন্যাসীকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অনুসন্ধানে সন্ন্যাসীর নিকট টাকা জাল করিবার কতকগুলি যন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সাত বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত শ্রীঘর বাসের আদেশ হইয়াছে।

অহিন্দু আচরণ। গঙ্গার ঘাটের নিকট যেখানে হিন্দুরা স্নানাদি করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই স্থান দিয়াই মুসলমান কেরিওয়ালা গোমাংসের

কুড়ি মাথায় করিয়া সেরি করিতে যায়। এ দৃশ্য হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই অসহ্য। এই প্রথা নিবারণের জন্য শ্রীরামপুরের অবি-বাসীগণ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আশা করি, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এ বিষয়ে সুবিচার করিয়া হিন্দু প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন।

শোচনীয় কাণ্ড। আজমীর সহরের পাদ্রী বিগল্ সাহেবের সপ্তবর্ষ বয়স্কা দুই কন্যা তাহাদের আয়ার সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। এই সময়ে দুইখানি টিকা গাড়ী অত্যন্ত বেগের সহিত বিপরীত দিক হইতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আয়া একটী কন্যাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া অন্যটিকে যেমন লইতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী কন্যাটীর উপর আসিয়া পড়ে ও উহাকে একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে। নিয়তি লিখন কেহই খণ্ডন করিতে পারে না।

হতভাগ্য স্বামী। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত জামগ্রামের অবলা চরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক বিংশ বর্ষীয় যুবক তাহার ষোড়শী রূপবতী স্ত্রীর সহিত সুখে বাস করিতেছিল। তাহার স্ত্রী অত্যন্ত পতিপরায়ণা ও সাধ্বী যুবকের মনে এই বিশ্বাস বলবান্ থাকাতে যুবক নিয়তই সুখসাগরে ভাসমান থাকিত। একদিন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। যুবক স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে তাহার স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্তা। মনের খেদে যুবক আফিং খাইয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। মরিবার পূর্ব্বে একখানি পত্রের দ্বারা সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, করোসিভ সাবিমেট, গন্ধকের ধূম, ফরমেলডেহাইড প্রভৃতি সংক্রামকতা-নিবারক পদার্থের ন্যায় লেবুর রসেও ওলাউঠার বীজ নষ্ট হয়। যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, তথায় একটা লেবুর রস এক গ্লাস জলে নিংড়াইয়া দিয়া ১০।১৫ মিনিট-কাল পরে পান করিলে, আর ওলাউঠাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া জল পান করিলে, কোথাকার জল, কিরূপ জল, অথবা শীতল কি উষ্ণ জলের বিচার আবশ্যক করে না। পার্ম্যাঙ্গেনেট মিশ্রিত করিয়া জল বিশুদ্ধ করিয়া লইলেও যে ওলাউঠার আশঙ্কা থাকে না, গত দুর্ভিক্ষের সময় তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। যখন দুর্ভিক্ষ-ক্ষেত্রে ওলাউঠার প্রবল প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দুর্ভিক্ষকর্ম্মচারীগণ কূপের জলে পার্ম্যাঙ্গেনেট প্রদান করিয়া রোগের সংক্রামতা নিবারণ করিয়াছিলেন। গ্রামা লোকেরা ইহা চাহিয়া লইয়া কূপের জলে ব্যবহার করিয়া প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এক আউন্স অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ পার্ম্যাঙ্গেনেট কূপজলে নিক্ষেপ করিয়া ৫ ঘণ্টা কাল পরে সেই জল ব্যবহার করিতে হয়, এবং প্রতি সপ্তাহে এইরূপে একবার জল সংশোধন করা আবশ্যক।—সময়।

বেনারসে আনি বেসাণ্ট। কাশীতে ধর্ম্ম সভায় মিসেস বেসাণ্ট প্রায়ই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। সে দিন, দেব-মন্দির, পুরোহিত ও পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম আবার সজীবতা প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের দুইটী শত্রু সম্মুখে উপস্থিত—এক জড় জগতের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি, অন্য ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। প্রাচীন ভারতে তীর্থ স্থানে দেবালয়ে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবমূর্ত্তি সমূহ প্রভূত শক্তিমান বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এখন সে বিশ্বাস কমিয়া আসিতেছে। হিন্দুধর্ম্মকে তিনি বিশ্বসংসারের সনাতন ও সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে পুরোহিত-দিগের দ্বারা এই ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছিল সেই পুরোহিতদিগের অধোগতি হইয়াছে, তাহারা পাপচারী ও সমাজ বিপ্লবের কারণ হইয়াছে। তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে হইবে। তিনি বেনারসের হিন্দু কলেজের একটী শাখা বিদ্যালয় খুলিতে চান। সেখানে পুরোহিত সন্তানেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিবারও তাঁহার

মতলব আছে। তিনি ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ তাহাদের পুরোহিত কুলের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতে বলিতেছেন। দুঃখ বিনোচনার্থ অনর্থক গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া ও ক্রন্দনাগত গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া কোন ফলোদয় হইবে না। তিনি যে ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই এজন্য তিনি বড়ই দুঃখ। তাহার স্থির বিশ্বাস যে ভারতের অবস্থা ফিরিবে এবং ভারতবাসী অন্যের পূজ্য হইবে, ততদিন হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে, ততদিন হিন্দুধর্ম্ম অটুট থাকিবে, ততদিন ভারত সজীব থাকিবে। বিবি বেসাণ্টের হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নেসন সম্পাদক তাঁহার সহজ মধুর ভাষায় বলিয়াছেন যে বিবি বেসাণ্টের কোন কথায় দ্বিরুক্তি করিবার আমাদের কিছুই নাই। একটী কথা কেবল আমাদের মত বিরুদ্ধ। বিবি বেসাণ্ট ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে পান নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই ইহা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক। তিনি ভারতে জন্মিয়া যদি এই সকল কথাই বলিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয় কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কাশীধামে হিন্দুকলেজ স্থাপন বা হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্য্যই তাঁহার সফল হইত না। এই পরপদানত ভারতের এ রোগের কি ঔষধ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

সামাজিক সম্মিলনী।—কংগ্রেসের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি অনারেবল গণেশচন্দ্র বরাকর স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেসের সামাজিক সম্মিলনী দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে না। আমাদেরও বিশ্বাস যে উক্ত সম্মিলনী যে উপায়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সিদ্ধ করিতে চান তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে এমন বোধ হয় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি, শিখ, জৈন মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া উক্ত সম্মিলনী গঠিত। ইহাদের সকলেরই রীতি, নীতি, আহার, বিহার, ব্যবহার ও রুচি বিভিন্ন রকম। ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ এক প্রকার অসম্ভব; এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের সংমিশ্রণে যে শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইবে তাহাদের রীতি নীতি কার্য্যকলাপ বা কি প্রকার হইবে তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না। এতদ্ব্যতীত আরোও একটী ভাবিবার বিষয় এই যে কংগ্রেসের উক্ত সম্মিলনীর কথা যে ভারতের এই ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মানিয়া চলিবে বা ঘাড় পাতিয়া লইবে ইহাও সম্ভবপর নহে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট নানা সম্প্রদায়ের দলপতিরা জাতীয় মহাসমিতির এই সাধারণ সম্মিলনীতে একত্রিত হইয়া যে, তাঁহারা নিজ সমাজ সংস্কারে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও সমাজকে ভিন্ন প্রকারে গঠিত করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী করিয়া লইতে পারিবেন এ কথায় কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন? যখন তাহা অসম্ভব, তবে কেন সমগ্র ভারতের স্থানে স্থানে স্থানীয় সম্মিলনীর সৃষ্টি হউক না। এক একটী সম্প্রদায় কেন নিজ নিজ সমাজের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হউন না। হিন্দু হিন্দু সমাজের, মুসলমান মুসলমান সমাজের, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর, কায়স্থ কায়স্থ সমাজের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের, শিখ শিখ সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধনে যত্ন করুন। এই সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতি হইলে ভারতে উন্নতি আপনা হইতেই সংসাধিত হইবে। ভারতের স্থানে স্থানে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের যে এক একটী সমিতি স্থাপিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। যথাবিহিত শাসনানুসারিণী ব্যবস্থা দিতে পারেন এরূপ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা ও যাহাদের কথা দশে মানিয়া চলিবে এরূপ সমাজের অগ্রণী ও অধ্যক্ষদিগের দ্বারা উক্ত সমিতি সমূহের কার্য্য পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। নিজ সমাজের লোক—যাঁহাদের উপর সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না এমন কতকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত লোক—যাঁহারা আপনাদিগকে নিজ দলের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দেন—সাধারণ সম্মিলনীতে মিলিত হইলে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সুবীজ সঞ্চয়।

অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে শস্য লাভ করাই কৃষির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুবীজ সঞ্চয় করা কৃষকগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ, সুবংশে যেরূপ সুসন্তান জন্মে, দস্যুর বংশে যেরূপ দস্যু ব্যতীত সুসন্তান জন্মে না; সেইরূপ সুবীজ হইতেই সুফল জন্মে, কুবীজ হইতে কখন সুফল জন্মিতে পারে না। সেই জন্য, অগ্রে সুবীজের দিকে কৃষকগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কুবীজ বা রোগাক্রান্ত ফসল হইতে কখন বীজ সঞ্চয় করা উচিত নহে। কারণ রোগাক্রান্ত বীজ হইতে রুগ্ন ও কুবীজ চারাই উৎপন্ন হয়। তাহারা অবশেষে হয় মরিয়া যায়, না হয় অতি হীনবল ও পর্ব্বাকৃতি শস্য উৎপাদন করে, ইহাতে কৃষকের বিস্তর ক্ষতি ও কৃষি হইতে কৃষকের উন্নতির আশা রহিত হয়।

এইরূপ করিয়া কি কৃষিজাত শস্য কি উদ্ভিদ প্রভৃতি সকল প্রকার বৃক্ষের বীজ নির্ব্বাচন করিয়া রাখা উচিত।

ঐ সুপুষ্ট ও সুপক্ক নির্ব্বাচিত বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে রোপণ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ করিয়া সুবীজ সঞ্চয় করিতে শিখিলে কৃষকগণ অল্পদিনের মধ্যেই কৃষি কার্য্য হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব কৃষক মাত্রেই ঐরূপ করিয়া সুবীজ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।—শ্রীমহেশ্বর হাজরা।

বিংশ শতাব্দী।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বিংশতি শতাব্দী আরম্ভ হইল। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে, আমাদের আদর্শভূমি মহারাণী ভারতেশ্বরীর খাস ইংলণ্ড রাজ্য নীতি, সমৃদ্ধি, ও জ্ঞানে কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমাদের বহুনাস্পদ ডেলি মেসন সম্পাদক তাঁহার সরস মধুর ভাষায় যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার কথঞ্চিৎ ভাবার্থ সন্নিবেশিত করিলাম। গত শতাব্দীতে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে—যাহার মহিমায় দশদিক পরিপূরিত—তাহা মহারাণীর জুবিলি উপলক্ষে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রচুরপরিমাণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং সে সকল ঘটনা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। এখন ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনায় যেন বিশ্বের কুতূহল জন্মিতেছে। রসায়ন, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে ও ক্রমশঃই হইতে থাকিবে। জড় জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী করিয়া জগতের ইহলৌকিক প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে থাকিবে। এই ইহলৌকিক জড়জগতীয় উন্নতির গতি কখনই রুদ্ধ হইবে না। মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী কত নূতন জিনিসের সৃষ্টি হইবে, অনায়াসে অধিক লাভের কত উপায় উদ্ভাবিত হইবে, কত প্রকারে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, বিদ্যুতাদি জড়শক্তি দ্বারা কত অত্যাশ্চর্য্যজনক সংসার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে—কে তাহা গণনা করিতে পারে? মানুষের উদ্ভাবিনী শক্তি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কিন্তু সাহিত্য, দর্শনে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎভাগ্য তাদৃশ সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হয় না। টেনিসন ও রসকিন, মাটিণো ও গ্রীণ কি আবার ফিরিয়া আসিবেন? রাজনীতির বিষয় ধর—গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট, ডিস্‌রেলী, নর্থকোট, ফরষ্টার, ফসেটের মত লোক কি আর ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিবেন? লর্ড রবার্টসের যশোগান সকলেই করিতেছেন বটে, কিন্তু ওয়াটারলু যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান বিজেতা ডিউক অব ওয়েলিংটনের তুলনা কোথায়? পার্লিয়ামেণ্ট হাউস অব কমান্স সভায় এখন বার্ক, ফকস্, পিট ও শেরিডেনের সমকক্ষ কে আছেন? জনসনের মত লেখক কোথায়? বাইরণ স্কট ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত কবি কোথায়? ন্যায় শাস্ত্রে ডনষ্টুয়ার্ট মিলের সদৃশ, প্রাণী বিজ্ঞানে ডারউইনের সদৃশ, রাজনীতিতে গ্লাডষ্টোনের মত, সরল সাহিত্য রচনায় থ্যাকরে ও টমহুডের মত কে আছে? অষ্টাদশ শতাব্দী অপেক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দী কি ইংলণ্ডকে হীনবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যায় নাই?

এতক্ষণ ত বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির কথা বলিলাম। এখন

ইংলণ্ডের নৈতিক উন্নতিই বা কি প্রকার হইয়াছে দেখা যাউক। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রেটোর সময়কাল হইতে এ পর্য্যন্ত রণনীতির কোন বিশিষ্ট উন্নতি বা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার একটা কারণ এই যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান রাজ্য সমূহে এক প্রকার বাঁধা ধরা নীতি প্রচলিত হইয়াছে। সে নীতিগুলির আর বিশেষ কোন প্রকার উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকতা দেখা যায় না। কিন্তু এই খৃষ্টধর্ম্ম সম্মত সুনীতি দ্বারা প্রাচ্যরাজ্যে কতই না উপকার সাধিত হইয়াছে। এই নীতিবলে সতীর সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনিচ্ছায় সহমরণের কথা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু অনেক সতী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে গৌরবান্বিতা হইতেন ও আনন্দানুভব করিতেন।—শারীরিক কষ্ট?—কত শত তলষ্টীয়কেও ত সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে দেখা যাইতেছে। সতী দাহ নিবারণ করিয়া সভ্য হইয়া দেখিতেছি যে সহরে প্রতিনিয়ত বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোকের অন্ধতাজ্ঞকার ঘুচিয়াছে—কুসংস্কারের মোহজাল কাটিয়াছে, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিলাতী দোষও আসিয়া জুটিয়াছে। আমরা সাহেব সাজিতে গিয়া মদ খাই ও বৃথা আত্মাভিমান দেখাই। আমরা সাহেবীয়ানা করিতে গিয়া সাহেবী রীতি নীতির অনুকরণ করি ও অযথা ব্যবহার করিতে গিয়া অনিষ্টকারিতার পরিচয় দিই। বিলাতী ধরণে এখানে বিচারাদি হইতেছে বটে, কিন্তু বিচারের সুবন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা ও জালজুয়াচুরি বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্যতার যেন এগুলি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। রেল বিস্তার হইয়া গতায়াতের ও অন্য অনেক প্রকার সুখ বাড়িয়াছে, কিন্তু রেল বসাইবার পর হইতে জায়গায় জায়গায় আশ পাশের গ্রাম সকল ম্যালেরিয়ার উৎসন্ন যাইতেছে। শিক্ষা বিভাগে নানা প্রকার পরীক্ষার প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু ছাত্রেরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার জন্য অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করাতে তাহারা ক্রমশঃ রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে ও তাহাদের মন নিস্তেজ হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার গুণে কুসংস্কারমূলক মোহজালছিন্ন হওয়ায় ছাত্রদিগের ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত হইতেছে এবং তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া কতকগুলি আত্মম্ভরী, তথাকথিত দেশহিতৈষী পাণ্ডার দল বাড়িতেছে। এখন হিন্দু বলিয়া একটা জাতি যেন ভারতে নাই—আছে সাহেব ও কালা আদমী। অনেকে বিশ্বাস করেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেলেও মনুষ্য প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ভাবুক প্রবর মার হেনরী মেন বলেন যে মনুষ্যের দৈনন্দিন কার্য্য দেখিলে বুঝা যায় যে সভ্য ও অসভ্য জাতির কার্য্যের কিছু পার্থক্য নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ যাহা ছিল উনবিংশ শতাব্দীতেও তাহাই আছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কত আইন কানুন বাড়িয়াছে। কিন্তু দিন দিন কি শঠতা, মনুষ্য হত্যার নানা প্রকার উপায় ও ব্যবসায় বাণিজ্যে নানা প্রকারে নূতন রকমের জাল জুয়াচুরির সৃষ্টি হইতেছে না? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সে বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হইলে, কত প্রাণিহত্যা, কত নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। আবার এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও ত সেই প্রকার নৃশংস দৃশ্য দেখিতে হইতেছে! চীন ও বুয়র যুদ্ধে কত লোকক্ষয় হইতেছে—যাহারা যুদ্ধে মরিতেছে, তাহাদের কথা ও যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও দেখিবে, যে সভ্যজাতির মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই বিবাদ উপলক্ষে কত শত লোককে বিনা যুদ্ধে অকারণে নৃশংসভাবে মারা হইতেছে, কাহাকেও গৃহচ্যুত করা হইতেছে, কাহারও ঘর বাড়ী পোড়াইয়া ধন ধান্য গো মহিষাদি কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে; সর্ব্বজন সমক্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, শিশুদিগকে অনাহারে মারা হইতেছে। আবার এই বিংশ শতাব্দীতে হয়ত ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ নোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিলেও এই সভ্য জাতিরা বন্যপশু অপেক্ষা হিংস্রক ও স্বার্থপর। ক্ষুধা না পাইলে বন্যপশু হিংসা করে না, কিন্তু এই সভ্য নরপশুরা কল্পনায় ক্ষুধা অনুভব করে।

প্রণয়িনী।

প্রণয়িনী মম যেন প্রফুল্ল কমল,
হাসি মুখ প্রেম নীরে চল চল।
সৌরভে মানস সর আমোদিত করি'
অন্তর রাজ্যের সেই এক অধীশ্বরী।
মানস ভ্রমর মম ত্যজি' সব কুল,
কেবল কমল-মধু-পানে সদাকুল।
প্রণয়িনী প্রসূন-বদন অনাবৃত,
দশদিকে করে যেন সুষমা বিস্তৃত
প্রণয়িনী মৃদুপদে করিলে গমন,
সজীব সুবর্ণলতা চঞ্চল যেমন।
মধুর বচন সেই করিলে শ্রবণ,
যেন বোধ হয় দিবা বীণার নিঃস্বন
প্রণয়িনী সহবাসে কি সুখ উদয়,
স্বর্গরাজ্য মনে নাহি করি বিনিময়।

মরিসস-দ্বীপজাত ইক্ষু।

আমাদের দেশে সচরাচর যে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, তাহাতে রীতিমত যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। বিশেষতঃ সকল প্রকার জমিতেও তাহা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মরিসস দ্বীপে যে এক প্রকার ইক্ষু জন্মে, তাহা আমাদের দেশের ইক্ষু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে কোনরূপ জমিতেই মরিসস-দ্বীপজাত ইক্ষুর চাষ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া, ঐ দ্বীপের কৃষকদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা এই যে, এই ইক্ষুর চাষে জলের প্রায় দরকার হয় না। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলসেচন করা বিশেষ শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। সুতরাং মরিসস দ্বীপের ইক্ষুর চাষে যদি অল্পপরিমাণেও জলসেচন করিতে হয় তাহাও কম সুবিধার বিষয় নহে।

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ভরাবতী তালুকের মানেজার শ্রীযুক্ত লালুরাম পাঁড়ে মহাশয় এবার মরিসস ইক্ষুর চাষ করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরাবতী তালুকের পরীক্ষার্থে বহুবিধ ইক্ষুর চাষ করা হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে মরিসস ইক্ষুই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মরিসস ইক্ষু ১২ হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং এক এক গাছি ওজনেও প্রায় সাড়ে ছয় সের হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, মরিসস ইক্ষুর সাড়ে ছয় গাছিতে প্রায় ১৭৷৷০ সের রস হয়, এবং সাড়ে চারি সের রসে এক সের গুড় হয়। সচরাচর এক সের গুড়ে তিন পোয়া বিশুদ্ধ চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সম্প্রতি "অমৃতবাজার" পত্রিকায় মরিসস-দ্বীপজাত ইক্ষুর চাষের প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে এই ইক্ষুর গাইট বা ডগা পুঁতিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। চারাগুলি ২।৩ ফিট হইলেই তাহাদিগকে অন্যত্র রোপণ করা বিধেয়। তবে ইক্ষু পুঁতিবার পূর্ব্বে জমিতে ১০।১২ বার লাঙ্গল দিয়া ভালরূপে মাটি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। উর্ব্বর জমিতে চাষ করিলে সার পর্য্যন্ত দিতে হয় না। আমাদের দেশীয় ইক্ষুর চাষে প্রতি "একারে" কখনও ১৫০৲ টাকার অধিক আয় হয় না, কিন্তু ঐ পরিমাণ জমিতে মরিসস দ্বীপের ইক্ষু রোপণ করিলে ৩১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে।

মরিসস-দ্বীপবাসী কৃষকগণ উল্লিখিতরূপ চাষ করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হয়, এবং এই জন্য তাহারা ভারতের ন্যায় দূরতর দেশেও চিনি রপ্তানি করিয়া ভারতবাসীদিগকে চিনির ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিতেছে। এদেশের জমিদারগণ যদি স্ব স্ব

জমিদারীর প্রজাবর্গকে নরিসন ইক্ষুর চাষে ব্রতী করেন, তাহা হইলে প্রজাদিগেরও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। —প্রতিবাসী।

কৃষি সমিতি।

বড়দিনের অবকাশে লাহোরের টাউনহলে একটি কৃষিসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। খাঁ বাহাদুর গোলাম মহম্মদ খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষিসমিতির উদ্দেশ্য,—

(১) কৃষকদিগকে মিতব্যয়, একতা ও স্বাবলম্বনের শিক্ষাদান;

(২) অশ্ব, অশ্বতর, ছাগ, মেষ প্রভৃতির উৎপাদন, গোপের ব্যবসায়, বাগানের কাজ, ফলের চাষ, কৃষির উন্নতিসাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা;

(৩) কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা;

(৪) পঞ্চায়তের সাহায্যে প্রজা ও জমিদারের সামান্য বিবাদের মীমাংসা।

কৃষিসমিতির উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল ভিক্ষায় কৃষিসমিতির উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কেবল গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, বা বক্তৃতার টাউনহল প্রতিধ্বনিত হইলে কৃষিকুলের উন্নতি হইবে না। গবর্মেণ্ট ভারতের বিভিন্ন স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু প্রজা ও জমীদারের উৎসাহের অভাবে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ফল প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন, জমীদার ও প্রজা সেই পরীক্ষার ফলে লাভবান হইবার চেষ্টা করেন না। লাহোরের কৃষিসমিতি, কৃষিবিদ্যালয়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য কমিটী গঠিত করিয়াছেন। দেখিতেছি, সমিতি এই জন্য গবর্মেণ্টের আশ্রয় লইবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। কৃষিসমিতি বলিতেছেন,—কৃষকদিগকে একতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবেন। মুখে উপদেশ না দিয়া তাহাদের সম্মুখে একতা ও স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত করিলে হয় না? প্রজার রক্তে দেশের জমিদারের উদরের পরিধি অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রজার কল্যাণার্থ তাঁহারা একতাবদ্ধ হইয়া কিছু করিতে পারেন না? কৃষকদিগকে স্বাবলম্বন বিষয়ে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজেরা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন না? কুকুর ব্যসন প্রতিপালনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া রাজপুরুষপূজায় সর্ব্বস্বান্ত ও উপাধিক্রয়ের জন্য দেউলিয়া না হইয়া প্রজার মঙ্গলকল্পে আপনারা কিছু করিতে পারেন না? কেবল গবর্মেণ্টের নিকট ভিক্ষা করিয়াই কি জমিদারের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়! কৃষিসমিতির তাঁহারা অনুষ্ঠাতা, তাঁহারা স্বার্থত্যাগ করুন, অর্থব্যয় করুন,—প্রজার দুঃখ ঘুচিবে, কৃষকের গৃহে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইবে। প্রজার উন্নতি হইলে তাঁহাদেরও সমৃদ্ধি বাড়িবে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৃষকের দুঃখ দূরীভূত হইবার নহে। —প্রতিবাসী।

মধ্য-প্রদেশে কৃষিকার্য্য।

মধ্য-প্রদেশের দুই একটী জেলা ব্যতীত প্রায় সমুদায় জেলায় কৃষিকার্য্যোপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে

করিলে দেখিতে পাইবেন, শত শত বিঘা জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সমস্ত জমি হয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, নয় জমিদারের নিকট হইতে অনায়াসেই জমা লইতে পারা যায়। দুই প্রকার জমি জমা পাওয়া যায়;—প্রথম অনাবাদী জমি, দ্বিতীয় আবাদী জমি। অনাবাদী জমি হইলে, প্রথম কয়েক বৎসর বিনা খাজনায় জমি পাওয়া যায়। তৎপরে জমির উর্ব্বরতা শক্তি অনুযায়ী খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হয়। অনাবাদী জমির খাজনার হার প্রথম হইতেই জমির শ্রেণী অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। খাজনার হারও অতি সুলভ। এখানে বিঘা হিসাবে জমি পরিমিত হয় না, এখানকার হিসাব খস্তি। এক এক খস্তির পরিমাণ প্রায় দুই একার বা কিঞ্চিদধিক ৬ বিঘা। জমির উর্ব্বরতা শক্তি অনুসারে এক এক খস্তির খাজনা ২ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

এখানকার জমিতে সর্ব্ববিধ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হয়, এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে জোয়ারি, তুলা, গোধূম ও নানাবিধ কলাই প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। উৎপন্নের পরিমাণ অনেকটা বৃষ্টি ও জলসেচনের উপর নির্ভর করে। রীতিমত পরিশ্রম করিলে প্রত্যেক খস্তির আয় আবাদ-খরচ বাদে বিশেষ পরিমাণে হইতে পারে। যে সকল জমিতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত জমিতে যে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এদিকের কৃষকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ, ইহাদের চাষকার্য্য প্রণালী অতি নিকৃষ্ট, ইহারা যে হলযন্ত্র ব্যবহার করে, তাহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কাজেই তদ্দ্বারা মৃত্তিকা গভীররূপে কর্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের বা ভারতের অন্য স্থানের কৃষকদের ন্যায় এখানে যদি লৌহফলকযুক্ত হল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে চাষের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এদেশে চাষের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক,—প্রচুর জলাভাব। কিন্তু এই অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে, যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক একটী কূপ খনন করা যায়। বর্ষায় সুবৃষ্টি হইলে চাষের ভাবনা থাকে না। তখন নদীনালা পূর্ণ হইয়া যায়, ও যথেষ্ট পরিমাণে আবাদের জন্য জল পাওয়া যায়। যদি বর্ষায় সুবৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে চাষের অবস্থা সঙ্কট হইয়া উঠে। কারণ, এসব প্রদেশে বৃহৎ নদ নদী নাই; কাজেই বৃষ্টির জল যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক। কিন্তু যথাসময়ে সুবৃষ্টি হইলে যে প্রচুররূপে শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

মধ্য-প্রদেশের স্থানে স্থানে এবং নিজাম রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি ইউরোপিয়ান কৃষিক্ষেত্র করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেছেন। যদি বঙ্গদেশ হইতে উদ্যমশীল যুবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানী করিয়া এসব দেশে আসিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অনেক ইউরোপির কোম্পানীর ন্যায় তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। উদ্যম থাকিলে কার্য্যসাফল্যের কিছুই অন্তরায় হইতে পারে না। এমন যে ভীষণ মরুভূমি সাহারা, সেখানেও স্থানে স্থানে ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ারগণ নয়নানন্দকর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

মধ্য-প্রদেশে এক প্রকার কমলালেবু জন্মিয়া থাকে। অনেক বাগানে এই জাতীয় লেবুবৃক্ষের সংখ্যাধিক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসর বৎসর এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে এই কমলালেবু কলিকাতা, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কার্পাসের চাষও বেশ লাভজনক। অনেক কৃষক কেবল কার্পাসের চাষ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হয়। এদেশে আম্রবৃক্ষ যথেষ্ট —স্থানে স্থানে আম্রবৃক্ষের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর অনেক টাকার আম্র বিক্রীত হয়, ও বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আমের ব্যবসায়ও

বেশ সুবিধাজনক। তবে সব কাজের ভাল মন্দ আছে। এক দিকে যেমন লাভের সুবিধা, অন্যদিকে ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা উভয় দিক বুঝিয়া কাজ করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে ঠকিতে হয় না।

যাঁহারা মধ্য-প্রদেশের ছায় দূরদেশে না আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পদূরে চাষের জন্য বিস্তর জমি পাইতে পারেন। মেদিনীপুর, সিংভূম প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে জমি পাওয়া যায়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনের যে শাখা খড়্গপুর হইয়া সিনি দিয়া প্রধান লাইনের সহিত মিশিয়াছে, সেই লাইন দিয়া যাইতে যাইতে দেখা যায় যে, বিস্তর জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের স্বত্বাধিকারী অনেক স্থলে দেশীয় রাজা। এই সমস্ত রাজগণের নিকট হইতে অল্প খাজনায় চাষের জন্য জমি পাইবার সুবিধা আছে। কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু ভগবতীপাল চট্টোপাধ্যায় অত্রত্য বনবিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। তিনি এক্ষণে ঘাটশীলা রাজার অধীনে কার্য্য করিতেছেন। ঘাটশীলা সিংভূম জেলার মধ্যে। তিনি ঘাটশীলায় এক্ষণে সমস্ত পরিবার লইয়া বাস করিয়াছেন এবং বিস্তর জমি লইয়া চাষ করিতেছেন। তিনি বলেন, এখানকার জল হাওয়া ভাল। কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়াতে তাঁহার সমস্ত পরিবার একেবারে নষ্ট পাইতেছিল; কিন্তু ঘাটশীলায় আসাতে তাঁহারা বেশ ভাল আছেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালার সভ্য-স্থানে যেরূপ চাকরীর অভাব ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে যদি নব্যযুবকগণ এখানে কিম্বা এইরূপ কোন কোন স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সব দিকে সুবিধা হইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

ভারতের নানা স্থানে এখনও কতশত কত সহস্র

এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন কি? কিন্তু অনেক সময়ে অর্থাভাবে যুবকগণ কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন না। এই কারণে প্রথম অবস্থায় চাকুরির দ্বারা কিছু কিছু জমাইয়া পরে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে চলিতে পারে। কিম্বা যদি দেশীয় ধনীগণ সাহায্য করিতে মনস্থ করেন, তাহা হইলেও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে।
—সমর।

বালিকা ও কুল।

(বালিকার উক্তি)

কেননে হইনি কুল দেখিতে এমন?
তোরে হাতে পেলে, উঠি খেলা কেলে,
সব যাই ভুলে, এমনি বরণ
মাথায় পরিয়া, কাণেতে ধরিয়া,
মালায় গাঁথিয়া, সাজিব কেমন?
কাঁড়ি কাঁড়ি ক'রে, রাখিব তোমারে,
দেখি আঁখিভরে, জুড়াবে জীবন;
সৌরভে তোমার, পূরে যাবে ঘর,
আমোদে অন্তর, করিবে পূরণ।
বাগানে যখন আমি আসি বেড়াইতে,
গাছের আগায় তোমা পাইয়া দেখিতে,
বড় খুসি হয়ে, আঁচোলে করিয়ে,
তুলিয়ে তুলিয়ে, তোমা জড় করি।
ভরিলে আঁচোল, আমোদে বিভোল,
পাতি তবে কোল, তোমায় নেহারি।
চেয়ে গাছ পান, আকুলিত মন,
কিছেন তখন, লইলাম কাড়ি।
লয়ে কোল হতে, পরাব গাছেতে,
পুনঃ কি গাঁথিতে মালা, যাব বাড়ী?

কদলী।

ভারতের অনেক প্রদেশেই কলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। দেশ ভেদে কলা অনেক প্রকার জন্মে। তন্মধ্যে কাঁঠালি, চাঁপা, মর্ত্তমান, সবরি, অমৃতপান, অগ্নিশ্বর, রামকলা, কানাইবাঁশি, সিঙ্গাপুরী, কাকুলী, সিনাং প্রভৃতি জাতীয়গুলি সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। এই সকল কলার অধিকাংশ যে বিভিন্ন দেশ ও ভারতীয় দ্বীপ সমূহ হইতে এ দেশে নীত, তাহা উপরোক্ত নাম সমূহ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কদলী ফলের ব্যবহার এ দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত থাকিলেও উহার বৃক্ষ যে আমাদিগের বিবিধ প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত নন। কলার বিশেষতঃ কাঁঠালি কলার গাছ হইতে যে আঁস বাহির হয়, তাহা রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, মসৃণ ও দৃঢ় হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা সাদাটির কাপড়, জাহাজের কাছি, দড়া এবং কাগজ পর্য্যন্তও প্রস্তুত হইতে পারে। গত সপ্তাহে 'আকন্দ —প্রবন্ধে শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার মহাশয়ের এই সমস্ত কার্য্যে বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। উক্ত মহাত্মা গত সপ্তম বর্ষীয় ভারতীয় শিল্প কৃষি প্রদর্শনীতে ("Seventh Indian industrial Exhibition Calcutta") তাহা কর্ত্তৃক কলা গাছের আঁসে প্রস্তুত কাপড় প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ কাপড় দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল। কেদার বাবুর নিকট শুনিয়াছি, কলিকাতার আন্তর্জ্জাতির প্রদর্শনীতে ইহার প্রস্তুত বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল; বোধ হয় অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবেন। এদেশে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলার গাছ জন্মে, তাহাতে কলার আঁস বাহির করিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। অল্প মূলধনেই ইহার ব্যবসায় চলিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চাকুরির জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি, এরূপ স্বাধীন অথচ লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য সেরূপ আগ্রহ আমাদের নাই।

চুকরি সাহেব বলেন এ দেশে শুদ্ধ কলা গাছ হইতে যেরূপ পরিমাণে আঁস পাওয়া যায়, তাহা হইতেই ইউরোপের সহিত উত্তমরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারে। শুনিতে পাই কোন কোন স্থানে ইহার কারবার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কতদিনে যে ইহার ব্যবসার আরম্ভ হইবে বলিতে পারি না। মধ্যে চন্দননগরে এইজন্য একটী কল স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন দুর্ঘটনা বশতঃ ঐ কলের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ আছে। আমরা দেখিয়াছিলাম এই কল প্রস্তুত আঁস ঠিক রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, সুন্দর ও মসৃণ হইয়াছিল।

কলাগাছের আঁস বাহির করিবার একটী উপায় এখানে বলা যাইতেছে। আঁস বাহির করিবার কলে ভালরূপ ও সহজে ইহার আঁস বাহির করা যায়, কিন্তু ইহা প্রচুর অর্থসাপেক্ষ। যাঁহারা সামান্য অর্থে উহার ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করিতে পারেন। কলাগাছের খোলা বা বাগদোকে আকমাড়া কলের ন্যায় বাবলা কাঠের রোলার দ্বারা পিষিয়া জল বাহির করিয়া ভোতা কুকনি দ্বারা খোলার ভিতর দিকের শাস বাহির করিয়া পরে অপরদিকের শাসও বাহির কর। যদি শাস ভালরূপে বাহির না হয় তাহা হইলে কাস্তের উল্টা পিট বা ঐরূপ কোন যন্ত্রের দ্বারা পুনর্ব্বার শাস বাহির করিবে। শাস বাহির হইলে আঁসগুলি শীঘ্র পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইয়া কলার বা সাজি মাটীর ক্ষারে অথবা সোডার বা বিলাতী সাবানের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর পুনরায় জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া পাতলা করিয়া শুকাইতে হয়।

অধিকক্ষণ জলে রাখিলে আঁস মরলা ও কম শক্ত হয়। কলার আঁস কলাও রৌদ্রে শুকাইবে না। ইহা কেবল দিবসে ছায়ায় শুকাইয়া লইয়া রাত্রে তিন চারি দিন শিশির লাগাইলে আঁস খুব সুন্দর ও শক্ত হয়। বেশী সাবান বা কোনরূপ চুণ মিশ্রিত দ্রব্যে যেন ইহা সিদ্ধ করা না হয়। রৌদ্রে শুকাইলে 'নটতা' হইয়া যাইবে, কোন বিশেষ কার্য্যে আসিবে না।

যাহাতে একজন লোক দ্বারা আরও সহজে অথচ অধিক পরিমাণে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সে জন্য কেলার বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া একপ্রকার হস্ত চালিত কল (Machine) প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহার দ্বারা ঐ কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যদি ঈশ্বর কৃপায় তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানের একটী অভাব পূরণ ও দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

কলার আঁসের উৎকৃষ্ট অংশে বস্ত্র ও অপকৃষ্ট অংশ হইতে কাগজ, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই আঁসের আর এক গুণ এই যে, ইহা অন্যেকানেক আঁস অপেক্ষা বিস্তর হাল্‌কা, অথচ অতিশয় দৃঢ় হইয়া থাকে। যদি শীঘ্র রস বাহির করিয়া উত্তমরূপ পরিষ্কৃত করা হয়, তাহা হইলে এই আঁস শণ অপেক্ষা দৃঢ় হয়, জলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। কোন্ গাছ হইতে কি প্রকার আঁস বাহির হইবে, তাহা জানিবার সহজ উপায় এই, যে বৃক্ষের ফল পুষ্ট (মোটা) হয় তাহার আঁসও স্থূল ও অধিক শক্ত হইয়া থাকে; আর যাহার ফল ক্ষুদ্র, তাহার আঁস সেইরূপ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। এই প্রকার সূক্ষ্ম আঁস বস্ত্র বয়নের অধিক উপযোগী; তবে কাঁঠালি কলাগাছের আঁস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দেখিতে রেশমের ন্যায় হইয়া থাকে।

ডাক্তার রয়েলী, কলার আঁসের তারসহনীয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া উহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন; ইনি আরও বলেন যে ইউরোপের বাজারে ইহা মণকরা ১৮।২০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে; ইহাতে অন্ততঃ ১৩।১৪ টাকা মূল্যে যে নিশ্চয় বিক্রীত হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলার আঁস সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। অন্যান্য গাছ অপেক্ষা কলার অধিক পরিমাণে আঁস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে এদেশের অনেক স্থানে ইহার আঁস হইতে মোটা রকম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্রাম্পে কলার আঁসে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্গে কলার চাষ বহুল পরিমাণে হইলেও ইহা বিশেষ কোন লাভজনক ব্যবসায়ে আইসে না। অতি অল্প ব্যয় ও অল্প পরিশ্রমে ইহার আঁস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলাগাছের কোন অংশ নষ্ট হয় না। ইহার মূল হইতে পাতা পর্য্যন্ত সকল অংশ আমাদের ব্যবহারে আইসে। কাঁচা কলা শুকাইয়া ময়দা প্রস্তুত হয়। আমেরিকার কোন কোন স্থানে কলাই প্রধান খাদ্য; সেখানে গমের পরিবর্ত্তে কলার ময়দার বৃহৎ বাণিজ্য চলিতেছে। বিলাতে পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানী হয়। সাহেবেরা ইহা পুষ্টিকর সুখাদ্য বোধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই এ দেশে বঙ্গে অঞ্চলেও কলার ময়দার ব্যবহার আছে। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিত বুসিঙ্গো সাহেব বলেন গোল আলু অপেক্ষা কলা অধিক পুষ্টিকর। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিদের পুষ্টিসাধন জন্য কলার ময়দার রুটী খাইতে দেওয়া হয়। আজ কাল অনেক বড় বড় ইংরাজ ডাক্তার রক্তাল্পতাক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী বলেন। আমরা নিজে কলার ময়দার রুটী করিয়া দেখিয়াছি, উহা খাইতে মন্দ স্বাদ নহে। কলার ময়দার সহিত গমের ময়দা সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করিলে রুটি অতি পরিষ্কার হয়।

আমাদের দেশে কলা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে হয়, ইহার নয়দা প্রচলিত হইলে গরীব লোকের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আঁস ও নয়দা ব্যতীত কলা গাছের এঁটে (গোড়া) বাসনা প্রভৃতি পোড়াইয়া উত্তম ক্ষার প্রস্তুত হয়; পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে রজকেরা এই ক্ষার দ্বারা কাপড় কাচিয়া থাকে।

কলার চাষ অতি সহজ। বর্ষাকালে কলার ঝাড় হইতে ছোট ছোট চারা তুলিয়া সাত কিম্বা আট হাত অন্তর এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পূর্ব্বে জমী একবার উস্কাইয়া লইলে ভাল হয়। যে স্থানে বর্ষার জল বাধে (জমে), সেই স্থানে চারা রোপণ করা বিধেয় নহে। গাছ প্রায় এক বৎসরের হইলেই ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। এক একটি গাছের গোড়ার চারিপার্শ্বে অনেকগুলি চারা জন্মিয়া বৃহৎ ঝাড় হয়; কিন্তু এক ঝাড়ে ঊর্দ্ধসংখ্যায় তিনটীর অধিক রাখা উচিত নয়; অধিক থাকিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া কলা খারাপ হয়। এই জন্য প্রতি বর্ষায় অনেক তেউড় তুলিয়া ফেলিতে হয়।

কলার চাষ সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ বাক্য চাষাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা গেল।

(ক) আট হাত অন্তর এক হাত বাই,
কলা পোতগে চাষা ভাই;
পুতে কলা না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

(খ) তিনশো ষাট ঝাড় কলা রবে,
থাকবে চাষা ঘরে শুয়ে;
পুতে কলা না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।—বসুমতী।

বিমাতা।

(৬)

বিজয় এখন একলা। সে কোথায়, তাহার খাওয়া হইল কি না কেহই খবর লইল না। বালক একাকী একটা ঘরে বসিয়া কতই কাঁদিল এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই খানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু তথাপিও অমর বাবু দরজা খুলিলেন না। সন্ধ্যার পর হরেন বাবু আসিয়া দরজা খোলাইলেন।

"দাদা! এখনও কি আর ছেলে মানুষি করবার সময় আছে?—আর কাহারও মেয়ে কি শ্বশুরবাড়ী যায় না?"

"হরেন!—তা' নয়। আজ আমি ভাবছিলাম আমার মৃত্যু হইলেই ভাল। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?—সত্যই আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা ভিন্ন মৃত্যুর অন্য কোন সদুপায় তোমার আমার হাতে নাই। বিজয় কিছু খায় নাই—সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার খোঁজও কেহ লয় নাই। এখন চল হাত মুখ ধুইয়া কিছু খাবে চল।—তার পর তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্ত্তা আছে।"

হরেন বাবুর হাত এড়ান বড় সহজ নহে, সুতরাং অমর বাবু বিজয়কে সঙ্গে লইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন।

বিজয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। হরেন বাবু একটা চাকর ডাকিয়া বিজয়কে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

"দাদা! মানদার বিবাহ ত হইয়া গেল। আপাততঃ সে বিষয় লইয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া বৃথা। এখন বিজয়ের কি করিতে চাও?—তুমি যদি অসন্তুষ্ট না হও, তাহা হইলে বলি, এখানে থাকিলে উহার মনের সুখ থাকিবে না এবং লেখা পড়াও কিছু হইবে না।"

"তুমি কি করিতে বল?—আমিও ঐ কথা

ভাবিতেছিলাম—ছেলেটার আজ সমস্ত দিন অনাহার! আমার বোধ হয় উহাকে এখানে না রাখাই ভাল। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন যে আমার সম্মুখে উহার কষ্ট হইবে তাহা নহে, কিন্তু আমি ত সর্ব্বদা কাছে থাকিতে পারিব না, এবং উহার প্রতি আমার স্ত্রী যে সদ্ব্যবহার করিবে, সে বিশ্বাস আর আমার নাই। কিন্তু আমার মন এতই চঞ্চল যে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"আমি এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এখন তোমার মত হইলেই হয়।"

"বল।"

"আমি অনিল বাবুর সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। তিনি বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। এখন কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে।—তাহার উপর বিজয়ের স্কুলের বেতন এবং অন্যান্য খরচ দিলে তিনি উহাকে সঙ্গে রাখিতে প্রস্তুত আছেন। আমার বোধ হয় ইহাতে বিজয়ের লেখা পড়াও ভাল হইবে এবং সর্ব্বদা অনিল বাবুর চক্ষের উপর থাকিবে।"

"অনিল বড় ভাল ছেলে। তাহার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এবং অনিলের খুড়ার সঙ্গেও আমার বিশেষ আলাপ আছে।—তিনি আমাদের আপিসে কাজ করিতেন এখন বদলী হইয়া গিয়াছেন। তুমি অনিলের সহিত সব বন্দোবস্ত ঠিক কর।"

"কেবল 'ঠিক কর' বলিলেই চলিবে না। প্রত্যেক মাসে ১লা তারিখে আপিস হইতে আসিবার সময় আমার হাতে ২৫টি টাকা তোমাকে দিয়া আসিতে হইবে। ইহাতে তোমার কিছু আপত্তি আছে?"

"না—আপত্তি আর কি—তবে—"

"তবে আসিলে আর টাকা আনার করা দায়। —প্রতিশ্রুত হও যে ১লা তারিখে আমার হাতে টাকা দিয়া বাড়ী আসিবে—তাহা হইলে আমি একতে হাত দেই।—আর, এ সামান্য বিষয়েও যদি তোমার দৃঢ়তা না থাকে, তাহা হইলে আত্মহত্যা মহাপাপ হইলেও আমি তোমাকে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ দেই। ছেলেটার মা নাই সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য তাহাকে সযত্নে প্রতিপালন করা এবং সুশিক্ষা দেওয়া। এখনও তোমার জ্ঞান হইল না।—বড় বৌএর কথা একবার মনে করিয়া দেখ। তিনি আমাকে ছোট ভাইএর মত দেখিতেন। তাঁহার কথা মনে হইলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। তোমার মনুষ্যত্ব কি একেবারে লোপ পাইয়াছে। কাঁদচ—কাঁদ—কিন্তু এ কান্না তোমার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যদি—"

"হরেন! আর নয়—যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি, তোমাকে টাকা দিয়া তবে আমি ঘরে আসিব।"

"অনিল পরশু সকালের ট্রেনে যাইবে। আমি কালই তাহা হইলে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিব এবং সন্ধ্যার পর তোমাকে খবর দিব। বিজয়ের যা কিছু দরকার সব ঠিক করিয়া দিব—তোমাকে সে জন্য কিছু ভাবিতে হইবে না।"

"হরেন, তুমি মানুষ না দেবতা?"

"আমি দেবতাও নহি—মানুষও নহি।—আমি মাতাল!"

● "মাতাল?—এই কি মাতাল?—দাঁড়াও আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।"

"যাবে কোথায়? আবার বুড়ো বয়েসে নাকি?" বলিতে বলিতে মোহিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"যাও!—আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও!" ক্রোধ মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিনী পথ ছাড়িয়া দিলেন। অমর বাবু দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

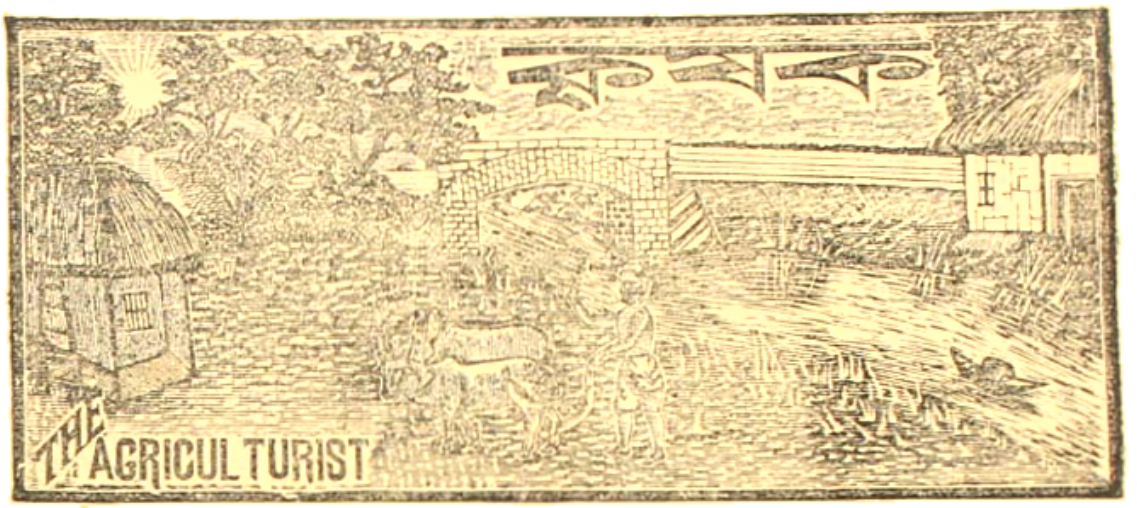

১ম খণ্ড তারিখ ৮ই মাঘ সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৫শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কৃষি সংবাদ	২২৫
মৃত্তিকা তত্ত্ব	২২৬
ইক্ষুর চাষ	২২৯
কলিকাতা	২৩৩
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	২৩৩
শ্রীপঞ্চমী	২৩৭
বিজ্ঞাপন	২৩৯

গ্রাহকগণের প্রতি।—"কৃষকে"র গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুযোগ করিতেছেন যে তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে কাগজ পাইতেছেন না। কোন সপ্তাহে পাইতেছেন কোন সপ্তাহে আদৌ পান না। পোষ্ট আফিসের দোষদোষ ভিন্ন এরূপ হইবার অন্য কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। কারণ, প্রতি সপ্তাহেই আমরা যথারীতি পার্শ্বেল করিয়া কাগজ পাঠাইতেছি। যাঁহারা যথারীতি কাগজ পান না, অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় পোষ্ট আফিসে অনুসন্ধান লইবেন। অনুসন্ধানে কোন ফল না হইলে, পত্রের দ্বারা আমাদিগকে জানাইলে প্রার্থিত সংখ্যা কাগজ পাঠাইয়া দিব।

কৃষি সংবাদ।

টেকনিকাল স্কুল।—রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ভাগলপুরে একটি টেকনিকাল স্কুল স্থাপিত হইবে।

পঙ্গপাল।—গত ডিসেম্বর মাসে করাচি অঞ্চলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। উহারা শস্যাদির বিশেষ হানি করিয়াছে।

এলাহাবাদে বৃষ্টি। সম্প্রতি এলাহাবাদে জল, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এবং উহাতে ফসলের হানি হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

নিজাম রাজ্যে ফসলের অবস্থা।—জলাভাব বশতঃ নিজাম রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ফসলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রবি শস্য সামান্যরূপ জন্মিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

কটক।—কটকস্থ কোন সংবাদদাতা বলেন, অতিবৃষ্টি হেতু কুজাঙ্গ ষ্টেটের স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক মহিষ মরিতেছে, এবং রবিশস্যে একপ্রকার পোকা লাগায় শস্য হানি হইতেছে।

এম, এ, পরীক্ষার ফল।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উচ্চ বিভাগে এম, এ, পাশ করিয়াছেন।—দ্বিতীয় বিভাগে ইকনমিক্স সামুয়েলস্। তৃতীয় বিভাগে রাম নারায়ণ মিশ্র, মুহম্মদলাল গোস্বামী।

দুর্ভিক্ষ।—সমগ্র ভারতে দুর্ভিক্ষ সাহায্যপ্রাপ্ত লোকদিগের সংখ্যা এক্ষণে ১,২৭,০০০, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে, ১,১০,০০০ জন। অবশিষ্ট ৪০০০ মধ্যপ্রদেশে, এবং ৩৩,০০০ জন মৈসুর রাজ্যে।

বোম্বাই।—বোম্বাই প্রদেশে ফসলাদির অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নহে। উক্ত প্রদেশের সমস্ত জেলায় রবিশস্য প্রায় জন্মে নাই। এবং দক্ষিণ জেলায় ও কর্ণাটকে জলাভাব হইবার বিশেষরূপ আশঙ্কা হইয়াছে।

জাপানে আফিং।—জাপানী গভর্ণমেণ্ট জাপানে আফিম চাষ করিতে স্থির সংকল্প করিয়াছেন। এক্ষণে পারস্য জাপানে আফিম সরবরাহ করেন। কিন্তু পারস্যের আফিম তত উৎকৃষ্ট নহে। কাজেই স্বদেশে চাষ করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

চা-রপ্তানী।—ভারতীয় চা কলিকাতা হইতে গত নভেম্বর মাসে মোট ১৮,৭৫,৫০৭ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ঐ মাসের মধ্যে ২,২৮, ৫১৮০০ পাউণ্ড ও আমেরিকায় ৩,৩৭,৫৯৯ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতীয় চা বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্টের জমিদান।—ভারত গভর্ণমেণ্ট কলোনিয়াল হোমস্ এসোসিয়েসনকে কালিমপঙে ১০১ একার ভূমি দান করিয়াছেন। ঐ স্থানে উক্ত এসোসিয়েসন একটী শিল্পের ফারম স্থাপন করিবেন। হোটলাটের অভাবে মাননীয় মিঃ জে, আর, বোর্ডিলন সি, এস, আই, উক্ত সমিতির গৃহের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সমাধোহের সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

পাঞ্জাবে গোধূম।—বপনকালে জলবায়ুর সুবিধা থাকায় পাঞ্জাবে অধিক পরিমাণ ভূমিতে গোধূমের চাষ হইয়াছে। যে পরিমাণ ভূমিতে গোধূম চাষ হইয়াছে তাহার অনেক পরিমাণ ভূমিতে জল সেচন কার্য্যের সুবিধা থাকায় জল সেচন করা হইতেছে। ফসলের অবস্থা এক্ষণে খুবই ভাল। আবার সম্প্রতি বারিপাত হওয়ায়, ফসলের অবস্থার অধিকতর উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

তৈলশস্য।—উত্তর ভারতে তৈলশস্যের অবস্থা এ বৎসর খুব ভাল বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। বপন কালে জলবায়ু অনুকূল থাকায় অধিক পরিমাণ ভূমিতে তৈলশস্য বীজ উপ্ত হইয়াছে। এবং সময়ে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ায় পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, এবং বঙ্গদেশে ফসল সমধিক পরিমাণে হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যান্য স্থানে তৈলশস্যের অবস্থা ভাল নহে। মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তৈলশস্য ভাল জন্মিবে না বলিয়া প্রকাশ।

কৃষিব্যাঙ্ক।—কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনোদ্দেশে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের মতামত চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। মতামত এখনও ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয় নাই। কৃষিব্যাঙ্ক কমিটীতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করা গভর্ণমেণ্টের বিধেয় কি না তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন।—হোলডারনেস সাহেব, নিকলসন সাহেব, ডুপারনে সাহেব, এবং রায় বাহাদুর বি, কে, বসু। মাননীয় টি, ব্রালে সাহেব সম্ভবতঃ সভাপতি নিযুক্ত হইবেন।

মৃত্তিকা তত্ত্ব।

(৩)

মৃত্তিকা যে রস শোষণ করে তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের সমূহ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। মাটিতে যদি জল প্রবেশ করিতে না পারিত, তাহা হইলে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারিত না। জমির মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারিলে উহার গর্ভে যে সমুদায় যান্ত্রিক ও

অম্লাত্মিক পদার্থ থাকে, তৎসমুদায় জড়ভাবে অবস্থান করে, এবং কৃষিকার্য্যের কোন উপকারে আসে না, সুতরাং এ অবস্থায় সারবান ক্ষেত্রও বা, আর সুকঠিন মর্ম্মর প্রস্তর রাশিও তাহাই। জল, উত্তাপ, বায়ু প্রভৃতির সংস্পর্শে ভূগর্ভস্থিত তাবৎ পদার্থ শীঘ্র বা বিলম্বে দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে। পদার্থ সমূহ স্থূলভাবে থাকিলে উদ্ভিদগণ শিকড় দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন্য জমিতে সার দিবার কিয়দ্দিন পরে উদ্ভিদ শরীরে উহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যথানিয়মে তরলসার প্রস্তুত করিয়া যদি গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ শরীরে উহার কার্য্য অতি শীঘ্রই দেখা যাইবে, কারণ, সেই সারের মধ্যে যে স্থূল পদার্থ থাকে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে ও রাসায়নিক-ক্রিয়াবশতঃ জলের সহিত এমনই মিশিয়া যায় যে, আর তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহা উদ্ভিদের শিকড়ে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে, ফলতঃ সারের ক্রিয়া শীঘ্র আরম্ভ হয়। * কোন অল্প পরিমিত স্থানে একটী উদ্ভিদ রোপণ করিয়া যদি তাহার গোড়ার মাটি, উত্তমরূপে জল দিয়া গুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, সে গাছ প্রথমতঃ শীঘ্রই ক্ষয় ও জীর্ণ হইয়া অল্প দিন মধ্যেই মরিয়া যাইবার সম্ভবনা, কেন না, সেই স্থানীয় মৃত্তিকার সহিত বায়ুমণ্ডলের কোনও সম্বন্ধ নাই। কোন কোন সময় গাছটী জীবিতও থাকিতে পারে, কিন্তু এইরূপে অবস্থিত হইয়াও যে জীবিত থাকে, তাহার কারণ এই যে, প্রলিপ্ত স্থানের বহির্দ্দেশ হইতে বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থ ও রস, মৃত্তিকার ভিতর দিয়া আসিয়া, সেই উদ্ভিদকে সাহায্য করে, অথবা সন্নিকটে নিম্ন পোষণীয় সামগ্রী না পাওয়ায় উদ্ভিদগণ অধিকতরদূরে শিকড় চালাইতে বাধ্য হয়। উদ্ভিদের নিকটে সার থাকিলে শিকড়গণ আর অধিকদূর যাইতে চেষ্টা করে না। পরিষ্কৃত জমির উপরিভাগ যদি সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়—অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা হইলে আরো ভাল,—তবে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপবৎ ছিদ্র দেখিতে পাইবে, এই ছিদ্র সকলই বাহ্য পদার্থ শোষণের একমাত্র প্রণালী। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে উদ্গিরিত পদার্থ সমূহ শোষিত হয় অথবা প্রবেশ করে। মৃত্তিকার এই——

শোষণশক্তি বা শোষকতাকে Porosity কহে। মৃত্তিকার গঠনের সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা নিবন্ধন উহার শোষকতার আধিক্য বা অল্পতা হইয়া থাকে। বেলে মাটির দানা স্থূল বলিয়া উহার শোষকতা যেমন সমধিক, অন্যদিকে এটেল বা চিকণ মাটির পরমাণু সকল সূক্ষ্মতর বলিয়া শোষকতা কম, কিন্তু আবার কাহার কাহার মত এই যে, মাটির দানা যত সূক্ষ্ম হইবে উহার শোষণশক্তি তত অধিক হইবে। ইঁহাদিগের যুক্তি এই যে, মাটির দানা যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই তাহাতে অধিক পরিমাণে কূপ (Pores) থাকিবে, এবং যত অধিক কূপ থাকিবে তত অধিক শোষণশক্তি হইবে। যুক্তির চক্ষে দেখিলে ইঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা না হইয়া বরং তৎবিপরীতই হইয়া থাকে। আমরা যাহা দর্শন করিয়াছি এবং তজ্জনিত আমাদিগের যে অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমরা নূতন মতের শোষকতা করিতে পারি না। সূক্ষ্মাণু-বিশিষ্ট মৃত্তিকায় সমধিক পরিমাণে ছিদ্র থাকে সত্য, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাই—সেই মাটিতে সামান্য পরিমাণ জল সংযুক্ত হইলেই, উপরে জল দাঁড়াইয়া যায়। আর আমাদিগের যে মত, তাহাও যুক্তিহীন নহে, কারণ আমাদিগের যুক্তি, এবং কার্য্যতঃ যাহা হইয়া থাকে তাহা এই যে, সূক্ষ্ম মৃত্তিকার উপরে জল পড়িলে অতি শীঘ্র তাহার ছিদ্র বা কূপ সকল ক্ষুদ্রাবশি

* তরল-সার শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। (কৃষক, ২য় সংখ্যা)।

ক্ষুদ্র পরমাণুর দ্বারা অবিলম্বে ঢাকিয়া বা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তন্মধ্যে জল প্রবেশের আর পথ থাকে না। এইরূপ ভাবিতেও যে, কেবল জলেরই প্রবেশ পথ রুদ্ধ বা মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে,—বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতির পথও তদনুরূপ নিরূপিত হইয়া থাকে।

বালি মাটি হইলেই যে কেবল অধিক জল শোষণ করিতে পারে তাহা নহে। বালি অপেক্ষা যে মাটিতে প্রাণিজ বা উদ্ভিজ পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহাতে আবার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শোষণক্ষমতা সমাহিত হইয়া থাকে, কারণ উক্ত পদার্থের সংস্থিতি হেতু মাটি চলাট বাঁধিতে পায় না, মাটির কূপ সকল মুক্ত থাকে। অধিকন্তু ইহারা স্থূল পরমাণু অপেক্ষা অধিকতর পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া রাখে; এবং ইহাদিগের নিজ নিজ কলেবরস্থিত কূপ মধ্যে সমধিক স্থান থাকায়, জল বায়ু ও উত্তাপ সমধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশ পরমাণুদিগের শোষণ কার্য্যের সহায় হইয়া থাকে।

ভূ-পৃষ্ঠে যেরূপ কূপ দেখা যায়, ভূগর্ভেও তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। প্রত্যেক পরমাণুর চতুর্দ্দিক বেষ্টিয়া আকাশ রহিয়াছে, সুতরাং পরমাণু পরস্পরের মধ্যে আকাশ বা শূন্য স্থান থাকিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু পরমাণু সকলের গঠন যখন নানাবিধ আকারের, তখন আর সে ব্যাঘাত ঘটিবার কোন আশঙ্কা বা সম্ভবনা নাই, সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে আকাশের স্থিতি অনিবার্য্য। আকাশের অনিবার্য্যতা হেতু, তন্মধ্যে কোন না কোন পদার্থ নিশ্চয়ই আশ্রয় লইবে,—সংসারে কোন স্থানই খালি পড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মে সেই আকাশ,—হয় বায়ু, না হয় জল ইত্যাদি কোন পদার্থ দ্বারা সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে, এই জন্য মৃত্তিকা মধ্যে রস, অগ্নি, উত্তাপ প্রভৃতি সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

ভূপৃষ্ঠের ছিদ্র সকল নিয়মেলে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। পরমাণুর উপর পরমাণু স্তরে স্তরে যেমন সজ্জিত আছে, তাহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান মধ্যে আকাশও সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছে। উপরিভাগ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত আকাশের অবিচ্ছিন্ন অবস্থান হেতু মৃত্তিকা মধ্যে অতি সূক্ষ্ম প্রণালী উৎপন্ন হইয়াছে। যত পরমাণু ততই প্রণালী, পরমাণু যত দূর গিয়াছে, প্রণালীগণও ততদূর গিয়াছে—সুতরাং যেখানে পরমাণুর সমষ্টি সেইখানেই প্রণালীর স্থিতি। কিয়ৎ পরিমাণ ধূলা বাতাসে উড়াইয়া দিলে দেখা যায় যে, যে পরমাণুর সমাবেশে ধূলা নামে একটা পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আর একণে নাই,—পরমাণু সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাদিকে গিয়া পড়িতেছে। একণে তাবৎ পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত একণে পূর্ব্বস্থিত প্রণালী আর নাই, কিন্তু আবার যেখানে প্রত্যেক পরমাণুটী পড়িতেছে, সেখানে নূতন প্রণালী সৃষ্টি করিয়া লইতেছে। এতদ্দ্বারা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, মৃত্তিকার কূপ বা প্রণালী নামে স্বতন্ত্র কোন জিনিস নাই। পরমাণুর সমাবেশই এতদুভয়ের উৎপত্তির কারণ এবং এই কূপের বা ছিদ্রের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ হইতেই প্রণালীর উদ্ভব স্থিতি ও কার্য্য। মৃত্তিকার এই প্রণালীকে ইংরাজিতে—

ক্যাপিল্যারি টিউব (Capillery tube) কহে। আমরা ইহাকে শিরানামে অভিধান করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এই শিরার স্বতন্ত্র কোন অবয়ব নাই, এ কথা যেন পাঠকের স্মরণ থাকে। উদ্ভিদ শরীরে প্রোটোপ্ল্যাসম্ (Protoplasm) নামক স্বচ্ছ তরল পদার্থের সমাবেশ বশতঃ যে গুহা-কলিত গৃহ (cell) দেখা যায়, তাহার উৎপত্তিও এইরূপ কারণসম্ভূত। পূর্ব্বে, লোকের ধারণা ছিল যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরামধ্যেই উক্ত তরল পদার্থ অবস্থান করে, কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত জর্ম্মান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ Von Hugo Mole

সাহেব সেই মত খণ্ডন করেন।* সে কথা থাক। শিরা না থাকিলে মৃত্তিকার কোন কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না, ক্ষেত্রকে গুরুভার লৌহের বা প্রস্তরের রুল দ্বারা বারম্বার চাপিয়া দিলে মাটি বসিয়া যায় ও কঠিন হয়, এবং সে স্থানটাও পূর্ব্বাপেক্ষা নীচু হইয়া যায়। মাটির মধ্যে যে সকল শিরা ছিল, গুরু ভারের চাপে তাহা পেষিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহার মধ্যে যে স্থান ছিল, তাহা আর থাকিতে পারে না,—অগত্যা জমি নীরেট ও দৃঢ়ভাব ধারণ করে, এবং তখন তাহার আর কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। জমিতে জল জমিলে মাটির ছিদ্র সকল বুজিয়া যায়, সুতরাং নিম্নস্থিত শিরার সহিত আর উহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, কোন গর্ত্তের মুখে চাপা দিলে যেরূপ তন্মধ্যে আর কোন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ উপরিস্থিত ছিদ্র রাশির মুখ বন্ধ হইয়া গেলে মৃত্তিকা শিরারও দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়,—ফলতঃ ক্ষেত্রের ক্রিয়াশীলতার ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল কারণে অর্থাৎ শিরাসমূহের মুখ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য, ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিতে হয়, নিড়াইয়া দিতে হয় ইত্যাদি। গামলায় যে সকল গাছ থাকে, তাহাদিগের গোড়ার মাটিতে সর্ব্বদা পাট হয় বলিয়া উহার কার্য্যকারিতা সমধিক। গামলাস্থিত কোন গাছ যদি শুকাইয়া যায়, অথবা রুগ্ন হইয়া পড়ে, তবে প্রায়ই ইহা দেখা যায় যে শিরাসমূহের কার্য্যহীনতা বশতঃ তাহা ঘটিয়াছে। গামলার মাটী কঠিন হইয়া গেলে, উহার মধ্যে আর জল বা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই উহাতে জলের অভাব হয়, উত্তাপের অভাব হয়, এবং বাষ্পীয় পদার্থের অনুপাত পড়ে। কিন্তু সেই গামলার মাটি যদি নিড়ান দ্বারা উস্কাইয়া দেওয়া যায়, এবং ক্ষণকাল বাতাস সৌত্র খাওয়াইয়া শুষ্ক করিয়া জল সেচন করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আবার সেই রুগ্ন বা বিমর্ষ গাছে সজীবতা লক্ষিত হইয়া থাকে। গাছের শিকড়ে বা কাণ্ডে কীটাদি অনিষ্ট করিয়া থাকিলে স্বতন্ত্র কথা।

মৃত্তিকা মধ্যে শিরার অস্তিত্ব-হেতু নানাবিধ কার্য্য সংসাধিত হয়,—তাহার মধ্যে, শোষণ, ধারণ, রস-প্রবাহ, উত্তাপ আকর্ষণ, বাষ্প-উদ্গীরণ, সার পদার্থ সঞ্চালন ও সমাবেশ প্রভৃতি কয়টী প্রধান। এই গুলিই জমির উর্ব্বরতা পক্ষে প্রধান সহায়। এই জন্য জমিকে নিরন্তর পরিচ্ছন্ন ও কর্ষণক্ষম করিয়া রাখা আবশ্যক। জমিতে সার পদার্থ না থাকিলে, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে বহুল পরিমাণে সারবান করা যাইতে পারে, কিম্বা বিনা সার সংযোগেও ক্ষেত্র হইতে অল্পাধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মৃত্তিকামধ্যে উল্লিখিত ক্রিয়া সকলের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সকল শ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হইয়া থাকে। মৃত্তিকার কূপ ও শিরাগণ যদি মুক্ত থাকে, তাহা হইলে শোষণ, ধারণ প্রভৃতি কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মাটির মধ্যে সেই কূপ ও শিরা আছে বলিয়া,—

রস বা জল শোষণ করিতে পারে। মৃত্তিকার এই শোষণশক্তিকে power of absorption বলে। মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠনানুসারে শোষণ শক্তির ইতর বিশেষ হয়। প্রবল ধারায় দীর্ঘকাল বৃষ্টি হইলে এঁটেল মাটি তাহা হইতে বিশেষ উপকার পায় না। কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী টিপটিপে বৃষ্টির দ্বারা উহার সমধিক উপকার হয়, তাহার কারণ এই যে, বৃষ্টির সহসা বেগ বশতঃ জমির উপর দিয়া জলের প্রবাহ বহিতে থাকে, অথবা অল্পেই জল দাঁড়াইয়া যায়, কাজেই উহার কূপ ও শিরাসকল বন্ধ হইয়া যায়। অল্পে

* সন ১৩০৩ সালে "চিকিৎসক ও সমালোচক" (১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা) নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত "প্রোটোপ্লাসম্" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যবশতঃ এ স্থলে আর বিশেষ উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

অল্পে বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকা তাহা অল্পে অল্পে শোষণ করিতে সমর্থ হয়। মাটির উপরে জল দাঁড়াইয়া, ক্রমে তাহাতে সর পড়ে, এবং জল শুকাইয়া গেলে, ক্ষেত্রের পৃষ্ঠ বহল পরিমাণে ফাটিয়া যায়। সর পড়িলে জমিতে সার সঞ্চয়ের কাজ হয়, এবং ফাটিয়া গেলে উহার মধ্যে বায়ু ও রৌদ্র সমধিক পরিমাণে প্রবেশ করে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা সমগ্র মাটির ত বিশেষ উপকার হয় না, কারণ জমিতে জল দাঁড়াইলে মৃত্তিকা আর অধিক জল শোষণ করিতে পারে না, কাজেই উহা রৌদ্রে শুকাইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে কার্ব্বনিক এসিড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ বৃষ্টির সহিত আসিয়াছিল, তাহাও পুনঃ বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টির দ্বারা মাটির যে মহদুপকার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে ক্ষেত্র বঞ্চিত হয়। মৃত্তিকা যতই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণুতে পরিণত হইয়া থাকিবে, ততই উহার কার্য্যশক্তি অধিক হইবে। ক্ষেত্রের নিম্নস্তরে এঁটেল বা চিকন মাটি থাকিলে, উপরিভাগের মৃত্তিকা যে সমধিক পরিমাণে শোষণ শক্তিসম্পন্ন হয় না, তাহার কারণ এই যে, সামান্য মাত্র জল শোষণ করিয়াই শিরাসমন্বিত আধার বা স্তর পূর্ণ হইয়া যায়, এবং সেই জল যাবৎ না শুষ্ক হইয়া যায়, তাবৎ আর নূতন জল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক চোরা-জমি আছে—তাহার উপরিভাগের মাটি বেশ হাল্‌কা, কিন্তু তাহার দুই বা তিন ফুট নিম্নে হয়ত আসল চিকন মাটির স্তর; —এ অবস্থায় উপরের মাটিও অধিক রস শোষণ করিতে পারে না, ফলতঃ উহার শিরা সকলও পূর্ণ হইয়া থাকে। মাটির শোষণ গুণ থাকা যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে নিকাশিনী শক্তি থাকাও একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সেই—

নিকাশিনী শক্তি (power of draining out) না থাকিলে, ক্ষেত্রের প্রকৃতি শৈত্যভাব ধারণ করে, —ক্ষেত্রে উত্তাপের অভাব হয়। তাহা ব্যতীত শিরা সঞ্চিত রস কতক পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট যাহা থাকিয়া যায় তাহাও বায়বাদি পদার্থ-সংযোগের অভাবে দূষিত হইয়া পড়ে। নিকাশিনীশক্তি অর্থে বুঝিতে হইবে যে, মৃত্তিকার অভ্যন্তর দিয়া অন্তঃশিলা বহিয়া জল নিকাশ হওয়া। মাটির ভিতর দিয়া যে পরিমাণে জল নিকাশ হইতে পারিবে, উপরিস্থিত মৃত্তিকা সেই পরিমাণে শোষণ করিতে পারিবে, এবং যে পরিমাণে শেষোক্ত মৃত্তিকা শোষণ করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে ক্ষেত্রও উর্ব্বরা হইয়া থাকে, কেন না রসের সঙ্গেই বায়বীয় হউক, আর অপর স্থূল সারই হউক,—মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শিরাসমূহের মধ্যে সঞ্চিত হয়, এ জন্য শিরা সমূহকে ক্ষেত্রের ভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাণ্ডারে সাংসারিক দ্রব্য সম্ভার সংগৃহীত থাকিলে গৃহস্থের যেমন কোন অভাব হয় না, মৃত্তিকার ভিতরে, সেইরূপ, সার সঞ্চিত থাকিলে ফসলের কোন অভাব হয় না, বিশেষতঃ মানুষের অপেক্ষা সমধিক নিত্যহারী,—ভাণ্ডার পূর্ণ বলিয়া উহারা অপরিমিত খাদ্য আহরণ করে না, অথবা অপচয় করে না, অধিকন্তু তাহারা বায়ুমণ্ডল হইতে নানাবিধ সার পদার্থ আহরণ করিয়া লয়, এবং সময়ে সময়ে পুরাতন পত্র ফেলিয়া দিবার ছিলাবে সুদসমেত পূর্ব্ব গৃহীত সার পদার্থ জমিকেই প্রত্যর্পণ করে। গাছের ফল, ফুল, পত্র, কাণ্ড যাহা কিছু উহার নিজস্ব, তৎসমুদায় আমরা যদি গ্রহণ না করি, কোন উদ্ভিদের জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হয় না। পেটের দায়ে আমাদিগকে এসব কাজ করিতে হয় বটে, কিন্তু যে পরিমাণ ফসলটী,—তাহা ফল, ফুল, মূল বা পাতা—যাহাই হউক—লইয়া থাকি, তাহার বিনিময়ে ক্ষেত্রকে ত কিছু প্রত্যর্পণ করা উচিত? তাহা না করা আর পরস্বাপহরণ করা ত একই কথা।—নিকাশিনী শক্তিযুক্ত [illegible]

হইয়া যায় বলিয়া আমরা এমন বলি না করিতে আদৌ রস থাকা উচিত নহে। নিকাশ হওয়া যেমন প্রয়োজন, মাটিতে রস থাকা তাহা অপেক্ষা কম প্রয়োজন নহে। এবং এই প্রয়োজন যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, সেই জন্য মৃত্তিকার আর একটী অতি বিশেষ শক্তি আছে, সে শক্তির নাম—

ধারণাশক্তি (power of retention)। মৃত্তিকার এই মহাশক্তির অস্তিত্ব হেতু শিরা মধ্যে অথবা শিরার অস্তিত্ব হেতু মৃত্তিকাগর্ভে নানাবিধ সারপদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে,—বলা বাহুল্য, রসসংযুক্তভাবে। ধারণাশক্তি নিহিত হইয়া থাকে,—কতকটা মৃত্তিকার আবয়বিক গঠনতারতম্যে, কতকটা নিকাশিনীশক্তির প্রভাবে। মাটির কূপ ও শিরাসকল স্থূল হইলে, সমধিক পরিমাণে জল নিকাশ হইয়া যায়। মৃত্তিকার দানা স্থূল হইলে, কূপ ও শিরা স্থূল হইয়া থাকে। মৃত্তিকার ভাব ঢিলে হইলে, জলের সঙ্গে তাবৎ সার পদার্থ নিম্ন হইতে নিম্নতর দেশে চলিয়া যায়, সুতরাং ক্ষেত্রে রস ও সার,—উভয় পদার্থেরই অভাব হয়, এজন্য ক্ষেত্রকে রসাল রাখিতে হইলে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সুস্থ করিয়া দিতে হইবে এবং কঠিন হইলে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সারসংযোগে সংস্কার করিয়া লইতে হইবে।

শিরা সকল সরস থাকিলে, সূর্য্যের উত্তাপে উহা হইতে রস বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যায়। এই উত্তাপবশতঃ রসসংযোগে মৃত্তিকাভ্যন্তরে উত্তাপ নীত হইয়া থাকে, কিন্তু মৃত্তিকা নীরস বা শুষ্ক হইলে, সে উত্তাপ আর অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারে না। জল যত উত্তাপ আকর্ষণ ও বিক্ষেপ করিতে পারে, এমন আর কোন জিনিস পারে না। মৃত্তিকার উপরিভাগের রস প্রথমতঃ উত্তপ্ত হইলে, সেই উত্তাপ কণায় কণায় বাহিত হইয়া, নিম্নভাগের রসকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলে, এবং রস যত উত্তপ্ত হইতে থাকে, ততই উপরিভাগে আসিবার চেষ্টা করে ও আসিয়া থাকে, সুতরাং সূর্য্যের পক্ষেও তাহা শোষণ বা আকর্ষণ করিবার সুযোগ হয়। উপরের উত্তাপবশতঃ রস যেমন এক দিকে বাষ্পাকারে মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, অন্যদিকে গর্ভস্থিত রস উত্তপ্ত হওয়ায় নিম্নতর দেশ হইতে উপরে উঠিতে থাকে. সুতরাং মৃত্তিকা মধ্যে রসের অভাব হয় না, পরন্তু মৃত্তিকার রস সর্ব্বদা উত্তাপ সম্ভোগের সুবিধা পায়। মৃত্তিকা মধ্যে যে এইরূপে উত্তাপ বাহিত হয়, তাহাকে—

বাহিনীশক্তি (conducting power) বলে। ধারণাশক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার রস সঞ্জীব থাকে, এবং সেই সঞ্জীবতা হেতু উদ্ভিদের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, বা ফলনমূলন—সমুদায়ই পরিচালিত হয়। রস ও রৌদ্র সমাবিষ্ট হইয়া মৃত্তিকামধ্যে যে উত্তাপ উৎপন্ন করে, তাহারই শক্তিতে ক্ষেত্রগর্ভস্থিত তাবৎ স্থূল পদার্থ দ্রবীভূত হয়, কিন্তু এতদুভয়ের একটীর অভাব হইলে অপরটীর আর কোন শক্তি থাকে না। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া যদি গাছ পালা বা সার পুতিয়া রাখা যায় অর্থাৎ ঐ সকল জিনিসকে গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া উত্তমরূপে মাটি চাপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বহুদিবস পর্য্যন্ত উহা তাজা থাকে এবং বিগলিত হইতে বহুকাল সময় লাগে। আমরা জানি, অনেকে গোবর প্রভৃতি নানাবিধ সার সংগ্রহ করিয়া, পচাইবার জন্য গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, উপরে খুব পুরু করিয়া মাটি চাপা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যদি জানা থাকে যে, উত্তাপ না হইলে উহা পচিতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহারা ভবিষ্যতে আর সারকে উল্লিখিত প্রণালীতে মাটির দ্বারা দৃঢ়রূপে ঢাকিয়া রাখিবেন না। গর্ত্তের মধ্যে অনাবৃত ভাবেও যাঁহারা সার রাখিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, উপরিভাগের সার যত শীঘ্র বিগলিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হয়, অভ্যন্তরস্থিত সারের তত শীঘ্র পরিবর্ত্তন ঘটে না;—উপরের সার

পচিয়া ক্রমে ভস্মবৎ ও বিবর্ণ হইয়া গেলেও নিম্ন ভাগের সার প্রায় পূর্ব্ববৎ কাঁচাই থাকিয়া যায়, এই জন্য গর্ত্ত বা চৌবাচ্চাস্থিত সারকে মধ্যে মধ্যে উল্টাইয়া দিতে হয়। এস্থলে বাহিনীশক্তি যে উত্তাপ ভিতরে লইয়া যাইতে পারে না তাহার কারণ এই যে সারস্থিত জলীয় ভাগের আতিশয্যবশতঃ সার নিতান্তই কর্দ্দমের ন্যায় হইয়া যায়, এবং উপরের চাপে দৃঢ়ভাবে চাপ বাঁধিয়া যায়, কাজেই তাহার ভিতরে আর শোষণশক্তি থাকিতে পারে না।

সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে যেমন অভ্যন্তরস্থিত রস উপরিভাগে আসিতে থাকে, সেই সঙ্গে বিবিধ সার পদার্থও আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং উদ্ভিদকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আহারান্বেষণে অধিক দূর নিম্নে যাইতে হয় না। যে সকল জমির কোন রূপ পাট হয় না, তদুদ্ভূত উদ্ভিদগণ-মৃত্তিকার নিম্নদেশেই শিকড় চালাইয়া থাকে, কিন্তু আবাদী জমির গাছ উপরিভাগেই আবশ্যকীয় সামগ্রী পায় বলিয়া আর নিম্নের দিকে ধাবিত হয় না। এই সকল গাছের সমধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় (lateral roots) হইয়া থাকে এবং ইহারাই উদ্ভিদের আহার সংগ্রাহক।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

ইক্ষুর চাষ।

"কৃষকে"র পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইক্ষু-চাষ করিতে চাহেন তাঁহারা এখন হইতে তাহার উদ্যোগ করিবেন। যদিও এখন নূতন ইক্ষু ছেদন করা হয় নাই, তথাপি আগামী বিষয়ের আখ্যায়িকা ভবিষ্যৎ হইতে বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। এতদ্দেশে চারি প্রকার ইক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—কাজলী, কুঁড়ি, বোম্বাই ও সানবাড়া। কাজলী ও বোম্বাই ইক্ষুর চাষ কেহ স্বতন্ত্র ভাবে করেন নাই। সানবাড়া ইক্ষুর সহিত মিশাইয়া এতদ্দেশের কৃষকেরা উহার চাষ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ইক্ষু ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। বালি মাটিতে ইক্ষুর চাষ ভাল হইতে পারে না। তজ্জন্য পাঠক! এখন হইতেই আটালে মাটি কিম্বা পলি মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্দ্ধারণ আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে ইক্ষু বসাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে যেন গমের চাষ না করা হয়। কারণ গম কাটিয়া লইলে তাহার অবশিষ্টাংশে যে উই লাগিয়া থাকে তাহা সময়ক্রমে ইক্ষুর পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সুনা আওল ক্ষেত্রে মাঘ মাসে রবি শস্য তুলিয়া লইবার পর ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রায় এক হস্ত পরিমিত করিয়া নীচু দিকে খুঁড়িবেন এবং সেই মৃত্তিকাকে কয়েক দিন শীতের মিঠে রৌদ্র খাওয়াইবেন। তৎপরে ক্ষেত্রে এরূপ ভাবে জল সেচন করিবেন যাহাতে সহজেই উহার সমস্ত ঢিল ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চাষ দিয়া ঘাস ও অন্যান্য শস্যের গোড়া বাছিয়া ফেলিয়া দিবেন। যখন সমস্ত মাটি প্রায় চিল শূন্য ও চূর্ণ হইয়া আসিতেছে দেখিবেন, তখন নানা প্রকার সার ও আবর্জ্জনা যাহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি বর্দ্ধিত হয়—এরূপ বস্তু প্রয়োগ করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিবেন। যখন দেখিবেন উক্ত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ঝোলা (শাক সবজীর বীজ যাহাতে বপন করা যায়) ফেলিবার মৃত্তিকার ন্যায় হইবে, তখন বুঝিবেন উহা ইক্ষু বসাইবার উপযোগী হইয়াছে। তৎপরে আপনি উক্ত ক্ষেত্রে বৈশাখই হউক কিম্বা শ্রাবণেই হউক এক হস্ত অন্তর রজ্জু রজ্জু দড়ি ফেলিয়া উক্ত রজ্জুর গায়ে ১ ফুট অন্তর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িবেন। উক্ত গর্ত্তেই আপনার অভীপ্সিত ইক্ষু বসাইতে হইবে।—তৈ,চ,চৌ—হুগলী।

কলিকাতা।

বিদ্যারম্ভিক পরীক্ষা।—আগামী ২৫, ২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারী বিদ্যারম্ভিক পরীক্ষা হইবে।

কোম্পানির কাগজ। গত বৃহস্পতিবারে শতকরা ৩½ টাকা সুদের কোম্পানিরকাগজ ৯৯৸৵০ দর ছিল।

প্লেগ।—কলিকাতায় এখনও দুই দশটা করিয়া প্লেগ হইতেছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। প্লেগ কর্ম্মচারীরা প্লেগকে আমাদিগের সঙ্গের সাথী করিয়া দিয়াছেন!

মানহানি। আলিপুর দেওয়ানী আদালতের জনৈক মোক্তার বাবু ব্রজনাথ মিত্র, বাবু হরি নাথ বসু নামক এক ব্যক্তির নামে মানহানির নালিস করিয়াছেন। মানহানির ছড়াছড়ি।

উল্টাডিঙ্গি ষ্টেসন।—পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের শিয়ালদহ ও দমদম জংসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী ষ্টেসন করিবার নিমিত্ত এতদঞ্চল হইতে আবেদন হইয়াছিল। রেল কর্ত্তৃপক্ষগণ আবেদন মঞ্জুর করেন নাই।

বালক চোর। একটি বার বৎসরের বালক চুরি করা অপরাধে শিবাবহের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর কালের জন্য সংশোধন কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।

জালেতে প্রতা। নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি নামে তাহার জমিদারীর খাজনার জন্য নালিস করে। সে জাল রসিদ দেখাইয়া বলে যে খাজনা শোধ করিয়া দিয়াছে। জাল রসিদ করা অপরাধে তাহার ১ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়াছে।

কলিকাতার সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেসন।—কলিকাতার মধ্যস্থলে বড় বাজারে একটি রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপন করিবার কথা বহুদিন হইতে চলিতেছে। এরূপ ষ্টেসন স্থাপন যুক্তিযুক্ত কি না, বিবেচনা করিবার নিমিত্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। বিখ্যাত মোলান সাহেব উক্ত কমিটির সভাপতি। কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

মৃত্যু।—ভাগলপুরের ডেপুটি রাও বাহাদুর কালি চন্দ্র মুখোপাধ্যায় চারি দিবসের অসুখে নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের হিসাব।—গত সপ্তাহে বোম্বাই প্রদেশে ৩০০ এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮০০ জন দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারী সাহায্য কার্য্যে যোগ দিয়াছে।

বন্দুক বন্দী।—চারিজন বন্দুকবন্দী কালিডোনিয়া জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য প্রচুর অর্থ পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে।

কালাজ্বর। আসামের চিফ কমিসনর মাননীয় কটন সাহেব শ্রীহট্টেকালাজ্বর বিষয়ে অনুসন্ধানার্থে কোন দক্ষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

বড় লাট পত্নী।—বড় লাট পত্নী লেডি কর্জ্জন দুইটী সন্তানসহ এপ্রিল মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিবেন।

সৈন্যাবাসে ম্যালেরিয়া। বঙ্গে যে সমস্ত স্থানে সৈন্যাবাস আছে, তন্মধ্যে বারাকপুর ও বহরম সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াজনক স্থান বলিয়া গত বৎসরের হিসাবে স্থির হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের বদান্যতা। এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয় সংক্রান্ত হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্ম্মাণার্থে উত্তর পশ্চিমের গভর্ণমেণ্ট ২০, ০০, হাজার টাকা দিতে অভিলাষ জানাইয়াছেন।

লোক গণনা। ১লা মার্চ তারিখে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কৈলাবাদে, কাশীতে ও মথুরায় মেলা বসিবে বলিয়া লোক গণনা হইতে পারে না, এই হেতু ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ প্রদেশের লোক গণনা করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না, তাহা অনুসন্ধান হইতেছে।

গাছে কি না

মানহানি।—রোহিল খণ্ডে একটী মানহানির মোকদ্দমা লইয়া বেশ চঞ্চল লাগিয়াছে। তত্রস্থ রামপুরের নবী স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদকের নামে মোরাদাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মানহানির অভিযোগ আনিয়াছেন। আগামী ২৪ জানুয়ারী শুনানীর দিন স্থির হইয়াছে।

ফিরিঙ্গির অব্যাহতি।—মাদওয়ারা ইউনিক ক্যাম্পের ওভারসিয়ার আষ্টার নামক জনৈক সাহেব চরণ স্পর্শে তেজা নামক একজন নিরীহ গরীব প্রজার সকল দুঃখ দূর করিয়াছিল বলিয়া হত্যাপরাধে এলাহাবাদের চাইকোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারে নির্দোষী প্রমাণ হওয়ায় অব্যাহতি পাইয়াছে।

ছাত্রবৃত্তি।—সুপ্রসিদ্ধ পার্শী তাতা সাহেব দুইটী ছাত্রবৃত্তি নিবেন মনস্থ করিয়াছেন। বিলাতে যাইয়া শিল্প অথবা বিজ্ঞানাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভে সমর্থ এরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ স্থান প্রাপ্ত যে কোন ছাত্রদ্বয় ঐ বৃত্তি পাইবেন। দুইজন ছাত্রের মধ্যে একজন পার্শী ও একজন ভারতবাসী হওয়া চাই। তাতা সাহেব দেশের কল্যাণের জন্য বদ্ধপরিকর।

সাহেবের নামে মোকদ্দমা নালিস।—কার্ণের কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আসওয়েল নামক জনৈক সাহেব নাকি কিছু টাকা ধার লইয়াছিল। কিন্তু সাহেব টাকা প্রত্যর্পণ না করিয়া পলাইয়া বেড়াইত। উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এক্ষণে নালিস করিয়া সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। ৩০ জানুয়ারী শুনানির দিন।

লর্ড রবার্টস্।—লর্ড রবার্টস্ এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। তিনি বার্ষিক প্রায় ৬৭,০০০ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন। ডিউক অফ কেম্ব্রিজ—তিনি তাঁহার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতি ছিলেন—ঐ টাকা এক্ষণে পেন্‌সন্ পাইতেছেন, এবং তাঁহার ঐ টাকা অপেক্ষা বেতন অনেক বেশী ছিল। এক্ষণে বেতন [illegible] হইল। এবং ঐ পদের পেন-সন [illegible] ৩০ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

চতুর চোর।—হাইদ্রাবাদের স্থানবিশেষে নেকড়ে বাঘের বড়ই উপদ্রব। একজন চতুর চোর একটী নেকড়ে বাঘের চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া উহার দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিত, এবং বাঘের ভয়ে গৃহস্থেরা ঘরের মধ্যে পলায়ন করিলে চোর যাহা বাহিরে পড়িয়া থাকিত তাহা লইয়া চলিয়া আসিত। সম্প্রতি চোরের চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। কেহ প্রকৃত বাঘ মনে করিয়া গুলী করে নাই, ইহাই চোরের ভাগ্য বলিতে হইবে!

অদ্ভুত ব্রতভঙ্গ।—চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের গুরুদাস চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্র লোক প্রায় ২০।২৬ দিন ধরিয়া পান আহার একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনেকের অনুরোধে তিনি এক দিন কিছু দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন কিন্তু উহাও তাঁহার উদরে স্থান পাইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপে পানাহার বন্ধ করিয়াও ঐ ব্যক্তির শরীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই!!

সংপ্রস্তাব।—দেশে যদি এক বৎসর সুবৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে প্রজাগণকে একবারে হা হা করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। "আর্টিসন্ টিউব ওয়েল" নামক নূতন প্রণালীর জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনাবৃষ্টির কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। আফ্রিকা, নিউফিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকাতে এই প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত এই ভারতবর্ষে উক্ত নব প্রণালীর সর্ব্বত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পত্নীপীড়ন।—মাহী নগরের গোবিন্দ বিপ্রের যুবতী সুন্দরী পত্নী রাধীবরের উপর গোবিন্দ নানা-বিধ অন্যায় অত্যাচার করিত। যুবতীকে কিছুতেই উহার পিতৃভবনে যাইতে দিত না এবং যুবতী সুন্দরী বলিয়া উহার উপর গোবিন্দ কিছু সন্দিগ্ধও ছিল। যুবতী কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিতে না পারায়, এক দিন গোপনে পিতৃভবনে পলাইয়া যায়। গোবিন্দ

তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের বাটী হইতে নিজ স্ত্রীকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনে। যুবতী আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখিয়া একটী কূপে পড়িয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

চোরে চুরি।— কিছুদিন গত হইল জনৈক ভদ্র লোক গোয়ালন্দ হইতে রাত্রিকালে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই ভদ্রলোকটী নিদ্রিত হইয়া পড়েন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেন যে গাড়ীতে তাঁর ট্রঙ্কটী নাই। ট্রঙ্কের ভিতর নগদী এবং খুচরা নোট প্রভৃতিতে প্রায় ১৮০০, আঠার শত টাকা ছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর পোড়াদহ রেল ষ্টেশনের নিকট জঙ্গলের মধ্যে ট্রঙ্কটী ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। চতুর চোর ১৪০০৲ পনের শত টাকার নগদী নোট নোটেই স্পর্শ করে নাই। কেবলমাত্র খুচরা নোট প্রভৃতি লইয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। পুলিশ চোরের অনুসন্ধান করিয়াছেন।

বিসুবিয়স্ পর্ব্বত। ইটালী প্রদেশের বিসুবিয়স্ নামক অগ্নেয় পর্ব্বত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই বিসুবিয়স্ অগ্নুদ্গীরণ করিয়া কত সময়ে কত জীব এবং কত সম্পত্তি ধ্বংশ করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বহুসংখ্যক প্রাণী ও সম্পত্তি ধ্বংশ করিয়া কিছুকালের জন্য বিসুবিয়স্ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সম্প্রতি আবার বিসুবিয়স্ গাত্র সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় একমাস অতীত হইতে চলিল বিসুবিয়সের গহ্বর হইতে গলিত ধাতু ও ভস্ম প্রভৃতি বহির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ঐ সময়েই আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর বটিকা শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত উৎপন্ন করায় সন্নিহিত বর্ত্তী মনুষ্যগণের মধ্যে মহাভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। বিসুবিয়স্ মাণমন্দিরের অধ্যক্ষ কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে বিসুবিয়সের অগ্নুদ্গীরণে সম্প্রতি আশঙ্কার কোনই সম্ভাবনা নাই।

চলিবার বাজী।—কে দ্রুত চলিতে পারে এই লইয়া বাজী। বাজী—মানুষে মানুষে নয়, ঘোড়ায় ঘোড়ায় নয়—ঘোড়ায় মানুষে— আবার যে সে মানুষ নয়—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ার অফিসার ডাক্তার কুক্ সাহেব ও একটী টাট্টু ঘোড়াতে— কে আগে যাইতে পারে। প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় ডাক্তার কুক্ পদব্রজে ও মিঃ এ, এ, প্রাইস্, মেজর ডেসনের 'ষ্ট্রাডেস' নামক পনির উপর- দুই জনে ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের সম্মুখ হইতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে ইডেন গার্ডেনের ধার দিয়া ট্রাণ্ড রোড দিয়া ষ্টিরেটের পোল পর্য্যন্ত যাইয়া কার্থিড্রাল রাস্তা দিয়া চৌরঙ্গী ধরিয়া বরাবর আসিয়া আবার ক্লাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অল্পদূর যাইয়াই কুক্ সাহেব ঘোড়াটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলেন এবং যখন ক্যানিং ষ্ট্রীটের নিকট আসিলেন তখন তিনি ঘোড়াটার ২০০ হাত আগে আগে চলিতে লাগিলেন। ঘোড়াটা ক্রমশঃই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। কুক্ সাহেব সকলক্ষণই সমান তেজে চলিয়াছিলেন। যখন ক্লাবের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন তখন উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ৬০০ শত হাত। এই সমস্ত পথটা ঘুরিয়া আসিতে তাঁহার ৫৩ মিনিট লাগিয়াছিল। ঘোড়াটার লাগিয়াছিল ৫৮ মিনিট। তিনি ৫৩ মিনিটে প্রায় ৫৷৹ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। বাজী জিত তাঁহারই হইয়াছিল এ কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই অভিনব কৌতুক দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

৺ড বিসপের ধর্ম্মোপদেশ।—কলিকাতায় লর্ড বিসপ ওয়েলডন সাহেব সম্প্রতি ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে বলিয়াছেন যে 'হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভারতবাসীরা খৃষ্টিয়ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করেন না, কিন্তু এই খৃষ্টিয় ধর্ম্মের সংস্পর্শে এ দেশীয় লোকের রীতি নীতি সংশোধিত হইয়াছে, খৃষ্টান ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে ভারতাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে।' শুধু ওয়েলডন সাহেবের এই মত নহে—খৃষ্টানমাত্রেই মনে মনে ঐ প্রকার একটা কল্পনা করিয়া আত্মগরিমায় অধীর হন। খৃষ্টান ধর্ম্মদ্বারা হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুদের রীতি নীতির কোন উন্নতি বা কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না

আমরা জানি না। যে হিন্দু সেই হিন্দুই আছেন, তাহার যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না বা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে অনেক হিন্দুর খৃষ্টান-সংসর্গে অধোগতি হইয়াছে। খৃষ্টান রীতি নীতির দোষ ধরিতেছি না—যীশু খৃষ্ট সর্ব্বতোভাবে আমাদের পূজ্য। কিন্তু খৃষ্টানদের এক যীশু আছে—ভারতে শত শত যীশু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লর্ড রিপণ বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে প্রকৃত হিন্দুর চরিত্র—আদর্শ চরিত্র—সমস্ত জগতের অনুকরণীয়—সেই আদর্শ হিন্দুচরিত্র ভারতবর্ষে বিরল নহে। আমার মত হিন্দুও অনেক আছে, কিন্তু আমরা কয়জন খৃষ্টানেরই বা যীশুর আদর্শে চরিত্র গঠিত দেখিতে পাই? যীশুর মহিমাগান আমরা মিসনারিদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনি, কিন্তু সেই মহান্ চরিত্রের আদর্শ খৃষ্টান আমরা ভারতের কুত্রাপি দেখিয়াছি কি না জানি না। যে সাহেবেরা এদেশের লোকদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিতে, এক গাড়ীতে বেড়াইতে ঘৃণা বোধ করেন, যে সাহেবেরা সেলাম না করিলে চাবুক মারেন, 'নেটিভ'দিগকে নিকটে আসিতে দিতে সঙ্কুচিত হন ও তাহাদিগকে নিকৃষ্ট পশুজ্ঞানে অকথ্য কুকথা বলেন তাঁহারাই কি খৃষ্টধর্ম্মোপাসক? ইংরেজ খৃষ্টান হউন বা যাহাই হউন, ইংরেজের ন্যায় সুসভ্যজাতির সংস্পর্শে আমাদের স্বদেশপ্রিয়তা বাড়িয়াছে, ইংরেজের ন্যায় স্বদেশের হিতার্থ একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ইংরেজজাতির সংস্পর্শে, ইংরেজের অনুকরণে হিন্দুদের এই সাধারণ হিতব্রত, সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান কিছু বাড়িয়াছে বটে ও ইলানিম্বন সভ্যজগতের উন্নতিস্রোতরঙ্গে আমাদের আপাতমাত্রমধুর সুখ কতকটা বাড়িতেছে বটে কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর আদর্শ নৈতিক চরিত্র যেন ক্রমশঃ তমসাবৃত হইতেছে। রিপণ ওয়েলডন আরও বলেন যে যতদিন না ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতের স্কুল বা কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ততদিন মিসনরিগণের শত চেষ্টাসত্ত্বেও ভারতে সৌভাগ্যক্রমে উন্নয় হইবে না। এদেশের লোকেরা ছেলেপিলেদের ধর্ম্মশিক্ষার বড় উদাসীন—ভারতের ছাত্রদের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে হইবে, তা না হইলে ভারতবাসীরা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর জ্ঞানের অভাবে চিরাচকারে ডুবিয়া থাকিবে। ভারতের বিদ্যালয়-সমূহে কোন্ ধর্ম্ম এবং কি উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, লর্ড রিপণ আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি?

লোগান সাহেব।—লোগান সাহেবকে বোধ হয় অনেকেই জানেন। পূর্ব্বে ইনি ছোট লাটের সেক্রে-টারি ছিলেন। তৎপরে রাজসাহী-বিভাগের কমিসনর হন। এক্ষণে ইনি রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি জেলার শাসনকর্ত্তাদিগকে উপদেশ দিয়া যে একখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে তিনি সদাশয়, উদার ও অতি উচ্চ প্রকৃতির লোক। তিনি এদেশের লোকের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী এবং এদেশের লোকের সহিত নিজ স্বভাব গুণে নিজে অতীব সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন ও জেলার রাজপুরুষেরা যাহাতে তাঁহার ন্যায় এ দেশের লোকের প্রতি সদাচার দেখান ও সদ্ব্যবহার করেন ইহাও তাঁহার ইচ্ছা। লোগান সাহেবের উপদেশ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। জেলার কলেক-টরদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"তোমরা সদা দয়াপরবশ হইবে। দেশীয় লোকের প্রতি সদাই সহানুভূতি দেখাইবে ও অনুকূল ব্যবহার করিবে। শুধু কর্ত্তব্য পালন করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। নিরপেক্ষভাবে ও আত্মাভিমানশূন্য হইয়া দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। ইহারা সভ্যতায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবে। এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, যে এ দেশের লোকের অনেক সদ্‌গুণ আছে, ইহারা স্বভাবতঃ বিনয়ী ও নম্র, ইহারা উপযুক্তপাত্রে সম্মান প্রদর্শন করিতে জানে এবং সদ্ব্যবহারে পাইলে সহজে

কৃতজ্ঞ হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য ও অকপট সরলতা যেন স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঐ দয়া, সদাচার দেখাইয়া মনে মনে গর্ব্বিত হইও না; নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কদাচ ব্যগ্র হইও না; এদেশের লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহি একটা মহৎ কার্য্য করিতেছি, এ কথা যেন মনে কখন স্থান পায় না। এ দেশীয়-দিগকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখিবে। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সুসভ্য হইলেও এদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হইও না। সুখে, দুঃখে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে তাহারা তোমাকে ভক্তি করিবে ও তোমার বশীভূত হইবে। এদেশীয় সকল সম্প্রদায় লোকের সহিত অবাধ সংসর্গ রাখা কলেক্টরদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারি কার্য্যানুরোধে এদেশীয় ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশিতে হয়। কিন্তু সে সময় তাহাদের জাতি গত সমাজগত চরিত্র বুঝা যায় না—তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে হইলে, তাহাদের চরিত্র সম্যক্ বুঝিতে হইলে এদেশীয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা উচিত। তাঁহাদের নিকট হইতে এদেশীয় লোকদিগের আচার পদ্ধতি ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দেখিও যেন বন্ধুর বিপথে না যায় যেন কাহারও সহিত মিশিতে গিয়া কলঙ্কভাজন হইও না। সরকারি কার্য্যে যখন দেশীয় লোকদিগের সংসর্গে আসিবে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করিবে। দেশীয়দিগের অভিযোগ, আবেদন যতদূর স্বকর্ণে শুনিতে চেষ্টা করিবে। অধীন কর্ম্মচারীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সামান্য ভৃত্যবর্গের প্রতিও সদয় ব্যবহার করিবে। কিন্তু দেখিও যেন কোন খানসামা, আর্দ্দালী বা চাপরাসী তোমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া কোন লোকের উপর অন্যায় প্রভুত্ব প্রতিপত্তি করিতে না পায়—তোমার নিকটে আসিতে চাহিলে তোমার লোকজনেরা যেন কাহাকেও অকারণে বাধা না দেয়। অভিযোগ আবেদনে সর্ব্বদাই কর্ণপাত করিবে; কিন্তু গুপ্তচরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবে না। ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ সত্ত্বেও কোন কর্ম্মচারীর সহিত শিষ্টাচার করিতে বিরত হইও না, বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে পরামর্শ লইতে সংকুচিত হইও না।" নোলান সাহেব কিরূপ সহৃদয় ও সমদর্শী বিচক্ষণ ও বিবেচক তাহা তাঁহার পত্র পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয়। ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহাতে আছে বলিয়া তিনি আমাদের ভক্তিভাজন। আমরা আশা করি যে জেলার রাজ পুরুষেরা নোলান সাহেবের চরিত্রের আদর্শে চরিত্র-গঠন করিয়া সকলের প্রীতি ভাজন হইবেন।

"শ্রীপঞ্চমী।"

১

নমি দেবি বীণাপাণি কবিতারূপিণী,
পরম আরাধ্যা তুমি কবির জীবন,
জ্ঞানদা মঙ্গলময়ী শান্তিপ্রদায়িনী,
আলোময়ী আলো কর মরত ভুবন।

২

কাব্য রস পানে মত্ত ভাবুক সুজনে,
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান পথ দেখাও না তুমি,
কঠোরতা নির্ম্মমতা তোমার সেবনে,
যায় দূরে বিষয়ীর তমঃগুণ 'আমি।'

৩

জীবনে মরণে মাগো এই ভিক্ষা মাগি,
তব পদে মন যেন রহে অনুক্ষণ,
নশ্বর সৌন্দর্য্যে নাহি ইহ অনুরাগী,
তোমার সেবায় যেন যাপি মা জীবন।

বঙ্গদেশে বসন্ত পঞ্চমী সুন্দর দৃশ্য, শীতের প্রাদুর্ভাবে সকলে জড় সড় ছিল, প্রকৃতি দূতীর তেমন

স্ফূর্ত্তি ছিল না, তাই ঠিক সময়োপযোগী উৎসব উপস্থিত। শ্বেতপদ্মবিলাসিনী, শুক্লবর্ণা, সুবেশিনী বীণাপাণী আজ ভক্তের মনোরঞ্জন করিতেছেন। সুদূরদর্শী হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, প্রকৃতির সহিত জীব জগতের সম্বন্ধ কি, সাকারবাদী হিন্দু কোন ঋতুতে কি ভাবে কোন দেবতার উপাসনা করিতে অভিলাষী, ধাতু বুঝিয়া প্রকৃতি অনুভব করিয়া তাই হিন্দু শাস্ত্রকার সুখময় আবাহনে এই শান্তিপ্রদ বসন্ত পঞ্চমীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, মরি মরি হিন্দুর কি সাধন ছিল, দেব দেবীর প্রতি হিন্দুর কি প্রগাঢ় ভক্তি!

অজ্ঞানতানাশিনী অহংভাব বিনাশিনী, বেদবিদ্যা বিধায়িনী, বীণাপাণী, ভারতী, মা আসিতেছেন। এস এস মা আনন্দদায়িনী আনন্দদান কর। বিচ্ছিত, নিপীড়িত, অধঃপতিত রোগশোকক্লিষ্ট হিন্দুকে চরণ ছায়া দাও মা, আলোময়ী হৃদয় আলো কর। এ ভারত আঁধার, এ বঙ্গভূমি আঁধার, এ জননী জন্মভূমি আঁধার, যুগধর্ম্মের এ মহা আঁধারে এস মা বীণাপাণি বরাভয়প্রদজ্ঞানেন্দ্রবাদিনি, শ্বেত হংসে, সরোজবাসিনি, বাকবাদি এস মা মর্ত্তধামে ভক্তের মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা। ঐ দেখ মা প্রকৃতি সতী তোমার আগমন বার্ত্তা গাহিতেছে, সহকারে মুকুল ধরিয়াছে, মুকুলের গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইতেছে। সে সুমিষ্ট সুঘ্রাণে সকলেই উৎফুল্ল, শীতে জড় সড় ক্ষুদ্র মাধবীবল্লরীটী মাথা তুলিয়া আবার সহকারে জড়িত হইতেছে। ফুল ফলে প্রকৃতি নববেশ ভূষায় সজ্জিত হইতেছে। মলয় মারুত ঈষৎ মৃদু মন্দ ভাবে সঞ্চালিত হইয়া জীব জগতের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। দিগন্তব্যাপী কুহু কুহু রবের সূচনা হইয়াছে। পুষ্পরাজী এক আধটী করিয়া বিকশিত হইতেছে। এই শান্তিপূর্ণ প্রীতিপ্রদ সময়ে বসন্তোৎসব আনন্দময় শ্রীপঞ্চমী।

কবিতা রাজ্যের এই বসন্ত পঞ্চমী তিথি কাব্যপ্রিয় ভাবুকের আনন্দের দিন, তাই কবিতা রাজ্যের অধিশ্বরী, কবিকুলের কুলদেবী, রাজরাজেশ্বরী দেবী সরস্বতী বঙ্গভূমে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভক্তের মন বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য, অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোক বিতরণের জন্য, পবিত্র সৌম্য শুভ্র মূর্ত্তিতে শ্বেতশতদলাসনে শ্বেতভুজা সমাসীনা হইয়াছেন। কিন্তু মা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে তোমার পূজা কে করিবে? তোমার ধ্যানার্চ্চনা যে আমরা জানি না মা! অবিদ্যায় আমরা অভিভূত, মায়া মোহে বিজড়িত, বিদ্যাদায়িনী চৈতন্য রূপিনী, বীণাপাণী কৃপা কর। মাগো! করুণ নয়নে ভক্ত পুত্রের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ। ভারতের সে আদি কবি মহাকবি বাল্মিকী, ব্যাস নাই, স্বভাব কবি কালীদাস, ভবভূতি নাই, বৈষ্ণব ও সাধক কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতিও নাই, তোমার পূজা কে করিবে মা! পূজা করিতে কে জানে তোমার আরাধনায় যে ভারত এক দিন সাধনার চরম মার্গে উপনীত হইয়া ছিল, বেদ বেদাঙ্গের আলোচনায় ও সান গানে যে ভারত ভূমি এক দিন সুপবিত্র ও শান্তিপ্রদ ছিল, কালের বশে আর আমাদের অদৃষ্ট দোষে, হায়, সে ভারত ভূমির আজ কি দশা হইয়াছে। প্রকৃত বিদ্যার চর্চ্চা আজ কৈ? জ্ঞানের আলোক কোথায়? যাহার পরিণাম মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব, হরি! হরি!! সে মহাশিক্ষা আজ কোথায়? অর্থকরী বিদ্যায় কেবলই ইহ জাগতিক উন্নতি লাভে মানুষ এখন লালায়িত, তাই আজ জগৎ ছুড়িয়া হাহাকার ও ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মায়ে পোয়ে, পিতা পুত্রে এমন কি স্ত্রী স্বামীর মধ্যেও মনোবাদিন্য ঘটিতেছে। এ সংসার যে পরীক্ষাস্থল, মানব জীবন যে সংযমের নিমিত্ত, অহং জ্ঞানে এখন আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। মাগো! এই অবিদ্যার তিরোভাব কত দিনে হইবে? কত দিনে বঙ্গসন্তান তোমার রাতুল চরণ লাভ করিবে?

ধাত্রীদেবী যাকা বলে কর, যে বাক্যে মানুষ মানুষ হইতে পারে, যে বাক্যের বলে মনুষ্য ধরা ধামে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে পারে, সেইরূপ বাক্যের সামর্থ্য নাও না, বীণাপাণি! বলিতে, মাঙ্কারে তোমার এ স্বর্গীয় বীণার সুর বাঁধিয়া বাজাইতে থাক না, তোমার বীণার রবে যেন এই আর্য্যভূমি স্বর্গাবপিগরীয়সী জন্মভূমি পুনর্জ্জীবন লাভ করে। কবিতারূপিণি! নীরস সাহিত্য সংসারে তোমার কবিতা রস সিঞ্চন কর না, যে কবির রস পানে মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে শিখে, সেই কবির সুধা সিঞ্চন কর না, মাগো! ভক্তের এমন বাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে না? বসন্ত পঞ্চমীর এই মহা মহোৎসব বঙ্গসন্তানের বিশেষ শিক্ষার বিষয়।

শ্রীগুরুচরণ সরকার।

বিমাতা।

(৭)

সুখেও অবসাদ আছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে করিতে যেন দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। ধারাবাহিক জীবন নিশ্চিন্তভাবে ভোগবিলাসে অতিবাহিত হইলেও সর্ব্বদাই যে অভাব অনুভব করে তাহা দ্রুতগামী অশ্বসংযুক্ত গোল্ডিস্ক্রিয়ান গিগ্, বারবনিতা গৃহে তানলয়ের মধুর আওয়াজ, কেদারের গ্রীনসিল কিছুতেই মোচন করিতে পারে না। যাহাতে সে অভাব মোচন হইতে পারে, সে অবসাদ দূর হয়—সে চিন্তা মনে উদয় হয় না। ক্রমাগত—প্রকৃষ্টরূপে কুপথ্যের ব্যবস্থা হইতে থাকে এবং যখন হিমাচল-শিখর-ভ্রষ্ট লতাগুল্মজড়িত শিলাখণ্ডের ভূপৃষ্ঠে পতনের ন্যায় আত্মীয় স্বজন সহিত পতন অনিবার্য্য, তখন চৈতন্য—কোথায়?

চন্দ্রভূষণ বাবুর এইরূপ নিশ্চিন্ত ভোগ বিলাসে মত একটী বন্ধু (?) ছিলেন। প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি শারীরিক ও ঐন্দ্রিক ভোগবিলাসে নিয়োজিত। তাঁহার মত বাবু দ্বারভাঙ্গায় সে সময় আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। লোকে বলিত—"বাবু ত কানিনী বাবু"। কানিনী বাবুর বৈঠকখানায় সর্ব্বপ্রকার স্ফূর্তির তরঙ্গ সর্ব্বদাই উঠিতেছে। তিনি কাহারও কোন আশা, কোন ইচ্ছা অতৃপ্ত রাখেন না।

আজ কানিনী বাবুর বৈঠকখানায় বড় ধুম। দিল্লী হইতে বাইজী আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে বিশেষ বন্দোবস্তে থানাপিনার সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত। রাত্রি নয়টার পর আসর বসিবে। চন্দ্রভূষণ সন্ধ্যা হইতে সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিয়া কানিনী বাবুর নিকট বসিয়া তৃষ্ণানিবারণ করিতেছেন।

"ভূষণ! তোমার দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর হ'ল হয়েছে—তা, যে জন্যে বিবাহ করলে তার কি হল? সে আঁটকুড়ো—সেই আঁটকুড়োই ত রইলে।"

"কামিনী দা! কি করব বল?—ঐ আমার দুঃখ। ছেলে হ'ক না হ'ক এখন আমার ঘরে তিষ্ঠান দায়। বড় বৌ ত দিবারাত্র ঠাট্টা করছে—আর দুটীতে সর্ব্বক্ষণই ঝগড়া।"

"তোমার ছোট স্ত্রী নাকি বেশ সুন্দরী।"

"তোমাকে, বাবা, আমার কোন কথাই ত গোপন নাই—কতকটা বটে।"

"কতকটা কি?"

"হাঁ, তা বৈকি—সে আমার কাছে আসে না।"

"কেন?"

"বড় বৌ তাকে বড় পীড়ন করে।—তা বোধ হয় আমি বড় বৌকে বারণ করি না—সেই জন্য।"

"এ তোমার বড় অন্যায়। যদি প্রকৃতই বড় বৌ তাকে পীড়ন করে তবে কেন তুমি বড় বৌকে বারণ কর না?"

"দাদা! বড় বৌ এই বিবাহের পর হইতে যে কি হয়েছে তা বলতে পারি না। এখন তার কাছে আমার দাঁড়াতে ভয় করে।"

"বিবাহের আগে তবে ভাল ছিল।"

"বোধ হয় আমাকে বড় ভালবাসিত সেই জন্য এ বিবাহে এত রাগ।"

"তা হতেই পারে—তুমি স্বামী। তা, তুমি তোমার ছোট স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠাও না কেন?"

"আঃ! আলাতন হয়ে কত চিঠী লিখিছি—তা কোন উত্তরই পাই না। পাঠাতে পারলে ত আমি বাঁচি। দু'টোর ঝগড়ায় আমার অনেক দিন খাওয়া হয় না।—দেখনা, আমার শরীর কি হ'য়ে যাচ্ছে—আর তার উপর সময়ে সময়ে পেটে এমন ভয়ানক বেদনা হয় যে সে বলিতে পারি না।"

"ও, না খেয়ে—আর মদ খেয়ে!—ওর জন্য ভেব না। ও সার্থী—সহজে সারবে না।"

"আমার এ পক্ষের শ্যালক সময়ে সময়ে চিঠী লেখে। সে চিঠী ছোট বৌকে দিতে আমার অনেক কষ্ট পেতে হয়। একদিন বড় বৌ টের পেয়ে আমাকে মারতে বাকী রেখেছিল। তার ধারণা যে আমার ছোট বৌএর সঙ্গে চিঠী লিখে কথাবার্ত্তা চলছে।"

"তবে বড় বৌ ছোট বৌকে তোমার কাছে আসতে দেয় না—তাই বল।"

"হাঁ—তা তোমার কাছে আর গোপন রেখে কি হ'বে বল।"

"যখন তোমার শ্যালক পত্র লেখে তখন তাকে ছোট বৌকে লইয়া যাইবার জন্য লিখিতে পার না।"

"সে যে কলিকাতায় থাকে।—সেখানে পড়ে।—সে নাকি একটা পাশ দিয়েছে—আর একটা নাকি

"হাঁ হে ভূষণ!—এখানে বাবুর কাছে ব'সে খুব মজাটা করছ—তার পর?"—বলিতে বলিতে দামোদর বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"ঠিক বলেছ মামা!—কামিনী বাবুর কি বল না? উনি ঘরে বাইজী তৈয়ার করছেন।—তিনি নাচ্‌তে জানেন, গান শিখেছেন, খেতেও পারেন—আমাদের ত তা হয় নাই সুতরাং বাবুর দয়াতে যদি আমাদের সে অভাব পূর্ণ হয়—তা, অবহেলা করা উচিত নহে।"

কামিনী বাবু বলিলেন—"তোমার রসিকতা ছাড়! এখন নয়টা যে বাজে—দেখ কি হল না হল।"

"আর কিছু দেখ্‌তে হবে না। আমি সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি।"

"তবে চল—একবার খবরটা লইয়া আসি।"

কামিনীবাবুর বাটীসংলগ্ন স্থান অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত ভূমির কোন স্থানে পুষ্পোদ্যান, কোথাও বা নিভৃত কুঞ্জ, কোথাও বা সুন্দর জলাশয় রুচি এবং অর্থের পরিচয় প্রদান করিতেছে। একটী জলাশয়ের মধ্য স্থলে গ্রীষ্মাবাসে দিল্লী হইতে আনীত অতিথি গণের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে। কামিনী বাবু দামোদর ও চন্দ্রভূষণ সমভিব্যাহারে তাহাদের সঙ্গে সংবাদ লইতে চলিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইতে লাগিল এবং একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের সমাবেশ হইতে লাগিল। সচরাচর যাঁহারা চরিত্রবান্ বিবেচিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের মান, মর্য্যাদা অপরিমেয়, যাঁহাদিগের জ্ঞান গভীর উপদেশে জগৎ চমকিত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে দু একজন আজ কামিনী বাবুর বৈঠকখানায় সমাবিষ্ট এবং বোধ হয় সে রাত্রে তাঁহাদেরই উচ্ছৃঙ্খলতা সমধিক দেখা গিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৭ই মাঘ সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৬শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
মহারাণীর মৃত্যু	২৪০
কৃষি সংবাদ	২৪১
ফলের চাষ	২৪৩
বীজ অঙ্কুরিত করিবার সহজ প্রণালী	২৪৪
ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি	২৪৫
কুসৌদ্ভব (Orchids)...	
কৃষি প্রস্তাব	
একটী নূতন উপায়	
ফটীস রোগাতে	
উদ্ভিদের নূতন রোগ ৮ মহারোগ	
মানব জীবনের দায়িত্ব	
উত্তর প্রত্যুত্তর পত্র	
সমালোচনা	

কৃষি সংবাদ।

চার রপ্তানি।—গত ১৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৪ দিনে ৬,২১৭,৫৭৭ পাউণ্ড চা বিলাতে রপ্তানি হইয়াছে। চার রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। চা-করদিগের সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

চাউল রপ্তানি।—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম হইতে ১,০১১,২৪৩ টন (১ টন = প্রায় ২৭ মণ) চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। গতপূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে হইয়াছিল —১,১৫৯,৭২৫ টন চাউল। ইহার মধ্যে ইউরোপে গিয়াছিল—৭৪১,৪৭৮ টন চাউল—গত পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কিছু কম।

সাহায্য প্রার্থনা। গত সেপ্টেম্বরের বাত্যাতে মেদিনীপুরের কৃষকদিগের সমূহ ক্ষতি হইয়া অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা ছোট লাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। আশা করি, ছোট লাট বাহাদুর তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া তাহাদের অন্নকষ্ট বিদূরিত করিবার পন্থা করিয়া দিবেন।

গভর্ণমেণ্টের আয়। গত বৎসর কেবলমাত্র বাঙ্গালা দেশের বনবিভাগ হইতেই সমস্ত খরচা বাদ দিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বনবিভাগের বড় কর্ত্তা মিঃ উইণ্ড্ সাহেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

আয়কর উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির মেলা।—নীলগিরি বাগানের অধ্যক্ষ প্রাউডলক সাহেব তথায় উক্ত মেলা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ঐরূপ মেলা যে দেশের অনেক উপকারে আইসে তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপ মেলা কলিকাতায় বসাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

সৎকার্য্য। নিজাম রাজ্যে ভালরূপ বৃষ্টি শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় তত্রত্য প্রজাবর্গ দুর্ভিক্ষের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। নিজাম গভর্ণমেণ্ট নিজ উদারতা গুণে ইতি মধ্যেই চারি লক্ষ টাকা হস্তে লইয়া দুর্ভিক্ষনিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্ট আরও অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। অন্যান্য দেশীয় রাজগণের নিজামের দৃষ্টান্ত সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

কলিকাতা গোলাপ ফুলের মেলা।—গত শুক্রবার শ্রীপঞ্চমীর দিবসে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির আলিপুর বাগানে যে গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী হইবার কথা ছিল, তাহা প্রবলবৃষ্টি শীতঋতুর আধিক্য বশতঃ গোলাপ ফুল প্রদর্শনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় এক্ষণে স্থগিত রহিল। উক্ত সোসাইটির ফুলের মেলার সঙ্গে উক্ত গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফুলের মেলা গড়ের মাঠে আগামী ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসিবে।

বঙ্গদেশে আখের অবস্থা।—এ বৎসর ৮৬৭২০০ একার (একার = তিন বিঘা) পরিমাণ ভূমি আখ চাষ হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল—৮৮৫৪০০ যথেষ্ট বারিপাত অভাবে আখ চাষ হয় নাই। ১৭টি জেলায় ষোল আনা, অপর ১৪টিতে তের হইতে ষোল আনা, অবশিষ্ট চৌদ্দটিতে সাড়ে নয় আনা হইতে তের আনা রকম ফসল হইয়াছে। সমস্ত জেলায় একত্রে সাড়ে চৌদ্দ আনা, বা পনর আনা রকম ফসল হইয়াছে।

তিল ফসলের অবস্থা। এবার তিল শস্যের অবস্থা খুবই ভাল। বোম্বাই, বেরার, মধ্য-প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় সুসময় তিল বীজ বপন করা হইয়াছিল। গত বৎসর যে পরিমাণ ভূমিতে বীজ ফেলা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভূমিতে এবার শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ষোল আনা অপেক্ষা অনেক বেশী শস্য উক্ত কয়েক প্রদেশে জন্মিয়াছে। মান্দ্রাজে ষোল আনা রকম তিল জন্মিয়াছে, কিন্তু পাঞ্জাবে, সিন্ধু ও নিজামরাজ্যের ষোল আনার অনেক কম ফসল জন্মিয়াছে।

চীনের বাদাম।—বোম্বাই প্রদেশে চীনের বাদাম গত বৎসর অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও গতপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রচুর শস্য জন্মে নাই। গতপূর্ব্ব বৎসর যে পরিমাণ চীনের বাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ শস্যও জন্মে নাই। মান্দ্রাজপ্রদেশে চীনের বাদামের অবস্থা বোম্বাই অপেক্ষা অনেকটা ভাল। জলবায়ু সুবিধা রকম থাকায় গত বৎসরের অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ ভূমিতে চীনের বাদাম বপন করা হইয়াছিল। ফসল চৌদ্দ আনা রকম হইবে। ভারতবর্ষের চীনের বাদাম ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার ও অপকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। এবং বপনকালে ও পরে চীনের বাদামের পক্ষে অনুকূল ঋতু না হওয়ায় ফলন ভালরূপ হইতেছে না। বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণও হ্রাস হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিতে না পারিলে এবং সুবৎসর না আসিলে ইহার ব্যবসায় সুচারুরূপে চলিবার পক্ষে বিশেষ সন্দেহ আছে।

আসামের ধান্যাদির অবস্থা।—শস্য সংগ্রহ প্রায়

অবস্থা ভাল। শিব সাগর ও লখিমপুরে, ধান্ত কলাই প্রভৃতি ও সর্ষপের অবস্থা ভাল, অন্যান্য জেলায় খারাপ। পশ্বাদির অবস্থা ভাল। কাছাড়, খাসিয়া ও জন্তিয়া পাহাড় ও শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে গবাদির আহার্য্য দুর্ম্মূল্য। খাসিয়া, জন্তিয়া ও শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে জলাভাব। সাধারণ চাউলের দর—শিলচরে ১০।১১ সের, শ্রীহট্টের ১২।০ সের, ধুবড়িতে ১০ সের, গৌহাটীতে ১৪ সের, তেজপুরে, ১৩ সের সের, শিবসাগরে ১২ সের, নওগাঁ ও ডিব্রুগড়ে ১১ সের টাকায়।

গোল আলু বিলাতে বিক্রয়।—গোল আলু (potato) বেশী দিনের নহে। বিলাত হইতে এদেশে আনিয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে আলু এরূপ প্রচুর পরিমাণে ভারতের নানা স্থানে জন্মিতেছে যে ইহা স্বদেশজাত ফসল বলিয়া সহজে অনুমিত হয়। আলুর পক্ষে আমাদের দেশের জল বায়ুও সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। এই আলু ভারতে উৎপন্ন হইয়া বিলাতে বিক্রয় হইতেছে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় ও কতকটা আনন্দ অনুভব হয়। কোভেন্ট্রী নামক জনৈক নীলকর সাহেব, কৃত্রিম নীল আবিষ্কার হওয়ায় নীলচাষে সুবিধা নাই দেখিয়া আলু চাষ করিয়া উৎপন্ন আলু বিলাতে পাঠাইয়া বিক্রয় করিতেছেন। কয়েক সপ্তাহ গত হইল, আলুর প্রথম চালান বিলাতে পৌঁছিয়াছে। প্রেরিত আলু বিলাতের বাজারে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ফলের চাষ।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে বিবেচনা হয় যে অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে ভারতবাসীগণকে দিন দিন দারিদ্র্য এবং অনশনের নিদারুণ নিষ্পেষণে অধিক কাল নিষ্পেষিত হইতে হইবে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ভারতবাসীর শরীর কঙ্কালসার হইতেছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের লোকের পুরুষকার ব্যতীত ইহার সম্যক্ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা কোথায়? কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়ে মনোযোগী না হইলে প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কারের উপায় স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। অদ্য বক্ষ্যমান প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমরা কৃষি বিষয়ে সামান্য দু'এক কথা বলিতেছি।

সামান্য সামান্য ফলের চাষ দ্বারাও দেশের কি বিপুল শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে তাহারই দুই একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে আদৌ পিচ গাছ ছিল না, কিন্তু তত্রত্য জর্জ্জীয়া অঞ্চলের একজন চাষার এক্ষণে দশলক্ষ কুড়ি হাজার পিচ গাছ আছে। মিচিগান অঞ্চলের অপর এক চাষা প্রত্যেক রোপণে ২৫ লক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু সমগ্র ইণ্ডিয়ানায় এক্ষণে ৩০ লক্ষ পিচ বৃক্ষ আছে। ১৮৯৬ সালের পূর্ব্বে আমেরিকায় তরমুজের আদৌ অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৯৭ সালে অল্প পরিমাণে চাষ হয়, কিন্তু ১৮৯৮ সালে বেড় হাজার মালট্রেণ তরমুজ বোঝাই হইয়াছিল। ১৯০০ সালে ৭০ হাজার একার ভূমিতে উহার চাষ হইয়াছিল।

১৮৬৩ সালেও আমেরিকায় বাণিজ্য চলিতে পারে এরূপ পরিমাণ দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হইত না। কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়ায় এক্ষণে সাড়ে তিন হাজার মালট্রেণ বোঝাই পরিমাণ আঙ্গুর জন্মে। ১৮৯০ সালে আমেরিকায় প্রায় ৫লক্ষ ২২ হাজার ৭১২ মণ কিসমিস্ আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০০ সালে ঐ আমদানী ১ লক্ষ ২৫ হাজার মণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে তথাকার চাষারা কিস্‌মিস্ চাষ করিয়া প্রতি বৎসর ৭ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকার আপেলের ইউরোপে বড় আদর। ইহার চাষ করিয়া আমেরিকার বাৎসরিক ৮০ কোটী টাকা আয় হইয়াছে।

ব্যাপারখানা বুঝিলেন, পাঠক? সামান্য সামান্য ফলের চাষে আমেরিকার লোকে কি বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইতেছে! ভারতবর্ষ বিশাল কৃষিক্ষেত্র অথচ এখন এখানে নিত্য দুর্ভিক্ষ। শিল্প বাণিজ্যের প্রতিযোগীতার কথা এখন ছাড়িয়া দিই। কিন্তু এই সুজলাসুফলা দেশে উদরপূর্ত্তি করিয়া যে অন্ন মিলে না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমেরিকাবাসীর চেষ্টায় যে ফল ফলিতেছে, আমাদের চেষ্টায় কি সে ফলও মিলিবে না। চেষ্টা কর ফল ফলিবে, ফলভোগও করিবে। চুঁ,—বা।

বীজ অঙ্কুরিত করিবার সহজ প্রণালী।

যে সকল বীজের আবরণ অপেক্ষাকৃত কঠিন, এবং সেই জন্য অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, তাহাদিগকে একবার ভিজাইয়া লইয়া, ন্যাকড়ার পুঁটুলি মধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়। অনন্তর সেই পুঁটুলিকে দড়ি দিয়া চারিদিক বাঁধিয়া দুইতিন মিনিটকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিবার পরে ক্ষণকাল এক স্থানে ফেলিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে ক্ষণকাল অর্থাৎ ১৫।২০ মিনিট ফেলিয়া রাখিলে জলটা ঝরিয়া যায়। ভাল করিয়া জল বাহির করিয়া দিবার জন্য, অতঃপর পুঁটুলিটাকে ২।৪ বার সজোরে ঝাড়িয়া লইলে ভাল হয়। অনন্তর সেই পুঁটুলিটাকে ক্ষেত্রের কোন কোন-পিটে ছায়ায় (অর্থাৎ যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র আসে) একটী গর্ত্ত করিয়া, উহার মধ্যে সেই পুঁটুলি রাখিয়া উপরে উত্তমরূপে মাটি দিয়া দৃঢ়তার সহিত চাপিয়া দিতে হয়। পুঁটুলির উপরে অন্ততঃ

অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, এবং সেই বিলম্ব হেতু মৃত্তিকার শৈত্যবশতঃ হয় ত পচিয়া যায়, কিম্বা নানাবিধ কীটে নষ্ট করিয়া ফেলে। মূলা, কাঁকুড়, পলা, তরমুজ, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ অসময়ে অর্থাৎ শীতকালে অঙ্কুরিত করিবার জন্য আমি প্রতিনিয়তই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি এবং আশাতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করি। একটী ফসল শেষ হইবার পূর্ব্বে আর একটী ফসল সদ্ভূত করিতে হইলে স্বাভাবিক ঋতুর উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। স্বভাবতঃই এই সব বীজ জন্মিতে কিছু বিলম্ব হয়, কিন্তু এই উপায় দ্বারা, ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়। ভালরূপে ওসকল বীজগুলিকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য চারি পাঁচ দিন সময় দিলে ভাল হয়, তবে একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকিয়া দুই দিনের পর মাটি খুঁড়িয়া পুঁটুলী বাহির করিয়া বীজগুলি একবার দেখা উচিত এবং আর কয়দিন মধ্যে বীজ ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইবে তাহা আন্দাজ করিয়া পুনরায় সেই গর্ত্তে পুতিয়া রাখিতে হইবে। রোপণোপযোগী হইলে বীজগুলিকে লইয়া ক্ষেত্রের মাদার মাদার যথানিয়মে রোপণ করা উচিত। মৃত্তিকা হইতে বীজ উঠাইবার পক্ষে প্রত্যূষ ও সায়ংকালই প্রশস্ত সময়, কেন না এ দুই সময়ে, আলোক কম থাকে। আঁধার হইতে উঠাইয়া একেবারে আলোক ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে উহাদিগের ক্ষতি হইয়া থাকে।—বর্ষাকালে এ প্রণালীতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে, কোন আবৃত ও উচ্চস্থানে ঐরূপে বীজের পাতো দেওয়া উচিত, নতুবা বর্ষার জলে অথবা মৃত্তিকার অতিরিক্ত আর্দ্রতাহেতু বীজ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। উল্লিখিত প্রণালীতে পাতো দিলে সময়ে সময়ে ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে উই ধরিয়া থাকে,

এক দিবস অন্তর পুঁটুলি উঠাইয়া দেখা উচিত। উট হইতে রক্ষা করিবার জন্য, গর্তটী ছাই পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে বীজ সমেত পুঁটুলিটী পুতিয়া রাখিলে ভাল হয়।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি ?

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থার বিষয় স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃতই হৃদয়ে ব্যথা পাইতে হয়। আজ স্বর্ণপ্রসূ ভারত একমুষ্টি অন্ন দিয়া তাহার সকল সন্তানের প্রাণরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী করালবদনব্যাদান পূর্ব্বক যেন বিশ্বসংসার উদরস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সম্প্রতি পঞ্জাবে, গুজরাটে, রাজপুতানায় ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ দাবানল হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আজ উক্ত প্রদেশবাসী দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিবর্গের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েই যে কেবল ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা নহে। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ভারতসন্তানকে দুর্ভিক্ষের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত কলেবরে রোদন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন দেশের অবস্থা এরূপ হইল? পূর্ব্বে ত দেশের সকলেই দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন উদরে দিতে পাইত।

দেশের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। দেশের সাধারণ প্রজার বিশেষতঃ দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতেছে। দেশের এইরূপ অবনতির বহুবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ আমাদের দেশের কর্ষণোপযোগী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমিক হ্রাস। পূর্ব্বে আমাদের দেশের জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত, এক্ষণে আর সে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বে এদেশে বিঘায় পনের ষোল মণ ধান; চারি পাঁচ মণ তিল, মসিনা, সরিষা; দশ বার মণ ছোলা, মসুর, অড়হর; ত্রিশ চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত ইক্ষুগুড়; বিশ মাইশ মণ হরিদ্রা, শুঁট; দশ বার মণ লঙ্কা, মরিচ, কোষ্ঠা, কার্পাস ইত্যাদি জন্মাইত। এক বিঘা তরকারির জমিতে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ও এক বিঘা পাটের জমিতে একশত টাকা উৎপন্ন হইত। এক্ষণে সুবৃষ্টির বৎসরেও আর ঐরূপ ফসল জন্মে না। যদি খুব বেশী জন্মে ত উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। অধিকন্তু এক্ষণে সকল বৎসরে সমান ভাবে সুবৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। কোনও বৎসরে অতি বৃষ্টি, কোনও বৎসরে অনাবৃষ্টি এবং কোনও বৎসরে বিশৃঙ্খল বৃষ্টি লাগিয়াই আছে। অতিবৃষ্টির বৎসরে ফসল সকল হাজিয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং অনাবৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল বৃষ্টির বৎসরে শস্য সকল শুষ্ক বা অন্য বিবিধ প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টি-জলের বিশৃঙ্খলা ব্যতীত ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ হ্রাসই এদেশে শস্যের অল্পতার প্রধান কারণ।

এক্ষণে দেখা যাউক ভূমির উৎপাদিকা শক্তির নাশের প্রধান কারণ কি। সাধারণতঃ সকলেই এবং বিশেষতঃ কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন যে, এক ক্ষেত্রে প্রথম বৎসর যেরূপ ফসল উৎপন্ন হয়, তার পরবৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং বৎসরের পর যতই বৎসর যাইতে থাকে, উত্তরোত্তর ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যায়। বহুকাল এইরূপ ভাবে অবস্থান করিলে ভূমির উৎ-

পাদিকা শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভূমির এইরূপে উৎপাদিকা শক্তি কেন নাশ হয়, তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ভূগর্ভে একটী আন্তরিক শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই আন্তরিক শক্তি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা বাহিরে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ভূগর্ভে একটী কোনও বৃক্ষের বীজ বপন করিলে এবং তাহাতে নিয়মমত জলসেচন করিলে মৃত্তিকা, জল, বায়ু এবং বীজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে ভূমির আন্তরিক শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বৃক্ষটী যখন ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তখন ভূগর্ভস্থ আন্তরিক শক্তির কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা বৃক্ষ ও তৎসমন্বিত ফলপুষ্প আহরণ করিলাম, তাহাতেই আমাদের ভূমির অন্তর্নিহিত শক্তির কিয়দংশ আহরণ করা হইল। এইরূপে আমরা কোনও এক ভূখণ্ড হইতে যত শস্যাদি গ্রহণ করিব, ঐ সকল শস্যাদির সহিত ভূমির অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা শক্তিরও তত হ্রাস হইবে। ফলকথা ভূমির উৎপাদিকা শক্তিই ফলপুষ্পে পরিণত হইয়া মানবের সেবায় নিযুক্ত হয়। ভূমির এই অন্তর্নিহিত শক্তি পটাস্, ফস্ফরিক্ এসিড্ প্রভৃতি দ্রব্যে আবদ্ধ থাকে। আবাদ করিতে করিতে ভূমি হইতে ক্রমে উপরোক্ত পটাস্ প্রভৃতির হ্রাস হয় এবং তাহাতেই ভূমি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা ভূমি হইতে যে শক্তিটুকু উপরোক্ত প্রকারে গ্রহণ করি তাহা আমাদের ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যেমন ঋণ করিলে তাহা প্রত্যর্পণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; সেইরূপ আমরা আমাদের মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীর নিকট হইতে যে শক্তিটুকু ফলশস্যরূপে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাও পৃথিবীকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

কিন্তু কি প্রকারে পৃথিবীর উপরোক্ত প্রকার ঋণ পরিশোধিত হইবে? ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় অতি সহজ। আমরা ভূমি হইতে যে পরিমাণে উহার শক্তি গ্রহণ করি তাহার পূরণ জন্য ভূমিতে সেই পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর শস্যাদি প্রদান করিয়া ভূমির যে সারভাগের ক্ষয় হয়, সার প্রদান করিলে সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের সকলেরই ভূমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আমরা আলস্যপরবশ হইয়া ভূমিতে সার দিতে বিরত থাকি এবং প্রতি বৎসরই ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির অপহরণ করি তাহা হইলে আমরা প্রকৃতই তস্করের কার্য্য করিব এবং চৌর্য্যবৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার না দিই তাহা হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ নাশ হইয়া স্বভাবতঃ উর্ব্বরা জমি একবারে অনুর্ব্বরা জমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। যে জমিতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সারের অভাবে তাহাও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সারপ্রদান করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তির সমতা রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।—উ, না, না।

কুপৌ ফুল।

(ORCHIDS.)

"কুপৌ" ফুল অবিবাহিতা আসামিয়া যুবতীর অতীব আদরের ফুল। তাঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত কুপৌ ফুল দ্বারা বেণীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া

থাকেন। সাধারণত যে কুপৌ-ফুল উহারা ব্যবহার করেন উহা দেখিতে সুন্দর। প্রায় ১½ ফুট দীর্ঘ একটী ডাঁটার চারিদিকে (কলা কাঁদির ন্যায়) কুসুম ফুলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ শত পর্য্যন্ত ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি ফুটিলে প্রায় হরিতাল ঘুঘুর ন্যায় হয় এই জন্য আসামিরা উহাকে "কুপৌ" (ঘুঘু) ফুল বলে। ফুলগুলির পাপড়িগুলি গড়ে লাল বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ঐ জাতীয় অন্যান্য ফুলকে প্রায় "সরমালা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উহার অন্য নাম আসামী ভাষায় বলিতে শুনি নাই।

আসাম পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশ। খাসিয়া, অরন্তিয়া, নাগা মিকির, ডফলা, মিশমি, আকা কুটিয়া প্রভৃতি পর্ব্বতে নানা জাতীয় orchid অধিক পাওয়া যায়। orchid বনজ লতা জাতীয় ও অমর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ গত বৎসর কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় orchid এখান হইতে কলিকাতায় কোন আত্মীয়কে পাঠাই; সেগুলি সবই জীবিত আছে। পাঠাইবার প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে আনাইয়া রাখি ও তৎপরে পাঠাই কিন্তু কিছুই নষ্ট হয় নাই। আর সেই সময়ে প্রায় প্রত্যেক জাতীয় এক একটী এখানে আম ও পেয়ারা গাছের মোকামকড়া ডালে ডালে রাখিয়া দিয়াছিলাম। সেইগুলি সবই বাঁচিয়া আছে ও গত বৈশাখের শেষে ফুল ফুটিয়াছিল। এ বৎসর আর কয়েকটী নূতন orchid আনাইয়াছি। সেগুলিও বাঁচিয়া আছে। অবশ্য উহাদিগকে গাছে রাখা ব্যতীত অন্য কোন যত্ন করি নাই। বাস্তবিক বলিতে কি আমি orchid যে বিশেষ আদরের জিনিস তাহা পূর্ব্বে কখনই মনে করি নাই তবে এখন উহার ঐ গুণে যেখানে দেখি আনাইয়া রাখি। আর একটী বিষয়ে আমার মন উহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। উহা এই—

Orchidর পাতা প্রায় একরূপ অথচ ফুল বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। গত বৎসর মহাভৈরবীর পাহাড়ের একটী আম গাছ হইতে দুইটী orchid গাছ আনি। কিন্তু যখন ফুল হইল তখন দেখি কোন ফুলটীর সহিত কোনটীর সাদৃশ্য নাই—সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপীয় ভাষায় ফুলের গঠন প্রভৃতি দেখিয়া orchidএর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভাষায় orchidএর কোন নাম বোধ হয় নাই থাকিলেও জানি না। তবে আগাছা হিসাবে ধরিলে orchidকে আগাছাই বলিতে পারি। এবং তাহাই যেন ঠিক মনে হয়। কারণ ইহা অন্য একটী গাছকে আশ্রয় না করিয়া হইতে দেখি নাই।

ইউরোপে orchidএর বড়ই আদর। আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যেও দুই দশ জনকে orchidএর আদর করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

Orchidএর গাছ ও ফুল সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় কৃষকে কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিল।—শ্রীযেবনারায়ণ ঘোষ।

কৃষি প্রস্তাব।

আজ কাল ভারতীয় কৃতবিদ্যগণ ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদনের জন্য শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে খানিক কৃষি-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এ সংবাদটী আমাদের নিকট বড়ই প্রীতিজনক। তবে সামান্য একটু বাগ্‌বর্ষণের দ্বারাই এই চির-পতিত ক্ষেত্রটীকে কর্ষণ উপযোগী করা যাইবে,—এ বিশ্বাসটী আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভূত হইতে চায় না। যত দিন প্রাগুক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে না দেখা যায়, ততদিন বদ্ধ-প্রতিজ্ঞার সহিত

এতৎপক্ষে আলোচনাদি করা প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। আপাততঃ কৃষ্যুন্নতি-দ্বারা বৈদেশিক অর্থাহরণের আশু যেমন সুযোগ করা যায়, প্রতিযোগীতায় পরাস্ত করিয়া ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য হঠাৎ ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে কিছু লাভ করিতে পারিবে,—এরূপ অনুমান করা যায় না। ঐ সকল মহোন্নত দেশের কথা ত দূরে থাক, জাপান, অষ্ট্রেলীয়া, রুশিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও যে ভারতের শিল্প সহসা কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিবে—ইহা ত আমাদের সম্ভাবনাতেই কুলায় না! অবশ্য বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্যের আমদানীতে এদেশটীকে যেরূপ অন্তঃসার করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে এদেশের পক্ষে এখন একান্ত প্রযত্নে যে খানিক শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধনে মনোযোগী হওয়া উচিত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে আমাদের কথা এই যে,—শূন্য-গর্ভ ভারতকে কেবল শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারাই যে প্রকৃত পরিপুষ্ট করা যাইবে, তাহার সফলতা তত নিকট নহে; বরঞ্চ-কৃষি-বাণিজ্যের প্রসাদে অদূরে সে আশা ফলোন্মুখী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা করা যায়। এখনও পর্য্যন্ত ভারতীয় পাট, তূলা ও তণ্ডুল প্রভৃতির জন্য যখন বড় বড় উন্নতাভিমানী দেশকেও ভারতের দিকে সতৃষ্ণা নয়নে লক্ষ্য করিতে দৃষ্ট হয়, তখন এই সকল বস্তুর উৎকর্ষতা সাধনে সেই সকল স্থান হইতে কেন না কিছু লাভ করিবার ভরসা করা যাইবে? বস্তুতঃ ভারতীয় কৃতবিদ্-মহাত্মাগণ অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ভারতের কৃষির-উন্নতি করেও খানিক দৃঢ়যত্নশীল হউন ইহাই আমাদের অন্তরের নিবেদন। যারান্তরে আমরা এতৎ সম্বন্ধে স্বানুকূল ও প্রতিকূল পক্ষেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

—নিঃ—বাণিক ফকির।

একটী নূতন উপায়।

সৌন্দর্য্যাধার কুসুম সকলেরই মন আকর্ষণ করে। কিন্তু একবর্ণের পুষ্প সদা সর্ব্বদা দর্শন করিলে তাহাতে নয়নানন্দ সাধিত না হইয়া বরং বিরক্তিই জন্মে। এ নিমিত্ত করুণাময় বিশ্বপিতা ধরাধামে নানা-বিধ বর্ণের পুষ্প সৃজন করিয়াছেন। আবার কৃত্রিম উপায় দ্বারা সেই সমস্ত পুষ্প হইতে নিজের ইচ্ছামত বর্ণের পুষ্প উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ পুষ্পবৃক্ষ জন্মান যাইতে পারে। নিম্নে ইহার উপায় লিখিত হইতেছে।

যে কোন ফুলের বীজ প্রথমতঃ একটী মৃৎপাত্রে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে বপন করিতে হইবে। তৎপর, যে বর্ণ বিশিষ্ট ফুল উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই বর্ণের রং জলে গুলিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দিবসে দুইবার উক্ত বীজরোপিত পাত্রে ছিটা দিবে। যে পর্য্যন্ত না উক্ত বীজ হইতে গাছ জন্মিয়া পত্র বহির্গত হইবে তদবধি পূর্ব্বোক্তরূপে ছিটা দিতে হইবে। এস্থলে মনে রাখা উচিত যে এ পর্য্যন্ত গাছটীকে ঘরের ভিতর অথবা অন্য এরূপ স্থলে রাখিবে যাহাতে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রকারের জল উহাতে না পড়ে। তৎপর আঘাত দ্বারা মৃৎপাত্রটী ভাঙ্গিয়া মাটী সমেত গাছ স্থানান্তর লাগাইয়া প্রথম ২।৩ দিন উক্ত প্রকারের রঞ্জিত জলই দিতে হইবে, তৎপর স্বাভাবিক মত কার্য্য চলিবে। যখন এই বৃক্ষ হইতে ফুল উৎপন্ন হইবে, তখন তাহা অবশ্যই পূর্ব্ব অভিপ্রীত বর্ণ বিশিষ্ট হইবে।—শ্রীগণেশ চন্দ্র দেব বর্ম্মণঃ।

[মন্তব্য।—প্রণালী দ্বারা কথিত ফুলের ইচ্ছামত যেকোন রং ফলাইতে পারা যায়—এরূপ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। আপনি উক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না—লিখিলে বাধিত হইব।—কৃঃ সঃ]

জষ্টীস রাণাডে।

বম্বে হাইকোর্টের জজ রাণাডে মহোদয়ের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্ন অপসৃত হইল। তিনি একজন প্রকৃত ভারতহিতৈষী ছিলেন এবং সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় যদি নিয়মিত সরকারী কার্য্যে ব্যয়িত না হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দেশের জন্য আরও অধিক করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ই গতাসু হইয়াছেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

১৮৪২ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী তারিখে নাসিক রাও গোবিন্দ রাণাডে মহাশয়ের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর তখন একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে একখানি ভাড়ার গাড়ী করিয়া কল্যাণপুরে লইয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মাতা ঘুমাইয়া পড়েন এবং তিনি গাড়ী হইতে পড়িয়া যান; কেহই এ ঘটনা দেখিতে পায় নাই। পরে তাঁহার পূর্ব্বভাত ভিঠল রাও সেই পথে ঘোটকারোহণে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইলে তিনি Elphinstone Collegeএর সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি matriculation এক্জামিনে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি এম এ ডিগ্রি পান এবং দুই বৎসর পরে এল এল বি ডিগ্রিও পান। ১৮৭১ সালে তিনি এডভোকেট হন।

১৮৬৬ সালে তিনি মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদক পদে ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। দুই বৎসরে তাঁহার বেতন ৪০০ টাকা হয়। এই সময়ে তিনি Elphinstone Collegeএর সহকারী প্রফেসর নিযুক্ত হন, এবং ১৮৭২ সাল অবধি ঐ পদে থাকেন। ১৮৭৩ সালে তিনি ৮০০ টাকা বেতনে পুনার ১ম গ্রেড সবজজের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনা স্মল কজ কোর্টের প্রধান বিচারালয়ে নিযুক্ত হন। ইহার পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্পেশাল জজ নিযুক্ত করেন। তাঁহার বেতন তখন ১৭৩৪ টাকা। এই সময়ে তিনি কিছুদিন Finance Committeeতে কাজ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিযুক্ত হইতেন।

নিউফাউণ্ডলেণ্ড্ হইতে ১০০০ জন সৈনিক ও ১২০০ শত ঘোড়া সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে।

নাই। কোচবিহারের মহারাজা মার্সেলিস গমনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আশা করি মহারাজ নিরাপদে সমুদ্র পার হইয়া মার্সিলিসে পৌঁছিবেন।

লর্ড কিচেনার তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন যে, জেনারেল ডি ওয়েট নামক শান্তি-সমিতির (Peace Committee) ইংরেজ দূতকে বেত্রাঘাত ও পরিশেষে ফাঁসী করিয়াছে।

নূতন পোষ্ট আফিস। পুনাস্থের কার্ব্বিদারে খিদমদ্গিকাল সোসাইটীর কার্য্যালয়ে গভর্ণমেণ্ট একটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আফিস স্থাপন করিয়া স্থানীয় সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

গতপূর্ব্ব শুক্রবার রাত্রে জেনারেল বেলার ৮০ শত ঘুড়সৈন্য লইয়া ইংরাজদের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয় ও পরদিন প্রাতে প্রিটোরিয়ার অনতিদূরে কাফেলডনে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে। ৬ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ইংরেজদিগেরই জয়লাভ হইয়াছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু।

গত বুধবার প্রাতে ৫টা ২৫ মিনিটের সময় সংবাদ আসিল যে, মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

[রোগের সূত্রপাত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যেরূপ সংবাদ আসিয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।]

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভরাতেশ্বরী পীড়িতা।

গত ১৮ই জানুয়ারী মহারাণী প্রথম পীড়িতা হন। অসবর্ণ গ্রহপ্রাসাদে ডাক্তারেরা তাঁহার চিকিৎসা করেন।

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

গত ১৯শে জানুয়ারী সংবাদ আসিল—মহারাণী অত্যন্ত পীড়িতা ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু রোগ উপশমের একটু একটু লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সমস্ত রাজপরিবার ওসবোরণে সমবেত হইয়াছেন।

জার্ম্মান সম্রাট, ডিউক অব্ কনটকে (যিনি বার্লিনে ছিলেন) সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

ঐ দিবস বেলা ১১টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মহারাণী বিগত রাত্রে এক দণ্ডও সুস্থির থাকিতে পারেন নাই ও কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

সমস্ত সাম্রাজ্যবাসী সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। সকলেই খবরের কাগজে কখন কি সংবাদ বাহির হয় তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রাতে গির্জ্জাতে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী বেলা ৪—৩০ মিনিটের সময় সংবাদ—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে, জীবন সংশয়।

রাত্রি ১০— ১৫ মিনিট সময় সংবাদ এই যে, সকলেই হতাশ হইয়াছেন এবং কয়েক ঘণ্টা মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হইবে সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন।

২১শে সোমবার। অবস্থা আরও শোচনীয় দুর্ব্বলতা বাড়িতেছে, পথ্য গলাধঃকরণ হইতেছে না।

সম্রাট উইলিয়ম ও ডিউক অব কনট লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন এবং প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ১০টার সময় আসিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ওসবরণে ফিরিয়া গিয়াছেন।

২১শে জানুয়ারী সোমবার বেলা ১১টার সময় কিছু সুস্থ বলিয়া বোধ হয়। একটু অধিক পরিমাণ পথ্য গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, একটু নিদ্রা হইয়াছিল। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতার জন্য পীড়া এত সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে: মস্তিষ্কের এইরূপ পীড়ায় সুদক্ষ চিকিৎসক ডাক্তার বাবলো নিকটে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

২১শে সোমবার বেলা ৩টা। রাজপরিবার সমস্ত মহারাণীর শয়নকক্ষে সমবেত হইয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা হইতেছে।

মহারাণীর পীড়ার বার্ত্তায় সকলেই উৎকণ্ঠিত ও উদ্গ্রীব হইয়াছেন। সকলেই প্রতিক্ষণ দুঃখ-সূচক সংবাদের আশঙ্কা করিতেছেন।

রাজকার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। লর্ড সলিসবরীকে ওসবোরণে যাইতে হইয়াছে।

সামান্য উন্নতি লক্ষণ।

২১শে সন্ধ্যা ৪টার সরকারী সংবাদে প্রকাশ—অবস্থা সামান্য ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সংবাদ।

অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। মহারাণী কিছু আহার করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতেছেন।

রাজপ্রাসাদ মধ্যে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। সম্রাট উইলিয়ম প্রাসাদে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কোন মন্ত্রীকে এ পর্য্যন্ত আহ্বান করা হয় নাই। কিন্তু মন্ত্রীদিগকে আনিবার নিমিত্ত স্পেশ্যাল ট্রেণ প্রস্তুত ছিল।

অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন।

২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার, সকাল ৮টার সময়ের সংবাদ—মহারাণীর বল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে। অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন।

মহারাণীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়াতে অনেক আবশ্যকীয় রাজকর্ম্মাদি স্থগিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

মহারাণী রোগশয্যায় পতিতা হওয়াতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে শোকসহানুভূতিপূর্ণ তার সংবাদে বুঝা যায় যে জগৎশুদ্ধ লোক তাঁহার অসুখে শোক করিতেছে। এবং সুস্থ সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহারাণীর প্রতি ভক্তি বিশ্বব্যাপিনী।

বেলা দ্বিপ্রহরের সংবাদ—অবস্থার কোন ভাল মন্দ পরিবর্ত্তন এখনও হয় নাই এবং তিনি নিজ পরিবারবর্গের অনেককেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। এবং এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছেন।

অন্তিম সময়।

বেলা ৪টা—ক্রমশঃ অল্পে অল্পে রাণীর অন্তিমসময় অগ্রসর হইতেছে।

মহারাণীর মৃত্যু।

বুধবার প্রাতে ৫—২৫ মিনিটে সংবাদ আসিল—

Her Majesty the Queen-Empress Victoria is dead.

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহজগতে আর নাই।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

২৪শে জানুয়ারীর সংবাদ।

মহারাণীর দেহ এখনও মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে। আকৃতি মার্ব্বেল প্রতিকৃতির ন্যায় স্থির ও দর্শিপূর্ণ। বাহুদ্বয় একটীর উপর অন্যটী ন্যস্ত রহিয়াছে। এবং একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত ক্রুশে মৃত যীশুখৃষ্টের আকৃতি বক্ষঃস্থলে স্থাপিত রহিয়াছে। দুইজন ভারতবাসী ও একজন স্ত্রী-পরিচারিকা শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। এবং সৈন্যেরা সিঁড়িতে সারবন্দি হইয়া পাহারা দিতেছে।

২৪শে জুন পর্য্যন্ত মোর্ণিং (Mourning) হইবার, এবং আগামী সালের ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাফ মোর্ণিং (half mourning) হইবার হুকুম হইয়াছে।

অস্‌বরণ রাজপ্রাসাদ হইতে মহারাণীর মৃতদেহ—১লা ফেব্রুয়ারী স্থানান্তরিত করা হইবে, এবং ২রা ফেব্রুয়ারী সমাধিস্থ করা হইবে।

মহারাণীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার ফিউনারাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিলিটারী প্রথায় সম্পন্ন হইবে।

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণীর মৃত্যু-সংবাদে আজি সমগ্র জগত শোকাভিভূত ও মর্ম্মাহত হইয়া করুণ-বিলাপ করিতেছে। তিনি যে এরূপ হঠাৎ আমাদিগকে কাঁদাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিবেন, তাহা কেহই স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভারতবাসীমাত্রেই তাঁহাকে হারাইয়া শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে। তিনি ভারতবাসীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদিগের জননী স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আজ যথার্থই মাতৃহীন হইলাম। যখনই আমরা তাঁহার নাম অত্যাচারে উৎপীড়নে স্মরণ লইতাম, আমাদের অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া নম্রনাম্রত হইত। আমরা যে এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিপর্য্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইলাম তাহা বলিবার নহে।

ইংলণ্ডের নূতন রাজা ও ভারতের নূতন মহারাজা।

ইংলণ্ডের রাণী ও ভারতের মহারাণী জগজ্জননী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হওয়ায়, আমাদিগের সুপরিচিত যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের মহারাজা হইলেন। তাঁহার নাম হইল মহারাজা এডওয়ার্ড দি সেভেন্থ (Edward the Seventh) বা সপ্তম এডওয়ার্ড, ইংলণ্ডের রাজা এবং ভারতের মহারাজা। গত বৃহস্পতিবার বেলা দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ১০১ কামান গর্জ্জনের সহিত যুবরাজ ভারতের মহারাজা হইলেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। শতাব্দী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের মহারাজা পরিবর্ত্তিত হইল। বিধাতার ইচ্ছায় ইংলণ্ডেশ্বরী ৬৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে গত মঙ্গলবার ২২শে জানুয়ারী ১৯০১ সাল সন্ধ্যা ৬৷৷০টার সময় প্রাণ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার প্রাণান্তে তৎপুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ৫৯ বৎসর বয়সে গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯০১ সাল, বুধবার বৈকালে ৪—৩৫ মিনিটে ইংলণ্ডবাসী দ্বারা ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। ইংলণ্ড জয়যুক্ত হউক। রাজা দীর্ঘজীবি হউক।

মানব জীবনের দায়িত্ব।

মানব জীবনের দায়িত্ব বুঝিতে হইলে, মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। মনুষ্যত্ব যে কি তাহা এক কথায় বুঝান যায় না। এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে, জাতি ভেদে, প্রকৃতি ভেদে, বিভিন্ন প্রকার মত লক্ষিত হয়। এই ভারতে অনেক আদিম অসভ্য—আমরা তাহাদের অসভ্য বলি—জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু আমরা পুত্র কন্যার বিবাহ না দিলে আমোদিগকে লোকের নিকট, সমাজের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্যেরা যখন প্রকৃত ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন স্বহস্তে হলাকর্ষণ ও গোপালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অপমান বোধ করিতেন না। এখন কিন্তু অনেকেই এ সকল কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন। প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বলপূর্ব্বক অপরের কন্যা অপহরণপূর্ব্বক বিবাহ করা মনুষোচিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। য়ুরোপীয়েরা আপনাদের কন্যার দুই বা ততোধিক বার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত নন। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেই বিধবার পুনর্ব্বিবাহের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিবেন।

মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইলে মনুষ্য জীবনটা যে কি বা মানুষ কি বুঝিতে হইবে। মানুষ জড় পদার্থ হইতে বিভিন্ন, জড় পদার্থ-সংজ্ঞাহীন, মানুষ সংজ্ঞ। মানুষ, সৃষ্টির অন্য প্রাণীসমূহ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। মনুষ্যের সমাজ আছে, সংসার আছে, পিতামাতা বন্ধুপরিজনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। পশুপক্ষী প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীর মধ্যে সামাজিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ন্যায় তাহাদেরও স্নেহ মমতা আছে, কিন্তু স্নেহ মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলির পূর্ণবিকাশ হইয়াছে—মানুষে। মানবের বর্ম্ম বলিয়া একটী জিনিস আছে, পশুতে তাহা নাই। রাগ-দ্বেষাদি রিপুর তাড়নে জগতের প্রাণীমাত্রেই অল্প বিস্তর পীড়িত। কিন্তু মানব সেগুলিকে যথোচিত দমনে আনিতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণীর রিপুদমনে সামর্থ্য নাই। মানবের যেমন প্রবৃত্তি আছে তেমনই আবার প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিবেকবুদ্ধি আছে। আবার মানবের জড়জগতের সহিত ও সৃষ্ট প্রাণীসমূহের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, প্রকৃতি পুরুষের অপূর্ব্ব মিলনে এই জগতের সৃষ্টি। বায়বাদি পঞ্চভূতাত্মা দেহ হইতে জীব মিথুন দ্বারা যাবতীয় প্রাণী সৃষ্ট হই-

আছে। পঞ্চভূত হইতে ঐরূপে মানব জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং ঐ মানব জীবনসংরক্ষণ, সংবর্দ্ধনার্থ মানবেতর প্রাণিসকল অনাদিকাল সহায়তা করিয়া থাকে। উক্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সত্ত্বেও জীবনটা ঘোরতর সংগ্রাম। সংগ্রামস্থল বাহ্যজগত, সংগ্রামও বাহ্যজগতের সহিত। প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে এই সংগ্রাম সূচিত হইতেছে। বাহ্য জগতের জয় হইলে জীব নষ্ট হয়, বাহ্যজগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে মানব বাঁচিয়া থাকে, এইটীই হইল মানবের জীবন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বাহ্য জগতের সহিত সংঘর্ষণ বিঘর্ষণ হইতে উৎপন্ন নানা বিঘ্ন বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত মানব ঘর বাঁধিয়া সংসার পাতিয়া সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক লোকালয়ে বাস করে। এখানেও জীবন-সংগ্রামের অন্ত হইল না। সমাজেও মানবের মানব-সংসর্গে অশেষ প্রকার সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখ আমাদের প্রিয় এবং দুঃখ সর্ব্বথা পরিহার্য্য, তবে এ কথাও বলিলেও চলে বাহ্যিক ও মানসিক দুঃখসমূহ নিরাকৃত করিয়া সুখান্বেষণেই মানব জীবন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানব সমাজে না হইলে থাকিতে পারে না অথবা সমাজে না হইলে মানবের মানবত্ব বিকাশ পায় না। কোন একটী শিশুকে যদি ভূমিষ্ট হইবামাত্র, লোকালয় হইতে দূরে মানব-বর্জ্জিত কোন স্থানে পশু প্রভৃতির সহিত একত্র রাখা যায়, তবে নিশ্চিতই সে কালে-পশ্বাদির ন্যায় আচরণ-বিশিষ্ট হইবে। স্ত্রীপুরুষ, সন্তান সন্ততি প্রভৃতি একটী পরিবারসমষ্টি লইয়া সংসার। অনেকগুলি সংসার দ্বারা একটী সমাজ গঠিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমাজ, আমাদিগকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, শিখাইয়া, পড়াইয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়াছেন। সমাজ পালনকর্ত্তা, আমরা তাহার অপগণ্ড সন্তান, সমাজ শিক্ষক, আমরা তাহার ছাত্র। সুতরাং আমরা সমাজের নিকট বিবিধপ্রকারে ঋণী। সমাজ আমাদিগকে ঋণ দেন—সুদ সমেত শোধ লইবার জন্য। সমাজের নিকট আমাদের এইটুকু বাধ্যত্ব। সমাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমাদের মেধা বুদ্ধি শারীরিক পরিশ্রম ও সোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা সমাজের এই ঋণ শোধ দিতে হইবে। শুদ্ধ সুদসমেত ঋণ পরিশোধ হইলেই দায়িত্ব মিটিল না। ভবিষ্যতে সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে অনেককে ঋণ দান করিয়া যাইতে হইবে, এবং কিছু তহবিলে মজুত করিয়া রাখিয়া গেলে আরোও ভাল হয়। জগতে অনন্ত প্রবাহের স্রোত চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে মেঘ উৎপন্ন হইতেছে, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টির জল আবার নদনদীরূপে পরিণত হইয়া বিশাল সমুদ্রে যাইয়া মিশিতেছে। উপরন্তু আবার বৃষ্টি হইলে শস্য উৎপন্ন হইতেছে এবং শস্যে মানবের ও মানবেতর প্রাণীর অন্নসংস্থান হইতেছে। এখানে শুধু ঋণ পরিশোধ হইল না, আরো অনেক কার্য্য বেশীর ভাগ সাধিত হইল। মানবও এইরূপ জীবিতাবস্থায় নিজের কায়িক ও মানসিক শ্রম দ্বারা সমাজের কার্য্য করে। দেহান্তে পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত মিশাইয়া জড় জগতের ঋণ পরিশোধ করে এবং কীর্ত্তি রাখিয়া গেলে সমাজের বলাধান করিয়া ভবিষ্যতে সমাজের ভিত্তি দৃঢ় করে। মনুষ্য বা অন্য প্রাণীর কথা ছাড়িয়া দাও, উদ্ভিদগণেরও এই পদ্ধতি। তাহারা মৃত্তিকায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া মাটীর রসে পরিপুষ্ট হইয়া অবশেষে জীবনান্তে মৃত্তিকার প্রতি অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে, অধিকন্তু কৃষকের পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ কৃষককে ফল-ছায়া প্রদান করিয়া যায়। এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত যে মাটীতে যেমন আগাছা, কুগাছা জন্মিতে পারে তেমনি সমাজ শরীরেও কুগাছা জন্মিতে পারে। এই কুগাছাগুলি জড়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে বটে, কিন্তু ফলছায়া প্রদানে অক্ষম সুতরাং সে গুলি মৃত্তিকা ও সমাজ শরীর হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। কুগাছাগুলি যেমন ক্ষেত্রের রসাকর্ষণ করিয়া শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে, তেমনি যে সকল লোক কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, সর্ব্বদা সদাচার বিরুদ্ধ কার্য্যে নিরত, তাহারা সমাজের ঘোর অনিষ্টকারক। তাহারা সমাজের নিকট কৃতঘ্ন, তাহাদের অসদ্ব্যবহারে সমাজ বিপ্লব ঘটে। ক্রমশঃ

উত্তরপ্রবাসীর পত্র।

যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য আমি ও আর ৩টজন অনুচর একসঙ্গে বাটী হইতে রওনা হইলাম। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বেলা তিনটার সময় পরগ্রামে ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের (Eastern Bengal State Railway) বারসই জংসন ষ্টেসনে পৌছিলাম। এই শাখা লাইন পার্ব্বতীপুর জংসন হইতে পূর্ণিয়া মনিহারী ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। আবার বারসই জংসন হইতেই একটী শাখা লাইন উত্তরাভিমুখে কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত গেছে। আমরা তিনজনেই বারসই আরোহণ করিয়া কৃষ্ণগঞ্জ অবতরণ করিব।

বেলা ৪টা বাজিল, পশ্চিম কাটীহার হইতে লোক্যাল ট্রেন (Local Train) বারসই আসিয়া পৌছিল; এই স্থানে গাড়ী ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে। তদনন্তর উহা দিনাজপুরাভিমুখে গমন করিল। কাটীহার হইতে আবার একটী লাইন পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া ভাগলপুর সন্তীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ক্রমে ৪টা বাজিল, তখন কৃষ্ণগঞ্জ লাইনের গাড়ী খুলিবার ৩ ঘণ্টাধ্বনি হইল। আমরাও তিন জনে মধ্যম শ্রেণীর (Intermediate Class) তিন খানি টিকিট লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। বাষ্পীয় শকট আমাদিগকে বক্ষে লইয়া হেলিতে দুলিতে মন্থরগমনে কৃষ্ণগঞ্জাভিমুখে প্রধাবিত হইল। বলা বাহুল্য, এই ছোট রেলের গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে, কারণ ইহার রাস্তা এখনও পাকা হয় নাই। বর্ষাকালে ইহা বিশেষ ভুগিয়া গিয়া ২।১ দিবস গাড়ীর গতিবিধি বন্ধ হইয়া যায়। কিয়দ্দূরেই "সুখানী" ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া "রূপ কোলা" আসিয়া পৌছিলাম। এখন সন্ধ্যা অস্ত যাইতেছেন, এইস্থানে গাড়ী ১০ মিনিট অপেক্ষা করে। বহুতর প্যাসেঞ্জার (Passenger) ব্যস্ত হইয়া "পানি পাঁড়ে পানি পাঁড়ে" করিয়া উচ্চ চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু পাড়েজী যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, তাহার আর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। এদিকে সময় অতিক্রম হইয়া আসায় ড্রাইভার (Driver) গাড়ী চালাইয়া দিলেন। সুতরাং ঐ সকল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণের উচ্চ চীৎকার অরণ্য রোদনে পর্য্যবসিত হইল। তৎপরে "মনহরা" ও "কাস্তি" ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আমরা কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনে পৌছিলাম। রাত্রি তখন প্রায় ৮টা বাজিয়াছে। আমরা তিনজনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব দ্রব্যজাত সহ প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি একটী লোক লণ্ঠন হস্তে আফিস গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলের টিকিট লইতেছেন, আমরাও তাঁহাকে টিকিট তিনখানি দিয়া ষ্টেসনের বাহির হইলাম।

এই লাইনের কোন ষ্টেসনেই যাত্রীদিগের থাকিবার ওয়েটিং রুম (Waiting Room) নাই। সুতরাং আমরা বাজারের দোকানে যাইতে বাধ্য হইলাম। ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরেই বিস্তৃত "দার্জ্জিলিং রোড" (Darjeeling Road)—এই রাস্তাটী গবর্ণমেণ্টের। পূর্ণিয়া হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণগঞ্জ দিয়া দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তাটী পাকা এবং ইহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী পূর্ণিয়া হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত থাকায়, তাহাদের সুশীতল ছায়ায় পথিকগণকে পথশ্রমে ক্লান্ত হইতে হয় না। এরূপ জনশ্রুতি শুনিলাম যে যখন শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রেল লাইন খোলা হয় নাই, তখন বড় লাট ও ছোট লাট এই রাস্তা দিয়া দার্জ্জিলিং যাতায়াত করিতেন। তজ্জন্য টেলিগ্রাফ তার পূর্ণিয়া হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত আছে। মধ্যে কেবল কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনে এই তার নামিয়াছে, নচেৎ আর কোথাও নামে নাই। আমরা এই রাস্তা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণগঞ্জ বাজারে উপস্থিত হইলাম এবং একটী

জানুইস সোকানে আহারাদি সমাপনান্তে রাত্রিযাপন করিলাম।

কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটেই পাগড়ার নবাব আতাহোসেনের বাটী, ইনি পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। নাবালক নবাব পুত্রের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত আছেন। ইহারা মুর্শিদাবাদের নবাবের দৌহিত্র। এই ষ্টেটের ম্যানেজার মিঃ এ, সি, রোল্ট (Mr. A. C. Rolt) সাহেব বাহাদুরের প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ "পাগ্‌ড়ার মেলা" প্রতি পৌষ পূর্ণিমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মেলায় পূর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুরী প্রভৃতি স্থানের বহুতর দোকানদার ও পরিবার আসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভোটানের ঘোড়াও প্রচুর আমদানী হয়। এই মেলার পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মহিষ ও ঘোড়াই প্রধান। তদতিরিক্ত হস্তী, উষ্ট্র, গরু, ছাগ ও বহুবিধ মনোহারী দ্রব্য এবং কাপড়ের দোকানও আসিয়া থাকে। মেলায় ম্যানেজার সাহেবের বিশেষ যত্ন আছে। তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টায় মেলাটীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহার পরিধি এক ক্রোশেরও বেশী হওয়া সম্ভব। আমোদ ও কৌতুকজনক থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদিও ষ্টেট হইতে হইয়া থাকে।

এইস্থানে কৃষ্ণগঞ্জ সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। কৃষ্ণগঞ্জের বর্ত্তমান নবাব মহম্মদ রেজাখাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এই স্থানে জমিদারী করিতেছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া এখানে উপনীত হন। এবং কৃষ্ণগঞ্জের পশ্চিমপার্শ্বস্থ "বনজান" নদীর তীরে কোন একটী বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক এ নদীর শীতল সলিলে পিপাসার শান্তি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সন্ন্যাসী কথেক বিশ্রামান্তে পথবাহী জনৈক লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইস্থানের নদীর ও জমিদারের নাম কি? পথিক উত্তর করিল, জমিদারের নাম (অপরিজ্ঞাত) স্থানের নাম "বদরগঞ্জ" ও নদীর নাম "বনজান!" এই সমস্ত কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "যখন এই স্থানের সমস্তই ম্লেচ্ছের অধিকার, তখন পিপাসায় প্রাণান্ত হইলেও জলস্পর্শ করিব না।" এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন তাহার পর নিদর্শন পাওয়া গেল না। ক্রমে এই কথা তাৎকালিক নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সন্ন্যাসীর বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শুনা যায় এই নবাবও অতিথিসেবী ছিলেন এবং দানশীলতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার অধিকার হইতে পিপাসার্ত্ত অতিথি বিমুখ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরদিবস "বদরগঞ্জ" সহরে আদেশ প্রচার করিলেন যে অদ্য হইতে "বদরগঞ্জ" পরিবর্ত্তে এই সহরের নাম "কৃষ্ণগঞ্জ" হইল। সেই অবধি এই স্থান "কৃষ্ণগঞ্জ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কৃষ্ণগঞ্জ নামধেয় পূর্ণিয়া জেলায় একটী মহকুমা আছে, কিন্তু মহকুমাটী নিজ কৃষ্ণগঞ্জে নাই, দেড় ক্রোশ পশ্চিমদিকে "ভারিয়া ডাঙ্গী" নামক স্থানে আছে, কলতঃ নাম "কৃষ্ণগঞ্জ সবডিভিসন" (Kissengunj Sub-divison) বলিয়াই চলিতেছে। ভারিয়াডাঙ্গী স্থানটী পল্লীগ্রামের ন্যায়, এখানে দৃশ্য কিছুই নাই, কেবল এক বিচারালয় মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণগঞ্জ বহুসংখ্যক সম্পত্তিশালী মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী, ঢাকাবাসী, পশ্চিমাও নেপালিয়ের দোকান আছে। তন্মধ্যে নিমচন্দ মাড়োয়ারিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে শুঁড়ী, হালুই, চাপোয়াল, সোণার ও মুসলমানই প্রধান, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নাম গন্ধ নাই, তবে ব্যবসায় বা চাকরী উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণাদি ভদ্র লোককে দেখা যায়। উক্ত মহকুমাটী ভারিয়া ডাঙ্গী

হইতে নিম্ন কৃষ্ণগঞ্জেই উঠিয়া আসিবার আন্দোলন চলিতেছে।

কৃষ্ণগঞ্জ হইতে আমাদের কর্ম্মস্থল ১৬ ক্রোশ উত্তর সুতরাং এই বিস্তীর্ণ পথ গ্রীষ্মের সময় পদব্রজে যাওয়া কষ্টকর বিবেচনায় গোগাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। বেলা প্রায় ১২টার সময় শকটারোহণে আমরা যাত্রা করিলাম। গাড়ী বিস্তৃত দার্জ্জিলিং রোডের উপর দিয়াই বরাবর চলিতে লাগিল। স্নিগ্ধ সমীরণ পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী দোলাইয়া দোলাইয়া আমাদের ঘর্ম্ম সিক্ত কলেবর সুশীতল করিতে লাগিল, ব্যবসায়ীরা শত শত গাড়ী ঘোড়া লইয়া এই রাস্তা দিয়া দিবা রাত্রি অনবরত চলিতেছে। ক্রমে আমরা "গরশাল থানার" নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মফস্বল পরিদর্শনের "ডাক বাংলা" (Inspection Banglow) আছে।

দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিতেছে, দেব মরিচ-মালী স্বীয় অস্তাচল শিখরে অস্ত গমনোন্মুখ হইতেছেন। পক্ষীগণ কলরব করিয়া স্ব স্ব কুলায়াভিমুখে আসিতেছে। এমন সময় আমরা "ধানতোলা" নামক স্থানে উপনীত হইলাম। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলে দস্যুর ভয় যথেষ্ট, সুতরাং সকলে সতর্কভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেগে গাড়ী হাঁকাইতে শকটবানকে বলা হইল। প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় "ইসলামপুর" নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে দার্জ্জিলিং রোড পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখে আমার কর্ম্মস্থল "শীতলপুর" যাইতে হয়। উল্লিখিত ইসলামপুরে অনেক বিশ্রামান্তে পুনরায় শকটারোহণে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় "শীতলপুরে" পৌঁছিলাম। সকলে রাত্রি যাপনান্তে প্রাতঃকালে আমার সমভিব্যাহারী অনুচর দুইজন "কানীয়াগঞ্জ"—তাহাদের কর্ম্মস্থলে—যাত্রা করিলেন। ইহা শীতলপুর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তর। আমি শীতলপুরেই থাকিলাম।—ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

Calcutta Almanac for 1901.—কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায়দার বি, কে, দাস কোম্পানি দ্বারা কলিকাতা ৪নং উইলিয়মস লেন হইতে প্রকাশিত। আমরা সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত এই পঞ্জিকাখানি উপহার পাইয়া যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাতে একাধারে, ইংরাজি, বাঙ্গালা এবং মুসলমানী মাস ও তারিখ আছে এবং হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির জ্ঞাতব্য পর্ব্বদিনাদিরও উল্লেখ আছে। মোট কথা পঞ্জিকাতে যাহা থাকা আবশ্যক ইহাতে তাহা সমস্তই পাওয়া যায়। এই বহুমূল্য প্রস্তুত পঞ্জিকা প্রকাশকেরা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। যে কোনও ভদ্রলোক উক্ত কোম্পানির নিকট হইতে কখনও কোনও দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন তাহা জানাইলে উঁহারা নিজ হইতে ডাকমাশুল দিয়া ক্রেতার নিকট একখানি পঞ্জিকা পাঠাইয়া দেন। অপর সাধারণে অর্দ্ধ আনার ডাক মাশুল পাঠাইলেই ঘরে বসিয়া এক একখানি পঞ্জিকা পাইবেন।

উক্ত পঞ্জিকাতে বি, কে, দাস কোম্পানির নব প্রস্তুত নানা প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদিরও বিবরণ আছে। আমরা কোম্পানির প্রস্তুত দ্রব্যাদির তালিকা পাঠ করিয়া যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বিলাতী বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর এদেশ হইতে বহুসংখ্যক মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যদি নিতান্তই বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে দেশীয় প্রস্তুত দ্রব্যই ব্যবহার করা ভাল। ইহাতে দেশের টাকা দেশে থাকিয়া যায় এবং ক্রেতাকে বহুমূল্য দিয়া সামান্য মূল্যের বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আমরা উপরোক্ত কারণে দেশীয় প্রস্তুত দ্রব্যাদির ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী এবং নিমিত্তই আমরা বি, কে, দাস কোম্পানির প্রস্তুত দ্রব্যাদির আদর হইতে দেখিলে আন্তরিক সন্তুষ্ট হইব। আশা করি সাধারণ উক্ত কোম্পানির উৎসাহবর্দ্ধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ২২শে মাঘ সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৭শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কৃষি সংবাদ	২৫৭
সার ও তাহার কার্য্য	২৫৯
কৃষিকর্ম্মে ভুল	২৬০
আলুর পচন নিবারণ	২৬১
মৃত্তিকা তত্ত্ব	২৬২
কলিকাতা	২৬৫
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	২৬৫
একটী প্রশ্ন	২৬৭
ভারতে অনাবৃষ্টি	২৬৮
মানব জীবনের লক্ষ্য	২৬৯
উত্তর প্রবাসীর পত্র	২৭১

রামেশ্বর কেরাণীগঞ্জ নবীন সমাজের অন্তর্গত নীর অধিবাসী শ্রীমতী ভেঙ্কটেশ্বরিয়া নিবাসিনী কমলা করার গুরু অত্যন্ত বদান্য চরিত্রের শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় মহাশয় সপরিবারে আনন্দসাগরে সহ শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন ও অকাল স্বর্গ কামনায় ৩ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীরামেশ্বর সরকার।

কৃষি সংবাদ।

তুলা :—পুনা এবং সুরাট আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ—হিঙ্গিণ্ট ও ব্রাচলের কার্পাস চাষে সুফল পাওয়া গিয়াছে। বেরী তুলা উক্ত আদর্শ ক্ষেত্রদ্বয়ে আশানুরূপ ফলে নাই এবং উহা উক্ত দেশের উপযোগী নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে

কয়েক দিন যাবৎ এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। উৎকৃষ্ট চাউল এখানে ৫৲ ৬৲ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কিছুকাল যাবৎ এখান হইতে অনেক চাউল রপ্তানী হইতেছে করিমগঞ্জ, বদরপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে চাউল রপ্তানী হইতেছে।—হিঃ হিঃ।

বোম্বে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।—দীর্ঘকাল শেষ হইতে চলিল। শস্য যাহা উৎপন্ন হইবার তাহা উৎপন্ন হইল, কিন্তু ভারতে দুর্ভিক্ষের অবসান অদ্যাপিও হইল না। বোম্বে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের

অস্থিচর্ম্ম সার দেহ এখনও ক্ষুধার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে দেখা যায়। আহম্মদ নগর, বিজাপুর, সাতারা, পাচমহল প্রভৃতি জেলায় সরকারী রিলিফ কার্য্যে কৃষকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডিসেম্বরের শেষে বারিপাত না হওয়ায় স্থানে স্থানে শস্যের দর বাড়িতেছে। ভবিষ্যৎ বিভীষিকাময় বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বম্বে প্রেসিডেন্সীর মধ্য ও উত্তর প্রদেশসমূহে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এ বৎসরও থাকিবে, সুতরাং ঐ সমস্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষপূর্ত্তের কার্য্য চলিবে। আর দুর্ভিক্ষের জন্য যে সকল শিশু পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছে, তাহাদের ভরণপোষণের জন্যও গবর্ণমেণ্টকে অগ্রসর হইয়া রাখিতে হইবে। আপাততঃ এই জন্য ৮ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

ইক্ষু।—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে ইক্ষুর চাষ ও ইক্ষু চিনি প্রস্তুত প্রণালীর কিরূপ উন্নতি সম্ভবে তদ্বিষয়ে বাঙ্গালা বা হিন্দি ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক জমিদারী পঞ্চায়ৎ সভা হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত সভায় কৃষি বিভাগের পরিদর্শক ও সহকারী সভাপতি কাশিম বাজারের শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পারিতোষিকপ্রদান ও প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের ভার লইয়াছেন। প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য বিবরণ সভার সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।—হিতবাদী।

কার্পাস সংবাদ। গত বৎসর পাঞ্জাবে ১২ লক্ষ, ১৫ হাজার ৭ শত একার পরিমিত ভূখণ্ডে কার্পাসের চাষ হইয়াছিল। গত ৫ বৎসরের মধ্যে ঐ অঞ্চলে এত অধিক পরিমিত ভূখণ্ডে কার্পাসের কৃষি হয় নাই। ৫৩ বৎসর কীটে পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে তুলার বড়ই ক্ষতি করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে অতি বৃষ্টি হইয়াও কার্পাসের উৎপত্তির বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

অতিবৃষ্টি। গত ১৩ই জানুয়ারি বোম্বাই নগরে প্রায় সমস্ত দিবসব্যাপী বৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ বৃষ্টিতে উষ্ণতা প্রায় ১ ডিগ্রি কম বৃদ্ধি হইয়াছে। গত শতাব্দী মধ্যে আর দুইবার ব্যতীত বোম্বাই নগরে এরূপ বৃষ্টি কখনই হয় নাই। সমস্ত বোম্বাই বিভাগে এই বৃষ্টিপাত ঘটিয়াছিল। ইহাতে কার্পাসের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তবে ইহাতে আমের কিছু উপকার হইয়াছে।

কৃষির অবস্থা।—সম্প্রতি বাঙ্গালার স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে কেবল ফসলের, কতকটা উপকারের সম্ভাবনা। রবিখন্দের অবস্থা মন্দ নহে। ধানকাটা প্রায় শেষ হইয়াছে। আকমাড়া অদ্যাপি শেষ হয় নাই। এ বৎসর তৃণ যথেষ্ট জন্মিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ৮টী জেলায় ধান্যের মূল্য হ্রাস ও ১০টী জেলায় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমনে ইক্ষুর চাষ মন্দ হয় নাই। শিবসাগর এবং লক্ষীপুর ভিন্ন অন্যান্য স্থানের, কড়াই এবং সর্ষপের অবস্থা শোচনীয়। কাছাড়, খসিয়া, জয়ন্তিয়া এবং শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে তৃণ বড়ই অল্প পরিমাণে জন্মিয়াছে। মোটা চাউলের দর শিলচরে ১ টাকায় ১১।১২ সের। শ্রীহট্টে ১২॥০, ধুবড়ীতে ১০ সের, গৌহাটীতে ১৪ সের, তেজপুর ১৩ সের, শিবসাগরে ১৩ সের, এবং ডিব্রুগড়ে ১১ সের। উত্তর প্রদেশের হামিরপুর, এবং এলাহাবাদের স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে হামিরপুর তহশীলের তামাকের কৃষির কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। গম, যব, ছোলা প্রভৃতির মূল হইয়াছে। ঐ সকল কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ। এবৎসর সাহজাহান পুরে ইক্ষুর কৃষি নূতন হইবার কথা আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তৃণ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়াছে। চাউলের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। প্রায় সমস্ত মধ্য প্রদেশে বৃষ্টি হইয়া ফসলের উপকার সাধিত হইয়াছে। কার্পাস আহরণ, জুয়ার কর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য চলিতেছে। শিলাবৃষ্টি হইয়া শিওনি এবং নরসিংপুরে শস্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। গমের মূল্য ১ টাকায় ৮ হইতে ১২॥০ সের, ছোলা ৮ হইতে ১৪॥০ সের, এবং জুয়ার ১৫ হইতে ২৩ সের পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে।

নীলের চাষ।—নীলের চাষ যায় যায়। বিজ্ঞান-লক্ষ্মী জার্ম্মাণ রাসায়নিকের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া বর-স্বরূপ কৃত্রিম নীল দান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র কৃষাণের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যে নীলের চাষ বঙ্গে বদ্ধমূল হইয়াছিল, হরিশ ও দীনবন্ধুর অনলময় নিশ্বাসে কবে সে ক্ষেত শুকাইয়া গিয়াছে। নীলের চাষ বঙ্গে এখন ন্যূনশেষ হইয়া আছে। বেহার ত্রিহুত নীলের রাজা,—নীলকরের নন্দন, বৃটিশ মূলধনের লীলাভূমি। অনন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র নীলের চাষায় আজন্ম,—হরিত। সেই নীল যায়। বিজ্ঞানের সহিত যুদ্ধে কৃষির নীল পরাজিত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মাণী—যাহার অদীশ্বর উইলিয়ম উর্দ্ধমুখ শুষ্কস্বরে তা দিতে দিতে লর্ড সলসবরীকে তর্জ্জনী তাড়নায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসীর স্বার্থ বলি দিলেও আর নীলবাণিজ্য সজীব রাখিবার পথ নাই। দেশের এ অবস্থায় নীলের নাশ বড় সহজ ঘটনা নয়। ইংরেজ মূলধনীর মূলধনের অপচয়ে এখন ভারতবর্ষের ক্ষতি। নীলের বাণিজ্য হইলে আমাদের স্বার্থহানিও অবধারিত, সে স্বার্থ যতই সঙ্কীর্ণ, যতই তুচ্ছ হউক। ভবিষ্যতে নীলবাণিজ্যের অধঃপাত একপ্রকার অবধারিত। তাই গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। নীলপ্রসূ প্রদেশে ইক্ষুচাষের প্রবর্ত্তন করিয়া নীল-বাণিজ্যের অধঃপাত জন্য ক্ষতির পরিপূরণ করা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছিল। অনুসন্ধানের ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, বিহারে ইক্ষুর চাষ চলিতে পারে; সাবধানে চিনির ব্যবসায় করিলে লাভের সম্ভাবনাও আছে। কমিশন বলিতেছেন, ইক্ষুর চাষ ও চিনির বাণিজ্যের সকল পথই উন্মুক্ত, অভাব কেবল মূলধনের। এ অভাব গুরুতর। গবর্ণমেণ্ট অভাবের কথা শুনিলেন, এখন সে অভাবের পূরণ করিবেন কি? নীলকর-সম্প্রদায়ের উদ্ধারের জন্য রাজকোষ হইতে চিনির ব্যবসায়ের মূলধন দান করিবেন কি? এই ইকনমি শাস্ত্র ও অবাধবাণিজ্যের যুগে গবর্ণমেণ্টের বদান্যতা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?—প্রতিবাসী।

সার ও তাহার কার্য্য।

উদ্ভিজ্জগণের উৎপত্তি, পোষণ এবং পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন; কারণ উদ্ভিজ্জগণ ঐ সকল দ্রব্য হইতে উপাদান সকল গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করে। কোন্ উদ্ভিদে কোন্ প্রকারের পরিমাণ অধিক আছে তাহা স্থির করিয়া যদি উহা তাদৃশ পরমাণুবিশিষ্ট মৃত্তিকায় রোপণ করা যায় তাহা হইলে উহা সতেজ ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৃক্ষ রোপণ করাতে সেই ভূমি পরমাণু শূন্য হইয়া পড়ে; তখন আর উহার বৃক্ষের আবশ্যকীয় উপাদান যোগাইবার ক্ষমতা থাকে না, সেই জন্য সেইরূপ ভূমিতে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে তাহা নিস্তেজ হইয়া যায় এবং ক্রমশ অবশেষে মরিয়া যায়। এই কারণেই ভূমিতে সার দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।—উদ্ভিদমাত্রেই পটাস, ম্যাগ্‌নিসিয়া, চূণ, ফস্‌ফরিক্ অম্ল ও যবক্ষারজান হইতে উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। মৃত্তিকাতে এই কয়টি পদার্থ আছে। যখন এই কয়টি পদার্থের অভাব হয় তখনই উদ্ভিদগণ উপাদান প্রাপ্ত হয় না; কাজেই নিস্তেজ হইতে থাকে। এইরূপ কোন পদার্থের অভাব ঘটলে সার দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়। খৈল, পশুপক্ষী প্রভৃতির মলমূত্র, অস্থিচূর্ণ, চূণ, জল, পচা পাতা প্রভৃতি দ্রব্য অতি উত্তম সার। ইহাদের প্রত্যেকই উদ্ভিদের পুষ্টিকর, কারণ পটাস, ম্যাগ্‌নিসিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী তাহা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে।

খৈল প্রায় সকলপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ পোষণকারী পদার্থ আছে, খৈলেও তাহাই আছে। এজন্য খৈল দিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং সকল প্রকার উদ্ভিদের প্রভূত উপকার হয়। সর্ষপ ও তিসির খৈল অপেক্ষা পোস্ত, রেড়ি ও কার্পাস বীজের খৈল অধিক উপকারী। খৈল তরল করিয়া জলে গুলিয়া দিলেই ভাল হয়। চূর্ণ করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শীঘ্র উপকার দর্শে না। তরল সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ইহাতে খুব শীঘ্র উপকার দর্শে এবং মন্ত্রের মত কার্য্য করে। খৈলে যেরূপ ক্ষার, ম্যাগ্‌নিসিয়া, ফস্‌ফরিক অম্ল, অ্যালবুমেন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জপোষণকারী যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা অস্থিচূর্ণস্থিত ঐ সকল পদার্থের সমতুল্য এবং গুয়ানো, মনুষ্য মল প্রভৃতি সারস্থিত ঐ সকল পদার্থ অপেক্ষা ন্যূন। খৈল উৎকৃষ্ট সার সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার একটি মহৎ দোষ এই যে মৃত্তিকা মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া উদ্ভিদের অনিষ্ট করে। খৈল সার ব্যবহার করিলে গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে ভাল করিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ ভাবে গোড়া খুঁড়িয়া দিলে খৈল শীঘ্র মৃত্তিকা সংযুক্ত হইয়া পচিয়া উঠে, এবং মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। খৈলে যে তৈল থাকে, তাহা সারের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী নহে, উহাতে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট করে। অতএব উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত খৈল ব্যবহার করা উচিত। শুদ্ধ খৈল সাররূপে ব্যবহার না করিয়া তাহার সহিত অস্থি চূর্ণ, গোবর, চূণ প্রভৃতি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে, অধিক উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

চূণ আটাল অথবা অতিশয় শুষ্ক ভূমিতে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ করা যায়। ইহা কঠিন এবং আটাল মৃত্তিকা শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া উদ্ভিদ মূল প্রসারণের উপযোগী করিয়া দেয়; মৃত উদ্ভিদ সকলের মূল ও সর্ব্ব প্রকার অনিষ্টকর খনিজ পদার্থের ক্ষয় সাধন করে; মৃত্তিকাস্থ অম্ল সকল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটিত পদার্থ সকলকে কোমল করিয়া দেয় এবং মৃত্তিকাস্থ রস পরিমাণ লাঘব করিয়া উদ্ভিদ্‌পোষণকারী পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়।

অস্থি চূর্ণ প্রয়োগেও বিশেষ ফল লাভ করা যায়। ইহা চূণের ন্যায় মৃত্তিকাকে শিথিল ও সচ্ছিদ্র করিয়া এবং খনিজ পদার্থাদি বিনষ্ট করিয়া উর্ব্বরা করে

গোবর এদেশে সাররূপে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু মনুষ্য, অশ্ব, মেষ, শূকর প্রভৃতি প্রাণীর মল মূত্রেও উৎকৃষ্ট সার হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মনুষ্যের মল সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার কারণ—ইহাতে যবক্ষারজান প্রচুর পরিমাণে আছে। যবক্ষারজান একটী প্রধান উদ্ভিদ পোষণকারী পদার্থ। অনেকস্থলে কৃষকেরা ইহা মূল্যবান নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফেলায়। মল, ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্তিকা খুব তেজশালী ও উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট হয়।

জন্তুর চর্ম্ম, নাংস, নাড়ী-ভূঁড়ি, মৎস্য প্রভৃতিতেও উত্তম সার হয়। ঐ সকল মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইলে, উহা গাছের গোড়ায় দিলে বিশেষ উপকার হয়। এই সারের আর একটী গুণ এই যে, ইহা গাছের গোড়ায় দিলে পোকায় গাছের অনিষ্ট করে না।

সর্ব্বপ্রকার জন্তুর প্রস্রাব কিছুদিন রাখিয়া পচাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাছে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা একপ্রকার তরল নিসার।

যে কোনরূপ সারই হউক না কেন, অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে। সার অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাতে অপকার করে। শীতকালই সার দিবার প্রশস্ত সময়।—শ্রীবতীন্দ্রমোহন মিত্র।

কৃষি কর্ম্মে ঘৃণা।

শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদকেষু।—

মহাশয়,

কৃষিকর্ম্ম নিন্দনীয় কর্ম্ম নহে। কৃষি ব্যতীত যখন আমাদের জীবনধারণের উপায় নাই, তখন উহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা কাহারও উচিত নয়।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ঘুষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বহস্তে হলচালনা করা ঘৃণা ও নিন্দনীয় নহে। "তত্র এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা" কৃষিকর্ম্মকে নীচ ও ক্লেশময় প্রকাশ পূর্ব্বক, পরিপুষ্টতনু হইয়া নিষ্কাকধন, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন ও অন্যান্য প্রকার অধর্ম্মাচরণ" কর্ম্মকে উপযুক্ত কর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহারা সরল স্বভাব কৃষকের সামান্য দোষ দেখিলে "চাষা" এই কর্কশ সম্বোধনে

তাহাদের মর্ম্মবেদনা প্রদান করেন; আর যাহারা তোষামোদসূচক বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মান করে তাহাদিগকে অতিশয় ভদ্রলোক বলিয়া ঘোষণা করেন। এই অনিষ্টকারী ও ঘৃণনীয় সংস্কার কি তাঁহাদের মন হইতে দূরীভূত হইবে না?

অধুনা সকলেই ভদ্রলোক হইবার উদ্যোগে—কৃষি-কর্ম্ম নীচ ও ঘৃণিত কার্য্য—কৃষিকর্ম্ম বর্জ্জন না করিলে ভদ্রলোক হইতে পারিব না—মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। এইরূপ বিষম অনিষ্টকারী সংস্কার—সকলের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। সকলেই আপন আপন জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "চাকুরী চাকুরী" এই ভীষণ চীৎকার করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কোন কৃষকপুত্র গ্রাম্য পাঠশালার নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই সে অমনি চিরদিনের জন্য জাতীয় ব্যবসায় ও সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমে বিরত হইল, তাহার বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইল, ভদ্রলোক হইয়া উঠিল। সুতরাং এই সকল ঘৃণনীয় রীতি তাহাদের মন হইতে সহজে দূরীভূত হইবে না? একণে উপায় কি?—এ দেশের ভূমির অনাটন নাই, সহস্র সহস্র বিঘা পতিত বা জঙ্গলপূর্ণ ভূমি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা এখনও কৃষি কার্য্যের অন্তর্গত হয় নাই। এই সকল ভূমি ইচ্ছা করিলেই কর্ষণ করা যাইতে পারে।
—শ্রীনরেশ্বর হাজরা।

আলুর পচন নিবারণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত 'কৃষক' সম্পাদক মহাশয়—সবীপেষু—

মহাশয়,

"কৃষকের" প্রথম সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় আলুর পচননিবারণের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মহাশয়কে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তরদানে বাধিত করিবেন। আশা করি, অবহেলা করিবেন না।

১। (ক) উক্ত প্রণালীটি আপনাদিগের বিশেষরূপ পরীক্ষিত কিনা এবং কোন্ আলুইবা পরীক্ষা করিয়াছেন?

(খ) উহা অপেক্ষা অন্য কোন সহজ উপায় আপনাদের জানা আছে কিনা?

২। আলু উক্ত উপায়ে রক্ষিত হইলে

(ক) কতদিন টিকিতে পারে?

(খ) শুকাইয়া ছাতা (lighter) হয় কিনা?

(গ) উহার ভিতর বাগ ধরে কিনা এবং স্বাদের বৈলক্ষণ্য হয় কি না?

(ঘ) উহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় কিনা?

(ঙ) রাঁধিয়া খাওয়া যাইতে পারে কিনা?

৩। (ক) এসিডমিশ্রিত জল সহজে নষ্ট না হয়, এইজন্য আগে একবার আলুকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া গায়ের জল থাকিতে থাকিতে অথবা শুকাইয়া এসিড-জলে ফেলিলে ক্ষতি কি?

আলুকে এসিডজল হইতে উঠাইয়া যদি বেশী আলু হয়, তবে ঝুড়িতে রাখিয়া জল ঝরিতে দিয়া পরে রৌদ্র অথবা বাতাসে শুকাইতে পারা যায় কিনা?

আলু এসিডজলে ফেলিয়া ঢাকা হইবে কি?

৪) সালফিউরিক এসিড কি ডাইলিউট (dilute) চাই?

একান্ত বশম্বদ
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

[১। (ক)।—কথিত প্রণালী পরীক্ষিত—কিন্তু আমাদিগের দ্বারা নহে। (খ)।—না। ২। এক বৎসর কাল। (খ)। শুকাইয়া হইবার কারণ নাই। (গ)। না—না, কিন্তু ঐ আলু বীজরূপে ব্যবহৃত হইবে না। (ঘ)।—না। (ঙ)।—না। ৩। (ক) শুকাইয়া এসিড জলে ফেলিতে পারেন। (খ)।—জল করিতে ঝুড়িতে রাখিতে পারেন, কিন্তু রৌদ্রে শুকাইবার আবশ্যক নাই। (গ)।—না। (ঘ)।—হাঁ।—কৃঃ সঃ]

মৃত্তিকা তত্ত্ব।

(৭)

মৃত্তিকার সংস্পর্শে জলীয় বা স্থল—যে কোন পদার্থ আসে, তাহাকে উহা গর্ভে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা নিয়ত এবং নিজ শক্তি অনুসারে তাহা ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। মৃত্তিকা মধ্যে এই রূপে নানাবিধ পদার্থ সঞ্চিতাবস্থায় থাকে বলিয়া, মানুষের বিনা চেষ্টাতেও গাছ পালা প্রতিনিয়ত জন্মিতেছে। বৃক্ষলতাদির পত্র, শাখা, ফল, মূল, কাণ্ড, হউক, বা জীবদেহাবশিষ্ট মেদ মাংস, অস্থি চর্ম্ম হউক, অথবা বালি, কাঁকর, চূণ, লৌহ প্রভৃতি পদার্থ হউক, সকল পদার্থই যে জমির সংস্পর্শে আসিবামাত্র উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয়, এবং উদ্ভিদগণ গ্রহণ করে, তাহা নহে। প্রদত্ত বা আগত পদার্থের অতি সামান্য পরিমাণই, উদ্ভিদের আপাততঃ ব্যবহারে আসে,—এবং অবশিষ্ট অধিকাংশই মৃত্তিকার সেই ছিদ্র শিরায় আবদ্ধ বা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্য, উদ্ভিদের আহারোপযোগী যে কোন পদার্থ মৃত্তিকা মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম,-গলিত অর্থাৎ যাহা আপাততঃ ব্যবহারোপযোগী; ২য়,—অল্পকাল মধ্যেই ব্যবহারে আসিবার উপযোগী হইতে পারে; এবং ৩য়,—দীর্ঘকাল পরে ব্যবহারোপযোগী হইবে। মৃত্তিকা মধ্যে এই তিন প্রকারের খাদ্য দ্রব্য যদি প্রতিনিয়ত সংগৃহীত না থাকে বা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রতিনিয়তই স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী সারের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে হইত। উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে বর্ত্তমান হইতে সুদূর ভবিষ্যতের পর্য্যন্ত আহার্য্য মৃত্তিকায় থাকে বলিয়া, জমিতে সার প্রয়োগ না করিলেও উত্তম বা অধমরূপে ফসল জন্মিয়া থাকে। সদ্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া যদি চাষ আবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে কৃষি কার্য্য করা চলে না। জমিতে তিনভাবে ঐ সকল পদার্থ অবস্থান করে বলিয়া, গাছটী মাটিতে রোপণ করিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি, কেননা—উপস্থিত ব্যবহারোপযোগী যে পদার্থ মাটিতে আছে, তদ্দ্বারা উদ্ভিদ আপাততঃ জীবন ধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ইত্যবসরে,—ক্ষেত্রগর্ভে যে আশু দ্রবণীয় পদার্থ সঞ্চিত আছে, তাহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। এই দ্বিতীয় প্রকারের পদার্থ খরচ হইবার সঙ্গে, সঙ্গেই দূরস্থ পদার্থ সমূহও বিগলিত হইয়া উঠে, সুতরাং উদ্ভিদের আর অভাবের কোন আশঙ্কা থাকে না। টব বা গামলায় যে সকল গাছ রোপণ করা যায়, তাহাতে ইহা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ সার সংযোগে উত্তমরূপে মাটী তৈয়ার করিয়া টবটী পূর্ণ করিয়া, যদি উহাতে একটী গাছ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, টবের আকার অনুসারে, উহাতে যে পরিমাণ মাটী আছে, গাছের আকার, বৃদ্ধি ও স্থায়ীত্ব অনুসারে উহা অল্প বা অধিক দিন উহাতে জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে ও ফলপুষ্প প্রদান করিবে, কিন্তু যেমন সেই মৃত্তিকানিহিত সার পদার্থ নিঃশেষ হইয়া অমনি উহা ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করিবে, এবং তখনও যদি উহাতে আবার নূতন মাটি বা সার পদার্থ সংযুক্ত না করা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া, ক্রমে ঝরিয়া পড়িবে,—অবশেষে মরিয়া যাইবে। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্তিকার তাবৎ পদার্থ খরচ হইয়া না গেলেও, উহাতে এক্ষণে এমন কোন পদার্থ নাই যে, আপাততঃ বৃক্ষটীকে আহার যোগাইয়া জীবিত রাখে, যাহা রহিল, তাহা কিছুদিন পরে বিগলিত হইয়া ব্যবহারে আসিতে পারিবে। জমিতে গাছ থাকিলে, শীঘ্র যে গাছের বিশেষ অভাব অনুভূত হয় না,—তাহার কারণ এই যে, উহার বৃদ্ধির সঙ্গে শিকড় সকলও চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া, নানাদিক হইতে আহার সংগ্রহ করে। টবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে গাছকে টবের ভিতরের মাটীর উপরেই নির্ভর করিতে হয়। স্বাধীন ব্যক্তি আপনার আহারের চেষ্টা আপনিই করে,

কিন্তু কয়েকটী ব্যক্তিকে আহার না যোগাইলে—অনাহারে মরিয়া যায়। টবের গাছে এমনও প্রায় ঘটে যে, মৃত্তিকার সমুদায় সারাংশ খরচ হয় নাই, অথচ গাছের আহারীয় সামগ্রীর অভাব হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, নিয়ম রক্ষার হিসাবে লোকজনেরা টবে অল্প পরিমাণ জল দিত, তাহার ফলে—কেবলমাত্র উপরিভাগের দুই তিন ইঞ্চি মাটি ভিজিত। যে পরিমাণ মাটি ভিজা থাকিত, উদ্ভিদ তাহারই সারাংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহা নিঃশেষ হওয়ায়, আর কিরূপে জীবিত থাকা সম্ভব হইতে পারে? টব হইতে গাছ সমেত মাটির বাহির করিলে—দেখা গেল—নিম্নভাগের মাটি একবারেই শুষ্ক ধূলার ন্যায়, কাজেই উহা বিগলিত হইতে পারে নাই, সুতরাং উদ্ভিদও তাহা হইতে কোন আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

কোন একখণ্ড জমিতে কয়েক বৎসর বারম্বার অবিশ্রান্তভাবে আবাদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা উহাতে ফসল কম হইতেছে, গাছের শ্রী ও হীন হইতেছে। ইহার কারণও এই যে, ক্ষেত্রস্থিত উপস্থিত ব্যবহার্য্য যে যে পদার্থ ছিল, তাহা বারম্বার চাষে উদ্ভিদগণ নিঃশেষ করিয়াছে, এবং যাহা আছে তাহা আপাততঃ কাজে আসিবার উপযোগী নহে। সেই জমিকে এক্ষণে দুই তিন বৎসর বিশ্রাম দিয়া, ও মধ্যে মধ্যে মাটী উলট পালট করিয়া দিলে, উহা আবার আবাদোপযোগী হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, এই দুই তিন বৎসরে, অপেক্ষাকৃত যে স্থূল পদার্থ নিষ্ক্রিয়ভাবে জমিতেছিল,—তাহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়। তাহা বলিয়া জমিকে কেবল ফেলিয়া রাখিলে কোন ফলোদয় হইবে না, কারণ তাহা হইলে উহা পূর্ব্ববৎ নিষ্ক্রিয় ভাবেই থাকিবে। বায়ু, বৃষ্টি বা শিশির ও রৌদ্রের সংস্পর্শে না আসিলে মৃত্তিকাস্থিত পদার্থ বিগলিত হইতে পারে না, এই জন্য মৃত্তিকাকে মধ্যে মধ্যে উলট পালট করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা হইতে আরও বুঝা উচিত যে, ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিবার সঙ্গে উহা হইতে অপরিমিত ফসল প্রাপ্ত হইবার আশা করা অনুচিত। সারের কোমলতা বা কাঠিন্য অনুসারে উহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের উপযোগী হইতে অধিক বা অল্প সময় লাগে। এতদ্ব্যতীত, ইক্ষু, গমনা বা দে-ধান, প্রভৃতি কতকগুলি ফসল মাটি হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সার পদার্থ আহরণ করিয়া লয়, এজন্য, এই সকল প্রতিবার আবাদ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া উচিত। যে ক্ষেত্রে ঈদৃশ বহুমূল্য ফসলের আবাদ করিতে হয়, তাহাতে যথেষ্ট সার দেওয়া যেমন আবশ্যক, উহাকে সমধিক কালের জন্য বিশ্রাম দেওয়াও সেইরূপ প্রয়োজন। অল্পদিন স্থায়ী ফসল অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ফসলের দ্বারা ক্ষেত্রের অধিকতর সার পদার্থ বাহিত হইয়া থাকে, এইরূপে ক্ষেত্র নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, উহাতে গভীর চাষ দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কাহারও কাহারও এরূপ মত দেখা যায় যে,—

গভীর চাষ দিলে ক্ষেত্রের স্থায়ী ক্ষতি হইয়া থাকে, এবং তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, গভীর চাষ দ্বারা, ভূগর্ভস্থিত সমধিক সার পদার্থ উপরিভাগে আসিয়া পড়ে, ফলতঃ উহা শীঘ্রই নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এই সঙ্কীর্ণ যুক্তির উপরে আমরা কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ভূগর্ভ মধ্যে সার পদার্থ থাকিতেও যদি উদ্ভিদের কোন ব্যবহারে না আসে, তাহা হইলে উহার স্থিতি বা অস্থিতিতে কিছু আসিয়া যায় না। যাঁহারা নিতব্যয়ী ভাবিয়া, ক্ষেত্রের অধিক সার খরচ করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহারাও অতি সঙ্কীর্ণচিত্ত। সঞ্চিত দ্রব্য খরচ করিয়া যদি সমধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন

করিতে পারা যায়, তাহা কেন না করিব? খরচ হইয়া গেলেও, আবার তাহাতে নূতন সার পদার্থ সংযোগ করিলেই চলিতে পারে। গভীর চাষ দিলে নিম্নদেশের সমধিক মৃত্তিকারাশিকেই আমরা কার্য্যকরী করিয়া লইতে পারি। সাধারণতঃ দেশমধ্যে যে হাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে দুইটী বলদ ও এক জন কৃষাণের পরিশ্রম অতিশয় অধিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই দুই বলদ ও কৃষাণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত উন্নত-গঠনের হাল ব্যবহার করিলে, একই খরচে সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। দেশী লাঙ্গল দ্বারা অতিশয় হাল্কা চাষ হয় মাত্র, এবং কঠিন জমি হইলে নক্ষত্রের আঁচড়ের মত চাষ হয়—তাহাতে কোন কাজ হয় না। কিন্তু আজ কাল যে বিলাতি ধরণের টরণ-স্লিষ্ট (turn wrist) লাঙ্গল হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রায় ছয় ইঞ্চ হইতে আট ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাটির ভিতর ফাল প্রবেশ করিয়া, ভিতরের মৃত্তিকাকে একবারে উপরে আনিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া থাকে; তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাবৎ মাটিই কেবল উল্টাইয়া যাইতেছে এবং ব্যবহৃত মাটি ভিতর দিকে প্রবেশ করিতেছে! অনেকে আপত্তি করেন যে, এই লাঙ্গল অতিশয় ভারি, সুতরাং বলদে টানিতে পারে না। লেখক একথা বিশ্বাস করেন না, কেন না তিনি প্রতিনিয়ত উভয় প্রকারের হালই ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিতেছেন যে, যে বলদ সেই দেশী হাল টানে, তাহারাই আবার তথা-কথিত ভারী হাল টানিয়া থাকে। অধিকন্তু কৃষাণগণ এই টরণ-স্লিষ্ট হাল চালাইতে বিশেষ আরাম বোধ করে। লেখার কাজে যেমন কলমটী ভাল হইলে লিখিয়া সুখ হয়, কৃষাণেরও লাঙ্গলটী ভাল হইলে, জমি কর্ষণ করিয়া আরাম অনুভূত হয়।

গভীর ও ভাসা চাষের মধ্যে তারতম্য বলতঃ দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে যেরূপ মৃত্তিকা কর্ষিত হয়, তাহাতে ঐ তিন ইঞ্চ পর্য্যন্ত মাটি বিচর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু উন্নত প্রণালীর লাঙ্গলে অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নভাগ পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া যায়, ভিতরের মাটি একবারে উপরে আসিয়া পড়ে,—তন্নিবন্ধন তাবৎ কর্ষিত মাটিই বায়ুমণ্ডলের ও সূর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। এই সকল কারণে আমরা ভাসা-চাষ অপেক্ষা গভীর-চাষের বিশেষ পক্ষপাতী।

জমির সমতলতা, উচ্চতা, নিম্নতা ও গড়েন-ভাবের উপরেও মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা সমধিক পরিমাণে নির্ভর করে। যে সমতল জমিতে জল-দাঁড়ায় না, তাহাই সাধারণতঃ লোকে আদর করে, তাহার কারণ এই যে, ঈদৃশ জমির রস বরাবর প্রায় সমভাবে থাকে। রৌদ্রের আতিশয্যে অধিক শুষ্ক হইতে পারে না, কারণ বর্ষাকালে সমতল জমি আবশ্যক মত জল শোষণ করিতে পারে: এতদ্ব্যতীত, বৃষ্টির জলের সহিত বায়ুমণ্ডল হইতে যে কার্ব্বনিক এসিড, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি পদার্থ ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা মাটিতেই শোষিতাবস্থায় থাকিয়া যায়, কিন্তু ঢেলা জমিতে সমধিক পরিমাণ জল দাঁড়ায় এবং তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়, ফলতঃ সমাগত পদার্থসমূহও পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। সমতল জমিতে যেমন আবশ্যক পরিমাণ জল শোষিত হয়, তেমনি উহা আবশ্যক মত রৌদ্রের উত্তাপও আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। নিম্নভূমিতে জল দণ্ডায়মান থাকে বলিয়া উহার শিরা ও ছিদ্র সকল ভারে ও সরে চাপিয়া এবং বুজিয়া যায়, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকাগর্ভে সারবীয় কোন পদার্থ প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না—সূর্য্যের উত্তাপও কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং উহাতে উত্তাপের অভাব, এবং শৈত্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

—ক্রমশঃ।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কলিকাতা।

নগরাধীশের সমাধি।—গত ২ ফেব্রুয়ারী নগরাধীশের সমাধি উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট অফিসাদি বন্ধ ছিল। গড়ের মাঠে শোক-সভা ও হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

ছোট লাট।—ছোট লাট বাহাদুর ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে [illegible] ভ্রমণে বাহির হইবেন। তাওড়া ষ্টেশনে প্রাতে ৭-৩১ মিনিটে ট্রেণে চাপিবেন এবং ১০-৩৩ মিনিটে আলিপুর পৌঁছিবেন।

[illegible]।—বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ দে, এম, এ, প্রেসিডেন্সী ও ফেরারের এসেম্বলি হইতে বাহাদের স্কেলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ২৫০৲ টাকা এবং মাউণ্ট মেডাল (Mount Medal) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মিউনিসিপাল মার্কিটেট।—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী যে সকল নোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহার বিচারের জন্য বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ৬০০৲ টাকা বেতনে মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে টাউনহলে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রেমাবেশে প্রমাদ।—সেদিন কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে ধনকী ভাই নামক একজন পার্শী নাহালের অভিনয় করিবার জন্য একটা বোতল হস্তে ষ্টেজে উপস্থিত হন। বোতলে যে গন্ধদ্রাবক ছিল তাহা অভিনেতা জানিতেন না। সুতরাং অভিনয়কালে সেই দ্রাবক কিয়ৎ পরিমাণে পরাধঃকরণ করেন। অতঃপর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি চীৎকার এবং দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিলে দর্শকমণ্ডলী নাহালের অভিনয় বোধে উল্লাসধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ নিনাদিত করে। বলা বাহুল্য নটচূড়ামণিকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।—হিতবাদী।

সাহেব ব্রাহ্মণ।—কলিকাতা পুলিসের 'লক-আপ' হইতে ক্রফট নামক জনৈক সাহেব পলাইয়া বেলিয়াঘাটার নিকট ব্রাহ্মণ সাজিয়া বেড়াইতেছিল। ধরা পড়ার, সে বলে, একজন কয়েদীর নিকট হইতে এক খানা ধুতি চাহিয়া পরিধান করে। বেশ পরিবর্ত্তন করার সময় তাহাকে চিনিতে পারে নাই। "লক-আপ" হেন স্থানে বসিয়া ইংরাজ সকল পদার্থবিদ্যের কাছে নাকাল হয়, বুঝা যায়। অবশ্য উপবীত ধারণ করিয়া, লম্বনদকে ও বগলে, ঘোরার ঘাটার ঘাটের ধারে দিয়া চলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন সময় ধরা পড়িয়াছে। কাজেই ৯ই ফেব্রুয়ারী তাহার বিচার হইবে।

পরীক্ষোত্তীর্ণ।—নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এবার মেডিক্যাল কলেজ হইতে দ্বিতীয় এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—(১) প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) যোগপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (৩) নারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য (৪) সতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৫) হেমচন্দ্র ভৌমিক (৬) নিত্যরঞ্জন চৌধুরী (৭) মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত (৮) নিশানাথ দত্ত (৯) পরেশনাথ দত্ত (১০) কেদারনাথ দে (১১) বসন্তকুমার ঘোষ (১২) পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল (১৩) গুরুপ্রসাদ মিত্র (১৪) অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় (১৫-১৬) দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১ ও ২ নং (১৭) দীনেশরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮) গুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯) নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (২০) প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় (২১) এস, এম, হবিবর রহমান।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

পুরস্কার।—প্রেসিডেন্সী সার্জ্জন নারায়ণচন্দ্র বসু আসিরীভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার পাইয়াছেন।

অপমৃত্যু।—গত সপ্তাহে ই, বি, এস, রেলের কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকট জনৈক খালাসী রেল লাইনের উপর দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সময়ে একখানি ট্রেণ খালাসীর উপর আসিয়া পড়ায় হতভাগ্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরিণয়।—কাবুলের আমীর আবদর রহমানের পুত্রের সহিত রাওলপিণ্ডির জনৈক ধনাঢ্য মুসলমানের কন্যার শুভ পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এই শুভকার্য্য সম্পাদনোদ্দেশে কাবুলের দূত এবং আসা-

দের ভারত গবর্ণমেণ্ট রাওলপিণ্ডি যাইয়া বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বড়লাট—সম্ভবতঃ আগামী এপ্রিলমাসে নেপাল তরাই-এ মৃগয়া করিতে যাইবেন। এখনও কিন্তু দিন স্থির হয় নাই। বড়লাট পত্নী সেডি কজন তাঁহার দুইটী ছেলে লইয়া আগামী বসন্তকালে বিলাতযাত্রা করিবেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী—বর্দ্ধমান হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত আর একটী সোজা রেলপথ প্রস্তুত করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে মালপত্র ও যাত্রীদের যাতায়াতের আরও সুবিধা হইবে। এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার জন্য, তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

প্রদর্শনী।—রেঙ্গুনের জুবিলি হলে ব্রহ্মদেশজাত শিল্প দ্রব্যের প্রথম প্রদর্শনী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীস্থলে রৌপ্য, হস্তিদন্ত এবং কাষ্টনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সমাবেশ দেখিয়া দর্শকমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আশা করি প্রতি বৎসর এইরূপ প্রদর্শনী হইবে এবং ব্রহ্মবাসী শিল্পী জাতি সাধারণের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া তাঁহাদের শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন।

সংবাদ। হাজি খাঁ সাহেব একজন পারস্য-দেশীয় ধনাঢ্য বণিক। তিনি সম্প্রতি কানপুর, লাহোর, দিল্লি প্রভৃতি সহর পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতা আসিতেছেন। যাহাতে এদেশীয় দ্রব্য পারস্য দেশে রপ্তানি করিতে পারেন, খাঁ সাহেব তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছেন। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়। আমরা খাঁ সাহেবের চেষ্টা ফলবতী হইতে দেখিলে সুখী হইব।

দৈবানুগ্রহ। সম্প্রতি বরিশাল এবং মৈমনসিংহ এই দুই স্থানের দুই জন কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী দৈবানুগ্রহে স্বপ্নযোগে তাহাদের রোগের ঔষধ পাইয়া এবং তাহা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াছে। জড় বিজ্ঞানবাদী বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নিকট এরূপ আরোগ্য সংবাদের কোনও মূল্য না থাকিলেও অদৃষ্টবাদী হিন্দুভক্তের নিকট এ সংবাদ সুসংবাদ তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সংসারে নিত্য এমন কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে জড় বিজ্ঞান যাহার এক বার দিয়াও যাইতে সমর্থ নহে!

আবেদন। হাবড়ার অন্তর্গত পাঁচরাস, সমত, এবং মল্লোক প্রভৃতি প্রায় পঁচত্রিশখানী গ্রামের অধিবাসীবর্গ বেঙ্গল নাগপুর রেলের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। বেউলটী নামক স্থানে যাহাতে একটী নূতন ষ্টেশন হয় উক্ত আবেদনকারীরা তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। আবেদনকারীগণ বলেন যে বেউলটীতে ষ্টেশন হইলে ঐ স্থানের প্রায় তিন শত ডেলি প্যাসেঞ্জার কলিকাতার টিকিট ক্রয় করিবেন এবং তাঁহারা প্রতিমাসে প্রায় দেড় লক্ষ মণ দ্রব্যাদি কলিকাতায় রপ্তানি করিতে পারিবেন। আবেদনকারীদিগের প্রার্থনাপূর্ণ হইলে আমরা সুখী হইব।

ভয়ঙ্কর শাস্তি। মুঙ্গেরের কোনও ভদ্রলোকের জামাতা মোক্তারি করিত। সম্প্রতি উহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে ট্রেণে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিলেন। পথি মধ্যে জামাতার অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় ধারারা নামক ষ্টেশনে শ্বশুর জামাই দুই জনেই নামিতে বাধ্য হন। এই ধারারা ষ্টেশনেই জামাতার মৃত্যু হয়। রেলের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন রোগীর প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে। এই নিমিত্তই হতভাগ্য শ্বশুর প্লেগরোগী লইয়া পলাইতেছিল বলিয়া অভিযুক্ত হন। মুঙ্গেরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বিচার করিয়া শ্বশুরের তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। বিচার ফল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি!

শুভ সংবাদ।—উত্তর পশ্চিমের সহৃদয় ছোটলাট সার এণ্টনি ম্যাকডোন্নাল বাহাদুর প্রতি জেলার মাজিষ্ট্রেটের উপর হুকুম দিয়াছেন যে, যদি প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত কোনও হতভাগ্য ব্যক্তির মানসিক বিকার হেতু উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে

উঁহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে না ঝুলাইয়া যেন তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টকে জানান হয়। গভর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া হয় তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন নতুবা ঐরূপ হতভাগাকে চিকিৎসাগারে রাখিয়া দিবেন। আমরা প্রাণদণ্ডরূপ ভীষণ শাস্তির পক্ষপাতী নহি। প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইলে অনেকেরই মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিকবিকারগ্রস্ত রোগীকে বলপূর্ব্বক ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া বধ করা নিতান্ত বর্ব্বরতার পরিচায়ক। এরূপ স্থলে আমরা সার্ এণ্টনির উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট কি সার্ এণ্টনির পদানুসরণ করিবেন না?

ভারতে মোরব্বা, আচার, চাটনী প্রভৃতির প্রচলন খুব অধিক; ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডের অধিবাসীরাও আচার, মোরব্বার অত্যন্ত ভক্ত। এদেশের যাহারা এই সকল মুখরোচক দ্রব্যের কারবারে লিপ্ত, তাহারা ঐ সকল দ্রব্য এই দেশেই বিক্রয় করিয়া থাকে; বিদেশে—ইউরোপে কি আমেরিকাখণ্ডে চালান দিবার জন্য কাহারও যত্ন চেষ্টা নাই। অথচ এদেশের বিবিধ সুস্বাদু ফলমূলাদির আচার ও মোরব্বা ঐ সকল দেশে রীতিমত পাঠাইতে পারিলে বেশ চলে, বিস্তর লাভও হইতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া বেড়াইবেন, চাকরীর জন্য ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত নিগৃহীত হইবেন,—তাহাও বাঞ্ছনীয়, তথাপি স্বাধীনভাবে এইরূপ লভ্যজনক ব্যবসায়ের দিকে ভ্রমেও তাকাইবেন না। কলিকাতা সহরে বিস্তৃতরূপে এদেশীয় আচার, মোরব্বা, বিশেষ আমের আচার প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা খুলিয়া, সেই সকল মাল যদি বিদেশে রপ্তানী করা যায়, তাহা হইলে উদ্যোক্তারা যে নিশ্চয়ই বিশেষ লাভবান হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—সময়।

জাপানের অনুকরণ।—জাপানের দৃষ্টান্ত দেখ, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হও, জাপানের দীক্ষা গ্রহণ কর; নতুবা তোমাদের মুক্তি নাই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে জাপান আজ ইয়ুরোপের সমকক্ষ, শিল্পে বাণিজ্যে য়ুরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিক্রমেও জাপান য়ুরোপের শক্তিনিচয়ের পর্য্যায়ে পরিগণিত। জাপানী যুবকগণ য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বদেশে তাহার পত্তন করিয়াছেন। জাপানের প্রতিজ্ঞা, জাপানীর যাহা আবশ্যক, জাপানী স্বয়ং বিদেশে শিখিয়া স্বদেশে তাহা প্রস্তুত করিবে। জাপানী বিদেশের বস্তু আর স্পর্শ করিবে না. এই প্রতিজ্ঞাপালনের পথে জাপান ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। জাপানের লর্ডনর্থ ব্রুক বলিতেছেন, জাপানের সেই আশার স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইবার আর বিলম্ব নাই। পূর্ব্বে জাপানের সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকগণ ব্যবসায় বাণিজ্যে উদাসীন ছিলেন। বাণিজ্যবৃত্তি তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন! সম্প্রতি জাপানের এ ভ্রম ঘুচিয়াছে। জাপানের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ দলে দলে বিদেশে গিয়া ব্যবসাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; স্বদেশে আসিয়া বিবিধ বাণিজ্যের সূত্রপাত করিতেছেন। সভ্যতাদীপ্ত জাপান অচিরে বাণিজ্যক্ষেত্রে কতরূপে আরও সমুজ্জ্বল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বঙ্গের ধনকুবেরগণ জাপানের রেশমে অঙ্গাবরণ কর, জাপানী শিল্পজাতে গৃহ সাজাও, জাপানী চিত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। আর যাহা তোমার সাধ্যায়ত্ত, প্রকৃতিসঙ্গত, তাই কর, —নিভৃতে সৌন্দর্য্যনীলাময়ী নিপং ভূমির বিলাসস্বপ্নে মগ্ন হও।—কিন্তু সাবধান, কদাচ জাপানী মনুষ্যত্বের অনুকরণ করিও না,—তাহা হইলে তোমার মাতৃভূমির দুঃখ ঘুচিতে পারে।—প্রতিবাসী।

একটী প্রশ্ন।

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন সৎশূদ্র জাতীয়ের মধ্যে যেমন কায়স্থ নবশাকাদি স্বগোত্রে বিবাহ হইতে পারে কি না।" শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় মতই দেখাইতে হইবেক। এ বিষয়ে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহোদয়গণের মতামত প্রার্থনীয়। যিনি জানেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রিকায় লিখিলে বিশেষ বাধিত হইব।—"জনৈক জিজ্ঞাসক।"

ভারতে অন্নকষ্ট।

বোধ হয় একথা কেহই অস্বীকার করেন না যে কৃষিই দেশের ধন, বল, সম্মান ও সম্পদ। যে দেশের কৃষির অবস্থা হীন ও শোচনীয় সে দেশ কখনই ধনশালী হয় না বা হইতে পারে না। কেত্রোৎপন্ন নানাবিধ খাদ্য শস্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর উপাদান প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে দেশের অভাবও মোচন হয় না, এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়াও সম্ভবপর নহে।

দিন দিন আবাদী জমীর সংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না, কিন্তু ভূমিজের প্রকারও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে কি হয়, ইহার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে, যতদিন ঐ গুলি নিবারিত না হইবে, ততদিন ভারতের অন্নকষ্টও নিবারিত হইবে না।

যতই দিন যাইতেছে, মানুষ ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই দেশে নানা লোক-সংখ্যা হ্রাস করিয়া যাহিনা যাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য সামগ্রীর এবং অন্যান্য অভাবের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতে দশ লক্ষাধিক জন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমি কি সেই দশ লক্ষ লোকের উপযোগী শস্য জন্মাইতে পারিয়াছে। ভূমির উর্ব্বরতা ক্রমশঃ সাধারণভাবে কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং বর্দ্ধিত কিংবা নূতন জমী আবাদ হইলেও গড়ে সাবেক ফসলই হইতেছে। তদুপরি অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কত প্রকার "ঈতি" আছে। আবার পাট ও শণ এদেশের বাণিজ্য সহায় রূপে মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনেক কৃষক লোভবশতঃ ধান্যের জমীতেও পাট বপন করিয়া খাদ্য শস্যের পরিমাণ হ্রাস করিতেছে। ভারতে লোক বৃদ্ধির পরিমাণ এত অধিক বলিয়াই এখানে অন্ন-কষ্টের আবির্ভাব ও মহামারীর উৎসব। এ সকলই তদ্ব-ব্যতীত আরো অনেক ছোটখাট কারণ প্রভৃতি উপস্থিত না হইলে দেশের জনসংখ্যা যে আরও বাড়িয়া যাইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। [illegible] দেশের অন্যতম উপায় যুদ্ধ বিগ্রহ, কিন্তু ভারতের ভাগ্যে সাম্রাজ্যিক বা সাম্রাজ্যিক রাজ্যে যুদ্ধও প্রায়ই ঘটে না, এবং সেজন্য যা ঘটে তাহাতে ভারতবাসীর বিশেষ প্রাণহানি হয় না।

অন্য দিকে আবার সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সকল দেশে যতই অধিক অভ্যস্ত লোকও বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারে, ততই মৃত্যুর হার আশ্চর্য্য পূর্ব্বে অনেক ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। আগে আপদ মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতি কত কাণ্ড হইত, তাহাতে বিস্তর লোক মরিত, এখনকার ন্যায় গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ডাক্তারখানা, ঔষধালয় বা চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় কত শত লোক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এখন যেমন দেশের স্বর্ণমেণ্টের হাসপাতাল স্থাপিত, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত অধিবাসিবর্গ ও সাধারণের উপকারার্থে ডাক্তার রাখা স্থাপন করিয়া বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, তদ্রূপ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকল পরিজ্ঞাত থাকায় এবং অন্যান্য অনেক কারণে লোক সহজে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে পারিতনা। পূর্ব্বে যখন এই সকল ব্যবস্থা ছিল না, তখন কত লোক কত রোগে মরিত।

ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া অবধি ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে ইংরাজরাজকে তজ্জন্য দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ শাস্ত্রিময় দেশ বলিয়াই ভারতে এত শীঘ্র ও এত অধিক লোক বৃদ্ধি হইতেছে। এই জন্যই ত বলিতেছি যে ভূমি হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারা যায়, যাহাতে লোকসংখ্যা বাড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে যে ভূমি হইতে ১০ মণ ধান্য জন্মিলেই যথেষ্ট হইত, এক্ষণে তাহা হইলে চলিবে কিরূপে? এক্ষণে লোকের সংখ্যা

বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের রাজস্ব বাড়িতেছে, জমি নিষ্কর হইয়া পড়িতেছে, পতিত জঙ্গল আবাদে পরিণত হইয়া পড়িতেছে, এবং বন জঙ্গল হ্রাস হওয়ায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, কেবল কি তাহাই? কত শত বিঘা জমী প্রতি বৎসর নূতন পল্লী স্থাপনে নিয়োজিত হইতেছে, এবং তদ্বিবন্ধন আবাদী জমীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। ভারত শান্তিময় রাজ্য বলিয়া বৈদেশীক বহু সংখ্যক জাতি ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্যাদি উপলক্ষে সপরিবারে বাস করিতেছে। যদি ঐ সমস্ত বিদেশীয় লোক ভারতে বাস না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ভারতবাসীকে কোনরূপে প্রতিপালন করিয়া লইয়া যাইত; ইহাও একটি অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথা—দিনের দিন যেমন ভদ্রলোকেরও অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, কৃষক ও শ্রমজীবিগণেরও তেমনি খরচ পত্র বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের অভাব বাড়িতেছে, অথচ কৃষিকার্য্য দ্বারা আর তাহাদিগের অভাব মোচন হয় না দেখিয়া অনেকে কৃষি ছাড়িয়া কেহ বা দিন মজুরীতে কল কারখানাদিতে কাজ করিতে ছুটিয়াছে, কেহ বা চাকর খানসামাগিরিও করিতেছে।

এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবেক যে চাষীদিগের চিরন্তন প্রচলিত প্রণালীর দ্বারা চাষ আবাদ করিয়া এক্ষণে আর অভাব মোচন হয় না, সুতরাং তাহারা অনন্যগতি হইয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাদিগকে যদি কৃষি কার্য্যের প্রকৃষ্ট ও উন্নত প্রণালী সকল শিক্ষা দিয়া হাতে কোদালে দেখাইয়া বুঝাইতে পারা যায় যে, হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন নাই, প্রকৃষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিলে চাষেই অধিকতর লাভবান হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা কখনই অন্য পথ অবলম্বন করিবে না, ইহা একরূপ স্থির। ভারতবর্ষের এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতঃই কৌলীক প্রথার পক্ষপাতী, তাহাতে যদি আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে তাহারা লাভ করিতে পারে, তবে কেন অন্য পথে যাইবে। একেই ত চাষীগণ নিরক্ষর, প্রায়ই ঋণগ্রস্ত তাহাতে আবার যখন অবশ্য বা বন্যাদিবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন কি তাহাদের আর বিবিধিক জ্ঞান থাকে? তাহারা সেই অবস্থা হইতে উঠিয়া উন্নত চেষ্টা কি পুনরায় করিতে পারে? সেই জন্য বলি দেশের ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষককুলকে বজায় রাখিতে ও শিক্ষা দিতে হইবেক।—শ্রীগুরু চরণ সরকার।

মানব জীবনের দায়িত্ব।

এক্ষণে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি সমাজের এই কুগাছা নিরাকৃত করিবার উপায় কি? মূলে কুঠারাঘাত না করিলে কুগাছা বিনষ্ট হইবে না। সুবীজ যেমন সুবৃক্ষের প্রধান উপাদান, সুসন্তান সেইরূপ সমাজের ভিত্তি। সন্তান লাভ করা এক্ষণে সকলের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রের শাসন আর কেহ মানেন না—সুসন্তান লাভ করিবার জন্যই বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এখন কয়জন লোক সুসন্তান লাভের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রী এখন প্রায় সকলের পক্ষে প্রধান বিলাসের সামগ্রী। পূর্ব্বের সেই আর্য্য পতিপত্নী সম্বন্ধ কৈ? সে আত্মসংযম কোথায়? অনেকেই স্ত্রীর প্রতি বারবিলাসিনী অপেক্ষা হেয় ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানসন্ততি অসদাচারী না হইবে কেন? আপনি সদাচারী হইলে তবে ত সুসন্তান লাভ হইবে। সমাজের নিকট এই আমাদের এক বিশেষ দায়িত্ব যে আমাদিগকে সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। যাগ যজ্ঞ যার ব্রত যাহা কিছু কর, তাহার অগ্রে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সন্তান উৎপাদনের পূর্ব্বে সংযম আবশ্যক মনে করি না—সংযম কিন্তু আবশ্যক। গর্ভাধানের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে এই সংযম আরম্ভ হওয়া উচিত।

ঐ সময় হইতে পতি পত্নীর উচিত—তাহাদের দেহ সুস্থ সবল রাখা, তাহাদের মন প্রশস্ত, প্রশান্ত রাখা। সুদিনে গর্ভাধান হওয়া উচিত, গর্ভাবস্থায় পত্নীকে সর্ব্বতোভাবে মানসিক ও শারীরিক সচ্ছন্দে রাখা উচিত। এবং যেরূপ সন্তান আকাঙ্ক্ষা করিবে মনকে তদনুরূপ চর্চ্চায় নিয়োজিত করিবে। উদাহরণস্বরূপ বলি, সন্তানকে যদি সুকবি করিতে চাও, তবে উক্ত সময় হইতে কবিতারসে আপনারা মাতোয়ারা হও। সুকবি ও সৎকবিতার আলোচনায় আপনারা নিরত থাক। যখন আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই যে মা বাপের দোষগুণ লইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন একটু চেষ্টা করিলে, একটু যত্ন করিলে ইচ্ছানুরূপ সন্তান না মিলিবে কেন? যতদিন সন্তান স্তনদুগ্ধপান-নিরত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পিতামাতাকে তাঁহাদের দোষ সংগোপন পূর্ব্বক গুণের আদর্শ হইতে হইবে। গুণগুলি স্বাভাবিক হইলে ফলও উৎকৃষ্টতর হয়। অতএব এতদ্বিষয়ে মানবজীবনের দায়িত্ব অতীব সুকঠিন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম সেই গল্পটী বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলে মন্দ হইবে না।—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহারই পরামর্শ লইয়া প্রত্যহ নিত্যকর্ম্মাদি করিতেন; এমন কি তিনি, দিন লগ্ন স্থির করিয়া না দিলে রাণীদিগের সহিত সহবাস পর্য্যন্ত করিতেন না। পাটরাণীর সহিত সহবাসের জন্য একদিন রাজা দিন স্থির করিতে সভাপণ্ডিতকে বলিলেন। বৎসরাধিক গত হইল সভাপণ্ডিত কোন দিনই ভাল বলিলেন না। ইহাতে রাজার মনে কিছু সন্দেহ হইল। মনে মনে ভাবিলেন যে এটা হয় ত ব্রাহ্মণের চাতুরি। ব্রাহ্মণ নিজে এই নিয়মে চলেন কি না জানিবার জন্য একটী গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ যে, সকল উপদেশ তাঁহাকে দিন, তিনি সভাস্থলে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাশয় আমার পক্ষে যে কঠোর নিয়মের আজ্ঞা হয়, আপনিও কি সেই নিয়মে চলেন। পণ্ডিত রাজার মনোগত ভাব বুঝিলেন। রাজাকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য সে দিন আর কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন যে "আজ্ঞা, না সকল সময় নয়"। অপর এক দিবস রাজা যখন পাত্রমিত্রসহ দরবারে বসিয়া আছেন, তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, আমার একটী নিবেদন আছে,—আমার পুত্রটী বড় হইতেছে, তাহাকে আপনার সকাশে আনিয়া মহারাজের সহিত তাহার পরিচয়ের বাসনা করিয়াছি। ছেলেটা—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে—সহজেই ভীতু, রাজসভায় আসিতে ভয় পায়। অতএব, মহারাজ, আমার অনুরোধ—আপনি ২।১ জন লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনান। ভয় ভাঙ্গা হইলে, পরে আপনিই আসিবে। রাজা তখন লোক পাঠাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাদের আবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেমন অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইবে, সেই অবস্থায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবে। ব্রাহ্মণ মনে মনে জানেন যে ছেলেটা বেড়ায় গোড়ায় এই দুইজন লোককে মারধর করিয়া না তাড়াইয়া ছেয়! তবে লোক দুইজন বিশেষ বলিষ্ঠ এই যা ভরসা। তাহাকে আনিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে হয়ত ছেলে ধরা পড়ে নাই;—অবশেষে যখন সভা ভাঙ্গে ভাঙ্গে তখন দুইজন বন্ধীসহ অষ্টাঙ্গে কাদামাখা মোটাকত কাকের ডিম হাতে, দুই চারিটা বা ভাঙ্গিয়া অঙ্গে লেপা, এই অবস্থায় একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক সভাস্থলে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ উঠিয়া, এইটী আমার বালক বলিয়া রাজাকে জ্ঞাত করিলেন। যথেচ্ছাচারের এই ফল। এখন বুঝিলেন আপনার নিমিত্ত কঠোর নিয়ম কেন?

উত্তরপ্রবাসীর পত্র।

এক্ষণে এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারাদি বর্ণন করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই অঞ্চলের অধিবাসী দিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা রকম মুসলমান, বাকী দুই আনা হিন্দু। হিন্দুদিগেরও আচার এরূপ কদর্য্য যে তাহাদিগকে হিন্দু বলিতেই প্রবৃত্তি হয় না। হিন্দুর মধ্যে বেণে, গুণী, চাপোহাল, পনগাই, কৈবর্ত্ত, বাউড়ী এই সকল প্রধান। ক্বচিৎ কোন কোন স্থানে ২।৪ ঘর সদ্গোপ ও মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখা যায়। বেণেরা "গৌড় বেণীয় বণিক" বলিয়া পরিচয় দেয়, ও কতক ক্রিয়া কলাপাদি বাঙ্গলার মতেই করে। ইহাদের প্রধান ব্যবসায় দোকানদারী, ও অর্থশালীরা কুসীদ-জীবি। এই জাতীয় পুরুষ কদাকার। স্ত্রীলোকেরা একখানি দৈর্ঘ্যে ৩৷০ হাত ও প্রস্থে ২৷০ হাত পরিমিত দেশী মোটা বস্ত্র বুকের উপর পরিধান করে। এইরূপ বস্ত্র পরিধানের নাম "বোকণা বাঁধা" ও ঐ বস্ত্রখানির নাম "পাটানী"। এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সকল জাতির স্ত্রীলোকেই এইরূপ বস্ত্র পরিধান করে। এই বস্ত্র গুণী ও চাপোহালেরা বয়ন করিয়া থাকে। বেণে জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বামহস্তে শঙ্খ ও দক্ষিণ হস্তে রৌপ্য নির্ম্মিত চুড় পরিধান করে। নথের আদর এখন এবেশে বেশ আছে, ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই: বিধবারা রৌপ্য নির্ম্মিত চুড়, মাদুলী পরিধান করে। ইহারা ২০।২২ বৎসরের কমে কন্যার বিবাহ দেয় না। বিবাহের সপ্তাহ পূর্ব্বে "ধ্বজা স্থাপন ও সংকীর্ত্তন" ইহাদের কৌলীক প্রথা। তদনন্তর অধিবাসাদি বিবাহের ক্রিয়া কলাপ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জাশীলতা কাহাকে বলে আদৌ জানে না, সুতরাং শ্বশুর, ভাসুর বা পরিচিত, অপরিচিত পুরুষ মাত্রেরই সম্মুখে অবাধে অনাবৃত মস্তকে বিচরণ ও কথা বার্ত্তাদি বলিয়া থাকে। সতীত্বের গৌরব এই জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে খুব কমই দেখা গেল। বিশেষতঃ রূপবান পুরুষ দেখিলে ইহারা দেবোপম বোধে আদর ও যত্ন করিয়া থাকে। পুরুষেরা এতদূর কৃপণ যে এইরূপ কৃপণ স্বভাব জাতি বোধ হয় কুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বারস্থ ভিক্ষুককে এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রদান করিতেও নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু কাহারও নিকট প্রাপ্য পক্ষে পাই পয়সা ছাড়িবার পাত্র নহে। এদেশে বাঙ্গালা লেখা পড়ার চর্চ্চা অতি যৎসামান্য রকমই হইয়া থাকে। কেহ কেহ সামান্যরূপ "মাদারী" ভাষা লিখিতে পড়িতে জানে, ও তদ্দ্বারাই তাহাদের বিষয় কর্ম্মের লিখিত পঠিতাদি হইয়া থাকে। ভাষা নিতান্ত কদর্য্য। পুরুষজাতি কুৎসিত, অসভ্য, অশিক্ষিত, সন্দিগ্ধ, কৃপণ, শঠ, অবিশ্বাসী ও ক্রোধ পরায়ণ। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী, কামাতুরা, কলহপ্রিয়া ও পুরুষাপেক্ষা সামান্যরূপ আতিথেয়ী। স্ত্রীলোক-দিগের চুল কোমরের নীচে পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে ও চুলের বেশ পরিপাটী করে।

এই জাতির স্ত্রীলোকদিগের "কলহ বিবরণ" অতি কৌতুকাবহ, বোধ হয় ইহা পাঠে কোন পাঠকই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য ইহাদের ভাষা এত দূর অশ্লীল ও কুৎসিত যে ভদ্র সমাজে প্রকাশ অযোগ্য। অতি সামান্য কারণেই হউক বা কোন গুরুতর কারণেই হউক যখন একবাড়ীর স্ত্রীলোক অন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়, তখন উভয় পক্ষেই তাহাদের স্ব স্ব আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণ (পিশি, মাসী, দিদি, ভগিনী ইত্যাদি) আসিয়া যোগ দেয় এবং উভয়পক্ষই স্বজনসহ, কেহ পিড়ি, কেহ মোড়া, কেহ টুলাদি লইয়া বাটির প্রাঙ্গনের দরজায় আসিয়া উপবেশন করে, এবং উভয় পক্ষে অশ্লীল ভাষায় পরস্পর পরস্পরের অশুভ কামনা সূচক গালা-

গালি দিতে থাকে। কেহ কাহারও উত্তর প্রত্যুত্তরাদির অপেক্ষা করে না। উভয় পক্ষ হইতেই সমান ভাবে অজস্র গালিবর্ষণ হইয়া যেন একটী কিম্ভূত কিমাকার কর্ণ বিদারক মহাকোলাহলে পরিণত হয়। মূল কারণ অর্থাৎ যে বিষয়ের জন্য এই বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোনও উল্লেখ বা প্রতিকার নাই, কেবল অমঙ্গলব্যঞ্জনা লইয়াই উভয় পক্ষে তুমুল বাক-যুদ্ধ চলিতে থাকে। যখন উভয় পক্ষে এই ঝগড়া হয় তখন মধ্যে মধ্যে পরস্পরের কুৎসাজনক গীত, ছড়া, টপ্পা ও নাচও চলিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। ইতোধিক হাস্যের বিষয় যে যদি প্রাতঃকালে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে নাগাদ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত চলিয়া যে কোন পক্ষ হইতে একটী চুপড়ি আনিয়া ঐ বিবাদ স্থলে উপুড় করিয়া দেয়, তাহা হইলেই জানা গেল যে এখন এই পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিল, আবার অপরাহ্নে হইবেক। তখন সকলেই আপনাপন আলয়ে আহারাদি করিতে যায়। এবং পুনরায় বৈকালে আসিয়া ঐ বিবাদ স্থলের চুপড়ীটী চিৎ করিয়া দিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়া আবার চুপড়ীটী উপুড় করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়। আবার প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া ঐরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই ঝগড়া কখন কখন ৩৪ দিবস কখন বা সপ্তাহ এমন কি ১০।১২ দিবসব্যাপী হইতেও দেখা গিয়াছে। ঝগড়া করিতে করিতে অনেক স্ত্রীলোকের গলা বসিয়া যায়, কাহারও স্বর বিকৃত হয়, তথাপি ছাড়িবার পাত্রী নহে। পুরুষগণ ইহা অবাধে শ্রবণ করে, কিন্তু কথাটীও বলে না। বরং স্থান বিশেষে পোষকতা করিতেও দেখা যায়। পুরুষগণ অত্যন্ত শৈশ, ধরিতে গেলে স্ত্রীলোকগণই বাটীর প্রকৃত পক্ষে কর্ত্রী কর্ত্তা বিধাতা।

ঐ দেশের যুবতীরা উপবীতধারী এবং জিজ্ঞাসা করিলে যুবতী না বলিয়া "যোগী" বলিয়া পরিচয় দেয় আরও বলে "যে সত্যযুগের আমরা কলিকালের নাথ, গোসাঁইএর বিড়ম্বনায় কলিতে ঘুনি তাঁত।" ইহাদের আচার, ব্যবহার আরও অদ্ভুত পুরুষেরা মোটা বস্ত্র (পাটানী) বয়ন করে, চাপোয়ালদিগেরও ঐ ব্যবসা, এই দুই জাতির স্ত্রীলোকেই হাটবাজারে যায়। কৈবর্ত্তেরা হালিকও নহে, জালিকও নহে স্বতন্ত্র এক শ্রেণী। ইহাদের ব্যবসায় বরোজ রক্ষা ও স্ত্রীপুরুষেই হাট বাজারে পান বিক্রী করিয়া থাকে। গনগাই জাতির স্ত্রীলোকেরা চাটে চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি বিক্রী করে। পুরুষেরা সর্ব্বদা লেংটী পরিধান করিয়া থাকে ও কাঠ বিক্রী করে। গুঁড়ী ও বাউড়ী ঐ দেশের প্রধান ময়রা, উহারাই অতি সুস্বাদু সন্দেশাদি বিক্রী করিয়া থাকে।

কালীরাগঞ্জ স্থানটী খ্যাত মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এখানে একটী পোষ্টাফিস, সবরেজিষ্টরী আফিস, ডাক্তারখানা ও অনেক বাঙ্গালীর গোলা আছে। এই স্থান হইতে ২৫।২৬ ক্রোশ উত্তর যাইলেই প্রসিদ্ধ হিমাচলের পাদদেশ ও "বরাহ ছত্রের মেলা" দেখিতে পাওয়া যায়। কালীরাগঞ্জের ১৫।১৬ ক্রোশ উত্তর দার্জ্জিলিং জেলার মহকুমা নক্সার বাড়ী, এখানে বিস্তর ভোটানেরা ও লাপ্‌চা জাতির লোক পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে। শীতলপুরের ৩।৭ ক্রোশ পূর্ব্বে বিখ্যাত "আদুরা খোকার মেলা" এবং তথা হইতে প্রায় ২০।২২ ক্রোশ উত্তর "মিটী-গাড়া।" মাটীগাড়াতে সদা সর্ব্বদা ভুটানের উৎকৃষ্ট ২ ঘোড়া পাওয়া যায় ও ঐ স্থানে বিস্তর মাড়োয়ারিরা বাস করিতেছে। যে দিবস আকাশ বেশ পরিষ্কার ও সুনীলাভ থাকে, সেদিন প্রত্যূষে ও সূর্য্যাস্তের পর হিমালয়ের প্রধান উচ্চতম শৃঙ্গদ্বয় "কাঞ্চন জঙ্ঘা ও ধবলগিরি" তুষার ধবলিত শীর্ষদেশ কালীরাগঞ্জ হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।—"কস্যচিৎ প্রবাসিনঃ।"

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

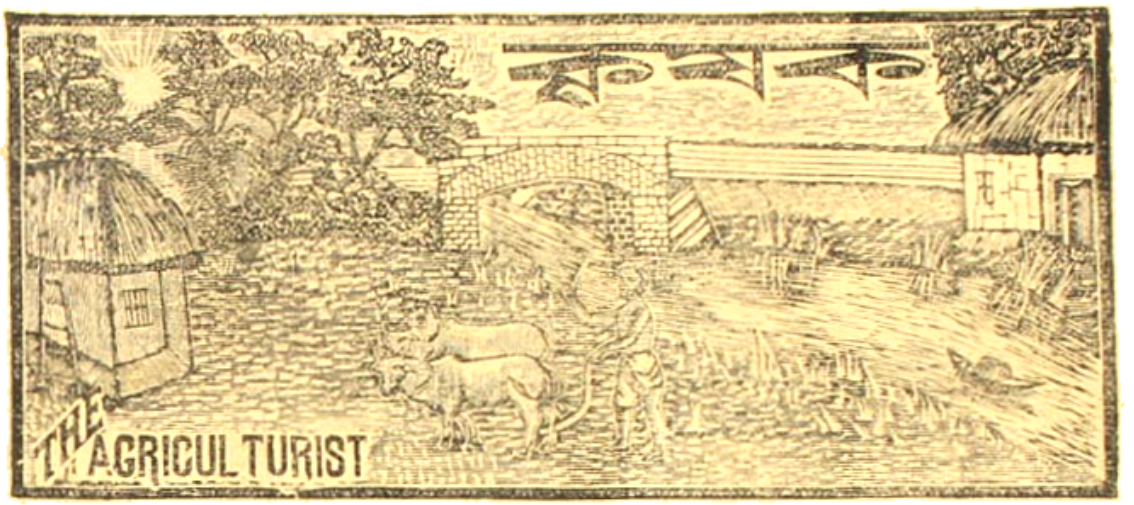

১ম খণ্ড তারিখ ১৯শে চাঁচ সোমবার ১৩০৭ সাল ১৮শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	
মহারাষ্ট্রের প্রসঙ্গ	
বিজ্ঞাপন	
কৃষি সংবাদ	
ফল্গুনী আম্রে পোকা	
আকন্দ	
চৈত্রে বা ফাল্গুনে শস্য	
গোজাতি	
বাত পোষণাদি প্রকার	
ঐ	

কলিকাতা।

ট্রামওয়ে-ট্রাম।—সম্ভবতঃ আগামী জুন মাস হইতে কলিকাতা সহরে ট্রামওয়ে-ট্রাম চলিবে

ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ। ... ঠাকুর উক্ত সঙ্গীত সমাজের উন্নতিকল্পে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

চেয়ারম্যানের বেতন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এখন হইতে বাড়ী ভাড়া সমেত ৩৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

মোহন মেলায় এক খানি পোষ্টকার্ডে এগারশত লাইন লিখিয়া যিনি সার্টিফিকেট পাইয়াছেন তাহার নাম শশীভূষণ পাল, খুলনা সেনহাটী বৌলতপুর স্কুলের ভুইং মাষ্টার।

কলের জল।—যাহাতে দিবানিশি কলিকাতায় কলের জল পাওয়া যায়, সত্বরেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা কলিকাতাবাসীর পক্ষে সুসংবাদ বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মডারেটর।—শ্রীযুক্ত বাবু কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, মিঃ পেড্লার,

বাবু গণিগ্রাম সিং ও মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর নিযুক্ত হইলেন।

পোষ্য পুত্র। পাইকপাড়ার রাজবংশের মৃত কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের পত্নী মৃণালিনী তাঁহার ভ্রাতা বাবু হরীন্দ্রমোহন বসুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে পোষ্যপুত্রের নাম হইল কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ।

ডাকাতী।—সম্প্রতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুইটি স্থানে ভয়ানক দুইটি ডাকাতি একদিন এক রাত্রিকালে হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী টালিগঞ্জে—বাবু রামদয়াল রায় মহাশয়ের বাটীতে। দস্যুরা তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি অপহরণান্তর পলায়ন করিয়াছে। দ্বিতীয়টী—দমদমা কান্টনমেণ্টের নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন ধনসম্পত্তিশালী ব্যক্তির বাটীতে। এখানেও বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া দুইহাজার টাকার ধনসম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিস অনুসন্ধান করিতেছেন।

পরীক্ষা।—১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি, এ, এবং সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার দিন ঐ সালের মার্চ্চ মাসের ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে এবং ২৪শে তারিখে স্থির হইয়াছে। এ বৎসর এম, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজিয়েট ষ্টুডেন্টসিপ, বি, এল, এবং অনার্স টেষ্ট পরীক্ষা ১৯০১ সালের ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ও ৩০শে নবেম্বর এবং ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর হইবে। অর্দ্ধ বার্ষিক দ্বিতীয় এল, এম, এস, পুনঃ পরীক্ষার দিন এ বৎসর ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ও ৩০শে নবেম্বর এবং ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর স্থির হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—ইংলণ্ডের প্রায় ৮ আট লক্ষ লোক কৃত্রিম হস্তপদ ব্যবহার করেন।

চীনের স্নান।—চীনেরা বহুদিন অন্তর স্নান করিয়া থাকে। স্নান করিতে ইহারা বড় ভয় করে।

অনাথ বালিকা।—পণ্ডিতা রমাবাই ১৭০০টী দুর্ভিক্ষ পীড়িতা বালিকার তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালন করিতেছেন।

বাঁহরি নিয়ম।—সকল জাতির মধ্যেই বিবাহের সময় কন্যা বরের বাম পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। বাঁহরীগের মধ্যে অন্য প্রকার নিয়ম, বিবাহের সময় কন্যা বরের দক্ষিণে উপবেশন করে।

পর্ত্তুগাল মহারাণী।—পর্ত্তুগালের মহারাণী সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে একটী লোক জলমগ্ন হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং জলে ঝাঁপ দিয়া, তাহাকে উদ্ধার করেন।

উত্তোলন যন্ত্র।—আমেরিকা হইতে ২২ বাইশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে একটী উত্তোলন-যন্ত্র আনীত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে লেডী কর্জ্জন দুই সেকেণ্ডের মধ্যে নিম্নতল হইতে উপরে সঞ্চরিত হইতে পারিবেন।

দাংগার হজ্জত।—বহরমপুরের নবীনচন্দ্র ব্যানার্জ্জি নামক জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সহিত দাবা খেলিতে খেলিতে "চাল" লইয়া বচসা করে। বচসা হইতে হইতে নবীনচন্দ্র হঠাৎ ছুরি বাহির করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে তদ্দ্বারাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। বিচারে নবীনচন্দ্রের পরিত্রনের সহিত ছয় মাস জেল হইয়াছে!

জাপানে বালকগণের ধূমপান নিষেধ।—জাপানে ১৬ বৎসর কম বয়সের বালকগণ ধূমপান করিলে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত বয়স্ক কোন বালক প্রথমবার ধূমপান করিয়াছে জানিতে পারিলে, ধূমপানের সমস্ত সরঞ্জাম সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার ধূমপান করিলে, কঠোর হইতে কঠোরতর শাস্তি হইয়া থাকে। জাপানের এই আইন কলিকাতায় প্রচলিত হইলে, বড়ই মঙ্গল হয়। এখানে দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলি পর্য্যন্ত বার্ডসাই সেবন করিয়া থাকে। আমাদিগের গভর্ণমেণ্ট কি জাপানের ন্যায় আইন করিতে পারেন না? গভর্ণমেণ্টের এদিকে কি দৃষ্টি পতিত হইবে না?

চিঠিরাণীর জনৈক দুরভিসন্ধিপরায়ণ সংবাদদাতা চিত্তরাঞ্জী পত্রে লিখিয়াছেন,—বৈদ্যনাথ দেওঘর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। তাই বাগ্‌বাজারের গৌরাঙ্গ অবতারিগের এখানে একটা আড্ডা আছে। কাজেই আমরিগকে মনে মনে প্রভুদিগের লীলা খেলার ধারা সহিতে হয়। সংপ্রতি দেওঘরের হেডমাষ্টারের পদ এক বৎসরের জন্য শূন্য হয়। বহুদর্শিতা এম এ ও বিএ উপাধিধারী ব্যক্তি ঐ পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। তন্মধ্যে মনোমুক্ত চার্লিস্টন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে দেওঘর স্কুল কমিটির বহু সংখ্যক সদস্যের সম্মতিক্রমে ঐ পদে নির্ব্বাচিত করা হয়। বলা বাহুল্য, সমগ্র দেওঘরবাসী এই নির্ব্বাচনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার গোবের বল ঐ নির্ব্বাচন পণ্ড করিবার জন্য এখানকার প্রসিদ্ধ রামচরণ বসুর দাদাদের প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ বলের ঘোঁটপাট ও দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া দেওঘর স্কুলের হিতৈষীগিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের অভিভাবকগণও দলবদ্ধ হইয়া প্রভুদিগের চেষ্টার বিরুদ্ধে সবডিভিসন্যাল অফিসার মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হন। দেওঘর স্কুলের সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিই পরিশেষে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদলের চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, গৌরাঙ্গের উপাসনা করিয়া কি প্রভুরা সর্ব্বত্র গোলযোগ বাধাইতে শিখিয়াছেন? বাগ্‌বাজারে কি লীলা খেলার স্থান নাই যে, এখানে চলাইতে আসিয়াছ? সকল জায়গাতেই কি "আপনি মোড়ল" হইবে?"

মহারাণীর প্রসঙ্গ।

ভারতেশ্বরী মহারাণীর মৃত্যু সংবাদে ভারতের প্রত্যেক জেলার নগর, গ্রাম, পল্লীগ্রাম হইতে শোকসহানুভূতিপূর্ণ সভাসমিতি করিয়া শোক দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। মহারাণীর পরলোকগমনে আপামর ভারতবাসীমাত্রই শোকসন্তপ্ত হইয়াছে। এরূপ সার্ব্বজনীন শোক সহানুভূতি কোন রাজার ভাগ্যে ঘটে নাই এবং ভবিষ্যতে ঘটিবে কি না সন্দেহস্থল। গত পূর্ব্ব শনিবার মহারাণীর সমাধিদিবসে কলিকাতার সমস্ত দোকান পাট বন্ধ ছিল। ঐ দিবস কলিকাতা সহর, সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ থাকায় গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। এরূপ নীরবতা কেহ কখন দেখেন নাই। ঐ দিবস লক্ষপ্রতিষ্ঠ কলিকাতাবাসীগণ মহারাণীর পরলোকে কল্যাণার্থ সাধারণকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া গড়ের মাঠে হরি সংকীর্ত্তন করিতে, ও তাহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আপামর সাধারণ লোকও গড়ের মাঠের হরিসংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে সমবেত হইয়াছিল। গড়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।—গতপূর্ব্ব রবিবারে মহারাণীর সমাধিদিবসের পরাহ্নে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায় কলিকাতাবাসী গরীব দুঃখীদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থাদি দান করিয়া মহারাণীর পরলোকে কল্যাণকামনা করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ভিক্ষুক ও দরিদ্র অন্নবস্ত্রাদি পাইয়া দুই হাত তুলিয়া মহারাণীর মঙ্গলকামনা করিয়াছিল। কলিকাতায় ঐ দিবসে কোন ভিক্ষুককে অভুক্ত বা অনশন অবস্থায় থাকিতে হয় নাই। সকলেই সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজরাজও প্রজাসাধারণের শোকসহানুভূতিতে রাজভক্তির নিদর্শন পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।—

মহারাণী সর্ব্বগুণভূষিতা ছিলেন। তিনি ভারতরাজ্যের অধিশ্বরী হইলেও সর্ব্বগুণশালিনী ছিলেন বলিয়া প্রকৃত পক্ষে হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন। তাই তাঁহার অভাবে এরূপ সর্ব্বদেশব্যাপী হাহাকার ও আর্ত্তনাদ। তাঁহার গুণাবলী যতই আলোচনা করা যায়, তাঁহার অন্তর্ধান স্মরণে ততই হৃদয়ে মর্ম্মস্পর্শী যাতনা অনুভূত হয়।—পত্রান্তর হইতে সংগৃহীত মহারাণী সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রসঙ্গ নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল। পাঠক! পাঠ করিয়া দেখুন, আমাদের মহারাণী কিরূপ হৃদয়বতী ছিলেন।

একদিবস বালিকাকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কোন জহরতের দোকানে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি

দেখিতে পাইলেন, জনৈক রমণী এক ছড়া সোণার হার অত্যন্ত পঙ্কজ হইলেও অধিক মূল্য বলিয়া লইতে না পারায় অল্প মূল্যের অন্য এক ছড়া লইয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে সেই রমণীর আত্ম-সম্মানে তুষ্ট সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার বিষাদপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া, রাজকুমারীর প্রাণে কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বহুমূল্য হার গাছটি ক্রয় করিয়া অপরিচিত মহিলার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে মহারাণীকে একদিন নগরান্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তিনি তথায় প্রত্যহ নদীর উপকূলে ভ্রমণ করিতেন। একদিন ভ্রমণ কালে জনৈকা ভিখারিণীর দিব মূর্ত্তি দেখিয়া মহা-রাণীর বালিকাজনত করুণায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে অর্থ আনিয়া তাহাকে দান করিলেন।

একদিন মহারাণীর দুই কন্যা জনৈক দাসীর সহিত খেলা করিতেছিলেন। মহারাণী সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাদ্বয়কে লইয়া পরিচারিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যাদ্বয়কে আদেশ করিলেন,—"দাসীর নিকট ক্ষমা চাও, আর আপনাদের সঞ্চয়ের টাকা হইতে ইহাকে নূতন পরিচ্ছদ কিনিয়া দাও।" অপত্য-মঙ্গলকামনা ও গরীবের চোখে সম-বেদনার কি চমৎকার সমন্বয়, কি বিচিত্র দৃষ্টান্ত!

মহারাণী একবার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সৈন্যদিগকে বিব্রত করিবার ইচ্ছায় দুষ্টামি করিয়া নিজের রুমাল খানা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কয়েক জন সৈনিক রুমাল তুলিয়া দিবার জন্য অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু মহারাণী তাঁহাদের বলিলেন, "আপনারা রুমাল তুলিবেন না;" কন্যাকে আজ্ঞা করিলেন, "যাও, নিজে রুমাল কুড়াইয়া আন।"

ডাক্তার ব্রাউন রাজপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্ট ডাক্তারের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীরাও ডাক্তা-রের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী একদিন শুনিতে পাইয়া ছেলেদের তিরস্কার করিলেন; বলিয়া দিলেন, আর কখনও যদি এমন অশোভন প্রকাশ কর, তাহা হইলে সমস্ত দিন বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইবে।"

এক দরিদ্র ধর্ম্মযাজকের কন্যা মহারাণীর পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কার্য্যপ্রাপ্তির কয়েক দিবস পরে শিক্ষয়িত্রীর জননী রোগে আক্রান্ত হইলেন।—তিনি পদত্যাগ করিয়া মাতার সেবাশুশ্রূষার জন্য চলিয়া যাইবার সংকল্প করেন। মহারাণী বলিলেন, "যত দিন আবশ্যক, তুমি মাতার সেবা কর; তোমার পদত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার অনুপস্থিতিকালে আমি ও এলবার্ট তোমার কর্ত্তব্য পালন করিব।" কৃতজ্ঞহৃদয়ে শিক্ষয়িত্রী মাতার সেবা করিতে গেলেন। মহারাণী ও তাঁহার স্বামী শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে লাগিলেন। এ করুণার তুলনা নাই।

এক বৎসর পরে ঐ শিক্ষয়িত্রীর মাতা মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইল।—তিনি সে দিন রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাকে বাইবেল পড়াইতেছিলেন।—পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার মাতৃশোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—মাতৃহারা কন্যা উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নিকট মহারাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া শিক্ষয়িত্রীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বৎসে! আজ তোমাকে অবকাশ দিব সংকল্প করিয়াছি। যাও, আজ আমি তোমার কাজ করিব। আজ তোমার মাতার মৃত্যুদিন। তোমাকে শোকচিহ্নস্বরূপ এই বলয় ও তোমার মাতৃ কেশরক্ষার জন্য এই লকেট উপহার দিতেছি।" এমন দেবোচিত সমবেদনায় কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়!

অসবরণ রাজপ্রাসাদের নিকট এক বৃদ্ধা রমণী রোগশয্যায় কষ্ট পাইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া, মহারাণী এক দিন তাহার গৃহে গমন করিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বাইবেল পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। তত্রত্য ধর্ম্মযাজক রোগিণীর গৃহে গিয়া দেখিলেন, এক জন অপরিচিত স্ত্রীলোক শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পাঠ করি-তেছে। ধর্ম্মযাজক চলিয়া যাইতেছিলেন। মহারাণী বলিলেন, "আপনার ধর্ম্মোপদেশে ইঁহার যেরূপ শান্তি-

সাহের সম্ভাবনা, আমার বহু গ্রন্থপাঠে সেরূপ শান্তি-সন্তোষের আশা নাই। আপনি চলিয়া যাইবেন না, আসুন।" এই বলিয়া মহারাণী নীরবে বৃদ্ধার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

বাকিংহাম প্রাসাদের নিকট যে সকল দুঃখিনী বাস করিতেন, মহারাণী প্রতি বৎসর শীতঋতু প্রভৃতি দান করিয়া তাঁহাদিগের দুঃখমোচন করিতেন। দুঃখে পড়িয়া যাহারা মহারাণীর শরণাগত হইত, মহারাণী কখনও তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। বাকিংহাম প্রাসাদের নিকট মহারাণীর ব্যয়ে এক আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে দরিদ্ররোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য এক অতিথিশালা বর্ত্তমান। যদি কোন অভিমানী দরিদ্র অতিথিশালায় জীবনযাপন অপমানজনক বোধ করে, এই জন্য মহারাণী আপনার অবস্থিতির জন্যও অতিথিশালার একটী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

এক দিন মহারাণী উইণ্ডসর প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাসাদের ছবি আঁকিতেছিলেন। কেবল এক জন পরিচারক দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় এক জন মেষপালক রাজপথে উপস্থিত হইল,—এক জন স্ত্রীলোককে রাস্তার মাঝে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো! পথ ছাড়িয়া দাও।" মহারাণীর পরিচারক মেষপালককে বলিল, "উনি কে,—তা' জান?" মেষপালক রুষ্ট হইয়া বলিল, "তা জানিবার আমার দরকার নাই। পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।" তখন পরিচারক বলিল, "উনি মহারাণী!" শুনিয়া মেষপালক অত্যন্ত শঙ্কিত ও হতবুদ্ধি হইল। মহারাণী সকল কথা শুনিয়া দরিদ্র মেষপালককে অভয়দান করিয়া বিদায় দিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের কাহিনী সহজে বিস্মৃত হইবার নহে। অনেক ইংরেজ নর নারী শিশু উন্মত্ত সিপাহীদের অস্ত্রে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিল। বিদ্রোহাবসানে ইংরেজগণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও রক্তপিপাসু হইয়া উঠেন। সেই দুঃসময়ে করুণাময়ী মহারাণী ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে লিখিয়াছিলেন, "যাহারা আমাদিগকে বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছেন, নিরাশ্রয় ইংরেজদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহারা ভারতবাসী, তাহাতে মানবের প্রতি আমাদের বিদ্বেষভাব ঘুণা নাই। তাঁহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট ও সমৃদ্ধ দেখিব, তাঁহাদের মহারাণীর এই বাসনা।"

মহারাণীর রাজ্যকর-সম্প্রদায়ে দুই জন ওয়েস্লিয়ান খ্রীষ্টান ছিল। ওয়েস্লিয়ানদের মতে, রবিবার ধর্ম্মানুশীলন ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য করিলে পাপ হয়। রাজ্যকরসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ এই দুই জনকে রবিবারে রাজাইবার আদেশ দেন। কিন্তু তাহারা ধর্ম্মহানি ভয়ে সে আদেশ পালন করিল না। ইহার ফলে তাহারা পদচ্যুত হইল। মহারাণী এই বিষয় অবগত হইয়া রাজকরসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য আমার কোনও কর্ম্মচারীকে কেহ যেন উৎপীড়ন না করে। আজ হইতে আমার গৃহে রবিবার বাজনা বাজাইবার আবশ্যক নাই। যাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছ, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত কর।" কি উদার সমবেদনা! কি চমৎকার সমদর্শিতা!

বকিংহাম রাজপ্রাসাদে যে সকল কর্ম্মচারী বাস করিতেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগের ধর্ম্মশিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এ জন্য মহারাণী স্বয়ং প্রতি রবিবার প্রভাতে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, বাইবেল পড়াইতেন!

ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে সমরবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অবিবেচনায় অসংখ্য ইংরেজ সৈন্য পর্য্যাপ্ত আহার ও উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। রোগের সময় শুশ্রূষা ও চিকিৎসার অভাবে কত সৈন্য অকথ্য যাতনা ভোগ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিল। দুঃসংবাদ বিদিত হইয়া মহারাণী দুঃখে অধীর হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য পরিচ্ছদ সীবন করিতেন, এবং সহস্তে

সেনাপতিদিগকে পত্র লিখিয়া সৈন্যদের রেশমোচনের উপায়বিধান করিয়াছিলেন!

ইহাতে রমা মহারাণীর চরিত্রের অসাধারণ গুণ। তিনি কুকুর, বিড়াল, গো, অশ্ব ও অন্যতর প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তু সযত্নে পালন করিতেন, স্বয়ং তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পালিত জীব বৃদ্ধ বা অকর্মণ্য হইলে মহারাণী তাহাদের বিনয় করিতেন না;—উইণ্ডসর প্রাসাদে তাহাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন!

মহারাণীর স্তন্যনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। একদা সেনাপ্রদর্শনীতে মহারাণী পুত্রকন্যাগণসহ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ডোট রাজকুমার তখন দশবর্ষবয়স্ক বালক। তিনি বালসুলভ চপলতাবশতঃ মাতৃসন্নিধান ত্যাগ করিয়া কোন সেনাপতির কার্য্যে বাধা জন্মাইতেছিলেন। সেনাপতি বালকের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহার শাসন করিয়াছিলেন। বালক যে কে, তাহা সেনাপতি জানিতেন না। সেনাপতির জনৈক বন্ধু বালকের পরিচয় দিয়া সেনাপতিকে তাঁহার হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করিলেন। সেনাপতি তখনই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষমা চাহিয়া অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে মহারাণী সেনাপতিকে বলিলেন, "আপনার কাতরতার কারণ কি? আপনি বালককে শাসন করিয়াছেন বেশ হইয়াছে; বাল্যকাল শাসন ও শিক্ষার উপযুক্ত সময়। অনধিকারচর্চ্চা সর্ব্বথা তিরস্করণীয়। আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।" এই কথা বলিয়া পুনরায় সেনাপ্রদর্শনী দেখিতে লাগিলেন।

একদিন বালিকা ভিক্টোরিয়া পাঠে বড় অবহেলা প্রকাশ করিলেন। শিক্ষয়িত্রীকে বার দুই উত্যক্তও করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার জননী আসিয়া শিক্ষয়িত্রীকে কন্যার পাঠ ও ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। শিক্ষয়িত্রী লেজেন বলিলেন, "ভিক্টোরিয়া একবার আমাকে বিরক্ত করিয়াছেন।" সত্যপরায়ণা বালিকা তখনই বলিলেন, "না না! একবার নয়, আমি দুইবার বিরক্ত করিয়াছি।" এই সত্যনিষ্ঠার অঙ্কুর উত্তরকালে মহাতরুতে পরিণত ও ফুলফলে সুশোভিত হইয়া ব্রিটিশভূমি শীতল করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে ভিক্টোরিয়া আত্মসংযম মিতব্যয়িতা শিখিয়াছিলেন। একদিন বালিকা ভিক্টোরিয়া আত্মীয় স্বজনের উপহার নিমিত্ত ভাল সামগ্রী কিনিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষয়িত্রীর সহিত বাজারে গিয়াছিলেন। কিনিতে কিনিতে তাঁহার টাকা ফুরাইয়া গেল। এমন সময় তাঁহার আর একটি বাক্স কিনিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু টাকা নাই, কেমন করিয়া কেনেন? দোকানদার বাক্সটী ধারে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়া বাঁধিয়া দিল। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "রাজকুমারী আজ এ বাক্স কিনিতে পারিবেন না" মহারাণী দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিলেন; আর একদিন মহারাণী বাক্সটী কিনিয়া আনিয়াছিলেন। এই মিতাচারের ফল তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে কেমন বিকশিত হইয়াছিল!

ভিক্টোরিয়া উত্তরকালে যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তদীয় বাল্যজীবনের অনেক ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর তিনিই ইংলণ্ডের রাণী হইবেন, এ কথা কৌশলে তাঁহাকে জানান হয়। মহারাণীর বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন শিক্ষয়িত্রী লেজেন পাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজবংশের একখানি 'নামাবলী' রাখিয়া দিয়াছিলেন। তালিকার শেষভাগে ভিক্টোরিয়ার নাম লিখিত ছিল। মহারাণী পুস্তক খুলিতে গিয়া সেই তালিকাটী দেখিতে পাইলেন,—পড়িয়া সর্ব্বশেষে নিজের নাম দেখিয়া বলিলেন, "আমি আগে ত কখনও দেখি নাই। আমি যে সিংহাসনের এত কাছে, তাহা কখনও মনে করি নাই।" লেজেন বলিলেন, "আগে তোমাকে বলা উচিত মনে হয় নাই; রাজসিংহাসন তোমারই প্রাপ্য।" কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ভিক্টোরিয়া বলিলেন, "অনেকে রাণী হইবে জানিয়া গর্ব্বিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা রাজপদের বিপদের কথা জানে না। এ পদে যেমন ঐশ্বর্য্য, তেমনই দায়িত্ব। তাহার পর রাজনন্দিনী লেজেনের

হাত ধরিয়া বলিলেন, "যাহাতে আমি এত ২ , রাত্রের মার্চ হইবার উপযুক্ত হই, আজ হইতে তাহারই চেষ্টা করিবে, ভাল হইবে। এখন বুঝিতেছি, আপনি আমাকে লাটিন শিখাইবার জন্য কেন এত পীড়াপীড়ি করিতেন। আমি আরও ভাল হইব। কেমন বলিলেন, "এখনও রাণী এডিলেডের সন্তানসম্ভাবনা আছে। যদি তিনি অপত্যলাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানই চতুর্থ উইলিয়মের রাজ্যাধিকারী হইবে। উদারপ্রকৃতি বালিকা অম্লানবদনে বলিলেন, "তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইব না কেহ যে আমাকে যে ভালবাসেন, তাহাতেই বুঝিতে পারি, অপত্যস্নেহ তাঁহার কত প্রবল"

বিমাতা।

(৮)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিজয় এখনও কলিকাতায়, এবং সম্প্রতি সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রায় ৩ বৎসর হইল অনিল বাবু ওকালতী করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং সেই জন্য হরেন্দ্র বাবুর প্রেরিত ২৫৲ টাকা বিজয়ের নামেই সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা হইতেছে। বিজয়কে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অনিল বাবু যে বহু পরিশ্রম করিতেছেন বোধ হয় অনিল বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর থাকিলে তাহার প্রতি এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। স্বভাবতঃ অনিল বাবু স্বার্থত্যাগী এবং সরলচিত্ত। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার উপর যে কেবল গুরুভার ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা নহে সেই সঙ্গে অসীম বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে। যখন অনিল বাবু সাঁকিপুরে মানদা ও বিজয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখন হইতেই বালক বিজয়ের প্রতি তাঁহার স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি মোহিনীর কুব্যবহার দর্শনে ও অবশেষে হরেন্দ্র বাবুর অনুরোধে তিনি বিজয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে কলিকাতায় আনিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বিজয় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে—বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

আজ অনিল বাবু ও বিজয় দুই জনেই বিষণ্ণ। কারণ, বাঁকীপুর হইতে হরেন্দ্র বাবু একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্র খানি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্রিয় অনিল বাবু,

"সম্প্রতি আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় আপনাকে অন্য পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

"আজ ৮ দিন হইল আমাদের চন্দ্রভূষণ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে। অত্যধিক মদ্যপান এবং তদানুষঙ্গিক নানা প্রকার অত্যাচারে কিছু দিন হইতে চন্দ্রভূষণ নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সাবধান না হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং রোগ গুলিও সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। তাহার অন্তিম কাল অতীব শোচনীয়। সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত শুনিতে পাইবেন।

"চন্দ্রভূষণের মৃত্যুর পরই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যাহা কিছু তৈজসাদি ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল সে সমস্ত লইয়া এক আত্মীয় সমভিব্যবহারে তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। মানদা এখন পথের ভিখারিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কামিনী বাবু নামক চন্দ্রভূষণের কোনৈক ধনাঢ্য বন্ধু দয়াপরবশ হইয়া মানদাকে তাঁহার নিজ বাটীতে আনাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিনিই আমাদিগকে এ সংবাদ দিয়াছেন।

কাকার অমতে নিকট অর্থসাহায্য, সুতরাং ক্রমশঃ আমাকেই তাহার নিকট সব কথা বলিতে হয়। মানদাকে আনিবার জন্য ভারতাশ্রমে একটী বিশ্বস্ত লোক পাঠান হইয়াছে। মানদা এখানে আসিয়া স্থিতি হইবে এ প্রস্তাবে নূতন কে বড়ই অসন্তুষ্ট এবং যেরূপ ভাব দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় বিজয়ের মাসিক ২৫৲ টাকা এখন হইতে বন্ধ হইবে। দাদার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। সংসারে ধারাবাহিক অশান্তি প্রভাবে তিনি নিতান্তই ভিন্নমনা সুতরাং তাহার দ্বারা আর যে বিশেষ কিছু ফল লাভ হইবে সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র বিশ্বাস নাই। মানদা এখানে ২।৩ দিবস মধ্যে আসিবে।

"বিজয়কে শান্ত করিবেন। সে এখন লেখা পড়া শিখিয়াছে সুতরাং তাহাকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবেনা যে সে যেন এদিকে দৃষ্টি না করিয়া অধিকতর যত্নে তাহার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়। সে ব্রত অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে দুঃখান্ধকার দূর হইয়া সুখের সূচনা হইতে পারে। যতদিন আমি এখানে থাকিব মানদার জন্য তাহার কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তবে এটা স্থির যাইতেছে যে মানদাকে কতক আশা যন্ত্রণা সহ করিতে হইবে—এক্ষেত্রে তাহা অনিবার্য্য। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি তাং ১৬ই আষাঢ়।"

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরেন্দ্র—

"মাষ্টার মহাশয়!"—বিজয় এখনও অনিল বাবুকে মাষ্টার মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করে—"মাষ্টার মহাশয়! আমি একবার বাঁকিপুরে যাইতে ইচ্ছা করি।"

"বিজয়! আমার বোধ হয় তোমার না যাওয়াই উচিত। কারণ, তুমি গিয়া কিছুই করিতে পারিবে বরং হরেন্দ্র বাবু তোমার অপেক্ষা অধিক পারিবেন

"আমার বোধ হয় আমি যদি এখন বাঁকিপুরে থাকিতে পারি তাহা হইলে বড় ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে অন্তঃপুরের আশা যন্ত্রণা নিদি অনুভব করিতে পারিবে না।

"হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে তোমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা একেবারে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।"

"আমার ভবিষ্যতের জন্য কি দিদির এইরূপ অবস্থায় আমি নিশ্চিন্ত থাকিব? তাহা কখনই হইবে না।"

"তুমি এখনও বালক অথবা শোকে তোমার চিত্তাচিত্ত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে তুমি বুঝিতে যে আর এক বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের অবস্থার উন্নতি হইলে তুমি তোমার দিদির অধিক উপকার করিতে পারিবে। তুমি এখন বাঁকিপুরে উপস্থিত থাকিয়া তোমার পিতার অশান্তিপূর্ণ সংসারে অধিকতর অশান্তির অবতারণা করিতে চাও?—না তাহাকে অধিকতর অসুখী করিতে চাও?—তুমি তোমার দিদিকে কিসে ভরণ পোষণ করিবে? আমার বোধ হয় ভাল হউন মন্দ হউন তোমার পিতা তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করুন এ ইচ্ছা তোমার নহে। প্রকৃতিস্থ হও এবং ধীর ভাবে কথাগুলি আলোচনা করিয়া দেখ। এখন এ বিষয়ে আর তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।"

"প্রকৃতিস্থ হইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ আমি একবার বাঁকীপুরে গিয়া দিদিকে দেখিয়া আসি।"

"আপাততঃ নহে। আমি আশা করি তুমি আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না।"—ক্রমশঃ

কৃষি সংবাদ।

শস্য সংবাদ: ব্রহ্মের প্রত্যেক জেলায় ও উপবিভাগে ফসলের অবস্থা এ বার বড়ই সন্তোষজনক।

শস্য। হুগলি জেলার বদনগঞ্জ, কুলুই, পো ঘাট, শ্যাম বাজার প্রভৃতি স্থানে গোল আলু, পম, ওলা কলাই, বাই লবিষা ও অন্যান্য তরকারী, শাক সবজী যথেষ্ট হইয়াছে। রবি শস্যের অবস্থা মেদিনীপুর অপেক্ষা হুগলি জেলাতেই বেশী বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

গো-রোগ।—মেদিনীপুর জেলার সীমান্ত প্রদেশে জগন্নাথপুর গ্রামে গরুর পায়েতে ঘা হইয়া পোকা উৎপন্ন হওয়াতে গরু সকল দুর্ব্বল হইয়া বিশেষতঃ শীতের প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঘা ভাল ও পোকা নষ্ট হইবার সহজ উপায় "কৃষকে" কের নিখিলে বাধিত হইব।—শ্রীতৈ, চ, চৌ।

খড় (বিচালি) বদনগঞ্জ।—খড়ের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত অনেক গৃহ পড়িয়া যাইবে ও অনেক গো, মহিষ খাদ্যাভাবে মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ৭৲ টাকা করিয়া খড়ের কাহন বিক্রয় হইতেছে, কৃষকেরা এখন হইতে সাবধান হইতেছে। ধান্যই যখন কমিয়াছে, তখন যে খড় কমিয়া যাইবে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আসামে কৃষির অবস্থা।—২৯ জানুয়ারী সাপ্তাহিক রিপোর্ট।—জল বায়ুর অবস্থা ভাল। ধান্য তোলা শেষ হইয়াছে। কলাই সর্ব্বপাদি সংগৃহীত হইতেছে। আখ মাড়া ও চার পাতা সংগ্রহ কার্য্য চলিতেছে। আখের অবস্থার ভাল। শিবসাগর ও লক্ষিমপুর ব্যতীত অন্য স্থানে ধান্য ভালরূপ জন্মে নাই। জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে। গবাদি পশুর অবস্থা ভাল। কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এবং শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে গবাদির আহার্য্য অভাব হইয়াছে। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ও শ্রীহট্টের স্থানে স্থানে জলাভাব।

আম গাছে পোকা নিবারণের উপায়।—এ দেশে আজ কাল প্রায়ই আম গাছে পোকা হইয়া গাছকে বিলক্ষণ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করে। ইহাতে ফলেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। নিম্ন লিখিতানুযায়ী অতি সহজ উপায়ে পোকা নষ্ট হয়।

চিনির সিরা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ বা তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৎপরে উহাতে দশ ভাগের এক ভাগ সঙ্খিয়া (arsenic) অর্থাৎ সেঁকো চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায় লেপন করিতে হইবেক। উক্ত প্রলেপ বিষাক্ত বস্তু, সুতরাং যাহাতে উহা কাহারও উদরস্থ না হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।—কৃষিতত্ত্ব।

মুরুগাছা, ময়মনসিং।—ভাদ্র মাসের পর হইতে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য একেবারে জন্মে নাই। অন্যান্য শস্যেরও খুব ক্ষতি হইয়াছে। এবার দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ আশঙ্কা, অনেকের ঘরে এখনই খাদ্যের অভাব হইয়াছে; দিনদিন ভিক্ষুকের দল বৃদ্ধি হইতেছে। বাজারে সমুদয় জিনিসই দুর্ম্মূল্য। চাউল এক্ষণে ৪।০ টাকা মণ। চাউলের দর ক্রমেই চড়িতেছে। আজ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে রবিশস্য ভালরূপ জন্মে নাই। আজকাল আকাশে মেঘ দেখা যাইতেছে, ঐরূপ মেঘে কলাই প্রভৃতি শস্যে একরূপ পোকা জন্মিয়া থাকে। এখনও বৃষ্টি হইলে কলাইএর কিঞ্চিৎ উপকার হইত। সরিষা উঠান হইতেছে। সরিষার অবস্থা ভাল। আখ কাটাই ও মাড়াই আরম্ভ হইয়াছে। আখ এবার মন্দ জন্মে নাই। নিম্ন বিলা ভূমিতে বোরো ধান্যের আবাদ চলিতেছে, বৃষ্টি ইহার পক্ষে খুব উপকারী। এখনই অনেক স্থানে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার শীতের প্রকোপ বেশী। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বরোদার রাজার রাজ্যে কৃষিব্যাঙ্ক।—বরদারাজ গাইকোয়াড় তাঁহার রাজ্যের প্রজাদের হিতার্থে

কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে রাণামহলে ১৮৯৯ সনের আগষ্ট মাসে এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাঙ্কের মূলধন ২৫ হাজার টাকা,—তন্মধ্যে বরদার রাজসরকার হইতে ১২॥ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে, বাকি অন্যেক ব্যাঙ্কের অংশীদারের নিকট হইতে আদায় হইবে। দুর্ভিক্ষের জন্য দুরবৎসর বলিয়া জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের অংশ কিনিতে বলা হয় নাই। সরকারী প্রদত্ত ১২॥ হাজার টাকা দ্বারাই দুইস্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা হইয়াছে। লোকের খাদ্য, ক্ষেত্রের বীজ ও সার, চাষের গরু, মজুরের বেতন এবং পুরাতন ঋণশোধার্থ এই ব্যাঙ্ক হইতে ১,১৩২৲ টাকা প্রজাদিগকে দাদন দেওয়া হইয়াছে। ভীল নাইকা, ধাঁপা ও ধুঁদিয়া প্রভৃতি অসভ্যজাতীয় লোকদিগকেই অধিক পরিমাণে ধার দেওয়া হইয়াছে। অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া অত্যধিক সুদখোর প্রজার সর্ব্বনাশকারী কুসীদব্যবসায়ী মহাজনদের রক্ষা করাই কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ব্যাঙ্কের যে লাভ হইবে, রাজসরকার তাহা হইতে শতকরা ২৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ গ্রহণ করিবেন,—অংশীদারদিগকে ৪৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হইবে। সুদ দিয়া যাহা থাকিবে, তাহার শতক অংশীদারের বোনাস দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট তহবিলে মজুত রাখা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে বরদারাজ্যে এরূপ আরও কয়েকটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। এরূপ প্রজাহিতৈষী রাজাকে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদ পত্রে প্রজার দুঃখ কষ্টে উদাসীন বলিয়া কতই নিন্দা করা হইয়াছিল! বরদারাজ প্রজার হিতার্থে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, ইংরেজরাজ কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই।—সঞ্জীবনী।

কজলী আম্রে পোকা।

মহাশয়! আমার নিবাস মালদহ জেলায় আমার, একটী "কজলী" আম্রের বাগান আছে, এই বাগানে কজলী ব্যতীত জাদিবাদা, গোল ভাদুরে, লম্বা ভাদুরে, কুয়া পাহাড়িয়া ইত্যাদি ১০।১২ প্রকারের কলম আম্র আছে। অন্যান্য আম্রে ততদূর পোকা বা কাটিয়া নষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কজলী আম্র আষাঢ় মাস পড়িলেই কাটিতে ও পোকা লাগিতে আরম্ভ হয় ও বিস্তর আম্র নষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ পোকাগুলির আকার লম্বা ও শুভ্রবর্ণ, কেবল মুখখানি একটু লাল ঐ কাটা ও পোকা নিবারণের উপায়, এবং প্রতি বৎসর সকল বৃক্ষে সমান ফল হয় না কেন, উহার প্রতিকারের উপায় আপনি বা অন্য কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিলে পরম বাধিত হইব।—শ্রীগুরু চরণ সরকার।

আকন্দ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

"বসুমতী" পত্রিকায় আকন্দের চাষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কিরূপ স্থানে এবং কি প্রকারে আকন্দ বৃক্ষ রোপণ করিলে সুফল ফলিতে পারে তদ্বিষয় তদীয় "কৃষক" পত্রিকায় লিখিয়া জানাইলে পরমাপ্যায়িত হইব। ঐ পত্রিকায় নূতন ডালে আঁশ বাহির হইতে পারে তদ্বিষয়ের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বৃক্ষের বিশদ ব্যাখ্যার আবশ্যক হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া কোন্ কোন্ কেহ আরও বিস্তারিতরূপে সমাচার দিতে পারেন তবে বাধিত হইব। কোন্ আকন্দের (শ্বেত অথবা লাল) আঁশ ভাল তৎসম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় নাই। ভারতীয় শিল্পসমিতির অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু যদি তদীয় "কৃষক" পত্রিকায় আলুবের চাষ সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখেন তাহা হইলে অনেকেরই বিশেষ সুবিধা হয়। আশা করি তিনি এতৎ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন।

অপর, গোলাপ ফুলের কুঁড়ীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা [ডালসমেত পোকা পাঠাইবেন।—কৃঃ সঃ] ধরিলে তন্নিবারণের তদীয় পত্রিকায় একপার্শ্বে লিখিত থাকিলে বিশেষ করিয়া বাধিত করিবেন।

বশম্বদ,

শ্রীগণপতি রায় আঢ্যকুণ্ডু, কুলবেড়ালী,

নদীয়া।

চৈত্রে বা ভুঁয়ে শশা।

বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকাতেই চৈত্রে বা ভুঁয়ে শশার উত্তমরূপ আবাদ হইয়া থাকে। সুতরাং যে জমীতে বালুকার ভাগ বেশী, সেই জমীতেই উক্ত শশার বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে উত্তমরূপে দুই তিন বার লাঙ্গল দিতে হইবে এবং তৎপরে মই টানিয়া জমীর উঁচু নিচু সমান করিয়া লইতে হইবে, তাহার পর দুই তিন হাত অন্তর এক একটি খুবরি করিয়া তাহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী করিয়া বীজ বপন করিয়া উহার উপর অল্প পরিমাণ গুঁড়া মৃত্তিকা চাপা দিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বীজ গুলি এরূপ ভাবে চাপা দিতে হইবে, যেন উহাদিগকে বাহির হইতে দেখা না যায়। যে দিবস উক্ত প্রকারে বীজ বপন করা হইবে ঠিক তাহার পর দিবস উহার উপর সামান্য পরিমাণ জল দিয়া কেবল মাত্র মৃত্তিকা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে বীজ বপন করিলে তিন চারি দিবসের মধ্যেই শশার চারা বাহির হইবে। চারা বাহির হইতে কদাচিৎ কখনও কিছু বিলম্বও হইয়া থাকে। চারা সকল যখন একটু বড় হইয়া লতার আকার ধারণ করিবে, তখন খুবরিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে। যদি বৃহৎ ক্ষেত্রে ভুঁয়ে শশার আবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রে ছেঁচা জল দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভুঁয়ে শশার গাছে উত্তমরূপ সার না দিলে তাদৃশ ফুসল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরাতন গোময়ই উহার পক্ষে উত্তম সার। তিন চারি বৎসরের পুরাতন গোময়, যাহা দেখিতে ঠিক মৃত্তিকার আকার ধারণ করিয়াছে, সেই প্রকার গোময়ই ভুঁয়ে শশার উপযুক্ত সার। এক অঞ্জলি সার প্রত্যেক খুবরিতে দিতে হইবে এবং খুবরির মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উঠাইয়া উহাকে পুনর্ব্বার সমতল করিয়া দিতে হইবে। উহাতে যে পরিমাণ সারমাটির প্রয়োজন সেই পরিমাণ সারমাটি ব্যবহার করিতে হইবে। যে দিবস এই প্রকারে খুবরিগুলি সমতল করিয়া দিবে, তৎপর দিবস উহাতে প্রচুর পরিমাণ জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এরূপভাবে জল সেচন করা উচিত যেন মাটী পাঁচ ছয় দিবস পর্য্যন্ত বেশ নরম থাকে। প্রতি সপ্তাহে খুবরি সকল এক এক বার নিড়ান দিয়া খুলিয়া দিতে হইবে। অতি সাবধানতার সহিত উক্তভাবে নিড়ান দেওয়া উচিত। কারণ সাবধান হইয়া না খুলাইলে শশাগাছের কোমল শিকড় সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সকল চারা বাহির হইবে তাহার মধ্যে যদি কোনও চারা নিতান্ত নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে উহা একবারে উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি যেন লতাইতে আরম্ভ করিবে তখন উহাদের ডগাগুলি পরস্পর পৃথক ভাবে রাখিতে হইবে। কতকগুলি গাছের ডগা একত্রে জড়াইয়া গেলে গাছে ভালরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ভুঁয়ে শশার বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ

যায় ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে বীজ অতি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। জলে বীজ সকল ভিজাইলে যে সকল বীজ ভাসিয়া থাকে, কিছুতেই ডুবে না, সেই সকল বীজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত প্রকারে ডুঁয়ে শশার বীজ বপন করিলে এবং উপরোক্ত প্রকারে গাছগুলিকে রক্ষা করিলে প্রত্যেক গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হইতে পারে।—উ,না,না।

গোজাতি।

চাষের গোরু দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া না কিনিলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হয়। খনা বলিয়া গিয়াছেন,—

গাই নাও দুয়ে। ছেলে নাও বেয়ে॥

যেমন গাই কিনিতে হইলে কোন্ অবস্থায় কত দুধ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা দাঁত বাঁট এবং দুধ দেখিয়া অনুমান করা যায়, সেইরূপ লাঙ্গল জুড়িলে, বলদের টান টোন এবং চলনাদি দেখিয়া কিরূপ গোরু হইবে তাহা ঠিক করা যায়। যে গোরু গোড়ে হয় সে লাঙ্গলের বোঁটা চাপিয়া ধরিলে কিছুকাল মধ্যেই শুইয়া পড়ে। যে গোরু চালাক হয় লাঙ্গল চষিবার কালীন তাহার গায়ে হাত দিতে হয় না, গায়ে হাত দিলে একেবারে (ঠায়) ঘুরিয়া যায়। চষিবার কালে যে গোরু ঘাড় সমান রাখিয়া যায় এবং খুব চাপ—এমনকি অসাধ্য চাপ হইলে হাঁটু গাড়িয়াও চাষ তুলে সেই গোরুই কষ্ট সহিষ্ণু এবং গৃহস্থের উপযোগী।

উনপাঁজরে বরাখুরে। কাপিচোনড়া চকুরে
ধোঁকা কাপা দোলাগোড়ে। ভাল নয় ঘড়ঘড়ে।
(ডাক,।

উভয় পার্শ্বের পাঁজরের মধ্যে একখানি অন্য পার্শ্বের পাঁজর অপেক্ষা কম হইলে উন পাঁজরে, বরাহের মত খুর হইলে বরাখুরে, গোঁকালী লাল কালর মিশ্রিত হইলে কালি-চোনড়া, জিহ্বা ঘুরাইয়া সর্প চক্রের মত করা যাহার রোগ সেই গোরুকে চকুরে, সুস্থিরাবস্থায় যে গোরু ধুঁকিতে থাকে তাহাকে ধোঁকা, যে কাঁপে তাহাকে কাঁপা, দোলে তাহাকে দোলা, যে চষিবার সময় শুইয়া পড়ে তাহাকে গোড়ে এবং যে গোরু শোঁয়রা অর্থাৎ নাক হইতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় তাহাকে ঘড় ঘড়ে বলে।

এই সকল গোরু ক্রয়ের পর কাহারও পক্ষে অল্প কাহারও পক্ষে অধিক পরিমাণ অশুভের সূচনা হয়। যেখানে নিশ্চিত অমঙ্গল ঘটিবে, তথায় ঐ সকল গোরু আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আমি ঐ অশুভের ভুক্তভোগী এবং অন্যত্রও তদ্রূপ হইতে দেখিয়া আর অবিশ্বাস করি না। এজন্য দোষ-যুক্ত গোরু ক্রয় সম্বন্ধে আমি সকলকেই নিষেধ করিতেছি।

আর থাকে এবং কার্য্যক্ষম হয় এরূপ ছেলে ক্রয় করা সাধারণ নিয়ম। আর ক্রমেই কার্য্যক্ষম হয় এরূপ দেখিয়া ক্রয় করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। কার্য্য এবং বয়ঃক্রম ও আকার অনুসারে উহা ঠিক করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বলিতেছি। আকার প্রকার ও সিং আদি দেখিয়া গোরুর বয়স ঠিক হয় না। দাঁত দেখিয়া গোরুর বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

বাছুর জানিবে দুই চারিটী দাঁতেতে।
ছয় দাঁত হলে তাই জোত লাঙ্গলেতে॥
আট দাঁতে কাশি সোজা যৌবন বয়েস।
দাঁত ক্ষয়ে বয়সের জেনো অবশেষ॥

অকারণ প্রকার দেখিয়া গোরু ক্রয় করিতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম জানা আবশ্যক। বর্ষাকালে এবং শস্যাদি ক্ষেত্র হইতে উঠিবার পর গোরা গোরুও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। চাষের পর গোরু গায়ে ভাঙ্গা হইয়া থাকে। এইরূপ গায়ে ভাঙ্গা গোরু অল্প যত্নেই হৃষ্টপুষ্ট হয়; অতএব এইরূপ গোরু কেনাই সুবিধাজনক।

"হিং হিংস্রে তিন সিংহে।" (খনা)। তিন সাঁতীয় সিং বিশিষ্ট প্রাণী গৃহস্থের পক্ষে অশুভজনক। তিনটী গোরুও গৃহস্থের পক্ষে শুভকর নয়, ইহা স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্ধৃত বচনে পাওয়া যায়। খনার মতে "সোনে রোনে" অর্থাৎ সোনারূপার গহনাদি কিনিতে একেবারেই নিষেধ আছে।

অশিক্ষিত লোককে কার্য্যক্ষম করা সম্বন্ধে খনা উপদেশ দিয়াছেন :—

তুলা দিয়া না ওজাবে।
পাষাণ দিয়া বওয়াবে॥

কোন গোরুকে একেবারেই চাপাচাপি কাজে নিয়োগ করিতে নাই। অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া ক্রমে যতদিন-যায় ততই সে গোরুর দ্বারা রীতিমত কার্য্য হইতে পারে। চাষের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া গোরুকে পীড়া দেওয়া কোনও ক্রমেই শুভজনক নহে।

বাহ পোষণাদি প্রকার।

কৃষিঞ্চ তাদৃশং কুর্য্যাৎ যথা বাহান্ন পীড়য়েৎ।
বাহপীড়াজিতং শস্যং গর্হিতং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
বাহপীড়াজিতং শস্য কলিতঞ্চ চতুর্গুণম্।
বাহনিশ্বাস বিফলং কৃষকো নিঃস্বতাং ব্রজেৎ।
শুষ্কতৈর্যবসৈ র্নূনৈ স্তথা নৈবপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ ক্ষিপ্রং ক্ষীয়ন্তি সায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ॥

বাহ অর্থাৎ বলদ নিপীড়িত না হয়, সেই প্রকারে কৃষিকার্য্য করিবে। বাহপীড়নে যে শস্য অর্জ্জিত হয় তাহা কোন কর্ম্মেই লাগে না (উহা সর্ব্বত্রই গর্হনীয়)। বাহপীড়াজিত শস্য চতুর্গুণ ফলিত হইলেও বলদের নিশ্বাসে সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে এবং সে কৃষকও নিশ্চিৎ নিঃস্ব হইয়া থাকেন। শুষ্ক (তণ্ডুলকণা কুড়া ও তুষ ভূসি) এবং যবস (ঘাস ও খড়াদি-) ও গো-শালায় ধূম প্রদান দ্বারা বলদকে পোষণ করিবে। সায়ং ও প্রাতঃকালে চরাইলে বলদ কখনও অবসন্ন হয় না।

বর্ষার ঘাস। শীতের খাস॥
যা করেনা আসে। তা করে সে পাশে॥
(খনা)

বর্ষাকালে গোয়াল পরিষ্কার রাখার এবং শীত-কালে ঘাস প্রদানের ব্যবস্থা ভালরূপ করিয়া দিলে গোরু কখনও অবসাদপ্রাপ্ত হয় না। খাওয়াইয়া যেরূপ পুষ্ট করা যায়, থাকিবার স্থান ভাল হইলে তাহাপেক্ষাও গোরুকে পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করা যায়।

পিতুরন্তঃপুরং নস্যাৎ মাতুর্ভক্তান্নমহানসম্।
গোষু চায়ং সমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।
কৃষির্গাবো বাণবিদ্যাঃ স্ত্রিয়ো রাজকুলানি চ।
ক্ষণেনৈবাবসীদন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ।

পিতাকে অন্তঃপুরে, মাতাকে রন্ধনশালায়, আত্ম-সম ব্যক্তিকে গো সকলের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং চাষ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিবে। কৃষি, গো, বাণ, বিদ্যা, স্ত্রী ও রাজকুল সকল যদি মুহূর্ত্ত মাত্র পরিদর্শন না করা যায় (উপেক্ষা করা যায়), তবে তাহা ক্ষণ মাত্রেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ফলভাবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সেবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ॥

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন স্বয়ং অবেক্ষণ দ্বারা স্বর্ণ ফলিত হয় ও অবেক্ষণ বাতীত দৈন্য গ্রস্ত হইতে হয়। অতএব কৃষি পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিই কৃষি কার্য্য করি-বেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কৃষিতে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী।

গোশালা বিধান।

গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচিগোময়ভূষিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতা॥
শকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গী বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ॥

যাহার গোশালা (গোচাল) সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময়ভূষিত, যথারীতি পোষণের ত্রুটী হইলেও তাহার বাছুর সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে বাছুর সকল দিন দিন বিষ্ঠা মূত্র বিলিপ্তাঙ্গে অবস্থিতি করে, গো সকল তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহার আর পোষণে কি হইবে? ত্যাগ করিয়া থাকে ইহার অর্থ তখনই চলিয়া অন্যত্র যায় ইহা বুঝাইবেনা। ইহে তাহার গোভাগ্য নষ্ট হইয়া অবশেষে আর গো মাত্রেই থাকেনা।

পক্ক পলাশতা শালা গবাং বৃদ্ধিকরী মতা।
সিংহ স্থানে কৃতা চৈব গোনাশং কুরুতে ধ্রুবম্।
সিংহ গেহেঽর্পিতাং চৈব গোশালাং কুরুতে যদি।
প্রনাশাত্মক বুদ্ধিয়াং গবাং নাশো ভবেদ্ধ্রুবা॥

পাঁচিল চাড আবৃত গোশালা গোর পক্ষে বৃদ্ধি কর। ভাদ্র মাসে কৃত গোশালা নিশ্চিতই গো-নাশ কর হয়। ভাদ্র মাসে অথবা সিংহের চন্দ্রে কিংবা সিংহ লগ্নে গোশালা করা অথবা গোশালার মৃত্তিকা তথাই করিলেও সেই মলবৃদ্ধি তাহাতে গোকুল নাশকারীই হয়।

কৃষি পুরাণজ্ঞ কৃষকের মুখে আমরাও শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, ভাদ্র চৈত্র মাসে গোশালা করিতে নাই। অধিকন্তু জোল খাল হইলে গোচালে মাটি দেওয়াও বিশেষ দোষের।

তড়াগানাং জলস্যৈব তপ্তলঙ্গং করোতিকম্।
কার্পাসাস্থি তুষস্যৈব গো বিনাশকরং।
সমার্জ্জনীক মুসলমুচ্ছিষ্টং গো নিকেতনে।
অত্র গোনাশমাপ্নোতি তথা ভস্মাস্থি করণে।

কাপাস তূলা, অস্থি ও তুষ গোস্থানে ফেলা নিষিদ্ধ। ঐ সকল জিনিস বায়ু কর্তৃক রাসায়নিক রূপে সে স্থান গোর পক্ষে সম্পূর্ণ হানিকর। এমন কি গো বিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।

কাঁটাকরণ ঝাড়নাদি ব্যবহারীয় সমার্জ্জনী, মুষল (উদূখল হানামদিস্থা ও মুষলাদি) ও উচ্ছিষ্ট গো-শালায় রাখিলে এবং তথায় ছাগপালন করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে গো নাশেরই কারণ হয়।

গোমূত্রলালকেনৈব তত্রাবস্করমোচনম্।
কুর্ব্বন্তি গৃহমেধিভাস্তত্র কা বাছ বাসনা॥
বিলাঙ্গিং গোময়স্যাপি রবি ভৌম শনৈর্দিনে।
ন কারয়েৎ কদাপ্যেনাপি গোবৃদ্ধিং যদি বাঞ্ছতি।
ব্যয়ত্রয়ং পরিত্যজ্য দদ্যাদন্যেষু গোময়ম্।
বিলম্বা শনি ভৌমেন্দু গবাং হানিকরং স্মৃতং॥

যে গৃহমেধী ব্যক্তি গোমূত্র ও গোময় সমূহ লোচনে উপেক্ষা করেন তাহাদের আর বাকের বাসনা করা বৃথা। যদি গোবৃদ্ধির বাঞ্ছা থাকে তবে রবি, শনি ও মঙ্গল বারে ভুলেও গোময়ের খানি দিবে না এবং কাহাকেও গোময় দিবেনা। এই তিনবার ত্যাগ করিয়া গোময়াদি অন্যকে দিতে দোষ নাই। বিশেষতঃ শনি মঙ্গলবার নিশ্চিতই গোহানিকর হয়।

প্রেম মূত্র পুরীষাদি পঙ্কানি চ রজাংসি চ।
ন পতন্তি গবাংযত্র তত্র লক্ষ্মী স্থিরা ভবেৎ।
সন্ধ্যাকালে চ গোস্থানে দীপো যত্র ন দীয়তে।
স্থানং তৎ কমলাহীনং বীক্ষ্য ক্রন্দন্তি গোগণাঃ॥

শ্লেষ্মা (থুতু, কাশ, পয়ের) মূত্র ও পুরীষাদি (রক্ত পূয়াদি) ও পঙ্ক (কর্দ্দমাদি) ধূলা (আবর্জ্জনাদি) গোস্থানে না পড়িলে সেখানে লক্ষ্মী স্থিরা হয়েন। সন্ধ্যাকালে যে গোস্থানে দীপ দেওয়া না হয় সে স্থান কমলাহীন দেখিয়া গোগণের চক্ষে জল পড়ে।—

চূণ-সার।

(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক লিখিত।)

সাংসারিক নানা কার্য্যে নানা প্রকারে চূণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমি সংশোধন করিতে, মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে, মৃত্তিকাকে ফসল-বিশেষের উপযোগী করিতে এবং সারস্বরূপে নানা উদ্ভিদের জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি, গুণাগুণ, এবং মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ-শরীরে ইহার কার্য্যকারিতা ইত্যাদি অবগত থাকিলে, কৃষিকার্য্যে কিরূপে ইহার ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়। চূণের যেমন নানাবিধ গুণ আছে, তেমনি স্থলবিশেষে ইহাদ্বারা সময় সময় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্রের অবস্থা, মাটির স্বভাব ও গঠন, এবং প্রস্তাবিত ফসলের অভাব প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে উহা ব্যবহার করা উচিত। মৃত্তিকার স্বভাব না জানিয়া ও ফসলের অভাব ও আহরণ শক্তির পরিচয় পরিজ্ঞাত না হইয়া, ক্ষেত্রে নির্ব্বিশেষে চূণ ব্যবহার করিলে কোন স্থলে উপকার, কোন স্থলে ক্ষতি হয়। সুতরাং উহার ফলের নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করা যায় না। এই কারণে চূণের ব্যবহারে অনেকে সুফল প্রাপ্ত হয়েন, আবার অনেকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন ফলের জন্য চূণকে কোনরূপে দোষ দেওয়া যায় না, ইহা ব্যবহারকারীর বিবেচনা ও বিচক্ষণতার অভাবেই ঘটে।

উদ্ভিদ্‌দিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদে যে কোন মূল পদার্থ দেখা যায়, তাহা মৃত্তিকা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা উহার অস্তিত্ব তাহা বা সাধা চক্ষে দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই যে, উহা মৃত্তিকার সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকায় চূণের অভাব থাকিলে, উহাতে সুচারুরূপে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তেমন সবল ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয় না। চূণ, মৃত্তিকা-মধ্যে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ—দুইভাবে কার্য্য করে। প্রথমতঃ উহার দ্বারা মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়;—এঁটেল মাটিকে যেমন উহা আলগা রাখে, বেলে-মাটিকে আবার তেমনই ঘন ভাবে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু এতদুভয় প্রকার মৃত্তিকায় যদি চূণের একবারে অভাব থাকে, অথবা উহাদিগের ভিতর হইতে চূণের অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এঁটেল মাটির আর বায়ুমণ্ডল হইতে রস বা বাষ্পীয় পদার্থ গ্রহণের শক্তি থাকিবে না, জল শোষণেরও শক্তি থাকিবে না। অন্য-দিকে, চূণ-বিবর্জ্জিত হইলে বেলে মাটির ধারণা শক্তি (Power of retention) একবারে কমিয়া যায়, এবং বালির আধুনিক অবস্থার যেমন আলগা ভাব ছিল, তাহাই থাকিয়া যায়। পাকা ঘরবাড়ী যখন নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন বালির সহিত যে চূণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়, তাহার একমাত্র কারণ, উহার আলগা ভাব বিনষ্ট করা,—এবং তাহারই ফলে উহাকে জমাট বাঁধান হয়। চূণাবিহীন এঁটেল মাটিতে জল প্রদান করিলে, উহা সেই জল টানিয়া লইতে পারিবে না, কিন্তু উহার সহিত অল্পাধিক পরিমাণে চূণ মিশ্রিত করিলে, উহার সেই কঠিন ভাব দূরীভূত হইয়া আলগা হইয়া যাইবে, বারি সংযুক্ত হইলে, চূণের পরিমাণানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে লম্বুত্ব প্রাপ্ত ও জল শোষণক্ষম এবং ধারণক্ষম হইবে।

চূণের অস্তিত্ব যে কেবল মৃত্তিকামধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি যাবতীয় জীবদেহে চূণের একটা বিশেষ অংশ আছে। মনুষ্য-পশু-পক্ষীর অস্থি, মৎস্যাদি জল জন্তুর কাঁটা,—শামুক

গুলির আবরণ এ সকলের মধ্যে অল্পাধিক চূণ আছে। ইহার কারণ, মৃত্তিকা মধ্যে চূণের অস্তিত্ব। মৃত্তিকামধ্যে চূণের অস্তিত্ব-হেতু উদ্ভিদগণ উহা আহরণ করে এবং সেই সকল উদ্ভিদ বা তৎপ্রসূত ফল ফসল বা শস্য জীবগণ উদরস্থ করায় তন্মধ্যস্থিত চূণের ভাগ জীবশরীরে গিয়া স্থান পায়। মৃত্তিকামধ্যে চূণ আছে বলিয়া সকল জলাশয়ের জলেও চূণের অংশ আছে, সুতরাং তাহাতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তাহাতেও চূণ থাকিবে এবং যে সকল জলচর প্রাণী জলে বিচরণ করে ও জলাশয়স্থিত শুম্ব-লতাদি আহার ও সেই জল পান করিয়া থাকে, তাহারাও জল হইতে শরীরমধ্যে চূণ গ্রহণ করে।

চূণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়,—প্রথম, বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রস্তর, ও ঘুটিং বা ঝামর হইতে; দ্বিতীয়তঃ শামুক গুগলী প্রভৃতি হইতে। যে পাথর হইতে চূণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে lime stone কহে এবং এই প্রস্তর ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে যে চূণের আমদানী হয়, তাহা প্রীহট্ট হইতে আইসে। সংপ্রতি মধ্য-ভারত অঞ্চল হইতেও কাঁকর আমদানী হইতেছে, তাহা হইতেও সুন্দর চূণ উৎপন্ন হয়। ঘুটিং ও কাঁকর একই জিনিস, তবে বাঙ্গালায় যাহাকে ঘুটিং বলা যায়, পশ্চিমাঞ্চলে তাহাকে কাঁকর বলে। কাঁকর কথাটাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কেননা, যে বস্তু লইয়া কথা হইতেছে, তাহা কাঁকরের মত ছোট ছোট, অতিশয় কঠিন।—যাহা হউক, পাথর বা কাঁকর অগ্নিতে উত্তম রূপে দগ্ধ করিলে, উহা চূণের উপযোগী হয়। অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও উহার কাঠিন্য যায় না। শম্বুকাদিরও কাঠিন্য যায় না, পরন্তু উহা ভঙ্গ-প্রবণ হইয়া থাকে।

ক্যালসিয়ম (Calcium) নামক ধাতব পদার্থের সহিত অক্সিজেন (Oxygen) সংযুক্ত যে Oxide of calcium, তাহাই চূণের ধাতবীয় উপাদান। প্রস্তরকে যখন প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তখন উহার ভিতরের রস ও কার্ব্বণ ডাইওক্সাইড্ পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কিন্তু সেই আবার উহাতে জল দেওয়া যায়, অমনি সেই দগ্ধ প্রস্তর-রাশি জলশোষণ করে ও তৎসঙ্গে যত কার্ব্বনিক এসিড্ আহরণ করিতে থাকে, ততই ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপলক্ষে যাঁহারা বাড়ীতে পোড়া ঘুটিং আনিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, সেই পোড়া কাঁকরে বা পাথরে জল দিলে কিরূপ সহজে উহা আপনা হইতে ফাটিয়া ক্রমশঃ ধূলিবৎ হইয়া যায় এবং যতই চূর্ণ হইতে থাকে, ততই তাহার ভিতর হইতে উত্তাপ ও বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। চূণের এই অবস্থাকে Slaked lime কহে এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার উত্তাপ ও দাহিকাশক্তি বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। অধিককাল এতদবস্থায় অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিলে, বায়ুমণ্ডল হইতে উহা অক্সিজেন আহরণ করিয়া অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অথবা অধিকতর ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে।

চূণের পাথরকে (limestone) অগ্নিতে যে দগ্ধ করিতে হয়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—উহার অভ্যন্তর হইতে জলের অংশ এবং আবদ্ধ বায়ুকে বাহির করিয়া দেওয়া এবং উহাকে শীঘ্র ও অল্প খরচে গুলিরাশিতে পরিণত করা। এই প্রস্তরকে অতিরিক্ত রূপে দগ্ধ করিলে কোন কোন সময়ে অপরিহার্য্য কাচ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। সুতরাং পাথরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ভাঙ্গিয়া অগ্নিতে দিলে, অধিক অগ্নির বা অধিকক্ষণ অগ্নিতে রাখিবার আবশ্যক হয় না।—হিতবাদী।

[ক্রমশঃ।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ৬ই ফাল্গুন সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৯শ সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	
মহারাণীর জীবন প্রসঙ্গ	
কেশব আশ্রম	
বাণীয়াড়া স্বারস্বত প্রদর্শনী মেলা	
মানব চরিত	
বিলাতী	
কৃষি সংবাদ	
মধুপুর ফুলের মেলা	
দুর্ভিক্ষ ও কৃষিব্যাঙ্ক	
মৃত্তিকাতত্ত্ব	
নরিশস দ্বীপের ইক্ষু	

কলিকাতা।

গত সোমবার কুচবিহারের মহারাজা বিলাত হইতে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। মহারাজা প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ এখন সম্রাট। সুতরাং মহারাজ সম্রাটের এডিকং হইলেন।

নূতন ভাইস চান্সেলার।—মাননীয় সার্ হ্যারিসন ম্যাকলীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় মাননীয় টি, র‍্যাসে সাহেব নূতন ভাইস-চান্সেলার হইলেন।

বিবাহে বাদ সাধিয়া শ্রীঘর বাস।—গঙ্গারামপুরের নগেন্দ্র নাথ পাল বিপক্ষ প্রতিবাসী পুত্রের বিবাহের প্রাক্কালে প্রতিবাসির পরিবারবর্গের কুৎসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া বিবাহ রোধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া উক্ত পাল মহাশয়ের ৬ মাস বিনা পরিশ্রমে কারা দণ্ড হইয়াছে।

হাওড়ায় জলাভাব।—হাওড়ায় জলের কল আছে। কিন্তু এত অল্পক্ষণ ও অল্প পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয়, যে তাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গের

বিশেষ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয়। অনেকদিন আসিতেছে ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

ই, আই, রেলওয়ের নূতন অফিস।—অদ্য তারিখ হইতে চৌরঙ্গী ১৮।৩নং বাটীতে উক্ত রেলওয়ের একটি নূতন অফিস খোলা হইবে। হাওড়া হইতে উক্ত কোম্পানীর যে সকল ট্রেণ প্রতিদিন ছাড়ে, সেই সকল ট্রেণের টিকিট রওনার দিবসের বা পূর্ব্ব দিবসে ঐ স্থানে হইতে ক্রয় করা যাইতে পারিবে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী ও ২০০ শত মাইল বা তদূর্দ্ধ মাইলের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে। রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী যাত্রীর মাল পত্রাদিও ঐ স্থানে 'বুক' হইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য

আমরুলের রস।—ডাক্তার ডে, বিশ্বাস বলেন, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আমরুলের রস খাওয়াইলে তাহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।

রুমালে বিজ্ঞাপন।—পর্টুগালে রুমালে ব্যবসায়াদির বিজ্ঞাপন ছাপিয়া বিতরণ করা হয়। কলিকাতায় এ প্রকার বিজ্ঞাপন বিতরণ হইতে বড় বেশী বিলম্ব নাই!

গৃহাবিষ্কার।—বিন্দুবিসর্গ উপত্যকা প্রদেশে সম্প্রতি মৃত্তিকাগর্ভে একটী প্রকাণ্ড গৃহের ২৪ চব্বিশটী প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠগুলি অতিশয় শোভাশালী ও মনোহর।

বার্ত্তাবাহক বায়স।—জর্ম্মানীতে সমর বার্ত্তা বহনার্থে কয়েকটী বায়সকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অনেকে বিবেচনা করেন, বার্ত্তাবহ কপোত অপেক্ষা বার্ত্তাবহ বায়স অধিক উপকারী হইবে।

মুদ্রাযন্ত্র।—চীনদেশে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয়। ইংলণ্ডে ১৪৭১ সনে ক্যাক্সটন্ নামের কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র আনীত হয়।

ভূমিকম্প।—গত ৪ ফেব্রুয়ারী প্রভাত সময় এখানে খুব জোরে ভূকম্পন হইয়া ছিল, ভূমিকম্প আর এদেশ ছাড়িতেছে না, এরূপ ঘন ঘন ভূমিকম্প পূর্ব্বে কেহ কখনই দেখে নাই।—বং দি।

জন্মোৎসব।—২২শে মাঘ কাশিমবাজার রাজা বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বৎসরই নানা প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এবার মহারাণীর মৃত্যুজনিত শোক নিবন্ধন ঐ দিন কেবল ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আর কোনরূপ উৎসবই হয় নাই।—ঐ

হরিসংকীর্ত্তন।—গত শনিবার মহারাণী ভারতেশ্বরীর সমাধি উপলক্ষে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনায় কাশিমবাজার রাজবাটীতে বহু সংখ্যক সংকীর্ত্তনের দল একযোগে হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের অনেক স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া রাজবাটীতে পুনর্ব্বার রাজধানীতে উপস্থিত হয়। পরে চরিতামৃত গ্রহণ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। এখানকার কুমার বাহাদুর অমাত্যগণসহ পদব্রজে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন অগ্রে শোকসূচক নীল-পাতকা, পশ্চাতে সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে গ্রাম প্রতিধ্বনিত, দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল।—ঐ

ধার্ম্মিক সর্প। ঘারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ডলসিংসরাইয়ের অধীন গোপালনগর গ্রামে এক পণ্ডিত দুই সপ্তাহ কাল এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া ও শ্রোতৃবর্গ পরিবৃত হইয়া ভগবৎগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গীতা পাঠের পূর্ব্বে ঘণ্টা বাজিলেই এক বৃহদাকার সর্প গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে ও যতক্ষণ গীতা পাঠ হয় ঠিক ততক্ষণ বেদীর নিম্নদেশে নিশ্চীথ জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া থাকে। প্রথম দিবসে শ্রোতৃবর্গ সর্পদৃষ্টে ভীত হইয়াছিল; কিন্তু সর্পটী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে আসে ও গীতা শ্রবণ করে দেখিয়া অনেকেই তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। সর্প

কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। পীতা পাঠান্তে পণ্ডিত মহাশয় সমবেত সকলকে এমন কি সর্পকেও চরণামৃত দেন। সর্প তাহা পান করিয়া নিজ বিবর মধ্যে প্রবেশ করে। এই ঘটনা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে দলে দলে লোক দেখিতে আসিতেছে। চুঁ বাঃ।

মহারাণীর জীবন-প্রসঙ্গ।

পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুসংবাদ লইয়া ক্যাণ্টারবরির প্রধান ধর্ম্মযাজক ও মার্কুইস্ অফ কনিংহাম প্রত্যূষে যখন ভিক্টোরিয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখনও তিনি শয্যা ত্যাগ করেন নাই। অনেক ডাকাডাকির পর দাসী উঠিয়া আসিয়া বলিল যে, রাজকুমারী ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে এত প্রত্যূষে জাগাইতে পারিব না। ধর্ম্মযাজক বলিলেন যে, রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহারা মহারাণীর নিকট আসিয়াছেন, সাক্ষাৎ না হইলেই চলিবে না। তখন পরিচারিকা যাইয়া বালিকার নিদ্রাভঙ্গ করিল। কুমারী ভিক্টোরিয়া রাত্রির পরিচ্ছদেই অশ্রুসিক্তনয়নে রাজপুরুষদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন মার্কুইস্ এবং ধর্ম্মযাজক "মহারাজ্ঞী" সম্বোধনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলে ভিক্টোরিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" এই ঘটনায় তাঁহার কি গভীর ভগবদ্ভক্তিই না প্রকাশ পাইয়াছে! ভগবানের নামোচ্চারণের সহিত যে রাজত্বের অবসান তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে, বিচিত্র নহে।

ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার গির্জ্জায় ইংলণ্ডের নরপতিদিগের অভিষেক হয়। ভিক্টোরিয়ার অভিষেকের দিন প্রত্যূষে লণ্ডনের রাজপথসমূহ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতি গৃহের দ্বিতল, ত্রিতল, প্রতি উদ্যান প্রভৃতি বিপণী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। এই জনতা ভেদ করিয়া যখন মহারাণীর শকট গির্জ্জাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উভয় পার্শ্বের রাজদর্শন-লোলুপ নরনারী মহারাণীকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইল। প্রহরিগণ বল-প্রয়োগে এই জনস্রোত রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া কোমল-হৃদয়া ভিক্টোরিয়া বিচলিত হইলেন; পার্শ্বচরদিগকে বলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাহারা ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি যেন বল-প্রয়োগ করা না হয়।

অভিষেকের পর যখন ভিক্টোরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় সারমেয় তাঁহাকে দেখিয়া সানন্দে পুচ্ছসঞ্চালন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর হৃদয় বালিকাসুলভ কোমলতায় পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা, এত বেলা হইয়াছে, এখনও ড্যাশের স্নান হয় নাই। আমি যাই, ড্যাশকে স্নান করাই গে।"

ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলি কিরূপ বলবতী ছিল, নিম্নোক্ত বিবরণ দুইটীও তাহার প্রমাণস্বরূপ। মাতার মৃত্যুর পর শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ সকলই শূন্য বোধ হইতেছে। এক দণ্ড যাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না, সেই অমূল্যরত্ন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন!" এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই তাঁহার স্বামি-বিয়োগ ঘটে। তাহাতে মহারাণী অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন যে, কয়েক দিন মাত্র তাহার অদর্শন অসহ্য বোধ হইত, তাঁহার অভাবে এখন কেমন করিয়া দিন কাটিবে! স্বামী আলবার্ট পত্নীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। কি রাজ্যশাসন, কি সন্তানপালন, সর্ব্ববিষয়েই ভিক্টোরিয়া তাঁহার উপ-দেশ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। স্বামীর অন্তিম রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া ইংলণ্ডের রাণী অনুক্ষণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। পতির নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার সময় যখন ভিক্টোরিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার শেষ চুম্বন গ্রহণ করিলেন, সে দৃশ্য কি নারীভাবপূর্ণ! আলবার্টের মৃত্যুর পর কিছু দিন ভিক্টোরিয়া শোকে এমনিই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্যে যোগ-দান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ ভিক্টোরিয়া কেবল সুশাসনেই এমন

চিরস্মরণীয় হন নাই; তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা, উদারতা এবং মাধুর্য্যেই তিনি প্রজাবর্গের আন্তরিক ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

একবার ভিক্টোরিয়া কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের গৃহে বেড়াইতে যান। তিনি সেখানে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটী সাত আট বৎসরের বালিকা আসিয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মহারাণী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই কি ইংলণ্ডের মাহারাণী?" ভিক্টোরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ।" বালিকা গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি তোমার সহিত কথা কহিব না; তুমিই না আমাদের রাণী নেরীকে মারিয়া ফেলিয়াছিলে?" ভিক্টোরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "না, সে আমি নহি, অন্য এক রাণী।" তখন বালিকা অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তাঁ, আমার ভুল হইয়াছে; তুমি বড় ভাল রাণী, কাহাকেও মারিতে তোমার কষ্ট হয়,—আমি তোমাকে খুব ভালবাসিব।"

কেশব আশ্রম।

১৩০০ সনের জুন মাস হইতে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই আশ্রমে উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলের অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্রগণ অবস্থান করে। গত ৮ বৎসরের মধ্যেই কেশব আশ্রম কটক সহর মধ্যে এরূপ সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে সহরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাহাকে আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সেই চিনিতে পারে। আমরা ইহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আশ্রমস্থ ছাত্রগণের একতা, কার্য্যকারিতা, সৌজন্যতা ও উদারতা যে এক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রমস্থ ছাত্রবৃন্দের উন্নতি কামনা করি। ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় অধিকাংশের বাড়ীই ঢাকা জেলায়, তদ্ব্যতীত কলিকাতা ও অপর ২।১ স্থানেরও আছে। এবার কেশব আশ্রমে মেম্বার সংখ্যায় মোট ১৪টী। কটকস্থ উড়িষ্যা মেডিক্যাল স্কুলের এনাটমি ও ফিজিওলজির সুযোগ্য বর্ত্তমান শিক্ষক ও আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র মহাপাত্র মহোদয়ের নাম অনুসারেই, এই আশ্রমের নাম "কেশব আশ্রম" রাখা হইয়াছে। এক মাত্র কেশব বাবুর বত্নেই কেশব আশ্রম উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও জন সমাজে সুপরিচিত হইতে পারিয়াছে। ইনিই এই আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এরূপ সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে পরিচালিত হইয়াই অদ্যস্থ ছাত্রগণ বিনীত ও সংসাহসী হইয়াছে।

প্রতি বৎসরই এস্থানে বসন্ত পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীমাতা সরস্বতী দেবীর অর্চনা ছাত্রগণ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবার এই পূজা উপলক্ষে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আংশিক আভাষ (আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি) না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার পূজার বিরাট আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া উৎসাহিগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারই আর উৎসাহ ছিল না শোকে দুঃখে সকলেই অভিভূত হইয়াছিল। থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ বসন্ত পঞ্চমীতে করার মনন করিয়াও ছাত্রগণ এত পরিশ্রমলব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। শেষে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেশব বাবুর অনুমত্যানুসারে ২৪শে জানুয়ারী বৈকালে বীণাপাণীর অর্চনার যোগাড়ে প্রবৃত্ত হয়।

কার্য্য বিবরণীর লিখিত মত যে মিটিং হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ সদস্যই ভিক্টোরিয়ার জন্য শোক প্রকাশে ব্যস্ত হয়, এই শোক সভায় সহরস্থ অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে এক

ঘণ্টা কাল মাত্র ২টী রচনা পঠিত হয়; এই রচনাদ্বয়ের মধ্যে বাবু হরিপদ বসু যেটী পাঠ করিয়াছিলেন তাহা "বহৎ জীবনের আদর্শ" বিষয়ে লেখা, এইটী অতিশয় সুখপাঠ্য হইয়াছিল; অপরটী "শ্রীপঞ্চমী" সম্বন্ধে লিখিত। রচনাদ্বয় পঠিত হইলে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজ মোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুললিত ভাষায় একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

ছাত্রদের উদ্যম প্রশংসনীয়। সভাভঙ্গের পর ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সকলকে অতি পরিতুষ্ট ভাবে—সুশৃঙ্খলভাবে আচার্য্যাদি দিয়া বিশেষ সৌজন্যতার সহিত সকলকে বিদায় করে।

শোক-সঙ্কুচিত ছাত্রগণ পূজার সময় নহবৎ এবং এবং অন্যান্য ভাল ভাল বাদ্যের বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।—শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুহ, কমিসনর অফিস, কটক।

বাণীয়াড়া স্বারস্বত-প্রদর্শনী মেলা।

এবার সারস্বতপ্রদর্শনী মেলার যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল সেরূপ হইতে পারে নাই। শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-শোকে উদ্যোক্তাগণ সকলেই শোকান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল; আমোদ প্রমোদ এবার কিছুই হয় নাই। যেই ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল, অমনি সকল আয়োজন সকল আমোদ আহ্লাদ বন্ধ করা হইল। সকলেই শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা অতি সামান্যভাবে করা হইল। বৈকালে বাণীয়াড়া উত্তরপাড়া অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় গৃহে ভারতেশ্বরীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থে এক সভার অধিবেশন হইল। রাজভক্ত প্রজাগণ মনবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, হায় কি হইল! হায় কি হইল! বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী দুঃখ প্রকাশের পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে বিষণ্ণ মনে সভাভঙ্গ করা হইল।

মুন থিয়েটারে "সুধন্যা-সংহার" নামক একখানা পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ হইল। আরো পুতুল নাচ, রামায়ণ গান, যাত্রা, লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি যাহা যাহা হইবার কথা ছিল তাহাও বন্ধ করা হইল। কেবল কৃষক ও শিল্পীগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রদর্শিত জিনিসের উৎকৃষ্টতা অনুসারে প্রদর্শকগণকে অতি দীন ভাবে পুরস্কৃত করা হইল। ইহা ব্যতীত হরিসংকীর্ত্তন ও হরির লুট বিতরণ করা হইল। ২৫শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী মেলা পূর্ব্বের ন্যায় এই ৫ দিন কাল হইয়াছিল। এবার প্রদর্শনার্থ বহু উৎকৃষ্ট জিনিস আসিয়াছিল; বিক্রেতার লোক দর্শক) ও অনেক দোকানদার বহু দূর হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল; ব্যবসায়ীগণ এবার ক্রয় বিক্রয়ে বিশেষ লাভবান হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী মেলার তৃতীয় বৎসর শেষ হইল। কিন্তু এবার দুষ্ট লোকে যাহাতে প্রদর্শনী না হয় তাহার বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেন আমাদের উৎসাহ সকলের সমভাবে থাকে।

শ্রীনিবারণকুমার বসু।

মানব চরিত।

আজকাল দেশের যে প্রকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি তাহাতে মানবের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হওয়া দুষ্কর। কলিতে জীব নানাপ্রকার কুকর্ম্মের বশীভূত হইয়া কত প্রকার গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যদি জীব নিত্য নীতি-মার্গের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যানুমোদিত আমোদ লিপ্সু থাকিত, দুষ্কর্ম্মের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া মনকে সর্ব্বদা কুকর্ম্মে বিরত ও সুকর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইতে উত্তোলিত করিত তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের স্থান হইত! ঈদৃশ ঘটনা যদি সকলেরই মানস মুকুরে প্রতিভাত হইত তাহা হইলে এত রমণী নিগ্রহের কথা স্থানে স্থানে শুনা যাইত না। কিন্তু এই সকল বিষয়রাজ্যে কত প্রকারের মনুষ্য আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কষায়বস্ত্রপরিহিত সংসার-বিরাগী পরম যোগীরূপ ধারণ করিয়া যোগাসনে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। কেহ অর্থকরী বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে; কেহ পারিশ্রমিক ক্ষমতায় স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেছে; কেহ পরধন কেহ পরদার হরণ করিতেছে, কোন পিশাচ স্বীয় ভার্য্যার আনুগত্য স্বীকার করিয়া সংসারে কুশিক্ষারূপিণী বিষ-লতার বীজ বপন করিতেছে। শেষোক্ত সম্প্রদায়গুলির প্রভাবে সমাজ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। উহারা প্রথম হইতেই কুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যাইতেছে এবং সেই অঙ্কুর সন্তান সন্ততি দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সন্তান সন্ততিগণ পিতামাতা হইতেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখনকার বালক বালিকাগণ বরং পিতা মাতা হইতে এক কাটী শ্রেষ্ঠ। কুসংসর্গে যে এরূপ ঘৃণনীয় ব্যাপার ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে "যৌবন বিষম কাল।" এ অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল বলবতী হইয়া স্বীয় স্বীয় উত্তেজিত দিকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসুক হয়। এরূপ অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করাই মহত্বের কার্য্য। কিন্তু সেরূপ লোক কয় জন? যাহারা বিবেকহীন, যাহারা মনুষ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে অসমর্থ এবং যাহারা চিতাহিত জ্ঞান শূন্য ও যাহারা প্রকৃত অশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহারাই ন্যায় পথ ছাড়িয়া ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে পদক্ষেপ করেন এবং ক্ষণিক বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের উন্নতির পথকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহা বাল্যাবস্থায় বাল্যক্রীড়াতে এবং যৌবনে রসরঙ্গে কালাতিপাত করে। বার্দ্ধক্যে জরা, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পাপের অনুতাপ অনিত ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করে। যদি তাঁহা বাল্যাবস্থা হইতে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া নিজের হৃদয় ও মনকে সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করিত এবং যৌবনে ধনোপার্জ্জন করিয়া অর্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয়কার্য্যের জন্য সঞ্চয় করিত; চুরি মিথ্যা-সাক্ষ্য ও নানাপ্রকার অধর্ম্ম হইতে বিরত হইত তাহা হইলে এই সংসারে পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। যাঁহারা আত্ম সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইয়া স্বীয় প্রভাবে লোক-সমাজে কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীন করিতে পারেন, যাঁহাদের নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় সেই মহাত্মাদিগের জীবন চরিত কি আমাদের পাঠ্য নয়? কিন্তু আজকাল এরূপ অবস্থার লোক অতি বিরল। ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের অনাস্থা জন্মিয়া অধর্ম্মের বীজ হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হওয়াতে লোকের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতেছে।—শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

বিমাতা।

(১)

দিনের পর দিন আসে—আবার চলিয়া যায়—আবার বালাতপসুশোভিত হইয়া সুহাস আস্যে নব বেশে পুনরায় দিন আসে। কিন্তু যে দিন যায় সে দিন কি আবার ফিরিয়া আসে! অদ্য হয়ত কোন সপাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সৈন্যসামন্তপরিবেষ্টিত প্রাসাদোপরিস্থিত মণিকাঞ্চনবিকুবিতস্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরবসন পরিধান করিয়া পর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন—অদ্য হয়ত আর এক হতভাগ্য বহুকালব্যাপী দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ হইতে নিস্তারলাভ করিয়া দারিদ্র্যস্মৃতি অতল বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সুখচিন্তা আন্দোলনে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, এবং অদ্য হয়ত কোন হতভাগিনী ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া আলুলায়িত কেশে নয়নাসারে ভাসমানা হইতেছে। কিন্তু যে দিন গিয়াছে আর কি তাহা ফিরিবে! কে জানে, হয়ত সেই

পৃথিবীর অধীশ্বর পুনরায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন, হয়ত সেই দরিদ্রের দারিদ্র্য পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে কিন্তু সেই বিধবার যন্ত্রণা মুক্ত হইবার নহে। কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য! সে দেশে ললনাদিগের পতিই গুরু, পতিই দেবতা, পতিই একমাত্র গতি, সেই দেশেই স্ত্রীলোকদিগের এরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সম্ভব। ধন্য দাম্পত্য প্রেমের উৎকর্ষ!—ধন্য হিন্দুধর্ম্ম!—ধন্য সামাজিক বন্ধন! কত শত শতাব্দী ব্যাপিয়া—হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়া কত শত উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপিও সেই ধর্ম্ম এখনও অক্ষুণ্ণ!—সেই সমাজ-বন্ধন এখনও অটুট!

বিধবা নানদা এখন পিত্রালয়ে। বাল্যকালে মাতৃস্নেহের অভাব,—বিমাতার কঠোর ব্যবহার, যৌবনে স্বামী সোহাগের অভাব—সপত্নীর হিংসা। বাল্যকালে বিমাতার স্নেহশূন্য গৃহে প্রতিপালিত হইয়াও স্বামী রূপবান, গুণবান ও ধনবান হইবে—এই অস্পষ্ট সুখ চিন্তা কতশত বার নানদার মনে উদয় হইত, কিন্তু সে অস্পষ্ট সুখচিন্তা অস্পষ্টই রহিয়া গেল। এ জগতে মনুষ্যহৃদয়ে কত আশা, কত সুখচিন্তা উদয় হয়, এবং উদয় হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়। স্বর্গসুখ কি এ জগতে সম্ভব? জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে হৃদয় কতই শান্তি কুটীর নির্ম্মাণ করে—কিন্তু তাহার সার্থকতা কোথায়? কত শান্তিকুটীরে অজ্ঞাতসারে অশান্তি প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে বিষবৃক্ষ রোপণ করে এবং ক্রমশঃ বিষময় ফল উৎপাদন করে।

হতভাগিনী নানদা! তুমি পিতৃগৃহে একবার অশান্তির অবতারণা করিয়া গিয়াছ, স্বামী-গৃহে অশান্তির অবতারণা করিয়াছ—পুনরায় পিতৃগৃহে কি করিতে আসিলে? স্বামীর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলে না কেন? সমাজ তোমাকে সতীজ্ঞানে পূজা করিত এবং তোমারও ইহ জগতে জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত হইত। হা, শান্তি!—কিন্তু তুমি মূর্ত্তিমতী অশান্তি!

নানদা আসিতে আসিতেই মোহিনী সম্ভাষণ করিলেন "কৃষণকে খেয়ে আবার এখানে কা'কে খেতে এলে?"—মোহিনী! তোমার কি হৃদয় নাই? মাতৃস্নেহে বঞ্চিত নানদার প্রতি তোমার স্ত্রী-হৃদয়ের কণামাত্র করুণাও কি বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত?

প্রথম সম্ভাষণেই নানদা বুঝিয়াছিল এখন হইতে বিমাতার বাক্যযন্ত্রণা তাহাকে অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইবে। কতবার মনে করিল নীরবে সমস্ত সহ্য করিবে, কিন্তু স্বামী-গৃহে সপত্নীর সহিত সদা সর্ব্বদা কলহ করিয়া নানদা কলহপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এখানে সে অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন উপলক্ষে বিমাতার সহিত কলহ হইতে লাগিল। দুই জনের কেহই অমর বাবুর নিকট কোন কথাই বলিতে সাহসী হইত না, কারণ কেহই স্থির করিতে পারিত না—কাহার দোষ। আজ নানদার সমস্ত দিন উপবাস—কাল মোহিনীর উপবাস। অমর বাবু সমস্ত সংবাদ রাখিতেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথাই বলিতেন না। সংসারে তাঁহার আর আস্থা নাই, কারণ যে সংসারে পরিবারবর্গের হৃদয় সমতালে নৃত্য না করে, যে সংসারে পরিবারবর্গ পরস্পর পরস্পরের সুখে দুঃখে সুখ দুঃখ অনুভব না করে সে সংসার শ্মশান!—কঙ্কাল, অঙ্গার, শুষ্ক মৃণ্ময়কলস, ছিন্নবস্ত্র, উপাধান ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানে কাহার আস্থা হয়? মনুষ্য—শৃগাল কুক্কুর!—অন্ধকারময় সংসারশ্মশানে বিকট কলহে সতত ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

অমর বাবুর বাটী সংলগ্ন আর একটী বাটীতে একটী ভদ্র লোক তাঁহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিতেন। বহুদিনের প্রতিবাসী সুতরাং

উভয়েরই পরিবারবর্গের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। দুর্গাদাস বাবুর নিবাস হাবড়ার সন্নিকট কোন একটী গ্রামে। পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী, দুইটী বালক-পুত্র এবং সম্পর্কীয় এক ভাগিনেয়। শেষোক্ত ভাগিনেয়ের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। বাবুর নাম রমণ কৃষ্ণ। পাঠশালায় অসৎ সঙ্গে পড়িয়া রমণ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অবশেষে পিতা মাতার চক্ষুঃশূল হওয়াতে তাঁহারা গুণবান পুত্রকে প্রায় ১ বৎসর হইল বাঁকীপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। রমণ মাতুলের বহির্ব্বাটীতে একটী ঘরে বাস করে, কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে এতই খ্যাতি লাভ করিয়াছে যে নব বন্ধুবর্গ তাহাকে সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহেনা এবং সেও আহারাদির সময় ভিন্ন অথবা নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত গৃহে বাস করে না। গুণের মধ্যে রমণ প্রভুত্বশালী সেজন্য কেহ তাহার সহিত বিরোধ করিতে অগ্রসর হয়না।

দুর্গাদাস বাবু বড় নির্বিরোধী লোক। তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই শান্তি বিরাজ করিতেছে। পরিবারবর্গ সকলেই প্রফুল্ল, পরস্পর পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান। দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রী প্রথম প্রথম মানদার প্রতি মোহিনীর কুব্যবহার দৃষ্টি করিয়া মোহিনীকে কতবার অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মোহিনী তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া এখন আর কোন কথাই বলেন না।

অতি অল্পদিনের মধ্যে মোহিনী ও মানদার মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মানদা যখন দেখিল তাহার পিতা কিছুতেই সম্বন্ধ রাখেন না, যখন দেখিল প্রতিবাসীদিগের চেষ্টা বিফল হইল তখন স্বামী গৃহে সপত্নী কলহে যে বহুদর্শীতা লাভ করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণই প্রকাশ করিতে লাগিল। হরেন্দ্র বাবু জানিতে পারিয়া মানদাকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু মানদা তাহাতে উত্তর করিল—"যদি আমার মা থাকিতেন তাহা হইলে আমরাই সব, আর এখন কি আমরা ভাত কাপড়ের না হ'ক দুটো মিষ্ট কথার ও প্রত্যাশী নহি।" হরেন বাবু বুঝিলেন মানদা আর বালিকা মানদা নহে। বিজয়কে কিন্তু তিনি বিপরীত সংবাদ দিতে লাগিলেন—"মানদা এক প্রকার সুখে আছে, বিমাতার ব্যবহার নিতান্ত অসৎ নহে।" মানদা হারভাঙ্গায় থাকিতে প্রায় বিজয়কে পত্র লিখিত, কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার যেন স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন বিমাতার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা তাহার প্রধান কার্য্য হইয়াছে সুতরাং দ্বিতীয় চিন্তা তাহার মনে উদয় না।

একদিন দুর্গাদাস বাবুর বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্য বাবুর পরিবারবর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কেবল যে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহা নহে দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রীকে সকল কাজেই সাহায্য করিতে হইতেছে। মোহিনী রন্ধন শালার কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মানদা পান সাজা প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। সকলেই কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত। মানদা একটী ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছে। ইতিমধ্যে রমণ কোন কার্য্যে সেই ঘরে আসিল। মানদা মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখিল —কে?—সে দৃষ্টিতে কিছুই নাই—অর্থশূন্য দৃষ্টি। কিন্তু রমণ সেই দৃষ্টিতে স্তম্ভিত। মানদার সেই অর্দ্ধ নিমিলিত দৃষ্টি গভীরতাশূন্য সরল বালিকার ন্যায়! কিন্তু রমণ যেন অনুভব করিল সেই অর্দ্ধনিমিলিত আয়তলোচন হইতে এক জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। রমণ ভাবিল—"একি? এ

"বারেক যদি বিলোকন তোর
কোন দোষ কিবে উপজিল মোর?"—ক্রমশঃ।

কৃষি সংবাদ।

মাঘে শেষে বৃষ্টি পাত।—গত পূর্ব্ব রবিবার হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে। ফসলের উপকার হইবে।

শস্যাভাব।—দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বদেশ ব্যাপী শস্যাভাব হইয়াছে। শস্যাদি নাম মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মচারী বুঝি বা নিযুক্ত করিতে হয়।

বঙ্গে গোধূম।—গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বেশী পরিমাণ ভূমিতে গোধূমের চাষ হইয়াছে। বীজ বপনকালে জল বায়ু অনুকূল ছিল। মোট মাঠে ষোল আনার কিছু উপর ফসল হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

চাউল রপ্তানি।—গত ১৯০০ শত সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ২০,১২,৯৪৩ টন (টন = ২৭ মণের কিছু বেশী) চাউল ও কুঁড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯৯ সালে ১৫,৫৯,৭৯৫ টন রপ্তানি হইয়াছিল। রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গে নারী তূলা।—গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অল্প পরিমাণ ভূমিতে নারী তূলার চাষ হইয়াছে। বপনকালে জল বায়ুর সুবিধা না পাওয়ায় বেশী পরিমাণ জমিতে তূলা চাষ করিতে পারা যায় নাই। মোট প্রায় ষোল আনা রকম তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ফিরোজপুরে বন্যা ও শস্য।—গত ১০ ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে সাটলেজ নদী হইতে বন্যা আসিয়াছিল। আবাদী জমী বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। শীতকালে এরূপ বন্যা কেহ কখন দেখে নাই। বন্যার জল বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে, শস্যের হানি হইতে পারে।

বীজ দান। আমেরিকার বিখ্যাত বীজ ব্যবসায়ী ডি. লাংওপ এণ্ড সন্স্ কোম্পানী ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিটির নিকট, প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ জন্য ১,৩৭৮ পাউণ্ড সবজী বীজ বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বীজের বাক্সগুলি রেল ও ষ্টীমার কোম্পানির অনুগ্রহে নিঃখরচায় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উক্ত বীজ কোম্পানীর এটি দ্বিতীয় দান।

কৃষি ও সম্রাট।—আমাদিগের নূতন মহারাজা কৃষি বিদ্যায় সুদক্ষ। সাণ্ড্রিংহামে তিনি ৬০০ একর জমি নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করাইতেন, এবং কৃষি-কার্য্যের ও শস্যোৎপাদনের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি যখন নরফোক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতই এক জন উৎসাহপূর্ণ কৃষকের ন্যায় দেখাইত।

কীটতত্ত্ববিদ।—সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে ডি নিসেভিলি সাহেবকে কীটতত্ত্ববিদ্ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যে প্রদেশে পোকার উৎপাত দৃষ্ট হইবে তৎপ্রদেশে ভ্রমণে যাইবেন। যাইয়া কীট দষ্ট ফসলের কীটের উৎপাত কিরূপে নিবারণ ও নিরাকরণ করা যাইতে পারে তৎবিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এবং বৎসরের মধ্যে একবার দেরাদুনে যাইয়া কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে রচনা পাঠ করিবেন।

নীল চাষ।—সম্প্রতি কলিকাতায় নীলকর সাহেবদিগের একটী সভা হইয়াছিল। নীল চাষে কিরূপে উন্নতি করিতে পারা যায় তদনুসন্ধানার্থ ইণ্ডিগো ইম্প্রুভমেণ্টস্ সিণ্ডিকেট (Indigo Improvements Syndicate) নামে একটি সভা আছে। উক্ত সমিতির নীল চাষের উন্নতি করে বিজ্ঞান সম্মত নির্দ্ধারিত অনুসন্ধানাদি ফল উপস্থিত সভায় উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রকাশিত অনুসন্ধান ফলে সুফল ফলিতে পারে এরূপ আশা হইয়াছে। আসল নীল কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষ হইবে বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফল—নীল চাষে বিশেষভাবে প্রস্তুত সার প্রয়োগ করিতে পারিলে—প্রভূত পরিমাণে নীল পাওয়া যাইবে। এইহেতু নীল চাষীদিগকে কৃত্রিম সার বিক্রয়ের জন্য একটী কোম্পানী সৃষ্ট হইয়াছে।

মধুপুরে কুলের মেলা ও কৃষি প্রদর্শনী।

গত ৯ ও ১০ই ফেব্রুয়ারী শনি ও রবিবারে মধুপুরে উক্ত মেলা ও প্রদর্শনী বসিয়াছিল। কাশীপুর প্র্যাকটিক্যাল ইন্‌ষ্টীটিউসনের স্থাপনকর্ত্রী বাবু হেমচন্দ্র মিত্র উক্ত মেলার প্রবর্ত্তক। উক্ত মেলা প্রথম বার লাটপুকুরের বাগানে বসিয়াছিল। তখন এই মেলার নাম "কাশীপুর ফ্রাওয়ার সো" বা কাশীপুর স্কুলের মেলা ছিল। আট বৎসর উক্ত মেলা লাট পুকুরের বাগানে হইয়াছিল। আট বৎসরপরে গত ১৮৯৭ সালে প্রথম মধুপুরে উক্ত মেলা স্থানান্তরিত হইয়া পাঁচ বৎসর মধুপুরেই বসিতেছে। হেম বাবুর মধুপুরের বাগানেই উক্ত মেলা প্রদর্শিত হয়। বাগান মধুপুর ষ্টেসন হইতে কিছু কম একমাইল হইবে। মধুপুরের মেলায় টিকিট নাই। মেলার সমস্ত খরচা হেম বাবু বহন করিয়া থাকেন।

গত বৎসর ছোট লাট বাহাদুর মেলাস্থলে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া হেম বাবুর সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিলেন। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর মেলায় প্রদর্শিত দ্রব্যাদি অল্প পরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল। দ্রব্যাদি অল্প হইলেও মেলার দৃশ্য সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইবার গুণে মনোরম হইয়াছিল। মধ্যস্থলে পাতাবাহার গাছাদির সজ্জিত সমষ্টি—সমষ্টি সম্মুখে গোলাকারে ফার্ণ আদি বেষ্টিত ফোয়ারা, দক্ষিণদিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সবজী ও ফলাদি, বামদিকে উৎকৃষ্ট গোলাপ, বরফমুখী ফুল ও ফরিশ্চিত দ্রব্যাদি—মেলা স্থলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

এ বৎসর অধিবাসী সাঁওতালেরা, বলিতে পারি না কেন, গত বৎসরের ন্যায় দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে আসে নাই। দুই পাঁচ জন মাত্র আসিয়াছিল।

মেলাস্থলে গবাদি পশু দৃষ্ট হইয়াছিল। ছাগল ও দুম্বা বাদে কোনটীকেও ত দৃষ্ট পুষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। মেলায় প্রদর্শিত দ্রব্যের পুরস্কার তালিকা পাইবার কথা ছিল, তাহা আমরা এখনও পাই নাই।

দুর্ভিক্ষ ও কৃষিব্যাঙ্ক।

বিগত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের পর অর্দ্ধমৃত, নিরন্ন, মৃতাবশিষ্ট কৃষককুলের রক্ষার্থ ও তাহাদিগকে পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে স্থানে স্থানে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। যদি ইহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে, দুর্ভিক্ষের মূল কারণের ধ্বংস না হউক, প্রজার পক্ষে কতকটা সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে দূরস্থ কৃষকগণকে আবশ্যক মত শস্য ও অর্থ স্বল্প সুদে ঋণস্বরূপ প্রদান করিয়া যাহাতে তাহাদিগকে অনাহারক্লেশে নৃশংস কুসীদজীবী মহাজনের নিকট না যাইতে হয়, তাহার ব্যবস্থা হইবে। এইরূপে সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকগণ স্ব স্ব উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশ দ্বারা ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের এই ঋণ পরিশোধ করিবে। ইহাতে তাহাদের এক মাত্র সম্পত্তি ভূমি অপরিমিত সুদের দায়ে নিষ্ঠুর মহাজনের কবলিত হইবে না সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ঋণও তাহাকে মায় সুদ ক্রমশঃ পরিশোধ করিতে হইবে।

একজন লেখক বলেন, এইরূপ বন্দোবস্তে হতভাগ্য কৃষিজীবীদিগের একেবারে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা অনেকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত থাকিবে। অষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিকদিগের সাহায্যার্থ তথাকার গবর্ণমেণ্ট যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা ইহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট। নিউজিলাণ্ড, দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়ার উপনিবেশদিগের সাহায্যার্থ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তথাকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গকে লইয়া নিউজিলাণ্ড স্বিম্ নামে একটী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ড একজন তত্ত্বাবধায়কের

অধীন ও ইহার উদ্দেশ্য কেবল কৃষি বিষয়ে সাহায্য দান। যে সকল ভূমি কেবল কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, সেই সকল ভূমির অধিকারীরাই এই বোর্ড হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারিবেন। ঋণগ্রহণকারীকে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার নিকট হইতে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে সুদ আদায় করা হয়: এই শতকরা ১৲ টাকা ক্রমশঃ আসিলে কমিয়া যায়। আদায়ের নিয়ম ষাণ্মাসিক কিস্তিতে। এইরূপ বন্দোবস্তে ৭২৲ টাকা ষাণ্মাসিক কিস্তিতে অর্থাৎ ৩৬।০ হিঃ বৎসরে সমস্ত ঋণ সুদে আসলে শোধ হইয়া যায়; ঋণগ্রাহীকে অপরিমিত সুদের দায়ে প্রপীড়িত হইতে হয় না, অথচ অনায়াসে আসল পর্য্যন্ত শোধ হইয়া যায়। প্রস্তাবিত কৃষিব্যাঙ্কে যদি এইরূপ কোনও বন্দোবস্ত [বন্দোবস্ত ভাল বুঝা গেল না।—কৃঃ সঃ] হয়, তাহা হইলে কৃষিজীবীদিগের অভাবের সময় যেমন সাহায্য হয়, তেমনই তাহাদের ক্রমোন্নতির পথেও কোন অন্তরায় ঘটে না।—প্রতিবাসী।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব

উচ্চ বা কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমিতে বৃষ্টির জল আদৌ দাঁড়াইতে পারে না, তবে মাটির স্বভাবানুসারে এবং তাৎকালিক অবস্থা মত অল্প বা অধিক জল শোষণ করিয়া রাখিতে পারে মাত্র। স্বভাব অর্থে এঁটেল, দোআঁশ, বেলে ইত্যাদি এবং তাৎকালিক অবস্থা অর্থে কর্ষিত অথবা কঠিন বুঝিতে হইবে। সচ্ছিদ্রতানুসারে মৃত্তিকা যতটা পারে ততটা জল শোষণ করিয়া লয়, অবশিষ্টাংশ প্রবলবেগে নিম্নভাগে চলিয়া যায় অথবা ক্ষেত্র হইতে একবারে বাহির হইয়া গিয়া পড়ে। এইরূপ সচ্ছিদ্র ভূমির মধ্যে মৃত্তিকার শস্যোৎপাদিনী শক্তির বিশেষ উত্তমবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার দুইটী প্রধান কারণ দেখা যায়—১ম, উচ্চাংশের মাটিতে রসের অভাব, ফলতঃ উত্তাপেরও অভাব; ২য়, উপর হইতে জল গড়াইয়া যাইবার সময়ে সম্মুখে যে কিছু সূক্ষ্ম সার পদার্থ থাকে তাহা বিশোষিত করিয়া লইয়া যায়। এই দুই কারণ বশতঃ সমধিক উচ্চভূমি অপেক্ষা অপর ভূমি সারবান্ হয়। এইরূপে ক্ষেত্র যাহাতে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে, সে জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশের লোকেরা জমিকে সিঁড়ির ন্যায় থাক বাঁধিয়া লয়। থাক বাঁধিয়া লইলে মৃত্তিকার সার ভাগ অধিক পরিমাণে ধৌত হইয়া যাইতে পারে না—আবার থাকের বহির্দ্দেশে যদি আল্ থাকে তাহা হইলে উপরের বিধৌত সার পদার্থ নিম্নের থাকে অনেক পরিমাণে থাকিয়া যায়। থাক বাঁধিবার প্রথাকে 'Terracing' বলা যায়। থাক বাঁধিলে, উপর হইতে জল চালিয়া নিম্নের থাকে পড়ে, তাহা মৃত্তিকা দ্বারা শোষিত হইয়া থাকের বহিস্পার্শ্বদেশ দিয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে যে ছিদ্র (Pores) ও শিরার (Capillary tubes) কথা বলা হইয়াছে তাহারই সাহায্যে জল চুয়ায়। চুয়ানকে Percolation বলে। থাক বাঁধিয়া লইলে মৃত্তিকার একটী বিশেষ উপকার হয় এই যে, উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে বাতাস ও উত্তাপ লাগিতে পারে। সমতল জমিতে কেবল উপর হইতে উহারা আসিতে পায়, কিন্তু থাক-বন্দি জমিতে উপর এবং বহিস্পার্শ্বদেশ—দুই দিক হইতেই আসিতে পায়। আবার—থাক যদি দক্ষিণ মুখে হয়, তাহা হইলে, উহাতে প্রায় সমস্ত দিনই উপর ও পার্শ্ব—উভয় দিক হইতেই রৌদ্র লাগিয়া, মৃত্তিকাকে সর্ব্বদা গরম রাখে। থাক হইতে চুয়াইয়া জল বাহির হইয়া যায় বলিয়া এরূপ ধারণা ভুল যে, উহা একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, বরং চুয়াইবার উপায় থাকায়, থাকের

অপর পার্শ্বের উচ্চ স্থানের রস ক্রমাগত নিম্নদিকে ধাবিত হয়, সুতরাং সূর্য্যাকর্ষণে যেমন জল শুষ্ক হইতেছে, তেমনই আবার ভিতর দিক হইতে সেই স্থান রসে পরিপূরিত হইতেছে। থাক-বন্দি জমির উত্তর দিক হইতে বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থ ও সূর্য্যোত্তাপ যে নিয়মে আকর্ষিত হয়, গড়েন ও কুর্ম্মপৃষ্ঠ ক্ষেত্রেও তদনুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সমতল জমিতে উপর হইতে কার্য্য হয়, কিন্তু গড়েন-জমিতে উপর ও পার্শ্বদেশ হইতে কার্য্য হয়, সুতরাং এপ্রকার জমি অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া মনে হয়। গড়েন জমিকে গড়েন অবস্থায় থাকিতে না দিয়া, যদি থাক প্রথামতে মধ্যে মধ্যে আল্ বাঁধিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। থাকের প্রশস্ততা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা পরিমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ গড়েনের (Slope) স্বভাব বা গতির উপর উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গড়েনের গতি অত্যধিক (rapid) হইলে, থাক অল্প প্রশস্ত করিতে হইবে নতুবা ঢালুর বিস্তর মাটি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। গতপূর্ব্ব বৎসর ভেদপুরে একটা পাহাড়ের উপর বাগান প্রস্তুত করিবার কালে টেরেশ্ গনন করা আবশ্যক হইয়াছিল। সেই পাহাড়ের স্লোপ এতই দ্রুত বা বেগবান্ যে, উহাতে অনেক স্থানে এক ফুটের অধিক প্রশস্ত থাক করিতে পারা যায় নাই। ঐ ঢালুর গতি প্রতি ফুট জমিতে ৩ ইঞ্চ, অগত্যা এত অল্প প্রশস্ত থাক্ করিতে হইল। ঢালুর গতি অল্প হইলে, বিস্তৃত থাক করিতে পারা যায়, কারণ ইহাতে অধিক মাটিকে ইতস্ততঃ করিতে হয় না। পাহাড়ী জমিতে থাক নির্ম্মাণ বা উৎপন্ন করা ব্যয় সাপেক্ষ, কারণ উচ্চাংশ হইতে যথেষ্ট মাটি কাটিয়া, নিম্নাংশে দিয়া সমতল করিতে হয়। পাহাড়ের সকল ঢালু সমান কার্য্যকরী নহে। দিক্ বিশেষে ঢালুর মাটির উর্ব্বরতা পরিলক্ষিত হয়।

পাহাড়ের ঢালু নানাদিকে, কিন্তু যে সকল পার্শ্ব পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তৎসমুদায় উত্তর-পূর্ব্ব, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক অপেক্ষা অধিকক্ষণ ও অধিক পরিমাণে রৌদ্র পায় বলিয়া অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে। পাহাড়ের অনেক ঢালু আছে, উত্তর বা উত্তরের কোন অংশ,—যাহাতে আদৌ রৌদ্র পৌঁছে না। এই বিভিন্নতাবশতঃ একই পাহাড়ের দক্ষিণ ও উত্তর গাত্রের ঢালু পরস্পরের উদ্ভিদের প্রকার, ও স্থিতি বৃদ্ধির বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। আসামের অনেক পাহাড়ের উত্তরভাগের ঢালুতে নানাবিধ ফার্ণ, মস্, লাইকোপোডিয়াম, বিগোনিয়া প্রভৃতি নানাজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মাদি প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, আবার দক্ষিণ পার্শ্বে তৎসমুদায়ের একবারেই অভাব। ইহার একমাত্র কারণ আলোক ও সূর্য্যোত্তাপের ইতরবিশেষত্ব। বিভিন্নতা হেতু আলোক ও উত্তাপের অল্পাধিক্য পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং সেই নিয়মবশেই তাহার অভাব অর্থাৎ ছায়া বা আঁধার, ও শৈত্যতার ইতরবিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। ছায়া বা আলোক, শৈত্যতা বা উত্তাপ—এই কয়টী মৃত্তিকার কার্য্যকারিতায় অনুকূলে বা প্রতিকূলে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। জগৎসংসারের এমনই নিয়ম যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রমাটি, স্থানীয় আব-হাওয়া ক্ষেত্রের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতা গুল্মাদিও সৃজিত হইয়াছে, এবং যাহার যে স্থান, সে আপনা হইতেই সেইখানে জন্মিতেছে, এবং আমরা তাহাদিগের স্থিতি বৃদ্ধি প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করি। পাহাড় বা পাহাড়ীদেশে যেমন ঢালু ও তাহার সহিত দিকের নিকট বা দূর সম্বন্ধ হেতু মৃত্তিকার যেমন উর্ব্বরতা পরিচালিত হইয়া থাকে, সমতল প্রদেশের (Plains) ঢালু বা উঁচুনিচু জমিতেও সেই নিয়মের কার্য্যকারীতা দেখা যায়। এইরূপ বন্ধুর ক্ষেত্রকে

উপরোক্ত "টেরেস্" প্রথানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা সোপানাবলী করিয়া লইতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়। আমরা সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যে অধিক শ্রমসাধ্য অর্থব্যয় করিতে পারি না বলিয়া জমির প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থার অনুসরণ করি এবং সেই জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ফসল আবাদ করাই বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া মনে করি; কিন্তু ইহাতে আমাদিগের ক্ষতি আছে কারণ, জমির অবস্থা ঠিক করিয়া রাখিতে পারিলে, চিরপ্রথানত নির্দ্দিষ্ট ফসলেরই আবাদ করিতে হয়, এবং এই কারণেই আমরা এক, দুই, বা তিন ফসলে জমি দেখিতে পাই। যে জমি এক ফসলে, তাহাতে বৎসরে নয়ে একটীর অধিক ফসল লইবার সুবিধা হয় না, বৎসরের অবশিষ্টাংশ পতিত হইয়া পড়িয়া থাকে। জমির উচ্চতা ও নিম্নতা বশতঃ মৃত্তিকার গুণ ও শক্তির যে কেবল এইমাত্র ইতরবিশেষ হয়, তাহা নহে। তরাই * ও উচ্চ পার্ব্বতীয় জমির উৎপন্ন শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে,—জমির স্বাভাবিক অবস্থিতি স্থানের (altitude) উপরে মৃত্তিকার গুণাগুণের কত নিকট সম্বন্ধ! পাহাড়ের উপরিস্থিত ক্ষেত্রে যে নানাবিধ তরি-তরকারী কলমূল প্রভৃতি জন্মে, তাহা তরাই বা নিম্নদেশে সুচারুরূপে বা আদৌ জন্মে না। তাহা ব্যতীত নিম্নদেশে আমরা যে সমুদায় ফল মূলাদি আবাদ করি তাহা সেই পার্ব্বত্যদেশে উৎপন্ন করা যায় না কিম্বা করিতে হইলেও নানাবিধ ব্যয়-সম্ভব কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যাহারা দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, তথাকার বোটানিক গার্ডেন মধ্যে যে কাচের ঘর আছে, তাহাতে নানাবিধ সুরম্য পুষ্পাদির গাছ উত্তমরূপে জন্মিতেছে—বর্দ্ধিত হইতেছে এবং পুষ্পাদি প্রদান করিতেছে; কিন্তু সে গাছ নিম্নদেশে আনিলে বাঁচাইতে পারা যায় না। উল্লিখিত প্রকারের পাহাড়ে যে শৈত্যের এত প্রাদুর্ভাব, উচ্চতা তাহার একটী কারণ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং কার্য্যতঃ আমরা দেখিতেছি যে, ভূপৃষ্ঠের উপর হইতে যত উর্দ্ধদিকে যাওয়া যায়, ততই বায়ু নীরস এবং বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অতি শীতময়। বেলুন আরোহীগণও একথা বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্য বেলুনে আরোহণ করিবার সময় আরোহীগণ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কাপড় সঙ্গে লইয়া থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক উচ্চতার পরিমাণ করিবার জন্য ভৌমলিকগণ সমুদ্রের জল-পৃষ্ঠকে (Sea-level) অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবীর—কি সমুদ্র, কি ভূ-গর্ভ—সকল জলই সমুদ্র-জলপৃষ্ঠের সমতল। এই যে হিমালয় হইতে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী নানা বেগ, বনজঙ্গল, অধিত্যকা ভেদ করিয়া ছহু করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—তাহা কিসের জন্য? কেবল সমতল পাইবার জন্য, যে মুহূর্ত্তে প্রবাহিণী গিয়া সমুদ্রের জলে মিশিবে, সেইক্ষণ হইতেই উহার আর বেগ দেখা যাইবে না। যখন মৃত্তিকাখনন করিয়া কূপ বা পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন আমরা যে পাতাল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা করি, তাহার কারণও সেই সমুদ্র-পৃষ্ঠের অনুসরণ মাত্র। এই স্থান স্পর্শ করিতে পারিলে অর্থাৎ ততদূর গভীর করিয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে উহাতে আর জলের অভাব হয় না। বাঙ্গালা দেশ সমুদ্রের নিকট ও অনুচ্চ বলিয়া সচরাচর কূপাদি খনন কালে দশ কুড়ি হাত নিম্নেই আমরা জল পাইয়া থাকি পশ্চিমাঞ্চলে অথবা পাহাড়ের উপরে তদপেক্ষা গভীর না করিলে স্থায়ী জল পাওয়া যায় না। অল্প গভীর খনন করিয়া যে জল পাওয়া যায়, চতুর্দ্দিকস্থিত জমির চোঁয়ান জল। মৃত্তিকা বৃষ্টির জল শোষিত হইয়া অবস্থান করে এবং নিম্নদিকে হইবার পথের অভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে,—তাহাই আসিয়া এই খোদিত স্থানে আসিয়া পড়ে, এবং সে

* পর্ব্বতের পদপ্রান্তস্থিত নিম্নতলদেশকে তরাই (terai) কহে।

জল যেমন ভূগর্ভের জলের স্তরের সহিত সমতল হয়, অমনি আর উচ্চ হইতে পারে না। সর্ব্বদিক পরিমাণে জল খরচ করিলে এরূপ জলাশয়ের বারি নিঃশেষ হইয়া যায়,—আবার কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে চারিদিক হইতে জল আসিয়া সেই খাদিস্থান পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ চুয়াইয়া যে জল আসে বা যায় তাহাকে Percolation কহে। ভূগর্ভ খনন করিলে যখন আমরা সেই পাতাল নামক স্থানে উপনীত হই, তখনই বুঝিতে পারি যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতলে পৌঁছিয়াছি। একণে সেই খোদিত জলাশয়ের জল হইতে ভূ-পৃষ্ঠ অবধি পরিমাণ করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ভূ-পৃষ্ঠ কত উচ্চ, জলের সমতলতা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নদীর সন্নিকটে যে সকল গ্রাম নগর অবস্থিত, তাহাতে যে সকল কূপ বা পুষ্করিণী থাকে, তাহার জল সেই নিকটস্থিত নদীজলের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত নিয়মিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যখন নদী পূর্ণ থাকে, তখন জলাশয়গুলিতে যথেষ্ট জল থাকে, কিন্তু বর্ষাবসানের সহিত নদীর জল যত নামিয়া যায়, সেই সকল কৃত্রিম জলাশয়ের জলও কমিয়া যায়। জলাশয় নদীতলের সমাবর হইলে, গ্রীষ্মকালে নদীর জল যদি একবারে না শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে, সেই জলাশয়ে অল্প বিস্তর জল বারমাসই থাকিবে। অধিক কি, সন্নিকটে যদি দুইটী কূপ থাকে, তাহা হইলে অল্প গভীর কূপের জল, গভীর কূপের জলে গিয়া মিশিয়া থাকে, কাজেই প্রথমোক্ত কূপে জল থাকিতে পারে না। উচ্চ ভূমির রস এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নিম্ন নিম্নদেশে চলিয়া গিয়া মৃত্তিকাকে নীরস করে। তাহা ব্যতীত ভূমীর উচ্চতা বশতঃ স্থানীয় বায়ু ও রসাভাব বশতঃ মাটি হইতে রস আহরণ করে। সূর্য্যদেবও তদ্রূপ নিকটে পাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শোষণ ও বিনষ্ট করেন। অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে যদি কাটিয়া দেখিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহার আসন বা ভিত্তিস্থানের ও সন্নিকটবর্ত্তী ভূমির মধ্যে বিশেষ তারতম্য থাকে না—মৃত্তিকাগঠন মধ্যে, পরস্পরের বিভিন্নতা থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

মরিশশ দ্বীপের ইক্ষু।

মরিশশ বা মরীচ দ্বীপ,—ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপ ইংরেজের অধিকৃত। ইহার পরিমাণ ৭০৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৭১,৬৫৩ মাত্র; সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ইহার দুই লক্ষেরও অধিক লোক ভারতসন্তান। ভারতবর্ষ হইতে এই দ্বীপ দুই সহস্র মাইল পশ্চিমে।

মরিশশ দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। শর্করা-বাণিজ্যই এ দ্বীপের প্রধান বাণিজ্য।

এই দ্বীপজাত ইক্ষুর সাধারণ নামই হইয়াছে মরিশশ-ইক্ষু। আমাদের দেশে এই মরিশশ ইক্ষুর চাষ হইতে পারে কি না, হইলে লাভ কিরূপ দাঁড়ায়, এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ইদানী একটু আধটু আন্দোলন হইতেছে দেখিতেছি। ব্রহ্মদেশের টুঙ্গু নামক স্থান হইতে কোন কর্ম্মকুশল অভিজ্ঞ ব্যক্তি মরিশশ-ইক্ষু-চাষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বারো বৎসরের পরীক্ষা এবং পরিশ্রমের পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এদেশী ও বিদেশী সর্ব্ব প্রকার ইক্ষু অপেক্ষা মরিশশ-ইক্ষুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই মরিশশ-ইক্ষু দেখিতে অনেকটা সবুজ বর্ণ; সবুজের সহিত শ্বেত বর্ণেরও ছিট আছে। এক এক গাছি আখ আট হাত হইতে দশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা। এক একগাছি আখ পাঁচ সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত ভারী। সাড়ে ছয় গাছি এইরূপ মরিশশ-আখে সাড়েসতর সের রস বাহির

হয়। সাড়ে চারি সের রসে এক সের গুড় হয়। এক সের গুড়ে এক পোয়া মাত্র মাৎ কাটে; অন্যান্য রূপ ইক্ষুর গুড়ে কিন্তু সেরকরা সেড় পোয়া মাৎ কাটিয়া থাকে। এই চাষে সুবিধা অনেক। যে সব ডাঙ্গা জমিতে উই-জলের বা সেচ-জলের সুবিধা নাই, কাজেই যে জমিতে অন্যান্য ফসল ফলান একান্ত কঠিন, সেরূপ ডাঙ্গা জমিতেও মরিশশ-আখ বেশ জন্মে। খুব শক্ত টান মাটিতেই মরিশশ-আখ ভাল হয়; আলগা মাটী বা বেলে মাটী,—ইহার উপযোগী নহে। জমিতে একটু রস থাকিলেই অর্থাৎ জমিতে অন্যান্য পরিমাণে রস থাকিলেই চৈত্র ও বৈশাখ মাসেও আর মরিশশ-আখে সেচ দিবার প্রয়োজন হয় না;—সেচ না দিলেও মরিশশ-আখে কোন হানির সম্ভাবনা থাকে না। জমি যদি লাল অর্থাৎ বেশ উর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে, সেই জমিতে দশ বারো বার লাঙ্গল দিয়া, দশ বারো বার মই দিয়া, তাহাতে মরিশশ-আখ দিলে, অন্য কোন সার দিবারও আর প্রয়োজন হয় না।

"এই আখের ডগা হইতেও চারা তৈয়ারি হয়; আবার পাব হইতেও চারা হইতে পারে। আশ্বিন মাসে ছাপর দিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়। চারা গুলি দুই হাত বা তিন হাত লম্বা হইলেই, সে গুলিকে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। আবার আরো ছাপর না দিয়া, চারা বাহির না করিয়া, ডগা বা পাব,—একেবারেই ক্ষেতে বসাইয়া দেওয়া চলে। বর্ষাশেষ হইলেই,—কার্ত্তিক মাসেই—ক্ষেতে এই আখ বসাইতে হয়।

"অন্যান্য ইক্ষু-চাষে খরচ খরচা-বাদ প্রতি বিঘায় বড় জোর পঞ্চাশ টাকা লাভ হয়; কিন্তু মরিশশ-ইক্ষুর চাষে খরচ-খরচা-বাদ বিঘাকরা একশত টাকা বা তদধিকও লাভ হইতে পারে।"

ব্রহ্মদেশের সংবাদবাহক মহাশয়ের এই পত্র পাঠ করিয়া মরিশশ-ইক্ষুর চাষ করিবার জন্য এ দেশের কেহ কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; এই আখ-চাষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার জন্য দুই এক ব্যক্তি একটু ব্যগ্রও হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে মরিশশ আখের কথা আজ নূতন নহে। অনেকেই অবগত আছেন, বঙ্গে এক সময় বোম্বাই আখের চাষ বহুলপরিমাণেই হইয়াছিল। ১৮৪৭ সালে একরূপ পোকা লাগায়, এই আখ চাষের অত্যধিক ক্ষতি হয়, ক্রমে এই আখের চাষ বঙ্গদেশ হইতে একরূপ উঠিয়াই যায়। যাহাতে বোম্বাই আখের চাষ এদেশে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎকল্পে হুগলী-উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন,—এই যে লাল বোম্বাই আখ,—ইহাই মরিশশ আখের এদেশীয় নামান্তর এবং রূপান্তর। কৃষি বিষয়িণী তথ্যালোচনার সরকারী বিবরণেই এইরূপ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই।

সরকারী রিপোর্টে আরও প্রকাশ,—বোম্বাই প্রদেশ হইতেই এই ইক্ষু ভারতের অন্যান্য স্থানে নীত এবং রোপিত হয়। ১৮৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটীর কৃষিক্ষেত্রে ইহা প্রথম রোপিত হয়। ডিকুজ সাহেব বলেন,—এই মরিশশ আখ এক এক গাছি ছয় হাত হইতে সাত হাত লম্বা; ইহার বেড় ছয় ইঞ্চি হইতে সাত ইঞ্চি। ১৮৩৬ সালে রেভিনিউ কমিশনর মিঃ টমাস উইলিয়মসন,—এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটীর সেক্রেটারীকে মরিশশ ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে লেখেন—

"বাঙ্গিপাতো এক্ষণে ইক্ষুর চাষ বহু পরিমাণে হইতেছে। সাণ্ট সাহেব পুনা সহরের নিকটে তাঁহার তালুকে এ ইক্ষু চাষ করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট অনেক আখ কিনিয়া লইয়াছেন; আহম্মদনগর ও পুনার অনেক প্রজাকে এই আখ,—চাষ করিবার জন্য বিনামূল্যে দিয়াছেন; আহম্মদনগর ও পুনার অনেক স্থানেই এক্ষণে এই আখের চাষ

বেশ হইতেছে। একখানা গ্রামের নিকট আমি অল্প কয়েক দিন হইল, তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। দেখিলাম, এই গ্রামের এক ব্যক্তি সাত বিঘা জমিতে মরিশশ-ইক্ষুর চাষ করিয়াছে। সে ব্যক্তি আমার একগাছা আখ আনিয়া দেখাইল। দেখিলাম, সে আখ অতি উত্তম। এদেশে সাধারণতঃ যে সকল আখ হয়, এই মরিশশের আখ সে সকল অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বড়। অনেকেই এই আখের চাষ করিবার জন্য আমার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তাহার যথোচিত বন্দোবস্তও করিয়া দিয়াছি। এই মরিশশ-ইক্ষুর প্রাধান্য এক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুরাট জেলায় অনেকেই এই ইক্ষুর চাষ করিয়াছে। কল্যাণের কলেক্টর আমায় লিখিয়াছেন—'সমস্ত কল্যাণেই মরিশশ-আখ-চাষের প্রচলন হইবে, আমি এইরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি।' এই আখের গুড় খুব বেশী পরিমাণে হয়, দেখিয়া প্রজারা এই আখের ভারি আদর করিতেছে।"

কর্ণেল স্লিমান সাহেব ১৮৩৪ সালে মরিশশ ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে লেখেন,—"দেশীয় ইক্ষু হইতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, মরিশশ বা ওটাহিটি হইতে উৎপন্ন চিনি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মরিশশ গবরমেণ্টের সেক্রেটরি কাপ্তেন ডিক ১৮২৭ সালে মরিশশ-দ্বীপে এই ইক্ষু আনার জন্য সংগ্রহ করিয়া দেন। এদেশে এই আখের আট বৎসর চাষের পরও দেখা গেল, ইহার বর্ণে, আকারে এবং রসে কোন তারতম্যই ঘটে নাই। আমি যে মরিশশের আখ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি তাহা ১৮২৭ সালে মার্চ মাসে কলিকাতার বটানিকেল গার্ডেনে রোপণ করা হয়। পর বৎসর শীতকালে কলিকাতা হইতে এই আখের চারা, চাষের জন্য আমার নিকট জয়নগরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই আখ,—এদেশের অন্যান্য হইতে খুব বড়; রসও খুব বেশী।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মরিশশ-আখের এক সময়ে এদেশে খুবই আদর এবং প্রচলন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশের বহুস্থানেই এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে এই আখের চাষ হইত। গুজরাটে এই মরিশশ আখের নাম হয়,—মালবারি; কেননা, মলবার উপকূল হইতে এই আখ প্রথমে গুজরাটে গৃহীত এবং তথায় রোপিত হয়। মরিশশ আখের মহারাষ্ট্রি নাম, মরিশশ বা মরিস্।

'এই মরিশশ ইক্ষু কয় প্রকার? নিজ মরিশশ দ্বীপে ইহার আকৃতি প্রকৃতি চাষপদ্ধতি কিরূপ?—এ দেশেই বা এক্ষণে ইহার চাষ প্রণালী কিরূপ? কোথায় কোথায় কি পরিমাণে চাষ হয়?

কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বিলাত প্রত্যাগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বে, এন মিত্র মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে মরিশশ-দ্বীপে গিয়া থাকেন। তিনি মরিশশ দ্বীপের ইক্ষুচাষ সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"মরিশশে দুই প্রকার ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। এক প্রকার ইক্ষু,—খুব সরু; গাঁট খুব ঘন ঘন; এই প্রকার ইক্ষু হইতেই প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। আর একরূপ ইক্ষুর,—গাঁট খুব পাতলা, অর্থাৎ পাব বড় বড়। সরু রকমের আখ হইলেও, এই আখ একটু বেশী লম্বা, একটু বেশী মোটাও বটে। এক গাছা আখ প্রায় সাত হাত লম্বা হইয়া থাকে। এসব আখে সেচের বড় দরকার হয় না বটে; কিন্তু মরিশশে বৎসরের অনেক সময়ই একরূপ কুয়াসা হয়; তাহাতেই অনেক কাজ হয়। সেখানকার জমি স্বভাবতই খুব টান, আখে সেচ দিবার জন্য সেখানে কোন বন্দোবস্ত আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।"

এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বারান্তরে বলিব।
—বঙ্গবাসী।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ১৩ই ফাল্গুন সোমবার ১৩০৭ সাল। ১০ম সংখ্যা

সূচী।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	
ভিহুটৌরিয়া চন	
বৈদেশীর আদর্শ	
কৃষি সংবাদ	
কলিকাতা স্কুলের	
ওড়ী	
অর্থিড	
গোকাতি (শেষ ভাগ)...	
চুনসার	
পেপে	

কলিকাতা।

দাতা ছিলুর সত্যত।—কলিকা
নিবাসী বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, মৃত্যুকালে উইল
তাঁহার সম্পত্তির কতকাংশ তাঁহার কন্যাকে দিয়াছেন,
বাকী সম্পত্তি হইতে হিন্দু বিধবাগণের ভরণপোষণের
জন্য বৎসরে ১২০০৲ শত ; ঐ ট্রাষ্টিদিগের অর্থ দাতব্যে
শত বায় হইবে বলেবেও করিয়া গিয়াছেন।
এতদ্ব্যতীত কলিকাতা পিঞ্জরা টাকা
এবং কর্ম্মচারিও অন্যান্য পোষাবর্গকে ১০,০০০৲ টাকা
একবারিন দান করিয়াছেন। এই সমস্ত খরচ করিয়া
যে সম্পত্তি বাকী থাকিবে তাহা কলিকাতা
বিশ্বালয় ভাণ্ডে দান করিয়াছেন আর
প্রতি বৎসর ভারতের একটী ছাত্র
শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরিত হইবে
শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরকুমার দে

বন্দ্যোপাধ্যায় উইলের এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

গতপূর্ব্ব বুধবার 'টাউন হলে' একটী বিরাট সভা হইয়াছিল। সভাতে স্বয়ং বড়লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে গণ্যমান্য অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভা আহূত হইবার তিনটী উদ্দেশ্য ছিল। (১ম) প্রজাবৎসলা মহারাণী ভারতেশ্বরীর পরলোকের জন্য শোক প্রকাশ করা; (২য়) স্বর্গীয়া মহারাণীর জন্য স্মৃতি চিহ্নস্থাপন করা; (৩) সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের নিকট রাজভক্তি জ্ঞাপন করা। বড় লাটের ইচ্ছা যে কলিকাতা সহরেই এই স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই কলিকাতাকে তাঁহাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং এই রাজধানীতেই রাজরাজেশ্বরী ভিক্‌টোরিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত হওয়া উচিত। মহারাণীর স্মৃতি চিহ্নের জন্য যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহার গঠন প্রণালী ও সাজসজ্জা দেখিয়া যাহাতে ভারতেশ্বরীর শাসন কালের সমস্ত ইতিহাস ব্যক্তির মাত্রেরই চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত হয় ইহাই সকলের প্রার্থনীয়। কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে ইহা লইয়া অনেক আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে। যাহাতে ভারতের নানা বর্ণ নানাজাতির চিত্তাকর্ষিত হয়, যাহাতে সমগ্র ভারতবাসীর মনস্তুষ্টি হয় এইরূপ কোন স্মৃতি চিহ্নের উপায় উদ্ভাবিত হইবে এবং আমাদের বড়লাট বাহাদুর ভারতের প্রজাবৃন্দকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করি সেই অট্টালিকায় যেন ভারতের দীনদরিদ্র সমস্ত প্রজা আপনাদের ও অব্যাহত ভাবে গতিবিধি করিতে পারিবে। কলিকাতার গেনেরে উদ্যান ইডেন গার্ডেনে নেটিভদিগের যেরূপ বিচরণের ক্ষমতা নাই বলিয়া আমাদের মনে এই আশঙ্কার উদয় হয়, যে পাছে প্রজাবৎসলা মাতৃস্বরূপ ভারতেশ্বরীর স্মৃতি মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে রাজভক্ত ভারত প্রজার স্বচ্ছন্দ বিচরণের কোন ব্যাঘাত ঘটে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেসন্ বা উপাধিবিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে চ্যান্সলার বড়লাট সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভাইস চ্যান্সলার রাসের সহকারি সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনিও বক্তৃতা করিলেন। বড়লাট উঠিয়া সহকারি সভাপতির অনেক গুণ কীর্ত্তন করিলেন; তাহাতে শিক্ষাবিভাগে অনেক পরিবর্ত্তনের ও সংস্কারের দরকার কিন্তু কি উপায়ে শিক্ষাবিভাগের উক্ত সংস্কার হইবে আজিও তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সময়াভাব প্রযুক্ত নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই—তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অর্থাৎ সভ্যনির্ব্বাচন ক্ষমতা উঠাইয়া দিবার জন্য একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। যাঁহারা কলিকাতা হইতে দূরে বাস করেন বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাঁহারা যাবজ্জীবন সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতা উপভোগ করিবেন ইহা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচন প্রথার অনেক গলদ আছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানেই নির্ব্বাচন সেইখানেই ব্যভিচার, এমন কি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় কত অসদুপায় অবলম্বিত হইতে শুনা যায় তাই বলিয়া কি নির্ব্বাচন প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত? বিলাতে অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রকারে সভ্য নির্ব্বাচিত হয় সেই প্রকারে এইখানেও হইলে তাঁহার মতে ভাল হয়। কিন্তু বিলাতের সেনেট আমাদের দেশের সেনেটে কত পার্থক্য? এখানে সেনেটের জন্য কোন প্রকার ছাত্রবৃত্তির বন্দোবস্ত নাই কিন্তু বিলাতে আছে তাহাদের বিদ্যাচর্চ্চার সময় অতিবাহিত হইল অন্নকষ্টে পড়িতে হয় না; কিন্তু আমাদের এদেশে লোকের অর্থ চিন্তায় অন্যান্য কার্য্য পুড়িয়া যাইতে হয় সুতরাং শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ রাখিতে তাঁহারা পারেন না বড়লাটের মতে কলিকাতার অনেক সমূহের অধ্যাপক ভিন্ন আর তাহার সেনেট অর্থাৎ সভ্য হইবার আশা নাই।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য

বিগত শনিবারে ফ্লাট এডোয়ার্ডের জন্মোৎসবে যাহা কথা ছিল।

গতপূর্ব্ব শনিবার ডারবানে বুইনের পরিবর্ত্তির সম্মুখে ৫০০ হাজার ভারতবাসী সমবেত হইয়াছিল। ছবিটী বিভিন্ন ভাষায় ভারত সম্রাজ্ঞীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ১৪ই তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ যে সাতদল ইংরাজ সৈন্য জেনারেল ফ্রেঞ্চের অধীনে ৬০০০ হাজার বুয়ারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। বুয়রেরা নাকি ভয়াক্রান্ত হইয়া পশুপাল ও গৃহাদি লইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বোধ হয় ইংরেজের শ্রম সফল হইবে।

আগামী ১৬ই মার্চে ইয়র্ক সহরের ডিউক সস্ত্রীক আষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবেন। তাঁহারা পোর্ট সৈয়দে ৩০শে তারিখে পৌঁছিবেন। ৪ঠা এপ্রিলে এডেনে, ১২ই তারিখে কলম্বোতে; ২১শে সিঙ্গাপুরে এবং ৪ঠা মে মেলবরণ যাইবেন। আগাষ্ট মাসে কেপটাউনে যাইবার কথা আছে কিন্তু এখনও ঠিক হয় নাই।

২০শে ফেব্রুয়ারী, লর্ড কিচেনার প্রিটোরিয়া হইতে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে ডিওয়েট এখনও উত্তরাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি হোপটাউনের পশ্চিমাংশে পৌঁছিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাঁহার সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবেন। আমাদের সৈন্যও তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

'সাউথ আফ্রিকান নিউস' নামক খবরের কাগজের সম্পাদক মিঃ কাটরাইট'—'লর্ড কিচেনার তাঁহার সৈন্যগণকে বিপক্ষসৈন্যকে বন্দী করিতে গোপনে নিষেধ করিয়াছেন' এই মর্ম্মে একখানি চিঠি ছাপাইয়া বিদ্রোহিতাপরাধে অভিযুক্ত ও ধৃত হইয়াছেন। তাঁহাকে অনেক টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে সমস্ত ইনসুরেন্স কোম্পানিগণের নিকট হইতে পাওনা হইবে প্রায় ১,৬০,০০০ টাকা। (Insurance Companies) ইনসুরেন্স কোম্পানির সহ তাঁহার জীবন বন্ধক রাখিয়া বেশ উপযুক্ত লাভ করিয়াছে। যে জীবন বীমা যে সে বর্ষে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে তাহা হইলেই ইনসুরেন্স কোম্পানির লাভ হয়—অতএব মহা রাণীর জীবন বীমায় তাহাদের বেশ লাভ হইয়াছে।

বিগত বুধবার প্রাতে বোম্বাই প্রদেশের ডাণ্ডা নামক গ্রামে আগুণ লাগে। ৭৫ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এই অগ্নি দাহে গ্রামবাসী অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইলেও অনেক মনে করিতেছেন যে ইহাতে উক্ত স্থানে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্থানে রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। গ্রামবাসীরা রোগের ভয়ে মরদানে, তাঁবুতে ও জলের উপর বজরায় বাস করিতে ছিল। আগুণ লাগিবার সময় গ্রামে কয়েকজন গাঁয়ের চৌকিদার ও পুলিশ প্রহরী মাত্র গ্রামের ভিতর ছিল। কি প্রকারে আগুণ লাগিয়াছিল জানা যায় নাই।

শিল্পবিদ্যালয়।—ঢাকার গবর্ণমেণ্ট ট্রেনিং স্কুলের শিল্প-শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দাসের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় একটী "ইণ্ডষ্ট্রীয়াল আর্টস্কুল" স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার সহিত একটি "পটারি" কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। এই স্কুল হইতে "মডেল ডুইং" শিক্ষা দিবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের "ডুইং মডেলস্" বঙ্গদেশের সহর ও মফস্বলের উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুলসমূহে প্রেরিত হইতেছে। সুখের বিষয় যে, অতঃপর শিল্প-বিদ্যার এই সকল উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত আর পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হইবে না। এই সকল মডেল "কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল" এর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি, বি, হেবেল মহোদয়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাজসংসারে এক প্রবাদ আছে যে রাণী এলিজাবেথের প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিলে রাজা বা রাজ্যের অমঙ্গল হইয়া থাকে। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ

এই ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া বাকিংহাম মূর্চ্ছে পরাজিত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও আজ তিন বৎসর হইল সন্ধ্যার পরে একবার এই প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি এই অনিষ্টদর্শন করিয়াই নতজানু হইয়া করযোড়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে "হে দেব, আমি এইক্ষণে যে অমঙ্গল দর্শন করিলাম, তাহাতে যদি কোন অমঙ্গল সংঘটিত হয় ত আমার দেহের উপর আমার সন্তানসন্ততির উপর দিয়াই যাউক। আমি সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিব, আমার সন্ততিগণও তোমার প্রসাদে সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে। কিন্তু হে মঙ্গলময়, আমার প্রজাকুলের উপর যেন কোন প্রকারের অনর্থপাত না হয়। আমার সকল দেশের প্রজা সকলে যেন সুখে থাকিতে পারে।" এমন কথা যে রাজ্ঞীর মুখনিঃসৃত হইয়াছে, তিনি মানবী হইলেও জগদম্বার মূর্ত্তি। আমরা এমন মাকেও হারাইলাম।

ভিক্টোরিয়া যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় রাজার নামস্বাক্ষর করিবার রীতি ছিল। সামরিক বিচারে এক জন সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তখন রাজস্বাক্ষর না হইলে মৃত্যুদণ্ড কার্য্যে পরিণত করিবার বিধি ছিল না। ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন প্রাণদণ্ডের আদেশ লইয়া মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দেখিয়া মহারাণীর কোমল হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।—অন্তরের অমৃতধারা নয়ন যুগল বহিয়া করিতে লাগিল। মহারাণী গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"অপরাধীর অনুকূলে কিছু কি বক্তব্য নাই?" ডিউক বলিলেন, "না; অপরাধী সৈন্যদল হইতে তিনবার পলায়ন করিয়াছিল।" মহারাণী বলিলেন, "আপনি আবার চাহিয়া দেখুন।" ওয়েলিংটন বলিলেন, "কিন্তু শুনিয়াছি, এ ব্যক্তির চরিত্র ভাল। লোকটা মন্দ নয়।" মহারাণী তৎক্ষণাৎ লিখিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণীর স্বাক্ষরের জন্য যত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা আসিতে লাগিল, সেই সকল আদেশপত্রের উপর মহারাণী লিখিতে লাগিলেন, "ক্ষমা করিলাম।" অবশেষে যাইন হইল, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় রাজস্বাক্ষরের আবশ্যক নাই।

দিনাজপুর।—চাউলের দর ঠিক সমভাবেই আছে। ধান সমস্তই কাটা হইয়াছে। কলিমন্তের অবস্থা বড় শোচনীয়। প্রবাদ আছে যে, "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ" কিন্তু মাঘ মাসের শেষ তারিখে এখানে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দেখা যাক্ প্রবাদ কতদূর সত্য? অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। প্রত্যহই প্রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য আজকাল মন্দ নহে। সাধু পণ্ডিত ভুবনমোহনের দিন নাই রাত নাই, গরীব দুঃখীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভুবনমোহনের ঔষধালয়ের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। যখনই রোগী আসিতেছে তখনই ঔষধ লইয়া যাইতেছে। এরূপ একটী লোক আর কখন দিনাজপুরে হইবে না। অতএব দিনাজপুরের সর্ব্ব সাধারণ মহোদয়গণের ইহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। এখানে একটা টাউনহলেরও অভাব। এই হলটী যদি "ভুবনমোহন টাউন হল" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এরূপ একটী মহৎ ব্যক্তি চিরস্মরণে থাকিতে পারেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বৃষাঙ্গী মহাশয় সাধুপণ্ডিত ভুবনমোহনের ঔষধালয়ের প্রাণপণ সাহায্য করিয়া থাকেন। ফণী বাবুও অত্যন্ত সদাশয় লোক। অনেক গরীব দুঃখীদের বাড়ীতে বিনা পয়সায় গিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন।

টেকনিক্যাল স্কুল।—স্থানীয় টেকনিক্যাল স্কুলের নূতন সেসন আরম্ভ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র গণকে বেতন দিতে হয় না, কেবল প্রবেশিকা স্বরূপ দুইটী টাকা দিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয়। যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছে, তাহারা সব-ওভারসিয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই বিদ্যালয়ে দুইটী বৎসর মাত্র মন দিয়া অধ্যয়ন করিলে সব-ওভারসিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত যে কয়টী ছাত্র এই স্কুল হইতে সব-ওভারসিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন,

স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে তাঁহারা সকলেই মাসিক ৩০।৪০ টাকা বেতনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,—তাহাকেও চাকরীর জন্য অফিসে ৫।৭ বৎসর উমেদারী করিয়া উপরিতন অফিসারের মন যোগাইতে হয় নাই। স্থানীয় টেকনিক্যাল স্কুল হইতে মধ্য-ওভারসিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওভারসিয়ার ক্লাসের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া যায় এবং সেখানে তিনটী বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফল ও সুবিধা অনেক। বিশেষতঃ এই শিক্ষার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হয় যাঁহারা অর্থাভাব বশতঃ ইউরোপ অথবা অন্য কোন দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ব স্ব সন্তানগণকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতে বা উচ্চ পদের যোগ্য করিতে অসমর্থ তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রদিগকে টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে অল্পানুকূল ফল পাইতে পারেন।—মেদিনী বান্ধব।

ভারতেশ্বরী সমস্ত রাজন্যবর্গের অধিশ্বরী ছিলেন তিনি দরিদ্র প্রজা হইতে সমগ্র রাজন্যবর্গ পর্য্যন্ত সকলকে সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী মমতায় আকৃষ্টহৃদয় প্রজাবৃন্দ আজ যেন মাতৃহারা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। ইংলণ্ডের নরনাথ, ভারতের নরনাথাধিনাথ স্বয়ং মাতৃশোকে কাতর হইলেও ভারতের প্রজাবৃন্দকে, ভারতের রাজন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিয়াছেন,—"যে সিংহাসন এত দিন আমার স্নেহময়ী জননী শোভিত করিয়াছিলেন সেই সিংহাসনে আমি অধিরোহণ করিয়াছি। আজ আমি সেই সিংহাসন হইতে ভারতের সমস্ত অধিবাসীকে, রাজা, মহারাজা ও সর্দ্দারগণকে মনের ও স্নেহের সম্ভাষণ করিতেছি। সকলকে জানাইতেছি যে সকলের হিতার্থে আমি বদ্ধপরিকর হইব। আমার সেই ভাগ্যবতী জননীই প্রথমে ভারতরাজ্যের ভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ভারত রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ভারতের "সাম্রাজ্ঞেশ্বরী" বলিয়া অভিহিতা হন। তিনি আন্তরিক অনুরাগের সহিত ভারতের সকল কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, ভারতের প্রজাবৃন্দও মহতী জননীর প্রতি রাজভক্তি দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। মহারাণীর সুদীর্ঘ শাসন কালে, শেষবর্ষে এই রাজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ভারতের নরপতিগণ অগ্রসর হইয়া এবং কেহ কেহ চীন যুদ্ধোপলক্ষে মুক্ত হস্তে চাঁদা দানে সসৈন্য গমন করিয়া যথেষ্ট রাজভক্তি দেখাইয়াছেন। জননীর ইচ্ছাতে ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে আমি ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম এবং সেখানে যাইয়া রাজা মহারাজা প্রজাবর্গের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারিয়াছিলাম। প্রাচীন ভারতবর্ষের নগর নগরী পরিদর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম যাহা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। আমার পূজনীয়া জননী ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি যেরূপ স্নেহশীলতা দেখাইতেন, ভারতে প্রথম রাজরাজেশ্বরী যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমিও চিরদিন সেই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিব এবং রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিকট প্রীতি ও ভক্তি ভাজন হইতে যত্নবান হইব।"

ভিক্টোরিয়া হল বা ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-মন্দির।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতেশ্বরীর স্মরণার্থ ও কলিকাতা সহরে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং সেই মন্দিরে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন রক্ষার যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে সেই অর্থ অনেকে অনেক প্রকারে ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এই বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ জল্পনা কল্পনা হইয়া গিয়াছে। বড়লাট বাহাদুর সেদিন টাউনহলের সভায় সকলের মত খণ্ডন করিয়া অতি সুন্দর যুক্তিতে

প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিসীমা নাই—ভারতবাসীর শত শত অভাব—কেহ বলিবেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হউক—কেহবা শিল্প-বিজ্ঞানের পক্ষ-পাতী—কেহ স্ত্রী-শিক্ষা, কেহ বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করিতে বলেন, কিন্তু কাহাকে রাখিয়া কাহাকে সন্তুষ্ট করা যায়? ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সকলের সন্তোষজনক এমন একটী কার্য্য বাহির করা বড় সহজ নহে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিলেও ভারতের দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য ঘুচিবে না বা ভারতের সকল অভাব বিমোচন হইবে না। তারপর আর একটি কথা যদি দান-দারিদ্র্যপীড়িতকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য এই অর্থ দ্বারা একটী ফণ্ড করা হয়—আজ যাহারা মহারাণীকে জানে, তাহারা অর্থ সাহায্য পাইয়া তাঁহার যশোগান করিবে কিন্তু ভবিষ্যতে লোকে তাঁহার কথা ভুলিয়া যাইবে। কোন ফণ্ড হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেছে এই পর্য্যন্ত জানিবে কিন্তু কিসের জন্য এই ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল লোকে তাহা বড় একটা খোঁজ করিবে না। আমরা বড়লাটের সদ্-যুক্তির প্রশংসা করি এবং যাহাতে তাঁহার কল্পিত পন্থাবলম্বনে মহারাণীর স্মৃতি রক্ষিত হয় সর্ব্বদা এই আকাঙ্ক্ষা করি।

মনোরম উদ্যান মধ্যে সুরম্য অট্টালিকা—অট্টালিকা মধ্যে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—সুন্দর কল্পনা! অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে তাঁহার জীবনের ঘটনার স্মৃতি উদ্দীপক চিত্রাবলির প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—এইরূপ কক্ষে মহারাণী শয়ন করিতেন—এইরূপ কক্ষে অধ্যয়ন করিতেন—এইরূপ কক্ষে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয় ইত্যাদি। এইরূপ স্মৃতিচিহ্ন পোষিত ইতিহাস স্বরূপ। এই অট্টালিকাতে একটী হ্যাশন্যাল গ্যালারী স্থাপিত হইবে। মহারাণীর সমসাময়িক মহাত্মাগণ সেই গ্যালারিতে স্থান পাইবেন। বিভিন্ন জাতীয় আবাস-ভূমি ভারতবর্ষের প্রকৃত মহাত্মাগণ নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া উক্ত গ্যালারিতে স্থান পাইলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। হিন্দুপ্রধান ভারতের এই ভিক্টোরিয়া হলে ঢুকিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে এটী ইংরেজের ভারত। আর একটী বিষম সমস্যার কথা আমাদের মাননীয় নেসন সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছেন—দার্জ্জিলিঙ্গের ইডেন স্বাস্থ্য-নিবাসে যেমন কেবল লোক থাকিবার স্থান পায় না—কলি-কাতার ইডেন হোটেলে যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ব্যতীত অপর কেহ থাকিতে পায় না—বলা বাহুল্য এদেশীয় লোক সাধারণে উক্ত দুইটী স্থানের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।—ইডেন গার্ডেনে ও গড়ের মাঠে রেড রোডে যেমন ধূতি পরিয়া 'নেটিভেরা' যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে না, মহারাণীর স্মৃতি মন্দিরে জনসাধারণের সঙ্কল্প গতিবিধির কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হইবে কি না এ সমস্যা পূরণ কে করিবে? আমরা আশা করি আমাদের ছায়নিষ্ঠ বড়লাট পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া লেন এবং মন্দির সম্পর্কিত একটী বাঁধাধরা নিয়ম স্থির করিয়া সেই নিয়মাবলী প্রস্তরে খোদিত করিয়া মন্দির গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিলে ভাল হয়। আমাদের শেষ কথা এই যে যদ্যে যদ্যে মন্দির সংস্কারের জন্য নিশ্চয়ই কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকিবে কিন্তু সেই অর্থ সঞ্চয় করিয়া না রাখিয়া বা তাহা অন্য রূপে না খাটাইয়া সেই অর্থ দ্বারা কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করা উচিত। কৃষি ব্যাঙ্ক হইতে যে লাভ হইবে সেই লাভের অর্থ মন্দির সংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে কৃষককুলের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে এবং হইলে হয় ত এই উপায়ে ভারতের অন্নকষ্ট নিবারিত হইতে পারে। ভারতের দুর্ভিক্ষ ভারতেশ্বরীর অঙ্কলঙ্ক শুভ্র যশের একমাত্র কলঙ্ক-কালিমা; সেই কালিমা দূরীকরণের সূচনা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া উচিত। ভারতেশ্বরীর স্মৃতি স্থাপনের জন্য—স্বয়ং বড়লাট তাহার পেট্রন—সেই ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর, তখন তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন সঙ্কীর্ণ হয় কেন?

ধৈর্য্যের আদর্শ।

কোন ধনী ব্যক্তির জ্ঞানলাভের বাসনা বলবতী হওয়ায় তিনি একজন সাধুপুরুষের সন্নিধানে গমনাগমন করিয়া ক্রমে তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই অবস্থায় তিনি সতত সাধু-সেবায় তৎপর থাকিতেন। অসমর্থ হইলেও সাধু যাহা আজ্ঞা করিতেন, নিজে পরিশ্রম করিয়া যথাশক্তি তাহা পালন করিতেন। নিয়ত ঠাকরেরা যাহার আজ্ঞা বহন করিত, তিনি কখনও পরিশ্রমজনিত কষ্টের মুখ দেখেন নাই, এখন তিনি পূজার গঙ্গাজল আনয়ন, গুরুকে স্নান করাইয়া দেওয়া, শয্যা, আসন, পানীয় এবং সংবাহন ইত্যাদি কার্য্য করিতেও কাতর বা অক্ষম হইতেন না। গুরু প্রীত হইলে তিনি যোগসাধনে সক্ষম হইবেন ভাবিয়া প্রাণপণে গুরুর সেবা করিতেন। বহুদিবসাবধি এই রূপ সেবা করিয়াও যখন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির উপায় দেখিলেন না, তখন ক্রমশাই ক্রমশঃ নাই দুঃখিত মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা গৃহে আবশ্যকীয় জল থাকিলেও দ্বিপ্রহর রৌদ্রে তাঁহাকে গঙ্গা হইতে জল আনিবার জন্য গুরু আদেশ করিলেন। তিনি অম্লান বদনে জল আনিতে গেলেন, কিন্তু জল লইয়া আসিবার সময় দারুণ রৌদ্রে মহাকষ্ট হওয়ায় যারপর নাই বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, আমার বাপ চৌদ্দপুরুষে যাহা করে নাই, তাহাও করিলাম, কিন্তু এতাদৃশ উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও কোন ফল পাইলাম না। এতদিন অন্য মহাপুরুষের নিকট শিষ্যার্থী হইলে কত শিখিতাম। গুরু নিতান্তই ভণ্ড। কেবল আমাকে খাটাইয়া মারিতেছেন, ইঁহার কাছে কোন ফলই নাই। অকারণ সময় নষ্ট কেন করি, এক্ষণে সদ্‌গুরু দেখিয়া আশ্রয় লওয়াই বিহিত হইতেছে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি গুরুর আশ্রমে গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া গুরুর অজ্ঞাতসারে তথা হইতে প্রস্থান করার উদ্যোগ করিলেন। গুরু একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি শিষ্যের ভাবান্তর জানিতে পারিয়া যোগবলে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত করিলেন। তাঁহার নিজ শক্তিকে যোগবলে কলসীতে সঞ্চালন করায় কলসী চেতনভাব পাইয়া কহিল * তুমি আশ্রম ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ?

শিষ্য বলিল, এতদিন সাধুর সেবা করিয়া কিছুই ফল পাইলাম না, কেবল অকারণ সময় নষ্ট করিলাম মাত্র। তাই অন্য সাধুর চেষ্টায় যাইতেছি।

কলসী বলিল, অন্য সাধু সন্নিধানে যাইতে পার, কিন্তু এত অস্থির হইলে সেখানেই বা কি করিবে?

শিষ্য বলিল, আমি প্রচ্ছন্নভাবে দীন হীনের বেশে রহিয়াছি, কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, কখন কষ্টের মুখ দেখি নাই, ইঁহার আশ্রমে আসিয়া অবধি যা না করা যায় তাও করিতেছি, তা ইনি বুঝিলেন না। তবে ইনি আমায় কি করে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবেন? আর তাই না হয় পারিলেন, কিন্তু কত দিনে শিক্ষা প্রদান করিবেন। এইরূপে আমার কষ্টের পরিসীমা বলিয়াই অন্যত্র যাইতেছি।

---

* বস্তুতঃ কলসী কথা কহে নাই। কিন্তু সাধু মহাত্মা যোগবলে ধনী সন্তানকে অপূর্ব্ব স্বপ্নবৎ ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। সেই ভাব হইতে, দুরন্ত মোহীর হৃদয়ের মন্তব্য এত নিকটস্থ হইল, যেন তিনি কলসীরই ঐ ভাব দেখিলেন। আর তাঁহার অন্তরও এরূপ অজ্ঞাত হইয়া পড়িল যে, তাঁহারই সুমতি প্রশ্নকর্ত্রী হইয়া তাহার সহিত মিশিল, তথাপি তিনি উহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, কলসীই কথা কহিতেছে, কিন্তু লেখকের মাহাত্ম্য বজায় রাখিবার জন্য আমরাও বলিলাম, কলসী চেতন ভাব পাইয়া কহিল।

কলসী বলিল, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, কিন্তু তোমার কষ্ট বেশী, কি আমার কষ্ট বেশী, একবার তুলনা করে দেখে গেলে ভাল হয় না ?

শিষ্য বলিল, তোমার আবার কষ্ট কি ? উদরে দেবপূজার জল ধারণ ও তৃষ্ণার্ত লোকের প্রাণ শীতল করিতেছ, এই কষ্ট ?

কলসী বলিল, ভাল, একবার আমার কথাটা শুনিয়া সেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাওনা কেন ?

শিষ্য বলিল। আচ্ছা বল।

কলসী।—আমি একটা পুষ্করিণীর ধারে মৃত্তিকার আকারে পড়িয়াছিলাম। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, তথাপি কত লোকে পুষ্করিণীর নিকট জলশৌচের সুবিধা পাইয়া বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে তো কর আমার উপরেই করিয়া যাইত। সময় বিশেষে শৃগাল কুকুরেও বাহে প্রস্রাব করিতে ছাড়িত না। বহুদিন এইরূপ অবস্থায় গেল। তৎপরে কোথা হইতে এক নিষ্ঠুর কুম্ভকার আসিয়া দেখিল, আমি মৃত্তিকা হইয়া বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ আছি, অমনি সেই নির্মম কোদাল দ্বারা আমাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, ঝুড়িতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেল। আমি তো যাতনায় অস্থির! তার উপর, মুগুর দ্বারা আমাকে পিটাইয়া নিরাকৃত করিয়া ফেলিল, তারপর জল দিয়া আমাকে পরমর্দিত করিতে লাগিল, যাতনায় আমার প্রাণ তুলা ধুনা খেলোয়ার করিতে লাগিল! কিন্তু সে পাপিষ্ঠ তাহা দেখিল না। আমাকে একটা ভবচক্রবৎ চক্রে ফেলিয়া ঘুরাইতে লাগিল। ইহা কি কেহ সহ্য করিতে পারে? কিন্তু কি করিব, অজ্ঞান বদনে তাহাও সহ্য করিলাম। মনে করিলাম এইবার পরিত্রাণ পাইলাম; কিন্তু তাহাতেও আমাকে ছাড়িল না, তাহার উপর রৌদ্রে শুকাইল! আগুনে পোড়াইল। এত কে সহ্য করিতে পারে? ইহাতেও যাতনার অবসান হইল না। যে কেহ লইতে আসিত, এক এক পাত্র দিয়া চলিয়া যাইত। এইরূপে কত পরিয়া খাইয়া, তবে এই সাধুর আশ্রমে আসিয়াছি, এখানে আসিয়া এমন সুখের স্বাধীনতা হইয়াছে। কারণ আমার জল দেবার্চনা-দেবের সেবায় লাগিতেছে। তুমি নিরাশ হইতেছ কেন? যতই নির্যাতন অগ্নিশিখার মধ্য হইবে, ততই শান্তি নিকটস্থ জানিবে।

কলসীর এই কথা শুনিয়া শিষ্যের চৈতন্য হইল। তখন ধাঁধা কাটিয়া গেল। সেই অবধি তিনি গুরুর নিকট থাকিয়া সাধননিরত হইলেন। এইরূপ কিছু-দিন গত হইলে আবার শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক হইল।

একদিন শিষ্য গুরুর নিকট বসিয়া আছেন, গুরু মায়াবলে দেখাইলেন, এক দেব-পুরুষ আকাশ-পথে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আটটি পরমাসুন্দরী দেব-কন্যা, রূপের প্রভায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া ছুটিতেছে। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য দেবপুরুষ তাঁহাদিগের সঙ্গে দুই একটি কথা কহিয়া যান, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কে?

গুরু বলিলেন, ঐ তেজঃপুঞ্জ পুরুষটি দেখিতেছ, উনি একজন মহাপুরুষ। আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে আটটি কন্যাকে ধাবিত হইতে দেখিতেছ, উঁহারা অষ্ট-সিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধিরা যোগীর সাধ্যসাধনা করিতেছে, কিন্তু উঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। যোগী এতদূর উচ্চে উঠিয়াছেন, যে আর সিদ্ধিকেও চাহেন না। এজন্য উঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যোগী, যে অতুল মহাধনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন; তাহা হইতে উঁহাকে বিচলিত করিতে আর কেহই সক্ষম নহে। উঁহার নিকট কিছুই দুর্লভ নহে। এমন ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ সার্থক।—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভৌমিক।

কৃষি সংবাদ।

প্রশ্ন। কুলগাছ সমূহে খৈলের তরল সার দেওয়া যাইতে পারে কিনা?—আর ছোট চারা গাছে কুঁড়ি হইলে তাহা রাখা যাইতে পারে কি নষ্ট করা উচিৎ?

শ্রীজয়চন্দ্র চৌধুরি।

[উত্তর।—তরল সার দেওয়া যাইতে পারে—কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয় উচিৎ।]—কৃঃ সঃ।

কৃষি ব্যাঙ্ক।—কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত আগামী জুনমাসে শিমলা শৈলে বৈঠক বসিবে।

ফুলের মেলা।—নীলগিরি এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রবর্ত্তিত ফুলের মেলা আগামী ১লা জুন টাউনহলে রিঙ্ক হাউসে বসিবে।

ভিক্টোরিয়া হ্রদে সুরম্য উদ্যান।—মহারাণীর স্মৃতি চিহ্ন—ভিক্টোরিয়া হ্রদের সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড সুন্দর সুরম্য ভ্রমণোপযোগী বাগান প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে। উহাতে বেশীলোকে অবাধে ভ্রমণ করিতে পাইবে ত?

টবে টমাটো।—কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনের ডিন সাহেব টবে টমাটো গাছ পুতিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সারপূর্ণ মাটী ব্যবহার করিয়াছিলেন। টব সকল রৌদ্রযুক্ত স্থানে রাখা হইয়াছিল। গোল্ড ফিঞ্চি টবে গাছ করিয়াছিলেন।

বন বিভাগে।—বন বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনেরাল এচ, সি, ডিন সাহেব কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন। মহীশূর এবং কুর্গ ভ্রমণ করিয়া বোম্বে যাইবেন। তৎপরে বেরা হইয়া এপ্রিলের শেষে সিমলায় পৌঁছিবেন।

রবারের চাষ।—নিম্ন বঙ্গের অন্তর্গত টেনাসেরিম প্রদেশজাত রবারের আদর এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হইতেছে। আজেই ইহার কাটতির পরিমাণও সকল স্থানে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে! শুনিতেছি, নূতন রবার চাষের জন্য ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। সম্ভবতঃ মারগুইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে।

আসামের অবস্থার সাপ্তাহিক রিপোর্ট।—শিবসাগর ও লখিমপুরে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কড়াই সর্ষপ সংগ্রহ চলিতেছে। স্থানে ২ গবাদি পশুর রোগ দেখা দিয়াছে। চাউলের দর—শিলচরে, ১০। ১১ সের, শ্রীহট্ট গৌহাটী ও গুবড়ী—১৩ সের, তেজপুর ১০ সের. নওগাঁ শিবসাগর ১২ সের এবং নিত্রগড়ে ১০।০ সের টাকায়।

বঙ্গদেশে ইক্ষুর রোগ।—সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে বঙ্গদেশে ইক্ষুরোগ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক—কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনের হার্বেরিয়ামের কিউরেটার, এ,টি, গেস সাহেব। পুস্তিকাখানিতে ইক্ষুরোগ সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় বিবরণ আছে।

বোম্বাইয়ের কৃষির অবস্থা।—১ই ফেব্রুয়ারী মাগাইদ সপ্তাহে বোম্বে প্রদেশে কোন স্থানে বৃষ্টিপাত হয় নাই। পাঁচ মহলে ও বিজাপুরে শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের কোন দেশে মূল্য সমান আছে কোথাও বা হ্রাস হইয়াছে। এক বিজাপুর ব্যতীত গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর এ সময়ের শস্যাদির মূল্য অধিক নহে। সোলাপুর, পুনা, খ্রোচ, আমেদাবাদ, নাসিক প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ সাহায্য কার্য্যে লোক সংখ্যা কমিয়াছে, অন্যান্য জেলায় বৃদ্ধি হইয়াছে।

কৃষি সংবাদ।—সম্প্রতি বেরার ও নাগপুরে অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। পালানো এবং সাহারাণে বৃষ্টির জন্য রবি শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। ধান আছড়ান এবং আকমাড়া চলিতেছে। পাট এবং তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। মুগের ব্যতীত অপরাপর স্থানে শোস্য ভালই জন্মিয়াছে। চট্টগ্রামে এবং চুয়াডাঙ্গা ব্যতীত তৃণ ও বারি সর্ব্বত্র সুলভ। দুইটী জেলা হইতে গবাদির পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে। মোটা চাউলের মূল্য ১৩টী জেলায় বৃদ্ধি ও ৪টী জেলায় হ্রাস হইয়াছে।

নূতন কোদালী।—শিবপুর আরব কৃষি ক্ষেত্রের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে—"হাণ্টার হো" নামক এক প্রকার কোদালী তদার, আলু, ইক্ষু, রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিতে অত্যন্ত আবশ্যকীয় যন্ত্র বলিয়া পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সাধারণ কোদালী দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে ছয়গুণ বেশী খরচা পড়ে। বলদের দ্বারা এই কোদালী চালাইতে হয়। এক জোড়া বলদ অনায়াসে এই কোদালী চালাইতে পারে। ক্ষেত্রে গাছ একহাত হইতে দুইহাত অন্তর রোপিত থাকিলে, বলদের পদদলিত হইয়া শস্যাদির কোন হানি হয় না। এই কোদালীর দ্বারা কতকটা জমী কর্ষণের কাজ হইয়া থাকে।

কলিকাতা ফুলের মেলা।

গত ১৪ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্র ও শনিবার কলিকাতার এগ্রি-হর্টিক্যালচারাল সোসাইটির প্রবর্ত্তিত ফুলের মেলা গড়ের মাঠে সমারোহের সহিত বসিয়াছিল। ছোটলাট ও তদ্মহিষী এবং বড়লাট-মহিষী শুক্রবার ৪টার সময় মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুক্রবার দিবস বেলা ৩টার সময় মেলা খোলা হইয়াছিল এবং শনিবারে সমস্ত দিবস মেলা খোলা ছিল। শুক্রবারের প্রবেশ টিকিটের মূল্য ১৲ টাকা ছিল। শনিবারে ॥০ আনা ছিল।

এই ফুলের মেলার সহিত গোলাপফুলের মেলাও হইবার কথা ছিল। কিন্তু এ বৎসর গোলাপফুল ভাল জন্মে নাই বলিয়া গোলাপফুলের মেলা এক প্রকার হয় নাই বলিলেই হয়। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুল প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার থাকিলেও কেহই গোলাপ ফুল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। গত বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসর অধিক স্থান যুড়িয়া মেলা বসিয়াছিল। কিন্তু আশানুরূপ লোকসমাগম হয় নাই। মেলা স্থানে পাতাবাহারী ও ফুল গাছের গ্রুপ বা সমষ্টি সকল সুন্দর সজ্জিত হইয়াছিল। অনেক সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট 'পাম' গাছ দৃষ্ট হইয়াছিল। মরসুমী ফুলও প্রভূত দেখা গিয়াছিল। একটি নানাপ্রকার ক্রোটনের সমষ্টি বেশ সুন্দর সজ্জিত হইয়া মেলাস্থলের শোভাসম্পাদন করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট, বৃহৎ সবজী ও ফল মূলাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়ার চাষীরা ও নিউমিসিপাল বাজারের ফল বিক্রেতারা সবজী ও ফলাদি প্রদর্শিত করিয়াছিল। রিয়া, আনেড, আনারস প্রভৃতি আঁইসবিশিষ্ট গাছ হইতে আঁইস বহির্গত করিবার একটী কল এবার মেলাস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই কল সাহায্যে অনায়াসে উক্ত গাছ সকলের আঁইস বা পাট বহির্গত করা যায়; মেলাস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই (Decorticator machine) কল পারিস মহাপ্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। এতকাল 'রিয়া' হইতে আঁইস বাহির করিবার কোন সুবিধাজনক কল আবিষ্কার হয় নাই। বোধ হয়, এই কলের দ্বারা সে অভাব দূরীভূত হইবে।

অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর মেলা বৃহদাকারে ও সুন্দর হইয়াছিল। এ মেলার বন্দোবস্তানুযায়ী কার্য্য অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এরূপ সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত অন্য কোন মেলায় দেখি নাই। আগামীবারে পুরস্কারের তালিকা দেওয়া যাইবে।

এড়ী।

(প্রাপ্ত)

(১)

আসামের বিখ্যাত "এণ্ডী" নামক রেশম এরণ্ড বৃক্ষের নাম হইতে হইয়াছে। এরণ্ড পাতাই ঐ পোকার প্রধান আহার্য্য বলিয়া আসামীরা "এড়ী" বলিয়া থাকে।

এড়ীগুলি দেখিতে অতি পরিষ্কার। এর ও বৃক্ষের কোমল সবুজবর্ণ পাতা গুলির বর্ণ যেরূপ পোকাগুলির বর্ণ তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। সচরাচর পোকাগুলি ২ দুই হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। মোটা প্রায় ½ ইঞ্চি (Diameter) হইয়া থাকে। গাত্রের উপর ছোট ছোট কাঁটার ন্যায় উচু উচু হয়। প্রায় গুটিপোকার ন্যায় কিন্তু তত বড় ও মোটা হয় না। এই এড়ীর আদিপুরুষ ও প্রকৃতি (প্রজাপতিগুলি) দেখিতে সুন্দর নয়।

আসামীরা গুটী বা কোয়াকে লেটা বলে। লেটার ভিতর ১৫।১৬ দিন থাকিলে পথিলা (প্রজাপতি) বাহির হয়।

যখন প্রজাপতি হয় তখন সেগুলিকে সুতা দ্বারা একটী কাঠিতে বাঁধিতে হয়। স্ত্রী প্রজাপতি উড়িতে পারে না। তাহাদের পেট বড় মোটা। পুরুষগুলি উড়িতে পারে। স্ত্রীগুলিকে বাঁধিলে পুরুষগুলি স্ত্রীগুলির সহিত সংযোগে নিযুক্ত হয়। ইহাদের সংযোগ স্থায়ী। পূর্ণ সংযোগ হইবার পর পুরুষটী উড়িয়া যায়। এবং স্ত্রীটী প্রতিনী হয় ও ৬ হইতে ১৮ ঘন্টার ভিতর কলি (ডিম) দিতে আরম্ভ করে। ইহারা একাদিক্রমে ১ পণ হইতে ২ পণ পর্য্যন্ত ডিম দিয়া থাকে। অবশ্য ডিমের সংখ্যা পোকার শক্তি অনুযায়ী হইয়া থাকে। ডিমপাড়া সমাপ্ত হইলে স্ত্রীগুলি মরিয়া যায়।

ডিমগুলি ঠিক "রাই" সর্ষপের ন্যায় হয়। ডিমগুলি ৩।৫ দিন থাকিলেই ফুটিয়া পলু (পোকা) হইতে আরম্ভ হয়। পলুগুলি ডিম অনুযায়ী ক্ষুদ্র হয় এবং ক্ষুদ্র অবস্থায় দেখিতে ভাল হয়। "পলু" হইবার পূর্ব্বেই কলির (ডিমের) সহিত অতি ক্ষুদ্র কোমল এরণ্ড পাতা রাখিতে হয় কারণ কখন ডিম ফুটিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। পলু (পোকা) হইলেই খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাইবে। পলু হইয়াই ঐ ক্ষুদ্র কোমল পাতায় উঠিয়া যাইতে থাকে এবং ক্রমে বড় হইতে থাকে। যত বড় হয় তত বড় পাতা দিতে হয়। এইরূপে ক্রমাগত ১০ হইতে ১৮ দিন পাতা খাইয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পাকিয়া উঠিলে আর পাতা খায় না। তারপর আবার লেটা (গুটী বাকোয়া) বান্ধা একদিন বা দেড়দিনে শেষ হয়।

(ক্রমশঃ)

অর্কিড্।

ORCHIDS.

(১)

কুপৌ জাতীয় orchidএর পাতা খেজুর পাতার ন্যায় মধ্যশিরা হইতে দুই পার্শ্বে ঢালু; বর্ণ ঘন সবুজ; ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ১ হইতে ১½ ইঞ্চি প্রস্থ ও ½ ইঞ্চি বেধ। ইহার গাছ ১ ইঞ্চি ব্যাস পর্য্যন্ত হয় অর্থাৎ কলমী বা হিংচের ডাঁটার ন্যায় মোটা হয়। ইহা বন্ধনশীল নয়। এক বৈশাখ হইতে আর এক বৈশাখ পর্য্যন্ত—এক ফুল হইতে অন্য ফুল প্রস্ফুটিত হইবার সময় অবধি ৪।৬টার অধিক পাতা হয় না।

ঐ ডাঁটা হইতে যথেচ্ছ শিকড় নির্গত হয়। আবার পাতার কোল হইতেও শিকড় নির্গত হইয়া থাকে। শিকড় হইতে শাখা শিকড়ও বহির্গত হয়। ২।১টী শিকড় দীর্ঘে ৪।৬ ফুট ও হইয়া থাকে। শিকড় গুলি গোড়ায় প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা হয়। যত দীর্ঘ হয় তত সরু হইয়া যায়। এই শিকড়গুচ্ছ আশ্রিত বৃক্ষের ছালের সহিত এমন ভাবে লিপ্ত হয় যে টানিলে গাছটী ছিঁড়িয়া আইসে তথাপি শিকড় সহিত আসে না। গাছের বয়স বৃদ্ধির সহিত গাছ দীর্ঘ হয়।

এবং ক্রমে পুরাণ পাতাগুলি শুখাইয়া পড়িয়া যায়। ইহা প্রতি বৎসর ৬ ইঞ্চির অধিক বড় হয় না। ফুল হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে (অর্থাৎ আজকাল) গাছ গুলি বেশ সবল হয়। ফুল হইবার সময় পাতার কোল হইতে ফুল শীষগুলি বহির্গত হয়। এই শীষের চারিদিকে ছোট ২ কোরক (কুঁড়ি) হয়। এই কুড়িগুলি ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে। একবারে সকল গুলি ফুটে না। প্রত্যেক গাছে ১ হইতে ৪টী পর্য্যন্ত ফুল শীষ হইতে দেখিয়াছি। ইহার বেশী হয় কিনা বলিতে পারি না। যখন সমুদয় শীষটীর কুঁড়িগুলি ফুটিয়া উঠে তখন চামরের ন্যায় হয়। এই জন্য বোধ হয় ইহাকে "শিয়াল লেজী" ফুল বলিতে ও শুনা যায়। ইহার গন্ধ মনোহর।

ঐ জাতীয় আর এক প্রকার orchid আছে। ইহার বর্দ্ধন বিস্তৃতি, গঠন প্রভৃতি উপরোক্তরূপ; তবে পৃথকত্ব এই যে ইহার পাতার বর্ণ হাল্কা সবুজ (Light green,) ৯ ইঞ্চি দীর্ঘে ৩½ ইঞ্চি বেধে হইয়া থাকে। আর ফুল শীষ ৯।১০ ইঞ্চির অধিক হয় না। এবং ফুলগুলি একটু বড়, পাপড়ি গুলি সাদা, ও প্রায় ½ ইঞ্চি দূরে দূরে হয়। গন্ধ কম, দেখিতে সুন্দর।

"রঘুমালা" বা সরমালা orchid গাছের এঁটে হইতে পাতা বহির্গত হয়। এঁটেটীই কাণ্ড। পাতা ১৪ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ; ১½ হইতে ১½ ইঞ্চি প্রস্থ (শিরার উভয়পার্শ্বে) প্রায়ই৩,½ বেধবিশিষ্ট হয়। পাতার বর্ণ কুপৌ orchidএর ন্যায়। কিন্তু উহাপেক্ষা শক্ত। শিকড়ের গঠন ও বিস্তৃতি উপরোক্ত orchidএর ন্যায়। ফুলও বৎসরে একবার মাত্র হয়। তবে ফুলশীষটী ৩ ফুট হইতে ৩½ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, আর প্রায় ১ইঞ্চ অন্তর এক একটী ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি দেখিতে সেফালিকার ন্যায়, তবে সাদা নয় গাঢ় পাটকিলে (Brown) বর্ণ হয়। যে সময়টী ফুল দেখিয়াছি সে সময় সৌরভ পাই নাই।

ঐ জাতীয় orchidএর অন্য প্রকারের পাতা দীর্ঘ প্রস্থ ও বেধে অনেক হীন। কিন্তু অন্যান্য গঠনাদিতে সমুদয়ই এক। ফুল শীষ ১২।১৩ ইঞ্চির হয় না। দুলে লালে ফিটে থাকে। গন্ধ মৃদু।

(ক্রমশঃ)

গোজাতি।

(শেষভাগ।)

গোপর্ব্ব কথন।

গোপূজাং কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ লগুড়প্রতিপত্তিথৌ।
বধ্বা স্নানগতং বৃদ্ধে লিপ্ত্বা তৈলে হরিদ্রয়া
কুঙ্কুমৈশ্চন্দনৈশ্চাপি কৃত্বা চাঙ্গে বিলেপনম্।
উদ্যালগুড়ং হস্তে গোপালাঃ কৃত ভূষণাঃ॥
ততো বাদ্যৈশ্চ নৃত্তৈশ্চ মণ্ডয়িত্বাঽথরাবিভিঃ।
ভ্রাময়েয়ুর্ষং মুখ্যং গ্রামে গোবিত্তশান্তয়ে॥

গবাংমধ্যে তদা দদ্যাৎ কার্ত্তিক প্রথমে দিনে।
তৈলং হরিদ্রয়া যুক্তং মিলিত্বা কুঙ্কুমৈঃসহ॥
তপ্তলোহাদিকং তত্র গবামঙ্গে প্রদাপয়েৎ।
ছেদনঞ্চ প্রকুর্ব্বীত লাঙ্গুলে কচ কর্ণয়োঃ॥
সর্ব্বা গো জাতয়ঃ সুস্থা ভবন্ত্যেতেনতৎক্ষণে।
নচনা ব্যাধি বিনির্ম্মুক্তো বর্ষমেকং ন সংশয়ঃ॥

কার্ত্তিক মাসের বনপ্রতিপদ (ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার পূর্ব্বদিন) গোর স্কন্ধে স্নানলতা বন্ধন ও অঙ্গে তৈল হরিদ্রা কুঙ্কুম ও চন্দন বিলেপন করিয়া, অলঙ্কারভূষিত গোপালক হস্তে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য ও বাদ্য সহকারে মুখ্য বৃষকে (ষেলেকে) গোবিত্ত শান্তি কারণ গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইবে।

চান্দ্র কার্ত্তিকের প্রথমদিনে কুঙ্কুম সহিত মিলিত তৈল হরিদ্রা গোর অঙ্গে বিলেপন করিয়া তপ্ত

লৌহাদি দ্বারা তাপ প্রদান করিবে। লাঙ্গুলের কচ (গোঁকানী, চেলন ও কর্ণের ঈষৎছিন্ন করিয়া দিবে। ইহাতে গো সকল বৎসরাবধি নানা ব্যাধি বিনির্মুক্ত হইয়া তাহার (গো কর্ত্তার) গৃহে সুখের সহিত অবস্থিতি করে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

এই সকল প্রাচীন নিয়ম অবিকল থাকিতে না হইলেও অদ্যাপি রাঢ় অঞ্চলে এই সকলের অপভ্রংশাংশ এখনও চলিত আছে। তথায় কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপদে গৃহস্থ মাত্রেই গোপূজা করেন, উহাকে গো ছিষ্টীয়া বলে। সর্ব্বত্রই শুভানুষ্ঠান রূপে উহা আচরিত হয়।

গোর যাত্রা ও প্রবেশ কাল।

পূর্ব্বাত্রয়ং ধনিষ্ঠাচ ইত্যাদি সৌম্য ঋক্ষাণাং।
এতে শুভপ্রদা নিত্যংগবাং যাত্রা প্রবেশয়োঃ॥
উত্তরাত্রয়রোহিণ্যাং বিনীগাশী চতুর্দ্দশী।
পুষ্যাশ্রবণহস্তাসু চিত্রায়ামষ্টমীষু চ॥
গবাং যাত্রা ন কুর্ব্বীত প্রস্থানং বা প্রবেশনম্।
পশবস্তত্র নশ্যন্তি যে চান্যে তৃণচারিণঃ।
অর্কার্কিকুজবারেষু গবাং যাত্রা প্রবেশয়োঃ।
গমনে গো বিনাশঃ স্যাৎ প্রবেশে গৃহিণীবধঃ॥

পূর্ব্ব ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্ব ভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা ও শতভিষা এই সকল নক্ষত্রে গোর গমনে ও আগমনে সততই শুভদায়ক হয়। উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী নক্ষত্রে ও অমাবস্যা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং পুষ্যা, শ্রবণা, হস্তা, চিত্রা ও অষ্টমীতে গোর বিক্রয় দান, বিক্রয়, বা গ্রহণ ও ক্রয়াদি করিবে না। করিলে অন্যান্য তৃণচারী পশু সকলও তাহাতে বিনষ্ট হয়। রবি, শনি ও মঙ্গল বারে গো জাতির প্রবেশে (আনয়নে) বা গমনে (পাঠান ও ত্যাগাদিতে) গো বিনাশ এবং প্রবেশে গৃহিণী বধ হয়।

যেমন বর্ষাকালে ক্রিয়া করিলে যে ক্রিয়া ফল দায়ক হয়—শরতের আড় দাড় চেষ্টা করিলেও সময়ে ফল প্রদান করে না সেইরূপ গোরুরও ক্রয়বিক্রয়াদি-কালেই শুভফল প্রদান করে। গভীর গবেষণা ও কঠোর তপস্যা-বলে আর্য্য মনীষিগণ ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া সাধারণের ইষ্টার্থে সেই সকল প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। যাহার সূক্ষ্মানুধাবনে শক্তি নাই, যাহার স্থির মতি গতি নাই, তিনিই সময় না মানিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। আমাদের লেখার স্থান কম নহেং প্রত্যেক তিথি নক্ষত্রের বিজ্ঞান এবং যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখাইয়া আর্য্য ঋষিগণের প্রত্যেক বাক্যের সূক্ষ্ম মর্ম্ম সাধারণকে দেখাইতাম। তজ্জন্য আক্ষেপ রহিল। সময়ান্তরে যদি সময় পাই তবেই তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। মূল কথা শ্রেয়ার্থীর ঐ সকল নীতির মর্ম্মানুসরণে এবং প্রতিপালনে নিশ্চয়ই ইষ্ট লাভ হয়।

যদি যেল গোকাগুনে।
গালে হাত কাঁদে শকুনে॥ (খনা)

গোকাগুনে (ফাল্গুনের তেরই) গত হইলে গোরুর শীত যায়, অসুখ বেসুখ যায়, মারা যাইবার ভয় যায়; কাজেই শকুনীকে কাঁদিতে হয়।

তেরই ফাল্গুনকে গো কাগুনে বলে। ঐ দিবস গোরুকে তৈল হরিদ্রাদি মাখান এবং গাভীর কপালে সিন্দুর প্রদান ও গোরুর শিংয়ে তৈল মাখান ইত্যাদি রীতি অদ্যাপিও রাঢ় অঞ্চলে চলিত আছে। এই দিন হইতেই মধ্যে মধ্যে গোরুকে স্নান করাইলে গোরু ভাল থাকে। অনেক গৃহস্থের বিশ্বাস গো-কাগুনে ইত্যাদি গোরু জাতির যে সকল পর্ব্ব আছে তাহা না করিলে কি গোরু কি গৃহস্থ কাহারও ভদ্রস্থ থাকেনা।

গো সকল শ্রীলাভের প্রধান সম্বল। গো সেবায় অনেক মহদ্ভাব সংগৃহীত হয়; এমনকি গো সেবায়

ফলে পুত্র-রত্নেরও পুত্র লাভ হয়। মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশ কাব্যে সমাগরাধিপতি সূর্য্যবংশীয় মহারাজা দিলীপের স্বপত্নীক মহারাণী সুদক্ষিণার সহিত তপোবনে থাকিয়া গোসেবার বিশেষ বিবরণ শিক্ষিত মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। সকলেই দেখুন সভ্যতেতা যুগের হইতেই উহা চলিয়া আসিতেছে। অতএব গো সেবা কখনই উপেক্ষণীয় নহে। উহার মূলে পরম সত্য নিহিত।

গোরু গোরুধান। তিন বিদ্যমান থাকা (ধনা)

গোরু, স্ত্রী ও বাস্তু এই তিনটী বিদ্যমান না থাকিলে রক্ষা হয়না এবং গৃহস্থের শোভাও থাকে না। ঐ তিনটীর একত্র সমাবেশে যত শোভা-এরূপ আর কিছুতেই নাই। পল্লীগ্রামনিবাসী অনেক গৃহস্থই এ সুখ সম্যক অবগত আছেন। এরূপ সুখী লোকই ধন্য!—শ্রীঅক্ষয় কুমার জ্যোতীরত্ন।

চূণ-সার!

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে কর্ত্তৃক লিখিত।)

সদ্যোজাত চূণ বড়ই উত্তাপসংযুক্ত, এজন্য উহা ভাঁটী (Kiln) হইতে আনিয়াই জমিতে না দিয়া কোন স্থানে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে ছড়াইয়া রাখিলে বায়ু-মণ্ডল হইতে বায়ু ও কার্ব্বনিক এসিড নামক বায়বীয় অম্ল উহাতে প্রবেশ করিয়া উহার উত্তাপের হ্রাস করে। ইহাতে উহার দাহিকা-শক্তিও কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য, দুই চারি দিনের অধিক ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নহে। কারণ অধিক দিবস অনাবৃত স্থানে থাকিলে রাত্রিকালের শিশিরে চূণের উপরিভাগে জলটি বাঁধিতে কিম্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চূণই ডেলা বাঁধিয়া যাইতে পারে। ডেলা বাঁধিয়া গেলে, উহার কার্য্যকারিতা হ্রাস হইয়া যায়। এই অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে প্রদান করিলে কোন স্থলে অধিক কোন স্থলে অল্প চূণ পড়ে তাহাতে ক্ষেত্রের সকল ফসল উহার উপকারিতা সমভাবে সম্ভোগ করিতে পারে না।

বর্ষাগমের অন্ততঃ এক মাস অগ্রে কিম্বা বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকায় আর্দ্রতা না থাকিবে, এরূপ সময়ে ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয়। আর্দ্রাবস্থায় মাটিতে চূণ দিলে, মাটি ও চূণে মিলিত হইয়া কঠিন ডেলা বাঁধিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকার নিম্নস্তরেও কতক চূণ নামিয়া গিয়া নিম্নস্তরে(Sub soil) মৃত্তিকার ছিদ্র (Bores) রুদ্ধ করিয়া দেয়। একদিকে ডেলা বাঁধিয়া গিয়া মৃত্তিকার যেমন ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, অন্য দিকে আবার নিম্নস্তরের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বৃষ্টির জল আর মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই সমস্ত জলই জমি হইতে উপরিভাগ দিয়া বাহির হইয়া যায়, অথবা জাল্-বাঁধা জমি হইলে ক্ষেত্রের জল ক্ষেত্রেই থাকিয়া পচিয়া যায়। ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ থাকা অথবা তাহার উপর দিয়া জল নিকাশ হওয়া অপেক্ষা, মৃত্তিকার জল প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রপথ (Capillary tubes) দিয়া জল নিকাশ হইয়া যায়, ইহাই কৃষকের পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

ক্ষেত্রে চূণ ছড়াইবার একটী বিশেষ প্রণালী আছে। ক্ষেত্র যখন শুষ্ক থাকিবে, তখন উহার উপরে আস্তে আস্তে চারিদিকে সমপরিমাণে চূণ ছড়াইতে হইবে। বায়ুর বেগ প্রবল থাকিলে, অনেক চূণ উড়িয়া যায়, সুতরাং সেরূপ সময়ে, উহা হইতে বিরত থাকিলে লাভ আছে। তাহা ছাড়া চূণ দিবার পূর্ব্বে একবার ক্ষেত্রে হল চালনা করাইয়া লইলে, আরও ভাল হয়। চূণ দেওয়া হইয়া গেলে, উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও সূক্ষ্মরূপে মিলিত করিবার জন্য বারংবার জমিকে চষিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এক দিনে বারংবার লাঙ্গল না দিয়া, চারি দিবস অন্তর

একবারে করিয়া লাঙ্গল দিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার পাওয়া যায়। কারণ প্রতি দুইবার লাঙ্গল দিবার মধ্যবর্ত্তী যে কয় দিবস সময় পাওয়া যায়, তাহাতে নিম্নস্থিত মৃত্তিকা উপরে আসিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে অনেক বাষ্পীয় ও বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন মৃত্তিকার যে দোষ ছিল, তাহা বায়ুমণ্ডল আলোক ও সূর্য্যোত্তাপবশতঃ সংশোধিত হইয়া যায়। অধিকন্তু সেই বিমিশ্রিত চূণও বায়ুমণ্ডল হইতে বহুল পরিমাণে কার্ব্বনিক এসিড সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে এইরূপে কয়েক দিন অন্তর মৃত্তিকা কর্ষণ করিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তর যতটা কর্ষিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত মাটি পর্য্যায়ক্রমে সংশোধিত হইয়া এবং বাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্তিকায় চূণ প্রযুক্ত হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ, দুইভাবে উহা কার্য্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার এমন একটী শক্তি আছে, যাহার দ্বারা উহা বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় পদার্থ শোষণ করিয়া উদ্ভিদের নিকটে আনিয়া দেয়। মৃত্তিকা-মধ্যে আরও অনেক পদার্থ থাকে, কিন্তু তৎসমস্ত অনেক সময়ে চূণের অভাবে হয়ত নিষ্ক্রিয় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। হিউমস্ (Humus) নামক যে মৃত্তিকার একটা প্রধান উপকরণ, তাহাও চূণের অভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, বরং যেখানে এই হিউমসের আতিশয্য থাকে, অথচ চূণেরও অভাব থাকে, সেস্থলে প্রথমোক্ত পদার্থের অম্ল-প্রাচুর্য্য বশতঃ জমির ও উদ্ভিদের, বিশেষ ক্ষতি হয়। এই অম্লাক্ত জমিকে (Sour land) কহে। অম্লাক্ত জমিতে চূণ দিলে, জমির অম্ল-দোষ কাটিয়া যায়, এবং যে নিষ্ক্রিয় গলনীয় হিউমস্ পদার্থ হইতে ক্রমিক অম্ল উদ্ভূত হইতেছিল, তাহারও হ্রাস হইয়া যায়। অধিকন্তু সেই চূণের সংযোগ হেতু হিউমস্ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

মৃত্তিকার অন্তর্গত সিলিকেট্ (Silicate) নামক যে ধাতু পদার্থ থাকে, তাহাও চূণের সংস্রবে আসিয়া স্বীয় ধারণাশক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার যে সার পদার্থ ইতঃপূর্ব্বে তাহাতেই আবদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে।

মৃত্তিকায় চূণ-সংযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থিত তাবৎ পদার্থকে উহা চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। সুতরাং প্রথম প্রথম উহার দ্বারা চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু সেই জমি অল্প দিন মধ্যে—দুই চারি বৎসর মধ্যে এমন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, তখন উহার একটী তৃণকেও পোষণ করিবার শক্তি থাকে না। এই জন্য ইউরোপীয় চাষাদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে যে, "Lime enriches the father and impoverishes the son." পূর্ব্বে এ কথাটা খাটিত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে লোকের সে ভুল-সংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। তখন লোকে চূণের উপকারিতা শুনিয়াই জমিতে চূণ প্রয়োগ করিত, চূণও স্বীয় ধর্ম্মবলে জমিকে শীঘ্রই সারবান করিয়া দিত—চাষাগণ তাহাতে বেশ দুপয়সা লাভ করিত। কিন্তু ক্রমে যখন তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িত, তখন মাথায় হাত দিয়া বসিত। জমিতে এক দিকে যেমন চূণ দিতে হইবে, অন্য দিকে আবার তেমনই সমধিক পরিমাণে অন্য সার দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, তাহা না দিলে ইউরোপীয় চাষীদিগের প্রবাদ সপ্রমাণ হইবে। ক্ষেত্রে সঞ্চিত সারভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গেলে কেবল চূণ কোথায় এত সার পাইবে, যাহাতে বরাবর ক্ষেত্র সার-পূর্ণ থাকিবে? এক দিকে যেমন মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত সার পদার্থ, খরচ হইতে থাকিবে, অন্য দিকে আবার সেই পরিমাণ সার জমিকে যোগাইয়া দিলে তবে চূণ তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে পারে।

চূণের তীক্ষ্ণতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণানুসারে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। নূতন ও তীব্র চূণের উত্তাপ ও তীব্রতা হ্রাস হইতে অনেক সময় লাগে। তাহা ব্যতীত তীব্রতার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত অনেক সার পদার্থের ও গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। অপরন্তু, চূণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারিবে না। তবে যদি আবাদ করিবার পূর্ব্বে অধিক সময় পাওয়া যায়, তবে তীব্র চূণ দিতে তত আপত্তি নাই। বরং ইহা দ্বারা আরও উপকার হইতে পারে। মৃত্তিকার মধ্যে যে সমুদায় কীট থাকে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমরা জনাবিব গাছ পালার চূণ প্রয়োগ করিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নূতন ও পুরাতন চূণ, অধিক ও অল্প পরিমাণ প্রয়োগ করিয়াও দেখিয়াছি, সুতরাং চূণ হইতে কখন ভাল ফল পাইয়াছি, আবার কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতে সে সকল ক্রমে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—ক্রমশঃ।

পেঁপে।

এই বৃক্ষ পূর্ব্বে আমেরিকায় ছিল, তৎপরে এদেশে রোপিত হয়, এখন আমাদের দেশে যথাতথা দেখা যায়।

ইহার পত্র করতলাকৃতি, পত্রও নলাকার, বৃক্ষফল কোমল ও কাঁপা। এই বৃক্ষের গাত্র এবং ফল হইতে আটা পাওয়া যায়। ঐ দুগ্ধবৎ আটা সূর্য্য কিরণে শুষ্ক হইলে, দেখিতে গঁদের মত হয়; আরও শুষ্ক হইলে ধুনার মত হয়। তখন ইহাকে চূর্ণ করা যায়। এই চূর্ণকে "পেপেইরোটিন্" বলে।

পেপেইরোটিন্ দ্রব্য অওদাল থাকে, এলকোহল এবং এসিটেড অব লেড দিয়া উহা পরিষ্কার করা হয়। তৎপরে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে "পেপেইন" বলে। পেপেইন দেখিতে শ্বেতাভবৎ এবং অনির্দ্দিষ্টাকার চূর্ণ।

কাঁচা পেঁপে ফলের ডাল্না হয়। পক্ক ফল অতি উপাদেয় এবং অগ্নিরোগীর পক্ষে হিতকারী। যেরূপ কুমড়া যেমন চিনির পাকে সিদ্ধ করিয়া কুমড়ার মেঠাই করা হয়, কাঁচা পেঁপেকে ঐরূপ ভাবে "পেঁপের মেঠাই" করিয়া খাইলে, আহার ঔষধ দুই হয়।

পেঁপের আটা লিভর ও প্লীহার মহৌষধ। পুরাতন লিভর এবং প্লীহা রোগী যদি প্রত্যহ দুই ফোঁটা করিয়া পেঁপের-আটা এক ছটাক চিনির জলের সঙ্গে পান করেন, তাহা হইলে দিন কতক পরে নিশ্চয়ই রোগ আরোগ্য হয়। জনৈক সাহেব ডাক্তার বলেন, ৬০ ফোঁটা পেঁপের আটা পরিষ্কার চিনি দিয়া কর্ক্কশাকার করিয়া উহা দ্বারা ২১টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ১ বা ২ বটিকা সেব্য। পুরাতন লিভর ও প্লীহা রোগে ইহা মহৌষধ।

পেঁপের আটা দিয়া মাংস সুসিদ্ধ করা হয়। মাংস রাঁধিবার সময়, পূর্ব্বে মাংসের গাত্রে এই আটা মাখাইয়া লইতে হয়, অথবা জলে পেঁপের আটা গুলিয়া সেই জলে মাংস সিদ্ধ করা উচিত। তাহা হইলে মাংস শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়।

পেঁপের আটা খাইলে কৃমি নষ্ট হয়, অজীর্ণ রোগ ভাল হয়। কলের বীচি খাইলে তাহা রজোনিঃসারক হয়। কড়া এবং আচিল প্রভৃতি রোগে পেঁপের আটা ১২ গ্রেণ এবং সোহাগা ৪ গ্রেণ ও জল ১ ড্রাম একত্র করিয়া তুলি দিয়া দুই বার মাখাইয়া দিলে, কড়া এবং আচিলের মাংস গলিয়া উহা ভাল হয়। দদ্রুরোগে পেঁপের আটা দিলে বড় ভাল হয়।—সময়।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র

১ম খণ্ড তারিখ ২০শে ফাল্গুন সোমবার ১৩০৭ সাল। [২১শ সংখ্যা

সূচী

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	
ধান্য বিবাহ	
বিদ্যুতা	
কৃষি সংবাদ	
আমেরিকায় ফলের চাষ	
গোজাতি	৩৩১
মৃত্তিকা-তত্ত্ব	৩৩২

কলিকাতার বর্ত্তমান পুলীশ কমিসনর মিঃ এ, এইচ, হেম্‌স্ আগামী এপ্রিল মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সম্ভবতঃ মিঃ ই, এম, গাইয়ার্ড তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবে।

কলিকাতা।

ছোটলাট বাহাদুরের অনুজ্ঞায় বাঙ্গালার রেজিষ্ট্রী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বাবু তারিণীকুমার ঘোষ বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

লোকে কথায় বলে যে "সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাকা পাইখানা করা"। লোকে কথায় যাহা বলিত কাজে এখন কলিকাতাবাসীদিগকে তাহাই করিতে হইতেছে। সহরে সকলের পয়ন ঘর ভাল থাকুক আর নাই থাকুক মিউনিসিপাল আইন হইয়াছে যে ড্রেণ সংযুক্ত পাইখানা চাই—মেথরখাটা পাইখানায় আর চলিবে না। মেথরখাটা পাইখানা ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহা স্বাস্থ্য-হানিকর হউক বা না হউক তাহাতে আর কায চলিবে না—ড্রেণের পাইখানা চাই। ধনী দরিদ্র সকলকেই পাইখানার সহিত ড্রেণ সংযোগ করিতে নোটিশ দেওয়া হইতেছে। ড্রেণ পাইখানা করিবার খরচও কম নয়—অন্ততঃ ৩০০৲ টাকার কম নহে। স্থলবিশেষে ৫০০৲ টাকারও অধিক খরচ লাগিতে পারে। গরীব লোক এই দায়ে পড়িয়া মারা যাইতেছে। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা মুখের কথা খসাইলে আর রক্ষা নাই; কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্ত

লোকের পক্ষে আজকাল ৩০০।৬০০ টাকা যোগাড় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। চক্ষুলজ্জায় কাল-বিলম্ব হইলেই নালিশ করিয়া করদাতাগণকে উৎপীড়িত করা হইতেছে। একবার পুলিশ কোর্টে পদার্পণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কর্পোরেশনের কেন কত! সহরের কত স্থানে কত আবর্জ্জনা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে—কত দুর্গন্ধময় স্থান সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে—করপোরেশন কর্ম্মচারিরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, কিন্তু ছেদের বশবর্ত্তী হইয়া সহরের লোক সকলকে পাইখানার জন্য উদ্‌বাস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সকল কথা চেয়ারম্যানের কানে উঠে না, সকলে চেয়ারম্যানের নিকট বা কমিসনরগণের নিকট, তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা জানাইতে অগ্রসর হইতে পারে না। যে সকল পাইখানা দুর্গন্ধময় বা যাহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট হইতেছে সেগুলি না হয় আপাততঃ উঠান হউক কিন্তু যাহা হইতে অনিষ্ট হইতেছেন সেগুলি উঠাইবার জন্য এত হুজুম করা কি ভাল? করদাতাগণের সুবিধা অসুবিধাও ত দেখিতে হয়।

এনট্রেন্স পরীক্ষা।—অদ্য, ৪ঠা মার্চ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

এটর্ণি পরীক্ষা।—এটর্ণি হইতে গেলে দুইবার পরীক্ষা দিতে হয়। ১ম পরীক্ষার জন্য ৭ জন উপস্থিত হন; ২ জন পাস হইয়াছেন। শেষ পরীক্ষার জন্য ৪ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন একজনও পাস হইতে পারেন নাই।

কনভোকেসনে উপাধি বিতরণ।—এবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে ৯৪ জন এম, এ; ৫৩৪ জন বিএ; ১৬৬ জন বি, এল্; ২ জন এম, বি; এল্ এম্ এস্ ৪০ জন; ১৪ জন বি, ই (ইঞ্জিনিয়ারি) উপাধি পাইয়াছেন।

লোক গণনায় অর্থদণ্ড।—পার্টেনরিচ্চে একব্যক্তি লোক গণনা করিতে অস্বীকার করায় আলিপুরের পুলিশ মেজিষ্ট্রেট তাহার ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন ও বলিয়াছেন সেনসসের কার্য্য করিতে পরে স্বীকার করায় সাবাস্ত শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিবেন।

চালাকির পরিণাম।—আইটুকিন্ নামক জনৈক ফিরিঙ্গি যুবক সে দিন পশুশালায় যাইয়া সিংহের গৃহের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিয়া সিংহের খাদ্য কাড়িয়া বাহাদুরী দেখাইতেছিল। সিংহ কিন্তু অবসরে যুবকের হস্তটী ধরিয়া ফেলিল ও যুবককে গৃহের ভিতর টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বেগতিক যুবক অতি কষ্টে রক্তাক্ত হস্তে সিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মেডিকেল কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শুনিতেছি যুবক নাকি এক্ষণে বেশ ভাল আছে এবং আর বিপদের কিছুই সম্ভাবনা নাই!

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

খরসিয়াঙ্গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এল, চমোণ্ড ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিবেন। মেজর ষ্ট্রাচী ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন।

উইলোমোরে ৪০ জন ইংরেজ রক্ষীপরিবেষ্টিত রসদাদিসহ বুয়ার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহারা ২ খানা ওয়াগন গাড়ী একেবারে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

২০০০ হাজার বুয়ার, আইরিষ সেনানায়ক ব্রেকের অধীনে পর্টুগীজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা সম্ভবতঃ বুয়র বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে যাইতেছেন।

শিমলাতে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে, মাটীর উপর প্রায় ৩ ফিট বরফ জমিয়া থাকে। বোধ হয় সেইজন্য কলিকাতায়ও কয়েক দিন বেশী রকম শীত অনুভূত হইতেছিল।

ডিওয়েট খাবারু অতিক্রম করিয়া অনেক গুলি গাড়ী ও ৩০০০ হাজার সৈন্য লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

প্রায় সহস্র বুয়র সৈন্য ক্রুগার্সডর্পের দক্ষিণে ম্যাফেকনটেন নামক ইংরেজদিগের ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে। ইংরেজ সেনানি তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারিয়া সেস্থানে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আগামী ২৭শে মার্চ বড়লাট লেপার্ড তরাই প্রদেশে শিকার করিতে যাইবেন। কর্ণেল পিয়ার্স ও গভর্ন মৃগয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। বড়লাট সম্ভবতঃ এপ্রেল মাসের শেষ না হইলে আর শিমলায় পৌঁছিতে পারিবেন না।

এপ্রেস্ ভিক্টোরিয়া তাঁহার দেহান্তের অনতিকাল পূর্ব্বে, কেনেডিয়া রাজ্যের বালকবৃন্দ, তাঁহার সম্মানের জন্য তাহাদের মধ্যে যে ৪,০০০ সহস্র পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়াছিল, সেই অর্থ তিনি স্বদেশের যুদ্ধ তহবিলে (Patriotic War Fund এ) দান করিয়া গিয়াছেন।

আমেরিকাবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুর দোষ হওয়ায় অনেকেই ভাবিতেছেন যে ছোট ছোট অক্ষরের লেখা পড়িয়া চক্ষুর দৃষ্টিহ্রাস হইয়া যাইতেছে। যাহাতে ছোট লেখা বই বা কাগজ ছাপা বন্ধ হয় তজ্জন্য আমেরিকাবাসিরা একটী আইন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

একজন সেন্সসের কর্ম্মচারির বা লোক গণনা কারির কাগজে প্রকাশ যে মেরাটনে এক গৃহস্থের বাটীর কর্ত্তার বয়স ১৩৫ বৎসর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কাহারও ৮০ বৎসরের কম বয়স নাই। অন্য একজন কর্ম্মচারি বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন যে ১লা মার্চ যদি মূক ও বধির ব্যক্তিকে একাকী বাসায় বেড়াইতে দেখেন তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার নাম ধাম লইয়া কাগজের ১৬টী ঘর পূরণ হইবে!

ফ্রান্সে কাগজের বদলে এলুমিনিয়ম নাম ধাতু পদার্থের পাত ব্যবহার করা যাইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে ৪০০০ হাজার পাত এলুমিনিয়ম মোটে ১ ইঞ্চ পুরু, এবং ঐরূপ পাত কাগজ অপেক্ষা হালকা। বোধ হয় যন্ত্রাদির দ্বারা আরো পাতলা পাত তৈয়ারি করা যাইতে পারে। তাহা হইলে সেই পাতে বই পর্য্যন্ত লেখা হইতে পারিবে। ইহা পুরাতন হইলে মরিচা ধরিবে না বা কাগজের মত জলে ও আগুনে সহজে নষ্ট হইবে না বা পোকায় কাটিবে না।

সেন্সস্ বা লোক গণনার জন্য এবার স্বতন্ত্র বেতনভোগী লোক নিযুক্ত হয় নাই। সরকারি অফিসের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য বে-সরকারি লোকদিগকে বেগার ধরিয়া লোকগণনার কার্য্য চালান হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা সকলেই প্রত্যেক দিন কার্য্য করিতে বাধ্য, অতএব তাঁহারা ওই দিন ছুটী পাইয়া, তাঁহাদের অফিসের কর্ত্তাদের অনুমতিক্রমে যদি লোক গণনা করিয়া বেড়ান তাহা হইলে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু অধিকাংশস্থলে এরূপ ঘটিয়াছে যে, তাঁহারা ছুটীও পান নাই—তথাপিও লোকগণনা করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক বে-সরকারী লোকদিগকে বেগার ধরা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এরূপ লোক আছেন, যে দিন আনে দিন খায়, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে দুইদের বেগার খাটা কতদূর সম্ভব সকলেই অনুভব করিতে পারেন। বেগারে কোন কালেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না—এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আবার এই বেগার ধরিয়া কার্য্যের ভুলুম কত? সময়ে লোক গণনার অর্থাৎ সেন্সসের রিটর্ণ অর্থাৎ লোকতালিকা না দিতে পারিলে সুপারভাইজারদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে ও সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভোগের ত্রুটী হইতেছে না। পুলীশের হাতেই লোকগণনার কর্ত্তৃত্ব ভার, সুতরাং, বিশেষতঃ মফঃস্বলে লোকগণনাকারীগণের পুলিশের হস্তে নানা প্রকার লাঞ্ছনার কথাও শুনা যাইতেছে। লোকগণনার এরূপ অভাবনীয় প্রথা কর্ত্তৃপক্ষ কেন অনুমোদন করিলেন বা জোর করিয়া, পরিশ্রমের মূল্য না দিয়া, লোকদিগকে খাটাইয়া লইবার জন্য কে দায়ী, আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

আত্মহত্যা।—নবীভূষণ ঘোষ নামক জনৈক হতভাগ্য ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। কোনও প্রকারেই সংসার চালাইতে না পারিয়া হতভাগ্য অহিফেন সেবন করিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

হিসাবে ভুল।—বিলাতের পত্রের

সংবাদ দাতা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে লিখিতেছেন যে রুষ তিব্বতের ভিতর দিয়া মঙ্গলিয়া দিয়া চীনের পর্ব্বত পর্য্যন্ত রেল বিস্তার করিবেন। এই জন্য তিব্বতের লামার সহিত বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেই রুষের দূত লামার কাছে আসিয়াছিলেন; লামার দূতও রুষ সম্রাটের নিকট গিয়াছিলেন, রুষের ভাবগতিক বুঝা যায়।

ষষ্ঠ অংশীদার।—বরদা নগরের ভূষণ মোহন মুখুয়ার নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে উহার মূল্য ৮০০৲ টাকা দিবার জন্য ভূষণের হস্তে টাকা দেয়। ভূষণ ইচ্ছা করিয়াই কলেক্টারীতে টাকা জমা না দেওয়ার অংশীদারের বিষয় নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। দুষ্ট ভূষণ বেনামী করিয়া এ বিষয় ক্রয় করে। এক্ষণে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় বরদার ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

পেনেল সাহেবের রায়।—পেনেল সাহেব নিরপেক্ষ বিচার করিতে যাইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া ফেলিয়াছেন। পাঠক বাড়িতে গ্রন্থ উকাড়ি হইয়াছে তাহাতে ত যোগযোগ। তাঁহার রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠারও অধিক হইয়াছে। রায়টী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে লেকের কুতূহল নিবৃত্তি হয়। এই মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পেনেল সাহেবের রায় ও তৎসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র হাইকোর্টে প্রেরিত হইবে। প্রায় এক গাড়ী কাগজ! পেনেল সাহেব যে সে লোকের দ্বারা কাগজ পত্র পাঠাইবেন না। নোয়াখালির প্রধান জজ স্বয়ং কাগজ পত্র লইয়া আসিবেন—তাঁহার সঙ্গে প্রহরী থাকিবে একদল সেপাহী।

বর্দ্ধমান বনকাটী পোঃ, আড়জুড়ি।—মহারাণী ভারতেশ্বরীর পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ আড়জুড়ির জমিদার পাঠক মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ ভবনে গত ফাল্গুনী শোক সভা আহূত হয়। ২রা ফাল্গুনী ভারতেশ্বরীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়োপলক্ষে শোক সভা হয়। সভায় অনেক গণ্যমান্য লোক সমাগম করিয়াছিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের তুমুল রোল উঠিয়াছিল। মহারাণীর মহিমা মাহাত্ম্যের আলোচনায় সভায় করুণ রসের প্রবাহ ছুটিয়া ছিল। নিকটস্থ খোঁয়াই গ্রামের শ্রীযুক্ত মানগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ১টী মহিষের ৪ চারিটী শৃঙ্গযুক্ত ১টী বৎস হইয়াছে। বৎসটী জীবিত আছে। খুব বৃষ্টি হইয়াছে। সরিষার পক্ষে ক্ষতি করিয়াছে।—শ্রীনন্দ কিঙ্কর পাঠক।

বাল্য-বিবাহ।

উপকারিতা—(১) অল্প বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েদের চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা কম হয়। (২) পিতৃ গৃহ ভিন্ন আর একটি আশ্রয় স্থান হয়, সুতরাং নিরাশ্রয়া হইবার সম্ভাবনা কম হয়।

এদেশে পিতাই কন্যার বর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ দেন, সুতরাং ৩) মেয়েদের নিজের বর অন্বেষণ করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইতে হয় না, অথবা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কিম্বা বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া কুপাত্রে আপনাদিগকে ন্যস্ত করিতে হয় না। ফলতঃ এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাভার প্রবীণ বয়স্ক বিজ্ঞলোকের হাতে থাকাই ভাল। (ধন লোভে বা মর্য্যাদালোভে অপাত্রে কন্যাদানের দৃষ্টান্ত বিরল।)

পূর্ব্বকালে যে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বরনির্ব্বাচনে পিতা ও কন্যা উভয়ের হাত থাকিত। কন্যার পিতা উপযুক্ত কুলশীলধনসম্পন্ন পাত্রদিগকে আহ্বান করিতেন এবং কন্যা সমবেত পাত্রদিগের মধ্য হইতে আপনার বর নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন।

অপকারিতা—এই মঙ্গলকর বাল্য বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রভূত অমঙ্গলকর প্রথা অর্থাৎ

বাল্য-সংসর্গ

প্রচলিত হইয়াছে। ইহা নিবারণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

১। স্ত্রীলোকের অল্পবয়সে সন্তান হইলে সে চিরুগ্ন হইয়া যায়। এদেশে প্রায়ই নীরোগ ও বলিষ্ঠ

স্ত্রীলোক দেখা যায় না। যেন প্রথম সন্তানটি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে মাতার অধিকাংশ রক্ত ও জীবনীশক্তি লইয়া বাহির হইয়া আইসে। জননীকে আর কখনও নীরোগে ও সবল হইয়া বেড়াইতে দেখা যায় না।

২। স্বাস্থ্য ও বলের সঙ্গে তাহার যৌবন ও সৌন্দর্য্যও অন্তর্হিত হইয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের খনি ভারতভূমিতে এইক্ষণ আর সুন্দরী বালিকা ভিন্ন সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাওয়া যায় না। "কুড়িতে বুড়ী" এই শোচনীয় প্রবাদ দেশের এই দুরবস্থার কথা ঘোষণা করিতেছে।

৩। কেবল জননী কৃশা, দুর্ব্বলা ও সৌন্দর্য্যহীনা হয়েন এরূপ নহে; সন্তানও দুর্ব্বল, রুগ্ন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতা মাতার বয়স অল্প ও শরীর অপরিপক্ক হইলে ছেলে দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় এবং অল্প বয়সে মারা পড়ে, ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, তথাপি আমাদের চৈতন্য হইতেছে না।

৪। বালিকাদিগের উপর অত্যাচার।—এ দেশে মেয়েদের হড়্‌কা রোগ হয়। সে রোগ কি, অনেকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে না। কিন্তু বালিকাকে ভোগ করিয়া স্বামীর নিকট পাঠান হয় এবং সে তাহাতে ভয় পাইলেই তাহার হড়্‌কা রোগ হইয়াছে বলা হয়। ইহাতে তাহার যে কি কষ্ট হয় সেই বালিকা ভিন্ন তাহা আর কেহই জানে না।

আমাদের বাড়ীর নিকট একটী নীচজাতীয়া মেয়ের হড়্‌কা হয়। তাহার শাশুড়ী তাহার হাত পা বাঁধিয়া ঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া আইসে। বউটি মারা যায় এবং তাহার স্বামীর দ্বীপান্তর হয়। নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকটি জানিয়াছিল অমুক অমুকের ছোট ছোট বউ স্বামীর ঘরে শোয়, আমার বউ ডুঠামী করে। সে পুত্র ও পুত্রবধূ দুইই চাহিত। তাহার দোষ নয়, দেশ দেশাচারের। চাষা লোকের ঘরে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া মধ্যে মধ্যে [illegible] হয়। ভদ্রলোকের মেয়েরা নিরবে এই যন্ত্রণা সহ্য করে, নিজের মা বাপকেও জানায় না।

আমরা একদিন চুঁচুড়ার ঘাটে, স্নান করিবার সময় একটি নয়, দশ বৎসরের মেয়েকে দেখিয়াছিলাম। প্রথমে ভাবিলাম মেয়েটির উদরী রোগ হইয়াছে, পরে শুনিলাম যে অন্তঃসত্ত্বা। তখন আমাদের অল্প বয়স, কথাটা শুনিয়া হাসিয়াছিলাম। এখন সে মেয়েটির চেহারা মনে পড়িলে কান্না আসে। মেয়েটি বোধ হয়, প্রসব গৃহেই মারা গিয়াছিল।

আমাদের দেশের কোন মেয়েরই প্রসব স্বাভাবিক হয় না। ভোর করিয়া করান হয়। প্রধানতঃ এই পাপেই আমরা দুর্ব্বল, খর্ব্বকায়, রুগ্ন, অল্পায়ুঃ, ও বর্ত্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ করিয়া বিনা শাস্তিতে এড়াইবার যো নাই।

বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইবার কারণ।—ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে ছোট ছোট বালিকা আনা সম্বন্ধে একটি মোকর্দ্দমায় ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি বলেন যে ইংলণ্ডে জঘন্য শিশু-বালিকাভোগলিপ্সা বৃদ্ধি পাইতেছে। বোধ হয় এদেশেও এই জঘন্য লিপ্সা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিয়াছে এবং এইরূপ বৎসরোপযোগী বলবতী হইয়াছে। এই ইচ্ছা পরিতৃপ্তির জন্য বেশ্যারা ছোট ছোট বালিকাদিগকে অস্বাভাবিক উপায়ে ৮।১০ বৎসর বয়সে, লম্পটগণের ভোগোপযুক্ত করিয়া লেয়। কোন পাপের স্রোত সময়ে নিবারণ না করিলে, শেষে এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা বন্ধ করা এরূপ অসম্ভব।

পূর্ব্বকালে এদেশে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত থাকিবার কথা অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বোধ হয় মুসলমানেরা যখন এদেশে আসে তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত ছিল। হিন্দুরা তাহাদের অনুকরণ করিতে পারেন। মুসলমানেরা পাছে ভোর করিয়া মেয়ে কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করে এই ভয়েতেও বোধ হয় অল্পবয়সে মেয়ের বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন।

বালাসংসর্গ নিবারণের উপায়।

যে কারণেই বাল্য বিবাহ-প্রচলিত হউক না কেন, এইক্ষণ ইহা উঠাইয়া দেওয়া সুকঠিন এবং উঠাইয়া

বিবার আবশ্যক ও নাই ; কেন না বালাসংসর্গ উঠাইয়া দিতে পারিলে এ প্রথায় সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। অতএব এইক্ষণ দেখা যাউক বাল্য-বিবাহ চলিত রাখিয়া বাল্যসহবাস উঠাইয়া দেওয়া যায় কি না।

বেহার প্রদেশেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু সেখানে মেয়েদের প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে পাঠান হয় না। প্রথম রজোদর্শনের পর মেয়েদের শ্বশুরালয়ে আনান হয়। ইহাকে দ্বিরাগমন বলে। কিন্তু এই সুনিয়ম প্রচলিত থাকাতেও বেহার প্রদেশের লোক বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় হইতে পারে নাই। সেখানে অতি অল্প বয়সে ছেলেদের বিবাহ দেওয়া হয় এবং ছেলে মেয়ের প্রায় সমান বয়সে বিবাহ হয়। যখন মেয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর তখন ছেলের বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র। এই কারণে ছেলেগুলি দীর্ঘকায় হইতে পারে না এবং তাহাদের শরীর দেখিলে কষ্ট বোধ হয়।

অতএব আমার বিবেচনায় এইক্ষণে আমাদের এই চেষ্টা করা উচিত যে বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশে যেখানে বালিকাসহবাস প্রচলিত আছে সেখানে বধূকে প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে আনা না হয় এবং বেহার প্রভৃতি দেশে ছেলে যেন মেয়ের চেয়ে ৮।১০ বৎসরের বড় হয়।

বালাসহবাস প্রচলিত থাকাতে এ দেশের ছেলে পিলে ক্রমে খর্ব্বকায়, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও স্বল্পায়ুঃ হইতেছে এবং আর কিছুকাল এইরূপ থাকিলে বাঙ্গালী জাতি লোপ পাইবে। আয়ুঃ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে জন্তুর যত বেশী বয়সে সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়, সে জন্তু তত বেশী বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে। ইতর জন্তু অপেক্ষা উচ্চতর জন্তুরা দীর্ঘজীবী। নরওয়ে ও সুইডেন দেশের লোকেরা বেশী বয়সে বিবাহ করে, তাহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দীর্ঘজীবী।

আমাদের দেশের যুবকদিগের বাল্যসংসর্গের কুফল সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। বিবাহ, স্ত্রীসংসর্গ ছেলে খেলা নয়। ইহার সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহারের উপর একটি জাতির অস্তিত্ব, মহত্ত্ব নির্ভর করে।

এ দেশের গিন্নিরা ছোট ছেলে ও বউ একসঙ্গে রাখিতে বড়ই আমোদ বোধ করেন। ইহাতে যে পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রপৌত্র সকলেরই মাথা খাওয়া হইতেছে তাহা একবারও মনে করে না। কর্ত্তারা ও এ বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে না। হিন্দু শাস্ত্রে বলে যে লোকে কেবল ঋতুমতী ভার্য্যা গমন করিবে। ইহার অর্থ এই যে লোকে পরস্ত্রী গমন করিবে না, এবং নিজ স্ত্রী গমন বিষয়েও কুকুরাদি জন্তুর ন্যায় যতদূর পারে সংযমী হইবে। এই শাস্ত্রোপদেশ মনে না রাখাতে এ দেশের যুবকেরা ক্ষয়দেহ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইতর ভাষায় ইহাকে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা বলে। ফলতঃ সংযমী না হইলে স্বাস্থ্য ও বল থাকে না, এ কথা এ দেশের মেয়ে পুরুষ উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছেন। যুবা ব্যক্তিরা মাসের মধ্যে ২।৩ দিন বাড়ীর ভিতর শুইবে, এই প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত।

লোকে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া যত্নে তাহার লালন পালন করে। একটু বড় হইলেই কি যাহাতে মোটে আর না বাড়ে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে? ছেলে মেয়েকে কতক বৎসর লালন পালন করিয়া শেষে তাহারা যাহাতে আর না বাড়ে, মুসড়িয়া যায় সেইরূপ করা কি উচিত? লোকে এ বিষয় ভাবিয়া দেখে না বলিয়াই এরূপ করে। ভাবিয়া দেখিলে কেহই নিজের ছেলে মেয়ে হত্যা করিবার চেষ্টা করিত না।

লোকে কলমের গাছের প্রথম ৩।৪ বৎসরের মুকুল নষ্ট করিয়া দেয়; কেননা ছোট গাছে ফল ধরিলে গাছটী খারাপ হইয়া যাইবে। মেয়ে গুলি কি গাছের চেয়েও অযত্নের জিনিস? মানুষের বেলায় গাছের হিসাবে চলিলে প্রথম ঋতুদর্শনের ৩।৪ বৎসর পরে মেয়েকে স্বামীর নিকট পাঠাইতে হয়।

বাল্য সংসর্গের অনিষ্টকারিতা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, মেয়েদের অল্পবয়সে শ্বশুরালয়ে পাঠাইব না এবং যাহাতে সকলে সংযমী হয় সেইরূপ চেষ্টা করিব।

যদি কোন ব্যক্তি এই বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বত্র বক্তৃতা করেন এবং সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।—শ্রীজ্ঞানদাচরণ দত্ত।

বিমাতা।

(২৯৪ পৃষ্ঠার পর)

মানব প্রকৃতিতে দেবভাব যেমন বর্ত্তমান পশুভাবেরও সেইরূপ অভাব নাই। প্রীতি, প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তিগুণে মানবে দেবভাব প্রকাশ পায়। আবার হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কুৎসিত প্রবৃত্তি মানব প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করে। পশুভাব দমন করা এবং দেবভাবের উৎকর্ষ-সাধন করাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সৎসঙ্গ এই উদ্দেশ্য সাধনের একটী প্রধান উপায়।

বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে সহবাস হেতু রমণের অসৎ প্রবৃত্তি সমূহ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সুতরাং মানদাকে দেখা অবধি ঘোরতর পাপচিন্তা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রমণ কদাচ গৃহে পদার্পণ করিত না, কিন্তু আজকাল তাহাকে প্রায় সর্ব্বক্ষণই গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে বন্ধুদিগের সহিত কুৎসিত আমোদে সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু এখন গৃহে মানদা ও মোহিনীর কলহ প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অমর বাবুর এবং দুর্গাদাস বাবুর বাটী পরস্পরসংলগ্ন সুতরাং মানদা সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে রমণের বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। হায় রমণ! তোমার ন্যায় নরপশু কত সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিতেছে—এক মুহূর্ত্তের অবসান উপলক্ষে করিয়া কত কোমল হৃদয় শ্মশানে পরিণত করিতেছে! যদি মানদা তোমার চক্ষু পথে পতিত না হইত, তাহা হইলে তোমার পাপ পঙ্কিল জীবনে আর একটী পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি হইত না—আর একটী জীবনও অনন্ত অন্ধকার, অনন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইত না।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই মানদাসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ রমণের গোচরে আসিল, এবং তদবধি রমণ প্রায়ই সামান্য কার্য্যোপলক্ষে অমর বাবুর বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল; এবং ক্রমশঃ অমর বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অমূল্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ফেলিল। অমূল্য মাতার অত্যধিক আদরের, সুতরাং মোহিনীও রমণের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বালক অমূল্য তাহার মাতা ও দিদির কলহসংবাদ প্রত্যহ রমণের নিকট বিবৃত করিত এবং রমণও সেইমত সুবিধা বুঝিয়া অমর বাবুর বাটীর উত্তরপার্শ্বস্থিত সঙ্কীর্ণ রাস্তা হইতে মানদার শয়নাগারের জানালা দিয়া মানদার অবস্থা লক্ষ্য করিত। দেখিত, কোন দিন হয়ত গৃহে অর্গলবদ্ধ করিয়া মানদা দুঃখে ক্রোধে ক্রন্দন করিতেছে—কোন দিন হয়ত গৃহ হইতে বিমাতাকে উপলক্ষ করিয়া নিজের অদৃষ্টের উপর গালি পাড়িতেছে। কতবার এই অবস্থায় রমণ মানদাকে দেখিল এবং ক্রমশঃ সদাসর্ব্বদা রমণের চক্ষুপথে পতিত হওয়ায় মানদা রমণকে দেখিলে আর কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিত না।

একদিন যথাসময়ে রমণ অমর বাবুর বাটীতে আসিয়াছে এবং অমূল্য তাহার নিকট বসিয়া আছে। রমণ জিজ্ঞাসা করিল—

"অমূল্য, আজ তোমাদের বাড়ীতে সমস্ত দিন কিসের গোল হইতেছিল?"

"রোজ প্রতিদিন হয়—মা আর দিদি ঝগড়া করিতেছিল—তবে আজকার ঝগড়া বড় বেশী।"

"বেরাই কি রকম।"

"মা নাকি ঝিনিকে মেরেছে।"

"মেরেছেন?—সত্য নাকি?"

"ঝিনি ত তাই ব'লছে। আমি ঘরে ছিলাম না—দেখি নাই ত।"

"তোমার দিদি কি কহছেন।"

"সমস্ত দিন কিছু খায় নাই—দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর আছে।"

"তোমার মা খেয়েছেন?"

"মা খাবে না কেন!"

"তুমি আজ দু'পর বেলা কোথায় যাইতেছিলে?"

"নিস্তিরণের রামরতনের সঙ্গে মাঠে খেলাতে গিয়াছিলাম।"

"তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?"

"না, আজ মা বলেছে সকাল সকাল খেতে হবে। ঝিনি আর এ বেলা রাঁধবে না।"

"তবে তুমি ঘরে যাও আমি যাই।"

কতক্ষণ পরে রমণ ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বকথিত গলিরাস্তার ভিতর প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোকরেখা মানদার গৃহের গবাক্ষপথ দিয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ধীর ধীরে গবাক্ষের নিম্নে আসিয়া রমণ দাঁড়াইল। গৃহের ভিতর আলোক জ্বলিতেছে এবং মানদা গবাক্ষের দিকে পশ্চাৎ করিয়া শয্যার উপর বসিয়া আছে। রমণ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, এবং তৎপরে হস্তস্থিত একটী মোড়ক গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। মানদা চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—রাস্তায় কেহই নাই। ফিরিয়া দেখিল সম্মুখে একটী কাগজের মোড়ক পড়িয়া রহিয়াছে। উঠাইয়া দেখিল তাহারই নামে একখানি পত্র। পত্রখানি এই—

মানদা,

আজ প্রায় ১ মাস হইল তোমাকে আমি প্রথম দেখি এবং সেই অবধি সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতেছি। তোমার সুন্দর মুখখানি যেন হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগিয়া রহিয়াছে! কতবার মনে করিয়াছি তোমাকে ভুলিয়া যাইব কিন্তু তোমাকে ভুলিতে গেলে যেন জগৎ-সংসার ভুলিতে হয়। কতবার মনে করিয়াছি এ ঘোর পাপ-চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিব, কিন্তু আবার মনে হয়, যদি তোমার চিন্তা পাপ চিন্তা হয় তাহা হইলে সুখ-চিন্তা কি? যে চিন্তায় হৃদয় উৎফুল্ল হয় সে কি পাপচিন্তা? তোমারই চিন্তা আমার পুণ্য—তুমিই আমার স্বর্গ। যদি তোমাকে দেখিলে এইরূপ হইবে জানিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় তোমাকে দেখিতাম না। কিন্তু তোমাকে যে না দেখিয়াছে তাহার নয়নের সার্থকতা কোথায়?

অধিক বলিবার সময় নাই, কারণ তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি এ অশেষ যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ? যদি তোমাকে এই যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করিতে না পারিত তবে কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি না। যদি তুমি আমার পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়াও তোমাকে সুখী করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা গৃহ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। যদি অসম্মত না হও তাহা হইলে আমার পত্রের উত্তর জানালার নীচে রাখিও আমি এক সময়ে আসিয়া লইয়া যাইব। ইতি— "র—"

পত্রখানি পাঠ সমাপন করিয়া মানদা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।—ক্রমশঃ

কৃষি সংবাদ।

ইক্ষু-রহস্য।—পূর্ব্বে চারিদিকেই কাষ্ঠনির্ম্মিত গন্ধা-গাছে আখ মাড়া হইত। মাড়িবার পূর্ব্বে ঐ ইক্ষুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইত। পরিপক্ক ইক্ষুর ভিতর দেখিয়া, কৃষকেরা অনায়াসেই ভাল মন্দ ইক্ষু বাছিয়া, বীজের জন্য রাখিতে পারিত। তাহাতেই তখনকার ইক্ষু-বসলে এত দোষ ধরিত না; এখনকার মত নানারূপ ইক্ষুরোগ ইক্ষু-ফসলে দৃষ্ট হইত না। এখন চারিদিকেই লোহার কলে আখ মাড়া হয়। আস্ত আস্ত আখগুলা ঐ কলে অনায়াসেই মাড়া চলে; কাজেই ইক্ষু খণ্ড খণ্ড করিতে হয় না; আর কৃষকেরাও ইক্ষুর ভিতর দেখিয়া, ভাল মন্দ বিচার করিবার সময় পায় না; বীজের জন্যও ভাল নিদোষ ইক্ষু রাখিতে পারে না, রাখিয়া দেয় না এই জন্যই এখনকার ইক্ষু-ফসলে এত দোষ, এত রোগ। অভিজ্ঞ প্রবীণ বৃদ্ধ কৃষকেরাই এই কথা বলিয়া থাকেন।

ভারতীয় হস্ত লাঙ্গল।—মেদিনীপুর, খড়ার উত্তর-গঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র ঘোষ "মেদিনী-বান্ধবে" লিখিয়াছেন:—"মেদিনীপুর-ঘাটাল-উত্তরগঞ্জ নিবাসী রামচরণ কর্ম্মকার কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রী করিয়া লইয়াছেন। কল চালাইতে গোরু বা অন্য কোন পশুর আবশ্যক হইবে না, ইহা হস্ত দ্বারাই চলিবে। ইহা "ভারতীয় হস্তলাঙ্গল" নামেই রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে রামচরণ হস্ত দ্বারা সম্পন্ন করিয়া সাধারণে যোগাইতে পারিবে না বলিয়া, গভর্ণমেণ্টের উপর ইহার কার্য্যভার প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিস্তর অর্ডার আসিয়াছে। দরিদ্র কুটীর-বাসী রামচরণের এ আবিষ্কারে আজ বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল হইল। ধন্য রামচরণ! তুমি কুটীরবাসী সামান্য লোক হইয়া আজ জগৎবাসীর যে মহোপকার সাধন করিলে তাহাই তোমার অক্ষয়-কীর্ত্তি স্বরূপে বিদ্যমান রহিল। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

সুপারির চাষ।—মহাশূর প্রদেশের [illegible] জেলাতে প্রচুর সুপারির চাষ হয়। [illegible] তীর্থহালি, সাগর ও নাগর এই তিন তালুকে অধিক চাষ হইয়া থাকে। গত বৎসর এই জেলাতে ১৯,৩৬৪ একর জমিতে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার মণ সুপারি উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩,২৬,৫০০ মণ রপ্তানি হইয়াছে। প্রতি একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমিতে প্রায় ২০ মণ সুপারি জন্মিয়াছে। ৪৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত সুপারির মণ বিক্রয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা কর আদায় করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নোয়াখালি জেলাতেই সুপারির চাষ অধিক, বাগরগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলাতেও ইহার চাষ মন্দ হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশের সুপারি গাছে মড়ক লাগাতে কৃষকদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

আমেরিকার ফলের চাষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এক নগ্ন ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত লোকের আহারের জন্য এক রকম সুখাদ্য পিষ্টক তৈয়ার করার ফরমাইস করা হয়। সূপকার কয়েক মণ কিসমিস আনিতে বলিল, কিন্তু সমস্ত আমেরিকায় সে পরিমাণ কিসমিস জুটিল না। তখন ইউরোপ হইতে দ্রাক্ষাফল আমদানি করিতে হইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় একটীও কমলা, আপেল বা পিচ ফলের গাছ ছিল না। এই ৩০ বৎসরে মানুষের অধ্যবসায়ে আমেরিকায় কত যে নূতন ফলের চাষ হইতেছে, তাহারই আভাস এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

১৮৭৩ সনের পূর্ব্বে আমেরিকায় কেহ কমলা লেবুর গাছ দেখে নাই। ইউরোপ হইতে অতি অল্প সংখ্যক কমলা লেবু আমদানি করা হইত, ধনী ভিন্ন আর কেহ তাহা ভোগ করিতে পারিত না।

১৮৯৯ সনে ক্যালিফর্ণিয়া হইতেই ১২ হাজার রেলগাড়ী পূর্ণ কমলা আমেরিকার নানা-

[illegible] করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে এক কালিফর্ণিয়াতেই এত কমলা জন্মিবে, যে সমস্ত পৃথিবীতে অতি সস্তা দরে সে কমলা প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ লাভ করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমেরিকার কমলা লেবু যদি বিনা ট্যাক্সে ভারতে আসিতে পারে, তবে কলিকাতার বাজারে ইটালীর কমলা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে। ১৯০০ সনে কালিফর্ণিয়া হইতে ১৮ হাজার রেলগাড়ী কমলা ভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হইয়াছিল। শীঘ্রই আরও ১ লক্ষ গাছ ফলবান হইবে—তখন সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার কমলা লেবুতে পূর্ণ হইবে।

কালিফর্ণিয়া আমেরিকার মধ্যে ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। ফ্লোরিডা নামক প্রদেশে ৩ লক্ষ কমলা লেবুর গাছে ফল ধরিতেছে। আমেরিকায় এখন কৃষকগণ কমলার চাষ করিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ব্যবসায়ীরা ইহার ৩ গুণ পাইতেছে। কমলা লেবুর চাষে কৃষকেরা ১২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে উৎকৃষ্ট কমলা লেবু জন্মে। কিন্তু ইহার চাষে ওই চারি লক্ষ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। সুতরাং ভারতবাসী কৃষকেরা কমলা ফল বিক্রয় করিয়া ২।১ লক্ষ টাকা পায় কিনা, তাহাও সন্দেহ। বিধাতা ভারতবর্ষকে সকল ফলের উপযোগী ভূমিই দান করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতবাসী এমন অপদার্থ যে, সে ভূমি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উদরান্নের জন্য পরের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে।

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় পিচ ফলের গাছ দেখা যাইত না। এখন এক ইণ্ডিয়ানা প্রদেশেই ৩ লক্ষ পিচের গাছ জন্মিয়াছে। জর্জিয়া প্রদেশে একজন কৃষক ১লক্ষ ২০ হাজার পিচ গাছ জন্মাইয়াছে। মিসিগান প্রদেশের একজন কৃষক প্রতি বৎসর পিচ বিক্রয় করিয়া ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাভ করিতেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকাতে তরমুজ যাইয়া আমেরিকার লোক বড় মুগ্ধ হইয়াছিল। পর বৎসর ১৬৩ রেলগাড়ী তরমুজ জন্মে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত তরমুজ বিক্রীত হয়। ১৮৯৮ সনে ১৫ শত গাড়ী তরমুজ জন্মে। ১৯০০ সনে ৭০ হাজার বিঘা জমিতে তরমুজের চাষ হইয়াছে।

১৮৬৩ সনের পূর্ব্বে কেহই বিক্রয়ের জন্য আঙ্গুরের চাষ করিত না। ১৮৭৩ সনে কেবল মাত্র ৩ হাজার বাক্স আঙ্গুর জন্মিয়াছিল। এখন ৩৫০০ রেলগাড়ী বোঝাই হইতে পারে, এমন আঙ্গুর এক কালিফর্ণিয়া হইতেই চালান হইয়া থাকে।

১৮৯০ সনে ৪,১৮,১৭,০৩ পৌণ্ড কিসমিস বিদেশ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছিল, ১৯০০ সনে কেবলমাত্র ১ কোটি পৌণ্ড কিসমিস আমেরিকায় আমদানী করা হইয়াছে। ১০ বৎসরের মধ্যে ৩ কোটি পৌণ্ড আমদানী কম হইয়াছে। কালিফর্ণিয়াতে প্রতি বৎসর ১০ কোটি ৩০ লক্ষ পৌণ্ড কিসমিস জন্মে। এই কিসমিসের চাষ করিয়া কৃষকেরা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে।

আমেরিকায় অপর্য্যাপ্ত আপেল ফল জন্মিতেছে। ১৮৯৪ সনে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের আপেল ফল বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০০ সনে ৮০ কোটি টাকার ফল বিক্রীত হইয়াছে। ইউরোপের ক্ষুদ্র বড় সমস্ত নগরে আমেরিকার সর্ব্বত্র আপেল ফল চালান হইতেছে।

আপেল ফল বিক্রয়ে বহু অর্থলাভ হয়, ব্যবসায়ীগণ এই ফল বহু দিন অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিবার উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছে। ঠাণ্ডাতে রাখিলে আপেল ফল বহুদিন ভাল থাকে। ৩২ হইতে ৩৫ ডিগ্রি তাপের মধ্যে রাখিলে ৮ মাস কাল টাটকা থাকে। প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতেই ঠাণ্ডা ঘর আছে, সেখানে শস্তার সময় আপেল সঞ্চয় করিয়া রাখে, মহার্ঘের সময় বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

যে সকল ফল পাকিলে দুই চারি দিবসের মধ্যে পচিয়া যায়, আমেরিকার শিক্ষিত কৃষকগণ তাহা রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছে যে, কি পরিমাণ শৈত্যে কোন্ ফল কতদিন অবিকৃত থাকিতে পারে। তাহারা আপনাদের বাড়িতে, রেলগাড়ী ও জাহাজে সেইরূপ ঠাণ্ডাঘর তৈয়ার করিয়া দূর দূরান্তরে ফল পাঠাইতেছে।

ভারতবর্ষের ভূমি এমন উর্ব্বরা যে, প্রায় সকল রকম ফলই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। কিন্তু ফলের চাষ করিবার উদ্যোগ বা শিক্ষা অল্প লোকেরই আছে। ফলের চাষ পর্য্যাপ্তরূপে হইলে দুর্ভিক্ষ ভয়ও অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে আম ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তখন গরীব লোকেরা এই ফল খাইয়া অনেক সময় কাটায়। আমেরিকার এক একজন কৃষক ৩০।৪০ হাজার বিঘা জমিতে ফল বৃক্ষ রোপণ করিতেছে এবং অনায়াসে তাহাদের গৃহ পূর্ণ হইতেছে। যে সকল ভদ্রলোকেরা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা একটু উদ্যোগী হইলে অনায়াসেই ফলের চাষ করিতে পারেন, তাহাতে বিলক্ষণ অর্থলাভের সম্ভাবনা। মুর্শিদাবাদ জেলার কোন ভদ্রলোক অন্যূনাধিক পরিমাণ আম গাছ জন্মাইয়া ৮ হাজার টাকা লাভ করিতেছেন, আমের পক্ষে মুর্শিদাবাদের জমি বেশ অনুকূল; কিন্তু আমেরিকার কৃষকের ন্যায় কেহই এই ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আমের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে পারে। উৎকৃষ্ট আমের চাষ করিলে বহু ধন উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে রকম উদ্যোগ কোথায়? বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত বোম্বাইর আলফন্সো আমেরই চাষ হইল না। আলফন্সো আমের রাজা। এই আম বঙ্গদেশে কতটাই আদরণীয় হয়। বিদেশে প্রেরণের কথা দূরে থাকুক, ৪৫ ঘণ্টার পথ, অথচ বোম্বাই হইতে এই আম বঙ্গদেশে অতি অল্পই আসিয়া থাকে। উদ্যোগবিহীনতাই আমাদের সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। খুব চাবুক না খাইলে যেমন দুষ্ট ঘোড়ার শিক্ষা হয় না, দুর্ভিক্ষ, দরিদ্রতা ও ইংরেজ মনিবের পদাঘাত-ভিন্ন ভারতবাসীরও শিক্ষা হইবে না।—সঞ্জীবনী।

গোজাতি।

(পরিশিষ্ট—৩১৬ পাতার পর)

শৃঙ্গমূলে স্থিতো ব্রহ্মা শৃঙ্গমধ্যে তু কেশবঃ।
শৃঙ্গাগ্রে শঙ্করং বিদ্যাদ্রুদ্রো দেবা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
শৃঙ্গাগ্রে সর্ব্বতীর্থানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দেহে সর্ব্বদেবময়ী হি গৌঃ॥
ললাটাগ্রে স্থিতা দেবী নাসামধ্যে তু ষণ্মুখঃ।
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ তৎকর্ণে তু ব্যবস্থিতৌ॥
স্থিতৌ তস্যাশ্চ সৌরভ্যাশ্চক্ষুষোঃ শশিভাস্করৌ।
দন্তেষু বসবশ্চাষ্টৌ জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ॥
সরস্বতী চ হুঙ্কারে যমদণ্ডৌ চ গণ্ডয়োঃ।
গুদমে রোমকূপেষু প্রস্রাবে জাহ্নবীজলম্॥
কালিন্দী গোময়ে তস্যা অপরা দেবতা স্মৃতা।
অষ্টাবিংশতি দেবানাং কোট্যো গোমূত্রতাঃ স্থিতা॥
উদরে গার্হপত্যোঽগ্নি র্হৃদ্দেশে দক্ষিণ স্তথা।
মুখে চাহবনীয়স্তু আবসথ্যস্তু চ কুক্ষিষু॥
এবং যো বর্ত্ততে গোষু ভাড়নে ক্রোধবর্জ্জিতঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

(বৃহৎ পরাশরসংহিতায়াং)

গোরুর শৃঙ্গমূলে ব্রহ্মা, শৃঙ্গমধ্যে কেশব, শৃঙ্গাগ্রে শঙ্কর, শৃঙ্গ শেষে সর্ব্বতীর্থ স্থাবর ও জঙ্গমাদি, দেহে সর্ব্ব দেব-দেবী, ললাটাগ্রে ভগবতী, নাসামধ্যে ষড়ানন, কর্ণদ্বয়ে কম্বল ও অশ্বতর নাগ, চক্ষুদ্বয়ে শশী ও ভাস্কর, অষ্টদন্তে অষ্টবসু, জিহ্বায় বরুণ, হুঙ্কারে

সরস্বতী, গণ্ডদেশে যম ও কুবের, রোমকূপে ঋষিগণ, প্রস্রাবে জাহ্নবী, গোময়ে কালিন্দী ও অন্যান্য দেবতা কোটী লোমে অষ্টাশীতি দেবতা, উদরে গার্হপত্য অগ্নি, হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয় অগ্নি ও কক্ষিতে আবসথ্য অগ্নি প্রতিষ্ঠিত আছে। এরূপ গোরু যার ঘরে আছে তিনি ও গোরুর তাড়নে ক্রোধবর্জ্জিত ব্যক্তি, নহুষ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বর্গলাভ করেন।

যেরূপ পৃথিবীর এক এক স্থানের এক এক স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় এবং এক এক তীর্থের এক এক প্রকার মহত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত; সেইরূপ সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ গোর এক এক অঙ্গে এক এক মহত্ত্বভাব প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন। এক গো ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীর অঙ্গে ঐ সকল দেবভাব দৃষ্ট হয় না। যাহাদের যে দেবতার উপাসনা করা আবশ্যক তাঁহারা পূর্ব্বে সেই দেবতার অবস্থান ভাব গোরুর অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ভাব হইতে সংগ্রহ করিয়া সহজেই তদ্দেবতার উপাসনার সহজে অধিকারী হইতে পারেন। মুনি বাক্যের ইহাই ইঙ্গিত উপদেশ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সমুদ্রেষু সরাংসি চ।
গবাং শৃঙ্গোদক স্নানে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
কৃতঘ্নেষাং হি পাপানি যেষাং গৃহমলঙ্কৃতম্।
সততং বালবৎসাভি র্গোভিঃ স্ত্রীভিরিব স্বয়ম্॥

(কৃষি পরাশর-সংহিতায়াং)

পৃথিবীতে সমুদ্র সরোবরাদি যত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ গাভীর শৃঙ্গোদক স্নান জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও বিতরণ করিতে পারে না। যাহাদের গৃহ স্ত্রীগণের ন্যায় সতত বালবৎসাদিযুক্ত গাভী সমূহে অলঙ্কৃত সেই সকল গৃহস্থগণ নিষ্পাপী জানিবে।

প্রাক্তন পাপ বশতঃ মানব অবসাদগ্রস্ত ও পুনঃ পুনঃ বিপদে পতিত হয়। তাঁহারা গোশৃঙ্গোদকে স্নান করিলে উহার নিশ্চিতই উপশমলাভ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। স্ত্রী যেমন গৃহের শ্রী, গো-জাতিও সেইরূপ।

দক্ষিণোত্তরমুখা গাবঃ উত্তরাভিমুখা অপি।
বন্ধনীয়া সুখে বাস্তু ন চ প্রাক্ পশ্চিমামুখাঃ॥
গো বৃষ বাজি শালায়াং সুতীক্ষ্ণং লৌহদাত্রকম্।
স্থাপয়ন্তে সর্ব্বদা তস্যাং ধ্রুবমৃত্যুবিমোক্ষণাৎ॥

দক্ষিণ ও উত্তরাভিমুখে গোরু বন্ধন করিবে; পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে বন্ধন করিবে না। গো বৃষ ও বাজিশালায় সুতীক্ষ্ণ লৌহদাত্র গো সকলের বিনোদ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা স্থাপন করিবে।

গো শালায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রাখিলে গো সকল অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং উত্তর দক্ষিণাভিমুখে গো বন্ধনের ফল হয় কি না সাধারণে তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সত্য জানিতে পারিবেন। আমার তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলার আবশ্যক কি? আর্য্য মহর্ষিগণ প্রণীত এই সকল নীতি সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে কখনই ইষ্ট সংঘটিত হইতে পারে না।—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব।

(২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

ধরিত্রীর উষ্ণতা বা নিম্নতার সহিত প্রাকৃতিক যে সম্বন্ধ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, তবে এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। অনন্ত উচ্চ পাহাড়ের ধারণাশক্তির অল্পতা প্রযুক্ত উহার মৃত্তিকার রসের বড় অভাব বলিয়া উহাতে উত্তাপাকর্ষণ কম, ফলতঃ ভূগর্ভ হইতে বাষ্পোদ্গীরণও অতি সামান্য বা নাই। ভূপৃষ্ঠের বাষ্পোদ্গীরণ হেতু বায়ুমণ্ডল রস সঞ্চালন ও শীতল থাকে, এতদ্ভূতের

অভাবে বায়ুকে অতি লঘু ও কম্প বোধ হইয়া থাকে। তিমাচল অতিশয় উচ্চ হইলেও উহাতে যে নিরন্তর বৃষ্টিপাত হয়, সমধিক শিশিরপাত হয়, তাহার অন্য একটি কারণ এই যে, পর্ব্বতের তাবৎ অবয়ব নানাবিধ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ; এবং তাহারই ফলে সেই সকল স্থানে সমূহ বৃষ্টি ও শিশিরপাত হয়। এতদ্ব্যতীত সেই সকল উদ্ভিদের কেহ কোন অপকার করিতে না পারায় আপন ইচ্ছামত দিন দিন যেমন আপনারা বর্দ্ধিত হইতেছে, তেমনি স্ব স্ব বংশবৃদ্ধির দ্বারা দিন দিন সে প্রদেশকে অধিকতর জঙ্গলময় করিয়া তুলিতেছে। বায়ুমণ্ডল ও ভূমির মধ্যস্থানে উদ্ভিদগণ না থাকিলে স্বভাবের মধ্যে বড়ই বিচ্ছিন্নভাব থাকিত, কিন্তু উদ্ভিদগণ এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ বা এজেন্ট রূপে কার্য্য করিতেছে। সূর্য্যাকর্ষণে উদ্ভিদগণের পত্রাদির অবয়ব দিয়া বাষ্পাকারে যত রস উঠিয়া যাইতেছে, উদ্ভিদগণও সেই পরিমাণ রস মৃত্তিকা হইতে আহরণ করিতেছে, অগত্যা মৃত্তিকার রস আর নিম্নদিকে অধিক দূর নামিয়া যাইবার অবসর পায় না, তাহা ব্যতীত পর্ব্বতের অঙ্গ ঘন উদ্ভিদাবরণে আবৃত থাকায়, সদ্য ভূপৃষ্ঠ হইতে রস অতি অল্পই চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। মরুভূমিতে, অথবা বিস্তৃত শিলাপর্ব্বতময় দেশে উদ্ভিদের অভাববশতঃ বৃষ্টিরও বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়। এমনও অনেক স্থান আছে, যথায় পূর্ব্বে বৃক্ষাদি না থাকায় বৃষ্টি হইত না, কিন্তু পরে কৃত্রিম উপায়ে গাছ-পালা জন্মাইতে আরম্ভ করায় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আবার গাছ-পালা বন-জঙ্গল যত কাটা যায়, দেশের অবস্থারও ততই পরিবর্ত্তিত হয়, বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে জীব ও উদ্ভিজ্জগতেও একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে যত বন জঙ্গল কাটা যাইতেছে, কতক আবাদ করিবার জন্য, কতক বসবাস করিবার জন্য, আবার কতক বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য, ততই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। গত বৎসর নাগপাহাড়ে অবস্থানকালে স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন সেই স্থান আরো জঙ্গল ছিল, তখন নিয়মিত বৃষ্টি হইত, কিন্তু এই কয়েক বৎসর হইতে নানা স্থানের বন বন (Forest) কাটিয়া বাগান-বাগিচা, জমপদ, নগর প্রভৃতি সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, বৃষ্টির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে—কিন্তু যে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ব্যাপার লেখক দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই বা কম কি? নাগা-ডিসের বক্ষমধ্যে মার্গেরিটা সহর। সেখানে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ তিন মাস ছিলাম, তাহাতে এমন দিনটি গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যে দিন বৃষ্টি হয় নাই। আবার তথা হইতে ৪০।৫০ মাইল দূরে দুম-দুমার মত বৃষ্টি ও শীতের আধিক্য নাই! এই প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ বাঙ্গলা দেশের অনেক ফসল তথায় সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না। এ সকল স্থানের মাটিতে এতই অধিক রস যে, ফসলের মধ্যে সারভাগ বড়ই কম হইয়া হয়। ৭।৮ হাত লম্বা, দুই ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট নয়নরঞ্জক যে ইক্ষু জন্মে, তাহা দেখিলে বাস্তবিক আনন্দ হয়, কিন্তু তাহার রসে মিষ্টতার অতিশয় অভাব। হরিদ্রা জন্মে উত্তমরূপে, মূলগুলি বেশ তাজা ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু আকার অনুসারে তাহাতে হরিদ্রার তাহাতে বড়ই কম। বেগুণ জন্মে সুগোল, সুবৃহৎ, কিন্তু সারাংশের অভাব বশতঃ মিষ্টতা বা আস্বাদনের বিশেষ অভাব থাকে। আব-হাওয়ার গুণে বা দোষে মৃত্তিকারও যে শক্তি বা কার্য্যকারিতা পরিচালিত হয়, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, বাঙ্গলা দেশে যে সকল ফল জন্মে, তাহার আস্বাদন লিচিং জলীয় বা পানসে, এবং গন্ধও (flavour) ক্ষীণ, কিন্তু বিহার বা উত্তর পশ্চিমে সেই আম, পেয়ারা, খরমুজ প্রভৃতির কি সুমিষ্ট আস্বাদন,—কি সুগন্ধ আঘ্রাণ! একটী

পেয়ারা বা ধরমুজা গৃহমধ্যে রাখিলে ইহা আমোদ করিয়া দেয়। বাঙ্গালা দেশে বেলফুল জন্মে,—বেলাড় বা উত্তর পশ্চিমেও জন্মে, কিন্তু সেদেশোক্ত স্থানের ফুলে যেমন প্রাণহারিণী সুগন্ধ, বাঙ্গলা দেশের ফুলে তাহা কই? বাঙ্গালা দেশের গোলাপ ফুলটী নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে—তবে হয় ত একটু আঘ্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু যাহারজের গোলাপ গাছের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র এমন চিত্তহারিণী সুগন্ধ প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া দেয় যে, ভ্রমণকারীকে সে দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়,—তথায় একটু দাঁড়াইতে হয়।

সকলই আবহাওয়ার কার্য্য! সুতরাং আব-হাওয়া উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। কৃষিকার্য্যাদি করিতে হইলে আব-হাওয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এবং তাহা না করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আব-হাওয়া পরিচালনের ভার—

বার্ষিক বারিপাতের উপর। এ কথাটা আমাদের দেশে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, কেননা খনার কৃষিবিষয়ক বচনে বারিপাতের পরিমাণের আভাস পাওয়া যায়। তাহা হইলেও ইংরাজী শিক্ষার বলে আজকাল আমরা সহজে যেমন ইহা বুঝিতে পারি, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এক্ষণে সমগ্র ভারতের প্রত্যেক রেলার সদর ষ্টেশনে প্রতিদিন বারিপাতের পরিমাণ লিখিত হইতেছে, এবং সপ্তাহে সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৃষ্টির দ্বারা মৃত্তিকার মলত সফার হয়ই, এতদ্ব্যতীত সেই বৃষ্টির সঙ্গে নাইট্রোজেন কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থও আনিত হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বৃষ্টির অনাধিক্যের উপর মৃত্তিকার গুণাগুণ কত অধিক পরিমাণে নির্ভর করে! যদি এমনই মনে করা যায় যে, বৃষ্টির অভাবে মৃত্তিকার উদ্ভিদিক পদার্থ সকল থাকা সম্ভব, তাহা হইলে সামান্য পরীক্ষা করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে কৃত্রিম জলাশয়ের জলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। গ্রীষ্মকালে গাছে বা ক্ষেত্রে সর্ব্বাধিক পরিমাণে জল দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ষাকালের জলে উদ্ভিদকুল যেমন শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং শ্রীসম্পন্ন হয় কৃত্রিম জলের তাহা সেরূপ হয় না। বর্ষাকালে চারিদিক উন্মুক্ত একখানি ঘরের ভিতর কতকগুলি গাছ রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাদিগের বৃদ্ধি ও শ্রী বহির্দেশস্থিত গাছের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। অনেকের বাটীতে বাগানের গাছ থাকে, তাহাতে দেখা যায় বর্ষাকালে যে সকল গাছে বা গাছের অংশে বৃষ্টির জল পায়, তাহা অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট-পুষ্ট ও উজ্জ্বল শ্রী হইয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরে আব-হাওয়ার এইরূপ বিশেষ শক্তি থাকাতে, ক্ষেত্রের উৎপাদিনী শক্তির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষের আবহাওয়ার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্নভিন্ন প্রদেশের জল-বায়ুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। রাজপুতানা মধ্যভারত প্রভৃতি দেশে বার্ষিক বারিপাতের গড় পরিমাণ (average rainfall) ৩।৩ ইঞ্চের অধিক নহে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ৫০ ইঞ্চ হইতে ১২০ ইঞ্চ অবধি সময়ে সময়ে অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। আসাম প্রদেশে ১৫০ হইতে ৪০০।৫০০ শত ইঞ্চ, কোথাও বা তাহার অধিক হয়। চিরাপুঞ্জি পাহাড়ে ৮০০ ইঞ্চ জল সাধারণতঃ হইয়া থাকে, এবং এই স্থানের বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ লইয়া সমগ্র পৃথিবীর গড় বারিপাতের গণনা হইয়া থাকে। সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র যতই পরিষ্কৃত হইতেছে, বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়া ততই শীতল হইয়া পড়িতেছে। আসাম প্রদেশে যে পরিমাণে বনজঙ্গল কাটিয়া দিন দিন চা-বাগিচার সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে বোধ করা যায় যে, আর ২০।৩০ বৎসর মধ্যে, সেখানে আর এত অধিক বারিপাত থাকিবে না।

ফলতঃ জলবায়ু পরিবর্ত্তিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীর উর্ব্বরতা শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। বারিপাত পরিমাণ করা, বিশেষ যে কঠিন কার্য্য তাহা নহে। সাহেবদিগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির দোকানে বারিপাত পরিমাণের জন্য 'রেন-গেজ' (Rain gauge) নামক যন্ত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এবং উহার মূল্য পাঁচ ছয় টাকা মাত্র হইবে। সেই যন্ত্রটী অঙ্গিনা বা অন্য কোন উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে বৃষ্টির সময় উহাতে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহার পরিমাণ সেই আধারের চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। যন্ত্রটী এমন স্থানে রাখিতে হয় যে, উহাতে বৃষ্টি পড়িবার কোনরূপ সামান্য ব্যাঘাত না হয়। বিনা যন্ত্রে সাধারণ যদি বারিপাতের পরিমাণ বুঝিবার আবশ্যক হয়, তবে কোন উন্মুক্ত ও সমতল স্থানে একটী সমতল ধাতু পাত্র কাঁসি বা থালা বৃষ্টির আগে পাতিয়া রাখিতে হয়। এবং বৃষ্টির পরে কোন পরিমিত ঘট বা গজ তাহাতে বিদ্যমান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কত ইঞ্চ জল হইল। সেই পাত্রস্থিত জল যাহাতে একবিন্দু নষ্ট হয়, অথবা বিলম্ব হেতু শুষ্ক হইয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক ইঞ্চ হইলে প্রতি একার জমীতে কত জল হইল তাহা জানা উচিত।

১ একার = ৬০৷৷০ কাঠা জমি এবং একবিঘা = ২০ কাঠা। ১ ইঞ্চি বারিপাত হইলে প্রতি একারে প্রায় ১০০ টন এবং প্রতি বিঘায় ৯০৯ মণ—বারিপাত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ ক্রমে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শৈলদেশের উচ্চতা বশতঃ সূর্য্যের সহিত মৃত্তিকার যে নৈকট্য হয়, তাহাতে ক্ষেত্রের উত্তাপ আহরণের, এবং সূর্য্যের রশ্মাকর্ষণের অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা দেখিব,—সূর্য্যের গতিবিধির সহিত মৃত্তিকার কি সম্বন্ধ। সূর্য্যের স্বাভাবিক গতির সহিত পৃথিবীর তাবৎ দেশেই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত জল বায়ু (climate) যে নিয়মিতরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যে বিষুবরেখা পৃথিবীর মধ্য-দেশে বরাবর অবস্থিতি করিয়া ইহাকে সমভাগে বিভাগ করতঃ সূর্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার নিকট বা সুদূরে, দেশ বিশেষের ঋতু পরিক্রমিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সূর্য্য যখন বিষুব-রেখার উপরে থাকে, তখন দিন রাত্রি সমান হয়, কিন্তু সেই স্থান হইতে দিন দিন যতই উত্তরে বা দক্ষিণে সরিয়া যাইতে থাকে, ততই দিন বড় কিম্বা ছোট হইতে থাকে, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান অবধি যাইবার পর পুনরায় যতই বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই দিন ও রাত্রি বড় কিম্বা ছোট হইতে থাকে, বিষুবরেখার উপরে ও সন্নিকটে সূর্য্য যতদিন পরিভ্রমণ করে, ততদিন বড় গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়া থাকে, এবং যে সকল দেশ বিষুব রেখার উপরে বা নিকটে অবস্থিত, সে সকল দেশ বিষুবরেখার নৈকট্য বা দূরত্ব অনুসারে স্বভাবতঃ অল্প বা অধিক গরম হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ কোন দেশে চিরবসন্ত বিরাজমান, কোথাও বৎসরের অধিকাংশভাগ নিদারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য, কোথাও বারমাস শীত ও বরফে অধিবাসীগণ নিয়ত জড়সড়। এই সকল প্রাকৃতিক কারণেও মৃত্তিকার উৎপাদিনী শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের দিবাভাগের দৈর্ঘ্য, রাত্রিভাগের অল্পতা, শিশিরের অপ্রাচুর্য্য বা অভাব বশতঃ মৃত্তিকা বড়ই নীরস হইয়া থাকে বলিয়া বর্ষাকালের কসল সে সময়ে সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না। এবং রবিশস্যও বর্ষাকালে বা গ্রীষ্মকালে সেইরূপ কারণে জন্মিতে পারে না। শীতকালের দিবাভাগ ছোট, সূর্য্যের তেজ কম এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী বলিয়া,

প্রবেশ করিতে পারে না। অধিকন্তু রাত্রি কালের দৈর্ঘ্য বশতঃ বায়ুমণ্ডলী শীতল থাকে, এবং সমধিক শিশিরপাতে দিবাভাগের শোষিত রসের অভাব ততদূর অনুভূত হয় না। বর্ষাকালের গাছ-পালা যে সাধারণ সতেজ ও শ্রীসম্পন্ন হয় তাহার কারণ বৃষ্টির আধিক্য এবং তাহারই ফলে মৃত্তিকার বায়ু মণ্ডলীয় নাইট্রোজেন প্রভৃতি বাষ্পের পদার্থের সঞ্চার। বর্ষাকাল তিরোহিত হইলে উদ্ভিদের আর সে সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ থাকিতে দেখা যায় কি? বর্ষাকাল অতিক্রম করিয়া, ঋতু যত গ্রীষ্মের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, ততই জমির রস কমিয়া যায়,—বর্ষা সঞ্চিত বাষ্পীয় পদার্থ কতক উপিয়া কতক বা উদ্ভিদগণের ভিতর দিয়া খরচ হইয়া যায়। এক পসলা বৃষ্টিতে যত উপকার হয়, শতমণ কৃত্রিম সারে তাহা হয় না, পুষ্করিণী বা কূপের জলে তাহা হয় না। বর্ষা ভিন্ন প্রায় সকল ঋতুতেই ফসল বিশেষের ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়, সমধিক সারও দিতে হয়, তথাপি বর্ষাকালে স্বভাবতঃ যেমন গাছের উপকার হয়, তেমন কিছুতে হয় না। অসময়ে কোন ফসল তরিতরকারি বা ফল মূল উৎপন্ন করিতে হইলে, তাহার জন্য কত চেষ্টা করিতে হয় তাহার প্রতি কত দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু ঈদৃশ অসময়ে উৎপন্ন গাছটীকে যদি বাঁচাইয়া তাহার স্বভাবতঃ ফলিবার সময় পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমাগত দিন পাইবামাত্র উহা কিরূপ দ্রুত-বেগে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে। যাহারা কুলকপি প্রভৃতি শীতকালের তরকারিকে সমধিক অগ্রে অর্থাৎ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিকে কত পরিশ্রম, ও ব্যয় করিতে হয়, এবং তৎপ্রতি কত অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যাঁহারা উৎপন্ন করেন, তাঁহাদের তত কষ্ট করিতে হয় না এবং তাহার জন্য তত উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। শীতকালে গোলাপ ফুল ফুটাইতে হইলে গাছ ছাঁটিতে হয়। গোড়া খুঁড়িয়া রাখিতে হয়, সার দিতে হয়, জল দিতে হয় ইত্যাদি কত কারখানা করিতে হয়, কিন্তু বর্ষার সূত্রপাত হইলে, স্বভাবতঃই ফুল ফুটিতে থাকে,—কোন কষ্ট লইতে বা যত্ন করিতে হয় না, কেবল গাছের গোড়াটী পরিষ্কার রাখা মাত্র! তাহাতেই বলিতেছি যে, ঋতু টহার মূল এবং ঋতুর মূল সূর্য্যের পরিক্রমণ গতিও তদানুষঙ্গিক বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াবিভিন্নতা। বিজ্ঞান-বলেই হউক বা শিল্প-নৈপুণ্যেই হউক—আমরা যাহাই করি, তৎসমুদায়ই প্রকৃতি হইতেই লব্ধ; এবং প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য। অসময়ে কোন আবাদ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, সে জ্ঞানও স্বভাবের কার্য্য দেখিয়াই আমরা লাভ করিয়াছি এবং সেই ফসলকে স্বাভাবিক সুবিধা সুযোগ দিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করি। নিজের চেষ্টার দ্বারা যদি আমগাছে কাঁঠাল কিম্বা গোলাপ গাছে বেলফুল ফলাইতে পারি, তবে বলিব যে বিজ্ঞান আমার নিজস্ব সম্পত্তি এবং নৈপুণ্য আমার নিজস্ব প্রসূত! তাহা যখন নহে, তখন আমরা স্বভাবের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে বাধ্য।—এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, ঋতু বিশেষে, মৃত্তিকার মৃত বা জীবন্ত ভাব হয়,—কখনও মৃত্তিকায় রস পূর্ণ থাকে, কখনও রসের অভাব হয়;—কখন উহাতে উত্তাপ অধিক, কখনও শীত অধিক, কখনও তৃণাদি বাষ্পীয় পদার্থে পূর্ণ, কখনও তাহার একবারে অভাব, ফলতঃ এই সকল কারণে ফসলও কোথাও বা কখনও ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোন ফসল বা ফল জন্মে, কোথাও ভাল জন্মে না, আবার কোথাও আদৌ হইতে পারে না।—ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

১ম খণ্ড তারিখ ২৭শে ফাল্গুন সোমবার ১৩০৭ সাল। ২২শ সংখ্যা

সূচী।

[☞ প্রবন্ধের মন্তব্যের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
কলিকাতা	
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	৩৩৮
দেশীয় শিল্প	৩৩৯
একি স্বপ্ন না যোগনায়া	
'সত্যবেদ' সমালোচনা	
কৃষি সংবাদ	
কৃষি সমালোচনা	
রামচরণ কর্ম্মকার	
আধা কৃষিরীতি—হলকর্ষণ	
চূণ-সার	

কলিকাতা।

প্লেগ।—কলিকাতায় আবার কয়েক দিন ধরিয়া প্লেগ বাড়িতেছে—গড়ে ৫ হইতে ৫৫ জন প্রতিদিন উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতেছে। গত সপ্তাহে দুই এক দিন ১০০জন পর্য্যন্ত রোগে আক্রান্ত হইতে শুনা যায়।

দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের ফল।—আলিপুরের ৬নৈক মুসলমান দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে, এবং নবীনার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া প্রথম বারের পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নবীনার চরণ প্রান্তে অর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এই লইয়া পিতা পুত্র বেশ বিবাদে উপস্থিত হয় এবং পুত্রক পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে না লইয়া আঘাত করে। বিচারে পুত্রের ১ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

গোহত্যা।—বিগত বুধবার আলিপুরের চেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে রামজীবনপুর নিবাসী যদুনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গোহত্যা অপরাধের বিচার হয়। একজন প্রতিবেশীর একটী গোরু যদুনাথের বাগানে ঢুকিয়া তাহার কয়েকটী দামী গাছ নষ্ট করে, ক্রোধে যদুনাথ গোরুটী হত্যা করে। তাহার তিন মাসের জন্য জেলে কঠিন পরিশ্রমের আজ্ঞা হইয়াছে

ও ২৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা যাহার লোক তাহাকে দেওয়া হইবে।

কলিকাতার লোক সংখ্যা।—এবারের লোক গণনায় স্থির হইয়াছে যে দুর্গ, বন্দর ও খালের উপর নৌকার অধিবাসী সমেত কলিকাতায় লোক সংখ্যা ৮,৪৩,৪৮৭ জন। ১৮৯১ সালে ছিল ৩,৮,১৫০ জন। অতএব দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার সংখ্যা বাড়িয়াছে ১,৩১,৯২৭ জন। এবারের গণনায় পুরুষ ৫,৫৮,৬৯৭ জন, ১৮৯১ সালে ছিল ৪,৫৩,৭৪৩ জন; স্ত্রীলোক এবারে ২,৮৪,৭৯০ জন, ১৮৯১ সালে ছিল ২,৩৬,৮১৪। সকল ওয়ার্ডে লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে। সহরের উত্তরাংশের বৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ অধিক। কলিকাতা ও সহরতলী ও হাওড়া লইয়া লোক সংখ্যা ৯,১৬,৬৮৫ জন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে পেনাল সাহেব পদ ত্যাগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু শুনা যাইতেছে যে কথাটা সত্য নহে।

বিগত ৬ই মার্চ বিলাতে পার্লামেণ্ট সভায় এক অভিনব কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নয়জন সভ্য ভোট দিতে অস্বীকার করা? তাহাদিগকে সস্পেণ্ড করা হয়। কিন্তু তাঁহারা সভা গৃহ পরিত্যাগ করিতে রাজি না হওয়ায়, পুলিশ সাহায্যে তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

আফ্রিকা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণের জন্য ভারতবর্ষ হইতে ১৪,০০০০০ লক্ষ টাকা মূল্য পশমী কোট তৈয়ারি হইয়া যাইবে। যদি এদেশজাত পশমী কাপড়ে ঐ সমস্ত জামা প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে একটা মঙ্গলের খবর বটে। বিলাতি ধরণের প্রেটকোট এদেশীয় কোন কাপড়ে ভাল হইবে কিনা বা তাহা পসন্দসই হইবে কিনা আমরা সন্দেহ করি।

প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কুমার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরীর নাম বোধ হয় পাঠক গণের অবিদিত নাই। ইনি সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মণ যুবককে শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত আমেরিকা বা জাপানে পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শিল্পাদির প্রতি এরূপ অনুরোগ প্রকৃতই আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের পরিচায়ক। সুপ্রসিদ্ধ উকিল গুরু প্রসাদ বাবুও ইহার ত্যক্ত সম্পত্তির আয় হইতে একটী বালককে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে শিল্প-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় মেদিনীপরের পরলোকগত বাবু অভয় চরণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শিল্পাদি শিক্ষার জন্য জাপান যাইতে প্রস্তুত থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না, এবং আমরা পুনঃ পুনঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা করা সত্ত্বেও দেশের ধন-কুবেরদিগের মধ্যে কেহই এই দরিদ্র যুবকের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। অনেকে অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না ইহা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সদ্ব্যবহারের পথ দেখাইয়া দিলেও যে তাহা অনুসৃত হয় না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?—মেদিনী-বান্ধব।

নোয়াখালির জন্য পেনেল সাহেব কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে জেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস্পেণ্ড (Suspend) করিয়াছেন। পেনেল সাহেব পাঁচদিন ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়া ও যাহাতে জেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে পারেন সেই জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি অনুকূল অনুমতিই পাইবেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিপরীত হইল। ইহাতে কেহ বিস্মিত হন নাই। পেনেল সাহেব নোয়াখালীর খুনী মোকদ্দমার রায়ে কর্তৃপক্ষদের অন্ধ বিশ্বস্ত দোষ দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই, সুতরাং তিনি যে তাঁহাদের বিরাগভাজন হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি! এবং যখন কর্তৃপক্ষদিগের কোপনয়নে পড়িয়াছেন তখন তাঁহার সামান্য ত্রুটীও উপেক্ষিত হইবে না। এটাও স্থির কথা। পেনেল সাহেবকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং নোয়াখালি প্রত্যাগমনের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি যখন

সম্মেত হইয়াছেন, তখন আর নোয়াখালি যাইবার আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি রোলযাত্রের পরদিন হাইকোর্টে খুলিলে খুনী মোকদ্দমার নথিপত্র লইয়া হাইকোর্টের রেজিষ্টারের নিকট হাজির হন ও উক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদায় কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কাগজাদির একটী রসিদ লন। পেনেল সাহেব হাইকোর্টে আসিয়াছেন এই খবর পাইয়া দলে দলে লোক হাইকোর্ট পূর্ণ করিয়াছিল। তিনি যখন হাইকোর্ট হইতে ফেরেন, চারিটি লোক তাঁহাকে সেলাম করিয়া সম্মাননা করিয়াছিল এবং অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

বারবঙ্গে প্লেগ।—দারবঙ্গ সহরে প্লেগ দেখা দিয়াছে। তজ্জন্য অধিবাসীরা ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হইয়াছে।

কুইনের স্মৃতি চিহ্ন।—ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে ও বকিংহাম রাজ প্রাসাদের সন্নিকটে স্মৃতির জন্য রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজাও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

কেরোসিনের বাতি।—ব্রহ্ম প্রবেশে কেরোসিনের কারখানায় কেরোসিনের বাতি প্রস্তুত হইতেছে। এদেশে ঐ বাতির ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ বাতি গন্ধশূন্য; বেশ উজ্জ্বল আলোক হয় সুতরাং ব্যবহার ক্রমেই বাড়িবার কথা।

লোক সংখ্যা।—রুশিয়ার লোকসংখ্যা ১৩ কোটী ৬০ লক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৭ কোটী ৬ লক্ষ লোকের বাস। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী। ভারতবর্ষে ৩৫ কোটী লোকের বাস ছিল। সম্প্রতি ভারতের লোক গণনা হইয়াছে তাহাতে লোক সংখ্যা কত দাঁড়ায় দেখা যাউক। সম্ভবতঃ প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের দরুণ কমিবে ছাড়া বাড়িবে না।

স্বদেশী পেন্সিল।—পত্রান্তরে প্রকাশ জনৈক বাঙ্গালী-যুবক পেন্সিলনির্ম্মাণ বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য জাপানে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষাকার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া সংপ্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, দুই সহস্র টাকা মূলধন পাইলে তিনি এদেশে উৎকৃষ্ট পেন্সিল নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। আশা করি, দেশের ধনকুবেরগণ হরিপদ বাবুকে অর্থ সাহায্য করিয়া দেশীয় শিল্পোন্নতির পৃষ্ঠপোষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

রেলে চুরি।—নন্দলাল সাহা নামে একজন ব্যবসায়দার পাবনা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ২০০০, টাকা করিয়া দুইটী তোড়ায় ৪০০০, টাকা ছিল। তিনি চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট ষ্টেসনের মাঝামাঝি স্থানে দুইটী তোড়া মাথায় দিয়া গাড়ীতে নিদ্রা যান। পরে উঠিয়া দেখেন যে একটী তোড়া নাই। তাঁহার কামরায় আরোও তিন জন লোক ছিল। সিয়ালদায় তাহাদের ভাড়া লওয়া হয় কিন্তু টাকা কড়ি কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পাশের কামরায় একজন লোক ছিল। তাহার উপরই সন্দেহ হইতেছে সে লোকটাকে বেহিতে দুই জন। সে রাণাঘাটে ট্রেনটী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিয়া যায়। রেল পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর এ, কে দত্ত অনুসন্ধান করিতেছেন।

দেশীয় শিল্প।

দেশীয় পুরাতন শিল্পের নাশ হইয়া দেশ যে দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে সে বিষয় আর কাহারও সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। বিলাতী দ্রব্যের অজস্র আমদানীস্রোতে দেশের অর্থ যে জলস্রোতের ন্যায় বিদেশে চলিয়া যাইয়া বিদেশী শ্রমজীবীদের উদরপূর্ত্তি করিতেছে এবং দেশের লোকদিগকে দিন দিন নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর করিয়া তুলিতেছে তাহা দেখিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া থাকেন। দেশের পুরাতন শিল্পের উদ্ধার এবং নূতন শিল্প স্থাপন না করিতে

পারিলে কিছুতেই দেশের মঙ্গল নাই। সম্প্রতি সুরাটে চকোলেট্ প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বিলাতী চকোলেটের আমদানী কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা সন্দেহ নাই। দেশের ধনকুবের ব্যক্তিরা এখনও ইচ্ছা করিলে অনেক শিল্পকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া দেশের মঙ্গলবিধান করিতে পারেন। একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই নানাবিধ নূতন ব্যবসায়ের পথ উদ্‌ঘাটিত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। কার্পেট্, বেলওয়ে র‍্যাগ্, নানাবিধ শীতবস্ত্র, মোজা, তোয়ালে, গঞ্জিফ্রাক্, সিমেণ্ট বা বিলাতীমাটী, বাতি, দেশালাই, ঘড়ি, গেলাস, বোতল প্রভৃতি কাচের দ্রব্য, পরিষ্কৃত শর্করা, এবং রঞ্জিত কল প্রভৃতি যে কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিলে এ দেশে বেশ চলিতে পারে। সুখের ও আনন্দের বিষয় এই যে ইতিমধ্যেই এ দেশে উপরোক্ত কোনও কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং বিলাতী দ্রব্যের তুলনায় ঐ সকল দ্রব্য মূল্যে এবং দ্রব্যগুণে কোন অংশেই হীন নহে। কিন্তু যে পরিমাণে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিলে দেশের প্রকৃত হিতসাধন হইতে পারে এখনও সে পরিমাণে কার্য্যবিস্তৃতি হয় নাই। এখনও আমরা বিলাত হইতে প্রতি বৎসর আট লক্ষ টাকার কার্পেট, পনর লক্ষ টাকার শীত বস্ত্র এবং প্রায় এক কোটী টাকার মোজা গঞ্জিফ্রাক্ প্রভৃতি আমদানী করিয়া থাকি। এখনও প্রতি বৎসর পনর লক্ষ টাকার বিলাতী মাটী, দশ লক্ষ টাকার বাতি, চৌত্রিশ লক্ষ টাকার দেশালাই, চৌদ্দ লক্ষ টাকার ঘড়ি, কুড়ি লক্ষ টাকার বটন প্রভৃতি এবং প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকার কাচদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকি।

উপরে যে সকল ব্যবসায়ের উল্লেখ করিলাম ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণ (raw material) এ দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা কেবল আমাদের আলস্যের বশে এবং জ্ঞানের অভাবেই সংপন্থা অবলম্বন করিতে পারি না। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে এদেশে উপরোক্ত ব্যবসায় ভালরূপ চলিতে পারে তাহা জানিতে হইলে কেবল দেশে বসিয়া বসিয়া বক্তৃতা করিয়া কিম্বা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই কাজ থাকিলেই চলিবে না। যাহাতে এদেশের উৎসাহী যুবকগণ ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাইয়া রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশের অন্যান্য-দিগকে উপরোক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতে পারেন সে বিষয়ের যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মিষ্টার এন, বি, ওয়াগেল (Mr. N. B. Wagle) নামক জনৈক উৎসাহীযুবক সম্প্রতি ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়া কাচের দ্রব্যাদির প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতেছেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে কাচদ্রব্যপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিয়া এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এদেশে কাচদ্রব্যের ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করিবেন। যাহাতে মিঃ ওয়াগেল এ দেশে আসিয়া এদেশ হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পান সকলেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য শিল্পশিক্ষার জন্যও যাহাতে এদেশ হইতে উৎসাহী যুবকগণ বিলাতে যাইয়া শিক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন সে বিষয়েও সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। জগতে যে সকল জাতি নিজ নিজ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন সকলেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা নিদ্রিত থাকিলে আমাদের অদৃষ্ট কি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইবে? জানি না কত দিনে আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে ও আমরা জগতের অপরজাতির পার্শ্বে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিব।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

একি স্বপ্ন—না যোগমায়া !

কি করুণ-লাবণ্য-বিভূষিত কোমল মুখখানি ! আজিও যেন হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া প্রাণে কত কি অস্পষ্ট সুখস্বপ্নের কথা জাগাইয়া তুলিতেছে; আজিও যেন প্রাণের-কর্ণে কত অশ্রুতপূর্ব্ব মৃদুমধু আশার মোহন বংশধ্বনি বাজাইয়া তুলিতেছে, আজিও যেন কত প্রণয়-মধুকরের গুণ্ গুণ্ মধুর গুঞ্জনে প্রাণে কি এক সুখস্পর্শন আশার অতৃপ্ত বাসনা জাগাইয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই তোমার রূপ এত সুন্দর ! কিন্তু যতই এই সংসারের কুটীল সংঘর্ষে পিষ্ট হইতেছি, ততই যেন সেই বিষাদোজ্জ্বল অন্ধকারের সুদূর প্রদেশে দাঁড়াইয়া, তোমারই করুণা-ভাষিত প্রফুল্ল বদনসুধাকরের স্নিগ্ধ-জ্যোতি-রশ্মি দেখিতে পাইতেছি। আলোকময়ি ! আমি চির-অন্ধকারে থাকিব তোমার ইহাই কি বাসনা ! নতুবা যে করুণাময়ীর কলাংশে এতদূর মনোহারিত্বের বিকাশ, যে করুণা-রাশীর ক্ষুদ্রতম অংশে এতদূর পবিত্র সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতম অংশ না জানি আরও কত সুন্দর ! কিন্তু সেই অনন্ত-সৌন্দর্য্য-সরোবরে অবগাহন করিতে হইলে তোমারই করুণার দ্বারে প্রথমে অতিথি হইতে হয়। বিরক্ত হইও না, একবার তোমার সেই রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে, সেই লাবণ্য-কোমল-মুখমণ্ডলে মৃদু-হাস্যচ্ছটা বিকাইয়া সস্নেহ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বল দেখি, তুমি কাহাকে ভালবাস ? গোপন করিও না, গোপন করা মহাপাপ।—মুখমণ্ডল বিবর্ণ কেন ? বুঝিয়াছি, প্রকৃত কথা আমার নিকট বলিতে ইচ্ছা কর না, ক্ষতি নাই, কিরিয়া চলিলাম, সুখে থাক,—চিরকাল সুখে থাক,—আমার জীবনের সুখ-রাশি তোমার জীবনের সহায় হউক এবং তোমার জীবনের দুঃখের বোঝা আমার উপরে চাপাইয়া দাও, আমি আনন্দের সহিত তোমার অর্পিত বস্তু হৃদয়ের আরাধ্যতম পদার্থ বলিয়া বহন করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

পার্ব্বতীয় ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়াবহ গিরি-গহ্বর আমার আবাস স্থান হইবে, ফল মূল প্রভৃতি বনজ পদার্থ আমার আহারের এবং পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ঝরণার নির্ম্মল বারি আমার পানের প্রধান উপাদান হইবে। সেই পবিত্র হইতে পবিত্রতর প্রকৃতির বিজন কুঞ্জে তোমারই মানসীমূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অশ্রু-কুসুমাঞ্জলী দ্বারা অবিরতই তাহাকে পূজা করিতে ভুলিব না; একলব্যের ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় আমারও হৃদ্‌গত বাসনা কি পূর্ণ হইবে না ?

হায় এ বিজন অরণ্যের কি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র শোভা ! কি এক প্রশান্ত অপার্থিব ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদয় ভাসাইয়া তুলিতেছে ! মনোহর আরণ্য-প্রসূনের কি প্রাণারামদায়ক পবিত্র সৌরভ ! ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শমাত্রই তৎক্ষণাৎ প্রাণের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছে !

কোথায় বা রজত-শুভ্র-বক্রগামিনী পার্ব্বত্যগিরি নদী, কি অমলধবলপবিত্রসুশীতলসলিলপ্রবাহ, যেন পবিত্রাত্মাদিগের পবিত্র-হৃদয়বিনিঃসৃত অনাবিল প্রেম-প্রবাহ যতই নিরীক্ষণ করিতেছি। ততই যেন অন্তরাত্মা সুশীতল হইয়া উঠিতেছে।

ঐ বৃন্তচ্যুত প্রস্ফুটিত নীল-কমলিনী কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় কোন স্বর্গকুমারী এই পবিত্রারণ্যে দেবার্চ্চনা উপলক্ষে আসিয়া থাকিবেন, তাঁহারই অর্পিত কুসুমাঞ্জলী হইতে এই মনোহর নীল-সরোজিনী দৈবাধীন স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীজলে পড়িয়া থাকিবে, তজ্জন্যই নীল জলে নীল-কমলিনী নীলবসনে

কি অনন্ত সুন্দর নীল-সোভাই না সমুৎপাদন করিয়া কি ধীর মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতেছে; কি আনন্দের বিষয়! ঐ বিভাসিত ফুল-রাণী, আমারই সমহৃদয়ে পরিসংলগ্ন হইয়া, যেন মৌনভাবে ঈষৎ-স্রোতাক্ষোলিত নম্রনাতিরাম নীলাভদলসঞ্চালন দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে নীরব সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে।

কি সুন্দর প্রীতিবিধায়িনী মনোহর নীল কমলিনী! কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সৌরভে, যেন কি এক বিস্তৃত পবিত্রাধিক দেবদুর্লভ স্থানের পবিত্র-স্মৃতি-দীপ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়মন্দিরে জাগাইয়া তুলিতেছে।

হায় সে পবিত্র সুন্দরতাপূর্ণ কোমল-হাস্য-বিভাসিত আনন মুখখানি কি সুন্দর! আর এই দৈবপ্রাপ্ত নীল-পদ্মিনীটিও কি সৌন্দর্য্যময়। যদি সেই মৃণালোশন সুকোমল হস্তে এই পবিত্র কুসুমটী শোভা পাইত, না জানি কি সুন্দর শোভাই না ধারণ করিত।

এস ফুল, আমি এই হুতাশন-পূর্ণ দুঃখ-ভার-বিদগ্ধ হৃদয়ে তোমাকে ধারণ করি। হয়ত তোমার এই পবিত্র-সংস্পর্শে আমার এই অনলপূর্ণ হৃদয়টী সুশীতল হইতে পারে। তোমার স্থান সুশীতল সলিল, জল-সংস্পর্শে যদি নির্ব্বাপিত হয় সুতরাং আশ্রিতের আশ্রয়ের গুণ প্রবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নহে।

হায়! তুমি ফুল,—কাহার হৃদয় সংস্পর্শ করিয়া আসিয়াছ? তুমি কি তাহার প্রাণের কথা শুনিতে পাইয়াছ? যদি শুনিতে পাইয়া থাকত ফুল তবে বল দেখি,—সে কি তোমায় পাইয়া তোমার এই শিশিরাক্ত দলের সহিত তার নীল-লোচন-বিনিঃসৃত দুই এক বিন্দু অশ্রুজল মিশাইয়া ছিল?

হে ফুল!—তুমি কি কথা কহিতে জান? তোমার ভাব কিরূপ নীরব ভাব সমুৎপাদক তাহা আমি কিছু বুঝিতে পারিব কি? অনিল তোমার ভাষা বুঝিতে পারে, তাই সে তোমাকে ভালবাসে; তাই সে তোমার সৌরভ-পূর্ণ মধুর অধরে মৃদুল-চুম্বনে তোমার প্রাণ কাঁপাইয়া তুলে; তুমি কি তাহাকে (তোমার প্রাণ সখাকে) আমার প্রাণের কথা—যে হৃদয়-বিদারক অপরিসীম বিষভারাশি আমার দেহের সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়া আমারই প্রাণ-পক্ষীকে অবিরত দংশন করিতেছে সেই অসহ্য দুঃখের কথা—তোমার প্রিয়-সখার কাণে কাণে বলিয়া—সেই আমার চিরারাধ্য পাষাণ প্রতিমাকে বলিয়াছিলে? তুমি বলিতে পার —"আমি তোমার অন্তরের কথা জানিব কিরূপে—" কিন্তু ফুল আমার কাছে তোমার লুকাচুরী খাটিবে না,—দেবতার তুমি এত প্রিয় কেন? মণি মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নরাশি অপেক্ষা দেবতা কোনগুণে তোমাকে অত ভাল বাসেন? তুমি কত যুগ যুগান্ত কালাবধি পবিত্র দেবঅঙ্গে—কখন তাঁহার মস্তকচূড়ায়, কখন তাঁহার গলদেশে বালিকারূপিণী হইয়া তাঁহার পবিত্র হইতে পবিত্রতমস্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাক। সুতরাং ফুল, যে হৃদয়ের পবিত্র দেবভাবা তোমার অবিদিত নাই—দেবতা অন্তর্যামী—কাজেই তুমিও যে অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশের লুক্কাইত গুপ্তকথা জানিতে পারিবে তাহাতে বিচিত্র কি!

ঐ দেখ ফুল—তোমার হৃদয়ের গুপ্তরহস্য জানিতে পারিয়াছি বলিয়া, কাননের বিকশিত কুসুম-কামিনীগণ ঈষৎ মারুতহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে পত্রপুঞ্জে আপনাদের ব্রীড়াবনত কোমল মুখগুলি ক্ষণে ক্ষণে লুকাইয়া কি মৃদুমধুর, কোমল নীরব-হাস্যচ্ছটায় দিগ্বিদিগন্ত হাসাইতে এবং সমীরণ-সঞ্চালিত সুরভিত দলরাশি দ্বারাই যেন তোমার অন্তরের গুপ্ত কথা না বলিতে কি নীরব সঙ্কেতসূচক ভাবই না প্রকাশ করিতেছে। কেন না পাছে অন্যান্য জনগণ আমার কাছে এই অভিনব তত্ত্বে উপনিষ্ট হইয়া কুসুমসুন্দরী-বর্গের নীরবতাপূর্ণ শান্তি-সুধা হরণ করিয়া লয়। কিন্তু ফুল! আমি কখনও তোমার মনের কথা আর কাহার

কাছে থাকু করিব না ; সুতরাং তোমার প্রিয় সহচরী-গণের আশা হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

হায়, ফুল, তুমি এত মলিন হইয়া যাইতেছ কেন ? তোমার এ হেন সুন্দর দলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে কেন ? অসুস্থ হইয়াছ কি ?

পরার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করাই ত মহত্ব ! পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দেওয়াই ত সেবা ! তাই কি ফুল ! আপন শুশ্রূষাকে আমাকে বলিয়াছ বলিয়া, পাছে স্বজাতীয়া কেহ কিছু বলেন, এই ভয়ে মনে মনে মলিয়া যাইতেছ ?

চল, ফুল, এ হেন পরোপকারী পবিত্র তুমি, তোমাকে এস্থানে ফেলা নিতান্ত অনুচিত ! তোমারই উপযুক্ত স্থান সেই পাপহরা ত্রিস্রোতা নদী ; চল, ফুল, তোমাকে সে পবিত্র স্রোতজলে ভাসাইয়া আসি।

হায়, ফুল ! তুমি পুনর্ব্বার কি সুন্দর ভাসিয়া চলিয়াছ। কি নয়নাভিরাম মৃদুমন্থরগমন। তোমাকে বিদায় দিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। সংসর্গ কি আরাম-প্রদ, যতক্ষণ তুমি ছিলে ততক্ষণই যেন প্রাণে কি এক মধুর শান্তিসলীল প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে কি এক অপার্থিব ভাব-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছিল ; এখন তুমিও যত ভাসিয়া যাইতেছ, প্রাণের শুশ্রূষারে দাঁড়াইয়া, কে যেন তত করুণ-লাবণ্য-মাখা অবনত বদনে আমার দিকে ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া দেখিতেছে এবং নীল ইন্দিবর নয়নযুগল-বিগলিত রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহে আমার হৃদয় ভাসাইয়া দিতেছে।—ক্রমশঃ

'সত্যবেদ' সমালোচনা।

'সত্যবেদ' নামক একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুস্তিকায় নূতনতর গদ্যের অবতারণা করিয়া তৎপ্রচলনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি যে সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উক্ত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, (তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই কথায় বলি) "সরল মনেই তিনি এ হেন কঠিন কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপিয়াছেন (!)।"

এই নূতনতর ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশক ভূমিকায় লিখিতেছেন—"সময়ে ইহাই বঙ্গভাষার যথোপযুক্ত গদ্যরূপে সর্ব্বসাধারণজনগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে, ইহাই (গ্রন্থকারের) আশা এরূপ বলেন"। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত নূতনতর গদ্য অবলম্বন করিয়া যে বঙ্গীয় লেখকগণ তাঁহাদের লেখনী পরিচালিত করিবেন, গ্রন্থকারের "আশা সেরূপ বলিলেও" আমরা সে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি-লাম না। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

গ্রন্থকার এরূপ গদ্য উদ্ভাবন করিবার দুইটী কারণ দর্শাইয়াছেন ; তাহা ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করা গেল। উদ্ধৃত অংশপাঠে নূতনতর গদ্যের আস্বাদনও পাওয়া যাইবে।

"অনর্থক সময় নষ্ট হইতে উহা কিরূপে আমাদিগকে উদ্ধারিবে এতদ্বিষয়ের একটী উদাহরণ দিতেছি ; যথা, এখন আমরা বলিয়া থাকি "ভক্ষণ করিব ;" এই নব গদ্যের প্রচারে আমাদিগকে বলিতে হইবে, "ভক্ষিব।" এখানে দেখুন একটী শব্দের বৃথা উচ্চারণ হইতে আমরা রক্ষা পাইতেছি। আরও একটী বিশেষ কারণ এই যে, বঙ্গভাষায় "করা," "ধরা" প্রভৃতি মূল ক্রিয়াবাচক শব্দের নিতান্ত অভাব ; এই অভাবপ্রযুক্ত একটী 'করা' ও একটী 'হওয়া' মূলক শব্দদ্বারা সমস্ত ক্রিয়াবাচক পদের সম্পাদনে আমাদিগকে বাধ্য হইতে হয় ; এতদ্নিবন্ধন এক শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাষায় শ্রুতি কঠোরতা দোষ ঘটে।

কারণ আরও অনেক আছে, তৎসমুদায়ের প্রদর্শন অনাবশ্যক বোধে কেবল উপরি উক্ত অবশ্যকীয় কারণদ্বয় প্রদর্শনেরই তিনি উল্লেখিত অভিনব গদ্যের সর্ব্বপ্রথম প্রচলনে সাহিসের সাহসী হইয়াছেন। এরূপ গদ্য ইনি অনেক দিবস হইতেই ব্যবহারিয়া আসিতে-

ছেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে প্রবাদ করিলেন এই মাত্র। অন্ন গণ্ডের সাপকে অনেকে মত দিয়াছেন; আবার অনেকে মতিবেন দূরে থাকুক, বিদ্রূপিয়া ইহার "লক্ষণ মহুবদারা গণা" নাম দিতেও ত্রুটেন নাই!"

উক্ত কারণ কতকটা প্রকৃত হইলেও নূতনতর গণা দ্বিতীয় কারণোল্লেখিত শুক্তিকটুদোষবর্জ্জিত নহে এবং স্থানে স্থানে অর্থবৈষম্যদোষ ঘটিবে।

গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার প্রবন্ধ গুলিও তন্মতানুযায়ী লিখিত হইয়াছে। অতএব প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন মতামত আমরা প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম। গ্রন্থকারের যুক্তিতর্ক (Logic) তত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। পুস্তকের ১৮।১৯পাতা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকগণ দেখুন সত্যবেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদ কিরূপ যুক্তিতর্ক লইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"ইতঃপূর্ব্বে যে কায়স্থ-বৈদ্য কোনও দিন বেদ-শাস্ত্রাদি স্পর্শিতেও সাহসিতেন না, সেই বৈদ্য-কায়স্থ আজকাল ব্রাহ্মণের প্রপিতামহকে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেছেন। যে গোমাংস বা বেহারাগণের আজীবন প্রভুর জুতো বহিতে বহিতে মাথার চাল গিয়াছে সেই জুতোরা বা তদ্বংশধরেরাও আজ-কাল স্ব স্ব পিতৃ-প্রভুর জাতি গোত্রের সহিত এক এজেলাসে একাসনে বসিয়া জটিল আইন-কানুনের কূটিল তর্কে বিতর্কে উহাদিগকে হারাইয়া দিতেছে; যেই পুরাণি ব্রাহ্মণ চৌঘট্টী বাড়ীতে নিমন্ত্রণ লইলে মাত্র একটী টাকার মুখ দেখিতে পায়, সেই ব্রাহ্মণ সন্তানও এখন ওকালতী করিয়া মাসে ন্যূনাধিক চারি পাঁচ শত টাকা একত্রে দেখিতে পাইতেছে।

এ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দেখিয়াও কি আমরা বলিব যে, বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল? ইংরাজ ভারতে আগমনিবার পূর্ব্বে, কে পূর্ব্বজন্মে এরূপ ভাবে কর্ম্মিয়াছিলেন যে, ইংরাজ আমলে তিনি প্রধান পণ্ডিত বা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ জজ হইবেন? ব্রিটীশ এদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত নিষ্কর্ম্মা ভাঁড়দের কপালে ছিল কেবল ব্রাহ্মণের দাসত্ব প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম করিতে; আর যেমনি ইংরাজ ভারতে আসিলেন, অমনি তাহাদের কর্ম্মফল হইল, প্রভুগিরি, রাজগিরি! আহা রে, হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফল! ধিক্ তোরে শতবার!"

কৃষি সংবাদ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার জ্যোতিরত্ন 'চলকপন' নামক আর্য্য কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছেন, তাহা সুন্দর হইলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে। তিনি পুরাতনের নিতান্ত পক্ষপাতী, নূতন কিছুই যেন ভাল নয়। কিন্তু বোধ হয় যদি আর্য্য ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও দেশ-কাল-পাত্রানুরোধে তাঁহাদের নীতি পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। আমাদের দেশের পুরাতন কৃষি যন্ত্রাদির উন্নতিও পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভারত এখন শুধু আর্য্য ও আর্য্যবংশগণের আবাল ভূমি নয়; ইহা এক্ষণে শত শত শিল্পকুশল বণিক সম্প্রদায়ের কর্ম্ম ক্ষেত্র; তাহাদের সমকক্ষ হইতে হইলে পুরাতনের সহিত নূতনের সংমিশ্রন নিতান্ত প্রয়োজন।

"একটী নূতন উপায়"।—১৪ই মাঘ তারিখের "একটী নূতন উপায়" লেখক জানাইয়াছেন যে তিনি তিনি উহা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অরকিড্ মেলা।—তিকুটোরিয়া নরসারিতে গত শুক্রবার বৈকাল হইতে রবিবার পর্য্যন্ত "অরকিড্ মেলা" হইয়াছিল। বড়লাট-পত্নী লেডী কর্জ্জন উক্ত পুষ্পমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন।

পাঙ্গীপুর।—৬ই মার্চ। এখন শীত রহিয়াছে সামান্য সর্দ্দি ও জ্বর ছাড়া অন্য কোন ব্যারাম নাই। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় মটর, ছোলা ও অবহরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে।

ছোলা।০ আনা রকম হইয়াছে মাত্র। গমে পোকা লাগিয়াছে।

তিসি।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তিসির আবাদ বেশ হইয়াছে; প্রায় ৸৵০ আনা ফসল হইবে আশা করা যায়। অন্যান্য তৈলশস্যও মন্দ হয় নাই ৸৵০ বা ৸৵০ আনা ফসল হইবে। গমের ফসল ভাল হয় নাই। এক প্রকার রাষ্ট (rust) ধরিয়া অর্থাৎ ভাঁটরির উপদ্রবে অনেক ক্ষতি করিয়াছে। কি প্রকার ফলন হয় ফসল না উঠিলে ঠিক করা যায় না।

তুলার চাষ।—গত ১৯০০ ও ১৯০১ সালে তুলার চাষের ফল সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, মান্দ্রাজ, নিজাম-রাজ্য, ব্রহ্মদেশ, এবং রাজপুতানার কোন কোন অংশে যেরূপ চাষের আশা করা হইয়াছিল, তদনুরূপ চাষ হয় নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ঐ সকল স্থানে ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৯৬ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে তুলার চাষ হইয়াছিল। তাহাতে ২০ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৮০ গাঁইট তুলা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ভারতবর্ষে ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯৫ গাইট জন্মিয়াছিল।

মৃত্তিকা—বর্ষাকালে নানাবিধ বীজ পাতো দিতে হয়। কিন্তু সে সময়ে 'রো' যুক্ত মাটী পাওয়া দুষ্কর; কারণ, মৃত্তিকা সর্ব্বদাই আর্দ্র থাকে। যদি ৬ মাস কিম্বা তদধিক পূর্ব্বে মৃত্তিকা উত্তোলিত করিয়া রাখা হয়, তবে সেই অতি শুষ্ক মৃত্তিকা জল দ্বারা 'রো' যুক্ত করিয়া তাহাতে বীজ পাতো দিলে কোনও রূপ হানি হয় কিনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, লিখিবেন। স্থূল কথা, অধিক দিন পূর্ব্বের উত্তোলিত শুষ্ক অবাবহৃত মৃত্তিকা পাতো দিবার পক্ষে ব্যবহারোপযোগী কিনা জানিতে ইচ্ছা করি।—ঐ মেদিনীপুর চাষ বাস।

["অনেক দিবসের উত্তোলিত মাটী স্থান বিশেষে রাসায়নিক কলে বিকৃত হইতে পারে। অল্প দিনের উত্তোলিত শুষ্ক মাটী ব্যবহারে হানি নাই।"—কৃঃ সঃ]

এ বৎসর মাঘের শেষে বৃষ্টির অভাব নাই, সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য—"ধন্য রাজা, ধন্য দেশ।" অগ্রহায়ণ-পৌষের কৃষকের নিরন্ন অবস্থা বেখিয়া আমরা এই চির প্রচলিত কিম্বদন্তীর প্রতিকূলে কোন কথা উচ্চারণ করিব না। যেহেতু যাহার সামর্থ্য ও সুবিধা রহিয়াছে সে অনায়াসে এই সময়ে দু-এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। অনেকেরই সামর্থ্য ও সুবিধার সম্পূর্ণ অভাব। বার আনা লোকের বীজ সংগ্রহ পর্য্যন্ত নাই। তাহার উপর প্রতি বিঘায় চাষের ব্যয় অন্ততঃ ন্যূন পক্ষে চারি পাঁচ টাকার কম হইবে না। যাহার পেটে অন্ন নাই, তাহার পক্ষে এ সমুদায় অভাব অল্প অভাব নহে। এই জন্য আমরা জমিদার মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা এ সময়ে যত্ন চেষ্টা করিয়া,—যাহার নাই তাহাকে বিনা সুদে কিছু ধার দিয়া যেন মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। অন্ন-দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই। যিনি অন্ন সংদান করিয়া দেন, তিনি মহাজন এবং মহাদাতা।—মেদিনী-বান্ধব।

মেদিনীপুরের নানাস্থানে ইক্ষু মাড়াইর কার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিল। আমরা শুনিলাম এ বৎসর অসাময়িক বাদলের নিমিত্ত ইক্ষু-রসে সেইরূপ গুড় হয় নাই। আবার অনেকের নিকট এরূপ আপত্তিও শুনা যায় যে জল ব্যবহারের জন্য রসের স্বাদ অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া যায় এবং ইহার জন্য গুড়ও যেন বিন স্থায়ী হয় না। রস বিস্বাদ হওয়া কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু গুড় প্রকৃতই অল্প দিনে খারাপ হইয়া যায় কি না ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা দেখার জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি। দুঃখের বিষয় মজুরীর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ইক্ষু চাষে আর পূর্ব্বের মত লাভ হইতেছে না। তবে যে এ বৎসর জেলায় নানাস্থানে ইক্ষুর চাষ বাড়িয়াছে তাহার মূল কারণ সর্ব্ব প্রকার লাভজনক চাষের অভাব। এই ইক্ষু চাষে আবার প্রজাবৎসল জমিদারগণ প্রতি বিঘায় এক টাকা অতিরিক্ত কর লইয়া থাকেন। এই অতিরিক্ত করের কারণ কি তাহা তাঁহারাই জানেন। আমাদের বিবেচনায় কৃষকগণকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য জমিদারবর্গ একটুকু হস্ত সঙ্কোচ করিলে ভাল হয়।—ঐ

কৃষি সমালোচনা।

মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি সঙ্কীর্ণতা না ঘুচিল, অভাব দূরীভূত না হইল, হৃদয়স্থ সদ্বৃত্তি সমুদায় সতেজ হইয়া না উঠিল এবং এই অসার জীবন জগতের কার্য্যে না লাগিল; তবে আর এ জন্মের সার্থকতা কি? আজ কাল কেমন একটা লোকের মতি গতি হইয়াছে, সকলেরই প্রায় চাকরীর দিকে দৃষ্টি হইয়াছে, চাকরী চাকরী করিয়া প্রায় সকলেই লালায়িত হইয়াছেন, চাকরীর জন্যই যেন সকলে লেখা পড়া শিখিতেছেন। কিন্তু দিন দিন চাকরীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও ঐ অভাব গুলির কিছুই হইল না; বরং উহারা দিনদিন অধিকতর বৃদ্ধিই হইতেছে। শাস্ত্রকর্ত্তারা সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, "দাসত্বে সঙ্কীর্ণতা ও নিস্তেজতা এবং নিত্য অভাবই সমুপস্থিত হয়। আর স্বাধীনতায় নিত্য উদারতা, উন্নতি ও সুখ সমুদিত হইয়া থাকে।" এ মহাবাক্য কি মিথ্যা? সুখের সহিত অধীনতার যে চিরবিরোধ, তাহার আবার অন্যথা হওয়া কি সম্ভব? কিন্তু স্বাধীন কার্য্যের সহিত সুখের অবিচ্ছিন্ন চিরসম্বন্ধ; কিছুতেই তাহা অন্যথা হইবার নহে! তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি, শাস্ত্রীয় কার্য্য মাত্রই স্বাধীনতা জনক। বাণিজ্য কৃষি, শিল্প ও পশু পালন এই চারি প্রধান কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত। তন্মধ্যে আমরা জগতের জীবন, স্বাধীনতার জনক ও সর্ব্বসুখের আকর কৃষির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কৃষি ব্যতীত জগৎ চলে না। আমরা যাহা আহার করি, পরিধান করি এবং আমাদের অবস্থান স্থানের উপায়ও কৃষি ব্যতীত হয় না। সুখ স্বচ্ছন্দতা উপাদেয় বস্তুরাদি সমস্তই কৃষির উপর নির্ভর করিতেছে। অথচ সাধারণের এতাদৃশ মহোপকারী কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এবং সমাদর নাই। আছে কেবল, কৃষি নাম শ্রবণ মাত্র তৎপ্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য এবং ঔদাসীন্য ভাব প্রকাশ! অনেকে কৃষিকার্য্যকে ঘাস পরনাই অকিঞ্চিৎকর এবং উহাতে শিখিবার জানিবার বা করিবার কিছুই নাই বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু;—রক্ত যেমন জীবনের জীবন, সেই রূপ কৃষিও জগতের জীবন, কৃষির অভাবে আমাদের একদিনও চলিবার যখন উপায় নাই, তখন উহার বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া ও উহার বিষয় বিশিষ্ট আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ যে কাজের অবনতিতে আমাদিগের অবনতির গতি অনিবার্য্য, তাহা কখনই জ্ঞানীর চক্ষে সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে এবং হইতেও পারে না। কৃষির অনুন্নতিতে আমাদের প্রভূত ক্ষতি এবং আহরীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইতেছে। পূর্ব্বকালে বহুকালব্যাপী, এমন কি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও কত অনাবৃষ্টি হইত, এরূপ সচরাচর শুনা যায়। কিন্তু এখন এক বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলে, যে দুরবস্থা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, তখন দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতেও এতাদৃশ কষ্ট হইত না। অতএব ক্রমশঃ কৃষিবিষয়ে আমাদিগের অবনতি হইতেছে ইহা কে না স্বীকার করিবেন? যদি দৈবক্রমে দুই তিন বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কি ভয়ানক অবস্থা হয়, তাহা ভাবিতে হৃদয় কম্পিত এবং লিখিতে লেখনীও হস্তচ্যুত হয়। প্রভূত ধন রত্নাদিতে যখন সে অবস্থার প্রতীকার কিছুই হয় না, তখন কৃষিকার্য্যের নিকট ধন রত্নাদিও অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উদর না চলিলে ধন রত্নও দূরের কথা—বিদ্যা, বুদ্ধি, কবিত্ব, পাণ্ডিত্যও অকিঞ্চিৎকর হয়।

নিরক্ষর সম্পূর্ণ অজ্ঞ কৃষক শ্রেণীর দ্বারা যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত। ভারত মৃত্তিকা স্বর্ণ-প্রসূ বলিয়া এখনও রক্ষা। অন্য দেশের মৃত্তিকা হইলে বোধ হয়; এত দিন আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত! যেবিজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বাণিজ্য হইতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহার কিয়দংশ ইহাতে ব্যয় হইলে আমাদের আর অভাব কি? কৃষিকার্য্যে বিদ্যা বুদ্ধি খাটাইবার কি প্রয়োজন, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম সমুপস্থিত জানিতে

হইবে। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে যে লাঙ্গল ধরিতে হয়, এমন নহে। কৃষিতে নাম নাই, যশঃ নাই, প্রতিপত্তি নাই এ কথাও সত্য নহে। নীল-কর, চা-কর, চিনিরকুটির সাহেব প্রভৃতির কি যশঃ প্রতিপত্তির অভাব হইয়াছে? তাঁহাদিগের এক এক জন যে ধন কুবের হইয়া দেশে যাইতেছেন, তাহা কি আমরা শুনি নাই—না—জানি না? হা ভগবন্! আমাদিগের এরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক কেন হইল? কবে আমরা কৃষির আদর করিতে শিখিব!

উদারতা ও মহত্বাদি সকল সদ্‌গুণেই আর্য্যগণ চিরপ্রসিদ্ধ। আর্য্যেরা জগতের লোকের নিকট কখনই অবনত নহেন। যাঁহারা বসুধার সকলকেই আত্মীয় ভাবিতেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চাশয়-করণের পরিচয় আর কোথায় হইতে পারে? কৃষির উন্নতিতেও আমাদের কোনও অভাব ছিল না;—তাই এ গৌরব হইয়াছিল। এক্ষণে কৃতবিদ্যার সংখ্যা যেমন, চাকরীর সংখ্যাও তদ্রোধিক হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও দিন দিন উন্নতির পরিবর্ত্তে অভাব বাড়িতেছে;—নচেৎ আমাদের মধ্যে এরূপ সংকীর্ণতা স্পর্শ করিতে কদাচই সক্ষম হইত না। অপর সাধারণ ত' দূরের কথা, এখন আমরা আত্মীয় স্বজনকে অন্ন দানে কাতর, অতঃপর আরও যে কি হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি?

নিজের উদরপূরণ পশু পক্ষীরাও করিয়া থাকে; কিন্তু,—তাহাদিগের অপেক্ষাও আমরাও অধম। তাহাদিগের স্বাধীনতা আছে। আমাদের দাসত্ব ব্যতীত আর গতি নাই। ধিক্ আমাদের জীবনে! ধিক্ আমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে! বস্তুতঃই এত বিদ্যাতেও যখন জ্ঞান-চক্ষু খুলিল না, এত বিজ্ঞান বুদ্ধিতেও যখন স্বাধীনতা জন্মিল না, তখন যে আমাদের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় থাকিতে হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে?

এ সময়ে স্বাধীনতাজনক কৃষির আলোচনা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিরূপে আমাদিগের শ্রেয়ঃ হয়, কিরূপে আমরা সহজে উন্নত ও লাভবান হইতে পারি। কিরূপ উপায়ে আপনা হইতে দেশের কষ্ট দূর হয়। এবং কি রূপেই বা সাধারণে প্রকৃষ্ট রূপে কৃষির বিষয় অবগত হইতে পারেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ সাধারণকে দেখাইতে থাকিব।

রাম চরণ কর্ম্মকার।

এই প্রবন্ধের শীর্ষ দেশে যাঁহার নাম লিখিত হইল, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাবিহীন এক দরিদ্র কর্ম্মকার। স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে তিনি যে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কোন অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না সত্য। ইহা প্রাণ-নাশী 'মিনিট গান' আবিষ্কার নহে,—মনুষ্যের অপার আশার অসম্পূর্ণ উপকরণ বেলুন-যন্ত্রের কোন প্রকার উন্নতিসাধন নহে,—বিলাসের লালসা ইহাতে মিটিবে না,—শোভা-সৌন্দর্য্যের ইহাতে প্রস্ফুটন হইবে না। ইহা দরিদ্রের আবিষ্কার এবং দরিদ্রের সহিতই ইহার সম্পর্ক। সুতরাং দরিদ্রের জন্য এই দরিদ্র রাম চরণ যাহা করিতে প্রস্তুত, কোন ক্রোর-পতিও তাহা করিতে সমর্থ হইতেন কি না তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল।

সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ এই হল আপনা হইতেই চলিবে, কেবল মাত্র একটী লোক চালাইবার নিমিত্ত আবশ্যক। দেশে গবাদির যে কতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। গো-খাদকের আধিক্য বশতঃ এবং গো-চরের অসদ্গতি নিবন্ধন, বর্ত্তমান সময়ে সবল ও পরিপুষ্ট বৃষ বা গাভি ক্বচিৎ নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। হল-চালনের বা শকটাদি বহনের উপযুক্ত পশু ক্রয় করিতে হইলে প্রত্যেকটী ত্রিশ চল্লিশ টাকার কম মূল্যে পাওয়া যায় না। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এই অর্থ সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তাহার উপর গবাদির পীড়া ত নিত্য ঘটনা। এই পীড়াবশতঃ ক্রীত গবাদি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা অনেক কৃষককে জন্মের মত দরিদ্র হইতে দেখিয়াছি। এরূপ অবস্থায় কর্ম্মকারের হল যে কৃষকগণের পক্ষে মঙ্গলময় আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে কথা এই, দরিদ্র কর্ম্মকারের পক্ষে এই

ব্যবসায় চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুযোগ্য সহযোগী "বেঙ্গলী" দেশীয় ধনীগণকে একটী কোম্পানী গঠিত করিয়া এই কর্ম্মকারের হল-নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা সহযোগীর এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে দেশের ধনবানের যেরূপ মতি গতি তাহাতে কেহ যে এরূপ কোম্পানী গঠনে সম্মত হইবেন আমরা সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না সত্য কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য কোন সদুপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। ব্যাপার বহু ব্যয় সাধ্য। বহু সহস্র মুদ্রা মূলধন না দাঁড়াইলে রীতিমত কল-কারখানা বসাইয়া কাজ চালান হইবে না। তবে ইহা আশা করা যায় যে বিশ্বাসের উপযুক্ত কোন এক ব্যক্তি কিছু মূলধন লইয়া অগ্রসর হইলে অবশিষ্ট অংশ অনায়াসে 'সেয়ার' বা অংশ বিক্রয় দ্বারা সংগ্রহ হইতে পারে।

দুঃখের বিষয় এই হল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমরা এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারি নাই। কিরূপে এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সংবাদ-পত্রাদিতে আলোচনা করা আবিষ্কর্ত্তা বা তাঁহার বন্ধু-বান্ধব গণের উচিত। এরূপ আলোচনা আরম্ভ হইলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শিখিবার ও জানিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। আর এক কথা শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক বলিয়া আমাদের দেশে যাঁহাদের সুখ্যাতি রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ফিরে ইহার উন্নতি সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কোন ইউরোপীয় যন্ত্রিক ইহার এক আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া যেন আবিষ্কর্ত্তার কোন অনিষ্ট করিতে না পারেন। আর দুই চারি জন কর্ম্মকার রাখিয়া প্রত্যহ দুই একটী হল প্রস্তুত করিলে দেশের কোন অভাব মিটিবে না। সেরূপ স্থলে এ আবিষ্কারের কোন মূল্যই নাই।

এই সদুদ্যম কারণে আমরা আবিষ্কর্ত্তা এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে অনুরোধ করিতেছি যাহাতে ইহার জন্য একটী কোম্পানী গঠিত হয় এবং ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে তাঁহারা যেন মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করেন —মেদিনী-বান্ধব।

আর্য্য কৃষিরীতি—হল কথন।

ঈশঃ যুগো হলস্থাণু র্নির্যোলস্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পঞ্চনী চ হলাষ্টকম্॥
পঞ্চহস্তা ভবেদীশো স্থাণু পঞ্চবিতাস্তিকঃ।
সার্দ্ধ হস্তদ্বয় নির্যোলা যুগঃ কণ সমানকঃ॥
লাঙ্গল পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শৌলোহষ্টাঙ্গুলি প্রমাণকঃ॥
পঞ্চ মুষ্টি পঞ্চনিকা অগ্রদ্বিবংশসম্ভবা।
দৃঢ়া শ্লক্ষ্ণা পরিজ্ঞেয়া পরাশরেণ ভাষিতা॥*
লোকুহস্ত চতুষ্কঞ্চ যষ্ঠিঃ পঞ্চকরান্বিকা।
পঞ্চাঙ্গুলোধিকোহস্তো হস্তো বা কালকঃ স্মৃতঃ
অকৃপারসমৃণ্ণা পাশিকা চ নবাঙ্গুলা।
একবিংশক শল্যান্ত বিজ্ঞেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নবহস্তাতু নলিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মসু।
ইতঃ হি চলসামগ্রী পরাশর মুনেস্মৃতা॥
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা শুভদা কৃষিকর্ম্মণি।
অদৃঢ়া দুঃখদানা সা সাবধী বাহনস্য চ।
বিদ্ধ পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ॥

(কৃষি পরাশরে)

ঈশ, যুগ, স্থাণু, নির্যোল, পাশিকা, অড্ডচল্ল, শৌল ও পঞ্চনী এই আটটী হলের অঙ্গ।

* সাড়ে সাত বুষ্টি বা কাংস বা নব বুষ্টিকা ইত্যাদি পাঠান্তর।

ঈশা (ঈষ) পরিমাণ পাঁচ হস্ত, স্থাণু (মুড়ো ও বোটা সমেত লাঙ্গল) পাঁচ বিতস্তি অর্থাৎ সওয়া দুই হস্তের উপর, নিষোল (আঁকড়া) বেড় হস্ত, যুগ (যোয়াল) কর্ণ সমান অর্থাৎ সওয়া তিন হস্ত, পালিকা (কাল) ও অড্ডপ্প (আড় চাল) দ্বাদশাঙ্গুল, শৌল (শোয়ালী) প্রায় এক হস্ত পরিমাণে গাইট শূন্য দৃঢ় এবং সুডৌল ও বংশ খণ্ড হইতে নির্ম্মিত। পাঠান্তরে দুই ও বেড় হস্ত পরিমাণেরও উল্লেখ আছে। (বিলা দেওয়া কার্য্যের সময় ঐ পরিমানের ব্যবহার দেখা যায়।)

যোক্ত্র (যোত) চারি হস্ত প্রমাণ, (আঁকড়োতের পরিমাণ ঐরূপ) রজ্জু (লাঙ্গল দড়ি) পাঁচ হস্ত, কালে এক হস্ত বা এক হস্ত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কালের আকার অর্দ্ধপত্র সদৃশ এবং বিস্তার নয় অঙ্গুল ও বিষ্কম্ভ (বিধা) একবিংশতি পলা (লৌহ নির্ম্মিত দিধা কাটি) দ্বারা নির্ম্মিত এবং মাধিকা (মই) নয় হস্ত পরিমিত হইবে।

এই সকল পরাশর কথিত হল সামগ্রী সুদৃঢ় হইলে কৃষি কার্য্যে শুভদা হয়। অদৃঢ় সামগ্রী দ্বারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাহনের কার্য্য কালে পদে পদে বিঘ্ন হয়।

দ্বাপরে পরাশর কৃষি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তখনও যে ভাবের কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত এখনও প্রায় সেইরূপ যন্ত্রাদিই আছে। আমাদের যেমন দেশ তদুপযুক্ত যন্ত্রই সৃষ্ট হইয়াছে। উহার অনাদর দ্বারা সুবিধাও নাই শ্রেয়ঃও নাই।

হল চালনের শুভ সময়।

অনিলোত্তর রোহিণ্যাং মৃগমূল পুনর্ব্বসৌ।
পুষ্যা শ্রবণহস্তেষু কুর্য্যাদ্ভূমিপ্রসারণম্॥
হল প্রসারণং কার্য্যং কর্ষকৈঃ শস্য বৃদ্ধয়ে।
শুক্লেষু বীরবারেষু শশিভস্য বিশেষতঃ॥

স্বাতী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, শ্রবণা ও হস্তা নক্ষত্রে হল প্রবাহণ করিবে। এই সময়ে হল প্রসারণ করিলে বিশেষতঃ শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবার হইলে কর্ষকের শস্য বৃদ্ধি হয়।

তিথি ও বারাদি বিশেষে পৃথিবীর স্বতন্ত্র ভাবান্তর সমুপস্থিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র ও বারের ভাব কৃষির পক্ষে শস্য বৃদ্ধিরই কারণ।

তিথি বিশেষে হল চালনের ফলাফল।

সুখদা প্রতিপৎকৃত দ্বিতীয়া কার্য্যসাধিনী।
আরোগ্যদা তৃতীয়াচ চতুর্থী কীটকৃৎ সদা॥
পঞ্চমী শ্রীপ্রদা নূনং ষষ্ঠী চ কলহপ্রিয়া।
সপ্তমী স্থানদা ভোগ্যা সুখং হন্তি তথাষ্টমী॥
নবমী শস্যনাশায় দশমী ভূতিদা সদা।
একাদশী তথা কুর্য্যাদ্ধনং ধান্যং মনোরথম্॥
দ্বাদশী প্রাণসন্দেহা সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী পতিং হন্তি পঞ্চদশ্যেব নিষ্ফলা॥

(কৃত্য চিন্তামণি ধর্ম্মতন্ত্রে)

প্রতিপদে হল চালন করিলে সুখদায়ক, দ্বিতীয়ায় কার্য্য সাধন, তৃতীয়ায় আরোগ্যদায়ক, চতুর্থীতে কীট কারক, পঞ্চমীতে নিশ্চিতই শ্রী প্রদায়ক, ষষ্ঠীতে কলহ প্রিয়তা, সপ্তমীতে স্থান ও ভোগ দায়ক, অষ্টমীতে সুখ নাশ, নবমীতে শস্য-নাশ, দশমীতে সর্ব্বদা সম্পদদায়ক একাদশীতে ঐরূপ ধন ধান্য এবং মনোরথ সিদ্ধি, দ্বাদশীতে প্রাণসংশয়, ত্রয়োদশী সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশীতে স্বামী (কর্ত্তা) নাশ এবং অমা পূর্ণিমায় নিষ্ফলা হইয়া থাকে।

যে স্থানে কৃষির সমাদর আছে তথায় শুভ দিনে হল প্রবাহ আরম্ভ করিয়া অমা পূর্ণিমার দিন ব্যতীত যে সে দিনে চাষ দেওয়া রীতি আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অশুভ দিনে হল চালনা না করিলে নিশ্চিতই শুভ হইয়া থাকে। তিথিবিশেষে পৃথিবীর ভাবান্তর হয়, যখন যেমন ভাব হয় তাহা ঈশ্বর নিষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী

আর্য্য মনীষিগণ বিশেষ অবগত ছিলেন। যে যে ভাবোদয়ে হল চালনা করিলে তাহা মৃত্তিকাস্তরে নিহিত হইয়া প্রভূত ইষ্টজনক হয় তাঁহারা সেই সেই দিনেই চাষ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন;

"অমা পূর্ণে বহে হাল। তার দুঃখ চির কাল॥"

(খনা।)

অমাবস্যা পূর্ণিমায় হাল বহন করিলে তাহার চির কালই দুঃখ থাকে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন এদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের চাষ বিষয়ে উন্নতি দেখা যায়, তাহারা অমা পূর্ণিমাদি মানে না। আমরা উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলিতে প্রস্তুত নহি। শাস্ত্র যে পরিমাণ উন্নতিকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন, তাহার নিকট উহা দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে অন্য শ্রেণী অপেক্ষা তাহাদের কৃষি বিষয়ে যে টুকু উন্নতি বলিয়া বোধ হয় তাহা পরিশ্রমের ফল মাত্র। আর্য্যগণ যদি শাস্ত্র মানিয়া ঐরূপ পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত হন অচিরে দিনেই দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদিগের সে উন্নতি কত অধঃদেশে রহিয়াছে।

সৌরিভৌম রবিশ্চৈব কৃষ্যারম্ভে ধনক্ষয়ঃ।

শনি, মঙ্গল ও রবিবারে হলারম্ভে ধনক্ষয় হয়।

বারে শশিজ শুক্রে চ জীবে শীতকরে তথা।

লগ্নে স্ত্রী গো মীন যুগ্মে চ কৃষ্যারম্ভং শুভং বিদুঃ॥

(কৃত্য চিন্তামণি)

সোম বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবারে এবং বৃষ মিথুন কন্যা ও মীন লগ্নে কৃষ্যারম্ভে শুভ জানিবে।

মেষ লগ্নে পশুঃ হন্যাৎ কর্কটে জলজাস্তয়ম্।

সিংহে চৌরভয়ঞ্চৈব কুম্ভে সর্প ভয়ং তথা॥

মকরে শস্যনাশঃ স্যাৎ তুলায়াং প্রাণসংশয়ঃ।

তস্মাল্লগ্নংপ্রযত্নেন কৃষ্যারম্ভে বিচারয়েৎ॥

(কৃষি পরাশরে)

মেষলগ্নে হলচালনা করিলে পশু নষ্ট, কর্কটে জলজাস্তয়, সিংহে চৌরভয়, কুম্ভে সর্পভয়, মকরে শস্য নাশ ও তুলায় প্রাণসংশয় হয়, সেই জন্য যত্নপূর্ব্বক লগ্ন বিচার করিয়া হলারম্ভ করিবে।

দিবসের প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর এক একটী লগ্ন উদিত হয়। এই রূপ দিবারাত্রে মেষ বৃষাদি দ্বাদশটী লগ্ন সমুদিত জানিবেন। যিনি বিশেষ জানিতে চান তিনি বৎপ্রণীত (পবনবিজয় স্বরোদয়ের) দীপিকা দেখিবেন। পঞ্জিকার মতেও যখন যে লগ্ন হয় তাহাও দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া শুভলগ্নে হল চালন করাই আবশ্যক: দুই মত স্থলে,—যিনি যে মতাবলম্বী তিনি তাহা অবলম্বনে নিশ্চিতই শুভ প্রাপ্ত হইবেন। —ক্রমশঃ।—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

চূণ-সার।

(৩১৮ পৃষ্ঠার পর।)

(শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে কর্ত্তৃক লিখিত।)

চূণ বহু পুরাতন হইলেও উহার তেজ ও গরম সহজে যায় না। বহুকালের পুরাতন ছাদের ভগ্নাবশিষ্ট রাবিস মধ্যে যে চূণ থাকে, তাহাতেও দেখিয়াছি উহার গরম বিনষ্ট হয় নাই। নূতন চূণের ত কথাই নাই। কয়েক বৎসর হইল, একবার আমরা নানাবিধ বৃক্ষে চূণ ব্যবহার করি। কিন্তু সদ্যোজাতচূণ প্রয়োগ করায়, গাছের যে সমূহ অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছি। একবার কতকগুলি আমগাছে চূণ দেওয়া যায়, চূণ দিবার দুই চারি দিবস মধ্যে গাছের গোড়ায় জল সেচন করায়, গাছগুলি ক্রমে অবসন্নভাব ধারণ করিল। তাহার আরও কয়েক দিন পরে বৃক্ষের ঘন সবুজবর্ণ পত্র সকল বিবর্ণ হইতে লাগিল। অগত্যা আর কাল বিলম্ব না করিয়া গাছের গোড়া হইতে সাধ্যমত চূণ মিশ্রিত মাটী উঠাইয়া

ফেলিয়া দিতে হইল, এবং চূণের সেই তেজ নষ্ট করিবার জন্য, গাছের গোড়ায় অন্যান্য সার দিয়া গাছকে রক্ষা করিতে হইল। আর একবার ঐরূপ কতকগুলি পাটাকাউ (Thuja orientalis) নামক ২০।২৫টা সুন্দর সুঠাম গাছে চূণের গুঁড়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বের মত কয়েকদিনের মধ্যে গাছ নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইয়া গেল এবং এক মাসের মধ্যে সমুদয় পাতা ঝরিয়া অবশেষে গাছগুলি মরিয়া গেল। এইরূপে আমরা বিশেষ বুঝিয়াছি যে, চূণের কার্য্য সহজ, উদ্ভিদ-শরীরে প্রয়োগ করিতে যাওয়া ভ্রম। তবে যদি নিতান্তই জীবন্ত ও বর্দ্ধনশীল কোন গাছে দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দুই একদিন পূর্ব্বে কোন সারের সহিত চূণ মিশাইয়া এবং মধ্যে মধ্যে উহাতে জল দিয়া প্রথমে চূণের গরম বিনষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

ছাব-ভাঙ্গা রাবিসের কথা যে বলিয়াছি, তাহাতে আমরা বিশেষ উপকার পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহা আমরা সহজ ব্যবহার করি নাই। মাটী ও সারের সহিত অল্প পরিমাণে মিশাইয়া লইতাম। সারের মধ্যে পাওরপোড়া বা বোদমাটিই প্রায় ব্যবহৃত হইত; উল্লিখিত মৃত্তিকা ভূগর্ভ হইতে এক সুবিস্তৃত স্তরে পাওয়া গিয়াছিল। উহা বহুকাল পূর্ব্বের উদ্ভিজ্জ পদার্থের সারাংশ মাত্র। পাওরপোড়া মাটীর বাষ্পীয় সারে ও দাহ্য পদার্থে পূর্ণ, কিন্তু চূণ-সংস্রব ব্যতীত উহার কোন কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে নাই। উক্ত মাটীর বর্ণ ঘন মসীবর্ণ;—আর্দ্রাবস্থায় চটচটে ও পিচ্ছিল এবং শুষ্কাবস্থায় খসখসে ও অতিশয় লঘু, এমন কি জলে ভাসে। তাহা ব্যতীত উক্ত শুষ্কমাটী অগ্নিতে প্রয়োগ করিলে কয়লার ন্যায় জ্বলে। চারাঘর ও প্রদর্শনী (Nursery ও Conservatory) ঘরের তাবৎ টবে রাখিবার উপযোগী নানাবিধ বহুমূল্য দেশী ও বিলাতী গাছ পালার জন্য আমরা ঐ পাওরপোড়া মাটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন উহা ব্যবহার করিতাম, তখন উহার সহিত অল্পাধিক পরিমাণে সেই পুরাতন রাবিস ব্যবহার করিতাম। রাবিস ব্যবহার করিবার অন্ততঃ একদিবস পূর্ব্বে উহাকে উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া হইত; সুতরাং চূণের তেজ অনেকটা হ্রাস হইয়া যাইত। আর একবার একখণ্ড জমিতে চূণ দেওয়া যায়, তাহার প্রায় মাসখানেক পরে উহাতে আলু রোপণ করা হয়। মাটী তখন ভিজা থাকায় চূণের তেজ অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশিতে পারে নাই। সে জন্য অনেক আলুর গাছ বাহির হইয়াও অধিকদিন সুস্থ থাকিতে পারে নাই এবং কতক আলু চূণের সংস্পর্শে থাকিয়া দাগী হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রে চূণ প্রয়োগ দ্বারা আলুর কোন উপকার না হইয়া কতক পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকিলেও পরবর্ত্তী ফসলে কিন্তু তাহার উপকার বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

চূণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত;—

১। মৃত্তিকার জাতি অর্থাৎ উহা বেলে, দোআঁশ, কি এঁটেল?

২। মৃত্তিকা মধ্যে চূণের অংশ কি পরিমাণ আছে।

৩। জমিতে চূণ দিবার সঙ্গে বা পরে উহাতে সমূহ পরিমাণ সার সংযোগ করিতে কৃষক প্রস্তুত কি না?

উল্লিখিত প্রথম দুইটী বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মৃত্তিকা পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, সার না দিয়া কেবল চূণ প্রয়োগ করিলে জমি একবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বিনা সারে চূণ প্রযুক্ত করিলে দুই এক বৎসর জমী হইতে উত্তম ফসল

পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার অবস্থিত সারভাগ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে, সে জমির আশা ভরসা পরিত্যাগ করা উচিত। জমি যাহাতে বরাবর সারপূর্ণ থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। জমিই কৃষকের মূলধন এবং উহার উপস্বত্বই তাহার ভোগ্য। ক্ষেত্র হইতে অপরিমিত ফসল লইয়া উহাতে সার সংযুক্ত না করিলে মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়া হয়, মূলধনও অল্পদিনে নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু যিনি জমির তিনিস জমিতে বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যেক ফসলের জন্য যে পরিমাণ সার পদার্থ জমি হইতে খরচ হইয়া যায়, তাহা উহাতে পুনঃ সংযোজিত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কৃষক এবং তিনিই প্রকৃত মূলধন খরচ না করিয়া উপস্বত্বের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন। আমাদিগের ভারতীয় কৃষককুল যে সারের উপকারিতা বুঝে না তাহা নহে, তবে দরিদ্রতা বশতঃ কার্য্যতঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারে না।

সাধারণতঃ দেখি, কৃষকগণকে প্রায় ঋণ করিয়া চাষ আবাদ করিতে হয়। তারপর গোময় বা গৃহস্থালীর যে সকল উচ্ছিষ্ট তাহাদিগের গৃহে জন্মে হয়, জ্বালানীকাষ্ঠের অভাবে তৎসমুদায় তাহাদিগকে পোড়াইয়া রন্ধনাদিকার্য্য সমাধা করিতে হয়, কিম্বা ঘুটে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপে সারের উদ্ভিজ্জ এবং বাষ্পীয় পদার্থ উড়িয়া গিয়া কেবল তাহার ভস্মাবশেষ থাকে। এই ভস্মাবশিষ্ট মূলপদার্থটাও যদি মাটির সহিত সংযোজিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও অনেক কাজ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়াও ত বায়সাপেক্ষ। এইরূপ নানাবিধ কারণে আমাদিগের কৃষকদিগকে চাষ আবাদের জন্য প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিতে হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি জমির প্রতি এরূপ নির্ভর ব্যবহার করেন, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। আর যদি এইরূপ ব্যবহারই হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে চূণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই না। চূণ প্রয়োগে জমি খারাপ হইয়া যায়, এই যে একটা সাধারণের ধারণা আছে, ইহা ভূ-স্বামীর পক্ষে মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা, সাধারণ লোকে যদি বিনা সারে জমিতে চূণ প্রয়োগ করে, এবং দুই চারি বৎসর তাহাতে আবাদ করিয়া উহার সমুদয় স্বত্ব নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে জমি আর অপর প্রজারা লইবে কেন? আর যদিই লয়, তবে, ৫৲ টাকার স্থানে হয়ত আট আনায় লইবে,—কিন্তু ইহাতেও তাহার ক্ষতি। কেন না তাহার এমন সঙ্গতি নাই যে, বহুল পরিমাণে সার দিয়া উহার পরোক্ষার করে। এই জন্য মুখ্যদিগকে সাধা কথায় চূণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া ভাল নহে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বটে, কিন্তু কৃষি—বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোক বড় বিরল। সমস্ত কৃষিকার্য্যটাই এদেশে দরিদ্র কৃষকদিগের উপরে চাপান আছে। সুতরাং উহার আর কোন উন্নতি ঘটিয়া উঠিতেছে না। চূণের কথা যে আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহা এদেশে সম্পূর্ণই নূতন, চূণ পদার্থটা যে কৃষিকার্য্যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা এদেশের সাধারণে জানেই না। স্থানে স্থানে পরীক্ষা হিসাবে অল্প স্বল্প ব্যবহার হইতেছে মাত্র, সুতরাং ইহার বিষয় জানিবার শুনিবার ও শিখিবার অনেক আছে। ইউরোপেও যে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এখনও ইহা তথায় পরীক্ষার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তথাপি এ পর্য্যন্ত যত কৃষি-রাসায়নিক ও কৃষিকার্য্য-নিরত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহার পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে চূণের কার্য্যকারিতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

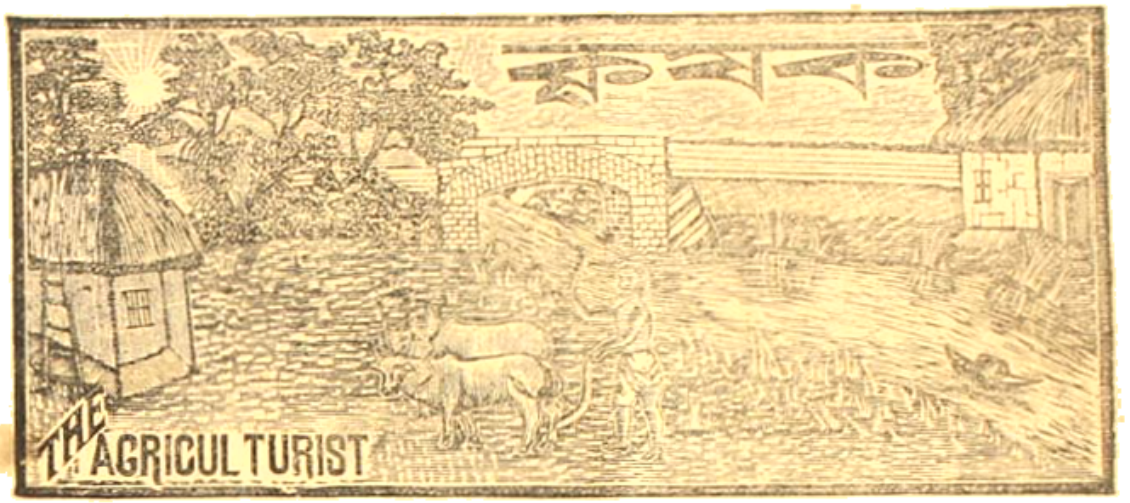

১ম খণ্ড তারিখ ৯ই চৈত্র সোমবার ১৩০৭ সাল। ১৩শ সংখ্যা

সূচী।

[যে প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	৩৫৩
বাহাদুরে কায়েৎ	৩৫৬
মদ	৩৫৭
বিমাতা	৩৫৮
কৃষি সংবাদ	৩৬০
"হিতবাদী"র "কৃষিকথা"	৩৬১
আলুচাষের নূতন প্রণালী	৩৬৩
ওল	৩৬৬
আর্য্য কৃষিরীতি—হলকর্ষন	৩৬৭

কলিকাতা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত রেল খোলা হইবে। লাইনটী বড় গেজের অর্থাৎ ২ ফুট ৬ ইঞ্চ চওড়া হইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

সম্প্রতি প্রকাশ্য ভাবে আদেশ দিয়াছেন যে হাওড়া এবং নোয়াখালী জেলার মধ্যে আর কেহ লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবে না।

তিনি পরিদর্শক সার উইলিয়ম টেট্‌কে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন যে ১ পাউণ্ড চিনিতে আধ পেনী কর বসান সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন।

ইংলণ্ডে রাজার নিজ মন্ত্রণা গৃহে বিগত ১৩ই মার্চ মন্ত্রীবর্গ একত্রিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন।

বাঙ্গলার পশু চিকিৎসা কলেজের (Bengal Veterinary College) তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীর ১৩ জন ছাত্র উপাধি লাভের আশায় পরীক্ষা দিয়াছিল। সকল গুলিই পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

হিন্দুদের পুণ্য ক্ষেত্র কাশী ধামে প্লেগের প্রকোপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর রোগে প্রত্যহ দুইজন করিয়া কাশীবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ কিন্তু তে সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহা বলিতেছেন।

কলিকাতায় প্লেগ দিনদিন বাড়িতেছে। প্রত্যহ ১৪।১৫ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার রোগে ৫ বৎসরের মৃত্যুর হার গড়ে প্রত্যহ ১০৭ জন মাত্র। কিন্তু আজকাল সহরে প্রতিদিন ২২০। ২২২ জন মারা যাইতেছে।

খনিপরীক্ষক (Inspector of mines) মিঃ রীড সাহেব গত মঙ্গলবার কলেরা রোগে মারা পড়িয়াছেন। তিনি নেলোরে অবস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। বুধবার মান্দ্রাজের পুলিশ কমিশনার কলিকাতা অফিসে তার যোগে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাঙ্গরের তিনজন লোক লুকাইয়া অহিফেন লইয়া যাইতেছিল, ধরা পড়ায় প্রত্যেকের ৩০০৲ তিনশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে ছই মাস করিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত শ্রীঘর বাস করিতে হইবে।

১৩ই মার্চ করাচি হইতে সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে করাচি বন্দরের উপর মানোয়া কোর্টের ছই জন ককির বেলা তিনটার সময় স্নান করিতেছিল। ঐ প্রাচীর হইতে একজন শান্ত্রিরক্ষক জিজ্ঞাসা করে যে "তাহারা কে"। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া উভয়ের মধ্যে একজনকে গুলি করিয়া ফেলে।

কলিকাতার যাদুঘরে গত ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বসমেত ৪৬৪৪৭ জন ব্যক্তি দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৬৮৯ জন ইউরোপীয় পুরুষ ও ২৫৩ জন ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন। দেশীয়দিগের পুরুষ সংখ্যা ৩৫৯২৯ এবং স্ত্রীলোক সংখ্যা ২৭৭৬ জন মাত্র। ফেব্রুয়ারী মাসে মোটে ১৯ দিন মাত্র যাদুঘর খোলা ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২৪৪৪ জন করিয়া লোক যাদু ঘর দেখিয়াছিল।

ঢাকা হইতে একব্যক্তি লিখিতেছেন যে ঢাকার উকিল মোক্তারগণ নোয়াখালির মিঃ হুজ পেনেলের আদেশী পদচ্যুতি আদেশ (Suspension order) ভুল প্রকাশ করিতেছেন। পেনেল সাহেব ঢাকার এডিসনেল জজ (Additional Judge) ছিলেন। পেনেল সাহেব স্বাধীনচেতা। তাঁহার ন্যায়পরতা ও নির্ভীক কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে ঢাকার উকিল মোক্তারগণ ও জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সোনার পুরের ভাঙ্গ কুমার বিশ্বাস এবং তাহার স্ত্রীর নিকট ঐ গ্রামের জনৈক বিধবা তাহার সমস্ত সম্পত্তি (প্রায় ১০০০৲ এক সহস্র টাকা) রক্ষিত রাখে। পরে বিধবা নিজ সম্পত্তি ফিরাইয়া চাহিলে বিশ্বাসের পো নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রক্ষিত সম্পত্তির কথা একবারে অস্বীকার করিল। বিচার ফলে বিশ্বাসের ছয় মাস এবং বিশ্বাস পত্নীর তিন মাস কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসাদেশ হইয়াছে।

বিগত বুধবার বড়লাট শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের সমস্ত বিভাগ সকল শ্রেণী পরিদর্শন করেন ও সকল শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দকে ও তাহাদের অধ্যাপককে যথাযোগ্য প্রশ্নাদি করিতেও ছাড়েন নাই। সকল নিজে দেখিবেন, সকল কার্য্য নিজে বুঝিবেন এইটীই আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের প্রকৃতিগত স্বভাব। তিনি যেখানেই যান সর্ব্বত্রই এই স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। উক্ত কলেজের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

রেলের ভাড়া।—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্ত্তৃপক্ষ ১লা এপ্রেল হইতেই মাশুলের ভাড়া কমাইয়া দিবেন। নিয়ম হইল, প্রায় ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে প্রতি মাইলে দিতে হইবে ১৮ পাই অর্থাৎ দেড় আনা; দ্বিতীয় যাত্রীকে ৯ পাই অর্থাৎ তিন পয়সা; মধ্যমশ্রেণীর যাত্রীকে ৬০ পাই বা এক পয়সার কড়া কম অধিক; তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে ২০ পাই বা এক পয়সার কড়া কম কম। ৩০০ মাইলের অধিক হইলে, প্রত্যেক অতিরিক্ত মাইলে প্রথম শ্রেণীর ১২ পাই বা এক আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬ পাই বা আধ আনা; মধ্যম শ্রেণীর ৩ পাই বা এক

পয়সা ; তৃতীয় ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রত্যেক অতিরিক্ত মাইলে ২ পাই বা আধ পয়সার একটু অধিক। আর ৬০০ মাইলের অধিক হইলে প্রত্যেক অতিরিক্ত মাইলে ১। পাই বা আধ পয়সা।

পেনেল সাহেবের রায় সমস্ত বাহির হইয়াছে। তিনি রায়ে অনেক অবান্তর কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মনের কথা সকল বাহির করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার নির্ভীকতা সারল্যিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের দোষকালন ও প্রেষ্টিজরক্ষণ নীতি হইয়া এতকাল সংবাদপত্র সমূহে যে সকল আন্দোলন হইত, এক্ষণে সরকারী কর্ম্মচারী সিবিলিয়ান হক সাহেব কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে পেনেল সাহেবকে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ছোটলাট হাইকোর্টের বিচারপতিগণের উপদেশানুসারে পেনেল সাহেবকে অন্যায়ভাবে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। রায়ে যে সকল গুপ্তকথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এতদিন আমাদিগকে কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, কেবল কথায় মাত্রেঃ মাল্‌ভর্নীন্ উদারনীতির ভাণমাত্র করিয়া আসিয়াছেন, কাজের সময়ে ভিতরে ভিতরে কেবল আশ্রিত দোষকালন-চেষ্টায় ও প্রেষ্টিজরক্ষা ব্যাপারে বিচারকার্য্য কলঙ্কিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আর যদি পেনেল সাহেবের কথা মিথ্যা হয় তবে তাহার শুদ্ধও হউক। আর তাঁহার কথা সত্য হইলে যে সকল রাজপুরুষ বিচারপদ্ধতি স্বেচ্ছাচারিতায় কলঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একেবারেই কর্ম্মচ্যুত করা হউক। পেনেল সাহেবের রায় পড়িয়া ও তাঁহার নির্য্যাতন দেখিয়া যদি প্রজার মনে অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের উদ্রেক হয় তবে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অমঙ্গলজনক। অতএব আমরা বড়লাটের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন পেনেল সাহেবের বিচার প্রকাশ্য কমিসন দ্বারা সম্পন্ন করান।

বড়লাট সভার সমস্ত মাননীয় কটন সাহেব আসাম অঞ্চলে চা-বাগিচার কুলিদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য বড়লাট সভায় পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়া চা-কর সাহেবদিগের ও তাঁহার স্বদেশীয়বর্গের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বজাতিবর্গের বিরাগভাজন হইলেও ন্যায়ানুরোধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য এবং তাহাই করিয়াছেন। আসামে অধিক দিন অবস্থান করিয়া আসাম কুলি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান দ্বারা তিনি ঠিক করিয়াছেন যে আসামে চালানি কুলির বেতন বৃদ্ধি হওয়া অত্যাবশ্যক ; নতুবা আসামে ভাল কুলি আমদানী হইবে না—সামান্য মাহিয়ানায় লোভে কেন তাহারা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিবে ? দেশেও ত তাহাদের ৮৲ টাকা, ৫৲ টাকা আয় হইতে পারে বা নিকটবর্ত্তী কয়লার খনিতে পাটের কলে ভাল চাকুরি মিলিতে পারে। কটন সাহেব দেখাইয়াছেন যে ইহাতে আপাততঃ চা-করদিগের কিছু লোকসান হইয়া ভবিষ্যতে ভাল কুলি মিলিলেও তাহাদের উপকার হইবে। বড়লাট সাহেব মহামতি কটন সাহেবের যুক্তির ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করিয়াছেন। এবং যাঁহারা তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। বড়লাট বাহাদুর কটন সাহেবের উদারনীতির পক্ষ সমর্থন করিলেও কুলিদের পক্ষে বিশেষ একটা সুবিধা করেন নাই। কুলিদের চারি বৎসরের জন্য একরার নামা (agreement) দিতে হয়। বড়লাট স্থির করিলেন যে তাহারা যেমন হার আছে তেমনি প্রথম বৎসর পাইবে অর্থাৎ পুরুষ ৫৲ টাকা ও স্ত্রীলোক ৪৲ টাকা। দ্বিতীয় বৎসর তাহাদের ।০ আনা হারে বেতন বৃদ্ধি হইবে। তৃতীয় বৎসরেও তাহারা ৫৷৷০ টাকা ও ৪৷৷০ টাকা হারে পাইবে এবং চতুর্থ বৎসর সাবেক নিয়মানুসারে ৬৲ টাকা ও ৫৲ টাকা অর্থাৎ ৬৲ টাকা পুরুষ ও ৫৲ টাকা স্ত্রীলোক পাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই আইন পাশ হইলেও দুই বৎসর কাল ইহা প্রচলিত হইবে না, সাবেক আইনেই চলিবে। হইতে পারে বড়লাট এই আইনে সাম্যনীতির অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু কুলিদের প্রতি কতটা সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন তাহা বলা যায় না।

বাহাত্তুরে কায়েৎ।

কায়স্থের মধ্যে কুলীন তিন ঘর; ঘোষ, বসু, মিত্র। শ্রেষ্ঠ মৌলিক আট ঘর; দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ গুহ, দাস।

ঐ ১১ ঘর ভিন্ন আর ৭২ ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে নাম সকলের সকলে জানে না, কোন সূচিত পুস্তকেও দেখি নাই, এই জন্য মহাশয়ের পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য পাঠাইলাম।

বাহাত্তুরে কায়স্থের তালিকা।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, অদিত্য, চন্দ্র, সোম
৬ রক্ষিত, রাহুত, আঢ্য, খান, ঘোষ, ঘোষ
৬ বর্দ্ধন, অর্জ্জুন, রাজ, রাহা, রাহা, দাস
৭ উই, পুঁই, ওই, গুই, পাল, পাল, সাম
৭ নন্দ, নাগ, গোহা, গোহা, গণ, মল, গুপ্ত
৭ রাণা, ধানা, সানা, নাথ, ঐ, পৈ, কুণ্ডু
৭ হিল, দিল, বিল, দীল, সরব, সূর, কেশ
৭ ধর, গুল, বাণ, তুণ, তেজ, শক্তি, বেশ
৭ গুপ্তি, বোড়া, আঢা, ভাদে, ভাদরা, বেউতি, ধর
৭ ক্ষীণ, বশ, দাহিড়, ভদ্র, ভূত, ভদ্র, ঘোড়
৪ আহিত, বহল, কীর্ত্তি, চাকি
একুন করে বাহাত্তর ঘর লিখি

শ্রীহরানন্দ দত্ত।

আহার।

বর্ত্তমান অবস্থা।—আমাদের দেশের লোকের আহার এক্ষণে যতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আহারের সহিত তুলনা করিতে গেলে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের আহার এক্ষণে কেবল নুন আর ভাত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা শুধু ভাত খাই না; ডাল, ঘি, দুধ, তরকারি, মাংস এবং মাছও খাইয়া থাকি। এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যে ডাইল খাই, তাহা ডাইলের জলমাত্র। সাহেব একজন আমাদের ডাইল পান করিয়া খাইবে। আমরা আধসের ডাইলে জল মিশাইয়া ৮।১০ জনে খাই। দুধ যাঁহারা খান, তাঁহারা এত অল্প খান যে, গরীব লোকে যেরূপ দুধের ছিটা দিয়া চা বিস্কুট খায়, তাহা অপেক্ষা বড় সের দুধ খাই তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সাদা জল বলিলেও চলে এই দুধে ও ঘৃতে এখন পুষ্টের ভাগ আদৌ কি থাকে নাই। ইহার কারণ গোরুগুলি অনাহার ও অনাহারের জন্য খারাপ হইয়া যাইতেছে। যে দেশে মানুষে খাইতে পায় না, সে দেশে গোরুতে ভাল খাইতে পাইবে, কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে এরূপ আশা করা অন্যায়।

এই গেল ডাল, ঘি, দুধের কথা। ডাল তরকারী, আলু, কচু, ওল, কপি ইত্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে বেশ পরিমাণে খাইতে পাই না। মাংস বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন খাই কিনা সন্দেহ; যখন খাই তখনও অনেকটা জল ও তরকারীর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প একটু মাংস খাই মাত্র।

মাছ আমরা যে পরিমাণে খাই তাহাকে মাছ খাওয়া না বলিলেও চলে। দুই এক টুকরা মাছ ও খানিকটা হলুদগোলা জল। অন্য দেশের লোক আমাদের মাছ খাওয়া দেখিলে হাসে।

একজন সাহেবকে কোন বাঙ্গালী ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তার তাঁহাকে মাছ খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যারাম কমিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন আমি মাছ খাইতে পারি? ডাক্তার বলিলেন—হাঁ, পারেন, একটু হিসাব করিয়া খাইবেন। পরদিন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—সাহেব আপনি কি খাইয়াছেন? সাহেব বলিলেন আমি দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়াছি! ডাক্তার বলিলেন, আমি আপনাকে হিসাব করিয়া খাইতে বলিলাম, আপনি কিনা দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়া বসিলেন; আপনার ত আজিই ব্যারাম বৃদ্ধি হইবে।

সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমি হিসাব করিয়াই খাইয়াছি—আপনার হিসাব নাই। আমরা রোজ মাত্র সাতসের একসের ভেড়ার খাই। আমাদের পক্ষে দুইটা ইলিশ মাছ খাওয়া বেশী খাওয়া নহে, আটাদুই বার (হাত দিয়া দেখাইয়া) এতটুকু হইবে। আপনাদের ঐ টুকরা ইলিশ মাছ খাইলে বেশী খাওয়া হয়; একটুকরা বেড়টুকরা খাইলে কম খাওয়া হয়।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের আহার সুল আর ভাত মাত্র। আর আর যাহা খাই, তাহা উপকরণ বা চাটনীস্বরূপ। এই ভাতও গরীব লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং সঙ্গতিপন্ন লোকে পুরাতন চাউলের মাড় ফেলিয়া দিয়া নিতান্ত অসার করিয়া খান। সাহেবেরা ভেড়াকে ছোলা খাওয়ান, সুতরাং আমাদের আহার তাহাদের ভেড়ার আহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমানের আহার ভাল, তাহারা মধ্যে মধ্যে মাংস খায়। হিন্দুস্থানী হিন্দুর আহার বাঙ্গালীর চেয়ে ভাল—ডাল ও রুটী। হিন্দুস্থানী মুসলমানের আহার ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল—ডাল, রুটী ও অল্প মাংস।—ক্রমশঃ।—শ্রীশ্যামলাল দত্ত।

মদ।

(মদের সহিত দুই একটী কথা।)

মঙ্গলাচরণ।

মধুর নয়নে মধুর চাহনি মধুর মধুর লাগে।
মধুর আশায় রূপপারাবার হৃদিমাঝে যেন জাগে।
রূপের ঝরণা হইতে কত মধু ঝরে ভ্রমে অলি কত শত।
যে মধু লাগিয়ে সংসার ছাড়িয়ে বিরাগী জনম মত।
সাধু মহাজন মধুর কারণ জাগেন নিবল নিশি।
তপস্যাতরুতলে তাড়িত অনলে মগ্ন যোগাসনে বসি।
এমন জনম হেলায় হারাণু কেবল অলসঘোরে।
অমিয় লভিতে লভিনু গরল সংসার নেশার ঘোরে।

আর কি এমন জনম হইবে আর কি সকল আশা। হারানে রতন মেলে কি কখন কেবল যাওয়া আসা। যেমন সাধনা তেমনই ফল ফলিবে করম গাছে। বিবাদে মলিন কলিজে যোগিন আরও কি ললাটে আছে।

কেন মন? তোমায় একটী কথা বলি। না হয় তবে তোমায় একটী কথা বলি। তোমা অপেক্ষা জগতে আমার অন্য সুহৃদ নাই, তাই তোমায় এই সাধের কথা বলি। আমি পাপ করি, বা পুণ্য করি, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তাই তোমায় এই সাধের কথাটী বলি। কথাটী কি জান? আমার মদ খাইতে বড় ইচ্ছা হয়। এই বৃদ্ধ বয়সে একটু মনের মত মদ খাইয়া মাতাল হইতে বড় ইচ্ছা হয়। তুমি বলিবে যে, এ বুড় বয়সে আবার মাতাল হইয়া চলান কেন? যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনেক রকমে, অনেক চলান চলাইয়াছ, আবার এ বুড় বয়সে, চলান কেন? বলিলে কি হয়, আমার কিন্তু একটু মদ খাইতে ইচ্ছা হয়। কেন মদের দোষ কি? না হয় মাতাল হইব, উহাদের ন্যায় অনেক কার্য্য করিব, তাহাতে দোষ কি? মদের নেসা ত ছুটিয়া যায়। ছুটিলে আবার ত ভদ্রলোক সাজিতে পারি! আমি যৌবনের প্রারম্ভে যে মদ খাইয়াছি, কৈ অদ্যাবধি তাহার নেসা ত ছুটিল না? এ জীবনে যে ছুটিবে, আশাও ত দেখি না। এ বিষয়মদ অপেক্ষা সামান্য মদ অনেক ভাল। সামান্য মদের নেসা ছুটে, কিন্তু বিষয়মদের নেসা ত ছুটে না। কৈ এ পর্য্যন্ত ত আমার নেসা ছুটিল না। কত প্রতিজ্ঞা করিলাম, কত উপদেশ পাইলাম, কত গ্রন্থ পাঠ করিলাম, কৈ নেসা ত ছুটিল না। এ জীবনে যে ছুটিবে, তাহারও ত আশা দেখি না। তাই বলিতে ছিলাম যে, আমার একটু মনের মত মদ খাইতে ইচ্ছা হয়। যদি দুই নেসায় একত্রিত হইলে আসল নেসা ছুটিয়া যায়।

সময়ে সময়ে অনুসন্ধান করি, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট-বশতঃ একটু মদ পাই না। কত লোক মদ খাইয়া কত রকম মাতলামি করেন, কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট যে একটু মনের মত মদ পাই না। আমার পোড়া কপাল, তাই সংসারে একটীও লোক নাই যে,

আমার একটু মনের মত মদ যেন, পান করিয়া একবার মাতাল হই। যদিও আমি প্রকৃষ্টরূপে অনুসন্ধান করিতে জানি না, তথাপি সময়ে সময়ে সামান্যরূপ অনুসন্ধান করিয়া থাকি; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ একটু মদ পাই না অথবা কোথায় গেলে পাই, তাহার অনুসন্ধানও পাই না। এমন সুহৃদও কেহ নাই যে, আমায় একটু মদ যেন বা কোথায় গেলে একটু মনের মত মদ পাই, তাহার সন্ধান বলিয়া যেন। একটু মদ খাইয়া মাতাল হইতে আমার বড় ইচ্ছা। কিন্তু কৈ সে আশা পূর্ণ হইবার আশাও ত দেখি না। বোধ হয়, এ জীবনে, একটু মনের মত মদ খাইয়া মাতাল হইতে পারিলাম না। মনের আশা মনেই রহিল।

জ্ঞান প্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন "মাতাল হলে বেতাল পাবি, বৈতালী করিবে কোলে"। হয় ত সেই জন্যই একটু মদ খাইয়া মাতাল হইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু হইলে কি হয়, মদ যে পাই না। অনেক খোঁজা তাঁটী অনুসন্ধান করিলাম, কলিকাতার অনেক দোকান দেখিলাম; কিন্তু মদ কোথাও পাইলাম না। একটু মদ খাইয়া মাতাল হইলে, সংসারের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ নাই; কিন্তু একটু মদ পাই না। সহসা সে মদ পাওয়াও যায় না। আবার পাইলেও, সকল সময় পান করিতে ইচ্ছা হয় না; এই জন্যই সংসারে মাতালের সংখ্যা এত কম।

মদ্যপানে বীরত্ব জন্মে। বীর ভিন্ন সংসারে, কখনও কেহ অসাধ্য সাধন করিতে পারে নাই। মহাবীর হনুমান না থাকিলে, সীতার উদ্ধার হইত না। ভীমার্জ্জুন ভীম পরাক্রম না হইলে, বনবাসী, নিরাশ্রয় পাণ্ডবেরা ভারতে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিতেন না। মহিষাসুর বীর না হইলে, মহাশক্তির অতুলচরণ লাভ করিতে পারিতেন না। বীরত্ব ব্যতিরেকে শত্রুদমন হয় না;—তাই এ বৃদ্ধ বয়সে একটু মদ্যপান করিতে ইচ্ছা হয়। সংসারে আমার শত্রু অনেক; সুতরাং আমিও অনেকের শত্রু। একটু মদ পাইলে, তাহা পান করি এবং মাতাল হইয়া বিশেষ বিশেষ শত্রুর দমন করি। আবার মাতাল হইয়া দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হইতে ইচ্ছা হয়। আত্মা পর, সুখদুঃখ, ধন, মান, সকলই বিস্মৃত হইতে ইচ্ছা হয়। শত শত গ্রাম্য কর্ম্মের ক্লেশ ভুলিতে ইচ্ছা হয়। এমন কি মৃত্যু যন্ত্রণা পর্য্যন্ত অপনয়ন করিতে অভিলাষ জন্মে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। মদ ত পাই না!

মদ খাইলে যন্ত্রণার পাড়া হয় এবং সে যন্ত্রণা পাকিলেই এ সংসার ত্যাগ হইয়া যায়। এজন্যে এ সংসার ত্যাগ করিতে পারিব বলিয়াই একটু মদ খাইতে চাই। তুমি বলিবে যে যদি ইহলোক পরিত্যাগ করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে রজ্জুসন্ধানেও ত ইহলোক ত্যাগ করা যায়। মদের পরিবর্ত্তে কেন এক গাছি রজ্জুর অনুসন্ধান করি না। তুমি বলিবে কেন? আমিও মনের মত একগাছি রজ্জুর অনুসন্ধানে আছি; পাইলে, তাহা আমার গলায় না দিয়া, যাহার প্রসাদ লাভের জন্য মদ খাইতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই শ্রীচরণ বাঞ্ছিয়া, একবারে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে, সে রজ্জু বা মদ কিছুই ত পাইতেছি না।

মাতাল না হইলেও কোন কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। সাংসারিক কর্ম্ম বল, পারলৌকিক কর্ম্ম বল, মাতাল না হইলে কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আবার মদ না খাইলেও মাতাল হওয়া যায় না; সেই জন্যই একটু মনের মত মদ খাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ কোথাও একটু মদ পাই না। কোথা গেলে বা কি উপায় করিলে একটু মনের মত মদ পাই, কেহই তাহার উপায় বলিয়া দেন না!—ক্রমশঃ।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়—ইলসরা।

বিমাতা।

(৩১৭ পৃষ্ঠার পর)

কোন কোন ব্যাধির ন্যায় পাপ সংক্রামক এবং যেরূপ সংক্রামক ব্যাধি স্থান, জল ও বায়ুর অবস্থানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মানব-জীবন

প্রাকৃতিক এবং মানসিক অবস্থানুসারে পাপলিপ্ত হইয়া থাকে। মানদারও তাহাই ঘটিল। হৃদয়ের যাতনা কতকটা লাঘব হইলে পুনরায় পত্র খানি পাঠ করিয়া মানদা বুঝিল কে লিখিয়াছে। কিন্তু তাহার তৎকালিক মানসিক অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং গৃহত্যাগ প্রস্তাবে যেন তাহার অস্থিরহৃদয় কতকটা শান্ত হইল। হায়, মানদা! কেন তুমি সেই মুহূর্ত্তে পত্রহস্তে তোমার পিতার পদতলে পতিত হইয়া হৃদয়ের যাতনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলে না? সত্য, তোমার বিমাতার কঠোর ব্যবহার অসহ্য, কিন্তু তুমি যে জীবন অবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, তাহার পরিণাম অতীব শোচনীয়। সে জীবনে আত্মীয় বন্ধুগণ কপট, হৃদয়বিহীন সুতরাং তাহাদের ব্যবহারও আন্তরিকতা শূন্য।

মানদা কত কি ভাবিল এবং ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, পিতৃগৃহে তাহার সুখ নাই। যদি সুখই নাই, তবে মৃত্যু হয় না কেন? কিন্তু হায়, যাহারা মৃত্যু আহ্বান করে তাহাদিগের মৃত্যু কোথায়? পুনরায় মানদা ভাবিল "মরিব কেন?"—সত্য, যৌবনা বিভাষিত যৌবনের অফুল্ল আশা লইয়া কাহার মরিতে ইচ্ছা হয়! রোহিনী কি মরিয়াছিল? ভাবিল যদি মৃত্যু হইল না, তবে পিতৃ গৃহে এ দুঃখসন্তপ্ত জীবন-যাপনের প্রয়োজন কি? কিসের জন্য? কাহার মুখ চাহিয়া এ যন্ত্রণা সহ্য করা? গৃহ ত্যাগ করাই স্থির করিল এবং এক খণ্ড কাগজ লইয়া লিখিল—"কাল রাত্রি ১২টার সময় যাইব। আমাকে আসিয়া ডাকিও।" এবং কাগজ খানা বহির্দিকে জানালার ফাঁকে রাখিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

নিদ্রা যাও, মানদা! এখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থা হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সংসারে শ্রেষ্ঠস্থানে পরিগণিতা হয়, তোমার তাহা কিছুই হয় নাই। মাতার স্নেহ, পিতার যত্ন বা স্বামীর সোহাগপূর্ণ সদুপদেশ তোমার চরিত্র গঠন করে নাই। সুতরাং অবসর অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমর যে তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইবে সে বিষয়ে বিচিত্রতা কিছুই নাই। নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও! কিন্তু একবার স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখ যে এ যন্ত্রণা অপেক্ষা ভবিষ্যতে কত দুঃসহ যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—একবার ভাবিয়া দেখ যে ভবিষ্যতে তোমার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে হৃদয়ের শোণিত বিগলিত হইবে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের শাস্তি স্বরূপ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলে, কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হইতে হইতেই পুনরায় নূতন পাপে লিপ্ত হইলে! অথবা কে জানে, তুমি যে জীবন অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে তাহাই হয়ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ভীষণ শাস্তি

"সেই হালদার পাশের গাড়ীতে ঠিক যেন তুষারের স্ত্রীর মত একটী স্ত্রীলোক দেখিলাম।" আলমনোগ ষ্টেশন প্লাটফরমে বেড়াইতে বেড়াইতে কামিনী বাবু ধানোরের বাবুকে বলিলেন।

"আজ প্রায় ৩।৪ মাস হইল এখনও যে সে বুলি ছাড়তে না দেখছি।"

"সতই কেন বলনা, মানা, এমন সুন্দর পায়ের গঠন আমি কখন দেখি নাই, যেন বুকে রাখিতে ইচ্ছা হয়—আর তুমি না হয় মাথায় রেখ!"

"কি রকম? কলিকাতার ধারে না আসতে আসতেই যে ধিরেটি কাল হয়ে পড়লে!"

"ঠাট্টা কর, আর ও কথা তুলবো না—তবে আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই সত্য।"

"আচ্ছা চল রেখে আসি। বোধ হয় আমি চিন্তে পারবো। আমি তার মুখ চিনি।"

"তুমি যাও আমি এই খানে আছি। আমার ঘরে কতদিন ছিল—কি জানি হরি চিনিতে পারে।"

"কি? সেই না?"

"না—তুমন ত নয়েছে কিন্তু হাতে যে গহনা দেখলাম। কি রকম আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

"তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে পড়লে দেখছি। আমার দ্বারা যে কাজ হইত না সেটা অপরে করেছে। এখন আর ভোর কিছুতেই নাই। দেখ, নানা তুমি ঐ গাড়ী খানায় যাইয়া আড্ডা কর—কি জানি যদি হাওড়া পর্য্যন্ত না যায়।"

"যদি এর মধ্যে নামে ত কি করব?"

"খোকা হ'লে দেখছি যে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নামবে। এই টাকা রাখ—আর ———"

"Get in Baboo. She is going to start" গার্ড সাহেব বলিয়া দিল। "যাও শীঘ্র উঠ" বলিয়া কামিনী বাবু গাড়িতে উঠিলেন। পরক্ষণেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ট্রেণ আসিয়া হাওড়ায় পঁহুছিল, এবং আমাদের পরিচিত আরোহীগণও গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশন প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কামিনী বাবু বলিলেন—"চাকরটাকে একখানা গাড়ী করিয়া লগেজ লইয়া বাসায় যাইতে বল এবং আমরা চল সঙ্গে যাই।"

সম্মুখে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর অসংখ্য ঊর্ম্মিমালা দীপজ্যোতিরেখা লইয়া খেলা করিতেছে। পরপারে নক্ষত্রখচিত সুনীলগগনপটে কলিকাতা মহানগরীর সৌধশিখরমালা নিম্নে বহুপার্শ্বস্থিত আলোকসংঘাতে অস্পষ্ট চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। জনস্রোত নৌসেতু অতিক্রম করিয়া নগরী অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। আমাদের পরিচিত ব্যক্তিগণও ক্রমশঃ সেই জনস্রোতে মিলিত হইয়া গেলেন।—ক্রমশঃ।

কৃষি সংবাদ।

আগ্রাতে ফুলের মেলা।—গত ৯ই মার্চ আগ্রায় পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

ভ্রমসংশোধন।—গত সপ্তাহে আমরা ভুল ক্রমে লিখিয়াছিলাম—যে ভিকটোরিয়া নর্সারির 'অর্কিড' পুষ্প মেলায় বড়লাট পত্নী লেডী কর্জ্জন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাইবার কথা ছিল। তিনি যাইতে নাই।

প্রয়াগে ফুলের মেলা।—আলাহাবাদে ফুলের মেলা গত ৩রা মার্চ তারিখে হইবার কথা ছিল। কিন্তু মহারাণীর মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া উক্ত মেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর আর উক্ত মেলা বসিবে না।

কলিকাতার এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী।—উক্ত সভা ভারতগবর্ণমেণ্টকে বেটকাক হলের সত্ব বিক্রয় করিয়াছেন। আগামী এপ্রিলমাস হইতে সভার অফিস বেটকাক হল হইতে স্থানান্তরিত হইয়া আলিপুর বাগানে উঠিয়া যাইবে।

চিনি।—রুশগবর্ণমেণ্ট উহার রাজ্যে অপরিমিত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিতে দেন না। ব্যবসাদারগণ প্রতি বৎসর যে পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিতে পারিবে এবং যে মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিয়া দেন। রুশ রাজ্য হইতে কখনও চিনি অন্য রাজ্যে রপ্তানী করা হয় না।

ভিক্টোরিয়া নর্সরী।—শুনিতেছি শ্রীযুক্ত এস, পি, চাটুর্জ্জি সাহেব কলিকাতার নর্সারি কার্য্য হইতে অবসর লইতেছেন। তিনি সিতারামপুরে অনেক ভূমি লইয়াছেন—সেই খানেই থাকিবেন ও সম্ভবতঃ তথায় ফুলাদির কার্য্য করিবেন। তাঁহার নর্সারি যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে।

রবারের কথা।—সাইকেল অথবা বিচক্রযানের পৃথিবীময় বহুল প্রচার হওয়াতে রবারের কাটতি

পরিমাণে বাজার মিলিতেছে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপের কোন সুইডিস কারবারী বাজার প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রস্তুত বাজারে যেরূপ কাজ হইতেছে বরাবর সেইরূপ হইবে। বাজার চাষ ব্যবসায়ীদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

বিনাজপুর :—চাউলের দর ক্রমশঃই চড়িতেছে। তরি-তরকারী মূল্য পাওয়া যাইতেছে না। আলুর চাষও এবার ভাল হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে কৃষকদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। চাষাবাদ ভালরূপ হইতেছে না। ঘনশ্যামপুরে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন একটী এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী খুলিয়াছেন। ডাক্তার কণ্ঠীপ্রসাদ মুখার্জী মহাশয় কৃত কয়েকটী মালিশের ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাধু পণ্ডিত ত্রিলোচন কর মহাশয়ের স্বাস্থ্য আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

বর্দ্ধমান—বনকাটী—আউসুড়ি।—ধান্য আড়াই শের হইয়াছে। ধান্য কিরূপ রকম উৎপন্ন হইল। ধান্য চাউল অতিশয় দর চড়া। প্রায় প্রত্যহ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, বৃষ্টিও মধ্যে মধ্যে হইতেছে। ইক্ষু আড়াই পক্ষে বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। তিলের চাষ খুব ভাল। আম্র-মুকুল শুষ্ক হইয়া গেল। প্রবাদ আছে, "আমে ধান ও তেঁতুলে বান" আম না হইলে ধান হয় না। এবৎসর আম হইবে না।—কৃষক সম্পাদক মহাশয় আপনকার পত্রিকায় জনৈক মহোদয় বাঁকতুলসী ও বালাম ধান্যের বীজের জন্য লিখিয়াছেন। আমি উক্ত ধান্যের বীজ দিতে পারি। আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।—শ্রীসত্যকিঙ্কর পাঠক।

মাদ্রাজে ফুলের মেলা।—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটী প্রবর্ত্তিত কৃষি ও পুষ্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এই মেলা প্রতি বৎসর বসিয়া থাকে। এবার লোক সমাগম মন্দ হয় নাই। এদেশের ন্যায় মাদ্রাজেও ঋতু অনুকূল না থাকায়, ফল ফুলাদি ভালরূপ জন্মিতে পারে নাই। কাজেই মেলাস্থলে মাদ্রাজবাসীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাতে মেলার কর্তৃপক্ষ বা কৃষি বা উদ্যানকার্য্যে রত ব্যক্তিবর্গকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে সকল ফলফুলাদি প্রদর্শিত হইয়া ছিল—তাহা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও —নিকৃষ্ট নহে, এবং তদ্দর্শনে প্রদর্শকের যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি আগামী বৎসর ঋতু অনুকূল হইবে এবং মেলা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত "আলু চাষের নূতন প্রণালী" পাঠ সকলের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে এই প্রবন্ধে অভিনব উপায়ে বীজ আলু হইতে নবোদ্গত গাছ গুলি স্বতন্ত্র করিয়া সেই গাছ গুলি পুতিয়া ও গাছের ডগা কাটিয়া পুতিয়া বীজ আলু তৈয়ারি করিতে শিখাইয়াছেন। এরূপ উপায়ে আজি পর্য্যন্ত কেহ কখন খোল আলু বীজ তৈয়ারি করেন নাই। এদেশের কথা ছাড়িয়া দিন, বিলাতেও আলুবীজ তৈয়ারির এরূপ সহজ সাধ্য ব্যয়সাপেক্ষ উপায় কেহ জানেন বলিয়া শুনা যায় না। প্রবোধ বাবু সাতিশয় কৃষিকার্য্যানুরক্ত ও তিনি কৃষি কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উদ্যমশীল ব্যক্তি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কৃষক কুলের মঙ্গল হইবে। ভাল আলু প্রভৃতির, প্রবোধ বাবুর উল্লিখিত উপায়ে, চাষ হইত, এখনও হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট বঙ্গভূমে গোল আলুর উক্ত প্রকারে চাষ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই বা করা উচিত বিবেচনা করেন নাই। কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে বিশেষ অনুরক্তির জন্য, প্রবোধ বাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ।

"হিতবাদী"র—"কৃষি কথা"।

গত পূর্ব্ব সপ্তাহের হিতবাদী—"কৃষি কথা" শিরোনামা দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 'হিত ও মনোহর কথা দুর্লভ', সুতরাং হিতবাদীর কলেবর মধ্যে মধ্যে কটুকলরবে পূর্ণ হইয়া থাকে।

'কৃষিকথা' প্রবন্ধে সত্যের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।

লেখক উক্ত প্রবন্ধে গভর্ণমেণ্টকৃত কৃষি-কার্য্যের বিস্তার ও উন্নতি চেষ্টায় কোন ফলোদয় হইতেছে না বোধে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের অন্যায়রূপ সমালোচনা করিয়াছেন। "কৃষিকথা" লেখক বিশেষ খবর না রাখিয়াই উক্ত কৃষিপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ যে বিস্তৃত নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকৃত কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে চেষ্টার কোন ফলোদয় হইয়াছে কি না তাহা তৎপ্রকাশিতবার্ষিকবিবরণীপাঠক মাত্রেই জানেন। গভর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা কি প্রশংসনীয় নহে? উক্ত বিবরণী ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রবন্ধ লেখক যেরূপ বিদ্যাটীয় ইংরেজি ভাষার ভয় করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি বিবরণীকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ লেখক কৃষিবিষয়ে এতদূর অজ্ঞ যে "The Indian Agriculturist" নামক কৃষিবিষয়ক পত্র খানা কোথা হইতে কে প্রকাশ করেন তাহার খবরই রাখেন না। তিনি লিখিয়াছেন—

"এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সঙ্গত কৃষিকার্য্য-বিষয়ে জ্ঞান-প্রসারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বহু অর্থব্যয়ে The Indian Agriculturist নামক যে মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার ভাষা এ দেশ-বাসীরা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা উহার ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন বার্ষিক ১৪৲ টাকা দিয়া ঐ পত্র গ্রহণ করিতে পারেন?"

এ আজগুবী খবর তিনি কোথায় পাইলেন? ইহা কি তাঁহার কল্পনা প্রসূত?

উক্ত মাসিক পত্র ষ্টেট্‌সম্যান অপিস হইতে প্রকাশিত হয়, গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন না। বার্ষিক মূল্য ১২৲ টাকা—১৪৲ টাকা নহে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় অত্যাবশ্যকীয় এগ্রিকাল্‌চারেল লেজরস্‌কে (Agricultural Ledgers) —যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন—মলাটের কাগজ খানা চরিত্রাবর্ণ বলিয়া—"পীতবর্ণ পুস্তিকা" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যানুরক্ত ব্যক্তিবর্গ জানেন যে উহাতে কিরূপ আবশ্যকীয় প্রবন্ধ ও চাষ আবাদের পরীক্ষার ফল মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্টের দোষ ধরা আজ কাল যেন অনেকের স্বভাব হইয়া পড়াইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া লিখিত—সুতরাং হিতবাদী সম্পাদক না ভাবিয়া চিন্তিয়া উহা সম্পাদকীয় কলমে স্থান দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টকে যতই দোষ দেওয়া যাউক না কেন, শিক্ষিত সমাজ কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কৃষকের উৎসাহ-বর্দ্ধন না করিলে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মাসিক পত্রিকা ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় বলিয়া "কৃষিকথা" লেখক সন্তুষ্ট নন। কিন্তু সাধারণ কৃষক শ্রেণী অজ্ঞ। উহা বাঙ্গালাতেও প্রকাশিত হইলে, কোন বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

বহুকাল হইতে কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোক দিগের উপর ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে দেশের জমী উর্ব্বরাশক্তিবিশিষ্ট ছিল। তৎকালে লোকেরা অনায়াসে প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমীর উর্ব্বরা শক্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। মূর্খ লোকেরা কৃষি কার্য্য-পরিচালনা করিয়া দেশকাল পাত্র ভেদে কৃষির উন্নতির নিমিত্ত সময়োচিত পরিবর্ত্তন ও অভিনব উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে শিক্ষিতেরা কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর না হইলে উপায়ান্তর নাই। নানা জনে নানাদিকে উদ্ভাবিনীশক্তির পরিচয় দিতেছেন। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, সে বিষয়ে কিন্তু কাহারও লক্ষ্য নাই! তৎপরিবর্ত্তে নিজেও কিছুই করিব না—অপরকে করিতে দেখিলে সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত করিব অথবা অন্য প্রকারে সহায় না হইয়া অন্তরায় হইব—এইরূপ ভাবে চলিলে—কৃষিকার্য্যের উন্নতি সুদূরপরাহত এবং এদেশের কৃষকেরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে।

প্রবন্ধ লেখকের বড় দুঃখ—এগ্রিকলচারিষ্ট (Agriculturist) ইংরাজীতে, বাঙ্গালায় নয় কেন? সরকারি রিপোর্টটি বাঙ্গালায় নয় কেন? তবে কি তিনি চান যে সরকারি সমস্ত কার্য্য এখন হইতে বাঙ্গালায় সম্পাদিত হইবে? ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন এই অভাব দূর করিবার জন্য এই কৃষিবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রখানি বাহির করিতেছেন। ইহাতে (Govt. Agicultural Report, Agricultural Ledgers) গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট ও লেজরের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি এগ্রিকলচারিষ্ট (Agricuturist) গার্ডেনিং ও প্লানটিং (Gardening and Planting) গার্ডনারস্ ক্রনিকল্ Gardener's Chronicle) Journal of the Royal Horticultural Society) জারনাল অব দি রয়েল হার্টিকালচারল সোসাইটী ও এমেরিকান গার্ডেনিং (American Gardening) প্রভৃতি কৃষি বিষয়ক পত্রিকা হইতে সার সঙ্কলন ও সমালোচন বাঙ্গালায় তরজমা হইয়া প্রতিমাসে বাহির হইতেছে। প্রবন্ধ লেখক বোধ হয় তাহার সন্ধান রাখেন না বা রাখিতে চাহেন না, অথচ কৃষিবিষয়ক বাঙ্গালা পত্রিকার অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে এরূপ একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইলেও কয়জন লোক আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। অন্য দেশ হইলে আজ কৃষকের লক্ষাধিক গ্রাহক হইত, কিন্তু "কৃষকের" গ্রাহক অদ্যাবধি ১০০০ পুরে নাই। ১২৲ টাকা, ১৫৲ টাকা মাসিক পত্রিকার কথা দূরে থাকুক ২৲ টাকার এক খানা সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য কত লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আর আমাদের স্বনামখ্যাত দেশহিতৈষী সম্পাদকগণের এমনই স্বদেশানুরাগ যে কৃষকের একপ একখানি সংবাদ পত্রের ভাল মন্দ সমালোচনা করিয়া কৃষককে অনু প্রাণিত করিবার আজিও সময় পান নাই, অথচ যা' তা' একটা প্রবন্ধ বাহির করিয়া অনেকেই সংবাদ পত্রের কলেবর পূর্ণ করিবার জন্য সকলে প্রয়াসী। ধন্য বঙ্গীয় সম্পাদকগণ! ধন্য বাঙ্গালীর একতা!!

আলুর চাষের নূতন প্রণালী।

(শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত।)

দেহ ধারণ করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে থাকাই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য জনসাধারণের পক্ষে অনেক সময় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়া উহা নিত্য আহার্য্য মধ্যে পরিগণিত হয় না। শ্রেণীবিশেষের আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্য দ্রব্যাদিরও এক একটা নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী ও কুটীরবাসী কৃষকগণের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের বড়ই অভাব। ক্ষেত্রজাত ধান্যাদি যে শস্য, তাহাতেই তাহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। এই সকল শস্য জীবন ধারণের উপযোগী বটে, কিন্তু উহাতে সারপদার্থ অতি অল্প পরিমাণে থাকে বলিয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন পক্ষে বিশেষ উপকার হয় না।

তরকারি জাতীয় কসলের মধ্যে ধান্য ও গোধূম প্রধান হইলেও, গোধূম অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ বলিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে উহার প্রচলন অতি অল্প। গোধূম পুষ্টিকর হইলেও, উল্লিখিত কারণে লোকের পক্ষে এক রকম দুষ্প্রাপ্য বলিলেও হয়। তণ্ডুলে উদর পূরণ হয়, কিন্তু শরীর পুষ্ট ও সবল রাখিবার জন্য উহার সহিত আরও একটী উপাদান থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই উপাদানটী এমন সুলভ এবং সহজে সাধারণের প্রাপ্য হওয়া উচিত যে, উহা উৎপন্ন করিতে কৃষকদিগের অধিক ব্যয় না হয়, শ্রম জীবীদিগকেও খাটিয়া করিতে হইলে বিশেষ বা কোন আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। এইরূপ কোন পুষ্টিকর খাদ্য পদার্থ যাহাতে সাধারণের আয়ত্বাধীন হইতে

পারে, সে জন্য আমাদিগের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দেশ মধ্যে বহুল পরিমাণে আলুর আবাদ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যে প্রণালীতে আলুর চাষ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত হইতে বহুকাল সময় লাগিবে, তথাপি উহা প্রজাসাধারণের কসল রূপে পরিগণিত হইতে পারিবে কি না তাহা সন্দেহের কথা। আলুর চাষ করিবার পক্ষে বীজের খরচটী বড় সম্ভব। ইহার আবাদ করিবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ-আলুর মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকার কম নহে। এত অধিক মূল্য দিয়া কয়জন বীজ ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া, দেশ মধ্যে আলুর চাষ সমধিক পরিমাণে বাড়িতেছে না। বীজের খরচটী যদি অতি অল্প হয়, অথবা যদি উহা আদৌ কৃষকের অঙ্গ স্পর্শ না করে, তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্বাস যে, দুই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার চাষে দেশ ছাইয়া যাইবে, দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে আলু ব্যবহৃত হইবে এবং অতিরিক্তাংশ দেশ বিদেশে অন্নান্ন পথ্য দ্রব্যের ন্যায় রপ্তানী হইতে থাকিবে। লেখকের এ আশা আকাশকুসুম নহে, কারণ বহুদিন পরীক্ষার ফলে যে নূতনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহাতে প্রত্যেকের উদ্যানে ও ক্ষেত্রে, অঙ্গিনার কোণে ও গোয়ালের পার্শ্বে অপরাপর শাক পাতার ন্যায় অতি সহজে ও অল্প মাত্র ব্যয়ে সমধিক পরিমাণে বারোমাসই আলু জন্মিতে পারিবে।

আলুর বীজ আলু।—প্রকৃত বীজের সমধিক ব্যবহার না থাকায় বীজ আলু আমাদের জন্য রোপিত হইয়া থাকে। রোপণের প্রচলিত প্রণালী দুইটী—১ম, সদ্য বা আদত আলু; ২য়, আলুর চোক। আলুর চাষ সম্বন্ধে কিছু বলিব না, কারণ এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে। নবপরীক্ষিত প্রণালী বিষয়ে কিছু বলিব। বিগত আশ্বিনের শেষ ভাগে ১৫ বিঘা (বাঙ্গালা দেশের মাপ) জমিতে আলুর আবাদ করা যায়। এক মাসের মধ্যে ক্ষেত্রময় উদ্ভিদরূপে গাছ জন্মিল। এই অল্প কাল মধ্যে প্রত্যেক আলু হইতে ৩।৪টী করিয়া গাছ জন্মিয়াছিল। আলুর উদ্ভিদাংশ ও মূলের গতিবৃদ্ধি কিরূপ, এবং এই সকল নবোদ্গত উদ্ভিদের সহিত বীজ আলুরই বা কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্র হইতে আলুসমেত কয়েকটী গাছ উঠাইয়া লইলাম। প্রয়োজনীয় বিষয় পরীক্ষার পরে মনে হইল যে, এই সকল নবোদ্গত গাছকে বীজ আলু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রোপণ করিলে এবং গাছের ডগা কাটিয়া পুতিয়া দিলে আলু না জন্মিবে কেন? গাছের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম,—কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সময় ক্ষেপণ না করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ১৬ই নবেম্বর তারিখে বীজ-আলু হইতে কতকগুলি গাছ গাছ স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া স্থানান্তরে এক একটী করিয়া রোপণ করিলাম। আর একস্থানে কতকগুলি ডগা এক একটী করিয়া পুতিয়া দিয়া আবশ্যক মত পাট করিতে লাগিলাম।

প্রথমোক্ত গাছগুলি অর্থাৎ যে সকল গাছ গোড়া হইতে স্বতন্ত্রীকৃত হইয়া রোপিত হইয়াছিল, তাহা নূতন স্থানে রোপিত হইয়াও ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়া উঠিল এবং স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অল্প দিন মধ্যেই প্রত্যেকের গোড়া হইতে এক আধটী করিয়া চারা বাহির হইয়া ক্রমে একটী ঝাড় হইল। ফলে প্রত্যেক গাছে ৩।৭টী গাছ জন্মিয়াছিল। মূল-ফসলের যেরূপ পাট হইতে লাগিল ইহাদিগকেও সেইরূপ পাট দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় প্রণালীতে যে গাছ রোপণ করা যায় (অর্থাৎ ডগা কাটিয়া প্রত্যেক যায়গায় ৩টী করিয়া

রোপণ করিয়া যায় তাহা খোঁচা (Cutting ফসলের ন্যায় পাট করিতে হইয়াছিল এবং এই সকল গাছগুলি প্রথম দুইচারি দিন কিছু মিয়াইয়াছিল, কিন্তু পরে মাটির সহিত লাগিয়া গেলে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে লাগিল। ইহাদিগকেও যথা নিয়মে পাট করিতে লাগিলাম।

পরীক্ষা করিয়া অবধিই বড়ই কুতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সেই পরীক্ষার স্থানটা পরিদর্শন না করিলে শান্তি হইত না। যাহা হউক ফসল-কাটের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে উভয় খণ্ড ক্ষেত্র হইতেই কতকগুলি গাছ সমূলে উৎপাটন করিয়া দেখি যে, সকল গাছের গোড়াতেই আলু জন্মিয়াছে, এবং প্রথমোক্ত পরীক্ষাক্ষেত্রের আলুগুলি সংখ্যায় বা আকারে মূল-ক্ষেত্রের আলু অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয় নাই। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে মূল ক্ষেত্রে ১৫।১৬ই অক্টোবর তারিখে বীজ রোপিত হইয়াছিল এবং সে ক্ষেত্রের আলু এখনও জমি হইতে উঠান হয় নাই। কিন্তু এই উপ-ফসল ১৬ই নভেম্বর রোপিত হইয়া ১লা ফেব্রুয়ারী সংগৃহীত হয়, সুতরাং ইহা জমিতে আড়াই মাস, অথবা দিন গণনায় ৭৭ দিবস মাত্র থাকিতে পাইয়াছিল। ইহা হইতে আমার বিশ্বাস যে যে সময়ে মূল-ফসল রোপিত হইয়াছিল—এবং যত দিন উহা ক্ষেত্রে থাকিতে পাইতেছে, পরীক্ষার ফসল যদি ততদিন জমিতে থাকিতে পায়, তাহা হইলে মূল-ক্ষেত্রস্থিত ফসল অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক এবং আকারে অপেক্ষাকৃত বড় বড় আলু জন্মিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়-ফসলের আলু সংখ্যায় অধিক হইয়াছিল কিন্তু আকার তত বড় হয় নাই; আকার বড় না হইবার কারণ এই মাত্র দেখিতে পাই যে, সময়ের অল্পতা এবং কাটা-ডগার শিকড় বাহির হইতে কাল বিলম্ব। মূল ফসলের সহিত এক সময়ে শিকড়যুক্ত ডগা তৈয়ার করিয়া যদি বসাইতে পারা যাইত, তাহা হইলে এ সময় নষ্ট হইত না। অপরন্তু ডগা ও আলু-বীজ এক সময়ে রোপণ করিলে ডগার শিকড় শীঘ্র জন্মিত—এ কথা উদ্যান-তত্ত্ববিদগণ (Horticulturis) অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেকের বিশ্বাস যে, আলুর চোই কেবলমাত্র আলু জন্মে, কিন্তু ডগার গাছ উৎপাটন করিলে দেখা যায় যে গাছের প্রত্যেক গাঁইতে (Nodes or joints) আলু জন্মিয়াছে। ফলতঃ ইহার দ্বারা সংখ্যার পরিমাণ বাড়িবে এবং ডগার গুণে আকার ও মাতৃগা বাড়িবে।

উল্লিখিত প্রণালীমতে আলুর আবাদ করিলে কি কি উপকার লাভ হইতে পারে তাহাই এক্ষণে বলিব। ১ম—অল্প বীজেই সমধিক পরিমাণে আবাদ করিতে পারা যাইবে। যে সময়ে আলুবীজ ক্ষেত্রে রোপণ করা যায় (আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে), তখন আলুর মূল্য অতি অধিক হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন চাষী লোকে ত উহার আবাদ করিতেই পারে না,—মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ লোকেও অধিক পরিমাণে করিতে পারে না। কিন্তু এই উপায়ে আবাদ করিবার জন্য অল্প পরিমাণ বীজ কিনিয়া ভাদ্র মাসে কোন উচ্চ স্থানে যদি রোপণ করা যায় এবং ২০।২৫ দিন পরে যখন উহাতে চারা সকল উদ্গত হইয়া বাড়িয়া উঠিবে, তখন ক্ষেতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই গাছ এক একটা করিয়া রোপণ করিলে, বীজ আলু অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ জমিতে আবাদ করিতে পারা যাইবে। তাহার পর, আবার কতকগুলির ডগা কাটিয়া দ্বিতীয় প্রণালীতে রোপণ করিলে আরও অধিক পরিমাণে জমির আবাদ হইবে। দ্বিতীয় লাভ এই যে—গাছ পুনরুদ্ভিরিত করিলে অথবা কলম করিলে গাছে একটা নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়, গাছ সমধিক বলবান হয়, সুতরাং ফসলের পরিমাণ ও গুণ বাড়িয়া

থাকে। তৃতীয়, বীজ আলুর ফসল উঠিয়া গেলে গাছগুলি নষ্ট হয়, শুকাইয়া যায় এবং কোন কাজে আসে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি সেই ক্ষেত হইতে ঐরূপে ডগা কাটিয়া আনিয়া অথবা ক্ষুদ্র চারা স্বতন্ত্র করিয়া পুনরায় রোপণ করা যায়, তাহা হইলে বারোমাসই আলুর আবাদ চলিবে এবং গরীব, গৃহস্থ বা চাষীদিগকে আর বীজের জন্য ভাবিতে হইবে না। প্রতিবাসীর নিকট হইতে কতকগুলি ডগা চাহিয়া আনিয়া ক্ষেতে বা অঙ্গিনায় রোপণ করিতে পারিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে আরও যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার বিবরণ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ওল।

ওল আমাদের দেশে বন-জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু সে গুলি আদৌ ব্যবহার করা যায় না। যদিও ওল জন্মাইবার জন্য বেশী যত্ন ও পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হয় না, তথাপি অনেক স্থানে কৃষিজাত ভাল ওল পাওয়া যায় না। উপযুক্ত মৃত্তিকা ও সামান্য যত্ন পাইলেই ওল সাধারণতঃ ৮।১০ সের পরিমাণ হইতে দেখা যায়; অনেক স্থলে এক একটী ওলকে অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে ওল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে হাবড়া জেলার সাঁত্রাগাছির ওল সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ওল মুখ-রোচক ও সুস্বাদু তরকারী। আমাদের পরিবারে ওলের ডালনা প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য তরকারী প্রস্তুত হয়। ওলের শাকও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ওলের গুণও যথেষ্ট; ইহা রেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও অরুচিনাশক। অনেক ব্যক্তিকে রীতিমতরূপে ওল ব্যবহার করিয়া অর্শব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

মৃত্তিকা নির্ব্বাচন ও চাষ।—বেলে বা সমতল বালিবিশিষ্ট মৃত্তিকাই ওল চাষের পক্ষে প্রশস্ত। সোঁতা বা ছায়াবিশিষ্ট ক্ষেত্রজাত ওল এরূপ অপকৃষ্ট হয় যে, খাইবামাত্র মুখ চুলকাইতে থাকে। সেইজন্য যেখানে রীতিমত রৌদ্র লাগে এরূপ উচ্চভূমিতে ওল রোপণ করা কর্ত্তব্য। বৈশাখ মাসে অমিষ্টি ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া বেশ করিয়া চাষ করিবে। তৎপর দুই হাত অন্তর এক একটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে বেড়হাত অন্তর এক একটী গভীর গর্ত্ত করিবে। গর্ত্তগুলি যত গভীর হইবে, ওলগুলিও সেই পরিমাণে বড় হইবে। পরে, ঐ সকল গর্ত্তের আন্দাজ তিনভাগ সারমাটিতে পূর্ণ করিয়া দিবে। তৎপর বৈশাখ মাসের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে ঐ সকল গর্ত্তে মুখী রোপণ করিয়া দিবে। চারা বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পরে চারার গোড়ায় মৃত্তিকা দিয়া অবশিষ্ট ভাগ বেশ করিয়া চাকিয়া দিবে। ওল লাগাইবার পর একবারেই বৃষ্টি না হইলে ৮।১০ দিন পর চারার মূলে সামান্য পরিমাণে জল দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। ওলগাছের গোড়ায় বেশী জঙ্গল হইলে মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ওলের ডাটা কাটিলে তেজ কমিয়া যায়, সুতরাং ওল বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে।

ভাদ্র মাস হইতে ওল তুলিতে পারা যায়, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া তুলিলে ওল খুব বড় ও অধিক সুস্বাদু হয়।

ওল তোলা হইলে আগামী বৎসরের জন্য মুখী তুলিয়া একটী অনাবৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। রৌদ্রে কিম্বা অত্যুত্তাপে ফেলিয়া রাখিলে মুখী নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।—শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ নন্দী।

আর্য্য কৃষিরীতি—হল কথন।

(৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

হল চালন বিধি।

শুভেঽহর্কে চন্দ্রযুক্তে শুক্লযুগ্মেন বাসসা।
শুক্লপুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজয়িত্বা যথাবিধি॥
পৃথিব্যাঃ হলসংযুক্তাং পৃথুঞ্চৈব প্রজাপতিম্।
অগ্নেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভূয়ো দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্॥
কালাগ্রং স্বর্ণ সংযুক্তং কৃত্বা চ মধুলেপনম্।
অহেঃ ক্রোড়ে বামপার্শ্বে কুর্য্যাদ্ধলপ্রসারণম্॥
স্মরেদ্বো বাসবো ব্যাসঃ পৃথু রাম পরাশরঃ।
সম্পূজ্যাগ্নিং দ্বিজং দেব কুর্য্যাদ্ধলিপ্রসারণম্॥

রবি ও চন্দ্রশুদ্ধ দিবসে, শুক্ল যুগ্ম বস্ত্র, শুক্ল পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধি (গৃহেশাদি ও ক্ষেত্র পালাদি) হল সংযুক্তা পৃথিবী, পৃথু ও প্রজাপতির পূজা করতঃ অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিবেন। এবং কালাগ্রে স্বর্ণ স্পর্শ করতঃ (ঘৃত বহ্নি ও আজ্য প্রদান ও) মধু লেপন করিয়া সরস ক্ষেত্রে (কৃষকের) বাম পার্শ্বে (উত্তর মুখে) হল চালন করিবেন। হল চালনের পূর্ব্বে বাসব, ব্যাস, পৃথু, রাম ও পরাশরকে স্মরণ করিয়া অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতে হইবে। বাসবকে অর্ঘ্য দান করিবার বিশেষ মন্ত্র আছে। উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা ;—

শুক্ল পুষ্প সমাযুক্তং দধিক্ষীরসমন্বিতম্।
সুবৃষ্টিং কুরু দেবেশ! গৃহাণার্ঘ্যং শচীপতে!॥

বাঢ় দেশে বাড়ীতে পূজা কার্য্য সমাধানান্তর ক্ষেত্রে হল চালন করিতে যাওয়া রীতি আছে। হল চালনার্থে যাত্রা, কালীন পথে যাত্রা বিরুদ্ধ ব্যাপার দর্শন হইলে হল চালনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই সময় শুভযাত্রার অঙ্গ সকল সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যাত্রা-কালীন যে গুলি ইষ্ট এবং যাহা স্মরণাদিতেও শুভ হয় এ স্থলে তাহা বলিতেছি ;—

শুভ যাত্রার সদুপায়।

বেদুর্ব্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তো বহ্নিঃ।
দিব্যা স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা॥
সদ্যোমাংসংঘৃতংবা রবিমধুসহিতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যম্।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বা ফলমিহলভতে মানবো গন্তুকামঃ॥

বৎসযুক্তা ধেনু, বৃষ, গজ, তুরগ, দক্ষিণ শিখাবাহী অগ্নি, দিব্যা (সুশ্রী) স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, নৃপ, গণিকা (বেশ্যা), পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, রবি, মধু, বস্ত্র, কাঞ্চন, ও শুক্লধান্য এই সকল দর্শনে এবং এই শ্লোক শ্রবণে ও পঠনে যাত্রাকারী মানব শুভফল প্রাপ্ত হয়েন। যাত্রাকালীন শুভপ্রাপ্তেচ্ছু কৃষকদিগের এই শ্লোকটি অভ্যস্থ রাখা আবশ্যক।

হলারম্ভের বিধয়।

নিবিষ্টো বিষ্টরে ভক্তং সংস্থাপ্য জানুনীকিতৌ।
প্রণম্যেনাসনং দেবং নত্বোপানেন কর্ষকঃ॥
বৃষো মহাকটিবক্ত্রশ্চিত্রলাঙ্গুল কর্ণবঃ।
সর্ব্ব শুক্লস্তথা বর্জ্যঃ কৃষকৈর্হল কর্ম্মণি॥
হলপ্রসারণং কার্য্যং নীরুগ্ভির্বৃষ কর্ষকৈঃ।
ছিন্নরেখা ন কর্ত্তব্যা যথা প্রাহ পরাশরঃ॥
একা ত্রিপ্রস্তথা পঞ্চ হলরেখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একা অন্নকরী রেখা তৃতীয়া চার্থ সিদ্ধিদা।
পঞ্চমাখ্যাতু যা রেখা বহ্ন শস্যপ্রদায়িনী॥

কুশাসনে উপবিষ্ট মানব জানুদ্বয় ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা বাসবকে প্রণাম করিবে। বিশাল কটিবিশিষ্ট চিত্র লাঙ্গুল চিত্র কর্ণ ও সর্ব্ব শুক্ল বর্ণ বৃষ হল প্রবাহে (হাল পূর্ণায়) নিষিদ্ধ। কর্ষক ব্যক্তি হাল পূর্ণে নিরোগী বৃষ দ্বারা কর্ষিবেক। হলারম্ভ কালে যেন ছিন্ন রেখা না হয়। এক তিন ও পাঁচ রেখাই উক্ত সময়ে প্রশস্ত। এক রেখা অন্নকরী তিনরেখা অর্থ সিদ্ধিদা, ও পঞ্চম রেখা বহু শস্যপ্রদায়িনী বলিয়া কথিত হয়।

এদেশেও আড়াই পাক লাঙ্গল চষার রীতি আছে। আড়াই পাক চষিলেই পঙ্ক্তিরেখা হইয়া থাকে।

লক্ষণালক্ষণ নির্ণয়।

হলপ্রবাহ কালেতু কূর্ম্মমুৎপাটয়েদ্যদি।
গৃহিণী ম্রিয়তে তস্য তথা চাদ্রিভয়ং ভবেৎ॥
কালোৎপাটে চ ভঙ্গে চ দেশত্যাগো ভবেদ্ধ্রুবম্।
লাঙ্গলো ভিদ্যতে যদি প্রভুস্তস্য বিনশ্যতি॥
ঈশভঙ্গোদ্ভবেদ্যদি কৃষকো জীবনাক্ষয়ঃ।
ভাতৃনাশো যুগে ভগ্নে যোক্ত্রে ছিন্নে চ ম্রিয়তে বৃষঃ॥
যোক্ত্রচ্ছেদেন চ রোগঃ স্যাৎ শস্যহানিশ্চ জায়তে।
নিপাতে কর্ষকস্যাপি কষ্টং স্যাৎ রাজমন্দিরে॥
হলপ্রবাহকালে তু গৌরেক প্রপতেদ্যদি।
জরাতিসার রোগেণ মানুষো ম্রিয়তে তদা॥
হলপ্রবাহমানে তু মুখো ধাবন্ যদি ব্রজেৎ।
ক্ষুধিতস্যো ভবেত্তস্য পীড়া চাপি শরীরজা॥
হলপ্রবাহমাত্রস্তু গৌরেক নর্দতে যদি।
নাসাশীঢ় প্রকুর্ব্বিত তদা শস্যং চতুর্গুণম্॥
প্রবাহাদুক্তমাত্রস্তু গৌরেক স্বনতে যদি।
অন্তস্তু লোচনং কুর্য্যাৎ তদা শস্য চতুর্গুণম্॥
হলে প্রবহমানে তু শকৃন্মূত্রং যদা ত্যজেৎ।
শস্যবৃদ্ধিঃ শকৃৎপাতে মূত্রে বল্লা প্রজায়তে॥

হলপ্রবাহকালে যদি কৃষির আইল ভাঙ্গিয়া যায় অথবা চাষোদ্যতশীল মাটী ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে গৃহিণী নাশ বা অগ্নিভয় হয়। কাল উৎপাটিত হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল (মুড়ো বা বোঁটা) ভঙ্গে প্রভুবিনাশ, ঈশভঙ্গে গৃহীবিনষ্ট, যোয়ালভঙ্গে বৃষনাশ, যোত ছিঁড়িলে রোগভয়, শস্যহানি, কর্ত্তা বিনষ্ট এবং রাজদ্বারে কষ্টপ্রাপ্তি, একটী গো পতিত হইলে জরাতিসার রোগে কর্ত্তা বিনষ্ট, বৃষ দৌড়িয়া পলায়ন করিলে কর্ষিনষ্ট এবং শারীরিক পীড়া হয়। আর হলারম্ভমাত্রে একটী গো নাদিলে (গোবর ত্যাগ করিলে) এবং নাসা লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য, মূত্র মাত্রে একটী গো শব্দ করিলে এবং অন্ত্রকে লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য ও হলারম্ভমাত্রে গোবর ও মূত্র ত্যাগ করিলে গোবরত্যাগে শস্যবৃদ্ধি ও মূত্রত্যাগে বল্লা হয় জানিতে হইবেক।

হলপ্রবাহকালে এ সকল ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। ঘটিলে ঐরূপ ফল হওয়াই সম্ভব। আমি ইহার অনেক ফল পাইয়াছি সাধারণে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং শুভাশুভ পরীক্ষা করেন এইমাত্র প্রার্থনা।

বিশেষ আদেশ।

হেমন্তে কৃষাতে হেম বসন্তে তাম্রমৌপাকম্।
ধান্যং নিদাঘকালে তু দারিদ্র্যন্তু ঘনাগমে॥

শীতকালে হলারম্ভে সুবর্ণ, বসন্তে সীসা ও তাম্র, গ্রীষ্মকালে ধান্য এবং বর্ষাকালে দরিদ্রতা লাভ হয়।

মৃৎ সুবর্ণা সমা মাঘে কুম্ভে তপ্তসন্নিভা।
চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাতা ধান্যতুল্যা চ মাধবে॥
জ্যৈষ্ঠে মৃদেব বিজ্ঞেয়া আষাঢ়ে কর্দ্দমাহ্বয়া।
নিষ্ফলা কর্কটে চৈব হলেরুৎপাটিতা তু বা॥

মাঘমাসে হলারম্ভে কর্ষিত মৃত্তিকা সুবর্ণসম কাল্গুনে তপ্তসন্নিভ, চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাত বৈশাখে ধান্যতুল্য, জ্যৈষ্ঠে মৃত্তিকাসম, আষাঢ়ে কর্দ্দমসম এবং শ্রাবণে নিষ্ফলমাত্রক হয়।

মাঘ মাসের মৃত্তিকা মধ্যে শীতের প্রবেশন দ্বারা মৃত্তিকা অধিক উর্ব্বরা হয়। অন্যান্যগুলি ঐরূপ কৈত্র রৌদ্র ও গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টির জলের কারণ বিভিন্ন ফলদায়ক হইয়াছে।

হলপ্রসারণং নৈব কৃত্বা যঃ কর্ষণং ব্রজেৎ।
কেবলং বলদর্পেণ স করোতি কৃষিং বৃথা॥

যে ব্যক্তি হলপ্রসারণ না করিয়া বল ও দর্পের সহিত কৃষিকার্য্য করে, তাহার সমস্তই নিষ্ফলদায়ক হয়।—শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন।

কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।

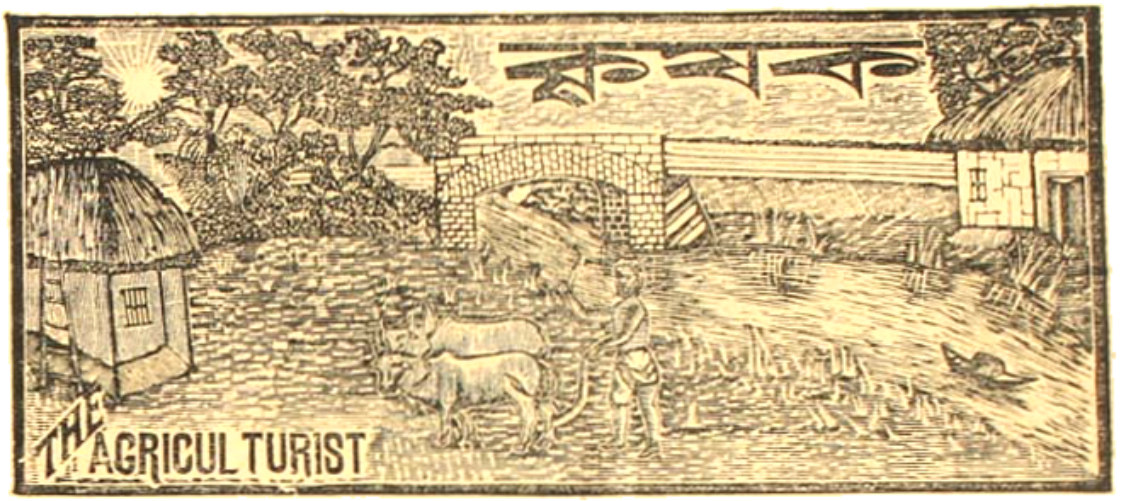

১ম খণ্ড তারিখ ১২ই চৈত্র সোমবার ১৩০৭ সাল। ২৪শ সংখ্যা

সূচী।

[☞ প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।]

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য	৩৬৯
"প্রবাসে" সমালোচনা	৩৭২
আচার...	৩৭৪
কৃষি সংবাদ	৩৭৭
বাহা (orchids)	৩৭৮
পেঁপে	৩৭৮
নূতন ছাতনাতলা	৩৭৮
চক্ষু-সাম্য (সমাপ্য)	৩৭৯
সার ও বীজ বিধি	৩৮০

অদ্য "কৃষকে"র প্রথম খণ্ড শেষ হইল। প্রতি ছয় মাসে একখণ্ড সম্পূর্ণ হইবে। ১৩০৭ সালের মধ্যে অর্থাৎ আগামী দুই সপ্তাহে "কৃষক" প্রকাশিত হইবে না। দ্বিতীয় খণ্ড নববর্ষ হইতে আরম্ভ করিব। অতএব দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা আগামী ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

"কৃষক" ছয়মাস কাল পরিচালিত হইয়া ছয়মাসে বয়ঃক্রম অতিক্রম করিতে চলিল। "কৃষক" প্রকাশিত করিয়া আমরা কাহারও নিকট সম্মানিত, কোথাও বা নিন্দিত এবং নানাস্থানে উপেক্ষিত হইয়াছি। আমরা যে এইরূপে অভ্যর্থিত হইব, তাহা "কৃষক" প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বেই জানিতাম, সুতরাং তজ্জন্য আমরা গর্ব্বিত বা দুঃখিত নহি। যে মহোচ্চ কর্ত্তব্যব্রত আমরা স্বীয় স্কন্ধে অর্পিত করিয়াছি, তদনুষ্ঠানার্থে আমাদিগের সাধ্যমত যত্নাদি দ্বারা যে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি—ইহাই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

যে সকল মহাত্মা "কৃষকে"র চিরোদ্দেশ্যে "কৃষকে"র গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদেরই সমীপে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি তাঁহারা প্রত্যেকে "কৃষক"কে তাঁহাদের নিজ নিজ সম্পত্তি ভাবিয়া

"কৃষকে"র গ্রাহকবৃদ্ধিকল্পে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন মধ্য হইতে দুই একটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা যে বিশেষ উপকৃত হইব তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না। ইতিমধ্যে দুই একজন মহাশয় গ্রাহক অন্ত গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। না বলিতে যিনি সহায় হইয়াছেন—তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী রহিলাম।

কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. কৃষি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A., M. R. A. C., কৃষিপুরাণজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন প্রমুখ মহোদয়গণ "কৃষকে" প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। দেশের কল্যাণার্থে উঁহারা যে পরাঙ্মুখ নহেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহারা যে কেবল আমাদিগের ধন্যবাদার্হ এরূপ নহে। তাঁহারা "কৃষকে"র সহায়স্বরূপ হইয়া সমগ্র দেশের লোকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

"কৃষকে" যে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। অন্নাহারবিশিষ্ট চন্দ্রশোভা শিশু "কৃষক" পুষ্টিকর যথেষ্ট আহার্য্য পাইলে কালসহকারে দোষবিবর্জ্জিত হইয়া সবল ও আনন্দদায়ক হইতে পারিবে। শিশুর দোষ কি মার্জ্জনীয় নহে? পত্র প্রকাশিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। "কৃষক" যোগ্যাশ্রিত অন্নে প্রতিপালিত হউক ইহাই সকলের ইচ্ছা।

শিক্ষিত সমাজকে কৃষিবিষয়ে প্রবর্ত্তিত ও যত্নশীল করিবার নিমিত্তই "কৃষকে"র জন্ম। কৃষিকার্য্যানুরক্ত অভিজ্ঞ মহোদয়গণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল "কৃষকে" প্রকাশিত করিয়া পরস্পরের কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্ত সহায় হইবেন—এই উদ্দেশ্যেও —"কৃষক প্রচারিত হইতেছে। এতদুদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে "কৃষকে"র বিশেষ প্রচার আবশ্যক, কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ কৃষিকর্ম্মানুরত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। কৃষিকার্য্যোপ্রিয় শিক্ষিত শ্রেণী "কৃষকে"র উন্নতিকল্পে যত্নপর হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

মধ্যে দুই পাঁচ জন অনুযোগ করিয়াছিলেন যে "কৃষকে" সাধারণ সংবাদ কেন থাকে। তাঁহাদের বিদিতার্থে বলি যে—"কৃষক" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে "কৃষকে" সাধারণ সংবাদ থাকিবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সংবাদ না থাকিলে, সম্ভবতঃ পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচারীরা "কৃষক"কে "সংবাদপত্র" বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং এক পয়সার ডাকখরচে "কৃষক" বিলি হইত না। এক পয়সায় বিলি না হইলে ১৲ টাকা বার্ষিক মূল্যে "কৃষক" আদৌ চলিত না।

নিম্নশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের জন্ত যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটী নিয়ম এই যে "কোন গ্রন্থকার যদি তাঁহার বইখানি নিম্নশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক করিতে চাহেন তবে সেখানি বাঙ্গালা বা বাঙ্গালায় চলিত কোন ভাষায় লিখিত হইল তাহা ইংরাজিতে তরজমা করাইয়া সেই তরজমা ছাপাইয়া বা 'টাইপে' লিখিয়া মূলগ্রন্থসহ ডাইরেকটার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসানের নিকট—এক কথায় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তার নিকট—তাঁহার অভিমতের জন্ত পাঠাইতে হইবে।"

এই নিয়ম কাহার কল্পনাপ্রসূত আমরা জানি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অন্যায় ও অস্বাভাবিক নিয়ম হইতে পারে কি না বলা যায় না। বইখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে কি না ঠিক নাই সুতরাং প্রথমেই এত অর্থব্যয় করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। তার পর তরজমা পাঠ করিয়া মূল গ্রন্থ ভাল মন্দ ঠিক করা কত যুক্তিযুক্ত শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারাই বলিতে পারেন; এক ভাষায় যদি অপর ভাষার সমস্ত ভাব প্রকাশ পাইত তাহা হইলে আর লোকে দুই তিনটী ভাষা শিক্ষা করিত না। যাঁহারা পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবেন তাঁহারা হয় ত বাঙ্গালা জানেন না তাই এই এই অদ্ভুত নিয়ম করা হইয়াছে। বাঙ্গালা জানেন না অথচ ছাত্রদিগের জন্ত বাঙ্গালার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিবেন—কিম্ আশ্চর্য্যং অতঃপরং! রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা নাই অথচ চিকিৎসক!

কলিকাতা সহরের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রতি দিন ২৩০ হইতে ২৫২ জন লোক মারা যাইতেছে। মারা যাইতেছে—কলেরায়, বসন্তে, দুই এক দিনের জ্বরে ও প্লেগে—হুজুক কিন্তু যে অধিকাংশই প্লেগে মারা যাইতেছে—লোক ভয়ে অস্থির—কিন্তু কিসের এত ভয়? কৈ কলেরা বসন্তকে ত আর আমরা তত ভয় করি না। প্লেগও কলেরা বসন্তের মত একটা উৎকট ব্যাধি, ঐ রোগটাও এদেশের ঘরওয়া হইয়া গেল—তখন আর অত ভয় করিলে চলিবে কেন?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যখন রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যখন গ্রীষ্মের সময়ই রোগের বৃদ্ধি হয় তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে বর্ষারম্ভেই আমার রোগ কমিবে। যে দেশের আবহাওয়া শুষ্ক সেই দেশেই প্লেগ জোর করিতে পারে, যে দেশের হাওয়া সেঁতসেঁতে, বাষ্পময়, সে দেশে প্লেগ কিছু করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে বা আসামে প্লেগ নাই। যাহা হউক এই প্লেগ বা ঐরূপ ভয়ানক জ্বর ও কলেরা বসন্তের প্রতিকারের উপায় কি? গরমের সময় অন্ততঃ কমিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি মিউনিসিপালিটি কলিকাতার আবর্জ্জনাময় রাস্তাগুলি পরিষ্কৃত করিবার একটু বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে কতক পরিমাণে সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে। সাহেব কর্ত্তব্যপরায়ণ কমিসনারেরা কেহই নাই। কে আর মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিগণের ঘুম ভাঙ্গাইবে। এখনকার কমিসনারগণ দার্জ্জীয়োপাল মাত্র।

আমাদের সুযোগ্য নেসন সম্পাদক বলেন যে "মাটী দূষিত হইয়া প্লেগ হয়" এ ধারণা অমূলক। যখন প্লেগ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ইউরোপের স্থানে স্থানে প্লেগ হইতেছে তখন কি স্থির করিব যে পৃথিবীশুদ্ধ মাটী ও আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে? বোধ হয় কোন গ্রহ কি নক্ষত্রের বৈগুণ্যে এরূপ রোগ চারিদিকে হইতেছে একথা অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গ্রহতত্ত্ববিৎ উইলিয়ম লিলিও বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে যে দারুণ প্লেগ হইয়াছিল তাহাও গ্রহবৈগুণ্যে"। একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সহজেই ইচ্ছা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রই জানেন গ্রহনক্ষত্রাদির সহিত শরীরের কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাই আমরা গ্রহপূজা করিয়া থাকি।

সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন বোম্বের বিখ্যাত ধনী পার্শী মিঃ তাতা একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশে ত্রিশ লক্ষ টাকা সরকার বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিরূপে ঐ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য প্রোফেসর রামজে বিলাত হইতে আনা হইয়াছে।

প্রোফেসার রামজে দেখিয়া শুনিয়া যাহা ঠিক করিয়াছেন তাহার একটি রিপোর্ট তিনি দিয়াছেন তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চ্চা যৎসামান্য হইয়া থাকে। যাহাতে সমধিক পরিমাণে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা নানাপ্রকার তথ্যাদি আবিষ্কারের চেষ্টা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান বা শিল্পচর্চ্চায় লোক নাই। বিজ্ঞান বা শিল্প চর্চ্চা করিয়া এ দেশে অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন। এ দেশে নূতন নূতন কল কারখানা হইতেছে না যে তাহাতে যাহারা শিল্প বা বিজ্ঞান শিখিবেন তাহারা পরিণামে প্রতিপালিত হইতে পারিবেন। কয়লার খনি বা লোহার খনি বা সামান্য সামান্য কল কারখানা যাহা আছে তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্যও বড় একটা বিজ্ঞানবিদের দরকার হয় না। কোন রকমে কাজ চালাইতে পারে এমন সমস্ত লোকের দ্বারা কাজ চালাইয়া দেওয়া হয়। প্রোফেসার রামজে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক অনুভব করিয়াছেন; তাই তিনি বলেন যে এইরূপ বিদ্যালয় খুলিলে ভারতে নূতন নূতন কল কারখানা, অভিনব শিল্পকারখানা খুলিতে হইবে নতুবা শিল্পবিজ্ঞান শিখিয়া ছাত্রেরা ভবিষ্যতে কি করিয়া খাইবে। শিল্প ও বিজ্ঞান একটা বিদ্যা, সুতরাং বিদ্যার একটা গৌরব আছে, কিন্তু শুধু গৌরবেত আর উদরপূর্ত্তি হইবে না। বিজ্ঞান শিক্ষার্থে সেই জন্য ভারতীয় ছাত্রদের বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না; তাই রামজে সাহেব ছাত্র সংগ্রহের জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা ৪০৲ টাকা ছাত্রবৃত্তির বন্দোবস্ত করিতে চান।

প্রফেসার রামজে বলেন যে ভারতবর্ষ নানাবিধ খনিজ পদার্থে ও বাণিজ্যদ্রব্যে পূর্ণ। ভারতে এমন সময় আসিবে যখন ভারতবর্ষে নব নব শিল্প দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে তখন আর মিঃ তাতার নব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে না। তাঁহারা সকলেই সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে নিজের গুণপনা দেখাইতে পারিবেন।

তাতার উদ্দেশ্য মহৎ। রামজের উদ্ভিদিত প্রণালী সুন্দর ও অভিজ্ঞতা পরিচায়ক। কিন্তু শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে পরিচালন করিতে হইবে বলিয়া ভারতে নানাপ্রকার শিল্প বাণিজ্যের সৃষ্টি হইবে এ কথা যেন আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ ভাবে শিল্প বাণিজ্যের সৃষ্টি কোথাও হইয়াছে কি না বলা যায় না।

প্রোফেসার রামজে দেখাইয়াছেন যে মিঃ তাতার টাকা হইতে বাৎসরিক আয় হইবে ১,২০,০০০ টাকা কিন্তু ঐরূপ একটী বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে গেলে ইহার উপর আরও প্রায় বার্ষিক ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। তাহা না হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট রামজের মতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ তাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

"প্রয়াস" সমালোচনা।

"প্রয়াস" মাসিকপত্র ও সমালোচন। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রয়াস তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। "প্রয়াস সমিতি" নামক নূতন সমিতি দ্বারা ইহা এখন হইতে পরিচালিত হইবে।—ইহাতে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ আছে, কবিতা আছে, সমালোচনা আছে। প্রবন্ধাদি অত্যুৎকৃষ্ট না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। প্রয়াসের সমালোচনা ভাগ অতি সুন্দর। দেশীয় নাটক ও নাট্যশালার সুন্দর সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রয়াস দেখাইয়াছেন যে থিয়েটারের প্রসাদে কতকগুলি বিগর্হিতরসরুচিপূর্ণ নাটকের সৃষ্টি হইয়া বাঙ্গালাভাষার অধোগতি হইতে বসিয়াছে। রঙ্গালয়ে কোথায় ভাল আর্ট ও রুচির সংস্কার হইবে, সমাজের সংস্কার হইবে, তাহা না হইয়া বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে।

অধিকাংশ রঙ্গনক এখন বঙ্গেরই মঞ্চ হইয়াছে—একটা ইয়ারকির আড্ডা হইয়াছে। অন্যান্য আড্ডার ইয়ারকি দিতে গেলে একটু আধটু ভাবনা ভোগ করিতে হয় কিন্তু এখানে যথেচ্ছাচার করিবার কতটা বাধা নাই অথচ মজা কোন দিকে কসুর নাই।

"প্রয়াস" বলিতেছেন যে সাহিত্যদেবী সুশিক্ষিত ভদ্র লোকের রঙ্গালয়ের উপর অনাস্থা বলিয়া এখানের সমূহের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরও নীচতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সম্পাদকেরা আপনাদিগকে সমাজের সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা সমাজ-সংস্কারক বা সমাজ সংহারক আমাদের সময়ে সময়ে বাস্তবিক ভ্রম হয়। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা সাধারণের অজ্ঞাতসারে যখন যে রঙ্গালয়ের উপর সন্তুষ্ট হন, তখন সেটীর সুখ্যাতি করিতে পঞ্চমুখ হন না যে সকল নাটকের অভিনয় পিতা পুত্র বা ভাই ভাইয়ে একত্র বসিয়া দেখা যায় না, সেই নাটকের ও অভিনয়ের গুণবর্ণন করিয়া কাগজের স্তম্ভ স্তম্ভ পরিপূরিত করেন।

"প্রয়াসের" "শিল্প-শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার লেখক ভারতীয় শিল্প-সমিতির (Indian Industrial Association) অন্যতম সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি সাতিশয় কৃষি ও শিল্পানুরাগী। তিনি ভারতে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যথানুসারে কর্ম্মবিভাগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগকে জাতিগত সার্থকতা না মানিয়া যথারুচি শিল্পশিক্ষা দিলেই ভারতীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে এরূপ আশা করা যায় না। তিনি দেখাইয়াছেন যে দুই দল লোক আছে—একদল

বলেন যে যাহার যাহা জাতব্যবসায় সেই তা করুক; অপর দল বলেন জাতব্যবসায় আবার কি, শিল্পশিক্ষার জন্য যুবক যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই শিক্ষা করুক। একদল যাহা কিছু নূতন তাহারই পক্ষপাতী, অপর দল নূতনকিছু গ্রহণ করিতে, নূতনের ছায়া স্পর্শ করিতে আশঙ্কা করেন। কোন দলই অভ্রান্ত নহেন। কালস্রোতের সঙ্গে পরিবর্ত্তন আবশ্যক যে নদীটী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া এতদূর আসিয়া আসিয়াছে তাহার স্রোতটী উল্টা দিকে ফিরাইয়া পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত করা—সহজ না সম্ভব? যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মতের সামঞ্জস্য হয় তাহা করা উচিত। ত্রৈলোক্য বাবু উভয়ের মত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহার যে জাতি-ব্যবসায়, সেই ব্যবসায় তাহাকে শিখিতে দেওয়া হউক, কিন্তু এই দোরতর জীবন-সংগ্রামের দিনে শুদ্ধ গুণপনার বা কারিগরিতে কাজ চলিবে না; বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই—সুতরাং কল কৌশল চাই—নেকা টাকার মন নিশান চাই—নহিলে লোকে বুঝিবে না—আসল, যথার্থ ভাল হইলেও লোকে তাহা বুঝিবে না—নকল সস্তা—ভাল। আমাদের এখন আসলও চাই—নকলও চাই—ধনীরা আসলের আদর করুন, গরীবে নকল দ্বারা সাধ মিটাক।

এই কল কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য এদেশীয় বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ বিদেশে অর্থাৎ য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানে প্রেরিত হউক তাঁহারা আসিয়া নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিল্প ও কৃষির উন্নতি করুন। শিল্পশিক্ষার জন্য দেশের লোকের ও দশের সহানুভূতিরও আবশ্যক, তাহা না হইলে সমস্ত প্রয়াস বৃথা। আমরা এস্থলে ত্রৈলোক্য বাবুর কথাই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"তাই বলি, শিল্প শিখিবার জন্য লোক পাঠাইবার খরচ বা তাহাদিগকে স্কলারসিপ দিলে চলিবে না। এ বিষয়ে জাপানবাসীদের সুন্দর প্রশংসনীয় প্রথা আমাদের বিশেষরূপে অনুকরণীয়। জাপান হইতে প্রত্যেক বৎসর কতকগুলি করিয়া শিক্ষিত লোককে আমেরিকা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠান হয়; কিন্তু তাহাদের প্রথা আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশে যদি কোন ধনী কাহাকেও শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার কেবলমাত্র খরচ দিয়াই ক্ষান্ত হন। ভবিষ্যতে সে কি করিবে, তাহার কোন চিন্তা করেন না। জাপানের প্রথা এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর। সে দিন কোন একখানি ইংরাজী পুস্তকে জাপান-বাসীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে।—"These youths (Japanese) are sent to Europe with fixed prospects. They know what they are to do and what to earn on return home; they are sent up after settling the projects and schemes for establishing new undertakings."

অর্থাৎ যে জাপানী যুবকেরা য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে শিল্পশিক্ষা করিবার জন্য যায়, তাহাদের ভবিষ্যৎ আশা এই যে, দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র সেই সম্বন্ধীয় কারখানায় কোন কাজ পাইবে।

আমাদেরও এই মত। আমরা বলি যে, কয়েক জন ধনী একত্র হইয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটী ছাত্রকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী বা জাপান প্রভৃতি স্থানে তাহার যাবতীয় খরচ দিয়া পাঠান। পাঠাইবার কালীন তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সম্ভবতঃ যত টাকা ব্যয় হইতে পারে, অনুমান করিয়া সেই টাকার জীবন বীমা করিয়া নিউন। যদি দৈববশতঃ তাহার অকাল-মৃত্যু হয়, তাহাতে টাকার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত যে বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে পাঠান হইবে, সেই সম্বন্ধে কোন একটী কারখানা খোলা আবশ্যক। সেই সকল ছাত্রদের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত থাকিবে যে, তাহারা শিল্প-শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বৎসর সেই কারখানায় বেতন লইয়া কার্য্য করিবে; উক্ত সময়ের মধ্যে কোথাও যাইয়া স্বাধীনভাবে সেই কার্য্যের

ব্যবসায় করিতে পারিবে না। এরূপ করিলে যে ছাত্র শিক্ষার জন্য গমন করিবে, তাহার ভবিষ্যতের আশা রহিল যে, দেশে ফিরিবামাত্র কাজ পাইবে; অন্নের জন্য মাথা খাটাইতে হইবে না। আর যাঁহারা ব্যয় করিয়া দেশের উপকারার্থে ঐ সকল ছাত্রকে পাঠাইবেন, তাঁহারাও কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বরং তাঁহাদের সেই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। দেশের লোকেরও উপকার করা হইল, অথচ লাভবান্ হইতে পারিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই বলিয়াছি, উভয় দলের মতের মধ্যে আংশিক সত্য ও যুক্তি বিদ্যমান্ রহিয়াছে। শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে কোন ফল হইবে না, কিম্বা দুই চারিটী স্কলারসিপ স্থাপন করিয়া দেশের শিক্ষিত লোককে পাশ্চাত্যপ্রদেশে পাঠাইলেও কিছুই হইবে না।"

উপসংহারে আমরাও বলি "প্রয়াসের" উক্ত প্রয়াস সফল হইলে আমরা সুখী হইব।

আহার।

(৩৪৬ পৃষ্ঠার পর)

কদাহারের কুফল।

দেশের লোকের আহার খারাপ ও কম হওয়ার অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

১। দেশের প্রায় সমুদায় লোক রুগ্ন। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই কোন না কোন রোগ আছে। দেশে ক্রমশঃ ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে এবং রোগ ও রোগচিকিৎসার খরচ বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমুদয় রোগ অনেক স্থলে অনাহার, স্বল্পাহার, ও কদাহারজনিত। আহারে বেশী ব্যয় করিলে ঔষধে ব্যয় করিতে হইত না। আমি যত রুগ্ন লোক দেখিয়াছি তাহাদের অনেকেরই উত্তমরূপ আহার পাইলে ব্যারাম সারিত।

২। লোকে ক্রমশঃ অল্পায়ুঃ হইতেছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে এ দেশে পিতামহ হইতে পিতার আয়ুঃ কম এবং পিতার হইতে নিজের ও নিজের হইতে পুত্রের আয়ুঃ কম হইবে।

৩। আহার, পরিশ্রম ও শারীরিক বল সম্বন্ধে এই রূপ—পিতা দুই বেলা এক সের চাউলের ভাত খাইতেন; নিজে আর সেরের বেশী খাইতে পারি না; পুত্রের আহার আরও কম।

পিতা, পিতামহ ক্রোশ চলিতে পারিতেন; নিজে ২।৩ ক্রোশের বেশী চলিতে পারেন না; ছেলে মোটেই হাঁটিতে চাহে না, এমন কি, পড়িবার সময় শুইয়া শুইয়া পড়ে, বসিয়া পড়িতে কষ্টবোধ করে! এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমরা অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি, অথচ বাবুদের অনেকের এমনও বিশ্বাস যে উঁহাদের ক্রমে উন্নতি হইতেছে!

৪। লোকে ক্রমে খর্ব্বকায় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে লোকের রুচি অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোক একণে আজানুলম্বিতবাহু দীর্ঘকায় পুরুষদিগকে পছন্দ করে না। আমি, একজন গিন্নীকে তাঁহার তালগাছের মত লম্বা জামাই হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। একজন মুনসেফকে আমি বলিলাম, এ রকম বেঁটে জামাইকে মেয়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন—বেঁটে মানুষ ভাল।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোক বেঁটে হওয়া ভাল কিন্তু উন্নতিশীল ইংরাজজাতির স্ত্রীলোকেরা লম্বা বেশী হইবে বলিয়া উঁচু জুতা পায়ে দেয়।

একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের বালক বালিকাগণ গড়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ১ ইঞ্চ বেশী লম্বা হইয়াছে। আর একজন ইংরাজ মাপিয়া দেখিয়াছেন যে রঙ্গপুরের পূর্ব্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চ খাট হইয়া গিয়াছে। নদীর এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গড়ে।

এদেশের লোক পূর্ব্ব হইতে বড়লোক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এক ব্যক্তি মনের ক্ষোভে বলিয়াছিলেন যে এদেশে ভবিষ্যতে বেগুণ তলার ছাট বসিবে।

৫। এই আতিথ্যপ্রধান ভারতভূমিতে আতিথেয়তার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। গৃহস্থ নিজে যেরূপ জঘন্য আহার করেন তাহা অন্যকে দিতে লজ্জা বোধ হয় সুতরাং অতিথি এড়াইবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ বাঙ্গালী এত বৎসর এক সঙ্গে রহিল, অথচ তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব হইল না এই বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি যেরূপ জঘন্য আহার করি তাহাতে একজন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে আহার করিতে কি জল খাইতে অনুরোধ করিতে পারি না; সদ্ভাব হইবে কিসে?

৬। আহারে বেশী ব্যয় না করাতে সাধারণ দুর্ভিক্ষ হইলেই পালে পালে লোক মরিতে থাকে। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে ইংলণ্ডে জিনিষপত্র মহার্ঘ হইলেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনাহারে মারা যাইবে না। জিনিস আক্রা হইলে যাহারা ভাল মদ খাইত তাহারা খারাপ মদ খাইবে এবং দ্রব্যাদি আরও আক্রা হইলে মদ খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবে। দ্রব্যাদি আরও দুর্ম্মূল্য হইলে চা খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, পরে দুধ মাখন খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার পর মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল রুটি আলু খাইয়া জীবনধারণ করিবে—অর্থাৎ ইংলণ্ডের মজুরদিগের যে আয় আছে তাহাতে খুব দুর্দ্দিনেও তাহাদের কষ্টের অভাব হয় না। আর এ দেশের মজুরেরা যে মজুরী পায় তাহাতে তাহাদের নুন আর ভাত ভিন্ন আর কিছুই জোটে না, সুতরাং যখন চাউল দুর্ম্মূল্য হয় তখন পালে পালে মরিতে থাকে। ডাল, রুটি, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি ভাল খাওয়া অভ্যাস থাকিলে তাহারা কম মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকার পাইত না, এবং বেশী পয়সা হাতে হইলে তাহা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভাল কাপড়, ছাতা ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিত না।

অনেকের বিশ্বাস যে আহারে যে খরচ করা যায় তাহা বৃথা যায়, পোষাকে খরচ করিলে তাহা কিছু দিন থাকে। কিন্তু এটি ভুল। পোষাক বেশী দিন থাকে না, কিন্তু পুষ্টিকর আহারে শরীরে যে রক্ত হয় তাহা পুত্র পৌত্রাদির শরীরে বর্ত্তমান থাকে, বংশলোপ না হইলে যায় না। একটী ছেলেকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্টিকর আহার না দিলে তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান দুর্ব্বল হয়। আহারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে এখন এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে খাওয়া ত বাহিরের লোকে দেখিতে আইসে না, সুতরাং তাহাতে বেশী খরচ না করিয়া বাহিরের চাকচিক্যে বেশী খরচ করা উচিত। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে লোকের আয় অপেক্ষা বাহিরের ভড়ং বেশী করা এবং মিথ্যাকথা বলা উভয়ই তুল্য, এবং ছেলেপিলেকে খারাপ খাইতে দিয়া পোষাক গহনা ইত্যাদিতে খরচ করা অতিশয় অদূরদর্শীতার কাজ।

খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পি, সি, মজুমদারের নিকট, তাঁহার আমেরিকার অবস্থিতি কালে, একজন মার্কিণ মজুর, পোর্টমাণ্টো মেরামতের মজুরী ২৷৷০ টাকা কি ৩, টাকা চায়। মজুমদার মহাশয় যে ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাকে মজুর বেশী চাহিতেছে বলাতে তিনি মজুর যাহা চাহিতেছে তাহাই দিতে বলিলেন এবং মজুর চলিয়া গেলে কহিলেন আমরা ইহাদের সঙ্গে দর দস্তুর করি না, যাহা চায় দিই। ইহারা ভাল খাইয়া বলিষ্ঠ না থাকিলে দেশ রক্ষা করিবে কাহারা? জন সাধারণের

আহার নিকৃষ্ট করিবার হেতু হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দোষ বাহু জগতে নাই। চীনদেশের মজুরেরা কম মজুরী লয় ও খারাপ খায় বলিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আমেরিকায় খাটার বিরোধী। তাহারা আমেরিকায় থাকিলে আমেরিকার মজুরদিগের মজুরী ও আহার খারাপ হইয়া যাইবে এবং দেশ অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির পদানত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষের লোকেরা তথাকথিত ইয়োরোপীয় অধিবাসীর নিকট অতিশয় ঘৃণিত। ফুটপাথে চলিতে গেলে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, তাহাদিগের গায়ে থুথু দেয়, গাড়ীর ভিতরে বসিতে দেয় না, হোটেলে ঢুকিতে দেয় না। অনন্ত পরাজিত জাতি বলিয়া তাহারা ঘৃণিত, কিন্তু তাহাদের আহার স্বচ্ছ বলিয়া এই ঘৃণার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

একজন বাঙ্গালার চারিটি সরু চাউলের ভাত, একটু ঘৃত কি মাখন, একটু ডালের জল, দুই এক টুক্‌রা ভাজি, একটু মাছ ও ঝোল, একটু টক্ একটু দুধ ও চিনি হইলে অতি উৎকৃষ্ট আহার হইল; অথচ অন্য দেশের লোকে দুই তিন গ্রাসে যাহা খায় তাহাতে যে সার আছে ইহাতে তাহা নাই।

শুধু আহার বিষয়ে আমাদের ছোট নজর হইয়াছে এমন নহে; অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। একজন বাঙ্গালী একবেলা চারিটি ভাত, অপরবেলা একটু সাগু খান, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন আমি আজ কালি ভাল আছি। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে তাহার পথ হইতেই মৃত্যু হয়।—এই গেল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। বুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধেও তাই। একটি লোক বি,এ, এম,এ, পাশ করিয়াছে; বাপরে এমন বুদ্ধিমান্ বিদ্বান ছেলে দেখি নাই—অথচ সে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে নাই, কোন নূতন যন্ত্র তৈয়ার করে নাই, টেলিগ্রাফের যন্ত্রও তৈয়ার করিতে পারে না, ইঁদুর এঞ্জিনের আগুলি সাম্‌নে দিলে ছুড়িয়া হইতে পারে না। অর্থাৎ সে কিছুই জানে না।

২০০।৩০০ টাকা মাইনের চাকরী হইলে কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলে সে বড় লোক—তাহার দিকে তাকাইতে ভয় হয়। গোলামের দেশে এই সকল লোককেই বড় লোক বলে।

দেশ হিতৈষিতা—বক্তৃতার দেশের কোন উপকার হইবে না জানেন, অথচ বক্তৃতা করেন, দরখাস্ত কেহ শুনিবে না জানেন, অথচ তাহাতে সই করাইয়া বেড়ান; ইনি ভয়ানক দেশহিতৈষী, নিশান ধরিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আইস।

('শিক্ষা' ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল

৮। ছেলেদের স্ফূর্ত্তি কোন স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলে দেখিয়া একজন নবাগত মাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নূতন বল কিনিতে টাকা দেন এবং তাহাদের সঙ্গে খেলিবেন বলেন। অনেক দিন হইয়া গেল সাহেব খেলিতে আসেন না। স্কুলের হেডমাষ্টার কারণ জানিতে গেলেন। সাহেব বলিলেন—ইহারা স্ফূর্ত্তির সহিত খেলে না। মাংসকটি আহারী সাহেবের ছেলেদের সঙ্গে, নূন ভাত খেগো বাঙ্গালীর ছেলের স্ফূর্ত্তি একরূপ হইবে, সাহেবের এরূপ আশা করা উচিত হয় নাই। খেলিবার ছুটীর সময় অনেক ছেলে খেলে না। দো দুটী নুনভাত খাইয়া স্কুলে যায়, ২।৩ ঘণ্টা পরে তাহা হজম হইয়া যায় এবং তাহার পর ক্ষুধায়, ঈশ্বর তাহাকে যে ভাষা শিখিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই সেই বিজাতীয় ভাষা শিখিবার বিজাতীয় পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের বিজাতীয় গালিতে, বিজাতীয় ধূলা ও দুর্গন্ধের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া ছেলেদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে—খেলিবে কি? কেবল বাল্যসুলভ চপলতার জন্য একটু আধটু দৌড়াদৌড়ি করে।

কেহ কেহ বলেন ছেলেরা মাংস রুটি খাইলে চলন করিতে পারে না। একজন দুর্ব্বল লোক মাংস ভিন্ন আর কিছু পাক করিতে পারে না. তাহাকে কি চিরকাল মাংসই খাওয়ান হইবে, না ক্রমে ক্রমে ভাত সহাইতে হইবে? কেহ কেহ ছেলেদের ভাল খাইতে দেন না। তাঁহাদের নিম্নলিখিত গল্পটী মনে রাখা উচিত।

ঘোড়া সহিস।

একজন সহিস ঘোড়ার দানা চুরি করিত, কিন্তু পাছে ঘোড়াটিকে খারাপ দেখায় এই ভয়ে তাহাকে খুব মলিত ডলিত। একদিন ঘোড়াটি বলিল "ভাই হে, তোমার যদি প্রকৃতই এই ইচ্ছাই হয় যে আমার চেহারা সুন্দর হউক, তাহা হইলে মলন ডলন করাইয়া আমার দানা চুরি না করিয়া আমাকে বেশী করিয়া দানা খাইতে দিও।"

বস্তুতঃ এ বিষয়ে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। অনেকে ছেলেদের এখন কেবল "পড় পড়" বলেন। তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে "খা, খা; হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর; হাওয়ায় শুয়ে থাক; রৌদ্র বৃষ্টি শীত সহ্য করিতে অভ্যাস কর"। ছেলে পিলে শক্ত বলিষ্ঠ না হইলে বংশ থাকে না।—ক্রমশঃ।—শ্রীশ্যামলাল দত্ত।

কৃষি সংবাদ।

কৃষির অবস্থা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ):- ফাল্গুন মাস গত প্রায় এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইল না। মধ্যে মধ্যে আকাশে মেঘ দেখা যাইতেছে; বৃষ্টির জন্য কৃষকগণ সতৃষ্ণ-নয়নে আকাশের দিকে তাকাইতেছে। এপর্য্যন্ত ধান্য পাট ইত্যাদির আবাদ আরম্ভ হইতে না পারায় ক্ষতির কারণ হইতেছে। পৌষ মাঘ মাসে বিলা ভূমিতে যে সকল বোরো ধান্য রোপিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিল শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে সেচনাভাবে ক্রমশঃই উহা মরিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণী ও কূপ সকল শুষ্ক হওয়ায় জলাভাবে লোকের বিষম কষ্ট হইতেছে, দুই একটী পুকুরে সামান্য পরিমাণে জল যাহা আছে তাহাও শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে বেশীদিন থাকিবে না। ঐ সমস্ত জল ক্রমশঃই অব্যবহার্য্য হইতেছে, দূষিত জল বেশীদিন ব্যবহারে লোকের পীড়া হওয়ার খুব সম্ভাবনা। আখ মাড়া এখনও শেষ হয় নাই। বৃষ্টি অভাবে খেসারি, মটর প্রভৃতি কলাইএর খুব ক্ষতি হইয়াছে। কলাই উঠান চলিতেছে। তামাক কেত কাটা আরম্ভ হইয়াছে, তামাক ভাল হয় নাই। এ বৎসর আমের প্রচুর পরিমাণ মুকুল হইয়াছে। আমের অবস্থা ভাল হওয়াই সম্ভব। কাঁঠালের অবস্থা খারাপ। চাউল ৬।০ টাকা মণ। চাউলের দর ক্রমশঃই চড়িতেছে।

"প্রতি সপ্তাহে কৃষকের ক্রমোন্নতি দেখিয়া অতিশয় সুখানুভব হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে কৃষিবিষয়ক পত্রিকার অভাব অনেকেই অনুভব করিতেন। "কৃষক" দেশের লোকের সে অভাব দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। "কৃষক" ধীরে ধীরে দেশবাসীগণের মনে কৃষিবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে। অনেক শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী মহোদয় "কৃষকে"র সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষকের প্রতি দেশবাসীগণের এই অনুরাগের হ্রাস না হইলে ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দেশের যথেষ্ট হিত হইবে।

সাহিত্য সংবাদাদির সঙ্গে সময় সময় ব্যবহারিক শিল্প-বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিবিধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে যেরূপ কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ সকল উদ্ধৃত হইতেছে, ঐরূপে দামরিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহ হইতে শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।

সম্পাদক মহাশয়, বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃষি-শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক "রবার, বীট পালঙ, কোঙা বা আগাভি, মধু ও চিনি, সবেদা, এলুমিনিয়ম, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি

প্রবন্ধগুলি ক্রমে "কৃষকে" প্রকাশিত করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ সকল প্রবন্ধ বিপুল কলেবর বঙ্গবাসীর ভিতর থাকাতে বড় অসুবিধার কারণ হইয়াছে।" ইতি—জনৈক পাঠক।

রাস্না।

ORCHIDS)

শ্রীযুক্ত রেবনারায়ণ বাবু Orchid এর বঙ্গভাষায় কোনও নাম না পাইয়া উহাকে কুলৌ প্রভৃতি অসামীয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা অর্কিডকে রাস্না বলিয়া থাকি। এখানে আম ও কাঁঠাল বৃক্ষে উহা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। Orchid এক প্রকার পরগাছা, অন্য গাছের আশ্রয় ব্যতীত ইহাকে ভূমিতে দেখা যায় না। এখানে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে যে সকল Orchid দৃষ্ট হয় উহা সবই একজাতীয়। পাতা—খেজুরপাতার ন্যায়, বর্ণ পাতলা সবুজ (Light green)। প্রত্যেক গাছে ৩।৪টীর অধিক পাতা হয় না। পাতাগুলি ১২।১৪ ইঞ্চ দীর্ঘ, ½ ইঞ্চ প্রস্থে হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে রাস্নার ফুল ধরে। ফুল বেশ সুগন্ধ। বৈশাখ মাসে পাতার ভিতর হইতে অগ্রটী করিয়া শীষ বাহির হয়, শীষগুলি ২০ ইঞ্চ পরিমাণ দীর্ঘ, প্রত্যেক শীষে বহুসংখ্যক কুঁড়ি হয়, কুঁড়িগুলি ক্রমশঃ ফুটিয়া থাকে, ফুটা শেষ হইলে গাছগুলি বেশ সুদৃশ্য হয়। Orchid ফুলের প্রত্যেকটী দল পাটকিলে বর্ণ (Brown)। দলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণের বিন্দু আছে। এই ফুল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল জন্মে, ফলগুলি ১ ইঞ্চ পরিমাণ, উহার ভিতর হরিদ্রাবর্ণ তুলার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ দেখা যায়; উহাই রাস্না গাছের বীজ; ঐ বীজ অন্য গাছের ছালে সংলগ্ন হইলে সেখান হইতে একটী নূতন বৃক্ষ উদ্ভূত হয়। রাস্না (orchid) কবিরাজেরা বিবিধ ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমবাত রোগে ইহার অধিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এখানে এই গাছের বিশেষ আদর নাই।

পেঁপে।

লেখক মহাশয় পেঁপের আটা মাখাইয়া মাংস সিদ্ধ করিবার কথা লিখিয়াছেন, ঐ প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমরা পেঁপের আটা না দিয়া কাঁচা পেঁপের খণ্ড মাংসের সহিত দিয়া থাকি। উহাতেই বেশ সিদ্ধ হয়, পেঁপে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা প্রয়োজন, নতুবা মাংস গলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ।

নূতন হাতলাঙ্গল।

"মেদিনী বান্ধব" লিখিতেছেন :—মেদিনীপুর-ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত উদয়গঞ্জ গ্রামের রামচরণ কর্ম্মকার যে দেশীয় লাঙ্গল আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার নমুনা ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবে কি না—তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত পাবনা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী আমাদের মেদিনীপুরের অক্লান্তকর্ম্মা বন্ধু শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি (S. K. Agasti Esq., C. S.) মহোদয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিয়াছেন :—

"With reference to the notice in the issue of the "Medini Bandhab" of the Falgoon current, of the invention of a new model of the country plough, by a Karmokar of Udayganj in the Ghantal Sub-division, I shall be obliged if you will be so good as to let me know whether a sample plough of this design can be had for purchase."

অনেকেই আমাদের নিকট আসিয়া ঐ লাঙ্গলের মূল্যাদির বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহা যে শুভ-চিহ্ন-সূচক ও আনন্দের বিষয় তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের উদ্ভিদতত্ত্বের সংস্কারকর্ত্তা এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের সম্বন্ধে এ সপ্তাহে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আবিষ্কর্ত্তা ছোট আকারের একটী কল-নির্ম্মাণ করিয়া করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। একণের বড় আকারের কল-নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে। পরমারাধ্য স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আবিষ্কর্ত্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। সাধারণের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহাতে যথন অর্থব্যয়ে বিরাট আয়োজনের সহিত কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে আশানুরূপ ফললাভ হইবে না। যখন স্বদেশহিতৈষী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ব্যক্তিগণের শুভদৃষ্টি রামচরণের উপর পতিত হইয়াছে তখন শুভফলের আশা করা যায়।

চূণ-সার।

(শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত।)

(৩৪০ পৃষ্ঠার পর—সমাপ্ত)

ইতঃপূর্ব্বেই আমরা লিখিয়াছি যে, মৃত্তিকা মধ্যে যত প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে, তত্তাবৎই চূণের সংস্পর্শে আসিলে ক্রমশঃ বিগলিত হইতে থাকে এবং শেষে এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, উদ্ভিদগণ অনায়াসে শিকড়ের দ্বারা তাহার আহরণ করিতে সমর্থ হয়। গলনীয় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইলে, তন্মধ্যস্থিত অম্লাংশ চূণের সহিত মিলিত হয়, সুতরাং অম্লের দোষ কাটিয়া যায়। যে জমিতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থের আতিশয্য, তথায় কোন ঘসন সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তাহা কোমল বা সুস্বাদবিশিষ্ট হইতে পারে না। অস্থিচূর্ণ বা অস্থিজন্য ফলের গাছে দিলে যে, ফলের আস্বাদন অধিক পরিমাণে উন্নত ও সুস্বাদু হয়, তাহার কারণ অস্থির চূর্ণাংশ মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। অপরন্তু অম্ল পদার্থ সমূহকে বৃক্ষের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ছাড় নিতেই একটী বিশেষ সার। অম্লের ও কঙ্কর জমির পক্ষে চূণ একটী বিশেষ সার। অধিক কি, এরূপ জমিতে চূণ প্রদান করিলে, উহার তাবৎ দূষিত অংশ একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, এজন্য "টোকো" জমির পক্ষে উহা মুষ্টিযোগ বলিলেই হয়, অতঃপর উহা সেই অম্লের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া নানাবিধ লবণ উৎপন্ন করিয়া উদ্ভিদের সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত চূণের সাহায্যে অনেক ধাতব নিষ্ক্রিয় পদার্থও ক্রিয়াশীল হইয়া উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করে।

চূণের অধিক মূল্য বলিয়া সচরাচর লোকে চূণ ব্যবহার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। তৈয়ারি পোড়াচূণ (Quicklime) বেশ কার্য্য করে সত্য, কিন্তু উহার মূল্য (এক শত মণের) ৭০৲ কি ৮০৲ টাকার কম নহে। সময়ে সময়ে অধিকও হয়। এইত গেল সিলেটী বা শ্রীহট্টের চূণের কথা। কাটনী চূণও ৪০।৫০৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না, ইহা কলিকাতার দর। মফঃস্বলে ইহার মূল্য আরও বেশী। এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ ২০ মণ চূণ দিতে হইলে ৮৲ কি ১০৲ টাকা পড়িবে। ইহাপেক্ষা ঘুটীং চূণ অর্থাৎ পাথর চূণ (unburnt limestone) ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক অল্প খরচে হয়। ইহার মূল্য—একশত মণের, বোধ হয় বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে। পোড়াচূণ অপেক্ষা ঘুটীং চূণের মূল্য যেমন অপেক্ষাকৃত কম, তেমনি ইহার তেজও অল্প, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহা ধীরে ধীরে কার্য্য করে, সুতরাং মাটিকে নষ্ট নিস্তেজ করিতে পারে না। ফলতঃ ইহার ব্যবহারে ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে ইহা বাজারে যেরূপ অবস্থায় বিক্রয় হয়, তাহা অতি স্থূল, এজন্য মৃত্তিকার সহিত বেশ মিশিয়া যাইতে না পারিয়া, গুরুত্ব বশতঃ নিম্নস্তরে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। উহাকে উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া বা ঢাকিয়া, নিহি অংশ ক্ষেত্রে ছেড়া

উচিত। অবশিষ্ট তৃণাংশকে পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গো-নিম্নে ব্যবহার করিতে হইবে। সহর বা সহরের সন্নিকটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে চূণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন নহে। যাঁহার ইচ্ছা আছে এবং অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে, তিনিই উহা আনিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে সচরাচর উহা পাওয়া দুষ্কর। তাহা ব্যতীত সাধারণ কৃষিজীবিগণও অর্থব্যয় করিয়া চূণ খরিদ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের জন্য আমরা আর একটী সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিব পল্লীগ্রামের বাহিরে যে সব গো-ভাগাড় থাকে, তাহাতে নানাবিধ জীব জন্তুর অস্থি পড়িয়া থাকে। লোকে যদি সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া নিজ ক্ষেত্রে আনিয়া আলাইয়া দেয় অথবা কিঞ্চিৎ পয়সা খরচ করিয়া ভাঙ্গাইয়া চূর্ণ করিয়া লয়, তাহা হইলেও চূণের অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। অস্থি বা শামুকচূর্ণ বা ভস্ম মধ্যে চূণ সমধিক পরিমাণে থাকে। তাহা ব্যতীত উহাতে ফস্ফরাস, পটাশ ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ থাকায়, মৃত্তিকার সমধিক উপকার হইয়া থাকে। তবে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে অস্থি-চূর্ণ যত সূক্ষ্ম হইবে উহা তত শীঘ্র গলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইবে। আর যত মোটা হইবে, ততই উহা গলিত হইতে বিলম্ব হইবে সুতরাং তাহার কার্য্যও অতি ধীরে ও দীর্ঘকালে হইবে। এতদ্ব্যতীত অস্থিচূর্ণ ও ভস্মের মধ্যে বিশেষ তারতম্য আছে। সম্পূর্ণ অস্থি চূর্ণীকৃত হইলে উহার তাবৎ (Organic ও Inorganic) পদার্থই উহাতে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু ভস্ম করিলে দাহ্য পদার্থ চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে কতক খনিজ অংশও চলিয়া যায়; কেবল স্থূল খাতব (Organic) পদার্থ থাকে। এই জন্য অগ্রে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা উচিত, অভাবে, ভস্ম ও অপরাপর সার ব্যবহার করিতে হইবে।

যদি লোকে অস্থি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমগ্র দেশের আর একটী মহদুপকার সাধিত হয়। তাহা এই যে, দেশের মৃত জীব জন্তুর তাবৎ অস্থি আর বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে না। আজ কাল প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ হাড় জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ইহা ভারতীয় কৃষির পক্ষে মহা অনিষ্টকর বলিতে হইবে। দেশের লোকে উহার ব্যবহার জানে না বা করে না, কাজেই উহা বিদেশী কৃষকদিগের ব্যবহারে আইসে।

যে সকল জমির মাটিতে অম্লের (acid) আধিক্য থাকে, তাহাতেই চূণ প্রযোজ্য। প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই অল্পাধিক পরিমাণে অম্ল থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, গাছের পাতা ফল ফুল শিকড় অথবা মৃত নানাবিধ জীব-শরীর বিগলিত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে হিউমস্ (humus) রূপে অবস্থান করে। এই দ্রবণীয় পদার্থে সমধিক পরিমাণে অম্ল থাকে। ক্রমাগত যদি জমিতে এই এইরূপে উক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলেই জমি অম্লাক্ত হইয়া যায়। অম্লাক্ত মাটিতে নাইট্রোজেন নামক যে পদার্থ থাকে, অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে সঞ্চিত হয়, তাহা মটর, অড়হর, কলাই, মুগ প্রভৃতি গাছ সমধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারে। কিন্তু উহার আতিশয্য বশতঃ গাছ ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সেই জমিতে চূণ প্রযুক্ত হইলে, অম্লের ভাগ কাটিয়া গিয়া উদ্ভিদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। মানুষে যেমন অতিরিক্ত অম্ল খাইতে পারে না বলিয়া, উহাতে লবণের ব্যবহার করে, উদ্ভিদের পক্ষে চূণও সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। চূণের আস্বাদন লবণাক্ত। অম্ল ও লবণের সামঞ্জস্য হইলে তবে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। এইজন্য অতিরিক্ত লবণাক্ত জমিতে যান্ত্রিক সারের প্রয়োজন হয় এবং অম্লাক্ত জমিতে চূণ দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে।

অম্লাক্ত ও লবণাক্ত জমিতে চিনির গুড়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। কিন্তু পরিমাণ মাটি স্থান হইতে আনিয়া, একটী পাত্রে জলের সহিত গুলিতে হয়। এবং কিছুকাল একটা কাঠি দ্বারা তাহাকে নাড়িতে হয়। ইহাতে মাটি জলের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। তাহার পরে উহাকে আধঘণ্টাকাল স্থির হইতে দিলে, স্থূল পদার্থ নিম্নে গিয়া পড়িবে। তখন একখানি ছুরির ফলক (blade) দিয়া সেই জলমধ্যস্থিত কাদা উঠাইয়া লইয়া একখণ্ড সবুজ 'লিটমস্' কাগজ দ্বারা ৪।৫ মিনিটকাল চাপিয়া ধরিবে। যদি সেই মাটিতে চূণের ভাগ থাকে, তাহা হইলে সবুজ 'লিটমস্' কাগজ লালবর্ণে পরিণত হইবে। আর যদি অম্লের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কাদা লালবর্ণের 'লিটমস্' কাগজ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে উহা সবুজবর্ণ ধারণ করিবে। মোটামুটি এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, মাটিতে অম্লের কি লবণের ভাগ বেশী আছে। উভয় প্রকারের লিটমস কাগজ (Litmus paper) স্বল্পমূল্যে ডাক্তারখানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা মধ্যে বালুকা, এঁটেলমাটি, চূণ বা লবণ, জান্তব পদার্থ (organic matters) বা অম্ল কি কি পরিমাণে আছে, তাহা এ প্রবন্ধে উল্লেখ্য নহে। মৎপ্রণীত "কৃষি ক্ষেত্র" নামক পুস্তকে তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মৃত্তিকার গুরুত্ব বা লঘুত্ব, এবং অম্লের আধিক্য বুঝিয়া, বিঘা প্রতি দুই হইতে পাঁচ মণ চূণ দেওয়া যাইতে পারে। জমিতে চূণ প্রয়োগ করিবার কালে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোনস্থানে অধিক বা কোন স্থানে অল্প না পড়ে, এজন্য চূণ যথেষ্ট গুঁড়া হওয়া আবশ্যক। অসমানভাবে ক্ষেত্রমধ্যে চূণ বিস্তৃত করিলে, কোন স্থানে উপকার আবার কোন স্থানে অপকার হওয়া অতিশয় সম্ভব। ফলতঃ তাহাতে ফসলেরও ইতর বিশেষ হইবে। আর এক কথা এই যে, ক্ষেত্রে চূণ দিবার অব্যবহিত পরেই যাহাতে উহা মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হয় বা মিশিয়া যায়, তাহার জন্য অনতিবিলম্বে ক্ষেত্রে বারংবার হল চালনা করা একান্ত আবশ্যক। কেন না, বিলম্ব করিলে, মৃত্তিকার রসে চূণ নিজেই জমাট বাঁধিয়া যাইতে পারে, অথবা চূণ ও মাটি উভয়ই কঠিন ঢেলায় পরিণত হইতে পারে। বর্ষাকালে জমিতে সর্বাধিক রস থাকে, এজন্য সে সময়ে ক্ষেত্রে আদৌ চূণ দেওয়া উচিত নহে।

চূণের আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহা এই যে, উহা ম্যালেরিয়ার কীটাণু বিনাশ করে। দূষিত জলে এজন্য চূণ দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অনেকে জানেন যে, কোন পুষ্করিণী বা কূপের জল দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, তাহাতে চূণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে জলের সেই দোষ ও দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় এবং তাহাতে ম্যালেরিয়ার কীটাণু থাকিলে তাহা মরিয়া যায়। ঘর বাড়ীতে যে, সময়ে সময়ে চূণকাম বা কলি দিবার রীতি আছে, তাহারও এই কারণ। ফরাসি দেশের ডাক্তার মচি সাহেব বলেন যে, মাটীতে বা জলে সমধিক চূণ থাকিলে, স্থানীয় অধিবাসিগণের ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তিনি আরও বলেন যে, পুলাই (Puisaye) প্রদেশের ক্ষেত্রে চূণ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি ম্যালেরিয়া তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে। অপর চিকিৎসাতত্ত্ববিদ ডাক্তার [illegible] সাহেবও সেই মত পোষণ করিয়া বলেন, যে স্থানে ম্যালেরিয়াপূর্ণ নানা প্রদেশে, ভূমিকায়ো চূণ [illegible] হওয়াতে, ম্যালেরিয়ার অনেক উপশম হইয়াছে। [illegible] দেশে এই বিষয় লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে, - এবং যদি যথার্থই ইহা সপ্রমাণ হয় যে, চূণ ম্যালেরিয়া-নাশক, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, মৃত্তিকায় চূণের অভাববশতঃই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ও আসামের ন্যায় ম্যালেরিয়াপ্রস্তদেশে যাহাতে চূণটা কৃষিকার্য্যে সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে শিখে ও করে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ার কারণ, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদদিগের বুঝিবার, অনুসন্ধান করিবার বিষয়ীভূত বটে, তথাপি আমরা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারি যে, চূণ পদার্থটী দূষিত স্থান ও দূষিত জলকে সংশোধন করে এবং তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার কারণ বিনষ্ট হয়। চূণ ব্যবহারে কৃষিরও যেমন উপকার হইবে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যেরও তেমনি উন্নতি হইবে।—সমাপ্ত।

সার ও বীজ বিধি।

মাঘে গোময় কুটস্থ সংপূজ্য প্রযত্নান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদালৈস্তোলয়েত্ততঃ॥
রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিণম্।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
ততো বপনকালেতু কুর্য্যাৎ সারবিমোচনম্।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি॥

মাঘ মাসে শ্রদ্ধা সহকারে গোময় রাশিকে পূজা (যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ) করিবে এবং শুভ (কৃষি বিহিত) দিন পাইলে কোদালি দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিবে। উত্তোলিত হইলে তৎসমুদায় রৌদ্রে সংশোষণ (শুষ্কবৎ) করতঃ গুঁড়ার আকারে পরিণত করিয়া ফাল্গুনে প্রতি কেয়ারে (আইলে) গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া দিবে, তৎপরে বপন কালে উহা বিমোচন করিবে। বিনা সারে যে ধান্য বর্দ্ধিত হয় তাহাতে ফল হয় না, অর্থাৎ সারযুক্ত ধান্য বৃক্ষে যেমন ফল ধরে না।

মাঘ মাসে শ্রদ্ধা ও যত্নপূর্ব্বক গোময় রাশি হইতে গোময়কে কোদলী দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক সে গোময়ের উৎকৃষ্টতা শক্তি অধিক হওয়ার ক্ষমতা তাহাতে সঞ্চিত হয় কিন্তু বপনও তত ভূমির উপযোগী হয় না। এজন্যে ঐ সকল গোময়কে গুঁড়া করিয়া ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক জমির আইলের পার্শ্বে ক্ষেত্র মধ্যে গর্ত্ত করিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিয়া দেওয়াই ব্যবস্থা। ইহাতে দুই সুবিধা হয়। প্রথমতঃ যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকার যেরূপ সার গ্রহণের আবশ্যক, সে মৃত্তিকায় তদনুরূপ যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহা সেই পরিমাণেই যাইয়া ঐ সারের সহিত সঞ্চিত হইতে পারে। এইরূপে ঠিক ঐ মৃত্তিকায় শস্যের আহারীয় উপযোগী রূপেই ঐ সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বপন কালে জমিতে ঐ সারকে ছড়াইতে হইলে, জমিকেও তদনুরূপ ভাবে চাষ দিয়া ঠিক রাখিতে হয়। ইহাতে যেমন সার সেইরূপ মৃত্তিকাই প্রস্তুত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষেত্রও প্রকৃষ্ট রূপে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্র ব্যতীত যথোচিত ফল লাভ হয় না। সহজে জমি উর্ব্বরা করিবার এমন উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সার পুতিবার পর হইতে জমির আইলের ঘাই বন্ধ রাখা উচিত। তাহা হইলে বেশী বৃষ্টি হইলেও সে সারের জল জমি হইতে বাহির হইয়া যায় না।

বীজ স্থাপন বিধি।

মাঘে বা ফাল্গুনে বা পি সর্ব্ববীজস্য সংগ্রহঃ।
শোষয়েদাতপে সম্যক্ নীহারে বিনিধাপয়েৎ॥
বীজস্য পুটিকাং কৃত্বা নিধানং তত্র শোধয়েৎ।
বীজং নিধানসংমিশ্রং ফলহানিকরং পরম্।
একরূপস্য বীজস্য ফলং ফলতি নির্ভরম্।
একরূপং প্রযত্নেন তস্মাদ্বীজং সমাহরেৎ।
সুদৃঢ়ং পুটকং বদ্ধা তৃণং ছিদ্রাৎ বিনির্গতম্।
আজন্মতুলকে হর্ম্ম্যে কৃষিঃ স্যাদ্বৃৎপুরিতা॥

সংগৃহীত বীজকে আতপে শুষ্ক ও শীতার খাওয়াইয়া (শুষ্কাবস্থায়) পুটিকা (বীজ রাখিবার স্থান পুঁড়ো) বদ্ধ করিবে। পুটিকা বদ্ধ করিবার সময় নিধান (আগ্রয় অর্থাৎ কুটিকাটি ও আগ্‌ড়া চিটিনে ইত্যাদি) হইতে বীজকে শোধন করিবে। নিধান-সংমিশ্র-বীজ ফলহানি করায়। আর একরূপ (একানে) বীজের ফল ভালরূপেই ফলিয়া থাকে। এজন্য অতি-শয় যত্ন সহকারে একানে বীজই সংগ্রহ করিবে। পুটক তৃণ দ্বারা সুদৃঢ় আবদ্ধ করিয়া বাহিরের তৃণগুলি ছেদন করিবে। তৃণচ্ছিন্ন না করিলে কৃষিক্ষেত্র তৃণ পূরিত হয়।

মাঘ-ফাল্গুনই সকল প্রকার বীজ সংগ্রহের কাল। যে সময় তাদৃশ রৌদ্রতাপ থাকে না তাদৃশ শিশিরও থাকে না—সে সময়ই এই। সংগৃহীত বীজকে শিশির ও রৌদ্র খাওয়াইলে বীজ ভাল থাকে এবং তেজস্কর হয়। তাই বলিয়া যাহাতে অঙ্কুর স্থান জন্মিয়া যায় এমত রৌদ্রলাগান বা অধিক হিম খাওয়ান উচিত নহে। পুটকা মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে বীজ ভাল থাকে। আবদ্ধ বীজের সহিত আগ্‌ড়াদি মিশ্রিত থাকিলে বীজও অল্প বা অধিক পরিমাণে তদ্‌গুণ প্রাপ্ত হইয়া ফল হানি করে। একানে বীজ না হইলেও অল্প বা অধিক ঐ গুণই প্রাপ্ত হয়। যেটি যাহার সংস্রবে থাকে সেটি তাহারই গুণ পাওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব বীজ যে কিরূপে এবং কেন ভাল ফললাভের কারণ হয় না তাহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত। পুটকাবদ্ধ বীজে রৌদ্র বাতাস ও শিশির প্রবেশ করিবার উপায় নাই এবং সেরূপ স্থানে কেহ উহা রাখিয়াও দেয় না। তৃণ খড় দিয়া ঐ পুটকা প্রস্তুত হয়। উহাতে বীজ অণুমাত্র নষ্ট হয় না। তাই অকলস্থ কৃষকেরা ঐরূপেই বীজ রাখিয়া থাকেন। পুটকগুলি তৃণাদি কাটিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখার জন্য শাসনবাক্য থাকা ভাল। তাই মুনি বলিয়াছেন পুটকের তৃণ না কাটিলে তাহার কৃষি তৃণ পূর্ণই হয়।

বীজ পুটিকা রাখিবার স্থান।

ন বন্ধ্যাকে ন গোস্থানে ন প্রসূতিনিকেতনে।
ন চ বন্ধ্যাবতিগেহে বীজ স্থাপন মাচরেৎ॥

যে গৃহে উট আছে, যেখানে গোরু থাকে, যেখানে প্রসূতি প্রসব করে, যেখানে বন্ধ্যা নারী থাকে সে গৃহে বীজ রাখিবে না।

এই সকলের হাওয়ায় এরূপ শক্তি আছে যে, তাহা তৃণ ভেদ করিয়াও বীজ পর্য্যন্ত স্পর্শ এবং বীজকে নষ্ট করে। একেবারে নষ্ট হয় না বটে কিন্তু সে বীজে ফল ভাল হয়ই না। ইহাও একরূপ বৈদ্যুতিকের ন্যায় কার্য্য করে।

বীজরক্ষণ বিধি।

নোচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেদ্বীজং ন চ নারী রজস্বলা।
ন বন্ধ্যা গুর্ব্বিণী চৈব ন চ নগ্নপ্রসূতিকা॥

উচ্ছিষ্টাবস্থায়, রজস্বলা নারী, বন্ধ্যা, গর্ভিণী ও উলঙ্গ প্রসূতী বীজ স্পর্শ করিবে না। ইহাতেও বীজ ঐরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

ঘৃতং তৈলঞ্চ তক্রঞ্চ প্রদীপং লবণং তথা।
বীজোপরি ন্যসেন্নাপি কৃষকোনৈব স্থাপয়েৎ॥

ঘৃত তৈল তক্র (ঘোল) প্রদীপ ও লবণ ইহারও পুটিকা সংস্থিত স্থান বা বীজের পুটিকার উপরে রাখিবে না ইহাতেও ঐরূপে বীজ নষ্ট হয়।

বর্জ্জনীয় বীজ।

দীপাগ্নি ধূপ সংস্পৃষ্টং বৃষ্ট্যা চোপহতঞ্চ যৎ।
বর্জ্জনীয়ং সদা বীজং যদ্বার্ত্তেষু নিপাতিত॥

(গর্গ সংহিতায়াং)।

দীপ, অগ্নি, ধূপ সংস্পৃষ্ট, বৃষ্টি দ্বারা উপহত ও যাহা গর্ত্তে পতিত হইয়াছে এরূপ পুটিকার বীজ বর্জ্জনীয়। এ বীজে ফল হয় না।

প্রোপিতং বীজ মন্যিশ্রং স্বাস্থানং নিষ্ফলেৎ ক্বচিৎ।
নিধানং শুদ্ধসংমিশ্রং তথীজং বন্ধ্যতা ব্রজেৎ॥

পর্গ সংহিতায়াং।

প্রোপিত বীজ ও মিশ্রিত বীজ ভূমিতে বপন করিবে না। আগড়াদি সংযুক্ত এবং ধূলা মিশ্রিত বীজ ফলদায়ক হয় না।

খারাপ বীজের দোষ।

কৃষাণ সার কেদার বৃষ লাঙ্গলকাদয়ঃ।
সর্ব্বে তে বন্ধ্যতাং যান্তি বীজে বন্ধ্যত্বমাগতে॥

(পর্গ সংহিতায়াং)

বীজের ফলোৎপাদিকা শক্তির ব্যাঘাত ঘটিলে কৃষাণ, সার, ক্ষেত্র, বৃষ, লাঙ্গলাদি সমস্তই নিষ্ফলত্ব প্রাপ্ত হয়।

তিল মাষ যবাদীনাং বিধিনৈব প্রকীর্ত্তিতঃ।
বীজে যত্নতঃ কুর্য্যাৎ বীজমূলা ফলাদয়ঃ॥

(পর্গ সংহিতায়াং)

বীজই ফলের মূল। অর্থাৎ ভাল বীজেই ভাল ফল হয় অতএব এই প্রকার বিধিতে যত্নপূর্ব্বক তিল, মাষ ও যবাদির বীজ রক্ষা করিবে।

বীজে দোষ স্পর্শ হইলে তাহার দ্বারা সুফল আশা করা বৃথা! বীজ দোষশূন্য হইলে তাহাতে ফল না হইবে কেন? ফল লাভের জন্য বীজ সংগ্রহ। যদি বীজ হইতে ফল লাভ করিতে না পারা যায় তবে আর সে বীজে কি ফলিল? বীজ দ্বারা ফল লাভ করার কাহিনীই বা কি আছে। যাঁহারা কৃষি কার্য্যাবলম্বী তাঁহারা বীজ বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিলেই উহা সংসাধিত হইতে পারে। যে গুলিতে লক্ষ্য রাখিলে প্রকৃষ্টরূপে কৃষিবিষয়ে ফললাভ করা যায় আমরা সেই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যই সাধারণকে জানাইতেছি। এবং ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি উহা কণ্ঠস্থ রাখিয়া চলিলে কেহই লক্ষ্যভ্রষ্ট বা বিফল মনোরথ হইবেন না বরং উহা স্মরণ থাকিলে সহজেই তত্ত্ব সত্য অনুধাবনে গতি হইতে পারে। কৃষি বাক্যের সত্য নিশ্চয়ে মনোনিবেশ দ্বারা নিশ্চিতই আমাদের কৃষিবিষয়ে ক্রমিক উন্নতি এমন কি অল্প সময় মধ্যে মহত্তরূপ লাভ করিবারই কথা। বাস্তবিক ঘটেও তাই, আমাদের নাই কি, ছিল না কি? যা ছিল আসুন দেখি তাহারই অনুশীলন করিতে সকলে প্রবৃত্ত হই। দেখিবেন কেমন না আমরাই আবার কৃষিবিষয়েই যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারি। যাহাতে অর্থ আছে সেই দিকেই মানবের লক্ষ্য। যাহাতে যত অর্থ লাভ হয় সে কাজ তত সম্মানজনক। আমাদের যখন এ বিশ্বাস আছে, তখন কৃষিবিষয়েও সেই ফল লাভ হইলে, কৃষিতে অবশ্যই লক্ষ্মী হইবে। প্রাচীন কৃষিবিষয়ক উপদেশ সকল হইতে আমরা অনেক দূরে পড়িয়াছি, তাই ফললাভেও বঞ্চিত আছি, তাই কৃষিবিষয়েও সাধারণের সে আদর নাই। যাহাতে সকলেই আবার সেই সকল সদ্যক অবগত হইতে এবং প্রচুর অর্থলাভ করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্যই আমরা উহা প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছি। পূর্ব্বে কালিকাপুর গেজেটে উহা প্রকাশ করিতাম। এক্ষণে মহচ্চেতোদাবনতৎপর সুযোগ্য "কৃষক" সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের "কৃষকে"ই নিয়মিত রূপে উহা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধারণের উৎসাহ পাইলে কৃষকের সকল অভাব অচিরাৎ দূরীকৃত হইবে। নিষ্ফল বৃথা বাগাড়ম্বরজনক কথায় কাহারও ফল নাই। আমরা ঋষি বাক্যের সত্য রহস্য সকল উদ্ভাবন করিয়া সত্যের সত্যই দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অন্বেষচিত্তেতী সদাশয়গণ আসুন দেখি, সকলেই দেখি আমাদের কি ছিল না। দেখা যা'ক কৃষিতেই বা কার প্রবৃত্তি থাকে না।—বিনীত শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।